ঋগ্বেদ-সংহিতা।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

প্রথমোঽষ্টকঃ। প্রথমং মণ্ডলং।

মূলং, পদ-বিশ্লেষণং, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদঃ, সায়ণভাষ্যং, ভাষ্যানুবাদঃ, বিশদার্থঃ প্রভৃতি সমেতা।

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা
ব্যাখ্যাতা সম্পাদিতা চ।

১৩২৮ সালাব্দাঃ।

কৌলীন্যভূষণোপেত উপাধি-লাহিড়ী-যুতঃ।
শাণ্ডিল্যবংশসম্ভূতো রামমোহনজো দ্বিজঃ ॥
বর্দ্ধমানাখ্য-জেলায়াং রামচন্দ্রপুরঃ পুরে।
আসীৎ সুধীঃ সুধারামঃ সর্ব্বেষাং প্রীতিসাধকঃ ॥
দুর্গাদাসঃ সুতস্তস্য সাহিত্যগতজীবনঃ।
বসতি স্বগণৈঃ সহ হাওড়া-সহরেঽধুনা !
'পৃথিবীর ইতিহাস' ইতি খ্যাতো গ্রন্থস্তস্য।
সুধীয়াং তৃপ্তিসাধকঃ সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ ॥
ব্যাখ্যায়াং চতুর্ব্বেদস্য সম্প্রতি স রতো ভবেৎ।
কৃপয়া জ্ঞানদেবস্য সিদ্ধির্ভবতু শাশ্বতী ॥
মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ভূত্বা অজ্ঞান-নাশিনী।
জ্ঞানালোকপ্রদা ভূয়াৎ সর্ব্বেষামন্তরে সদা ॥

হাওড়া-সহরে "পৃথিবীর ইতিহাস" মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী শর্ম্মণা মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

১ম অষ্টক - ৫ম অধ্যায়

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

——:‡ ০ ‡:——

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

——: ০ :——

প্রথমং মণ্ডলং। একাদশোঽনুবাকঃ। দ্বিষষ্টিতমং সূক্তং।
প্রথমোঽষ্টকং। পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ। প্রথমাদারভ্য
তৃতীয়ঃ পর্য্যন্ত ত্রয়া বর্গাঃ।

* . *

দ্বিষষ্টিতমং সূক্তং।

—— • ——

এই সূক্তে পঞ্চম অধ্যায় আরম্ভ হইল। পঞ্চম অধ্যায়ে উনবিংশটি সূক্ত আছে। এ দ্বিষষ্টিতম সূক্তে এই অধ্যায় আরম্ভ এবং অশীতিতম সূক্তে অধ্যায় শেষ হইবে। পঞ্চম অধ্যায়ের অন্তর্গত উনিশটি সূক্তের তিনটি সূক্ত (৬২, ৬৩ ও ৮০ সূক্ত) ইন্দ্রদেব সম্বন্ধে এবং একটী সূক্ত (৬৪ সূক্ত) মরুদ্গণ সম্বন্ধে প্রযুক্ত; অবশিষ্ট পনেরটি সূক্ত অগ্নি দেবতার উপাসনায় বিনিযুক্ত। এই অধ্যায়ের উনিশটি সূক্তের মোট ঋক্-সংখ্যা ১১৫টী। তন্মধ্যে নয়টি সূক্তে ৫টি করিয়া ঋক্ আছে; তিনটী সূক্তে ১০টি করিয়া ঋক আছে; দুইটী সূক্তে ৯টি করিয়া ও দুইটী সূক্তে ১২টি করিয়া ঋক্ আছে; এবং তিনটী সূক্তে যথাক্রমে ১৩টি, ১৫টি ও ১৬টি ঋক্ আছে।

ইন্দ্রদেবতা সম্বন্ধে এই যে দ্বিষষ্টিতম সূক্ত আরম্ভ হইল, ইহার ঋক্-সংখ্যা তেরটি। অধুনা আমরা যে ভাবের ভাবুক হইয়াছি, আধুনিক শিক্ষিত-সমাজ যে দৃষ্টিতে বেদের মর্ম্মার্থ অনুসন্ধান করেন, একরূপ দৃষ্টিতে, এই সূক্তের তেরটী ঋকের মধ্যে তাহার বিশিষ্ট উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যায়। আবার, একটু নিগূঢ় অনুসন্ধান করিতে পারিলে, একটু অনুধ্যান করিতে সমর্থ হইলে, ঐ সকল ঋক্-মন্ত্রের মধ্যেই আর এক অভিনব সামগ্রী দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। কয়েকটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। যথা,—

(১) যদি কেহ বিশ্বাস করেন,—বেদে অতি অসভ্য আদিম সমাজের চিত্র প্রকটিত আছে, তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঋকের ভাষ্য ও প্রচলিত ব্যাখ্যাদি দেখিয়া তৎসম্বন্ধে শিক্ষ

নিশ্চিত হইতে পারিবেন। সে সমাজে গো-চোরের বড়ই প্রাদুর্ভাব ছিল; 'পণি' নামে পরিচিত গো-চোর অসুরেরা অঙ্গিরস-বংশীয় ঋষিগণের গাভীকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল; ইন্দ্র ও অঙ্গিরা পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া গাভীর উদ্ধার সাধন করেন। ঐ দুই ঋকের ব্যাখ্যাদিতে এইরূপ অর্থই চলিয়া আসিতেছে। এ বিষয়ে একটা উপাখ্যান আছে এই যে —ব্যাধ যেমন মৃগের অনুসরণে কুকুর প্রেরণ করে, ইন্দ্র সেইরূপ সরমা-নাম্নী দেব-কুক্কুরীকে গো-চোরের অন্বেষণে পাঠাইয়াছিলেন; সেই কুক্কুরী তাঁহাকে সন্ধান আনিয়া আনিয়া দিলে, তিনি গাভীর উদ্ধার-সাধনে সমর্থ হন এবং সরমার কার্য্যের পুরস্কার-স্বরূপ তাহার শিশুকে সেই গাভীর দুগ্ধ খাইতে দেন। কিবা সায়ণের ভাষ্যে, কিবা প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে,—সর্ব্বত্র এই অর্থই প্রচলিত। সুতরাং বুঝিয়া দেখুন,—বেদে কোন্ সমাজের কি কথাই বা কীর্ত্তিত আছে।

আধুনিক কোনও কোনও পণ্ডিতের গবেষণা প্রভাবে এখানে আবার একটা অভিনব রূপক পরিকল্পিত হয়। তাঁহারা বলেন,—প্রাচীন ফিনিসীয় বণিকগণ শাস্ত্রে 'পণি' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন; তাঁহারা বাণিজ্যের অছিলায় ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হন। ইন্দ্র সেই বণিক দস্যুদিগের হস্ত হইতে ভারতকে রক্ষা করিয়াছিলেন। কি সূত্রে এই অর্থ আসে, এবং তৎপক্ষে আমাদের বা কি বক্তব্য আছে, যথাস্থানে তাহা প্রকাশ করা যাইবে।

(২) ঋঙ্মন্ত্রগুলি যে ঋষিবিশেষের এবং তাঁহাদিগের যজমানগণের রচনা, এমন কি— কোনও কোনও মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণকারীও তাহার মধ্যে যে দুই একটা মন্ত্র সন্নিবেশ করিয়া দিয়াছেন,—এই সূক্তের ত্রয়োদশ ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সাহায্যে তাহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে; পরন্তু ইন্দ্র যে একজন আমাদিগেরই মত মনুষ্য ছিলেন, ঐ ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে তাহাও বুঝান যাইতে পারে। তৎপক্ষে ঐ ঋকের একটা প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

"হে সুনেত্র বলবান্ ইন্দ্র! তুমি রথে অশ্ব যোজনা কর; গোতম ঋষির পুত্র নোধা আমাদের নিমিত্ত তোমার এই নূতন স্তোত্র রচনা করিয়াছেন। অতএব যিনি কর্ম্ম দ্বারা ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই ইন্দ্র প্রাতঃকালে শীঘ্র আগমন করুন।"

এই তো মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ! আর এই তো তাহা হইতে ভাব-সকল পরিগৃহীত হইয়া থাকে!

কিন্তু মন্ত্রের মধ্যে একটু প্রবেশ করিতে পারিলে, মন্ত্রার্থের পূর্ব্বাপর সঙ্গতির প্রতি একটু লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইলে, এ ভাব এ অর্থ সম্পূর্ণরূপ উল্টাইয়া যায়। আমাদিগের ব্যাখ্যায় যথা-পর্য্যায় তাহা লক্ষ্য করুন। পরন্তু এক্ষেত্রেও দুইটী কথায় গূঢ়ার্থের সন্ধানে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্রথমতঃ, লক্ষ্য করুন—ইন্দ্র বলিতে এখানে কাহার প্রতি দৃষ্টি পড়ে! এই সূক্তেই আছে—তিনি সকলের আদিভূত বা সনাতন। এ বিষয়ে ত্রয়োদশ ঋকের অন্তর্গত "সনায়তে" পদ ও তাহার প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রভৃতি দেখুন। তাহাই এতদুক্তির প্রমাণ। তার পর আবার অন্যত্র (দ্বাদশ ঋকে) "সনাদেব তব রায়ঃ" বাক্যাংশের প্রতি লক্ষ্য করুন। বুঝুন—তিনি কোন ধনের দাতা! যিনি অক্ষয় ধন

দান করিতে পারেন, এখানে তাঁহারই বিষয় প্রখ্যাত হইয়াছে। যিনি সকলের আদিভূত সনাতন, যিনি অনন্ত অক্ষয় ধনের অধিকারী, তিনি কিনা একটা গো-চোরের নিকট হইতে গাভীটা উদ্ধারের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সুতরাং সহজেই বুঝা যায় না কি—ঐ গোরু চুরির উপাখ্যানেরই বা সার্থকতা কতটুকু, আর সেই গাভীর সন্ধানের জন্য ইন্দ্রের ঐরূপ প্রচেষ্টারই বা ভিত্তি কতটুকু। এইরূপ, ফিনিসীয় বণিকগণের বিষয় এবং বেদ-মন্ত্র-রচনার প্রসঙ্গেই বা কি যুক্তিযুক্ত কথা আছে, সকল কথারই আলোচনা যথাস্থানে করা যাইবে। ধীর স্থির ভাবে সকলে সত্যতত্ত্ব অনুসন্ধান করুন;—ইহাই আমাদিগের আকাঙ্ক্ষা।

—— • ——

দ্বিষষ্টিতমসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা।)

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরং॥

অথ পঞ্চমাধ্যায় আরভ্যতে। প্রথমে মণ্ডল একাদশেঽনুবাকে চত্বারি সূক্তানি গতানি। প্র মন্মহ ইত্যেতৎত্রয়োদশর্চ্চং পঞ্চমং সূক্তং। তত্রানুক্রম্যতে। প্র সপ্তোনেতি। অনিরুক্তা সংখ্যা বিংশতিরিত্যুক্তত্বাৎ প্র সপ্তোনেত্যুক্তে ত্রয়োদশেত্যুক্তং ভবতি। ঋষিশ্চান্যস্মাদিতি পরিভাষয়া নোধা ঋষিঃ। অনাদেশ পরিভাষয়া ত্রিষ্টুপ্ছন্দ। ইন্দ্রো দেবতা। গতঃ সামান্য বিনিয়োগঃ। বিশেষ বিনিয়োগস্তু লিঙ্গাদবগন্তব্যঃ।

* * *

দ্বিষষ্টিতম সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

অতঃপর পঞ্চম অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে। প্রথম মণ্ডলের একাদশ অনুবাকের চারিটী সূক্ত পূর্ব্বে গিয়াছে। "প্র মন্মহে" ইত্যাদি ত্রয়োদশটী ঋক-বিশিষ্ট পঞ্চম সূক্ত। তদ্বিষয়ে এইরূপে অনুক্রান্ত আছে;—'প্র সপ্তোনেতি'। সংখ্যা অনিরুক্ত হইলে, বিংশতি এইরূপ উক্ত হয় বলিয়া, 'সপ্তোনেতি' উক্তি-হেতু ত্রয়োদশ সংখ্যাই উক্ত হয়। (অর্থাৎ, নির্দ্দিষ্ট কোনও সংখ্যা উল্লিখিত না হইলে বিংশতি সংখ্যাই ধরা হয়; কিন্তু এখানে 'সপ্তো ন' অর্থাৎ সাত সংখ্যা কম—এইরূপ অনুক্রান্ত হওয়ায়, ঋক্-সংখ্যা ত্রয়োদশ বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।) 'ঋষিশ্চান্যস্মাৎ' ইত্যাদি পরিভাষার দ্বারা এই সূক্তের ঋষি—নোধা। 'অনাদেশ' পরিভাষার দ্বারা ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ্। ইন্দ্র দেবতা। পূর্ব্বের ন্যায়ই বিনিয়োগ। বিশেষ বিনিয়োগ 'লিঙ্গাৎ' বলিয়া জ্ঞাতব্য।

* * *

প্রথম মণ্ডলস্য একাদশানুবাকে দ্বিষষ্টিতমং সূক্তং। নোধা ঋষিঃ।
ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। ইন্দ্রো দেবতা। প্রাতঃসবনে বিনিয়োগঃ।
বিশেষবিনিয়োগস্তু লিঙ্গাদবগন্তব্যঃ।

* * *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং দ্বিষষ্টিতমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্)।

প্র মন্মহে শবসানায় শূষমাঙ্গূষং

গির্বণসে অঙ্গিরস্বৎ।

সুবৃক্তিভিঃ স্তুবত ঋগ্মিয়ায়ার্চামার্কং

নরে বিশ্রুতায় ॥ ১ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

প্র। মন্মহে। শবসানায়। শূষং। আঙ্গূষং।

গির্বণসে। অঙ্গিরস্বৎ।

সুবৃক্তিঽভিঃ। স্তুবতে। ঋগ্মিয়ায়। অর্চাম। অর্কং।

নরে। বিঽশ্রুতায় ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শবসানায়' (অমিতবলসম্পন্নায়, শত্রুনাশকায়) 'গির্ব্বণসে' (স্তুতিভিঃ সম্ভজনীয়ায়, যদ্বা—মন্ত্ররূপায় বিদ্যমানায় তস্মৈ দেবায় ইতি ভাবঃ) 'অঙ্গিরস্বৎ' (জ্ঞানিন ইব, জ্ঞানিনামনুসারিণো ভূত্বা ইতি ভাবঃ) 'শূষং' (সুখকরং, মঙ্গলপ্রদং) 'আঙ্গূষং' (স্তোত্রং, মন্ত্রং) 'প্র মন্মহে' (প্রকৃষ্টরূপেণ হৃদি ধারয়ামঃ) বয়মিতি শেষঃ; তথা 'সুবৃক্তিভিঃ' (সুকর্ম্মভিঃ সহ) 'স্তুবতে' (স্তবনীয়ায়) 'ঋগ্মিয়ায়' (ঋঙ্মন্ত্রৈরর্চ্চনীয়ায়) 'বিশ্রুতায়' (লোকপ্রসিদ্ধায়) 'নরে' (নেতৃস্বরূপায় পরিচালকায় তস্মৈ দেবায় ইতি ভাবঃ) 'অর্কং' (স্তোত্রং, পূজাং) 'অর্চ্চাম' (পূজয়াম, সমর্পয়াম)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধন-সঙ্কল্পমূলকঃ। জ্ঞানিনাং পদাঙ্কানুসরণেন প্রার্থনাকারী অত্র দেবপূজায়াং দেবকর্ম্মণি চ আত্মাভিনিবেশং করোতি। (১ম—৬২সূ—১ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অমিতবলসম্পন্ন (অথবা—শত্রুনাশক), স্তুতির দ্বারা সম্ভজনীয় (অথবা—মন্ত্ররূপে বিদ্যমান্) সেই দেবতার উদ্দেশে, জ্ঞানীর ন্যায় অর্থাৎ জ্ঞানিগণের অনুসারী হইয়া, সুখকর (মঙ্গলপ্রদ) মন্ত্রকে প্রকৃষ্টরূপে হৃদয়ে ধারণ করিতেছি; আর, সৎকর্ম্মের সহিত স্তবনীয়, ঋঙ্মন্ত্রের দ্বারা অর্চনীয়, লোকপ্রসিদ্ধ, নেতৃস্বরূপ পরিচালক সেই দেবতার উদ্দেশে, পূজা (স্তোত্র) সমর্পণ করিতেছি। (এই মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনসঙ্কল্প-মূলক; জ্ঞানিগণের পদাঙ্কানুসরণে প্রার্থনাকারী এখানে দেবপূজায় ও দেবকর্ম্মে আত্মাভিনিবেশ করিতেছেন।)॥ (১ম—৬২সূ—১ঋ)॥

* * *

সায়ন-ভাষ্যং।

শবসানায়। শব ইতি বলনাম। তদ্বদাচরতে। যথা বলং শত্রূন্ হন্তি তথা শত্রূণাং হন্তেত্যর্থঃ। গির্ব্বণসে। গীর্ভিঃ স্তুতিলক্ষণৈর্ব্বচোভিঃ সম্ভজনীয়ায়। গির্ব্বণা দেবো ভবতি গীর্ভিরেনং বনয়ন্তীতি যাস্কঃ। এবং ভূতায়েন্দ্রায়। শূষমিতি সুখনাম। শূষং সুখহেতুভূতং।

সায়ণভাষ্যের-বঙ্গানুবাদ।

শবসানায়। শব এই শব্দ বল-নাম-বাচক। তাহার (বলের) ন্যায় আচরণ করে—এই অর্থে 'শবসানায়' পদ প্রযুক্ত হয়। ভাবার্থ এই যে,—বল যেমন শত্রুগণকে হনন করে, সেইরূপ শত্রুগণের হননকারী। গির্ব্বণসে। স্তুতিলক্ষণ বাক্যের দ্বারা সম্ভজনীয়। যাস্ক বলেন—'গির্ব্বণা দেবো ভবতি' অর্থাৎ গির্ব্বণা দেবতা হয়েন; কেন-না, স্তুতিসমূহের দ্বারা দেবতা সম্পূজিত হন। এবম্ভূত (শবসানায় গির্ব্বণসে) ইন্দ্রের উদ্দেশে 'শূষং' অর্থাৎ সুখ-

আঙ্গূষঃ স্তোমঃ আঘোষঃ ইতি যাস্কঃ। আঙ্গূষং স্তোত্রমঙ্গিরস্বৎ অঙ্গিরস ইব প্রমন্মহে। বয়ং স্তোতারঃ প্রকর্ষেণাবগচ্ছামঃ। অবগত্য চ স্ববৃক্তিভিঃ সুষ্টাবর্জকৈঃ স্তুত্যাভিমুখীকরণসমর্থৈঃ স্তোত্রৈঃ স্তবতে স্তোত্রং কুর্ব্বতে ঋষয়ে য ইন্দ্র ঋগ্মিয়োঽর্চনীয়ো ভবতি। যদ্বা কর্ম্মণি কর্তৃপ্রত্যয়ঃ। ঋষিণা স্তূয়মানায়েত্যর্থঃ। নরে সর্ব্বেষাং নেত্রে। যদ্বা নরে যজমানে বিশ্রুতায় যষ্টব্যতয়া বিশেষেণ প্রখ্যাতায়। এবম্ভূতায় তস্মা অর্কং মন্ত্ররূপং স্তোত্রং। অর্কো মন্ত্রো ভবতি যদেনেনার্চ্চন্তীতি যাস্কঃ। অর্চ্চাম। পূজয়াম। উচ্চারয়ামেত্যর্থঃ ॥

মন্মহে। মনু অববোধনে। তনাদিত্বাদুপ্রত্যয়ঃ। লোপশ্চাস্যান্যতরস্যাং ম্বোঃ। পা০ ৬।৪।১০৭। ইতি মকারাদৌ প্রত্যয় উকারলোপঃ। শবসানায়। শব ইবাচরতি শবস্যতে। অস্য লটঃ শানচ্। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। শানচশ্ছন্দস্যুভয়থেত্যার্দ্ধধাতুকত্বাদতো-লোপযোলোপৌ। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। নমু ক্যঙো ঙিত্বাত্তাস্যনুদাত্তেদিতি শানচোঽনুদাত্তেন ভবিতব্যং। এবং। তহি তাচ্ছীলিকশ্চানশ্। তস্য সর্ব্বধাতুকত্বেঽপি লসার্ব্বধাতুকত্বাভাবাচ্চিতঃ স্বর এব শিষ্যতে। শূষং। শূষ প্রসবে। পচাদ্যচ্। আঙ্গূষং। আঙ্পূর্ব্বাদ্ঘুষঃ পচাদ্যচ্ ঘো ইত্যস্য গূ আদেশঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ। আঙো ঙকারস্যেৎ সংজ্ঞাভাবশ্ছান্দসঃ। চিৎস্বরে পো-

---

হেতুভূত ('শূষং' পদ সুখ-নাম বাচক) 'আঙ্গূষং' অর্থাৎ স্তোত্রকে ('আঙ্গূষ' শব্দে স্তোম আঘোষ বুঝায়—ইহা যাস্কের মত) 'অঙ্গিরস্বৎ' অর্থাৎ অঙ্গিরস ঋষির ন্যায় আমরা স্তোতৃগণ প্রকৃষ্টরূপে অবগত হই (ধারণা করি); এবং অবগত হইয়া, 'স্ববৃক্তিভিঃ' অর্থাৎ সুষ্ঠু আবর্জ্জক স্তুতির দ্বারা (অভিমুখীকরণসমর্থ স্তোত্রের দ্বারা) 'স্তবতে' অর্থাৎ স্তোত্র উচ্চারণ-কারী ঋষিগণ কর্তৃক যে ইন্দ্র অর্চনীয় হয়েন অথবা (কর্ম্মের স্থলে কর্তৃপ্রত্যয়) ঋষি কর্তৃক স্তূয়মান্ 'নরে' অর্থাৎ সকলের নেতৃস্থানীয় অথবা যজমানে বিশ্রুত (যষ্টব্য হেতু বিশেষ প্রকারে প্রখ্যাত) এবম্ভূত তাঁহার (ইন্দ্রের) উদ্দেশে 'অর্কং' অর্থাৎ মন্ত্ররূপ স্তোত্রকে (যাস্ক বলেন—অর্ক পদে মন্ত্র বুঝায়, উহার দ্বারা অর্চ্চনা করা হয়—এই জন্য) আমরা উচ্চারণ করি (অথবা স্তোত্রের দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা বা পূজা করি)।

মন্মহে। মনু ধাতু অববোধনার্থক। তনাদিত্ব হেতু উ-প্রত্যয়। 'লোপশ্চাস্যান্যতরস্যাং ম্বোঃ' (পা০ ৬।৪।১০৭) ইত্যাদি সূত্রে মকারাদি প্রত্যয়ে উকারের লোপ। শবসানায়। শবের ন্যায় আচরণ করে—এই অর্থে শবস্যতে পদ হয়। তাহাতে লটে শানচ্। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে শপের লোপ। 'ছন্দস্যুভয়থা' ইত্যাদি সূত্রে, শনচের আর্দ্ধ-ধাতুকত্ব-হেতু 'অতো লোপঃ' ইত্যাদি সূত্রে অতের লোপ। 'চিতঃ' ইত্যাদি সূত্রে অন্তোদাত্তত্ব। যদি বল—এইরূপ হইতে পারে না; কেন-না, ক্যঙের ঙিত্ব-হেতু তাহার অনুদাত্তত্ব হয়—এই নিয়মে, শানচে অনুদাত্তত্বই হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও তাচ্ছীলিক চানশ্ বিহিত এইরূপ বলা যাইতে পারে। তাহার সার্ব্বধাতুকত্বেও লসার্ব্বধাতুকত্বের অভাব-হেতু চিতের স্বরই অবশিষ্ট থাকে। শূষং। প্রসবার্থক শূষ ধাতু। পচাদিত্ব-হেতু অচ্-প্রত্যয়। আঙ্গূষং। আঙ্ পূর্ব্বক ঘুষ ধাতুতে পচাদি-হেতু অচ-প্রত্যয়ে ঘো হইলে, তাহাকে পৃষোদরাদিত্ব-হেতু গূ আদেশ হয়। আঙের ঙ-কারের ইৎ-সংজ্ঞার অভাব ছান্দসে হইয়াছে। চিৎ-স্বরের দ্বারা উত্তর পদের অন্তোদাত্তত্বের স্থলে কৃদুত্তরপদে প্রকৃতি-

ত্তর পদস্যান্তোদাত্তত্বে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ঘঞি বা থাথাদিনোত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। গির্ব্বণসে। গৄ শব্দে। সম্পাদাদিলক্ষণো ভাবে ক্বিপ্। ঋত ইদ্ধাতোরিতীত্বং। গির্ভির্ব্বন্যতে সম্ভজ্যত ইতি গির্ব্বণাঃ। ঔণাদিকঃ কর্ম্মণ্যসুন্। সংজ্ঞাপূর্ব্বকস্য বিধেরনিত্যত্বাদ্ধলি চেতি দীর্ঘাভাবঃ। গতিকারকয়োরপি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চেতি বচনাৎ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অঙ্গিরস্বৎ। তেন তুল্যমিতি বতিঃ। নভোঽঙ্গিরোমনুষাং বত্যুপসংখ্যানমিতি ভসংজ্ঞায়াং রুত্বাদ্যভাবঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। সুবৃক্তিভিঃ। বৃজী বর্জ্জনে। ভাবে ক্তিন্। তিতুত্রেতীট্ প্রতিষেধঃ। শোভনমাবর্জ্জনং যেষাং। নঞ্সুভ্যা'মত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। নমু ক্তিনন্তস্যোত্তরপদস্যাদ্যুদাত্তত্বাদাদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ ছন্দসীতি বচনাদুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং প্রাপ্নোতি। এবং। তর্হি তৎপুরুষোঽস্ত শোভনমাবর্জ্জিতো ভবত্যেভিরিতি সুবৃক্তয়ঃ স্তোত্রাণি। করণে ক্তিন্। তাদৌ চ নিতীতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে মনক্তিন্নিত্যাদিনা কারকাদুত্তরস্য ক্তিনো বিহিতমুত্তরপদান্তোদাত্তত্বমকারকাদপি ব্যত্যয়েন ভবতি। স্তবতে। শতুরনুম ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। ঋগ্মিয়ায়। একাচো নিত্যং ময়টমিচ্ছন্তীতি ঋক্শব্দাদ্বিকারার্থে ময়ট্। স্বাদিষ্বসর্ব্বনামস্থান ইতি পদসংজ্ঞায়াং কুত্ব জশ্ত্বে। ব্যত্যয়েনেত্বং। যদ্বা। ঋচ স্তুতাবিত্যস্মাদ্ভাবে মক্। বহুলবচনাৎ কুত্বং জশ্ত্বং চ। ঋগ্মং স্তুতিমর্হতীতি ঋগ্মিয়ঃ। অর্হার্থে

স্বরত্ব। ঘঞে অথবা 'থাথা' ইত্যাদি নিয়মে উত্তরপদের অন্তোদাত্তত্ব। গির্ব্বণসে। গৄ ধাতু শব্দকরণ বুঝায়। সম্পাদাদি লক্ষণ হেতু ভাবে ক্বিপ্। 'ঋত ইদ্ধাতোঃ' ইত্যাদি সূত্রে ইত্ব। 'গির্ভিঃ' অর্থাৎ স্তুতিসমূহের দ্বারা সম্ভজিত হয়—এই অর্থে 'গির্ব্বণাঃ' পদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। ঔণাদিক-হেতু কর্ম্মণিবাচ্যে অসুন-প্রত্যয়। সংজ্ঞাপূর্ব্বক বিধির অনিত্যত্ব হেতু 'হলি চ' ইত্যাদি সূত্র দীর্ঘাভাব। 'গতিকারকয়োরপি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চ' ইত্যাদি নিয়মে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। অঙ্গিরস্বৎ। তাহার তুল্য—এই অর্থে বৎ-প্রত্যয়। নভঃ অঙ্গির মনুষ্য শব্দে 'বত্যুপসংখ্যানং' ইত্যাদি নিয়মে বৎ প্রত্যয় হয়। তাহাতে ভ-সংজ্ঞাতে রুত্বাদির অভাব। প্রত্যয়স্বর সুবৃক্তিভিঃ। বর্জ্জনার্থক বৃজী ধাতু হইতে উৎপন্ন। ভাবে ক্তিন্-প্রত্যয়। 'তিতুত্র' ইত্যাদি নিয়মে ইটের প্রতিষেধ। শোভন আবর্জ্জন যাহাদিগের—এই অর্থে ঐ পদ হয়। 'নঞ্সুভ্যাম্' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদের অন্তোদাত্তত্ব। যদি বল—ক্তিনন্তের উত্তরপদের আদ্যুদাত্তত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব হওয়াই নিয়ম, 'দ্ব্যচ্ ছন্দসি' ইত্যাদি বচন-হেতু উত্তরপদে আদ্যুদাত্তত্ব প্রাপ্ত হয়—এইরূপ বিধি। তাহাতে তৎপুরুষ হউক। শোভন আবর্জ্জিত হয় এতদ্দ্বারা—এই অর্থে সুবৃক্তয়ঃ পদে স্তোত্রসমূহকে বুঝায়। করণে ক্তিন্ প্রত্যয়। 'তাদৌ চ নিতি' ইত্যাদি নিয়ম-হেতু গম-ধাতুর প্রকৃতিস্বরত্ব প্রাপ্তি হওয়ায় 'মন্ক্তিন্' ইত্যাদি দ্বারা কারক-হেতু তাহার উত্তরে ক্তিন্ বিহিত হয়। তাহার পর ব্যত্যয়ে উত্তরপদান্তদাত্তত্ব অকারকেও হইয়া থাকে। স্তবতে। 'শতুরনুম্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। ঋগ্মিয়ায়। 'একাচো নিত্যং ময়টমিচ্ছন্তি' ইত্যাদি নিয়মে ঋক্-শব্দ-হেতু বিকারার্থে ময়ট্ হয়। 'স্বাদিষ্বসর্ব্বনামস্থানঃ' ইত্যাদি পদসংজ্ঞাতে জশ্ত্ব স্থানে কুত্ব; এবং ব্যত্যয়ের দ্বারা এত্ব। অথবা স্তুত্যর্থক ঋচ্ ধাতুর উত্তর ভাবে মক্। বহুল-বচন-হেতু কুত্ব ও জশ্ত্ব হয়।

ঘচ্। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। অর্চ্চাম। অর্চ্চ পূজায়াং। ভৌবাদিকঃ। শপঃ পিত্ত্বাদনু-দাত্তত্বং। তিঙশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। অর্কং। অর্চ্চতেঽনেনেত্যর্কঃ। পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণেতি ঘপ্রত্যয়ঃ। চজোঃ কু ঘিণ্যতোরিতি কুত্বং। নরে। নৃশব্দাচ্চতুর্থৈক বচনে গুণশ্ছান্দসঃ। বিশ্রুতায়। শ্রু শ্রবণে। কর্ম্মণি নিষ্ঠা। গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—৭২সূ—১ঋ)॥

* * *

প্রথম (৭২৮) ঋকের বিশদার্থ।

আমরা মনে করি, এই ঋক্‌টিতে আত্মোদ্বোধনার সঙ্কল্প প্রকাশ পাইতেছে। দেবদ্বারে যাঁহারা প্রার্থী হইবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে প্রথমে এই প্রকার সঙ্কল্পই যেন প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়।

মন্ত্রের দুইটী চরণে দ্বিবিধ সঙ্কল্প আছে; প্রথম সঙ্কল্প—মন্ত্রের অনুধ্যান; দ্বিতীয় সঙ্কল্প—দেবোদ্দেশে মন্ত্রের বিনিয়োগ। মন্ত্র কি—আগে হৃদয়ে ধারণা করিতে হইবে, কি উদ্দেশ্যে কোন্ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র প্রযুক্ত হইতেছে—প্রথমে তাহা বুঝিতে হইবে; তার পর সেই দেবতার সম্পর্কে সেই মন্ত্র প্রয়োগ করিবে। ইহাই এই ঋকের প্রধান শিক্ষা।

ঋকে কয়েকটী বিশেষণে দেবতার পরিচয় আছে। যাঁহার নিমিত্ত বা যাঁহার উদ্দেশ্যে মন্ত্র অনুধ্যান করার আবশ্যক,—তিনি কেমন? প্রথম বলা হইয়াছে—তিনি 'শবসানায়'। ঐ পদে আমরা দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করিতে পারি। এক পক্ষে আমাদিগের শত্রুনাশজন্য তাঁহাকে অতিবল-

---

ঋগ্মকে অর্থাৎ স্তুতিকে প্রদান করে—এই অর্থে ঋগ্মিয়ঃ পদ হয়। অর্হার্থে ঘচ্। 'চিতঃ' ইত্যাদি সূত্রে অন্তোদাত্তত্ব। আর্চ্চাম। পূজার্থক অর্চ্চ ধাতু ভৌবাদিক। শপের পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্তত্ব। তিঙের এবং লসার্ব্বধাতুক স্বরের দ্বারা ধাতুস্বর অবশিষ্ট থাকে। অর্কং। এতদ্বারা অর্চ্চনা করা হয়—এই অর্থে অর্কঃ পদ হয়। পুংসি সংজ্ঞাতে ঘঃ প্রাপ্ত হয়—এই হেতু ঘ-প্রত্যয়। 'চজোঃ কু ঘিণ্যতোঃ' ইত্যাদি সূত্রে কুত্ব। নরে। নৃ শব্দ-হেতু চতুর্থীর একবচনে ছান্দসে গুণ হইয়াছে। বিশ্রুতায়। শ্রবণার্থক শ্রু ধাতু। কর্ম্মণি-বাচ্যে নিষ্ঠা। 'গতিরনন্তর' ইত্যাদি সূত্রে প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। (১ম-৭২সূ—১ঋ)॥

* * *

সম্পন্ন বলিয়া মনে করিতে পারি। পক্ষান্তরে এই শবতুল্য আমাদিগের হৃদয়ে তিনি যে অমিতবলের সঞ্চারকর্ত্তা—তাহাও মনে আসিতে পারে। ভাব এই যে,—সেই দেবতার অনুকম্পা প্রাপ্ত হইলে, অন্তঃশত্রু-বহিঃশত্রু আমাদিগের সকল প্রকার শত্রুই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। তাঁহার দ্বিতীয় বিশেষণ—'গির্ব্বণসে।' এখানেও দ্বিবিধ ভাব প্রাপ্ত হই। এক অর্থে তিনি 'স্তুতির দ্বারা সম্ভজনীয়' হন এবং অন্য অর্থে তিনি 'মন্ত্ররূপে বিদ্যমান্' আছেন। দেবতার পূজায় হৃদয়ে দেবভাব আনয়ন করে। তাই দেবতা সম্ভজনীয়। তার পর, মন্ত্রের মধ্যে যে দেবতা বিরাজ করেন, মন্ত্রশক্তি যে মানুষকে অসাধ্য-সাধনে সমর্থ করে, সাধকগণের তাহা অপরিজ্ঞাত নহে। এ পক্ষে যিনি যে ভাব গ্রহণ করেন। 'অঙ্গিরস্বৎ' পদে 'অঙ্গিরা ঋষির ন্যায়' অর্থ আমরা গ্রহণ করি না। 'অঙ্গিরস্' (অঙ্গিরা) শব্দে যে জ্ঞানীকে বুঝায়, তাহা আমরা বহুত্র প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছি। বেদে ঐ অর্থেই ঐ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে—দেখিতে পাই। * 'শূষং আঙ্গূষং' পদদ্বয়েও দ্বিবিধ ভাব প্রাপ্ত হই। এক অর্থে ঐ দুই পদে দেবতার 'প্রীতিপ্রদ মন্ত্রোচ্চারণ'

---

* 'অঙ্গিরস্বৎ' পদের ব্যাখ্যায় আমরা যে অঙ্গিরোবংশীয় ঋষিগণের ইতিবৃত্ত একেবারে অস্বীকার করিতেছি, এরূপ কেহ যেন মনে না করেন। শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিলে 'অঙ্গিরস্' শব্দের যে ইতিবৃত্ত প্রাপ্ত হই, তাহাতে নানা সময়ে নানা ভাবে ঐ শব্দ প্রচলিত ছিল—প্রতিপন্ন হয়; পরন্তু ঐ শব্দের আদিভূত অর্থ যে জ্ঞান, তাহাতেও সংশয় থাকে না। এই ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তে 'অঙ্গিরঃ' পদ দৃষ্ট হয়। সেখানে অগ্নির সম্বোধনে ঐ পদ প্রযুক্ত দেখি। এইরূপ আরও নানা স্থানে ঐ 'অগ্নি' অর্থেই 'অঙ্গিরস্তমঃ' (১ম—৩১সূ—২ঋ এবং ১ম—৭৫সূ—২ঋ) ও 'আঙ্গিরাঃ' (১ম—৩১সূ—১ঋ ও ১ম—১২৭সূ—২ঋ) পদের ব্যবহার দেখি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অগ্নিকে 'অঙ্গিরঃ' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। সে পক্ষে, অগ্নি বলিতে যখন জ্ঞানদেবতা অর্থ প্রতিপন্ন হয়, 'অঙ্গিরস' শব্দও তদ্বাচক বলিয়া বুঝা যায়। তার পর আবার 'অগ্নির পুত্র' বলিয়া অঙ্গিরোগণ প্রখ্যাত (১০ম—৬২সূ—৪ঋ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১০।১৩) অঙ্গিরোগণের এক অলৌকিক জন্ম-কথা আছে। তাহার মর্ম্ম এই যে,—'বৈশ্বানর নাম অগ্নির সাহায্যে দেবগণ প্রজাপতির রেত আচ্ছাদন করেন; তাহা হইতে অঙ্গিরোগণ উৎপন্ন হন।'

যাস্কের নিরুক্তে "তেঽঙ্গিরসঃ সূনবস্তেঽগ্নেঃ পরিজজ্ঞিরে ইতি" এইরূপ লিখিত আছে। ব্রহ্মদর্শী অভ্রান্তবুদ্ধি জ্ঞানিগণই ঐ পদের বাচ্য হয়েন। এ বিষয়ের আর আর আলোচনা 'বেদোক্ত ঋষিগণ' প্রসঙ্গে অন্যত্র দেখুন।

বুঝায় অন্যরূপ অর্থে 'আমাদিগের মঙ্গলকর মন্ত্র' অর্থ প্রাপ্ত হই। দেবতাকে এবং মন্ত্রকে যাঁহারা যে ভাবে যে দৃষ্টিতে দেখিবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে পদদ্বয় সেই অর্থই প্রদান করিবে। যাহা হউক, যে দিক দিয়াই বিচার করিয়া দেখি না কেন, মন্ত্রের প্রথম চরণের মর্ম্ম দাঁড়ায় এই যে,—'আমরা যেন জ্ঞানিগণের পদাঙ্কানুসরণে দেবতার অনুধ্যানে প্রবৃত্ত হই; দেবতা শত্রুনাশকারী এবং প্রাণশক্তিপ্রদ মন্ত্ররূপে বিদ্যমান আছেন।'

অনুধ্যানের পর মন্ত্র কেমন ভাবে দেবতার উদ্দেশে ন্যস্ত করিতে হইবে, দ্বিতীয় চরণে তাহারই উপদেশ দেখি। এই অংশের দুইটী পদ প্রধানতঃ লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। সে দুইটী পদ—'সুবৃক্তিভিঃ স্তবতে'। সুবৃক্ত শব্দে যে সৎকর্ম্মকে বুঝায়, তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি। 'স্তবতে' পদটীতে দুই প্রকার অর্থ আসে। কিন্তু আমরা ঐ পদে 'স্তবনীয়' অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। 'সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত তিনি স্তবনীয়' অর্থাৎ দেবতার পূজার সহিত সৎকর্ম্মসাধন যে একান্ত প্রয়োজন, সৎকর্ম্মই যে দেবপূজা,—এই ভাব এখানে প্রাপ্ত হই। এই এই অংশে দেবতার আর এক পরিচয়—'বিশ্রুতায় নরে।' দেবতাই লোকপ্রসিদ্ধ নেতা। অন্য নেতার অধীন না হইয়া মানুষ যদি দেবতার বা দেবভাবের অনুশাসনে পরিচালিত হয়, তদ্দ্বারাই তাহার সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়ঃ সাধিত হইয়া থাকে। এখানে, সেই পরিচালককে, সৎকর্ম্মের সহিত যাঁহার পূজা করা প্রয়োজন—সেই দেবতাকে, ঋঙ্মন্ত্রের দ্বারা যিনি আরাধনীয় হয়েন—সেই তাঁহাকে, পূজার জন্যই সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে। এ পক্ষে মন্ত্রাংশের মর্ম্ম এই যে,—জ্ঞানিগণ যেমন ভাবে দেবতার পূজায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা যেমন সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত দেবপূজায় রত হইয়া থাকেন, আমরা যেন তেমনই ভাবে দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইতে পারি, আমরা যেন তেমনই অনুধ্যানে তেমনই অনুভাবনায় সৎকর্ম্ম করিয়া যাইতে পারি,—আমরা যেন সেই ভাবে প্রস্তুত হইতে সমর্থ হই। আপনাকে দেবোদ্দেশে প্রস্তুত করাই এখানকার অভিপ্রায়। (১ম—৬২সূ—১ঋ)॥

—•—

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিষষ্টিতমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্)।

প্র বো মহে মহি নমো ভরধ্বমাঙ্গূষ্যং

শবসানায় সাম।

যেনা নঃ পূর্ব্বে পিতরঃ পদজ্ঞা অর্চ্চন্তো

অঙ্গিরসো গা অবিন্দন্॥ ২॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

প্র। বঃ। মহে। মহি। নমঃ। ভরধ্বং। আঙ্গূষ্যং।

শবসানায়। সাম।

যেন। নঃ। পূর্ব্বে। পিতরঃ। পদঽজ্ঞাঃ। অর্চ্চন্তঃ।

অঙ্গিরসঃ। গাঃ। অবিন্দন্॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'যেন' (ভগবতা, ভগবদনুকম্পয়া ইতি যাবৎ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'পূর্ব্বে পিতরঃ' (পূর্ব্বপুরুষাঃ) 'অঙ্গিরসঃ' (জ্ঞানিনঃ, উপদেশকস্য গুরোঃ ইতি ভাবঃ) 'পদজ্ঞাঃ' (পদাঙ্কানুসারিণঃ সন্তঃ) 'অর্চ্চন্তঃ' (পূজয়ন্তঃ—তং গুরুং বা দেবং ইতি যাবৎ) 'গাঃ' (জ্ঞানকিরণাঃ) 'অবিন্দন্' (অলভন্ত), হে মম চিত্তবৃত্তয়, 'বঃ' (যূয়ং) তস্মৈ 'মহে'

(মহতে) 'শবসানায়' (অমিতবলসম্পন্নায়, শত্রুনাশকায় দেবায়, তং দেবং উদ্দিশ্য ইতি ভাবঃ) 'আঙ্গূষ্যং' (গীতিযোগ্যং, স্তবনীয়ং) 'সাম' (সামগানং) 'নমঃ' (নমস্কারং, পূজাং চ) 'প্র ভরধ্বং' (প্রকর্ষেণ সম্পাদয়ত)। অয়ং মন্ত্রোঽপি আত্মোদ্বোধনমূলকঃ। অস্য ভাবঃ—'হে মম মনঃ! স্বধর্ম্মানুরাগী ভূত্বা ভগবদারাধনায়াং প্রবৃত্তো ভবঃ। তদেব শ্রেয়ঃসাধকঃ।' (১ম—৬২সূ—২ঋ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে ভগবানের অনুকম্পায় আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ, জ্ঞানী গুরুর পদাঙ্কানুসারী হইয়া, দেবতার (অথবা জ্ঞানী গুরুর) পূজাপূর্ব্বক, জ্ঞান-কিরণ লাভ করিয়াছিলেন; হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ, তোমরা সেই মহৎ অমিতবলসম্পন্ন (শত্রুনাশক) দেবতার উদ্দেশে, গীতিযোগ্য সামগান এবং পূজা প্রকৃষ্টরূপে সম্পাদন কর। (এই মন্ত্রটিও আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে—'হে আমার মন! স্বধর্ম্মানুরাগী থাকিয়া ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হও; তাহাই শ্রেয়ঃসাধক।')॥ (১ম—৬২সূ—২ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিজঃ। বো যূয়ং মহে মহতে শবসানায় বলমিবাচরতে। অতিবলায়েত্যর্থঃ। উত্তরবাক্যে যচ্ছব্দশ্রুতেস্তচ্ছব্দাধ্যাহারঃ। এবম্ভূতায় তস্মা ইন্দ্রায় মহি মহৎ প্রৌঢ়ং নমঃ স্তোত্রং প্রভরধ্বং। প্রকর্ষেণ সম্পাদয়ত। কিং তৎ স্তোত্রমিত্যাহ। আঙ্গূষ্যং সাম। আঘোষযোগ্যং রথন্তরাদি সাম। তন্নিষ্পাদ্যমিত্যর্থঃ। অভি ত্বা শূরেত্যাদিষু ঋক্ষু যদ্গানং তস্য সামেত্যাখ্যা। তথা চোক্তং। গীতিষু সামাখ্যেতি। যেনেন্দ্রেণ নোঽস্মাকং পিতরঃ পিতৃবিশেষাঃ পূর্ব্বে পূর্ব্বপুরুষা অঙ্গিরসঃ পণিনাম্নাসুরেণাপহৃতানাং গবাং পদজ্ঞাঃ সন্তঃ। অত এবার্চ্চন্তস্তং পূজয়ন্তো গা অবিন্দন্। অলভন্ত ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ঋত্বিক্‌গণ! তোমরা মহৎ অতিবল এবম্ভূত সেই (উত্তরবাক্যে যৎ শব্দের শ্রুতি-হেতু এখানে তৎ শব্দ অধ্যাহৃত হইল) ইন্দ্রের উদ্দেশে মহৎ প্রৌঢ় স্তোত্রকে প্রকৃষ্টভাবে সম্পাদন কর। সে স্তোত্র যে কি, তাহা বলা হইতেছে। তাহা 'আঙ্গূষ্যং সাম' অর্থাৎ আঘোষযোগ্য রথন্তরাদি সাম! তাহা নিষ্পাদন কর—এই অর্থ। যে গানের সাম-আখ্যা হয়, তৎসম্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে; যথা,—'অভি ত্বা শূরেত্যাদিষু ঋক্ষু যদ্গানং তস্য সামেত্যাখ্যা।' এ বিষয়ে আরও উক্ত আছে,—'গীতসমূহের মধ্যে সামাখ্যা' ইত্যাদি। যে ইন্দ্রের দ্বারা আমাদিগের পিতৃবিশেষ পূর্ব্বপুরুষ অঙ্গিরসগণ, পণিনামক অসুরের দ্বারা অপহৃত গাভীসমূহের পদজ্ঞ হইয়া, তাহাকে পূজা করিয়া, গাভীসকলকে লাভ করিয়াছিলেন।

বঃ। প্রথমার্থে দ্বিতীয়া। পদজ্ঞাঃ। পদানি জানন্তীতি। আতোঽনুপসর্গে ক ইতি কঃ। আতো লোপ ইটি চেত্যাকারলোপঃ। অবিন্দন্। বিদ্‌লৃ লাভে। শে মুচাদীনামিতি নুমাগমঃ। (১ম—৬২সূ -২ঋ)।

* * *

দ্বিতীয় (৭২৯) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে চারিটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমতঃ,—মন্ত্রের সম্বোধ্য পদ; অর্থাৎ, কাহাকে সম্বোধন করিয়া কি উদ্দেশ্যে এই মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করা। দ্বিতীয়তঃ,—এই মন্ত্রান্তর্গত 'অঙ্গিরসঃ' পদের প্রকৃত তাৎপর্য্য; অর্থাৎ, ঐ পদের বিভক্তি ও মর্ম্ম অনুধাবন। তৃতীয়তঃ,—'পূর্ব্বে পিতরঃ' এবং "গাঃ অবিন্দন" প্রভৃতি বাক্যাংশের তাৎপর্য্য। চতুর্থতঃ,—"পদজ্ঞাঃ" পদের লক্ষ্যস্থল কোথায়? আমরা মনে করি, এই চারিটী গ্রন্থি উপলক্ষেই এই মন্ত্রের বিসদৃশ ও বিপরীত অর্থ প্রচলিত রহিয়াছে!

ভাষ্যের মত এই যে,—ঋত্বিক্ গণকে সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্র প্রযুক্ত হয়। তদনুসারে মন্ত্রে যেন বলা হইয়াছে,—'হে ঋত্বিক্-গণ, তোমরা উচ্চৈঃস্বরে সেই ইন্দ্রের স্তোত্রগান আরম্ভ করিয়া দেও।' ঋকের প্রথম চরণে এই ভাবের অর্থই চলিয়া আসিতেছে। সে পক্ষে দ্বিতীয় চরণটীতে যেন সেই স্তোত্র উচ্চারণের একটী প্রকৃষ্ট কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। কি কারণে কেন উচ্চৈঃস্বরে ইন্দ্রের স্তোত্রগান করিবে? কারণ,—'তাঁহার সহায়তায় আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ অঙ্গিরা নামক ঋষিগণ পণি নামক অসুরগণ কর্ত্তৃক অপহৃত গাভীগণের উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন।' এখানে, "পূর্ব্বে পিতরঃ" পদদ্বয় হইতে 'পূর্ব্বপুরুষ' অর্থ আসিয়াছে; "অঙ্গিরসঃ" পদে 'অঙ্গিরা নামক ঋষিগণ' আসিয়াছেন; এবং "গাঃ" পদটী হইতে 'পণি নামক অসুরগণ কর্ত্তৃক অপহৃত গাভীগণ' অর্থ টানিয়া আনা হইয়াছে। গো-চোরেরা অঙ্গিরস

বঃ। প্রথমার্থে দ্বিতীয়াঃ। পদজ্ঞাঃ। পদসমূহ জানেন—এই অর্থে ঐ পদ সিদ্ধ। 'আতোঽনুপসর্গে কঃ' ইত্যাদি সূত্রে 'কঃ'। 'আতো লোপ ইটি চ' ইত্যাদি সূত্রে আকারের লোপ। অবিন্দন্। লাভার্থক বিদ্‌লৃ ধাতু। 'শে মুচাদীনাম্' ইত্যাদি সূত্রে নুমাগম ॥ ২ ॥

ঋষিগণের গোরু চুরি না করিলে, ইন্দ্রের মাহাত্ম্য প্রকাশ পায় না; কাজেই—একটা গোরু চুরির উপাখ্যান আনিয়া এখানে সংযোগ করিতে হইয়াছে। এই প্রকারে, একটী নির্দ্দিষ্ট কালের, নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির এবং নির্দ্দিষ্ট ঘটনার বিষয় এই ঋকের অর্থে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

আমরা কিন্তু ঐরূপ অর্থ পরিগ্রহণের কোনই কারণ দেখি না। মন্ত্রের সম্বোধনে কেন ঋত্বিক্‌গণকে (নির্দ্দিষ্ট কালের) লক্ষ্য করিবে? সকল প্রার্থনাকারী উপাসক সদাকাল আপনার চিত্তবৃত্তিসমূহকে কি ঐ বলিয়া সম্বোধন করিতে পারে না? বেদ-মন্ত্রের অনিত্যত্ব ও পৌরুষত্ব খ্যাপন করিতে হইবে বলিয়াই কি ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে? কখনই না। আমরা বলি, এই মন্ত্রের সম্বোধ্য—চিত্তবৃত্তিনিবহ! সকল কালে সকল সাধক আত্মোদ্বোধনার জন্য এই মন্ত্র আবৃত্তি করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, "অঙ্গিরঃ" পদ এখানে ষষ্ঠীর একবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিতে পারি। উহার অর্থ—'জ্ঞানীর,' 'গুরুর' ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ, "পূর্ব্বে পিতরঃ" পদদ্বয়ে নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বপুরুষগণকে বুঝাইতেছে না। 'পূর্ব্ব' শব্দ বেদে যেখানেই প্রযুক্ত হইয়াছে, সর্ব্বত্রই অনন্ত অতীতের ভাব উপলব্ধ করিয়াছি। আমিও বলিতে পারি 'পূর্ব্বে,' আমার পিতৃ-পুরুষগণও বলিতে পারিতেন—'পূর্ব্বে' এইরূপে যে উপাসক যখনই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন, তিনিই বলিতে পারিবেন—'পূর্ব্বে।' সুতরাং এখানেও কালাকালের প্রসঙ্গ নাই। এখানকার ভাব এই যে,—'অনন্ত কাল হইতে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ জ্ঞানী গুরুর সহায়তায় যে সামগ্রী লাভ করিয়া আসিতেছেন, তাহা আমরা যেন লাভ করি।' মন্ত্রের অন্তর্গত 'গাঃ' পদে যে গাভীগণকে বুঝায় না, তাহা আমরা পুনঃপুনঃ প্রমাণ করিয়া আসিয়াছি। ঐ পদের অর্থ—জ্ঞানরশ্মিসমূহ। এইরূপে বুঝা যায়, এখানে গো-চোর হইতে গোরু উদ্ধারের প্রসঙ্গ আদৌ উত্থাপিত হইতে পারে না। পরন্তু, জ্ঞানী গুরুর নিকট পিতৃপুরুষগণ যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞান যেন আমরা লাভ করিতে সমর্থ হই—এইরূপ আকাঙ্ক্ষাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। 'পদজ্ঞাঃ' পদ দেখিয়া, গাভীর বা গো-চোরের পদ চিহ্ন জানার ভাব গ্রহণ করাও বিড়ম্বনা মাত্র। এখানে ঐ পদে জ্ঞানী গুরুর পদাঙ্কানুসরণের অথবা দেবতার পদানুবর্ত্তী হওয়ার

ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। সে পক্ষে নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই যে,—'স্বধর্ম্মের অনুসারী হইয়া ভগবানের ধ্যান-ধারণায় জ্ঞানার্জ্জনে প্রবৃত্ত হও—ইহাই উপদেশ।' মন্ত্র যেন বলিতেছেন,—'মানুষ! তোমার চিত্তবৃত্তিসমূহকে ভগবদারাধনায় বিনিযুক্ত কর। জ্ঞানী গুরুর আশ্রয় লও। আর, পিতৃ-পুরুষগণের ধর্ম্মে মতিমান্ হও।' ইহাই মর্ম্মার্থ। (১ম—৬২সূ—২ঋ)।

—•—

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিষষ্টিতমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

ইন্দ্রস্যাঙ্গিরসাং চেষ্টৌ বিদৎ সরমা

তনয়ায় ধাসিং।

বৃহস্পতির্ভিনদদ্রিং বিদদ্গাঃ সমুস্রিয়াভি-

র্বাবশন্ত নরঃ॥ ৩॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্রস্য। অঙ্গিরসাং। চ। ইষ্টৌ। বিদৎ। সরমা।

তনয়ায়। ধাসিং।

বৃহস্পতিঃ। ভিনৎ। অদ্রিং। বিদৎ। গাঃ। সং। উস্রিয়াভিঃ।

বাবশন্ত। নরঃ॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রস্য' (ভগবতঃ) 'চ' (তথা) 'অঙ্গিরসাং' (জ্ঞানিনাং) 'ইষ্টৌ' (প্রেষণে সতি, প্রেরণয়া ইতি ভাবঃ) 'সরমা' (সৎপথি গমনশীলা ভগবদনুরক্তা বা মাতা) 'তনয়ায়' (অপত্যায়) 'ধাসিং' (অন্নং, রক্ষোপায়ং) 'বিদৎ' (বেদয়তি, জানাতি); যঃ 'বৃহস্পতিঃ' (শ্রেষ্ঠপতিঃ, পরমজ্ঞানী, গুরু ইতি ভাবঃ) সং 'অদ্রিং' (লোকানাং জ্ঞানসঞ্চায়ায় অদ্রিবৎ দণ্ডায়মানং বিষমং প্রতিবন্ধকং) 'ভিনৎ' (ছিনত্তি, দূরী করোতি), তথা 'গাঃ' (জ্ঞানরশ্মীঃ) 'সং' (সম্যগ্‌রূপেণ) 'বিদৎ' (বেদয়তি, লভয়তি—মনুষ্যান ইতি যাবৎ); তদৈব 'নরঃ' (নেতারঃ, দেবাঃ দেবভাবাঃ বা) 'উস্রিয়াভিঃ' (জ্ঞানরশ্মিভিঃ সহ) 'বাবশন্ত' (নিবসন্তি, অধিতিষ্ঠন্তে—হৃদি ইতি যাবৎ)। অয়ং ভাবঃ—ধর্ম্মশীলায়াঃ জনন্যাঃ নরঃ সুশিক্ষায়াং আদিবীজং লভতে; তদা জ্ঞানী গুরুঃ অজ্ঞানান্ধকারং দূরী কৃত্বা হৃদি সর্ব্বতোভাবেন জ্ঞানালোকং প্রদদাতি। (১ম-৬২সূ-৩ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবানের আর জ্ঞানিগণের প্রেরণা দ্বারা, সৎপথে গমনশীলা ভগবদনুরক্তা মাতা, অপত্যের নিমিত্ত রক্ষোপায় জ্ঞাত হয়েন; যিনি 'বৃহস্পতি' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠপতি বা পরম জ্ঞানী, তিনি মনুষ্যের জ্ঞানসঞ্চয়ের পথে দণ্ডায়মান অদ্রিবৎ বিষম প্রতিবন্ধককে ছেদন করেন এবং জ্ঞান-রশ্মিসমূহকে সম্যগ্‌রূপে প্রাপ্ত করান; তখনই নেতৃস্বরূপ দেবগণ বা দেবভাবসমূহ জ্ঞানরশ্মিসমূহের সহিত হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন। (ভাব এই যে,—ধর্ম্মপরায়ণা জননী হইতেই মানুষ প্রথম সুশিক্ষার বীজ প্রাপ্ত হয়, তার পর জ্ঞানী গুরুঃ অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া হৃদয়ে সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানালোক প্রদান করেন।)॥ (১ম—৬২সূ—৩ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অত্রেদমাখ্যানং। সরমা নাম দেবশুনী। পণিভির্গোষপহৃতাসু তদন্বেষণায় তাং সরমামিন্দ্রঃ প্রাহৈষীৎ। যথা লোকে ব্যাধো বনান্তর্গতমৃগান্বেষণায় শ্বানং বিসৃজতি তদ্বৎ। সা চ সরমৈবমবোচৎ। হে ইন্দ্র অস্মদীয়ায় শিশবে তদ্গোসম্বন্ধি ক্ষীরাদ্যন্নং যদি প্রযচ্ছসি তর্হি

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই বিষয়ে এইরূপ একটী উপাখ্যান আছে। সরমা নামে দেবকুক্কুরী ছিল। পণিগণ কর্ত্তৃক গাভীসকল অপহৃত হইলে, সেই গাভীসমূহের অন্বেষণার্থ সেই সরমাকে ইন্দ্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহসংসারে ব্যাধ যেমন বনান্তর্গত মৃগের অন্বেষণে কুক্কুরকে প্রেরণ করে, তদ্বৎ। সেই সরমা ইন্দ্রকে এইরূপ বলিয়াছিল;—'হে ইন্দ্র! আমাদিগের শিশুগণকে সেই গোসম্বন্ধী ক্ষীরাদি অন্ন যদি আপনি প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি যাইতে পারি,'

গমিষ্যামীতি। স তথেত্যব্রবীৎ। তথা চ শাট্যায়নকং। অন্নাদীং তে সরমে প্রজাং করোমি যা নো গা অন্ববিন্দ ইতি। ততো গত্বা গবাং স্থানমজ্ঞাসীৎ। জ্ঞাত্বা চাস্মৈ ন্যবেদয়ৎ। তথা নিবেদিতাসু গোষু তমসুরং হত্বা তা গাঃ স ইন্দ্রোঽলভতেতি। অয়মর্থোঽস্যাং প্রতিপাদ্যতে। ইন্দ্রস্যাঙ্গিরসামৃষীণাং চেষ্টৌ প্রেষণে সতি সরমা দেবশুনী তনয়ায় স্বপুত্রায় ধাসিমন্নং বিদৎ। অবিন্দৎ। ধাসিরিত্যন্ননাম। ধাসিরিরেতি তন্নামসু পাঠাৎ। তথা গোষু নিবেদিতাসু বৃহস্পতির্মহতাং দেবানামধিপতিরিন্দ্রোঽদ্রিমত্তারমসুরং ভিনৎ। অবধীৎ। তেনাপহৃতা গা বিদৎ। অলভত। ততো নরো নেতারো দেবা উস্রিয়াভির্গোভিঃ সহ। উস্রিয়েতি গোনাম। সংবাবশন্ত। ভৃশং হর্ষশব্দমকুর্ব্বন্। যদ্বা। গোভিঃ সাধনভূতা-ভিস্তদীয়ং ক্ষীরাদিকমকাময়ন্ত। সমগচ্ছন্তেত্যর্থঃ।

ইষ্টৌ। ইষ গতাবিত্যস্মাদ্ভাবে ক্তিনি মন্ত্রে বৃষেষেতি ক্তিন উদাত্তত্বং। বিদৎ। বিদ্‌লৃ লাভে। লুঙি লৃদিত্বাদঙ। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপীত্যড়ভাবঃ। অঙঃ এব স্বরঃ শিষ্যতে। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। সরমা। সরমা সরণাৎ। নি০ ১১।২৪। ইতি যাস্কঃ। সর্ত্তেরৌণাদিকোঽমপ্রত্যয়ঃ। ধাসিং। ধেট্ পানে। ধীতয়ে পীয়ত

ইত্যাদি। ইন্দ্রও "তাহাই হইবে" এইরূপ বলিয়াছিলেন। এ বিষয় শাট্যায়নকে এইরূপ উক্ত আছে; যথা,—'হে সরমে! অন্নাদিতে তোমাকে অধিকারী করিতেছি; যে গাভীসকল অপহৃত হইয়াছে, অন্বেষণ কর'; ইত্যাদি। অনন্তর সরমা গমন করিয়া গাভীসমূহের স্থান অবগত হয়; এবং অবগত হইয়া তাহা সেই ইন্দ্রকে জ্ঞাপন করে। গাভী সকলের সন্ধানের বিষয় এইরূপে ইন্দ্রের নিকট নিবেদিত হইলে, সেই অসুরকে হনন করিয়া, সেই গাভী-সকলকে ইন্দ্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; ইত্যাদি। এই প্রকার অর্থ এই ঋকে প্রতিপাদিত হয়। ইন্দ্রের এবং অঙ্গিরস ঋষিগণের ইষ্টসাধনের জন্য অনুসন্ধানে নিযুক্ত হওয়ায়, দেবকুক্কুরী সরমা আপনার পুত্রের নিমিত্ত 'ধাসিং' অর্থাৎ অন্ন প্রাপ্ত হইয়াছিল। ('ধাসিঃ' প্রভৃতি পদ অন্ননাম মধ্যে পঠিত হয় বলিয়া, 'ধাসিং'—এই পদে অন্নকে বুঝায়।) গাভীসমূহের বিষয় নিবেদিত হইলে, 'বৃহস্পতিঃ' অর্থাৎ মহৎ দেবগণের অধিপতি ইন্দ্র, 'অদ্রিং' অর্থাৎ অত্তার অসুরকে 'ভিনৎ' অর্থাৎ বধ করিয়াছিলেন; এবং তৎকর্ত্তৃক (অসুর কর্ত্তৃক) অপহৃত গাভীসকল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর 'নরঃ' অর্থাৎ নেতা দেবগণ 'উস্রিয়াভিঃ' অর্থাৎ গাভী-সমূহের (উস্রিয়া এই পদ গো-নাম-বাচক) সহিত 'সংবাবশন্ত' অর্থাৎ বহুল হর্ষবাচক শব্দ করিয়াছিলেন। অথবা, গাভীসমূহের দ্বারা সাধনভূত (তাহাদিগ হইতে উৎপন্ন) ক্ষীরাদির কামনা করিয়াছিলেন। (গাভীসমূহের সহিত) গমন করিয়াছিলেন—ইহাই ভাবার্থ।

ইষ্টৌ। ইষ ধাতু গত্যর্থক। তাহাতে ভাবে ক্তিন প্রত্যয়। 'মন্ত্রে বৃষেষ' ইত্যাদি নিয়মে ক্তিনে উদাত্তত্ব। বিদৎ বিদ্‌লৃ ধাতু লাভার্থক। লৃদিত্ব হেতু লুঙে অঙ্। 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপি' ইত্যাদি সূত্রে অটের অভাব। অঙেরই স্বর অবশিষ্ট থাকে। পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাতের অভাব। সরমা। সরণ (অনুগমন) অর্থে সরমা পদ (নি০ ১১। ২৪।) ইহাই যাস্কের মত। সৃ ধাতু (গতি-অর্থে) ঔণাদিকে অম-প্রত্যয়। ধাসিং। পানার্থক ধেট্ ধাতু। ধীতয়ে অর্থাৎ পান করে—এতদর্থে 'ধাসিঃ' পদ। ঔণাদিক সি-প্রত্যয়। অথবা,

ইতি ধাসিঃ। ঔণাদিকঃ সিপ্রত্যয়। যদ্বা। দধাতেঃ পোষণার্থাৎ সিপ্রত্যয়ঃ। বৃহস্পতিঃ। তদ্বৃহতোঃ করপত্যোশ্চোরদেবতয়োঃ সুট্ তলোপশ্চ। পা০ ৬।১।১৫৭। ইতি সুডাগমস্তলোপশ্চ। বৃহচ্ছব্দোঽন্তোদাত্তঃ। তস্য কেচিদাদ্যুদাত্তত্বং বর্ণয়ন্তীত্যুক্তং। পতিশব্দো ডতিপ্রত্যয়ান্ত আদ্যুদাত্তঃ। অত উভে বনস্পত্যাদিষ্বিতি পূর্বোত্তরপদয়োর্যুগপৎ প্রকৃতিস্বরত্বং। উস্রিয়াভিঃ। নিবসত্যস্যাং ক্ষীরাদিকমিতুত্যস্রা গৌঃ। বস নিবাস ইত্যস্মাৎ স্ফায়িতঞ্চীত্যাদিনাধিকরণে রক্। বচিস্বপীত্যাদিনা সংপ্রসারণং। উস্রাশব্দাৎ স্বার্থে পৃষোদরাদিত্বেন যপ্রত্যয় ইতি নিঘণ্টুকভাষ্যং। যস্যেয়াদেশঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। বাবশন্ত। বাশৃ শব্দে। অস্মাদ্যঙন্তাল্লঙি ছস্যান্তাদেশে সতি তস্য ছন্দস্যুভয়থেত্যার্দ্ধধাতুকত্বাদতোলোপয়লোপৌ। ব্যত্যয়েন ধাতোর্হ্রস্বত্বং। যদ্বা। বশ কান্তাবিত্যস্মাদ্যঙি ন বশঃ॥ পা০ ৬।১।২০। ইতি সংপ্রসারণে প্রতিষিদ্ধে পূর্ব্ববৎ প্রক্রিয়া॥ (১ম—৬২সূ—৩ঋ)॥

• • •

তৃতীয় (৭৩০) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক্‌টি বিশেষ সমস্যা-মূলক। ইহার যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে দেবতার (ইন্দ্রদেবতার) দেবত্ব লোপ পায়; এবং তিনি যে একজন রাজা বা সম্রাট্ ছিলেন, তাহাও প্রতিপন্ন হয় না। গো-চোরে গোরু চুরি করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল; আর, তাহার সন্ধান জন্য একটা

পোষণার্থক ধা-ধাতু সি-প্রত্যয়। বৃহস্পতিঃ। 'তদ্বৃহতোঃ করপত্যোশ্চোরদেবতয়োঃ সুট্ তলোপশ্চ' (পা০ ৬।১।১৫৩) ইত্যাদি নিয়মে সুটের আগম ও ত-লোপ। বৃহৎ শব্দ অন্তোদাত্ত। কেহ কেহ তাহার আদ্যুদাত্তত্ব বর্ণনা করেন—এরূপ উক্তি আছে। পতি-শব্দ ডতি-প্রত্যয়ান্ত আদ্যুদাত্ত। অতঃপর 'উভে বনস্পত্যাদিষু' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বোত্তর পদের যুগপৎ প্রকৃতিস্বরত্ব। উস্রিয়াভিঃ। উহাতে ক্ষীরাদি অবস্থিতি করে—এই জন্য উস্রা শব্দে গাভীকে বুঝায়। নিবাসার্থক বস ধাতু, তাহাতে 'স্ফায়িতঞ্চি' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা অধিকরণে রক্ হয়। 'বচিস্বপি' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা সম্প্রসারণ। উস্রা-শব্দ-হেতু স্বার্থে পৃষোদরাদিত্বের দ্বারা য প্রত্যয়—ইহা নিঘণ্টু-ভাষ্যের মত। 'যসি' স্থলে আয় আদেশ; প্রত্যয়স্বর। বাবশন্ত। শব্দার্থক বাশৃ ধাতু। তাহাতে যঙন্ত-হেতু লঙে ছস্যান্ত আদেশ হওয়ায়, তাহার 'ছন্দস্যুভয়থা' ইত্যাদি নিয়মে আর্দ্ধধাতুক-হেতু, 'অতোলোপয়োলোপৌ' নিয়মে অতের লোপ হইয়াছে। ব্যত্যয়ের দ্বারা ধাতুর হ্রস্বত্ব। অথবা, কান্তি-অর্থ মূলক বশ-ধাতুর উত্তর 'যঙি ন বশঃ' (পা০ ৬।১।২০) ইত্যাদি সূত্রে সম্প্রসারণের প্রতিষেধ হওয়ায় পূর্ব্ববৎ প্রক্রিয়া হইয়াছে। (১ম—৬২সূ—৩ঋ)॥

• • •

কুক্কুরীর সাহায্য লইতে তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে; সেই কুক্কুরীর সঙ্গে আবার তাঁহার সর্ত্ত হইয়াছিল যে, গাভীর সন্ধান পাইলে তাহার দুগ্ধাদি তিনি সেই কুক্কুরীর শাবকদিগকে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন। সায়ণের ভাষ্য দেখুন, আর এই ঋকের যে সকল অনুবাদ (যে কোনও ভাষাতেই হউক) প্রচারিত আছে, তাহা আলোচনা করুন। এই ঋকের ঐরূপ অর্থই সর্ব্বত্র দেখিতে পাইবেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ঋকের দুইটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

(১) "ইন্দ্র ও অঙ্গিরা পণি কর্ত্তৃক অপহৃত গাভী অন্বেষণ করিলে সরমা (দেবকুক্কুরী) স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত ইন্দ্রের নিকট দুগ্ধ যাচ্ঞা করিয়াছিল। যখন ইন্দ্র পণিকে বধ করিয়া গাভীগণকে সেই রুদ্ধগৃহ হইতে উদ্ধার করিলেন, তখন দেবগণও গাভীগণের সহিত আনন্দজনক ধ্বনি করিয়াছিলেন।"

(২) "ইন্দ্র ও অঙ্গিরা (গাভী) অন্বেষণ করিলে পর সরমা স্বীয় তনয়ের নিমিত্ত (ইন্দ্রের নিকট হইতে) অন্ন প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন বৃহস্পতি অসুরকে বধ করিলেন ও গাভী উদ্ধার করিলেন। দেবগণও গাভীসকলের সহিত হর্ষসূচক শব্দ করিতে লাগিল।"*

এই ঋকের প্রধান সমস্যা-মূলক পদ—'সরমা'। সোণায় সোহাগা সংযোগ হওয়ার মত, সেই সমস্যায় যুক্ত হইয়াছে—'তনয়ায়' ও 'ধাসিং' পদদ্বয়। কাজেই অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—কুক্কুরী তাহার শাবকের জন্য গাভীর দুগ্ধাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এইরূপে উপাখ্যানটিও বেশ খাপ খাইয়া গিয়াছে। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি—এখানে 'সরমা' পদের প্রকৃত অর্থ কি? অভিধানে বিভিন্ন অর্থ প্রাপ্ত হই; নিঘণ্টু-নিরুক্তও অভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিতে পারেন নাই নিঘণ্টুর উক্তি,—"সরমা সরণাৎ"। তাহা হইতে নিরুক্তের ভাষ্য,—

"সরমা" দেবশুনীত্যৈতিহাসিকপক্ষেণ, মাধ্যমিকা বাক্
নৈরুক্তপক্ষেণ, সা কস্মাৎ? "সরণাৎ" গমনাৎ

এখানে একমাত্র ভাব পাইতেছি—সরণ বা গমন জন্যই 'সরমা' পদ ব্যুৎপন্ন। তাহা হইতে এক পক্ষ (ঐতিহাসিক) 'দেবকুক্কুরী' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, অন্য পক্ষ (নৈরুক্তগণ) 'মাধ্যমিক্ বাক্' অর্থ মান্য করিয়া

---

* এই অনুবাদের পাদটীকায়, সায়ণের মত (অর্থাৎ সরমা বলিতে দেবকুক্কুরীকে এবং বৃহস্পতি বলিতে ইন্দ্রকে বুঝায়—এই মত) গৃহীত হইয়াছে।

থাকেন। এতদনুসারে নিরুক্ত ভাষ্যে একটী ঋঙ্মন্ত্রের দ্বিবিধ ব্যাখ্যাই প্রকাশ পাইয়াছে। সেই মন্ত্রটী এই ; যথা,—

"কিমিচ্ছন্তী সরমা প্রেদমানড্ দূরে হ্যধ্বা জগুরিঃ পরাচৈঃ।

কাস্মেহিতিঃ কা পরিতক্ম্যাসীৎ কথং রসায়া অতরঃ পয়াংসি॥" *

মন্ত্রটি দশম মণ্ডলের (অষ্টম অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ের) ১০৮ সূক্তের প্রথম ঋক্। ঐ ঋকে আমরা যে ভাব যে অর্থ গ্রহণ করি, তাহা সেই স্থলেই ব্যক্ত হইবে। তবে সংক্ষেপতঃ এখানে এই মাত্র বলিতে পারি, এই মন্ত্রের ভাবেও ভগবদনুরক্তা দেবৈকশরণাগতা সুতরাং মুক্তিপথানু-

---

* ইহার এক অর্থ—কুক্কুরী সরমার সম্বোধনে প্রযুক্ত, অন্য অর্থ—বাক্ সম্বোধনে প্রযুক্ত। প্রথম অর্থে—'সরমা দেবশুনী', দ্বিতীয় অর্থে—'বাগ্বৈ সরমা।' নিরুক্তের দুর্গাচার্য্য-কৃত ব্যাখ্যায় এই দুই ভাবই ব্যক্ত আছে। বাহুল্য ভয়ে এখানে আর তাহা উদ্ধৃত করিলাম না। তবে সাধারণতঃ প্রচলিত একটী বাঙ্গালা ও একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। কেন না, তাহাতে ভাব একটু সরল হইয়া আসিবে।

ঐ মন্ত্রের একটি বঙ্গানুবাদ (রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত) : যথা,—

"হে সরমা! তুমি কি বাসনায় এ স্থানে আসিয়াছ? ইহা অতি দূরের পথ। এ পথে আসিতে হইলে পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি করিলে আসা যায় না। আমাদিগের নিকট এমন কি বস্তু আছে, যাহার জন্য আসিয়াছ? কয় রাত্রি ধরিয়া আসিয়াছে? নদীর জল পার হইলে কিরূপে?"

ঐ মন্ত্রের ইংরাজী অনুবাদ (ম্যাক্সমূলার কৃত) ; যথা,—

"The panis said. 'With what intention did Sarama reach this place ! for way is far, and leads tortuously away. What was your wish with us ? How was the night ? How did you cooss the waters of the Rasa."

এই দুইয়ের কোনও অনুবাদেই সরমাকে কুক্কুরী বলিয়া বুঝা যায় না। আবার বাক্য অর্থও কোনরূপ কল্পনাতেই পাওয়া যায় না। এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া, একজন প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন,—"Sukta, if properly interpreted, will show that Sarama could have nothing but a woman." তবে ইনি আবার শেষে ফিনিসিয়ার বন্দিনী রমণীকে লক্ষ্য করিয়া এক ঐতিহাসিক ব্যাপারের সহিত ইহার সম্বন্ধ টানিয়া আনিয়াছেন।

বর্ত্তিনী সাধ্বীর প্রসঙ্গই প্রখ্যাপিত দেখি। সরমা—জননী-স্বরূপিণী—সন্তান-পালনে আদর্শস্থানীয়া। আমরা এখানে, অন্ততঃ আমাদিগের আলোচ্য মন্ত্রের ব্যাখ্যায়, এই ভাবই গ্রহণ করি। এইরূপে 'সরমা' পদে আমরা 'ভগবৎপরায়ণা জননী' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'ধাসিং' পদে 'রক্ষার উপায়' অর্থ গ্রহণ করা যায়। নিঘণ্টু-নিরুক্তে যে সকল শব্দ পর্য্যায়ে 'ধাসিঃ' পদ পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে জ্ঞান-ভক্তি কর্ম্ম তিনের প্রতিই লক্ষ্য আসে। অন্ন যেমন দেহকে রক্ষা করে, 'ধাসিং' পদে সেইরূপ 'আত্মাকে রক্ষার উপযোগী সামগ্রীকে' অর্থ প্রাপ্ত হই। 'ইন্দ্রস্য অঙ্গিরসাং পদদ্বয়ে 'ইন্দ্রের এবং অঙ্গিরা ঋষিগণের' প্রেরণায় অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা বলি, এখানে ভগবানের ও জ্ঞানিগণের অনুকম্পার ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেবল জ্ঞানিগণের প্রেরণায় বা অনুকম্পায় মনুষ্যের সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ সাধিত হইতে পারে না; মূলে ভগবানের একটু করুণা থাকা আবশ্যক হয়। তাই বলা হইয়াছে—"ইন্দ্রস্য অঙ্গিরসাং চ ইষ্টৌ।" এইরূপে, ইন্দ্রের ও অঙ্গিরোগণের প্রেরণায় গাভী-চোরের সন্ধানার্থ প্রেরিত হইয়া সরমা নামক কুক্কুরী তাহার শাবকগণের জন্য গাভীর দুগ্ধাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল—এই যে প্রচলিত অর্থ, তাহা উল্টাইয়া গিয়া, এখানে ভাব দাঁড়াইতেছে,—'ভগবানের এবং জ্ঞানিগণের অনুকম্পাপ্রাপ্তা ধর্ম্মশীলা মাতা পুত্রের প্রথম রক্ষোপায় বিহিত করেন।' *

---

* এই ঋকের 'সরমা' ও 'গাঃ' পদদ্বয় এবং অন্যত্রের 'সরমা' 'পণি' ও 'গাঃ' পদ-ত্রয় উপলক্ষে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পণ্ডিতের গবেষণার অন্ত নাই। সরমা কর্তৃক গাভী উদ্ধারের প্রসঙ্গে, ম্যাক্সমূলার প্রকৃতির ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার মতে—'সরমা' উষা, 'গাঃ' আলোকরশ্মি; অন্ধকারের মধ্যে আলোকের উদ্ধারই—উষা কর্তৃক আলোকবিস্তারই—ঐ উপমার বা রূপকের তাৎপর্য্য। তিনি আরও বলেন,—হোমরের বর্ণিত ট্রয় যুদ্ধের একটী ব্যাপারের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—

"The bright cows, the rays of the sun or the rain clouds, for both go by the same name, have been stolen by the powers of darkness, by the Night and her manifold progeny. Gods and men are anxious for their return; but where they are to be found? They are hidden in a dark and strong stable, or scattered along the ends of the sky, and the robbers will not

আমাদিগের ব্যাখ্যায় মন্ত্রটীকে আমরা তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। তাহার প্রথম অংশে ('ইন্দ্রস্য' হইতে 'বিদৎ' পদ-কয়েকটীতে) প্রোক্ত অর্থই বিজ্ঞাপিত করে। তার পর দ্বিতীয় অংশে—"বৃহস্পতিঃ অদ্রিং ভিনৎ গাঃ বিদৎ।" এই অংশের ভাব এই যে,—'জ্ঞানী গুরু জ্ঞানপথের বাধা অপসারণ করিয়া হৃদয়ে জ্ঞান-সঞ্চার করেন।' মন্ত্রের বৃহস্পতি-পদে

---

restore them. At last in the farthest distance the first signs of the Dawn appear; she peers about, and runs with lightning quickness, it may be like a hound after a scent accross the darkness of the sky. She is looking for something and following the right path. She was found it; she has heard the lowing of the cows."—*Max Muller's* SCIENCE of LANGUAGE.

এইরূপ বিভিন্ন মস্তিষ্কের বিভিন্ন প্রকার গবেষণা প্রকাশ পাইয়াছে। কোনও কোনও পণ্ডিতের অভিমত এই যে, 'পণিগণ' বলিতে ফিনিসিয়ার বণিকগণকে লক্ষ্য করে। সূক্তের প্রারম্ভে এ বিষয়ে একটু আভাষ দিয়াছি। এ বিষয়ে একখানি পুস্তিকা আছে;—

'The Rig-Veda, a history showing how the Phœnicians had their earliest home in Indta by Rajeswar Gupta'

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম-এ, পি-এচ-ডি মহাশয় ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২২এ মে তারিখের "ইণ্ডিয়ান মিরর" পত্রে এই বিষয়ের পোষকতায় লিখিয়া গিয়াছেন,—

"It was nearly ten years ago that I marked with surprise several passages in the Rig Veda (as for instance, in Mandala VI, Sukta 53) where the word PANI repeatedly occurred. Looking into the commentary of Sayanacharya, I found the word PANI interpreted as VANIJ, a merchant. In the Chapter on UN'ADI suffixes in PANINI'S Sanskrit Grammar, the word VANIJ was found to be derived from the root PAN. I then suspected that the word PANI, meaning a merchant and occurring in the Rig Veda, might refer to the Phœnician race. Eventually I gave expression to the fact in several places, and lately in the introduction to my edition of Kachchayana's Pali Grammar." THE INDIAN MIRROR.

এ সম্বন্ধে আর আর যে সকল মত আছে, যথাস্থানে তাহারও আলোচনা করা যাইবে।

ভাষ্যে 'ইন্দ্র' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি, ঐ পদে 'পরম জ্ঞানী গুরু' এইরূপ ভাবই এখানে সঙ্গত হয়। শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলিয়াই বৃহস্পতি দেবগুরু। সেই দৃষ্টিতেও ঐ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। অজ্ঞানরূপ অন্ধকার মানুষের জ্ঞানার্জ্জনের বা মুক্তি-লাভের পথে পাহাড়ের ন্যায় বাধা হইয়া বিদ্যমান্ থাকে। জ্ঞানী গুরু সে অজ্ঞানতা দূর করেন এবং হৃদয়ে জ্ঞান প্রবেশ করাইয়া দেন। মানুষ প্রথমে জননীর নিকট সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয়। তার পর, তাহার জ্ঞান-সঞ্চয়ের পক্ষে জ্ঞানী গুরু সহায় হয়েন। মন্ত্রের প্রথম দুই অংশে এই সত্যতত্ত্ব খ্যাপন করিতেছে।

মন্ত্রের তৃতীয়াংশ—"নরঃ উস্রিয়াভিঃ বাবশন্ত"। এখানকার প্রচলিত অর্থ এই যে,—'মুক্তি পাইয়া গাভীগণ যেমন হাম্বা-রব করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল, দেবগণও তেমনই অপহৃতা গাভীকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দ-কল্লোলে দিক্ মুখরিত করিয়াছিলেন।' কিন্তু আমরা বলি, এখানে সে ভাব কিছুই নাই। 'উস্রিয়া' পদে যে জ্ঞান-কিরণ বুঝায়, তাহা আমরা বহুত্র প্রতিপন্ন করিয়াছি। নিবাসার্থক 'বস্' ধাতু হইতে 'বাবশন্ত' পদ ব্যুৎপন্ন। অতএব, গাভীর হাম্বা রবের সহিত এখানকার সম্বন্ধ খ্যাপন কষ্টকল্পনা মাত্র। ফলতঃ, পূর্ব্বে যে দুইরূপ অবস্থার—যে দুই প্রকার শিক্ষার—বিষয় বিবৃত হইয়াছে, এখানে পূর্ব্বোক্ত সেই দুইরূপ শিক্ষার অবস্থার পরবর্ত্তী অবস্থা পরিবর্ণিত রহিয়াছে। জননীর নিকট সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, তদনুসারে বাল্যজীবন গঠন করিতে সমর্থ হইয়া, তার পর জ্ঞানী গুরুর নিকট সদুপদেশ লাভ করিয়া, মানুষ যে স্তরে উপনীত হইতে পারে, সে স্তরে তাহাতে জ্ঞান ও দেবভাব যুগপৎ বিরাজমান্ থাকে। সেই অবস্থাতেই নেতৃস্বরূপ দেবগণ জ্ঞানকিরণ বিস্তার করিয়া নরহৃদে অবস্থান করেন। এইরূপে মন্ত্রে মনুষ্য-জীবনের তিনটী অবস্থার বিষয় পরিবর্ণিত আছে দেখিতে পাই। সে পক্ষে মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'ভগবৎপরায়ণা জননীর নিকট এবং জ্ঞানী গুরুর নিকট সুশিক্ষা লাভ কর; তদ্দারাই জ্ঞান ও দেবভাব তোমার অধিগত হইবে।' (১ম—৬২সূ—৩ঋ)॥

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিষষ্টিতমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্)।

স সুষ্টুভা স স্তুভা সপ্ত বিপ্রৈঃ

স্বরেণাদ্রিং স্বর্যো৩ নবগ্বৈঃ।

সরণ্যুভিঃ ফলিগমিন্দ্র শক্র বলং রবেণ

দরয়ো দশগ্বৈঃ ॥ ৪ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। সুঽস্তুভা। সঃ। স্তুভা। সপ্ত। বিপ্রৈঃ।

স্বরেণ। অদ্রিং। স্বর্য্যঃ। নবঽগ্বৈঃ।

সরণ্যুঽভিঃ। ফলিঽগং। ইন্দ্র। শক্র। বলং। রবেণ।

দরয়ঃ। দশঽগ্বৈঃ ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সরণ্যুভিঃ' (ভগবতোঽনুসরণকারিভিঃ) 'নবগ্বৈঃ' (নবগুণোপেতৈঃ, সুচরিতৈঃ) 'দশগ্বৈঃ' (দশকর্ম্মান্বিতৈঃ, সৎকর্ম্মপরৈঃ) 'সপ্ত বিপ্রৈঃ' (সপ্তলোকানাং বিশেষাং সকলানাং বা মেধাবিভিঃ) 'স্বরেণ' (উদাত্তাদিস্বরযুতেন, উচ্চারিতেন) 'স্তুভা' (স্তোত্রমন্ত্রেণঃ) 'সঃ' (ভগবান) 'স্বর্য্যঃ' (সুষ্ঠু প্রাপ্যঃ, সম্পূজিতো বা ভবতীতি শেষঃ) ; 'শক্র' (বলবন্, শত্রুনাশক) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'সুষ্টুভা' (সুষ্টুস্তোত্রেণ—প্রাপ্যঃ ইতি যাবৎ) 'সঃ' (এবম্ভূতত্বং) 'রবেণ' (স্বরেণ, স্বকীয়েন প্রভাবেন) 'অদ্রিং' (প্রতিবন্ধকং—সৎকর্ম্মসাধনায় ইতি

যাবৎ) 'দরয়ঃ' (নাশয়, বিদূরয়), 'ফলিগং' (ফলপ্রদং, সুফলদায়কং) 'বলং' (কর্ম্ম-সামর্থ্যং) চ অস্মান্ দেহীতি শেষঃ ; যদ্বা—'ফলিগং' (ফলনাশকং) 'অদ্রিং' (পাষাণবৎ কঠোরং) 'বলং' (শত্রুবীর্য্যং) 'দরয়ঃ' (বিদারিতো বিপর্য্যস্তো বা কুরু) অয়ং ভাবঃ—কর্ম্মিণো গুণিনো জ্ঞানিনো যেন স্তোত্রেণ কর্ম্মণা বা ভগবন্তং প্রাপ্নুবন্তি, হে ভগবন্, বয়ং যেন তৎকর্ম্মসামর্থ্যং লভামহে—তদ্বিধেহি। (১ম—৬২সূ—৪ঋ)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবানের অনুসরণকারী, নবগুণোপেত (সুচরিত), দশকর্ম্মান্বিত (সৎকর্ম্মপরায়ণ), সপ্তলোকের অর্থাৎ বিশ্বের সকল মেধাবিগণের উচ্চারিত স্তোত্রমন্ত্রের দ্বারা সেই ভগবান্ সুষ্ঠুরূপে প্রাপ্য বা সম্পূজিত হয়েন ; শত্রুনাশক বলবন্ হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব ! সুষ্ঠু স্তোত্রের দ্বারা প্রাপ্য তেমন যে আপনি, স্বকীয় প্রভাবের দ্বারা সৎকর্ম্মসাধন পক্ষে প্রতিবন্ধক বিদূরিত করুন, এবং সুফলপ্রদ কর্ম্মসামর্থ্য আমাদিগকে প্রদান করুন ; অথবা, ফলনাশক পাষাণ-সম কঠোর শত্রুবলকে বিপর্য্যস্ত করুন। (ভাব এই যে,—'কর্ম্মী গুণী জ্ঞানিগণ যে স্তোত্রের বা কর্ম্মের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হন, হে ভগবন্, আমরা যেন সেই কর্ম্মসামর্থ্য লাভ করি—তাহাই বিহিত করুন।)॥ (১ম—৬২সূ—৪ঋ)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অঙ্গিরসো দ্বিবিধাঃ। সত্রযাগমনুতিষ্ঠন্তো যে নবভির্ম্মাসৈঃ সমাপ্য গতাস্তে নবগ্বাঃ। নবগ্বাঃ নবনীতগতয় ইতি যাস্কো ব্যাচখ্যৌ। নিং ১১।১৯। যে তু দশভির্ম্মাসৈং সমাপ্য অগ্মুস্তে দশগ্বাঃ। তাদৃশৈরুভয়বিধৈর্ব্বিপ্রৈর্ম্মেধাবিভিঃ সরণ্যুভিঃ সরণং শোভনাং গতিমিচ্ছদ্ভিঃ সপ্ত সপ্তসংখ্যাকৈঃ। সপ্ত হ্যত্র মেধাতিথিপ্রভৃতয়োঽঙ্গিরসো দৃশ্যন্তে। এবম্ভূতৈরঙ্গিরোভিঃ সুষ্টুভা শোভনস্তোভযুক্তেন স্বরেণোদাত্তাদিশ্রব্যস্বরোপেতেন। যদ্বা। মন্ত্রমধ্য-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অঙ্গিরসগণ দ্বিবিধ পর্য্যায়ভুক্ত। যজ্ঞে ব্রতী থাকিয়া যাঁহারা সত্রযাগকে নয় মাসে সম্পন্ন করেন, তাঁহারা 'নবগ্বাঃ' নামে অভিহিত হয়েন। নিরুক্তে (১১।১৯) যাস্ক এ বিষয়ে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন—'নবগ্বা নবনীতগতয় ইতি।' কিন্তু যাঁহারা দশ মাসে যজ্ঞ সমাপন করেন, তাঁহারা 'দশগ্বাঃ' নামে অভিহিত হয়েন। তাদৃশ উভয়বিধ মেধাবী, শোভনা-গতি ইচ্ছাকারী, সপ্তসংখ্যক (সপ্ত পদে এখানে মেধাতিথি প্রভৃতি অঙ্গিরসগণকে লক্ষ্য করিতেছে) এবম্ভূত অঙ্গিরোগণ কর্তৃক শোভনস্তোভযুক্ত স্বরের দ্বারা অর্থাৎ উদাত্তাদি

মাদিস্বরেণ স্তুভা স্তোত্রেণ স্বর্য্যঃ সুষ্ঠু প্রাপ্যঃ। যদ্বা। শব্দনীয় স্তুত্য ইত্যর্থঃ। হে শক্র শক্তিমন্নিন্দ্র। এবম্ভূতঃ স ত্বমদ্রিমাদরণীয়ং। বজ্রেণ ছেত্তব্যমিত্যর্থঃ। ফলিগং। প্রতিফলং প্রতিবিম্বং। তদস্মিন্নস্তীতি ফলি স্বচ্ছমুদকং। তদ্গচ্ছত্যাধারত্বেনেতি ফলিগঃ। যদ্বা ব্রীহ্যাদি ফলং। তদস্মিন্ সতি ভবতীতি ফলি বৃষ্টিজলং। তদ্গচ্ছতীতি ফলিগঃ। এবম্ভূতং বলং মেঘং রবেণাত্মীয়েন শব্দেন দরয়ঃ। অভায়য়ঃ। ত্বদীয়শব্দশ্রবণমাত্রেণ মেঘো-বিভেতীত্যর্থঃ। যদ্বা। অদ্রিঃ পর্ব্বতঃ। অত্যন্তেহম্বনপটলাদিকমিতি। ফলিগো মেঘঃ। ফলিগ উপর ইতি তন্নামসু পাঠাৎ। বলোঽসুরঃ। দেবা বৈ বলে গাঃ পর্য্যপশ্যন্নিত্যাদাবসুরে প্রযুক্তত্বাৎ। এতে ত্রয়োঽপি ত্বদীয়শব্দশ্রবণমাত্রেণাবিভয়ুরিত্যর্থঃ॥

স ইত্যেকঃ পাদপূরণঃ সুষ্টুভা। স্তোভতিঃ স্তুতিকর্ম্মা। সম্পদাদিলক্ষণো ভাবে ক্বিপ। শোভনঃ স্তুপ্ স্তোভো যস্য। নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। উপসর্গাৎ সুনোতীতি ষত্বং। স্তুভা। করণভূতস্যাপি স্তোত্রস্য স্বব্যাপারে কর্তৃত্বাৎ স্তোভতি স্তৌতীতি ক্বিপ্ চেতি কর্ত্তরি ক্বিপ্। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। সপ্ত। সুপাং সুলুগিতি জিসো লুক্। স্বর্য্যঃ। স্বৃ শব্দোপতাপয়োঃ। ঋহলোর্ণ্যদিতি ণ্যৎ। বৃদ্ধ্যভাবশ্ছান্দসঃ। তিৎস্বরিত ইতি

শ্রব্যস্বরবিশিষ্ট অথবা মন্দ্রমধ্যমাদিস্বরবিশিষ্ট স্তোত্রের দ্বারা সুষ্ঠু প্রাপ্য অথবা শব্দনীয় স্তুত্য, হে শক্তিমন্ ইন্দ্র। এবম্ভূত সেই আপনি 'অদ্রিং' অর্থাৎ আদরণীয় বা বজ্রের দ্বারা ছেত্তব্য 'ফলিগং' অর্থাৎ প্রতিফল বা প্রতিবিম্ব (ফলিগং পদ মেঘের বিশেষণ। উহাতে ফলি অর্থাৎ স্বচ্ছ উদক অবস্থিতি করে—এই জন্য উহাকে 'ফলিগ' কহে; আধারত্বের দ্বারা উহা নির্গত হইয়া যায়—এই জন্যও উহাকে 'ফলিগ' কহে; অথবা, ব্রীহ্যাদি ফল, উহা হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া 'ফলি' পদে বৃষ্টির জলকে বুঝায়; তাহা চলিয়া যায়—এই অর্থে 'ফলিগ' হয়) এবম্ভূত 'বলং' অর্থাৎ মেঘকে 'রবেণ' অর্থাৎ আত্মীয় বা তৎসম্পর্কীয় 'স্বরেণ' অর্থাৎ শব্দের দ্বারা 'দরয়' অর্থাৎ ভীতিপ্রদর্শন করুন। আপনার শব্দ শ্রবণমাত্র মেঘ ভয় প্রাপ্ত হয়—ইহাই ভাবার্থ। অথবা অদ্রি-শব্দে পর্ব্বত বুঝায়। দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া থাকে—এই অর্থে ঐ পদ হয়। 'ফলিগঃ' পদে মেঘ বুঝায়; 'ফলিগ উপর' প্রভৃতি শব্দ মেঘ-নামের মধ্যে পঠিত হয়—এই জন্য। 'বলঃ' শব্দের অসুর অর্থ হয়; 'দেবা বৈ বলে গাঃ পর্য্যপশ্যন্' ইত্যাদি বাক্য অসুর-সম্বন্ধে প্রযুক্ত আছে—এই জন্য। এই তিনটী (অর্থাৎ, পর্ব্বত, মেঘ ও বল অসুর) আপনার শব্দ শ্রবণ মাত্র ভয় প্রাপ্ত হইয়াছিল—ইহাই ভাবার্থ

'সঃ' এই পদ একটী পাদপূরণে ব্যবহৃত। সুষ্টুভা। শোভন স্তুপ্ বা স্তোভ যাহার—এই বাক্যে ঐ পদ ব্যুৎপন্ন। 'নঞ্সুভ্যাম্' ইত্যাদি সূত্রে উত্তর পদের আন্তোদাত্তত্ব। 'উপসর্গাৎ সুনোতি' ইত্যাদি সূত্রে ষত্ব। স্তুভা। করণভূত স্তোত্রের স্বব্যাপারে কর্তৃত্ব-হেতু 'স্তোভতি স্তৌতীতি' প্রভৃতিতে 'ক্বিপ্ চ' ইত্যাদি সূত্রে কর্তৃবাচ্যে ক্বিপ্। 'সাবেকাচঃ' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। সপ্ত 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে জিসের লোপ। স্বর্য্যঃ। স্বৃ ধাতু শব্দ ও উপতাপ অর্থ জ্ঞাপক। 'ঋহলোর্ণ্যৎ' ইত্যাদি সূত্রে ণ্যৎ প্রত্যয়। ছান্দস-হেতু বৃদ্ধির অভাব। 'তিৎস্বরিতঃ' ইত্যাদি সূত্রে স্বরিতত্ব। নবগ্বৈঃ। নবশব্দ

স্বরিতত্বং। নবগ্বৈঃ। নব শব্দ উপপদে গমের্ভাবে ক্বিপি গমঃ ক্বাবিত্যনুনাসিকলোপ উঙ চ গমাদীনামিতি বক্তব্যমিত্যুকার স্তাদেশঃ। নবভির্গমন যেষাং তে নবগ্বাঃ। অকারোপজনশ্ছান্দসঃ। যদ্বা। গমের্ভাবে ড্ প্রত্যয়ঃ। পূর্ব্ববদ্বহুব্রীহিঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সরণ্যুভিঃ। সরণমাত্মন ইচ্ছতঃ সরণ্যবঃ ক্যচ্যন্ত্যলোপশ্ছান্দসঃ। ক্যাচ্ছন্দসীত্যুঃ। ফলিগং। ফলু দকং গচ্ছতীতি ফলিগঃ। ডোহন্যত্রাপি দৃশ্যত ইতি গমের্ডঃ। বলং। বৃণোতীতি বলঃ। পচাদ্যচ। কপিলকাদিত্বাল্লত্বং দরয়ঃ। দৃ বিদারণে। বৃদ্ধৌ ক্বতায়াং দৃ ভয় ইতি ঘটাদিষু পাঠান্মিত্বে মিতাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বং। (১ম—৬২সূ—৪ঋ)॥

চতুর্থ (৭৩১) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহাতে ঋকের অন্তর্গত প্রত্যেক পদটীর অনুশীলন করা আবশ্যক। সুতরাং সেই পদ কয়েকটীর বিষয় প্রথম আলোচনা করিতেছি। প্রথম—'সরণ্যুভিঃ' পদ। ভাষ্যে এই পদের যে অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে, আমাদিগের অর্থও তদনুসারী হইয়াছে। শোভন পথে অর্থাৎ সুপথে যাঁহারা গমন করেন, তাঁহাদিগেরই প্রতি ঐ পদের লক্ষ্য। আমরা তাই ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'ভগবতোহনুসরণকারিভিঃ' পদ পরিগ্রহণ করিয়াছি। যাঁহারা ভগবানের পদাঙ্কানুসারী, তাঁহারাই সুপথগামী, সুতরাং 'সরণ্যুভিঃ' পদ তাঁহাদিগের সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়াছে। দ্বিতীয়—'নবগ্বৈঃ'। ভাষ্যাদিতে প্রকাশ, যাঁহারা নয় মাস যজ্ঞ করেন, তাঁহারাই—সেই ঋত্বিক্-গণই ঐরূপ বিশেষণে বিশেষিত হয়েন। ঐ পদের মধ্যে নব উপসর্গের সহিত গম

উপপদে গম-ধাতু ভাবে ক্বিপ্, তাহাতে 'গমঃ ক্বৌ' ইত্যাদি সূত্রে অনুনাসিকের লোপ, 'উঙ চ গমাদীনামিতি বক্তব্যং' এই নিয়মে উকারান্তাদেশ। নবসংখ্যক গমন যাঁহাদিগের, তাঁহারাই 'নবগ্বাঃ'। ছান্দসে অকারের আগম হইয়াছে। অথবা, গম-ধাতু ভাবে ড প্রত্যয়। পূর্ব্ববৎ বহুব্রীহি সমাস। বহুব্রীহি হেতু পূর্ব্বপদে প্রকৃতি[illegible]। সরণ্যুভিঃ। সরণং অর্থাৎ আপনাকে ইচ্ছা করে যাহারা, তাহারা 'সরণ্যবঃ'। ছান্দস-হেতু ক্যচান্তলোপ। 'ক্যাচ্ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে উ-প্রত্যয়। ফলিগং। ফলি অর্থাৎ উদক যায়—এই অর্থে 'ফলিগঃ' পদ হয়। 'ডোহন্যত্রাপি দৃশ্যতে' ইত্যাদি সূত্র গম-ধাতুতে ড-প্রত্যয়। বলং। 'বৃণোতি' অর্থাৎ ব্যাপ্ত হয়—এই অর্থে 'বলঃ' পদ হয়। পচাদি-হেতু অচ্। কপিলকাদিত্ব-হেতু লত্ব। দরয়ঃ বিদারণার্থক দৃ ধাতু 'বৃদ্ধৌ কৃতায়াং দৃ ভয়ঃ' ইত্যাদি ঘটাদির মধ্যে পঠিত হওয়ায় মিত্ব। 'মিতাং হ্রস্বঃ' ইত্যাদি নিয়মে হ্রস্বত্ব। (১ম—৬২সূ—৪ঋ)॥

ধাতুর সংযোগ মাত্র আছে। 'নব' (নয় বা অভিনব) এবং গমন—এইরূপ অর্থ ঐ দুই শব্দের সংযোগে প্রাপ্ত হই। তাহা হইতে নয় মাস নয় বৎসর নয় দিন অথবা অভিনব-গমন চিরনূতন গমন ইত্যাদি নানা ভাব অধ্যাহার করা যাইতে পারে। কিন্তু যে প্রসঙ্গে এখানে ঐ পদের ব্যবহার দেখি, তাহাতে ঐ পদে 'অভিনব বা চিরনূতন পথে গমনকারী' অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। অভিনব বা চিরনূতন পথে যাঁহারা গমন করেন অর্থাৎ যাঁহারা সৎপথের অনুসরণকারী হয়েন, ঐ পদে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করে। সেই হইতেই 'সুচরিত নবগুণসম্পন্ন' অর্থ পাইতে পারি। 'নবধা কুললক্ষণং'—এই যে বাক্য প্রচলিত আছে, নবগুণবিশিষ্ট হওয়াই যে শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ—এই যে বিধি সমাজে দেখিতে পাই, আমরা মনে করি, 'নবগ্বাঃ' পদ তাহারই আদিভূত। তাই আমরা 'নবগ্বঃ' পদে 'নবগুণোপেতৈ সুচরিতৈঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। তৃতীয় পদ—'দশগ্বৈঃ।' পূর্ব্বোক্ত ভাবের অনুসরণেই এই পদে সৎকর্ম্মকারিগণকে লক্ষ্য করে। যাঁহারা দশকর্ম্মে পারদর্শী অর্থাৎ সংসারের সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মসাধনে সামর্থ্যবান্, তাঁহারাই ঐ পদের দ্যোতক বলিয়া মনে করা যায়। তার পর—'সপ্ত বিপ্রৈঃ'। এই দুই পদে সাত জন বিপ্রের বা মেধাবীর সম্বন্ধ প্রখ্যাত হইয়া থাকে। কর্ম্মবিশেষে সপ্তবিপ্রের প্রয়োজনানুসারে ঐরূপ অর্থ পরিগৃহীত হয়, হউক; তাহাতে আমাদিগের কোন বক্তব্য নাই। তবে নিগূঢ় তাৎপর্য্যের অনুসরণে ঐ দুই পদে বিশ্বের সকল মেধাবিগণকেই বুঝাইয়া থাকে। বেদে 'সপ্ত' পদ নানাস্থানে ব্যবহৃত আছে। তাহার সর্ব্বত্রই আমরা সপ্তলোকের অর্থাৎ বিশ্বের সকলের সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়াছি। এখানেও সেই অর্থেরই সঙ্গতি দেখি। 'স্বরেণ স্তুভা' পদদ্বয়ে উদাত্তাদি স্বরে বেদমন্ত্র উচ্চারণের বা সর্ব্বথা ভগবানের অনুধ্যানের ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি, মন্ত্রের প্রথম অংশে, 'সরণ্যুভিঃ' হইতে 'স্বর্য্যঃ' প্রভৃতি পদ-কয়েকটিতে, ভগবান্ যে কাহাদিগের সুপ্রাপ্য—তাহাই প্রখ্যাত রহিয়াছে। সুচরিত সৎকর্ম্মপর বিশ্বের যে সকল জ্ঞানিগণ তাঁহার অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। এই সত্যতত্ত্বই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ—সরল প্রার্থনা-মূলক। ঐ অংশে বলা হইয়াছে,—'সেই যে আপনি অর্থাৎ বিশ্বের সৎকর্ম্মকারী সুচরিত মেধাবিগণের সুষ্ঠু প্রাপ্য সেই যে আপনি, আপনার প্রভাবের দ্বারা, আমাদিগের সৎকর্ম্ম-সাধনের পথে অদ্রিবৎ ভীষণ যে প্রতিবন্ধক দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহাকে অপসারণ করুন। আর, আমাদিগকে সুফলপ্রদ সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রদান করুন। অর্থাৎ, আপনার অনুকম্পায় আমাদিগের মধ্যে সৎকর্ম্ম-সাধনে সামর্থ্য সঞ্জাত হউক—ইহাই প্রার্থনা।' অথবা, পক্ষান্তরে বলা হইয়াছে,—'ফল-নাশক, সৎকর্ম্মে বিঘ্নপ্রদায়ক, শত্রুর পাষাণবৎ কঠোর বলকে, আপনি বিমর্দ্দিত করুন; অর্থাৎ, শত্রু যেন আর বল দর্পে আমাদিগের কর্ম্ম পণ্ড করিতে সমর্থ না হয়।' মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে 'শক্র' হইতে 'দরয়ঃ' পর্য্যন্ত পদ কয়েকটিতে পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ ভাবই প্রকাশ পায়। এ পক্ষে, এই মন্ত্রাংশে আমরা যে ঐ দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করি, তৎসম্পর্কে মন্ত্রের অন্তর্গত 'রবেণ' 'অদ্রিং' 'ফলিগং' 'বলং' 'দরয়ঃ' প্রভৃতি পদ-কয়েকটীর মর্ম্ম প্রণিধান করা আবশ্যক। 'রবেণ' পদে আমরা 'স্বরেণ' বা 'স্বকীয় প্রভাবেন' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। 'অদ্রিং' পদে দুই প্রকার অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। তবে সে দুই প্রকার অর্থেই একই ভাব প্রকাশ পায়। সৎকর্ম্ম-সাধনে প্রতিবন্ধক বা পাষাণবৎ কঠোর—এই যে দুই প্রকার অর্থ আমরা এখানে গ্রহণ করিয়াছি, তাহার দুইয়েরই সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। এক পক্ষে ঐ পদটীকে বিশেষ্য এবং অন্য পক্ষে ঐ পদটকে বিশেষণ রূপে স্বীকার করা যায়। 'ফলিগং' ও 'বলং' পদদয়ও তদনুসারে দ্বিবিধ অর্থ ব্যক্ত করে। 'ফলিগং' পদ এক অর্থে 'ফলপ্রদ' ভাব প্রকাশ করে, অন্য অর্থে উহার দ্বারা 'ফলনাশক' ভাব ব্যক্ত হয়। 'বলং' পদে এক পক্ষে 'কর্ম্মসামর্থ্য' (সৎকর্ম্মসাধনের) অন্য পক্ষে 'শত্রুর বীর্য্য' অর্থ প্রকাশ করে। সায়ণের ভাষ্য হইতেই 'ফলিগং' পদে ফলপ্রদ এবং ফলনাশক দুই অর্থই প্রাপ্ত হইতে পারি। প্রতি শব্দের ব্যুৎপত্তি-বিশ্লেষণ বাহুল্য মাত্র। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই সকল ভাব উপলব্ধ হইবে।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, মন্ত্রের প্রার্থনার মর্ম্ম দাঁড়ায় এই যে,—'হে ভগবন্! সংসারের সৎকর্ম্মান্বিত সাধু-সজ্জন আপনার

কৃপা তো স্বতঃই প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু এ পাপী তাপীর উপায় কি আছে? কোনও একটী সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হইব, অমনই সহস্র প্রতিবন্ধক আসিয়া বাধা প্রদান করিবে। কর্ম্মফলনাশক শত্রু পদে পদে প্রতি-বন্ধকতাচরণ করিতেছে। আপনি কৃপা করিয়া শত্রুর সে প্রতি-বন্ধকতাচরণ দূর করুন; আর, আমাদিগকে সৎকর্ম্মসাধনে সামর্থ্য দেন; কেন-না, তদ্দ্বারাই আপনি সুপ্রাপ্য হয়েন। আপনাকে প্রাপ্ত হইবার কামনাতেই এই প্রার্থনা করিতেছি।' (১ম—৬২সূ—৪ঋ)॥

—— • ——

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিষষ্টিতমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

গৃণানো অঙ্গিরোভির্দ্দস্ম বি বরুষসা

সূর্য্যেণ গোভিরন্ধঃ।

বি ভূম্যা অপ্রথয় ইন্দ্র সানু দিবো রজ

উপরমস্তভায়ঃ॥ ৫॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

গৃণানঃ। অঙ্গিরঃহভিঃ। দস্ম। বি। বঃ। উষসা।

সূর্য্যেণ। গোভিঃ। অন্ধঃ।

বি ভূম্যাঃ। অপ্রথয়ঃ। ইন্দ্র। সানু। দিবঃ। রজঃ।

উপরং। অস্তভায়ঃ॥ ৫॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দস্ম' (পাপানাং উপক্ষয়কারিন্, অজ্ঞাননাশক) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) ত্বং 'অঙ্গিরোভিঃ' (জ্ঞানিভিঃ) 'গৃণানঃ' (স্তূয়মানঃ সন্) 'গোভিঃ' (জ্ঞানকিরণৈঃ) 'অন্ধঃ' (লোকানাং অজ্ঞানান্ধকারং) 'বিবঃ' (ব্যনাশয়, দূরী করোসি); ভবৎ-কৃপয়া জ্ঞানিভিঃ লোকানাং অজ্ঞানতা দূরীকৃতা ভবতি—ইতি ভাবঃ; 'ভূম্যাঃ' (পৃথিব্যাঃ, ইহলোকস্য) 'সানু' (নিম্নদেশং, অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্নানাং জনানাং হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'উষসা' (জ্ঞানোন্মেষেণ সহ) 'বি-অপ্রথয়ঃ' (বিশেষেণ বিভাসিতো ভবসি). জ্ঞানোন্মেষেণ সহ নরস্তব দর্শনং লভত ইতি ভাবঃ; 'রক্ষঃ' (রজোভাবস্য, ইহলোকস্য—অতীতস্য, ইতি যাবৎ) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'উপরং' (উপরিপ্রদেশং, মূর্দ্ধিস্থানং) 'সূর্য্যেণ' (জ্ঞানাধারেণ প্রকৃষ্টজ্ঞানেন বা সহ) 'অস্তভায়ঃ' (দৃঢ়ো ভবসি); সত্ত্বভাবস্য আধারভূতস্য স্বর্গস্য উপরং শ্রেষ্ঠজ্ঞানরূপেণ ত্বং বিভাসি—ইতি ভাবঃ॥ (১ম—৬২সূ—৫ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পাপক্ষয়কারী অজ্ঞান-নাশক হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া জ্ঞানকিরণ বিস্তার দ্বারা লোকসমূহের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া থাকেন; (ভাব এই যে,—আপনার কৃপায় জ্ঞানিগণের দ্বারা লোকের অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়); ইহলোকের অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন জনগণের হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষের সহিত আপনি বিভাসিত হয়েন; (ভাব এই যে,—জ্ঞানোন্মেষের সহিত মানুষ আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করে); রজোভাবের অর্থাৎ ইহলোকের অতীত দ্যুলোকের উপরে আপনি প্রকৃষ্ট জ্ঞানের সহিত দৃঢ় হইয়া আছেন; (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবের আধারভূত স্বর্গের উপরে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানরূপে আপনি বিভাসিত আছেন।)॥ (১ম—৬২সূ—৫ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

*হে দস্ম দর্শনীয় শত্রূণামুপক্ষয়িতর্ব্বেন্দ্র ত্বমঙ্গিরোভিঋষিভির্গৃণানঃ স্তূয়মানঃ সন্ উষসা সূর্য্যেণ চ সহ গোভিঃ কিরণৈরন্ধোঽন্ধকারং বিবঃ। ব্যবৃণোঃ। ব্যনাশয় ইত্যর্থঃ তথা হে ইন্দ্র ত্বং ভূম্যাঃ পৃথিব্যাঃ সানু সমুচ্ছ্রিতপ্রদেশং ব্যপ্রথয়ঃ বিশেষেণ বিস্তীর্ণমকরোঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'দস্ম' অর্থাৎ দর্শনীয় বা শত্রুগণের উপক্ষয়িতা ইন্দ্র! আপনি অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণের দ্বারা 'গৃণানঃ' অর্থাৎ স্তূয়মান হইয়া ঊষার ও সূর্য্যের সহিত 'গোভিঃ' অর্থাৎ কিরণসমূহের দ্বারা 'অন্ধঃ' অর্থাৎ অন্ধকারকে 'বিবঃ' অর্থাৎ বিশেষ প্রকারে বিনাশ করিয়া থাকেন। আর, হে ইন্দ্র! আপনি পৃথিবীর সমুচ্ছ্রিত প্রদেশকে বিশেষপ্রকারে বিস্তীর্ণ

বিষমামিমাং সমীকৃতবানিত্যর্থঃ। তথা দিবোঽন্তরিক্ষস্য রজো রজসো লোকস্যোপরমুপ্তং মূলপ্রদেশমস্তভায়ঃ। অস্তাভ্নাঃ। যথান্তরিক্ষস্য মূলং দৃঢ়ং ভবতি তথা কার্ষারিত্যর্থঃ।

গৃণানঃ। কর্ম্মণি লটঃ শানচ্ যক্ প্রাপ্তে ব্যত্যয়েন শ্না। প্বাদীনাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বং। চিৎস্বরেণান্তোদাত্তত্বং। দস্ম। দসু উপক্ষয়ে। ইষিযুধীন্ধিদসাত্যাদিনা মক্। বঃ বৃঞ্ বরণে লুঙি সিপি মন্ত্রে ঘসহ্বরেত্যাদিনা চ্লের্লুক্। গুণে হল্ঙ্যাব্ভ্য ইতি সলোপঃ বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপীত্যড়ভাবঃ। অন্ধঃ। তমোঽন্ধ উচ্যতে। নাম্নিন্ধ্যানং ভবতি ।নি০ ৫।২। ইতি যাস্কঃ। রজঃ। লোকা রজাংস্যুচ্যন্ত ইত্যুক্তত্বাদ্রজঃ শব্দো লোকবচনঃ। সুপাং সুলুগিতি ষষ্ঠ্যা লুক্। অস্তভায়ঃ। লঙি স্তম্ভুস্তুম্ভিত্যাদিনা। পা০ ৩।১।৮২। শ্নাপ্রত্যয়ঃ। ছন্দসি শায়জপি। পা০ ৩।১।৮৩। ইত্যাগাপি ব্যত্যয়েন শ্না প্রত্যয়স্য শায়জাদেশঃ। অনিদিতামিতি ন লোপঃ। অড়াগমঃ॥ (১ম—৬২সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য পঞ্চমে প্রথমো বর্গঃ॥ ১।৫।১॥

* * *

পঞ্চম (৭৩২) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে যেন ইন্দ্রদেবকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'হে দর্শনীয় ইন্দ্র! অঙ্গিরা ঋষিগণ আপনাকে পূজা করায় আপনি ঊষার ও সূর্য্যের প্রকাশ দ্বারা অন্ধকার দূর করিয়াছিলেন; এবং পৃথিবীর সানুদেশকে সমতল করিয়াছিলেন ও

করিয়াছিলেন, অর্থাৎ এই বিষমা পৃথিবীকে সমীকৃত করিয়াছিলেন। আর, অন্তরিক্ষের রজোলোকের উপরে উপ্ত মূলপ্রদেশকে 'অস্তভায়ঃ' অর্থাৎ দৃঢ় করিয়াছিলেন; অর্থাৎ অন্তরিক্ষের মূল যাহাতে দৃঢ় হয়, সেইরূপ করিয়াছিলেন।

গৃণানঃ। কর্ম্মণিবাচ্যে লট শানচ্, তাহাতে যক্ প্রাপ্ত হওয়ায় ব্যত্যয়ের দ্বারা শ্না। 'প্বাদিনাং হ্রস্বঃ' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা হ্রস্বত্ব। চিৎস্বরের দ্বারা অন্তোদাত্তত্ব। দস্ম। উপক্ষয়ার্থক দসু ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'ইষিযুধীন্ধিদসি' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা মক্-প্রত্যয়। বঃ। বরণার্থক বৃঞ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। লুঙে সিপ্। 'মন্ত্রে ঘস' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা চ্লির লোপ। গুণে 'হল্ঙ্যাব্ভ্যঃ' ইত্যাদি সূত্রে স-লোপ। 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপি' ইত্যাদি সূত্রে অটের অভাব। অন্ধঃ। তমসকে অন্ধ বলে। যাস্ক নিরুক্তে (নি০ ৫।১) 'নাম্নিন্ধ্যানং ভবতি' ইত্যাদি উক্তি আছে। রজঃ 'লোকা রজাংস্যুচ্যন্তে' এইরূপ উক্তি-হেতু রজঃশব্দ লোক-বাচক। 'সুপাং সুলুক' ইত্যাদি সূত্রে ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ। অস্তভায়ঃ। 'স্তম্ভুস্তুম্ভিত্যাদিনা' (পা০ ৩।১।৮২) ইত্যাদি সূত্রে লঙে শ্না-প্রত্যয়। 'ছন্দসি শায়জপি' (পা০ ৩।১।৮৪) ইত্যাদি সূত্রে অচের ব্যত্যয়ের দ্বারা শ্না প্রত্যয়ের স্থলে শায়জাদেশ। 'অনিদিতাং' ইত্যাদি সূত্রে ন-কারে লোপ অটের আগম॥ ৫॥

প্রথম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৫।১॥

অন্তরিক্ষের নিম্নদেশকে দৃঢ় বা অটল করিয়াছিলেন।' এই প্রকার অর্থে, ইন্দ্রদেবের স্বরূপ কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। অঙ্গিরোগণ স্তব করিলেন, আর অমনই তিনি ঊষাকে ও সূর্য্যকে প্রেরণ করিলেন! এই বা কি প্রকার ভাব? অন্তরিক্ষের মূলকে দৃঢ় করারই বা তাৎপর্য্য কি? এদিক দিয়া মন্ত্রের তাৎপর্য্য পরিগ্রহণ—বড়ই সমস্যামূলক নহে কি? যাহা হউক, আমরা যে ভাবে মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিতেছি, তৎসম্বন্ধে দুই এক কথা আলোচনা করা যাইতেছে।

ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে মন্ত্রটিকে আমরা তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। সেই তিন অংশে তিনটী সত্যতত্ত্ব প্রকটিত দেখি। ইহসংসারে ভগবৎ-পরায়ণ জ্ঞানিগণ আবির্ভূত হইয়া জনসাধারণের হৃদয়ের অজ্ঞানতা দূর করেন। জ্ঞানিগণের অনুকম্পাতেই, তাঁহাদিগের দ্বারা জ্ঞানজ্যোতিঃ বিকীর্ণ হওয়াতেই, আমাদিগের অজ্ঞানতা বিনষ্ট হয়। তাঁহারা যদি সংসারে না আসিতেন, তাঁহারা যদি আমাদিগের মধ্যে জ্ঞান প্রচার না করিতেন, তাহা হইলে আমরা যে আঁধারে সেই আঁধারেই নিমজ্জিত থাকিতাম। ইহা নিশ্চয়ই ভগবানের করুণা—বলিতে হইবে। আমাদিগের ন্যায় পাপী-তাপীর উদ্ধারের জন্যই তিনি জ্ঞানিগণকে সংসারে প্রেরণ করেন। মন্ত্রের অন্তর্গত "দশ্ব" হইতে "বিবঃ" পর্য্যন্ত পদ-কয়টিতে এই তত্ত্বই ব্যক্ত আছে। এ পক্ষে 'অঙ্গিরোভিঃ' পদে যে অর্থ পূর্ব্বাপর আমরা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, সেই অর্থই অব্যাহত থাকে। অঙ্গিরোবংশীয় ঋষিগণকে টানিয়া আনিবার কোনই কারণ দেখি না। এখানে 'গোভিঃ' পদে ভাষ্যকার 'গাভী-সমূহের দ্বারা' অর্থ (অর্থাৎ যেরূপ অর্থ পূর্ব্বাপর গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন—সেরূপ অর্থ) গ্রহণ করেন নাই; এ পক্ষে এখানে 'জ্ঞানকিরণের দ্বারা' অর্থই সঙ্গত হইয়া দাঁড়াইয়াছে; 'অন্ধঃ' পদে—সাধারণ অন্ধকার নহে—জনসমূহের অজ্ঞান-অন্ধকারকে অর্থ আসিয়াছে। এইরূপে বুঝা যায়, মন্ত্রের এই অংশ ভগবানের মাহাত্ম্য-খ্যাপক—সত্যতত্ত্বপ্রকাশক। এখানকার মর্ম্ম এই যে—ভগবানের অনুকম্পায় জ্ঞানিগণের সাহায্যেই আমাদিগের অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়।

মন্ত্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে, এই পাপকলুষপূর্ণ সংসারে ভগবান্

কি প্রকারে আগমন করেন এবং কোথায় কি ভাবেই বা তাঁহার অবস্থিতি হয়, সেই আভাষ প্র'প্ত হইতে পারি 'ঊষা' ও 'সূর্য্য' পদদ্বয়ে আমরা পূর্ব্বাপর যে ভাব গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, এখানেও তাহার সার্থকতা দেখি। অন্বয়-মুখে ঐ দুইটী পদকে আমরা দুই স্থলে সন্নিবেশ করিয়াছি। ঊষার উন্মেষ, সূর্য্যোদয়ে পূর্ণ-জ্যোতিঃ। প্রথমে জ্ঞানের উন্মেষ-সহ হৃদয়ে দেবভাবের সঞ্চার হয় মানুষ ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করে। সেই সাক্ষাৎকারের ফলে, ক্রমশঃ প্রকৃষ্ট জ্ঞানের সঞ্চার হয়, ভগবান্ দৃঢ়রূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েন। এই দ্বিবিধ তত্ত্ব এই মন্ত্রের শেষ দুই অংশে বিবৃত দেখি। দুইটী প্রশ্নে এবং তাহার উত্তরে বিষয়টি একটু বিশদ করা যাইতেছে। প্রথমতঃ, দেখুন, কোন্ জন ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করে? বলা হইয়োছে—"ভূম্যাঃ সানু উষসা বি-অপ্রথয়ঃ।" অর্থাৎ, অজ্ঞান-অন্ধকারাচ্ছন্ন জনগণের হৃদয়েও যদি অল্প একটু জ্ঞানসঞ্চার হয়, সেই জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ভগবানের সাক্ষাৎ পায়! দ্বিতীয়তঃ, ভগবান্ কোথায় চিরজ্যোতিষ্মান্ থাকেন? একবার সাক্ষাৎ পাইলে, তাঁহাকে যে মানুষ ছাড়িতে পারিবে না, মন্ত্রের তৃতীয় অংশ তাহাই অনুধাবন করিয়া দেখুন। এখানে বলা হইয়াছে—'রজঃ দিবঃ উপবং সূর্য্যেণ অস্তভায়ঃ।" রজোভাবেই সৃষ্টি; তাহাই সংসার। 'দিবঃ' পদে দ্যুলোককে স্বর্গকে বা সত্ত্বভাবের আশ্রয়-স্থানকে বুঝাইয়া থাকে। তদনুসারে ঐ দুই পদে, ইহলোকের অতীত অর্থাৎ সাধারণ পাপময় জীবনের সম্বন্ধশূন্য সত্ত্বভাবপূর্ণ হৃদয়কে বুঝাইতেছে। তাহারই উপরে (মূর্দ্ধি স্থানে) প্রকৃষ্ট জ্ঞানের সহিত ভগবান্ বিদ্যমান থাকেন। ফলতঃ, রজোভাব পরিহার-পূর্ব্বক সত্ত্বভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই তাঁহার মধ্যে ভগবান্ বিরাজ করেন—ইহাই এখানে বলা হইয়াছে।

এই সকল বিষয় বিচার করিলে বুঝিতে পারি, এই মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'সাধু জ্ঞানিগণের সঙ্গ গ্রহণ কর; তদ্দ্বারা তোমার অজ্ঞানতা দূর হইবে; অজ্ঞানতা দূর হইয়া জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তোমার ভগবদ্দর্শন লাভ হইবে; তার পর ক্রমশঃ হৃদয়ে সত্ত্বভাবের পরিবৃদ্ধির সহিত তুমি ভগবানকে প্রাপ্ত হইবে।' (১ম—৬২সূ—৫ঋ)॥

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

প্রবর্গ্যেঽভিষ্টবে তদু প্রযক্ষতমমিত্যেষা। অথোত্তরমিত্যত্রসূত্রিতং তদু প্রযক্ষতমমস্য কর্মাগ্নন্বো দুহ্যতে ঘৃতং পয়ঃ। আং ৪।৭। ইতি ॥

তামেতাং সূক্তে ষষ্ঠীমৃচমাহ।

* * *

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিষষ্টিতমং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্)

তদু প্রযক্ষতমমস্য কর্ম দস্মস্য

চারুতমমস্তি দংসঃ।

উপহ্বরে যদুপরা অপিন্বন্মধ্বর্ণসো

নদ্য১শ্চতস্রঃ ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

তৎ। উং ইতি। প্রযক্ষঽতমং। অস্য। কর্ম। দস্মস্য।

চারুঽতমং। অস্তি। দংসঃ।

উপঽহ্বরে। যৎ। উপরাঃ। অপিন্বৎ। মধুঽঅর্ণসঃ

নদ্যঃ। চতস্রঃ ॥ ৬ ॥

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'প্রবর্গ অভিষ্টব' যাগে 'তদু প্রযক্ষতমম্' ইত্যাদি ঋক্ পঠিত হয়। 'অথোত্তরং' ইত্যাদি স্থলে এইরূপ সূত্রিত আছে,—'তদু প্রযক্ষতমমস্য' ইত্যাদি। (আং ৪।৭) ইতি। সেই সূক্তের এই ষষ্ঠী ঋক্ কথিত হইতেছে।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উপহ্বরে' (ইহলোকে, কৌটিল্যপূর্ণসংসারে) 'চারুতমং' (অতিমনোহরং) 'প্রযক্ষতমং' (পরমপূজ্যং, একান্তেনানুষ্ঠিতব্যং) 'যৎ' (প্রসিদ্ধং, অনাবিলং) 'দংসঃ' (কর্ম্ম) 'অস্তি' (বিদ্যতে), 'তদ্' (তদেব) 'অস্য' (প্রখ্যাতস্য, লোকপাবনস্য) 'দস্মস্য' (দর্শনীয়স্য, পাপনাশকস্য ভগবতঃ, ভগবদুদ্দেশ্যে বিহিতং ইতি ভাবঃ) 'কর্ম্ম' (অনুষ্ঠানং) ইতি জানীহি ইতি শেষঃ ; তেন 'চতস্রঃ' (ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচতুর্ব্বর্গফলপ্রদাঃ) 'মধ্বর্ণসঃ' (মধুরোদকাঃ, অমৃতময়ীঃ) 'নদ্যঃ' (ভগবতঃ করুণাধারাঃ) 'উপরাঃ' (উপর্য্যাঃ, স্বর্গাৎ, যদ্বা—অস্মাকং উপরি প্রতি বা ইতি যাবৎ) 'অপিন্বৎ' (প্রবহন্তি, নিপতন্তি) ; যদ্বা—অস্মদনুষ্ঠিতেন তেন কর্ম্মণা প্রীতঃ সন্ স ভগবান্ অস্মৎপ্রতি চতুর্ব্বর্গরূপাং অমৃতময়ীং করুণাধারাং বর্ষয়তি। অয়ং ভাবঃ—ভগবদুদ্দেশে বিহিতং কর্ম্ম হি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কং। (১ম—৬২সূ—৬ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

কৌটিল্যপূর্ণ এই সংসারে অতি-মনোহর পরমপূজ্য (অথবা—একান্তে অনুষ্ঠিতব্য) অনাবিল যে কর্ম্ম আছে তাহাই সেই প্রখ্যাত লোক পাবন ভগবানের উদ্দেশে বিহিত কর্ম্ম ইহাই জানিও; সেই কর্ম্মের দ্বারাই ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা অমৃতময়ী ভগবৎকরুণাধারা স্বর্গ হইতে (আমাদিগের প্রতি) প্রবাহিত হইয়া থাকে; অথবা, আমাদিগের অনুষ্ঠিত সেই কর্ম্মের দ্বারা প্রীত হইয়া সেই ভগবান্ আমাদিগের প্রতি চতুর্ব্বর্গরূপ অমৃতময়ী করুণাধারা বর্ষণ করেন। (ভাব এই যে, ভগবদুদ্দেশে বিহিত কর্ম্মই সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক)। (১ম—৬২সূ—৬ঋ)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

দস্মস্য দর্শনীয়স্যাস্যেন্দ্রস্য তদু তদেব কর্ম্ম প্রযক্ষতমং। অতিশয়েন পূজ্যং। দংস ইতি কর্ম্মনাম। দংসস্তদেব কর্ম্ম চারুতমং। অতিশয়েন শোভনং অস্তি। কিং তদিত্যত আহ। অস্মিন্ন উপহ্বরে উপহ্বর্ত্তব্যে গন্তব্যে পৃথিব্যাঃ সমীপদেশে উপরা উপ্তাঃ স্থাপিতা

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'দস্মস্য' অর্থাৎ দর্শনীয় এই ইন্দ্রের 'তদু' অর্থাৎ সেই কর্ম্ম 'প্রযক্ষতমং' অর্থাৎ অতিশয় রূপে পূজ্য। 'দংসঃ' এই পদ কর্ম্মনামবাচক। 'দংসঃ' অর্থাৎ সেই কর্ম্ম 'চারুতমং' অর্থাৎ অতিশয়রূপে শোভন হয়। তাহা কি প্রকার, তাহা বলা হইতেছে। এই ইন্দ্র 'উপহ্বরে' অর্থাৎ উপহ্বর্ত্তব্য বা গন্তব্য পৃথিবীর সমীপদেশে 'উপরাঃ' অর্থাৎ উপ্ত ব

মধ্বর্ণসো মধুরোদকাশ্চতস্রো নদ্যঃ প্রধানভূতা গঙ্গাদিনদীরাপন্বং। অসিঞ্চদিতি। যদেতৎ কর্ম্ম তদন্যেন কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ পূজ্যমিত্যর্থঃ॥

প্রযক্ষতমং। যক্ষ পূজায়াং। যক্ষ্যত ইতি যক্ষঃ। অতিশয়েন যক্ষো যক্ষতমঃ। পুনঃ প্রাদিসমাসেঽব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। দংসঃ। দসি দংসনদর্শনয়োঃ। চুরাদিরাত্মনেপদী। দংস্যতে কর্ত্তব্যতয়া দৃশ্যত ইতি দংসঃ কর্ম্ম। ঔণাদিকঃ কর্ম্মণ্যসুন্‌-উপহ্বরে। হ্বৃ কৌটিল্যে। কৌটিল্যলক্ষণগতিবাচনাত্র গতিমাত্রং লক্ষ্যতে। উপহ্বরন্তি গচ্ছন্ত্যস্মিন্নস্মিন্নিত্যুপহ্বরো ভূপ্রদেশঃ। পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণেত্যধিকরণে ঘপ্রত্যয়ঃ। গুণঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অপিন্বং। পিবি সেচনে। ভৌবাদিকঃ। চতস্রঃ। শস্‌। ত্রিচতুরোঃ স্ত্রিয়াং তিসৃ চতসৃ ইতি চতুর্‌শব্দস্য চতস্রাদেশঃ আদ্যুদাত্তো নিপাতিতঃ। পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘে প্রাপ্তেঽচি র ঋত ইতি রেফাদেশঃ। চতুর্‌শব্দস্যাদ্যুদাত্তত্বাৎ স্থানিবদ্ভাবেন চতস্রাদেশস্যাদ্যুদাত্তত্বে সিদ্ধেঽপি পুনরাদ্যুদাত্তনিপাতনসামর্থ্যাদ্‌যণাদেশস্য বা পূর্ব্ববিধৌ স্থানিবদ্ভাবাচ্চতুরঃ শসীত্যন্তোদাত্তত্বস্যাভাবঃ। ন চ ন পদান্তেতি স্থানিবদ্ভাবপ্রতিষেধঃ স্বরদীর্ঘযলোপেষু লোপাজাদেশ এব ন স্থানিবৎ অন্যত্র স্থানিবদেব। পা০ ১।১।৫৮। ইতি নিষেধাৎ। (১ম—৬২সূ—৬ঋ)॥

স্থাপিত 'মধ্বর্ণসঃ' অর্থাৎ মধুর উদক-সম্পন্ন চারিটী 'নদ্যঃ' অর্থাৎ প্রধানভূতা গঙ্গাদি নদী 'আপন্বং' অর্থাৎ সেচন করিয়াছিলেন। এই কর্ম্ম অন্যে করিতে অশক্ত হেতু তিনি পূজ্য—ইহাই অর্থ।

প্রযক্ষতমং। যক্ষ ধাতু পূজার্থক। পূজিত হন—এই অর্থে 'যক্ষঃ' পদ হয়। যিনি অতিশয়রূপে 'যক্ষঃ' অর্থাৎ পূজ্য, তিনিই 'যক্ষতমঃ'। পুনরায় প্রাদিসমাসে অব্যয়পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। দংসঃ। দসি ধাতু দংসন ও দর্শনার্থক। চুরাদিগণীয়, আত্মনেপদী। 'দংসতে' কর্ত্তব্যতয়া দৃশ্যতে' এই অর্থে 'দংসঃ' পদে কর্ম্ম বুঝায়। ঔণাদিকে কর্ম্মণবাচ্যে 'অসুন্‌' প্রত্যয়। উপহ্বরে। হ্বৃ-ধাতু কৌটিল্য অর্থ প্রকাশ করে। কৌটিল্য-লক্ষণ-যুক্ত ধাতু গতিবাচক হওয়ায়, এখানে গতি মাত্র লক্ষ্য করিতেছে। এখানে নদীসমূহ গমন করিতেছে—এই হেতু উপহ্বর পদে ভূপ্রদেশ বুঝায়। 'পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ' ইত্যাদি সূত্রে অধিকরণে ঘ-প্রত্যয়। তাহাতে গুণ। কৃদুত্তরপদ হেতু প্রকৃতিস্বরত্ব। অপিন্বং। সেচনার্থ পিবি ধাতু ভৌবাদিক। চতস্রঃ। শস্‌ বিভক্তি। 'ত্রি চতুরোঃ স্ত্রিয়াং তিসৃ চতসৃ' ইত্যাদি সূত্রে চতুর শব্দের চতস্র আদেশ। উহা আদ্যুদাত্ত ও নিপাতন-সিদ্ধ। পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘ-প্রাপ্ত-হেতু 'অচি র ঋতঃ' এই সূত্র অনুসারে রেফ আদেশ। চতুর্‌ শব্দের আদ্যুদাত্তত্ব-হেতু স্থানিবদ্ভাবের দ্বারা চতস্র আদেশের আদ্যুদাত্তত্ব সিদ্ধ হইলেও, নিপাতন সামর্থ্য-হেতু পুনরায় আদ্যুদাত্ত বা 'যণ' আদেশের পূর্ব্ববিধ স্থানিবদ্ভাব-হেতু চতুর্‌ শব্দের শসের অন্তোদাত্তত্বের অভাব। 'ন পদান্ত' ইত্যাদি সূত্রে স্থানিবদ্ভাবের প্রতিষেধ হয় নাই। স্বর দীর্ঘ লোপে লোপাজাদেশ স্থানিবৎ নহে, অন্যত্র স্থানিবৎ হয়। পাণিনির (পা০ ১।১।৫৮।) সূত্রানুসারে ঐরূপ বিধি আছে। (১ম—৬২সূ—৬ঋ)॥

* • *

ষষ্ঠ (৭৩৩) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের এক অভিনব কৌতুকপ্রদ অর্থ প্রচলিত আছে। ইন্দ্রদেব মধুর উদকপূর্ণ চারিটী নদী প্রবাহিত করিয়াছিলেন, ইহাই এই ঋকের প্রচলিত অর্থ। ভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত এই যে, গঙ্গা প্রভৃতি চারিটী নদী ইন্দ্রদেব কর্তৃক প্রবাহিত হইয়াছিল। "চতস্রঃ নদ্যঃ অপিন্বৎ" —এই পদ-কয়টিতেই, নদী প্রবাহিত করা হইয়াছিল এইরূপ অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। চারিটী নদী প্রবাহিত করা-রূপ তাঁহার কর্ম্ম বিশেষ প্রশংসনীয়—এই ভাবই মন্ত্রার্থে এখন ব্যক্ত হইয়া আসিতেছে। এই ভাব কিরূপে ব্যক্ত হইয়া আসিতেছে, তাহা বিজ্ঞাপনের জন্য, মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

"ইন্দ্র পৃথিবীর উপরে স্থাপিত মধুর উদকপূর্ণ যে চারিটী নদী জলপূর্ণ করিয়াছেন তাহা দর্শনীয় ইন্দ্রের অতিশয় পূজ্য ও সুন্দর কর্ম্ম।"

বলা বাহুল্য, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থে সম্পূর্ণ অন্যভাব প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় মন্ত্রটীকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। তাহার প্রথম ভাগে "উপহ্বরে" হইতে "কর্ম্ম" পর্য্যন্ত অংশে, এই ভাব ব্যক্ত আছে যে, ভগবানের উদ্দেশে বিহিত কর্ম্মই চারুতম ও সর্ব্বথা অনুষ্ঠিতব্য। এ পক্ষে 'উপহ্বরে' পদে ধাত্বর্থ-অনুসারে কৌটিল্যপূর্ণ সংসারের প্রতি লক্ষ্য আসে। এই অংশের প্রতি পদে কি ভাব ব্যক্ত করে, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ সেই কর্ম্মের ফল জ্ঞাপন করিতেছে। অর্থাৎ, যদি আমরা ভগবানের উদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল আমরা লাভ করিতে পারি। মন্ত্র যেন বলিতেছেন,—'এই যে পাপপূর্ণ কুটিল সংসার, এখানে থাকিয়াও তোমরা সেই অমৃতোপম চতুর্ব্বর্গ ফল পাইতে পার, যদি ভগবানের উদ্দেশে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হও।'

কি সূত্রে, কোন্ পদের কি অর্থে ঐ ভাব আমরা প্রাপ্ত হই, তাহার একটু আভাষ দেওয়া যাইতেছে। মূলে যে 'চতস্রঃ' পদ আছে, তাহার

দ্বারা চতুর্ব্বর্গফলের বিষয় অনুভূত হয়। 'মধ্বর্ণসঃ' পদে অমৃতময়ী বা মঙ্গলপ্রদা ভাব আসে। 'নদ্যঃ' পদ ভগবানের করুণাধারাকে লক্ষ্য করে। 'উপরাঃ' পদে উপর হইতে বা স্বর্গ হইতে আমাদিগের উপরে বা প্রতি এইরূপ অর্থ প্রাপ্ত হই। 'অপিন্বৎ' পদটিকে দুই প্রকারে পরিগ্রহণ করিতে পারি। এক প্রকার অর্থে ঐ ক্রিয়া-পদের কর্তৃ-পদ 'সঃ' অথবা 'ইন্দ্রঃ' অধ্যাহৃত হইতে পারে; অন্য প্রকার অর্থে উহার বচন-ব্যত্যয় স্বীকার করা অনিবার্য্য হইয় পড়ে। প্রথম প্রকার অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে, 'নদ্যঃ' পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করার আবশ্যক হয়। তাহাতে প্রথমান্ত 'নদ্যঃ' পদ দ্বিতীয়ান্ত নদীঃ' পদে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ভাষ্যকার নদ্যঃ' স্থলে এই 'নদীঃ' প্রতিশব্দই গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু দুই প্রকারেই অর্থ-নিষ্কাশন-পক্ষে চেষ্টা পাইয়াছি। আমাদিগের পরিগৃহীত প্রথম প্রকার অন্বয়ে আমরা নাই মূলের 'নদ্যঃ' পদ অব্যাহত রাখিয়া 'অপিন্বৎ' ক্রিয়া-পদের প্রতিবাক্যে 'প্রবহন্তি' পদ গ্রহণ করিয়াছি। পক্ষান্তরে আবার 'নদ্যঃ' পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়া ক্রিয়া পদ অব্যাহত রাখিয়াছি। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় 'যদ্বা' অভিধায়ে শেষোক্ত অর্থই প্রকাশ করিয়াছি। পরন্তু আমাদিগের পরিগৃহীত দুইরূপ অর্থেই ভাব অভিন্ন রহিয়া গিয়াছে। এক পক্ষে অর্থ দাঁড়াইয়াছে, সেই 'নদ্যঃ' অর্থাৎ ভগবানের করুণাধারা-নিবহ আমাদিগের প্রতি প্রবাহিত হয়; পক্ষান্তরে অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—সেই ভগবান্ তাঁহার করুণাধারাসমূহ আমাদিগের প্রতি প্রবাহিত করেন। ফলতঃ, চারিটী নদী প্রবাহিত করার প্রসঙ্গ এখানে প্রখ্যাত আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। আমরা বলি, এখানে ভগবানের কর্ম্মে আত্মনিয়োগের উপদেশ এবং তাহার শুভফলের বিষয়ই পরিব্যক্ত রহিয়াছে। এই মন্ত্রের ভাব এই যে,—'এই পাপপূর্ণ সংসারের মধ্যে থাকিয়াও যদি ভগবানের কর্ম্মে সৎকর্ম্মে আত্ম-নিয়োগ করিতে পারি, তদ্দ্বারাই সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়ঃ অধিগত হয়। অতএব, মানুষ, তোমরা সৎকর্ম্ম-পরায়ণ—ভগবানের কর্ম্মে মতিমান্ হও—ইহাই উপদেশ।' (১ম—৬২সূ—৬ঋ)।

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিষষ্টিতমং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

দ্বিতা বি বব্রে সনজা সনীলে

অয়াস্যঃ স্তবমানেভিরর্কৈঃ।

ভগো ন মেনে পরমে

ব্যোমন্নধারয়দ্রোদসী সুদংসা॥ ৭॥

• . •

পদ-বিশ্লেষণং।

দ্বিতা। বি। বব্রে। সনঽজা। সনীলে ইতি সঽনীলে।

অয়াস্যঃ। স্তবমানেভিঃ। অর্কৈঃ।

ভগঃ। ন। মেনে ইতি। পরমে।

বিঽওমান্। অধারয়ৎ। রোদসী ইতি। সুঽদংসাঃ॥ ৭॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অয়াস্যঃ' (কৃচ্ছ্রকর্ম্মণা অপ্রাপ্যঃ) পরন্তু 'স্তবমানেভিঃ' (গুণিনিষ্ঠগুণাভিধানলক্ষণাং স্তুতিং কুর্ব্বদ্ভিঃ, সত্ত্বসহযুক্তৈঃ) 'অর্কৈঃ' (মন্ত্রৈঃ—প্রাপ্যঃ ইতি ভাবঃ) 'সুদংসা' (শোভন-কর্ম্মকারী, বিশ্বস্য সুমঙ্গলবিধায়কঃ স ভগবান) 'সনজা' (সর্ব্বদা বিদ্যমানস্বভাবে, নিত্য-বিদ্যমানে) 'সনীলে' (নীলনভোমণ্ডলে) 'রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) 'দ্বিতা' (দ্বিধা, স্বতন্ত্রা-কারায়াং ইতি ভাবঃ) 'বি-বব্রে' (ভেদেনাস্থাপয়ৎ); কিন্তু তদুভয়ৌ এব 'ভগঃ ন' (ধনৈশ্বর্য্য ইব) 'মেনে' (মননীয়ে, যথাযোগ্যে) 'পরমে' (উৎকৃষ্টে) 'ব্যোমন্' (বিবিধরক্ষণে আধারে)

'অধারয়ৎ' (অপোষয়ৎ, পোষয়তি)। অয়ং ভাবঃ—কর্ম্মানুসারেণ নরাঃ স্বর্গমর্ত্যাধিকারিণো ভবন্তি;—যদি চ ভগবৎকৃপা সর্ব্বেষাং প্রতি অভিন্ন অস্তি, ভগবান্ সকলানাং রক্ষোপায়ং বিধায়তি॥ (১ম ৬২সূ—৭ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

কৃচ্ছ্র কর্ম্মের দ্বারা অপ্রাপ্য কিন্তু সত্ত্বসহযুত মন্ত্রের দ্বারা প্রাপ্য, বিশ্বের সুমঙ্গলবিধায়ক, সেই ভগবান্, নিত্যবিক্রমান্ নীলনভোমণ্ডলে দ্যাবা-পৃথিবীকে স্বতন্ত্র অবস্থাতে বিভিন্নভাবে স্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু সেই উভয়কেই, ষড়ৈশ্বর্য্যের ন্যায় যথাযোগ্য উৎকৃষ্ট বিবিধরক্ষণে, তিনি পোষণ করিতেছেন। (ভাব এই যে,—কর্ম্মানুসারে মনুষ্যগণ স্বর্গমর্ত্ত্যের অধিকারী হয়;—যদিও ভগবানের করুণা সকলের প্রতিই অভিন্ন আছে; তিনি সকলেরই রক্ষার উপায় বিধান করিয়াছেন।)॥ (১ম—৬২সূ—৭ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়াস্যঃ। য়াসঃ প্রযত্নঃ। তৎসাধ্যো য়াস্যঃ। ন য়াস্যোঽয়াস্যঃ। যুদ্ধরূপৈঃ প্রযত্নৈঃ সাধয়িতুমশক্য ইত্যর্থঃ। কথং সাধ্যত ইত্যত আহ। স্তবমানেভিঃ স্তোত্রং কুর্ব্বদ্ভিঃ পুরুষৈঃ। অর্কৈঃ স্তুতিরূপৈর্মন্ত্রৈঃ স্তূয়মানঃ সন্নিন্দ্রঃ সুসাধ্যো ভবতি। যদ্বা অয়াস্যঃ পঞ্চবৃত্তির্মুখ্যপ্রাণঃ। স হ্যস্যানুখাদয়তে গচ্ছতি নিষ্ক্রামতি। তদুপাসকোঽপ্যঙ্গিরা উপচারাদয়াস্য উচ্যতে। তথা চ ছন্দোগৈরাম্নাতং। তং হায়াস্য উদ্গীথমুপাসাংচক্রে। এতমু এবায়াস্যং মন্যন্তে। আস্যাদয়তে তেনেতি। অথবা। অয়মাস্যে মুখে বর্ত্তত

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অয়াস্যঃ। 'আস্যঃ' পদে প্রযত্ন বুঝায়; প্রযত্নের দ্বারা যাহা সাধ্য, তাহাই 'য়াস্যঃ'; যাহা 'আস্যঃ' নহে, তাহা 'অয়াস্যঃ'। যুদ্ধরূপ প্রযত্নের দ্বারা সাধন করিতে অশক্য—ইহাই ভাবার্থ। কি প্রকারে তাহা সাধ্য হয়, অতঃপর তাহাই কথিত হইতেছে। 'স্তবমানেভিঃ' অর্থাৎ স্তোত্র-উচ্চারণকারী পুরুষগণ কর্ত্তৃক 'অর্কৈঃ' স্তুতিরূপ মন্ত্র দ্বারা স্তূয়মান হইয়া ইন্দ্র সুসাধ্য হয়েন। অথবা 'অয়াস্যঃ' পদে পঞ্চবৃত্তি-প্রধান প্রাণ বুঝায়। তিনি মুখ হইতে নিষ্ক্রমিত হন (অর্থাৎ স্তোত্রের সহিত তাঁহাকে পাওয়া যায়)। তাঁহার উপাসক অঙ্গিরোগণ কর্ত্তৃক উপাসিত হওয়ায়, তাঁহাকে 'অয়াস্যঃ' কহে। এ বিষয়ে ছন্দোগ-গণ এইরূপ বলিয়া থাকেন;—'তং হায়াস্য উদ্গীথমুপাসাংচক্রে; এতমু এবায়াস্যং মন্যন্তে; আস্যাদয়তে তেনেতি।' অর্থাৎ, তাঁহাকে উদ্গাথায় উপাসনা করা হইয়াছিল; এই জন্যই তিনি 'অয়াস্যঃ' বলিয়া অভিহিত হন; তাঁহার দ্বারা মুখ হইতে নির্গত হয়—এই অর্থেও 'অয়াস্যঃ' পদ হয়। অথবা, ইনি মুখে বিদ্যমান থাকেন, এই জন্যই ইঁহাকে

ইত্যয়াস্যঃ। তথা চ বাজসনেয়কং। তে হোচুঃ কস্য সোহভূত্যো ন ইথমসক্তেত্যয়মাস্যে স্তাবিরতীতি। পূর্ববদুপাসকোহয়াস্যঃ। তেন ঋষিণা স্তবমানেভিগুর্ণনিষ্ঠগুণাভিধানলক্ষণাং স্তুতিং কুর্বদ্ভিরর্কৈর্মন্ত্রৈঃ করণভূতৈঃ স্তূয়মানঃ সন্ সনজা। সনেতি নিপাতো নিত্যার্থঃ। নিত্যজাতে সর্ব্বদা বিদ্যমানস্বভাবে ইত্যর্থঃ। প্রথম ভাববিকারবাচিনা জনিনা দ্বিতীয়া ভাববিকারঃ সত্তা লক্ষ্যতে। যথোৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধ ইত্যৌৎপত্তিকমিতি নিত্যং ব্রূম উতি হি তত্ত্বার্থ্যং। সমানং নীলমোকো নিবাসস্থানং যস্যোস্তে। সংলগ্নে ইত্যর্থঃ। এবংবিধে দ্যাবা পৃথিব্যৌ দ্বিতা দ্বিধা বিবব্রে। বিবৃতে অকরোৎ। ভেদেনাস্থাপয়দিত্যর্থঃ। মেনে মননীয়ে পরম উৎকৃষ্টে ব্যোমন্ বিবিধলক্ষণে নভসি বর্ত্তমানো ভগো ন সূর্য্য ইব সুদংসাঃ শোভনকর্ম্মেন্দ্রো রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যাবধারয়ৎ। অপোষয়ৎ। যদ্বা মেনেতি স্ত্রীনাম। তথা চ যাস্কঃ। নি০ ৩২১। মেনা গ্না ইতি স্ত্রীণাং মেনা মানয়ন্ত্যেনা ইতি। স্ত্রীরূপমাপন্নে রোদসী ইন্দ্রোহপুষ্যদিত্যর্থঃ।

দ্বিতা। দ্বিধেত্যস্য ধকারস্য তকারশ্ছান্দসঃ। সনজা। জনী প্রাদুর্ভাবে। অন্যেষ্বপি দৃশ্যত ইতি দৃশিগ্রহণস্য সর্ব্বোপাধিব্যভিচারার্থত্বাৎ কেবলাদপি জনের্ডপ্রত্যয়ঃ। সনা নিত্যং জো জননং যয়োস্তে সনজে। পূর্ব্বপদস্য হ্রস্বশ্ছান্দসঃ।

'অয়াস্যঃ' কহে। এ বিষয়ে বাজসনেয়িগণের এইরূপ উক্তি আছে ;—'তে হোচুঃ ক স্য 'সোহভূত্যো ন ইথামসক্তেত্যয়মাস্য-স্তাবিরতীতি ' পূর্ব্ববৎ উপাসক 'অয়াস্যঃ' হয়েন। সেই ঋষির উচ্চারিত 'স্তবমানেভিঃ' অর্থাৎ গুণিনিষ্ঠগুণাভিধানলক্ষণা স্তুতিকারী 'অর্কৈঃ' অর্থাৎ মন্ত্রসমূহের দ্বারা করণভূত স্তূয়মান হইয়া 'সনজা' (সন ধাতু নিপাতনে নিত্যার্থবোধক) অর্থাৎ নিত্যজাত সর্ব্বদা বিদ্যমানস্বভাব (সন ধাতু প্রথমতঃ ভাব-বিকার-বাচী, দ্বিতীয়তঃ ভাববিকার সত্তাকে লক্ষ্য করে ; যেহেতু ঔৎপত্তিকেরও শব্দের অর্থের দ্বারা সম্বন্ধ—এই জন্য ঔৎপত্তিককে নিত্য বলা হয়, ইহাই ভাষ্যের ভাব) 'সনীলে'—সমান নীল অক অর্থাৎ নিবাসস্থান যাহার তাহাতে সংলগ্ন, এবম্বিধ দ্যাবাপৃথিবীকে 'দ্বিতা' অর্থাৎ দ্বিধা 'বিবব্রে' অর্থাৎ বিবৃত করিয়াছিলেন,—ভেদের দ্বারা স্থাপন করিয়াছিলেন ইহাই অর্থ। 'মেনে' অর্থাৎ মননীয় বা পরম উৎকৃষ্ট 'ব্যোমন্' বিবিধরক্ষণ নভঃস্থলে বর্ত্তমান, 'ভগঃ ন' অর্থাৎ সূর্য্যের ন্যায়, 'সুদংসা' অর্থাৎ শোভনকর্ম্মা ইন্দ্র, 'রোদসী' অর্থাৎ দ্যাবাপৃথিবীকে, 'অধারয়ৎ' অর্থাৎ পোষণ করিয়াছিলেন। অথবা 'মেনা' পদ স্ত্রী-নাম-বাচক। যাস্ক নিরুক্তে (নি০ ৩।২১) এইরূপ উক্তি আছে,—'মেনা গ্না ইতি স্ত্রীণাং মেনা মানয়ন্ত্যেনা ইতি।' স্ত্রীরূপপ্রাপ্ত রোদসীকে ইন্দ্র পোষণ করিয়াছিলেন—এ পক্ষে ইহাই অর্থ হয়

দ্বিতা। 'দ্বিধা' এই শব্দের ধ-কারের স্থানে ছান্দসে ত-কার হইয়াছে। সনজা। জনী ধাতু প্রাদুর্ভাব অর্থ বুঝায়। তাহাতে ভাবে 'অন্যেষ্বপি দৃশ্যতে' ইত্যাদি সূত্রে 'দৃশিগ্রহণের' সর্ব্বোপাধি-ব্যভিচার অর্থ-হেতু কেবলই জন-ধাতুতে ড-প্রত্যয় হয়। 'সনা' অর্থাৎ নিত্যকাল 'জঃ' অর্থাৎ জনন যাহার সে—এই বাক্যে 'সনজে' পদ হয়। ছান্দস-হেতু পূর্ব্ব পদের হ্রস্ব। পূর্ব্বপদে এইরূপে হ্রস্ব হওয়ায় মন্তোদাত্তত্ব হইয়া থাকে। তাহাই বহুব্রীহি

এবমাদিত্বাদন্তোদাত্তত্বং। তদেব বহুব্রীহিস্বরেণ শিষ্যতে। সুপাংসুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ। অয়াস্যঃ। যসু প্রযত্নে। যাসঃ প্রযত্নঃ। তত্র ভবো যাস্যঃ ভবে ছন্দসীতি যৎ। ন যাস্যোঽযাস্যঃ। পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। শ্রুত্যুক্তনির্বচনে তুপুষোদরাদিত্বাদভিমতরূপস্বরসিদ্ধিঃ। মেনে। সপ্তম্যেকবচনস্য সুপাংসুলুগিতি শে-আদেশঃ। শে ইতি প্রগৃহ্যত্বং। যদ্বা মন্যত ইতি মেনা। পচাদ্যচ ন শিমন্ত্যোর-লিটোস্ত্বং বক্তব্যং। পা০ ৬।৪।১২০।৫। ইত্যেত্বং। ততষ্টাপ। দ্বিবচনে ঈদূদে দ্বিবচনং। পা০ ১।১।১১। ইতি প্রগৃহ্যত্বং। সুদংসাঃ। দংস ইতি কর্ম্মবাচী। অসুন্প্রত্যয়ান্তঃ আদ্যুদাত্তঃ। বহুব্রীহাবাদ্যুদাত্তং দ্বচ্ ছন্দসীত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—৬২সূ—৭ঋ)॥

* * *

সপ্তম (৭৩৫) ঋকের বিশদার্থ।

——:০:——

এই মন্ত্রে প্রধানতঃ দুইটী বিভাগ পরিদৃষ্ট হয়। একটী বিভাগ—ভগবানের মাহাত্ম্য-খ্যাপক; অপর বিভাগ—তাঁহার কর্ম্ম—সংসারের প্রতি অনুকম্পা। তিনি যে কেমন, তাঁহার স্বরূপ যে কি প্রকার, 'অয়াস্যঃ স্তবমানেভিঃ অর্কৈঃ' এবং 'সুদংসাঃ' প্রভৃতি বাক্যাংশে তাহাই প্রখ্যাত দেখি। মন্ত্রের অবশিষ্ট অংশে দুইটী ক্রিয়াপদের দ্বারা তাঁহার দ্বিবিধ কর্ম্ম প্রকাশ পাইয়াছে। সেই দুই ক্রিয়াপদে প্রকাশমান্ দ্বিবিধ ভাব মূলক দুইটা অংশ—"সনজা সুনীলে রোদসী দ্বিতা বিবব্রে" এবং "ভগো ন মেনে পরমে ব্যোমন্ রোদসী অধারয়ৎ।" মন্ত্রের ঐ দুই অংশে ভগবানের কর্ম্ম-সম্বন্ধে আমরা যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি এবং সাধারণতঃ

স্বরের দ্বারা অবশিষ্ট থাকে। তৎপরে 'সুপাং সুলুক' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির স্থলে আকার হইয়াছে, অয়াস্যঃ। যসু ধাতু প্রযত্ন বুঝায়। যাসঃ অর্থাৎ প্রযত্ন, যাহাতে প্রযত্ন আছে, তাহাই যাস্যঃ। 'ভবে ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে যৎ। যাস্য নহে—এই অর্থে অয়াস্য। 'পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে উত্তর পদের আদ্যুদাত্তত্ব। শ্রুতি-কথিত নির্ব্বচনানুসারে পৃষোদরাদিত্ব হেতু অভিমত-রূপ স্বর সিদ্ধ হয়। মেনে। সপ্তমীর এক বচনের স্থানে 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রানুসারে শে আদেশ। শে—প্রগৃহ্যত্ব বুঝায়। অথবা মনন করা হয়—এই অর্থে মেনা পদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। পচাদি-হেতু অচ্। 'নশিমন্ত্যোর-লিটোস্ত্বং বক্তব্যং' (পা০ ৬।৪।১২০।৫) ইত্যাদি সূত্রে এত্ব। তাহাতে তাপ্। 'দ্বিবচনে ঈদূদে দ্বিবচনং' (পা০ ১।১।১১) ইত্যাদি সূত্রে প্রগৃহ্যত্ব। সুদংসা। দংস পদ কর্ম্মবাচক। অসুন-প্রত্যয়ান্ত আদ্যুদাত্ত। বহুব্রীহির আদ্যুদাত্তত্বে 'দ্ব্যচ্ ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে উত্তর-পদের আদ্যুদাত্তত্ব হইয়াছে। (১ম—৬২সূ—৭ঋ)॥

* * *

যে ভাব পরিগৃহীত হইয়া থাকে, তাহা বুঝাইবার জন্য, মন্ত্রের প্রচলিত দুইটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। ভগবানের প্রোক্ত দ্বিবিধ কার্য্যের বিষয় এবং তাঁহার স্বরূপ-সম্বন্ধে যাহা পরিব্যক্ত হয়, তদ্দ্বারা তাহা উপলব্ধ হইতে পারিবে। দুইটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ; যথা;—

"যে ইন্দ্র যুদ্ধে অপ্রাপ্য কিন্তু আমাদিগের স্তোত্রে সুপ্রাপনীয়, সেই মহান ইন্দ্র সম্মিলিত দ্যু ও পৃথিবীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া উভয়কে পৃথক্ ভাবে ভাগ করিয়াছেন, এবং তিনি এই মনোহর অন্তরীক্ষে সূর্য্যের ন্যায় দ্যু ও পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।"

"যে ইন্দ্রকে (যুদ্ধরূপ) প্রযত্ন দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না কিন্তু স্তোতার স্তুতি দ্বারা পাওয়া যায়, সেই ইন্দ্র একত্র সংলগ্ন দ্যাবা পৃথিবীকে দ্বিধা করিয়া স্থাপন করিয়াছেন, এবং সেই শোভনকর্ম্মা ইন্দ্র সুন্দর ও উৎকৃষ্ট নভস্তলে সূর্য্যের ন্যায় এই দ্যাবা পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছেন।"

মন্ত্রে যে কি ভাব অধুনা প্রচারিত আছে, সায়ণের ভাষ্যে এবং এই সকল ব্যাখ্যাতেই তাহা প্রতিপন্ন হইবে। আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, অতঃপর তদ্বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথমতঃ তাঁহার স্বরূপ পরিচয় এই ঋকে কি ব্যক্ত হয়, তাহা দেখা যাউক। বলা হইয়াছে— তিনি 'অয়াস্যঃ'। ভাষ্যের ভাব—যুদ্ধের দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। কিন্তু তার পরে আবার বলা হইয়াছে—'স্তবমানেভিরর্কৈঃ।' অর্থাৎ, এক প্রকার মন্ত্রের দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়। সে কি প্রকার মন্ত্র? না— 'স্তবমানেভিঃ।' এই পদের অর্থে 'স্তোত্রকারী পুরুষের স্তব দ্বারা' এই মাত্র ভাব চলিয়া আসিতেছে। তবে সায়ণের ভাষ্যে, 'গুণিনিষ্ঠগুণাভিধান-লক্ষণাং স্তুতিং কুর্ব্বদ্ভিঃ' প্রভৃতি বাক্যে, একটু অন্য ভাবের আভাষ পাওয়া যায়। কেবল স্তুতি নহে; যে কোনও স্তবকারীরও স্তব নহে; বিশিষ্ট-প্রকার গুণযুক্ত স্তবকারীর স্তব—এই ভাবই এখানে প্রাপ্ত হই। যুদ্ধের দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না, স্তবের দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়,—ইন্দ্রদেবকে মনুষ্য পর্য্যায়ে পরিগণিত করিলে, ঐরূপ অর্থের একপ্রকার সামঞ্জস্য সাধিত হইতে পারে। তাহার ভাব দাঁড়ায় এই যে,—তিনি অতি বড় যোদ্ধা, যুদ্ধে কেহ তাঁহাকে জয় করিতে পারে না, কিন্তু তোষামোদের বা উপঢৌকন প্রদানের দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করা যায়। তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া মনে করিলে, মনুষ্য-

পক্ষে এই অর্থের সঙ্গতি থাকিতে পারে বটে! কিন্তু তাহাতে পরবর্ত্তী অংশের সহিত কোনই সামঞ্জস্য রাখা যায় না। মনুষ্য হইলে, কেমন করিয়া তিনি ভূলোককে ও দ্যুলোককে দ্বিধা করিয়া অন্তরীক্ষে স্থাপন করিবেন? এ কি মানুষের পক্ষে সম্ভবপর? কখনই নহে সুতরাং এ ক্ষেত্রে মনুষ্যের অতীত যে তিনি, সেই তাঁহারই প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে। অতএব, যুদ্ধজয়ের প্রসঙ্গ এখানে প্রখ্যাত হয় নাই বলিয়াই বুঝিতে পারি। তবে কি? 'অয়াস্যঃ' পদে তবে কি অর্থ দ্যোতনা করে? আমরা বলি, ঐ পদের ভাব—কৃচ্ছ্র কর্ম্মের দ্বারা তিনি অপ্রাপ্য। অর্থাৎ যতই আমরা কঠোর কাজ—বাহাদুরীর কাজ—করি না কেন, তাহাতে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। তাঁহাকে পাওয়া যায়—সত্ত্বসহযুত মন্ত্রের দ্বারা! 'স্তবমানেভিঃ' পদে সেই ভাবই ব্যক্ত হয়। অর্থাৎ, যাহার দ্বারা তিনি প্রাপ্য, তাহার দ্বারাই তাঁহাকে পাওয়া যায়,—অন্য কোন-রূপে নহে। কিন্তু সে যাহা ও সে তাহা কি? একটু প্রণিধান করিলেই ভাবার্থ পরিস্ফুট হয়। দেবতা—সত্ত্বসমুদ্র। সত্ত্বই সত্ত্বসমুদ্রে মিলিত হয়। সুতরাং এখানে 'স্তবমানেভিঃ' পদে, স্তুতিপ্রকাশক কর্ম্মের—ভগবদুদ্দেশে বিহিত সৎকর্ম্মের ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা যদি সত্ত্বভাবের ভাবুক হইতে পারি, সত্ত্ব-সাধনার সহিত মন্ত্রোচ্চারণে যদি সমর্থ হই, তবেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজসিক ও তামসিক সাধনায় তিনি লভ্য নহেন, সাত্ত্বিক-সাধনাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। এই ভাবই ঐ মন্ত্রাংশে প্রকাশমান্। 'সুদংসা' পদে তিনি যে শোভনকর্ম্মকারী অর্থাৎ বিশ্বের মঙ্গল-সাধনেই যে তিনি সদা প্রযত্নপর, এই ভাব প্রকাশ পায়।

অতঃপর বুঝিয়া দেখা যাউক, দ্যাবাপৃথিবী সম্বন্ধে কোন্ কর্ম্ম তাঁহার দ্বারা কি ভাবে সম্পন্ন হইতেছে! এ পক্ষে মন্ত্রের দুই অংশে দুইটী ভাব প্রাপ্ত হই! এই নিত্যবিদ্যমান্ নভোমণ্ডলে (সনজা সুনীলে) তিনি দ্যুলোককে ও ভূলোককে স্বতন্ত্রভাবে (দ্বিতা) প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন। স্বর্গ—সত্ত্বভাবের নিলয়। রজস্তমোভাবে এই পৃথিবীর বিদ্যমানতা। যাঁহারা সত্ত্বভাবসম্পন্ন, সদ্গুণের আধার, তাঁহারা একদিকে; আর যাঁহারা রজস্তমের উপাসক, তাঁহারা আর একদিকে; এই ভাবেই সৃষ্টির বিভাগ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু বিভাগ এমনভাবে বিহিত হইলেও

ভগবানের করুণার প্রবাহ সর্ব্বত্রই সমভাবে বিদ্যমান্ আছে। যথাযোগ্য রক্ষণের দ্বারা তিনি দ্যুলোক ও ভূলোক উভয় লোককেই রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এই দুই তত্ত্বই তাঁহার কর্ম্মপক্ষে এখানে পরিব্যক্ত রহিয়াছে। এই বিষয় বুঝিবার পক্ষে, দ্বিতা' 'মেনে' 'ভগঃ ন' 'ব্যোমন্' প্রভৃতি পদ-কয়েকটীর মর্ম্মার্থ অনুধাবন আবশ্যক। 'দ্বিতা' পদের প্রতিবাক্যে আমরা 'স্বতন্ত্রাবস্থায়াং' পদ গ্রহণ করি। সত্ত্বভাবাপন্ন জনের স্থান একভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে এবং রজস্তমোভাবাপন্ন জনের স্থান আর এক প্রকারে নির্দ্দিষ্ট আছে। এই তত্ত্বই ঐ 'দ্বিতা' পদে প্রকাশ পায়। 'মেনে' পদে 'মননীয় যথাযোগ্য' প্রভৃতি ভাব আসে। 'ভগঃ' পদে ষড়ৈশ্বর্য্য বুঝায়। মোক্ষ অর্থও ঐ পদে প্রাপ্ত হই। ষড়ৈশ্বর্য্যকে বা মোক্ষকে যথাযোগ্য রক্ষণের দ্বারা রক্ষা করিতে হয়। যে সামগ্রী যাদৃশ মূল্যবান্, সে সামগ্রীকে তেমনই প্রযত্নসহকারে রক্ষা করার আবশ্যক। তিনি যে দ্যুলোককে ও ভূলোককে যথাযোগ্যরূপে পালন করেন, ষড়ৈশ্বর্য্যের অন্তর্নিবিষ্ট-রূপে তাহাদিগের বিভিন্ন পর্য্যায়কে তিনি যে রক্ষা করিয়া থাকেন,—এই ভাবই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। 'ব্যোমন্' পদে বিবিধরক্ষা-মূলক আধারের ভাব প্রাপ্ত হই। দ্যুলোক—স্বর্গ—জ্যোতিঃলোক—পাশ্চাত্যের কল্পনামূলক 'ইথিরিয়াল ওয়ার্ল্ড' (Ethereal world) এবং এই ভূলোক—বিশ্বের সমগ্র গ্রহলোক—এতদুভয়কে তিনি ব্যাপিয়া আছেন, নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। এই ভাবও এখানে আসে। মূলে 'রোদসী' পদ আছে। তাহাতে সকল লোক অর্থই পরিকল্পিত হইতে পারে।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, প্রতি শব্দের নিগূঢ় তাৎপর্য্য অনুধাবন-পূর্ব্বক বিচার করিলে, প্রতিপন্ন হয় যে, এই মন্ত্রে কর্ম্মানুসারে মানুষের বিভিন্ন গতির বিষয় কথিত হইয়াছে। আর বলা হইয়াছে,—'ভগবান্ সকলের প্রতি কৃপাপরায়ণ আছেন বটে, সকলেরই রক্ষার উপায় তিনি নির্দ্ধারণ করিতেছেন সত্য, কিন্তু সতের ও অসতের জন্য বিভিন্ন স্থান সংসারে নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে; কর্ম্মানুসারে মানুষ সেই সেই স্থানের অধিকারী হয়।' (১ম—৬২সূ—৭ঋ)॥

—•—

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিষষ্টিতমং-সূক্তং। অষ্টমী ঋক্)।

সনাদ্দিবং পরি ভূমা বিরূপে
পুনর্ভুবা যুবতী স্বেভিরেবৈঃ।
কৃষ্ণেভিরক্তোষারুশদ্ভির্বপুর্ভিরা
চরতো অন্যান্যা ॥ ৮ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

সনাৎ। দিবং। পরি। ভূম। বিরূপে ইতি বিঽরূপে।
পুনঃঽভুবা। যুবতী ইতি। স্বেভিঃ। এবৈঃ।
কৃষ্ণেভিঃ। অক্তা। উষাঃ। রুশৎঽভিঃ। বপুঃঽভিঃ। আ।
চরতঃ। অন্যাঽঅন্যা ॥ ৮ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

অত্র ভগবতোঽনুশাসনেনৈব 'কৃষ্ণেভিঃ' (অন্ধকাররূপৈর্বর্ণৈরুপলক্ষিতা, অন্ধকারলক্ষণবিশিষ্টা, যথা—অজ্ঞানতোভিঃ হৃদাচ্ছন্নকারিণী) 'অক্তা' (রাত্রি, যথা—অজ্ঞানতা) তথা 'রুশদ্ভিঃ' (দীপ্যমানৈঃ) 'বপুর্ভিঃ' (স্বশরীরভূতজ্যোতিরুপলক্ষিতা, জ্যোতিবিশিষ্টা, যথা—জ্যোতির্ভিঃ হৃদ্ভাসকারিণী) 'উষাঃ' (প্রভাতপ্রভা, যথা—জ্ঞানোন্মেষহ্যাভিঃ) পরিচালিতা প্রকাশিতা বা ভবতি ইতি শেষঃ; 'বিরূপে' (শুক্লকৃষ্ণতয়া বিষমরূপে, যথা—পরস্পর-বিপরীতপ্রকৃতিসম্পন্নে) 'পুনর্ভুবা' (পুনঃপুনঃ জায়মানে

'যুবতী' (নিত্যতরুণ্যৌ, নবশক্তিযুতে) তে 'অক্তোষসৌ' (জ্ঞানাজ্ঞানৌ বা) 'দিবং' (দ্যুলোকং) 'ভূমা' (ভূমিং) চ 'স্বেভিঃ' (স্বকীয়ৈঃ) 'এবৈঃ' (গমনৈঃ, গতিক্রিয়াভিঃ) 'সনাৎ' (চিরকালাদেব) 'অন্যান্যা' (পরস্পরব্যতিহারেণ, প্রতিদ্বন্দ্বিতাসহকারেণ) 'পরি' (পরিতঃ, সর্বতো ব্যাপ্য) 'আ-চরতঃ' (আবর্ত্তেতে)। অক্তোষসোঃ প্রকাশবৎ জ্ঞানাজ্ঞানয়োর্দ্বন্দ্বঃ ইহজগতি চিরাদেব আবর্ত্ততি ইতি ভাবঃ॥ (১ম—৬২সূ—৮ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

এই ভগবানের অনুশাসনেই, অন্ধকার-লক্ষণ-বিশিষ্টা রাত্রি এবং দীপ্যমান্ তেজোবিশিষ্টা উষা পরিচালিত হইতেছে; অথবা, এই ভগবানের অনুশাসনেই, অন্ধতমসের দ্বারা হৃদয়াচ্ছন্নকারিণী অজ্ঞানতা এবং দীপ্যমান্ স্বকিরণ দ্বারা হৃদয়-উদ্ভাসকারিণী জ্ঞানপ্রভা প্রকাশ পাইতেছে; পরস্পর-বিপরীত-প্রকৃতিসম্পন্ন, পুনঃপুনঃ বিপরীত অবস্থায় উৎপন্ন, নিত্যতরুণী সেই রাত্রি ও উষা (অথবা—অজ্ঞানতা ও জ্ঞানপ্রভা), দ্যুলোককে ও পৃথিবীকে স্ব স্ব গতিক্রিয়ার দ্বারা চিরকালই সর্ব্বতোভাবে ব্যাপিয়া, পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা-সহকারে আবর্ত্তন করিতেছে। (ভাব এই যে,—রাত্রির ও উষার প্রকাশবৎ জ্ঞানাজ্ঞানের দ্বন্দ্ব ইহসংসারে চিরদিনই চলিয়াছে।)॥ (১ম—৬২সূ—৮ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বিরূপে শুক্লকৃষ্ণত্বয়া বিষমরূপে পুনর্ভুবা পুনঃপুনঃ প্রতিদিবং সঞ্জায়মানে যুবতী তরুণ্যৌ। রাত্র্যুষসোঃ সর্ব্বদৈকরূপ্যাদেবম্ভূতে রাত্র্যুষসৌ দিবং দ্যুলোকং ভূমা ভূমিং চ সনাচ্চিরকালাদারভ্য স্বেভিঃস্বৈঃ স্বকীয়ৈর্গমনৈঃ পরিচরতঃ। পর্য্যাবর্ত্তেতে। অয়মেবার্থঃ স্পষ্টীক্রিয়তে। অক্তা রাত্রিঃ কৃষ্ণেভিরন্ধকাররূপৈর্ব্বর্ণৈরুপলক্ষিতা। উষাশ্চ রুশদ্ভির্দীপ্য-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'বিরূপে' শুক্লকৃষ্ণত্ব-হেতু বিষমরূপ সম্পন্ন, 'পুনর্ভুবা' পুনঃপুনঃ প্রতিদিন সঞ্জায়মান, 'যুবতী' তরুণী (রাত্রির ও উষার সর্ব্বদা একরূপত্ব হেতু) এবম্ভূত রাত্রি ও উষা 'দিবং' দ্যুলোককে 'ভূমা' এবং ভূমিকে, 'সনাৎ' চিরকাল হইতে আরম্ভ 'স্বেভিঃস্বৈঃ' আপনার গমনের দ্বারা 'পরিচরতঃ' পরিচরণ করিয়া বিদ্যমান্ আছে। অতঃপর এই অর্থ স্পষ্ট করা হইতেছে। 'অক্তা' রাত্রি 'কৃষ্ণেভিঃ' অন্ধকাররূপ বর্ণের দ্বারা উপলক্ষিতা, 'উষাশ্চ' এবং উষা 'রুশদ্ভিঃ' দীপ্যমান্ 'বপুর্ভিঃ' স্বশরীরভূত তেজের দ্বারা উপলক্ষিতা।

মানৈর্বপুর্ভিঃ স্বশরীরভূতৈস্তেজোভিরুপলক্ষিতা। অন্যান্যা পরস্পরব্যতিহারেণাচরন্তঃ। আবর্ত্তেতে। হে ইন্দ্র! এতৎ সর্ব্বং ত্বয়ৈব কার্য্যং তে ত্বদধীনত্বাৎ সর্ব্বাসাং দেবতানামিত্যর্থঃ॥

ভূম। সুপাং সুলুগিতি দ্বিতীয়ায়া ডাদেশঃ। ছান্দসো হ্রস্বঃ। এবৈঃ ইণ্ গতৌ। ইণ্‌শীঙ্ভ্যাং বন্নিতি ভাবে বন্‌প্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। অক্তা। নক্তেতি রাত্রিনাম। নলোপশ্ছান্দসঃ। বপুর্ভিঃ অর্ত্তিপৃবপীত্যাদিনা উস্। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ অন্যান্যা। কর্ম্মব্যতিহারে সর্ব্বনাম্নো দ্বে ভবত ইতি বক্তব্যং সমাসবচ্চ বহুলং। পা০ ৮।১।১২। ইতি দ্বির্ভাবে তস্য পরমাম্রেড়িতমিত্যাম্রে ড়িতসংজ্ঞায়ামনুদাত্তং চেত্যাম্রেড়িতস্যানুদাত্তত্বং॥ ৮॥

• • •

অষ্টম (৭।৮) ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্ব ঋকে ভগবানের একবিধ কর্ম্মের বিষয় ব্যক্ত হইয়াছে; এখানে তাঁহার আর একবিধ কর্ম্মের পরিচয় দেওয়া হইতেছে। তিনি দ্যুলোককে এবং ভূলোককে যেমন স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন, তেমনই আলোককে ও অন্ধকারকেও যথাপর্য্যায় স্থাপন করিয়াছেন। প্রকৃতি-পক্ষেও এ এক তাঁহার অভিনব কার্য্য; আবার অন্তরের প্রতি লক্ষ্য করিলে, তাহাতেও তাঁহার এই এক মহিমা পরিব্যক্ত দেখি। আমরা দুই দিক হইতে দুই ভাবেই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি। যেমন প্রাকৃতিক নৈসর্গিক ব্যাপার-পরম্পরায় তাঁহার প্রাধান্য লক্ষিত হয়, তেমনই অন্তরের মধ্যেও তাঁহার ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়।

এক দিকে আলো, এক দিকে অন্ধকার,—এই আলোক ও অন্ধকারের দ্বন্দ্ব সংসারে আবহমান্ কাল চলিয়া আসিতেছে। এ দ্বন্দ্বের বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই। কখনও অন্ধকার আসিয়া আলোককে গ্রাস

'অন্যান্যা' পরস্পর ব্যতিহারের দ্বারা 'আচরন্তঃ' আবর্ত্তিত হয়। হে ইন্দ্র! এতৎ সকলই আপনারই কার্য্য; সকল দেবতাই আপনার অধীনত্ব হেতু।

ভূমা। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে দ্বিতীয়াতে ডা-আদেশ। ছান্দস-হেতু হ্রস্ব। এবৈঃ। ইণ্ ধাতু গতি অর্থ বুঝায়। 'ইণ্‌শীঙ্ভ্যাং বন্' ইত্যাদি সূত্রে ভাবে বন্ প্রত্যয়। নিত্ব হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। অক্তা। নক্ত-পদ রাত্রিনামবাচক। এখানে ছান্দসে নকারের লোপ। বপুর্ভিঃ। 'অর্ত্তিপৃবপি' ইত্যাদি উস্ প্রত্যয়। নিত্বহেতু আদ্যুদাত্তত্ব। অন্যান্যা। 'কর্ম্মব্যতিহারে সর্ব্বনাম্নো দ্বে ভবতঃ' ইত্যাদি নিয়মে সমাসের ন্যায় বহু বুঝায়। পাণিনির সূত্রে (পা০ ৮।১।১২) দ্বির্ভাব হওয়ায় 'পরমাম্রেড়িতং' ইত্যাদি হেতু 'আম্রেড়িতসংজ্ঞায়াং অনুদাত্তং চ' বিধি-ক্রমে আম্রেড়িতের অনুদাত্তত্ব॥ (১ম—৬২সূ—৮ঋ)॥

• • •

করিতেছে; কখনও বা আলোক, জয় লাভ করিয়া, অন্ধকারকে বিতাড়িত করিতেছে। প্রকৃতি-পটে এই দৃশ্য যেমন নিত্য-প্রত্যক্ষ করিতেছি, আমাদিগের হৃদয়ের মধ্যেও অহর্নিশ সেইরূপ এই ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। কখনও অজ্ঞানতা আসিয়া হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে; কখনও বা জ্ঞানালোকে সে অজ্ঞানতা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। সংসারের কোনও অবস্থাই চিরস্থায়ী হইতে পারিতেছে না; জীবন প্রবাহের মধ্য দিয়া বিভিন্ন বিপরীত ভাবের গতাগতি চলিয়া আসিতেছে। জীবন—এক নহে; গতাগতিও—একবার ঘটে নাই। আবার মানুষও এক নহে; ইহসংসারে অসংখ্য নরনারী নিত্য গতাগতি করিতেছে। সুতরাং আলোকের ও আঁধারের মধ্য দিয়া সকলকেই চলিতে হইয়াছে। উপমার ভাষায়—যেমন রাত্রি ও ঊষা। রাত্রির মধ্যেও মানুষকে জীবন-যাপন করিতে হইতেছে; আবার ঊষার আলোক লাভ করিয়াও সে কৃতার্থ হইতেছে। দৈনন্দিন জীবনে যেমন, অনন্ত-জীবনেও তেমনই আলোক ও অন্ধকারের ক্রীড়া চলিয়াছে। এই মন্ত্রটীতে আমরা পূর্ব্বোক্ত দুই রূপ ভাবই প্রাপ্ত হই।

মন্ত্রার্থে যে ভাব আমরা প্রকাশ করিয়াছি, অতঃপর তাহার একটু আভাস দেওয়া যাইতেছে। ভাষ্যাদির ভাব এই যে,—'অন্ধকার ও ঊষা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহকারে আবর্ত্তিত হইতেছে।' তাই যেন দেবতাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'হে ইন্দ্রদেব! এ সকল কার্য্য আপনারই।' আমরাও ঐ কথারই প্রতিধ্বনি করিতেছি বটে; তবে একটু ভিন্নভাবে। সে পক্ষে আমাদিগের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে,—'রাত্রির ও ঊষার দ্বন্দ্বের ন্যায় আমাদিগের মধ্যে জ্ঞানাজ্ঞানের দ্বন্দ্ব চলিয়াছে; তাহা সেই ভগবানেরই কার্য্য।' মন্ত্রান্তর্গত পদ কয়েকটীর প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করিলেই সে মর্ম্ম উপলব্ধ হয়। প্রথম—'অক্তু' পদ। ঐ পদে রাত্রি বুঝায়। এখানে অজ্ঞানতা-রূপ রাত্রি অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। রাত্রির লক্ষণ কি? না—'কৃষ্ণেভিঃ'। অর্থাৎ, অন্ধকারই রাত্রির লক্ষণ। অন্ধকারে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না; তাহাতে এক সামগ্রীকে আর এক সামগ্রী বলিয়া প্রতীতি জন্মে। অন্ধকার স্বরূপ-দৃষ্টির অন্তরায় স্বরূপ। অজ্ঞানতাও তদ্রূপ। অজ্ঞান-রূপ অন্ধকারে

আমাদিগের দৃষ্টি স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। সে পক্ষেও তাই 'কৃষ্ণেভিঃ' পদের সার্থকতা দেখি। তার পর বিবেচ্য—'উষাঃ' পদের বিষয়। ঐ পদেও দুই ভাব গ্রহণ করিতে পারি। এক ভাব—রাত্রির অন্ধকারকে বিতাড়িত করিবার জন্য উষার উদয়; অন্য ভাবে—জ্ঞানোন্মেষ-দ্যুতিতে অজ্ঞানান্ধকারকে বিচ্ছিন্নীকরণ। হৃদয়ে যেমন জ্ঞানের উন্মেষ হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানতা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। 'রুষদ্ভিঃ' ও 'বপুর্ভিঃ' পদদ্বয়ে সেই তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হই। উষা স্বশরীরভূত তেজের দ্বারা অন্ধকারকে দূর করে; জ্ঞানোন্মেষেও, হৃদয়ে জ্ঞান উদ্ভাসিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, অজ্ঞানতা দূরে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। রাত্রি ও উষা যে রূপ পরস্পর বিপরীত-ভাবাপন্ন অজ্ঞানতা এবং জ্ঞান-জ্যোতিও সেইরূপ পরস্পর বিপরীত ভাবাপন্ন। মন্ত্রের অন্তর্গত 'বিরূপে' পদ—দুই পক্ষে দুই ভাবেরই সঙ্গতি রক্ষা করে। 'পুনর্ভুবা' পদ 'পুনঃপুনঃ সঞ্জাত' হওয়ার ভাব প্রকাশ করিতেছে। কিবা দিবা-নিশার দ্বন্দ্ব, কিবা আলোক-আঁধারের সংগ্রাম, কিবা জ্ঞানাজ্ঞানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা,—উহারা পুনঃপুনঃ উৎপন্ন অর্থাৎ আরব্ধ হইতেছে। একবার অন্ধকার দূর হইলেই যে চিরকাল আলোকের অধিকারী হইবে, প্রকৃতিও তেমন বলেন না, অন্তর্জ্জগতেও তাহা দৃষ্ট হয় না। একের প্রতি অপরের আক্রমণ—একের পশ্চাতে অন্যের অনুসরণ—উভয় ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ করি। তাই 'পুনর্ভুবা' পদের সার্থকতা। উহারা মরিয়াও মরে না; জন্মের পর জন্ম—প্রাধান্যের পর প্রাধান্য—উহাদের মধ্যে সর্ব্বথা প্রত্যক্ষ করি। তার পর, উহারা যে 'যুবতী' অর্থাৎ নিত্য-তরুণ বা নবশক্তি-সম্পন্ন, উহাদের পরস্পরের কার্য্য দ্বারাই তাহা প্রত্যক্ষ করা যায়। উহাদের যাহার যখন প্রভাব প্রকাশ পায়, তাহাকেই তখন নবযৌবনসম্পন্ন বলা যাইতে পারে। কিবা রাত্রির পক্ষে, কিবা উষার পক্ষে, কিবা অজ্ঞানতার পক্ষে, কিবা জ্ঞানোন্মেষের পক্ষে, উভয়ত্রই নবশক্তির প্রেরণা পরিদৃষ্ট হয়। উহারা যে 'অন্যান্যা' অর্থাৎ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর, যেমন অন্ধকারের ও আলোকের পক্ষে, তেমনই জ্ঞানের ও অজ্ঞানতার পক্ষে, উভয় পক্ষেই তাহা উপলব্ধ হয়।

এইরূপে বুঝিতে পারি, মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের বিবিধ মাহাত্ম্য প্রকাশ

পাইয়াছে। এখানে যেমন প্রাকৃতিক ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য করিতে পারি, তেমনই অন্তরস্থ ব্যাপারের প্রতিও লক্ষ্য করা যায়। প্রার্থনা পক্ষেও এ মন্ত্রের একটু ভাব পাওয়া যায় এই যে,—'কিবা রাত্রিতে কিবা ঊষাকালে সর্ব্বকালের সহিত যেমন, হে ভগবন্, আপনি সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া আছেন, আমাদিগের হৃদয়ের সহিতও সেইরূপ, কিবা আমাদিগের অজ্ঞানতার সময়, কিবা আমাদিগের জ্ঞানোন্মেষ-কালে, সকল সময়ই তুমি আমাদিগের মধ্যে বিরাজমান রহিও, ক্রিয়াম্বিত থাকিও।' (১ম—৬২সূ—৮ঋ)॥

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিষষ্টিতমং সূক্তং। নবমী ঋক্)

সনেমি সখ্যং স্বপস্যমানঃ সূনুর্দ্দাধার

শবসা সুদংসাঃ।

আমাসু চিদ্দধিষে পক্বমন্তঃ পয়ঃ

কৃষ্ণাসু রুশদ্রোহিণীষু॥ ৯॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সনেমি। সখ্যং। সুঽঅপস্যমানঃ। সূনুঃ। দাধার।

শবসা। সুঽদংসাঃ।

আমাসু। চিৎ। দধিষে। পক্বং। অন্তরিতি। পয়ঃ।

কৃষ্ণাসু। রুশৎ। রোহিণীষু॥ ৯॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্বপস্যমানঃ' (শোভনকর্ম্মপরায়ণঃ, লোকানাং মঙ্গলপ্রদঃ) 'শবসা সূনুঃ' (সৎকর্ম্মণা উৎপন্নঃ প্রাপ্যঃ বা) 'সুদংসা' (সুকর্ম্মপ্রবর্ত্তকঃ) স ভগবান্ 'সনেমি' (সদাকালং) 'সখ্যং' (সখিত্বং) 'দাধার' (ধারয়তি, পোষয়তি) উপাসকান্ প্রতি ইতি শেষঃ; ভগবান্ সদৈব উপাসকান্ সখিবৎ অভিন্নভাবেন পশ্যতি ইতি ভাবঃ। হে ভগবন্! তাদৃশস্ত্বং 'আমাসু চিৎ' (অপরিপক্কেষু, অস্মাসু অজ্ঞেষু এব) 'অন্তঃ' (মধ্যে) 'পক্কং' (পক্কাবস্থাং, পক্কত্বং প্রাপ্তিরূপাদানং, স্বতঃসঞ্জাতং উন্মেষযোগ্যং জ্ঞানং, শুদ্ধসত্ত্বং ইতি ভাবঃ) 'দধিষে' (ধারয়সি, স্থাপয়সি), যথা 'কৃষ্ণাসু' (কৃষ্ণবর্ণাসু) 'রোহিণীষু' (লোহিতবর্ণাসু) বা গোষু এব 'রুশৎ' (দীপ্যমানং শ্বেতবর্ণং) 'পয়ঃ' (দুগ্ধং) দধিষে ইতি শেষঃ। গাভী যা বর্ণবিশিষ্টৈব ভবতি, তাসাং মধ্যে যথা শ্বেতবর্ণং দুগ্ধং বিদ্যতে, তদ্বৎ মনুষ্যো যদবস্থায়াং নিপতিতো ভবতু, ভগবৎকরুণাসঞ্জাতং জ্ঞানোন্মেষং স্বতঃমেব তস্মিন বিদ্যত ইতি ভাবঃ। (১ম—৬২সূ—৯ঋ)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

শোভনকর্ম্মপরায়ণ (মনুষ্যের মঙ্গলপ্রদ), সৎকর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্য, সৎকর্ম্মের প্রবর্ত্তক, সেই ভগবান্ সদাকাল উপাসকগণের প্রতি সখিত্ব পোষণ করেন; (ভাব এই যে, ভগবান্ সদাকালই উপাসকগণকে সখার ন্যায় অভিন্নভাবে দর্শন করেন)। হে ভগবন্! তাদৃশগুণসম্পন্ন আপনি, অপরিপক্ক দ্রব্যসমূহের মধ্যে পক্কত্বপ্রাপ্তির উপাদানকে (অর্থাৎ, স্বতঃ-সঞ্জাত উন্মেষযোগ্য জ্ঞানকে বা শুদ্ধসত্ত্বকে) স্থাপন করিয়াছেন,—যেমন কৃষ্ণবর্ণ বা লোহিতবর্ণ গাভীতেও দীপ্যমান্ শ্বেতবর্ণ দুগ্ধকে স্থাপন করিয়াছেন। (ভাব এই যে,—গাভী যে বর্ণেরই হউক, তাহার মধ্যে যেমন শ্বেতবর্ণের দুগ্ধই বিদ্যমান্ থাকে, সেইরূপ মনুষ্য যে অবস্থার মধ্যেই নিপতিত থাকুক না কেন, ভগবানের করুণাসঞ্জাত জ্ঞানের উন্মেষ স্বতঃই তাহাতে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়।)॥ (১ম—৬২সূ—৯ঋ)॥

* . *

সায়ণ ভাষ্যং।

স্বপস্যমানঃ। স্বপঃ শোভনং কর্ম্ম। তদিবাচরন্। শবসা শবসো বলস্য সূনুঃ পুত্রঃ। অতিবলবানিত্যর্থঃ। সুদংসাঃ। শোভনযাগাদিকর্ম্মযুক্তঃ। এবম্ভূত ইন্দ্রঃ সখ্যং যজমানানাং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'স্বপস্যমানঃ' শোভনকর্ম্মবৎ আচরণশীল, 'শবসা সূনুঃ' বলের পুত্র অথাৎ অতিবলবান্, 'সুদংসা' শোভনযাগাদি কর্ম্মযুক্ত এবম্ভূত ইন্দ্র, 'সখ্যং' যজমানগণের সখিত্বকে 'সনেমি'

সখিত্বং সনেমি পুরাণং দাধার। ধারয়তি পোষয়তীত্যর্থঃ। সনেমীতি পুরাণনাম। প্রবয়াঃ সনেমীতি পাঠাৎ। কিঞ্চ। আমাসু চিৎ। আর্দ্রাস্বপরিপক্কাসু গোষু চান্তর্মধ্যে পক্বং পরিপক্বং পয়ো দধিষে। ধারয়সি। তথা কৃষ্ণাসু কৃষ্ণবর্ণাসু রোহিণীষু লোহিতবর্ণাসু চ গোষু তদ্বিপরীতং রুশদ্দীপ্যমানং শ্বেতবর্ণং পয়ো দধিষে॥

সখ্যং। সখ্যুর্ভাবঃ সখ্যং। সখ্যুর্য ইতি যঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। দাধার। ধৃঞ্ ধারণে। তুজাদিত্বাদভ্যাসস্য দীর্ঘত্বং। পক্বং। পচো ব ইতি নিষ্ঠাতকারস্য বত্বং। রোহিণীষু। রুহ বীজজন্মনি প্রাদুর্ভাবে। রুহেশ্চ লোবেতীতন্‌প্রত্যয়ান্তো রহিতশব্দ আদ্যুদাত্তো বর্ণবাচী। বর্ণাদনুদাত্তাত্তোপধাত্তো নঃ। পা০ ৪।১।৩৯। ইতি ঙীপ্। তৎসন্নিযোগেন তকারস্য নকারাদেশশ্চ। ঙীপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে প্রাতিপদিকস্বর এব শিষ্যতে॥ (১ম—৬২সূ—৯ঋ)॥

• • •

নবম (৭৩৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের দুইটী চরণে দুইটী ভাব পরিব্যক্ত আছে। কিন্তু সেই দুই ভাবের সামঞ্জস্য প্রচলিত কোন ব্যাখ্যাতেই দেখিতে পাই না। প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহের মর্ম্ম এই যে,—প্রথম চরণে ইন্দ্রের একটী লৌকিক গুণের বিষয় প্রখ্যাত আছে। পূর্ব্বে যাঁহারা তাঁহার পূজা করিতেন, তাঁহাদিগের (সেই পুরাতন যজমানগণের) বন্ধুত্ব তিনি পোষণ করেন; প্রথম চরণে এই ভাব ব্যক্ত আছে,—ইহাই সাধারণতঃ প্রকাশ। দ্বিতীয় চরণের দুইটী প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে দুইটী বিভাগ দেখিতে পাই।

পূর্ব্বকাল হইতে 'দাধার' ধারণ করিয়া আছেন অর্থাৎ পোষণ করেন। 'সনেমি' এই পদ পুরাণ-নাম বাচক; 'প্রবয়াঃ সনেমি' ইত্যাদি পাঠ-হেতু। আর, 'আমাসু চিৎ' আর্দ্র অপরিপক্ক গাভী-সমূহের মধ্যে 'পক্বং' পরিপক্ব 'পয়ঃ' অর্থাৎ দুগ্ধকে 'দধিষে' আপনি ধারণ করেন। আর, 'কৃষ্ণাসু' কৃষ্ণবর্ণযুক্ত ও 'রোহিণীষু' লোহিতবর্ণবিশিষ্ট গাভীসমূহের মধ্যে তদ্বিপরীত 'রুশৎ' দীপ্যমান্ শ্বেতবর্ণ পয়ঃ বা দুগ্ধ ধারণ করেন।

সখ্যং। সখার ভাব—সখ্য। 'সখ্যুর্যঃ' ইত্যাদি সূত্রে য-প্রত্যয়। প্রত্যয়স্বর। দাধার। ধারণার্থক ধৃঞ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। তুজাদিত্ব-হেতু অভ্যাসের দীর্ঘত্ব। পক্বং। 'পচো বঃ' ইত্যাদি সূত্রে নিষ্ঠার তকারের স্থানে বত্ব। রোহিণীষু। বীজজন্মে প্রাদুর্ভাবে এই অর্থে রুহ ধাতু। 'রুহে রশ্চ লো বা' ইত্যাদি নিয়মে ইতন্-প্রত্যয়ান্ত রোহিত-শব্দ বর্ণবাচী। 'বর্ণাদনুদাত্তাত্তোপধাত্তো নঃ' (পা০ ৪।১।৩৯) ইত্যাদি সূত্রে ঙীপ্। তৎসন্নি-যোগের দ্বারা তকারের স্থলে নকার আদেশ। ঙীপের পিত্ব-হেতু অনুদাত্তত্বে প্রাতিপাদিক স্বরই অবশিষ্ট থাকে। (১ম—৬২সূ—৯ঋ)।

তাহার একটী বিভাগের ('আমাসু চিৎ দধিষে পক্বং অন্তঃ'—এই কয়েকটী পদের) অর্থ নিষ্কাশন করা হইয়া থাকে যে,—'কাঁচা বা অপরিপক্ক গাভী-গণের মধ্য হইতে তিনি পক্ক দুগ্ধ প্রদান করেন।' এই প্রকার অর্থে যে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমরা তাহা অনুভব করিয়া পাই না। আম গাভীই বা কি—আর পক্ক দুগ্ধই বা কি? তার পর, ঐ দুই চরণের দ্বিতীয় অংশের ('পয়ঃ কৃষ্ণাসু রুশৎ রোহিণীষু' পদ-কয়টীর) অর্থ করা হয়—'গাভী কৃষ্ণবর্ণ হউক বা রক্তবর্ণ হউক, তাহার মধ্যে তিনি শুক্লবর্ণ দুগ্ধ প্রদান করিয়াছেন।' ভাব-পক্ষে এই অংশ অসমীচীন নহে; কিন্তু এই অর্থের সহিত পূর্ব্বাপর কি ভাব-সঙ্গতি রক্ষা হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। এখানে যে কোনও সামঞ্জস্য দেখিতে পাই, আমাদিগের তো তাহা মনে হয় না। অতএব, আমরা যে পথে যে ভাবে অর্থ নিষ্কাশন-পক্ষে চেষ্টা পাইয়াছি, তাহার সঙ্গতি-পক্ষে একটু আলোচনা করা যাইতেছে।

মন্ত্রের প্রথম চরণের 'সনেমি সখ্যং' পদদ্বয় একটী সমস্যা উপস্থিত করিয়াছে। ঐ পদদ্বয়ে 'পুরাতন যজমানদিগের বন্ধুত্ব' অর্থ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আমরা বলি, ঐ 'সনেমি' পদে নিত্যকালের ভাব আছে। যাহা সৎ, যাহা নিত্য, ঐ পদের তাহাই লক্ষ্য। তাঁহার সখিত্বের নিত্যত্ব—উপাসকের প্রতি চিরদিনই দৃষ্ট হয়। এই ভাবই ঐ মন্ত্রাংশে বিদ্যমান্। কোন্ কালে কে কখন তাঁহার পূজা করিয়াছিল—সেই এক ঘটনার সহিত যে এখানকার সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা কোনপ্রকারেই মনে হয় না। ভগবান্ চিরদিনই সাধকগণের প্রতি মিত্রবৎ আচরণ করিয়া আসিতেছেন;—এই নিত্যসত্য-তত্ত্বই এই মন্ত্রাংশে পরিব্যক্ত। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় শব্দার্থের বিশ্লেষণ অনুসরণ করিলে, তাহা বোধগম্য হইবে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের দুইটী অংশের বিষয় বিশেষ বিচার্য্য। উহার প্রথম অংশে, "আমাসু চিৎ দধিষে পক্বং অন্তঃ"—এই কয়েকটী পদ গ্রহণ করা হয়। ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে ইহার মধ্যে একটী 'গোষু' পদ অধ্যাহার করা হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা বলি, 'গোষু' পদ কেন অধ্যাহার করিব? বিশেষতঃ 'আম (কাঁচা) গাভীসমূহের মধ্যে পক্ক দুগ্ধ দান

করেন'—এ কথার কোনই অর্থ হয় না! এ কি আর ভাব?—না ব্যাখ্যা। আমরা বলি, এখানে 'আমাসু' পদে অপরিপক্ক অবস্থাই দ্যোতনা করে; ভাব-পক্ষে উহাতে অপরিপক্ক অজ্ঞ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য আসে। এখানে সুষ্ঠু এক উপমার মধ্যে অতিসঙ্গত দুইরূপ অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারি; পরন্তু সেই দুই অর্থে একই ভাব ব্যক্ত করে। 'আমাসু' পদের প্রতিবাক্যে আমরা 'অপরিপক্কেষু' এবং 'অস্মাসু অজ্ঞেষু এব' দুই অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'পক্কং' পদের মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিতে পারিলেই তাহার সঙ্গতি ও সার্থকতা বোধগম্য হয়। 'পক্কং' পদে পক্বাবস্থা অপেক্ষা পক্কত্বপ্রাপ্তির উপাদান অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। অপরিপক্ক ঐ যে ফলটি দেখিতেছ, পরিপক্কতার উপাদান উহার অন্তর্নিহিত আছে। সময় সমাগত হইলেই সেই উপাদান স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া ফলটীকে পরিপক্ক করিবে। 'আমাসু' এবং 'পক্কং' এই পদদ্বয়ের যুগপৎ প্রয়োগে ঐ ভাব ভিন্ন অন্য ভাব কদাচ ব্যক্ত হইতে পারে না। অপরিপক্ক যে—সে অপরিপক্কই আছে; কাঁচাকে কাঁচাই বলা যায়; অপরিপক্বকে পক্ক এবং কাঁচাকে পাকা বলা কখনই সঙ্গত হয় না। সুতরাং এখানে 'পক্ব' পদে পক্বত্ব-প্রাপ্তির উপাদান অর্থেরই সঙ্গতি দেখি। এক পক্ষে এই অর্থ! পক্ষান্তরে, ঐ বাক্যাংশে মানুষের পক্বত্ব-প্রাপ্তির অজ্ঞানতা-নাশের উপাদান স্বরূপ স্বতঃসঞ্জাত ভগবৎ-প্রদত্ত আদি-জ্ঞানকে বা শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থাকে লক্ষ্য করা যায়। এতদ্দ্বারা ঐ বাক্যাংশে দুই দিক্ হইতে দুই প্রকার ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। এক প্রকার ভাব এই যে,—যাহা অপরিপক্ব, অর্থাৎ কাঁচা ফল, পরিপক্বতার উপাদান তাহার মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চিত থাকে; অকালে কীটদষ্ট না হইলে অথবা ঝড়ঝঞ্ঝাবাতে অকাল-পতন না ঘটিলে, সে ফল স্বতঃই পরিপক্বতা প্রাপ্ত হয়। অন্য প্রকার অর্থ বা অন্য প্রকার ভাব এই যে,—আমাদিগের ন্যায় অজ্ঞজনের হৃদয়েও ভগবানের করুণা-প্রদত্ত জ্ঞানোন্মেষিকা বৃত্তি বা সত্ত্বভাব বীজরূপে স্বতঃ-সঞ্চিত থাকে। আমাদিগের মধ্যে যদি পাপ-রূপ কীট প্রবেশ না করে, অথবা আমরা যদি পাপ-সংসর্গে কলুষিত না হই, আমাদিগের যদি অকাল-মরণ না ঘটে; তাহা হইলে সেই সত্ত্ববীজের পরিবৃদ্ধির সহিত আমরা পূর্ণ-জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারি। এ পক্ষে মন্ত্রের

উপদেশ এই যে,—'সাবধান! যেন অঙ্কুরে কীট প্রবেশ না করে—যেন মুকুলে ঝড়ঝঞ্ঝাবাত না লাগে—যেন পাপ-সংসর্গ আসিয়া তোমায় গ্রাস করিয়া না ফেলে!'

তার পর, 'আম' আর 'পক্ব' পদে যদি আম-দেহ হইতে পানযোগ্য দুগ্ধ প্রাপ্ত হওয়ার ভাবই গ্রহণ করি, সে ক্ষেত্রেও গাভী মাত্রের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া স্তন্যদাত্রী জীবমাতা মাত্রেরই প্রতি লক্ষ্য করা যায় না কি? কি মনুষ্য, কি পশু—যে সকল জীবের দেহগত স্তন্যে সন্তান প্রতিপালিত হয়, তাহাদিগের সকলেই ঐ উপমার অন্তর্ভুক্ত মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু এ পক্ষেও বীজরূপে বিদ্যমানতা, সময়ানুসারে স্ফূর্ত্তি এবং রক্ষণাদি ক্রিয়ার বিষয় মনে আসিয়া থাকে। সুতরাং ভাবপক্ষে সেই একই অর্থের সঙ্গতি সর্ব্বথা পরিদৃষ্ট হইতেছে।

উপসংহারে দ্বিতীয় চরণের শেষ অংশের বিষয় অনুধাবন করুন। হঠাৎ কৃষ্ণবর্ণ গাভীর ও রক্তবর্ণ গাভীর শ্বেতবর্ণ দুগ্ধের প্রসঙ্গ কেন উত্থাপিত হয়? আমরা বলি, এটী একটী উপমা। তিনি যে—"আমাসু চিৎ অন্তঃ পক্বং দধিষে"—অপরিপক্ব দ্রব্যের মধ্যে পক্বতার উপাদান স্থাপন করিয়াছেন, অথবা তিনি যে এই অজ্ঞ আমাদিগের মধ্যেও জ্ঞানের বীজ প্রতিষ্ঠা করেন;—সে কেমন? উপমায় তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে—"কৃষ্ণাসু রোহিণীষু রুশৎ পয়ঃ।" অর্থাৎ, গাভী কৃষ্ণবর্ণাই হউক, আর রক্তবর্ণাই হউক, সকল গাভীতেই যেমন শ্বেতবর্ণ দুগ্ধ উৎপন্ন হয়, ইহাও সেইরূপ। আমরা যেরূপ ক্ষুদ্রই হই না কেন, আমরা যে অবস্থার মধ্যেই নিপতিত নিমজ্জিত থাকি না কেন, আমাদিগের মধ্যেও সত্ত্বভাবের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে, আমরাও পরাজ্ঞান লাভ করিতে পারি; কেন-না, তাহার উপাদানভূত সামগ্রী বীজরূপে ভগবান্ আমাদিগের মধ্যেও সংন্যস্ত রাখিয়াছেন। গাভী-পক্ষে গাভীর যেমন প্রতিপালন ও সংরক্ষণ আবশ্যক, দুগ্ধ পাইতে হইলে তাহার যেমন সেবা ও অকালমরণ-নিবারণ প্রয়োজন, আমাদিগের হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্বের সংরক্ষণ-বিষয়েও আমাদিগকে তদ্রূপ প্রযত্নশীল ও সাবধান হইতে হইবে। আমরা মনে করি, এই মন্ত্রের ইহাই নিগূঢ় শিক্ষা ও লক্ষ্য। (১ম—৬২সূ—৯ঋ)॥

দশমী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । দ্বিসপ্ততিতমং-সূক্তং । দশমী ঋক্ ।)

সনাৎ সনীলা অবনীরবাতা ব্রতা রক্ষন্তে

অমৃতাঃ সহোভিঃ ।

পুরূ সহস্রা জনয়ো ন পত্নীর্দুবস্যন্তি

স্বসারো অহ্রয়াণং ॥ ১০ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং ।

সনাৎ । সহনীলাঃ । অবনীঃ । অবাতাঃ । ব্রতা । রক্ষন্তে ।

অমৃতাঃ । সহঃভিঃ ।

পুরু । সহস্রা । জনয়ঃ । ন । পত্নীঃ । দুবস্যন্তি ।

স্বসারঃ । অহ্রয়াণং ॥ ১০ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'পুরু' (পুরূণি, বহুনি) 'সহস্রা' (অসংখ্যাতানি, অশেষপ্রকারাণি ইতি ভাবঃ) 'ব্রতা' (ব্রতানি, সৎকর্ম্মাণি এব) 'সহোভিঃ' (বলৈঃ) 'অবনীঃ' (পৃথিবীঃ, লোকধারয়িত্রীঃ ধরিত্রীঃ, লোকান্ ইতি ভাবঃ) 'সনাৎ' (চিরায়, নিত্যকালং) 'অবাতাঃ' (গমনরহিতাঃ, উদ্বেগপরিশূন্যাঃ, গত্যাগতিবিরহিতাঃ) 'সনীলাঃ' (সমাননিবাসস্থানাঃ সাষ্টি-সালোক্য-সারূপ্য-সাযুজ্যাদিরূপাঃ) 'অমৃতাঃ' (মরণরহিতাঃ—অবস্থায়াং ইতি ভাবঃ) 'রক্ষন্তে' (পোষয়ন্তে,

পালয়ন্তি); অশেষসৎকর্ম্মসাধনয়া নরাঃ পরাগতিং লভন্ত ইতি ভাবঃ; 'স্বসারঃ' (স্বয়মেব সরন্ত্যঃ, পতিসেবায়াং স্বতঃনিয়োজিতা ইতি ভাবঃ) 'পত্নীঃ ন' (পত্ন্যঃ ইব, সহধর্ম্মিণীবৎ) 'অহ্রয়াণং' (লজ্জারহিতাঃ, সর্ব্বস্বসমর্পণপরা ভূত্বা ইতি ভাবঃ) 'জনয়ঃ' (লোকাঃ, সাধবঃ) ভগবন্তং 'দুবস্যন্তি' (পরিচরন্তি, প্রীণয়ন্তি); যদ্বা—'স্বসারঃ পত্নীঃ ন' (সহধর্ম্মিণী পত্নী যথা একান্তপতিপরায়ণা ভবতি তদ্বৎ) 'জনয়ঃ' (উপাসকাঃ) 'অহ্রয়াণং' (লজ্জাতীতং তং ভগবন্তং) 'দুবস্যন্তি' (পূজয়ন্তি); তদেব ব্রতং সৎকর্ম্মসাধনং বা ইতি শেষ; ভগবতি সর্ব্বস্বার্পণরূপং ব্রতমেব মোক্ষবিধায়কং ইতি ভাবঃ। (১ম— ৬২সূ —১০ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বহুসংখ্যক অর্থাৎ অশেষপ্রকার সৎকর্ম্মসমূহই, বলের দ্বারা, লোকসমূহকে নিত্যকাল উদ্বেগপরিশূন্য (গতাগতিরহিত) সাযুজ্যাদিরূপ অমর অবস্থায় (অমৃতত্বে) রক্ষা করেন; (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্ম-সাধনার দ্বারা মনুষ্যগণ পরাগতি লাভ করে); পতিসেবায় স্বতঃনিয়োজিত সহধর্ম্মিণীর ন্যায় সর্ব্বস্ব-সমর্পণ-পরায়ণ হইয়া সাধুগণ ভগবানের পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন; অথবা—সহধর্ম্মিণী পত্নী যেমন একান্তে পতিপরায়ণা হয়েন, তদ্বৎ উপাসকগণ সেই লজ্জাতীত ভগবানকে পূজা করিয়া থাকেন; তাহাই ব্রত বা সৎকর্ম্ম সাধন—ইহাই অর্থ। (ভাব এই যে,—ভগবানে সর্ব্বস্ব সমর্পণ-রূপ ব্রতই মোক্ষবিধায়ক।)॥ (১ম—৬২সূ—১০ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

সনাচ্চিরকালাদারভ্য সনীলাঃ সমাননিবাসস্থানাঃ অবাতাঃ। বাতং গমনং তদ্রহিতাঃ॥ একপাণ্যবস্থানাৎ অবনয় ইত্যঙ্গুলিনাম। এবম্ভূতা অবনীরঙ্গুলয়ঃ পুরু পুরূণি বহূনি সহস্রা অসংখ্যাতানি ব্রতা ব্রতানীন্দ্রসম্বন্ধীনি কর্ম্মাণ্যমৃতাঃ পুনঃ পুনঃ করণেঽপ্যালস্যরহিতাঃ সত্যঃ সহোভিরাত্মীয়ৈর্ব্বলৈঃ রক্ষন্তে। পালয়ন্তি। অপিচ স্বসারঃ স্বয়মেব সরন্ত্যো-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'সনাৎ' চিরকাল হইতে আরম্ভ, 'সনীলাঃ' সমাননিবাসস্থানবিশিষ্ট, 'অবাতাঃ' (বাত-শব্দে গমন বুঝায়, তাহা রহিত অবাত) গমনরহিত, এবম্ভূত 'অবনীঃ' (অবনয়—এইপদ অঙ্গুলি নাম মধ্যে পঠিত হয়, একপাণিতে অবস্থানহেতু) অঙ্গুলিসমূহ, 'পুরু' বহু, সহস্রা' সহস্র-সংখ্যক, 'ব্রতা' ব্রতসমূহ অর্থাৎ ইন্দ্রসম্বন্ধীয় কর্ম্মসমূহ, 'অমৃতাঃ' পুনঃপুনঃ করণেও আলস্য-রহিত হইয়া, 'সহোভিঃ' আত্মীয় বলসমূহের দ্বারা, 'রক্ষন্তে' পালন করেন। আরও,

স্থূলয়ঃ। পত্নীঃ পালয়িত্র্যঃ। হ্রুয়াণং লজ্জারহিতং প্রাগলভমিত্যর্থঃ। যদ্বা অহ্রীয়মানং প্রশস্ত-মনমিন্দ্রং জনয়ো ন। জনয় ইতি দেবানাং পত্ন্য উচ্যন্তে। দেবানাং বৈ পত্নীর্জনয় ইতি শ্রুতেঃ। তা ইব দুবস্যন্তি পরিচরন্তি। অঙ্গুলিবন্ধনেনেন্দ্রং প্রীণয়ন্তীত্যর্থঃ॥

অবনীঃ। অবনয়োঽঙ্গুলয়ো ভবন্ত্যবন্তি কর্ম্মাণীতি যাস্কঃ। সুপাং সুলুগিতি জসঃ পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্বং। অবাতাঃ। বা গতিগন্ধনয়োঃ। অসিহসীত্যাদিনা ভাবে তনপ্রত্যয়। বহুব্রীহৌ নঞ্‌সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। ব্রতা। শেশ্ছন্দসিবহুলমিতি শের্লোপঃ। দুবস্যন্তি। দুবস্যতিঃ পরিচরণকর্ম্মা কণ্ড্বাদিঃ। অতো যক এব স্বরঃ শিষ্যতে। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। অহ্রুয়াণং। হ্রী লজ্জায়াং। বহুলং ছন্দসীতি শ্লোরভাবঃ। ব্যত্যয়েন শানচ। মুগভাবশ্ছান্দসঃ। নঞ্‌সমাসেঽব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং যদ্বা বহুলং ছন্দসীতি শপোলুকি ছন্দস্যুভয়থেতি শানচ আর্দ্ধধাতুকত্বেন ঙিত্ত্বাভাবে গুণয়াদেশৌ পূর্ব্ববৎ সমাসস্বরৌ। যাস্কস্ত্বেবং ব্যাখ্যৎ—অহ্রুয়াণে হ্রীয়মান ইতি। নি০ ৫.২৫॥ ১০॥

ইতি প্রথমস্য পঞ্চমে দ্বিতীয়ো বর্গঃ। ১৫।২॥

• • •

'অসারঃ' আপনি সংগণীল অর্থাৎ গতিসম্পন্ন অঙ্গুলিসমূহ, 'পত্নী' পালয়িত্রী, 'অহ্রুয়াণং' লজ্জারহিত অর্থাৎ প্রগল্‌ভ (অথবা অহ্রীয়মান অর্থাৎ প্রাশস্ত্যগমন ইন্দ্রকে) 'জনয়ঃ ন' (জনয় এই পদে দেবগণের পত্নীগণকে বুঝায়; শ্রুতিতে আছে—দেবানাং বৈ পত্নীর্জনয়ঃ) দেবগণের পত্নীর ন্যায় 'দুবস্যন্তি' পরিচরণ করেন অর্থাৎ অঙ্গুলিবন্ধনের দ্বারা ইন্দ্রকে প্রীত করেন।

অবনীঃ। যাস্কের মতে অবনয় শব্দে অঙ্গুলিসমূহকে বুঝায়; 'অবন্তি কর্ম্মাণি' এই অর্থে। 'সুপাং সুলুক' ইত্যাদি সূত্রে জসের পূর্ব্বসবর্ণের দীর্ঘত্ব। অবাতাঃ। বা ধাতু গতি ও গন্ধন অর্থ বুঝায়। 'অসি হসি' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা ভাবে তন্‌ প্রত্যয়। বহুব্রীহি সমাস-হেতু 'নঞ্‌ সুভ্যাম্‌' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদের অন্ত্যুদাত্তত্ব। ব্রতা। 'শেশ্ছন্দসি বহুল' ইত্যাদি সূত্রে শে-র লোপ। দুবস্যন্তি। পরিচরণ-কর্ম্ম অর্থে 'দুবস্যন্তি' পদ ব্যবহৃত হয়। তাহাতে কণ্ড্বাদি-হেতু যক্‌। যকের স্বরই অবশিষ্ট। পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাতের অভাব। অহ্রুয়াণং। হ্রী ধাতু লজ্জা অর্থ বুঝায়। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে শ্লুর অভাব। ব্যত্যয়ের দ্বারা শানচ্‌। ছান্দসে মুকের অভাব। নঞ্‌-সমাসে অব্যয়পূর্ব্বপদের প্রকৃতি-স্বরত্ব। অথবা 'বহুলং ছন্দসি' এই সূত্রে শপের লোপ হওয়ায়, 'ছন্দস্যুভয়থা' এই সূত্রে শানচের আর্দ্ধধাতুকত্বের দ্বারা ঙিত্ত্ব ও তাহার অভাবে গুণের আদেশ। পূর্ব্ববৎ সমাসের স্বরই অবশিষ্ট। 'অহ্রুয়ানঃ' পদের যাস্ক এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'অহ্রুয়াণে হ্রীয়মানে ইতি;' (নি০ ৫২৫)। (১ম—৬২সূ—১০)॥

প্রথম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত॥ ১৫২॥

• • •

দশম (৭৩৭) ঋকের বিশদার্থ।

'অবনী,' 'জনয়ঃ' প্রভৃতি কয়েকটী পদের অর্থ উপলক্ষে এই মন্ত্রের ভাব বড়ই জটিল হইয়া আছে। এমন কি, সেই-হেতু প্রচলিত অর্থ-সমূহের ভাবও পরিগ্রহণ করা যায় না। মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তদ্দ্বারা সে জটিলতা উপলব্ধ হইবে।

"যে গমনরহিত অঙ্গুলীসকল চিরকাল সম্বন্ধ হইয়া অবস্থান করিয়াও আলস্য রহিত হইয়া স্বীয় বল দ্বারা বহু সহস্র ব্রত পালন করিয়াছে; সেই সেবাপরায়ণ ভগ্নীগণ দেবপত্নীর ন্যায় লজ্জারহিত ইন্দ্রের সেবা করে।"

আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ সম্পূর্ণ অন্য পথ পরিগ্রহণ করিয়াছে। আমরা 'অবনীঃ' পদে লোকধারণকারিণী ধরিত্রী' অর্থ গ্রহণ করি। তাহা হইতে ভাবে লোকসমূহকে অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মূলে পদটী দ্বিতীয়ার বহুবচনান্ত আছে। ভাষ্যে উহাকে প্রথমার বহুবচন-রূপে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। আমরা কিন্তু এ ক্ষেত্রে মূলের পদই অব্যাহত রাখিয়াছি। আমরা বলি, ঐ পদে লোকসমূহকে বুঝাইতেছে। এ পক্ষে মন্ত্রের 'ব্রতা' পদকেই মন্ত্রের প্রথমাংশের কর্তৃপদ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তাহাতে, অঙ্গুলিগণ যে আলস্যরহিত হইয়া বহুসহস্র ব্রত পালন করিতেছে—এ অর্থ সম্পূর্ণরূপে উল্টাইয়া যায়। কর্তৃপদ ও কর্ম্মপদ যখন পরিবর্ত্তিত, তখন ভাব যে পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? অশেষ প্রকার ব্রত বা সৎকর্ম্ম বলের দ্বারা লোকসমূহকে চিরকালই রক্ষা করিয়া আসিতেছে, অর্থাৎ সৎকর্ম্ম-সাধনার দ্বারাই মানুষ চিরকাল রক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। এই ভাবই এই মন্ত্রের প্রথম অংশে ('পুরু' হইতে 'রক্ষন্তে' পর্য্যন্ত পদ-কয়েকটীতে) পরিব্যক্ত আছে বুঝিতে পারি। এ পক্ষেই প্রত্যেক পদের অতি সঙ্গত ও সুষ্ঠু প্রয়োগ প্রতিপন্ন হয়। ব্রত বা সৎকর্ম্ম অশেষ প্রকারে সাধিত হইতে পারে। তাই উহার বিশেষণ—'পুরু সহস্রা'। সৎকর্ম্মের দ্বারা যে জোরের সহিত মানুষ উদ্ধার প্রাপ্ত হয়, তাহা অবিসম্বাদিত। 'সহোভিঃ' পদ সেই তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছে। তার পর 'অবনীঃ পদ। এই পদ দ্বিতীয়ার

বহুবচনান্ত। ইহার অর্থ—পৃথিবীসমূহকে—ধরিত্রীসমূহকে। ভাব এই যে, লোকসমূহকে—সকল লোককে। এখানে আমাদিগের বাসস্থলী এই পৃথিবীটীকে কেবল 'অবনীঃ' বলা হয় নাই। এই বহুবচনান্ত 'অবনীঃ' পদের নিশ্চয়ই অন্য সার্থকতা আছে। অব ধাতুর অর্থ—রক্ষা। যেখানে বা যে লোকে জীব রক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই 'অবনী' বলা যাইতে পারে। রক্ষার স্থান—বিশ্বে একটী মাত্র নহে। ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্, মহর্ঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য—এই সপ্তলোক—লোকসমূহের বা জীবের রক্ষার পর্য্যায়-রূপে অবস্থিত আছে। এখানে এই 'অবনীঃ' পদে সেই সকল লোককেই—সেই সকল লোকের জীবগণকেই—লক্ষ্য করিতেছে। আমরা তাই উহার প্রতিবাক্যে পরিশেষে 'লোকান্' পদ গ্রহণ করিয়াছি। 'সনাৎ' পদের সার্থকতা বিশেষভাবে বুঝিতে পারা যায় সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা চিরকালই জীব যে মোক্ষ-পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহা আর বিশ্লেষণ করিবার আবশ্যক হয় না। অতঃপর বুঝিয়া দেখুন, সেই যে 'ব্রতা'—সহস্রপ্রকারে অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মসমূহ—কি প্রকারে কি অবস্থায় লোক-সমূহকে (অবনীঃ) রক্ষা করে (রক্ষন্তে)! সে রক্ষার অবস্থাকে তিনটী পদে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সে অবস্থা—'অবাতাঃ', 'সনীলাঃ' ও 'অমৃতাঃ'। বা-ধাতু গতি বুঝায়। যেখানে গতি নাই, যেখানে উপস্থিত হইতে পারিলে আর গতাগতির আশঙ্কা থাকে না; 'অবাতাঃ' পদে সেই স্থানকে নির্দ্দেশ করিতেছে। ঐ পদের প্রতিবাক্যে তাই আমরা 'গতাগতিপারহিতাঃ উদ্বেগপরিশূন্যাঃ' পদদ্বয় গ্রহণ করিয়াছি। দ্বিতীয়—'সনীলাঃ' পদ। ঐ পদে চতুর্ব্বিধ মুক্তির অবস্থার বিষয় মনে আসে। সমান অবস্থায় বিদ্যমান্ থাকা, আর সার্ষ্টি-সালোক্য-সারূপ্য সাযুজ্যাদি মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া—একই ভাব প্রকাশক। তার পর 'অমৃতাঃ'। সে—সেই মরণরহিত মোক্ষ বা অমৃতত্ত্ব। ফলতঃ, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা ক্রমশঃ জীব যে উচ্চ হইতে উচ্চতম অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সে অবস্থা তাহার কর্ম্মই যে তাহাকে পাওয়াইয়া দেয়, এই তত্ত্বই এখানে পরিব্যক্ত দেখি।

এক্ষণে মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে, 'স্বসারঃ' হইতে 'ধ্রুবস্থিত্তি' প্রভৃতি পদ-কয়েকটীতে, কি ভাব প্রাপ্ত হই, তাহা আলোচনা করা যাইতেছে। এই অংশের অন্তর্গত 'জনয়ঃ' ও 'স্বসারঃ' পদদ্বয় ভাষ্য-মুখে যতকিছু সমস্যা

আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। 'স্বসারঃ' পদ পূর্ব্বে দুই এক স্থলে ভাষ্যে 'ভগ্নী' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিয়াছি। এখানে কিন্তু ঐ পদে 'স্বয়ং গতিশীল অঙ্গুলিসমূহ' অর্থ (স্বয়মেব সরন্ত্যোঽঙ্গুলয়ঃ) আসিয়াছে। 'জনয়ঃ' পদে 'দেবগণের পত্নীগণ' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহা হইতে ভাব দাঁড়াইয়াছে—গমনশীল বা সেবা-পরায়ণ অঙ্গুলিগণ বা ভগ্নীগণ দেবপত্নীগণের ন্যায় (জনয়ঃ) লজ্জারহিত ইন্দ্রকে (অহ্রয়াণং) সেবা করিয়াছিলেন। মূলে যে একটী 'পত্নীঃ' পদ আছে, তাহাতে 'পালয়িত্রী' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে; এবং অঙ্গুলিসমূহকেই তাহা নির্দ্দেশ করিতেছে। যাহা হউক, আমরা ঐ প্রকার অর্থের যৌক্তিকতা দেখি না এবং ঐ অংশের অন্তর্গত শব্দসমূহেরও অনুরূপ অর্থ স্বীকার করি। তদনুসারে মন্ত্রে আমরা সেই ভাবই প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমরা বলি, এখানকার 'জনয়ঃ' পদ পত্নী-অর্থ-বাচক নহে। প্রাদুর্ভাবার্থক জনি-ধাতু হইতে ঐ পদের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া, ঐ পদে লোকসমূহ এবং ভাবে সাধকগণ অর্থ গ্রহণ করি। সেই জনগণ ভগবানকে কিরূপে প্রীত করেন, কিরূপে ভগবৎ-পরিচর্য্যায় ব্রতী থাকেন, "জনয়ঃ দুবস্যন্তি" পদদ্বয়ে সেই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। 'স্বসারঃ' পদে 'স্বয়মেব সরন্ত্যঃ' প্রতিবাক্য হইতেই পতিসেবায় স্বতঃনিয়োজিত ভাব প্রাপ্ত হই। ঐ পদকে 'পত্নীঃ' পদের বিশেষণ বলিয়া মনে করিতে পারি। উপমা বাচক 'ন' পদটি 'পত্নী' পদের সহিত সম্বন্ধযুত বলিয়া মনে করা যায়। তদনুসারে 'স্বসারঃ পত্নী ন" পদত্রয়ে 'পতিসেবাপরায়ণা সহধর্ম্মিণীর' ন্যায় অর্থ প্রাপ্ত হই। অবশিষ্ট—'অহ্রয়াণং' পদ। এই পদটি বড়ই সমস্যা-মূলক। পদটিকে দ্বিতীয়ার এক বচন দেখিয়া ভাষ্যকার ঐ পদটিকে ইন্দ্র-পদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া মনে করিয়াছেন। তাহা হইতে লজ্জারহিত ইন্দ্রকে অর্থ দাঁড়াইয়াছে। আমরা কিন্তু দুই প্রকারে ঐ পদটির ভাব সঙ্গতি রক্ষা-পক্ষে চেষ্টা পাইয়াছি। প্রথমতঃ, বচন-ব্যত্যয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি। স্ত্রীর পক্ষেই ঐ পদ যথাপ্রযুক্ত বলিয়া মনে হয়। সহধর্ম্মিণী স্ত্রী আপন পতি-দেবতার নিকট লজ্জারহিতা সুতরাং সর্ব্বস্বসমর্পণপরায়ণা হয়েন। ভগবৎ-প্রাপ্তির পক্ষে, আত্মসমর্পণ-বিষয়ে, এই উপমাই সর্ব্বথা সঙ্গত হয়। পক্ষান্তরে ঐ "অহ্রয়াণং" পদটি

ভগবদুদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়াও মনে করিতে পারি। * ঐ পদের অর্থ লজ্জাতীত। লজ্জায় সরমে বা মনের মধ্যে লুকোচুরি-ভাবে যে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ঐ পদে সেই ভাব আসিতে পারে। সে পক্ষে ঐ পদের বিভক্তি-ব্যত্যয়ের আবশ্যক হয় না; এবং ঐ পদের প্রতিবাক্যেই "লজ্জাতীতং তং ভগবন্তং" পদপরম্পরা গ্রহণ করা যায়। 'স্বস্রা' অভিধায়ে, দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যায়, আমরা সেই অর্থই প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতে "স্বসারঃ পত্নীঃ ন" বাক্যাংশেই সহধর্ম্মিণী পত্নী যেমন একান্তে পতিপরায়ণা হয়েন,—এই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, দুই প্রকার অর্থেরই লক্ষ্যস্থল অভিন্ন আছে, অথচ ঐ দুই প্রকার অর্থেই একই সুষ্ঠু ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

সাধুগণ বা মনুষ্যগণ যাঁহারা এই ভাবে ভগবানের সেবা করিতে পারেন, তাঁহারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহাদিগের সেবাতেই ভগবান্ প্রীত হইয়া থাকেন। ভগবানে সর্ব্বস্ব সমর্পণই—তাঁহার সেই প্রীতির নিদান। উপরে যে ব্রতের বিষয় প্রখ্যাত হইয়াছে, এখানে—মন্ত্রের এই শেষাংশের কর্ম্ম-লক্ষণে—মনে হয়, যেন সেই ব্রতের প্রতিই লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিতেছে। মন্ত্র যেন বলিতেছেন,—'সেই ব্রত—সহধর্ম্মিণীর সর্ব্বস্ব-সমর্পণ-রূপ সেই ব্রত—অনুষ্ঠান কর; তাহাই অমৃতত্ব প্রদান করিবে;—তদ্দ্বারাই ভগবানে আত্মলীন করিতে সমর্থ হইবে।' (১ম—৬২সূ—১০ঋ) ॥

---

* এই পদটী 'অহ্রুষাণং' রূপে ছাপা হইয়াছে। তাহা 'অহ্রয়াণং' হইবে। 'অহ্রুষাণং' পদ-বিষয়ে নিঘণ্টু নিরুক্তে এবং পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের গবেষণায় যে অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে, এ স্থলে তাহার একটু আভাস দেওয়া আবশ্যক মনে করি। নিরুক্তে 'অহ্রয়াণ' সম্বোধন-পদের প্রতিবাক্যে "অলজ্জিতযান" পদ প্রযুক্ত দেখি। সেখানে (নি০ ৫।১৫।৫৫) একটী ঋকের ব্যাখ্যায় দুর্গাচার্য্য ঐ পদে অগ্নিকে বুঝাইতেছে এইরূপ কল্পনা করিয়াছেন। বলিয়াছেন,—'উৎপন্ততে হি দেবতায়া অলজ্জিতযানত্বং।' দেবতায় অলজ্জিতযানত্ব-হেতু অর্থাৎ দেবতার অলজ্জিত যান বা প্রশস্ত গমন জন্য ঐ পদে দেবতা বুঝাইয়া থাকে। ম্যাক্সমূলার কিন্তু 'অহঙ্কার' অর্থ গ্রহণে ঐ পদে অগ্নিকে টানিয়া আনিয়াছেন। "ছুবন্তুমি স্বসারঃ অহ্রুষাণং" এই পদ তিনটীর ব্যাখ্যায় তাই তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—"The sisters attend the proud (Agni)." এখানে 'স্বসারঃ' পদে ভগ্নী অর্থ পরিগৃহীত; 'অহ্রুষাণং' পদ অহঙ্কৃত অর্থ-প্রকাশক।

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিষষ্টিতমং-সূক্তং। একাদশী ঋক্)।

সনায়ুবো নমসা নব্যো অর্কৈর্ব্বসূয়বো

মতয়ো দস্ম দদ্রুঃ।

পতিং ন পত্নীরুশতীরুশন্তং স্পৃশন্তি

ত্বা শবসাবন্মনীষাঃ ॥ ১১ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

সনাঽয়ুবঃ। নমসা। নব্যঃ। অর্কৈঃ। বসুঽয়বঃ।

মতয়ঃ। দস্ম। দদ্রুঃ।

পতিং। ন। পত্নীঃ। উশতীঃ। উশন্তং। স্পৃশন্তি।

ত্বা শবসাঽবন্। মনীষাঃ ॥ ১১ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দস্ম' (হে দর্শনীয়, হে মনোহর) যথা 'অর্কৈঃ' (মন্ত্রৈঃ সহ) 'নমসা' (নমস্কারেণ) 'নব্যঃ' (স্তুত্যঃ, প্রাপ্য ইতি ভাবঃ) ভবসি; তং ত্বাং 'সনায়ুবঃ' (নিত্যত্বমিচ্ছন্তঃ) 'বসূয়বঃ' (পরমধনাকাঙ্ক্ষিণঃ) 'মতয়ঃ' (মেধাবিনঃ, জ্ঞানিনঃ) 'দদ্রুঃ' (বহুনা প্রয়াসেন লভন্তে); 'শবসাবন্' (হে শক্তিমন্, যথা—শবোপমাসু অস্মাসু শক্তিদাতা হে ভগবন্) 'উশতীঃ' (উশত্যঃ, পতিকামযমানাঃ) 'পত্নীঃ' (পত্ন্যঃ, সহধর্ম্মিণ্যঃ) 'ন' (যথা)

'উশন্তং' (কাময়মানং) 'পতিং' (স্বামিনং) স্পৃশন্তি তদ্বৎ, তৈঃ প্রযুক্তাঃ 'মনীষাঃ' (স্তুতয়ঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'স্পৃশন্তি' (প্রাপ্নুবন্তি)। অত্র ভক্তিপ্রাধান্যং লক্ষ্যতে; একান্তানুরাগিণী ভক্তিমতী পত্নী যথা পতিং লভতে, সর্ব্বস্বসমর্পণপরায়ণো ভক্তঃ তদ্বৎ সহসা ভগবন্তং প্রাপ্নোতি; কিন্তু যাগাদিকর্ম্ম-পরায়ণাঃ জ্ঞানিনো বহুনা প্রয়াসেন তং লভন্ত ইতি ভাবঃ। (১ম—৬২সূ—১১ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দর্শনীয় (হে মনোহর)! যে আপনি মন্ত্রসহযুত নমস্কারের দ্বারা স্তুত্য বা প্রাপ্য হয়েন, সেই আপনাকে নিত্যত্বাভিলাষী পরমধনা-কাঙ্ক্ষী জ্ঞানিগণ বহু প্রয়াসে প্রাপ্ত হয়েন; হে শক্তিমন্ (অথবা, শবোপম আমাদিগের মধ্যে শক্তিদাতা হে ভগবন্) পতিকাময়মানা পত্নী যেমন কাময়মান পতিকে প্রাপ্ত হয়েন, আপনার উদ্দেশে প্রযুক্ত স্তুতিসমূহ সেইরূপ আপনাকে প্রাপ্ত হয়। (এখানে ভক্তিপ্রাধান্য লক্ষিত হয়; একান্তানুরাগিণী ভক্তিমতী পত্নী যেমন পতিকে প্রাপ্ত হন, সর্ব্বস্বসমর্পণ-পরায়ণ ভক্ত সেইরূপ সহসা ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু যাগাদিকর্ম্মপরায়ণ জ্ঞানিগণ বহু প্রয়াসের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করেন।)॥ (১ম—৬২সূ—১১ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে দস্ম দর্শনীয়েন্দ্র! অর্কৈঃ শস্ত্ররূপৈর্ম্মন্ত্রৈর্নমসা নমস্কারেণ যস্ত্বং নব্যঃ স্তুত্যো ভবসি। সনায়ুবঃ সনাতনমগ্নিহোত্রাদি নিত্যং কর্ম্মাত্মন ইচ্ছন্তো বসূয়বো বসু ধনমাত্মন ইচ্ছন্তো ধনকামা বা মতয়ো মেধাবিনস্ত্বাং দক্রুঃ বহুনা প্রয়াসেন জগ্মুঃ। হে শবসাবন্ বলবন্নিন্দ্র! তৈঃ প্রযুক্তা মনীষাঃ স্তুতয়স্ত্বা ত্বাং স্পৃশন্তি প্রাপ্নুবন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। উশতীরুশত্যঃ কাময়মানাঃ পত্নীঃ পত্ন্য উশন্তং কাময়মানং পতিং ন। যথা পতিং সম্ভজন্তে তদ্বৎ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'দস্ম' দর্শনীয় ইন্দ্র 'অর্কৈঃ' শস্ত্ররূপ মন্ত্রসমূহের 'নমসা' নমস্কারের দ্বারা যে আপনি 'নব্যঃ' স্তবনীয় হয়েন; 'সনায়ুবঃ' সনাতন অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম্মকে আপনি ইচ্ছাকারী 'বসূযবঃ' ধনকে আপনি পাইবার অভিলাষী অথবা ধনকামী 'মতয়ঃ' মেধাবিগণ আপনাকে 'দক্রুঃ' বহুপ্রকার প্রয়াসের দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে 'শবসাবন' বলবন্ ইন্দ্র! আপনার উদ্দেশে প্রযুক্ত 'মনীষাঃ' স্তুতিসমূহ 'ত্বা' আপনাকে 'স্পৃশন্তি' প্রাপ্ত হয়। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত। 'উশতী' কাময়মানা 'পত্নীঃ' পত্নীগণ 'উশন্তং' কাময়মান 'পতিং ন' যে প্রকারে পতিকে সম্ভজনা করেন, তদ্বৎ।

সনায়ুবঃ। সনেত্যেতদব্যয়ং নিত্যত্বমাচষ্টে। তেন চ তদ্বান্ লক্ষ্যতে। সনা সনাতনং কর্ম্মাত্মন ইচ্ছন্তীতি সনায়ুবঃ। ক্যাচ্ছন্দসীত্যুপ্রত্যয় জসি বর্ণব্যত্যয়েনোত্বং। মতয়ঃ। মন জ্ঞানে। মন্বন্ত ইতি মতয়ঃ স্তোতারঃ। ক্তিচ্ক্তৌ চ সংজ্ঞায়ামিতি ক্তিচ্। ন ক্তিচি দীর্ঘশ্চেতি নিষেধে প্রাপ্তে বাহুলকাদনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনানুনাসিকলোপঃ। চিত্বাদন্তোদাত্তত্বং। দদ্রুঃ। দ্রা কুৎসায়াং গতৌ। লিট্যাস্যাতোলোপ ইটি চেত্যাকারলোপঃ। উশতীঃ। বশ কান্তৌ। লটঃ শতৃ। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। শতুর্ঙিত্বাৎ গ্রহিজ্যাদিনা সংপ্রসারণং। উগিতশ্চেতি ঙীপ্। শতুরনুম ইতি নদ্যা উদাত্তত্বং। বা ছন্দসীতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘঃ। শবসাবন্। মতুপ্যাকারোপজনশ্ছান্দসঃ। যদ্বা মত্বর্থীয় আবনিপ্॥ (১ম—৬২সূ—১১ঋ)॥

• • •

একাদশ (৭১৮) ঋকের বিশদার্থ।

———:•:———

এই মন্ত্রের সাধারণ প্রচলিত অর্থ এই যে,—'হে সুদর্শন ইন্দ্রদেব! শস্ত্ররূপ মন্ত্রসমূহের নমস্কার দ্বারা আপনি স্তুত হয়েন; যাঁহারা সনাতন অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম্মকে ইচ্ছা করেন এবং যাঁহারা ধনপ্রাপ্তির কামনা করেন, তাঁহারা অতি প্রয়াসে আপনাকে প্রাপ্ত হয়েন।' এবম্বিধ বাক্যে মন্ত্রের মর্ম্ম উপলব্ধ হয় বলিয়া মনে হয় না। এখানে মনে হয়, স্তুতি-সমূহের ও নমস্কারের দ্বারা তিনি স্তুত হন—এই ভাবের সহিত, জ্ঞানিগণ যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা তাঁহাকে অতি কষ্টে প্রাপ্ত হন—এই ভাবের,

---

সনায়ুবঃ। সন এই অব্যয়পদে নিত্যত্ব অর্থ প্রকাশ করে। তাহার দ্বারা—এই অর্থে তদ্বান্ হয়। সনা অর্থাৎ সনাতন কর্ম্ম আপনি ইচ্ছা করেন—এই অর্থে 'সনায়ুবঃ' পদ হয়। 'ক্যাচ্ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে উ-প্রত্যয়। জসের স্থলে বর্ণ-ব্যত্যয়ের দ্বারা উত্ব। মতয়ঃ। মন ধাতু জ্ঞানার্থক। মনন করেন—এই বাক্যে 'মতয়ঃ' পদে স্তোতৃগণকে বুঝায়। 'ক্তিচ্ক্তৌ চ সংজ্ঞায়াং' ইত্যাদি সূত্রে ক্তিচ্-প্রত্যয়। 'ন ক্তিচি দীর্ঘশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে নিষেধ প্রাপ্ত হওয়ায়, বাহুলকত্ব হেতু, 'অনুদাত্তোপদেশ' ইত্যাদি সূত্রে অনুনাসিকের লোপ। চিত্ব হেতু অন্তোদাত্তত্ব। দদ্রুঃ। দ্রা ধাতু কুৎসায় গমন অর্থ বুঝায়। লিটের উসের স্থলে 'আতো লোপ ইটি চ' ইত্যাদি সূত্রে আকার লোপ। উশতীঃ। বশ ধাতু কান্তি অর্থ বুঝায়। লটে শতৃ প্রত্যয়। অদাদিত্ব-হেতু শপের লোপ। শতুর্ঙিত্ব হেতু 'গ্রহিজ্যা' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা সম্প্রসারণ। 'উগিতশ্চ' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা ঙীপ্। 'শতুরনুমঃ' ইত্যাদি সূত্রে ন-আদির উদাত্তত্ব। 'বা ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বসবর্ণের দীর্ঘত্ব। শবসান্। ছান্দস-হেতু মতুপে আকার উপজন হইয়াছে। অথবা মত্বর্থীয় আবনিপ্ প্রত্যয় হইয়াছে॥ ১১॥

• • •

একটা তুলনা আছে। নচেৎ, পরস্পর-সম্বন্ধ-শূন্য-ভাবে এই দুই উক্তি যে প্রযুক্ত হইয়াছে, সহসা তাহা মনে হয় না। আমরা মনে করি, এখানে ভগবৎ-প্রাপ্তির দ্বিবিধ পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রথম পথ—"অর্কৈঃ নমস্কারেণ"। দ্বিতীয় পথ—'সনায়ুবঃ বসূয়বঃ মতয়ঃ' যৎ কৃণ্বন্তি; অর্থাৎ—জ্ঞানী কর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণের কর্ম্মাদি। এখানে 'অর্কৈঃ' পদের ও 'নমস্কারেণ' পদের মর্ম্ম অনুধাবন করিলে, সৎকর্ম্মনিবহের সহিত ভগবানের পূজার বা ভগবানে আত্মসমর্পণের ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। "অর্কৈঃ" পদে "মন্ত্রৈঃ সৎকর্ম্মানুষ্ঠানৈঃ বা সহ" অর্থ পরিগ্রহণ করা যাইতে পারে। মন্ত্ররূপে ভগবান্ বিদ্যমান আছেন; আবার সৎকর্ম্মের সহিত ভগবান্ বিদ্যমান থাকেন। সুতরাং ভগবদবস্থিতি-নিবন্ধন 'অর্কৈঃ' পদের 'সৎকর্ম্মভিঃ' প্রতিবাক্যও অসমীচীন নহে। নমস্কারে নতি বা আত্মসমর্পণের ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। তবেই ঐ অংশে সৎকর্ম্মসহযুতা ভক্তির প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে হয়। পক্ষান্তরে যেন বলা হইয়াছে—'মতয়ঃ' অর্থাৎ জ্ঞানিগণ জ্ঞানমার্গের অনুসরণে কর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহাকে প্রাপ্ত হন বটে, কিন্তু সে একটু আয়াসসাধ্য। ভক্ত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানসহ সম্পূর্ণরূপ নির্ভরপরায়ণ হইয়া ভগবান্কে যেভাবে প্রাপ্ত হন, জ্ঞানী অগ্নিহোত্রাদি যাগ প্রভৃতির দ্বারা তাঁহাকে তদপেক্ষা আয়াসে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এ পক্ষে এখানে সৎকর্ম্মান্বিত ভক্তের প্রাধান্যই কীর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে একটি উপমা আছে। তদ্দ্বারা পূর্ব্ব ঋকের সম্বন্ধ লক্ষ্য করা যায়। পতিসহ মিলনের অভিলাষিণী একান্ত পতির প্রতি অনুরাগসম্পন্না সহধর্ম্মিণী যেমন পতিকে প্রাপ্ত হয়; 'মনীষাঃ' অর্থাৎ মনীষিগণের কৃত স্তুতি—জ্ঞানিগণের কৃত উপাসনা—সেইরূপ ভাবে ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। এখানকার ভাব এই যে,—জ্ঞানী যদি ভগবানের উপাসনা-পরায়ণ হন, তাহা হইলেই ভগবৎপ্রাপ্তিতে পরমানন্দ লাভ করেন। এখানে 'মনীষাঃ' পদ উভয় পক্ষের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত আছে মনে করা যায়। 'মনীষাঃ'—ভক্তেরও, 'মনীষাঃ'—জ্ঞানীরও;—উভয়ের স্তুতি সমভাবে ভগবানকে অকর্ষণ করে। অর্থাৎ, জ্ঞানী যদি ভক্তিপরায়ণ হন, আর ভক্ত যদি জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, উভয়ত্রই সমান

ফলের আশা করা যায়। মন্ত্র ভক্তকে জ্ঞানী হইতে বলিতেছেন; জ্ঞানীকে ভক্তি-পথ নির্দ্দেশ করিতেছেন; উভয়কেই একান্তে ভগবৎ-নির্ভরতা—ভগবানে সর্ব্বস্ব-সমর্পণ—শিক্ষা দিতেছেন। (১ম—৬২সূ—১১ঋ)॥

—·—

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিষষ্টিতমং সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্।)

সনাদেব তব রায়ো গভস্তৌ ন ক্ষীয়ন্তে

নোপ দস্যন্তি দস্ম।

দ্যুমাঁ অসি ক্রতুমাঁ ইন্দ্র ধীরঃ শিক্ষা

শচীবস্তব নঃ শচীভিঃ॥ ১২॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

সনাৎ। এব। তব। রায়ঃ। গভস্তৌ। ন। ক্ষীয়ন্তে।

ন। উপ। দস্যন্তি। দস্ম।

দ্যু৺মান্। অসি। ক্রতু৺মান্। ইন্দ্র। ধীরঃ। শিক্ষ।

শচী৺বঃ। তব। নঃ। শচীভিঃ॥ ১২॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দস্ম' (হে দর্শনীয়, হে মনোহর) 'তব গভস্তৌ' (তব হস্তে) 'সনাদেব' (চিরকালা-দারভ্য স্থিতানি, নিত্যানি) 'রায়ঃ' (ধনানি) 'ন ক্ষীয়ন্তে' (ন নশ্যন্তি) 'ন উপদস্যন্তি

চ' (ন উপক্ষয়ং প্রাপ্নোতি চ); 'ইন্দ্র' হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'ধীরঃ' (অচঞ্চলঃ ত্বং) 'দ্যুমান্' (দীপ্তিমান্) তথা 'ক্রতুমান্' (লোকরক্ষণহেতুভূতকর্ম্মযুক্তঃ) অসি; 'শচীবঃ' (কর্ম্মবন্, সৎকর্ম্মস্বরূপ হে দেব।) 'তব শচীভিঃ' (ত্বদীয়ৈঃ কর্ম্মভিঃ, ত্বদীয়কর্ম্মসাধনসামর্থ্যং প্রদত্ত্বা ইতি ভাবঃ), 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'শিক্ষা' (ধনং সদ্বস্তুং বা দেহি)। ভগবান্ অক্ষয়ধনদাতা; তদ্ধনং স অস্মান্ দদাতু—ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৬২সূ—১২ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে দর্শনীয় (হে মনোহর)! আপনার হস্তে চিরকাল হইতে অবস্থিত ধনসমূহ নাশ প্রাপ্ত হয় না, এবং ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! অচঞ্চল আপনি দীপ্তিমান্ ও লোকরক্ষার কারণভূত কর্ম্মবিশিষ্ট হয়েন। হে 'শচীব' অর্থাৎ সৎকর্ম্মস্বরূপ! আপনার কর্ম্মের দ্বারা (আপনার কর্ম্ম অনুষ্ঠানের সামর্থ্য প্রদান করিয়া) আমাদিগকে আপনি সদ্বস্তু দান করুন। (ভাব এই যে,—ভগবান্ অক্ষয় ধনদাতা, সেই ধন তিনি আমাদিগকে প্রদান করুন—এই প্রার্থনা।)॥ (১ম—৬২সূ—১২ঋ)॥

সায়ণ ভাষ্যং।

হে দস্ম দর্শনীয়েন্দ্র! গভস্তিরিতি বাহুনাম। তব গভস্তৌ হস্তে সনাদেব চিরকালাদারভ্য স্থিতানি রায়ো ধনানি ন ক্ষীয়ন্তে। ন নশ্যন্তি। নোপদস্যন্তি চ। স্তোতৃভ্যো দত্তেঽপি ত্বদ্ধস্তগতং ধনমুপক্ষয়ং ন প্রাপ্নোতি। অপিতু বর্দ্ধতে। হে ইন্দ্র! ধীরো বুদ্ধিমান্ ধৃষ্টো বা ত্বং দ্যুমান্ দীপ্তিমানসি। তথা ক্রতুমান্ লোকরক্ষণহেতুভূতকর্ম্মযুক্তোঽসি। হে শচীবঃ কর্ম্মবন্নিন্দ্র! তব শচীভিস্তদীয়ৈঃ কর্ম্মভির্নোঽস্মভ্যং ধনং শিক্ষা। দেহি শিক্ষতির্দানকর্ম্মা॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'দস্ম' দর্শনীয় ইন্দ্র! আপনার 'গভস্তৌ' (গভস্তি পদ বাহু-নাম মধ্যে পঠিত হয়) হস্তে 'সনাদেব' চিরকাল হইতে আরম্ভ করিয়া অবস্থিত 'রায়ঃ' ধনসমূহ 'ন ক্ষিয়ন্তে' নাশপ্রাপ্ত হয় না, 'ন উপদস্যন্তি চ' স্তোতৃগণকে দেওয়া হইলেও আপনার হস্তগত ধন উপক্ষয় প্রাপ্ত হয় না; পরন্তু বিদ্যমান্ থাকে। হে 'ইন্দ্র' ইন্দ্রদেব! 'ধীরঃ' বুদ্ধিমান্ অথবা ধৃষ্ট আপনি, 'দ্যুমান্' দীপ্তিমান্ হয়েন, আর 'ক্রতুমান্' লোক-রক্ষণ-হেতুভূত কর্ম্মযুক্ত হয়েন। হে 'শচীবঃ' কর্ম্মবন্ ইন্দ্র! 'তব শচীভিঃ' আপনার কর্ম্মসমূহের দ্বারা 'নঃ' আমাদিগকে 'শিক্ষ' ধন প্রদান করুন। 'শিক্ষতি' পদ দানকর্ম্ম বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়।

ক্ষীয়স্তে। ক্ষীব্‌ হিংসায়াং। ক্র্যাদিঃ। তস্মাৎ কর্ম্মকর্ত্তরি কর্ম্ম ভাবাত্তপাত্মনেপদে বৎকরণং স্বাশ্রয়মপি যথা স্যাদিতি কর্ত্তৃবদ্ভাবাদচঃ কর্ত্তৃযকীত্যাদ্যুদাত্তত্বং। চাদিলোপে বিভাষেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। শচীবঃ। শচ্যস্যাস্তীতি শচীবান্‌ ছন্দসীর ইতি মতুপো বত্বং। সংবুদ্ধৌ মতুবসো রুরিতি নকারস্য রুত্বং॥ (১ম—৬২সূ—১২ঋ)॥

• • •

দ্বাদশ (৭৩৯) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অর্থ বিষয়ে ভাষ্যাদির সহিত বিশেষ কিছুই মত পার্থক্য ঘটে নাই। ঋক্‌টিতে তিনটি বিভাগ আছে; তাহাতে ভগবৎ-সম্বন্ধে তিনটি তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথমতঃ, সংসারের মঙ্গলের জন্য—লোকের হিতসাধন জন্য—তিনি চিরকালই অবিনাশী অক্ষয় ধন ধারণ করিয়া আছেন; সে ধনের নাশ নাই ও ক্ষয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, তিনি যে অচঞ্চল দীপ্তিমান্‌ অর্থাৎ সদাকাল জ্ঞানালোকবিতরণকারী এবং লোক-রক্ষার বা জীবের পরিত্রাণের উপযোগী কর্ম্মসমূহের যে তিনিই মূল অর্থাৎ তাঁহাকে অবলম্বন বা লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম করিলেই যে জীব রক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। * তৃতীয়তঃ, তিনি "শচীবঃ" অর্থাৎ সৎকর্ম্ম-স্বরূপ; তাঁহার কর্ম্মই সৎকর্ম্ম; এবং সেই সৎকর্ম্মের দ্বারাই (শচীভিঃ) তিনি আমাদিগকে পরম ধন প্রদান করেন। এইরূপে বুঝা যায়, মন্ত্রের প্রথম দুই অংশ তাঁহার মাহাত্ম্য-খ্যাপক। তৃতীয় অংশ—প্রার্থনা-মূলক।

ক্ষীয়স্তে। হিংসার্থ ক্ষীব ধাতু হইতে উৎপন্ন। ক্র্যাদিগণীয়। তাহাতে কর্ম্মবাচ্যের স্থলে কর্ত্তৃবাচ্যে কর্ম্মবৎভাবহেতু আত্মনেপদে যক্‌। বৎ-করণের স্বাশ্রয়েও যেমন হয়, সেই নিয়মে কর্ত্তৃবৎ-ভাব-হেতু অচ্‌। তাহাতে 'কর্ত্তৃযকি' ইত্যাদি সূত্রে নিপাতের প্রতিষেধ। শচীবঃ। শচী উহাতে আছে—এই অর্থে শচীবান্‌ পদ হয়। 'ছন্দসীরঃ' ইত্যাদি সূত্রে মতুপের স্থানে বত্ব হইয়াছে। 'সম্বুদ্ধৌ মতুবসো রুঃ' ইত্যাদি নিয়মে নকারের রুত্ব। (১ম—৬২সূ—১২ঋ)॥

---

* অনুবাদের ভাষার তারতম্যে কোথাও বা এই অংশের অর্থ—"হে ইন্দ্র! তুমি জ্ঞানবান্‌ দীপ্তিশালী ও যজ্ঞযুক্ত"—এইরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু ভাবপক্ষে উহা যে অন্যরূপ নহে, পরন্তু আমাদিগের ব্যাখ্যার সহিত অভিন্ন, তাহা বলাই বাহুল্য।

তিনি তাঁহার কর্ম্মের দ্বারা অর্থাৎ আমাদিগকে তদুদ্দেশ্যে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী করিয়া রক্ষা করুন—পরমার্থের অধিকারী করুন। প্রার্থনার ইহাই মর্ম্ম। (১ম—৬২সূ—১২ঋ)।

ত্রয়োদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিষষ্টিতমং সূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্)

সনায়তে গোতম ইন্দ্র নব্যমতক্ষদ্ব্রহ্ম

হরিযোজনায়।

সুনীথায় নঃ শবসান নোধাঃ প্রাতর্মক্ষু

ধিয়াবসুর্জ্জগম্যাৎ ॥ ১৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সনাঽয়তে। গোতমঃ। ইন্দ্র। নব্যং। অতক্ষৎ। ব্রহ্ম।

হরিঽযোজনায়।

সুঽনীথায়। নঃ। শবসান। নোধাঃ। প্রাতঃ। মক্ষু।

ধিয়াঽবসুঃ। জগম্যাৎ ॥ ১৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শবসান' (শক্তিমন, শবোপমান্ জনান্ শক্তিদাতঃ) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'নঃ' (অস্মান্) ত্রায়স্ব শক্তিং দেহি বা ইতি শেষঃ; হে ভগবন। 'হরিযোজনায়' (জ্ঞান-রশ্মিসংযোগ-সাধকায়, জ্ঞানভক্তিপ্রদানকারিণে) 'সুনীথায়' (সুদৃষ্টিসম্পন্নায়, করুণাপরায়ণায়) তুভ্যং যদা 'গোধাঃ' (নবকর্ম্মপ্রবৃত্তো জনঃ) 'নব্যং' (চিরনূতনং) 'ব্রহ্ম' (স্তোত্রং, বেদমন্ত্রং) 'অতক্ষৎ' (উচ্চারয়তি, অনুধ্যায়তি), তদা সোঽপি 'গোতমঃ' (শ্রেষ্ঠজ্ঞান-সম্পন্নঃ সন্) 'সনায়তে' (নিত্যত্বং প্রাপ্নোতি)। অতঃ প্রার্থনা—'ধিয়াবসুঃ' (সৎকর্ম্মণা সদ্বুদ্ধ্যা প্রাপ্তধনঃ স জ্ঞানদেবঃ) 'প্রাতর্মক্ষু' (প্রতিদিনং, নিত্যমেব, যদ্বা—শীঘ্রং) 'জগম্যাৎ' (আগচ্ছতু, সদাকালং অস্মাসু অধিষ্ঠিতো ভবতু)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—ভগবৎকৃপায়াঃ অস্মদর্থং পূর্ব্বোক্ত আদর্শো বিদ্যতে; তদনুসরণেন বয়ং চিরপাপকর্ম্ম-কারিণোঽধুনা তং আরাধয়ামঃ; কৃপয়া স অস্মান্ ত্রায়তাং। (১ম—৬২সূ—১৩ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শক্তিমন্ (শবোপম জনগণকে শক্তিদাতা) ভগবন্! ইন্দ্রদেব! আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন—শক্তিদান করুন; হে ভগবন্! জ্ঞানরশ্মির সংযোগ সাধক অথবা জ্ঞানভক্তিপ্রদানকারী সুদৃষ্টিসম্পন্ন (করুণাপরায়ণ) সেই আপনার উদ্দেশে যখন নব কর্ম্মপ্রবৃত্ত জন চিরনূতন ব্রহ্ম-মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তখন তিনিও শ্রেষ্ঠজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া নিত্যত্ব প্রাপ্ত হয়েন; প্রার্থনা—সৎকর্ম্মের বা সদ্বুদ্ধির দ্বারা প্রাপ্ত ধন স্বরূপ সেই জ্ঞানদেবতা নিত্যকাল আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানের করুণায় পূর্ব্বোক্ত আদর্শ বিদ্যমান রহিয়াছে; তদনুসারে চিরপাপকর্ম্মকারী আমরা অধুনা তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি; কৃপা-পূর্ব্বক তিনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।)॥ (১ম—৬২সূ—১৩ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

স ইন্দ্রঃ সনায়তে। নিত্য ইবাচরতি। সর্ব্বেষামাদ্যো ভবতি। হে শবসান বলবন্নিন্দ্র হরিযোজনায় হরী অশ্বৌ রথে যোজয়তীতি হরিযোজনঃ। সুনীথায় সুষ্ঠুনেত্রে। এবম্ভূতায়

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সেই ইন্দ্র 'সনায়তে' নিত্যের ন্যায় আচরণ করেন অর্থাৎ সকলের আদি হয়েন। হে 'শবসান্' বলবন্ 'ইন্দ্র' ইন্দ্রদেব! 'হরিযোজনায়' হরিযোজনকারী ('হরী' অর্থাৎ অশ্বদ্বয় রথে যোজন করেন, এই অর্থে হরিযোজন পদ হয়) 'সুনীথায়' সুষ্ঠুনেতৃবিশিষ্ট

ছন্দৈ তুভ্যং গোতমো গোতমস্য ঋষেঃ পুত্রো নোধা ঋষির্নব্যং নূতনং ব্রহ্মেদং সূক্তরূপং স্তোত্রং নোঽস্মদর্থমতক্ষৎ। অকরোৎ। অতোঽস্মাভিরনেন স্তোত্রেণ স্তুতঃ সন ধিয়া বুদ্ধ্যা কর্ম্মণা বা প্রাপ্ত বসুরিন্দ্রঃ প্রাতঃ প্রাতঃকালে মক্ষু শীঘ্রং জগম্যাৎ। আগচ্ছতু॥

সনায়তে। সনেতি নিপাতো নিত্যশব্দসমানার্থঃ। তস্মাদাচারার্থে ক্যঙ প্রত্যয়ঃ। সুনী-থায়। নীঞ্ প্রাপণ ইত্যস্মাদৌণাদিকস্থক্প্রত্যয়ঃ। থ থাদিস্বরঃ॥ (১ম—৬২সূ—১৩ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য পঞ্চমে তৃতীয়ো বর্গঃ॥ ১৫৩॥

• • •

ত্রয়োদশ (৭৪০) ঋকের বিশদার্থ।

কিবা পদ বিন্যাসে, কিবা প্রচলিত অর্থে—উভয় প্রকারে ঋক্‌টীর ভাব পরিগ্রহণ বড়ই সমস্যা সঙ্কুল করিয়া রাখিয়াছে। ঋক্‌টীর অর্থ-নিষ্কাশন পক্ষে ঋকের অন্তর্গত অধিকাংশ পদ সমস্যা আনয়ন করে। প্রথম—'সনায়তে' পদ। কোথাও কিছু নাই; হঠাৎ 'সনায়তে' পদ দেখিয়া, ভাষ্যকার তাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—এই ক্রিয়া-পদটী ইন্দ্রদেব সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে সুতরাং তিনি উহার কর্ত্তৃপদ "স ইন্দ্রঃ" অধ্যাহার করিয়া ঐ পদের অর্থ করিয়া গিয়াছেন—'সেই ইন্দ্র সকলের আদি হয়েন।' তার পর—'হরিযোজনায়' পদ। ঐ পদে ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ দুইটী ঘোটককে রথে যোজন করার ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে দুইটী অশ্বযোজিত রথে অবস্থিত এবংবিধ একটা অর্থ ভাষ্যাভাষে প্রাপ্ত হওয়া যায়। * তার পর "সুনীথায়" ও "শবসান"

এবম্ভূত তাঁহাকে 'গোতমঃ' গোতম ঋষির পুত্র 'নোধাঃ' নোধাঋষি 'নব্যং' নূতন 'ব্রহ্ম' এই সূক্তরূপ স্তোত্র 'নঃ' আমাদিগের জন্য 'অতক্ষৎ' রচনা করিয়াছেন। অতএব, আমাদিগের কর্ত্তৃক এই স্তোত্রের দ্বারা স্তুত হইয়া 'ধিয়া' বুদ্ধির দ্বারা বা কর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্ত 'বসু' ইন্দ্র 'প্রাতঃ' প্রাতঃকালে 'মক্ষু' শীঘ্র 'জগম্যাৎ' আগমন করুন।

সনায়তে। 'সনেতি' নিপাতনে নিত্যশব্দসমান অর্থ প্রকাশক। তাহাতে আচারার্থে ক্যঙ্ প্রত্যয়। সুনীথায়। প্রাপণার্থক নীঞ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। তাহাতে ঔণাদিক থক্ প্রত্যয়। থাথাদি স্বর। (১ম—৬২সূ—১৩ঋ)॥

প্রথম মণ্ডলের পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় বর্গ সমাপ্ত॥ ১৫৩॥

---

* কিন্তু এই ঋকের যে বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহাতে আবার অর্থ করা হইয়াছে,—"তুমি রথে অশ্ব যোজনা কর" বা "অশ্বগণকে রথে সংযোজিত কর" ইহাতে চতুর্থ্যন্ত পদকে দ্বিতীয়ান্ত গণ্য করিয়া তৎসহ লোটের মধ্যম পুরুষের একবচনের একটা ক্রিয়া পর্য্যন্ত অধ্যাহৃত হইয়াছে।

পদদ্বয়। প্রচলিত বঙ্গানুবাদসমূহে ঐ দুইটীতেই সম্বোধন বিভক্তি ধরা হইয়াছে। তাহাতে প্রথমটীর অর্থ দাঁড়াইয়াছে—'হে সুনেত্র।' দ্বিতীয়টীর অর্থ দাঁড়াইয়াছে—'হে বলবন্!' ঐ দুইটীই, সম্বোধনের পদ যে 'ইন্দ্র', তাহারই বিশেষণ হইয়া পড়িয়াছে। তার পর "গোতমঃ" ও "নোধাঃ" পদদ্বয়। ঐ দুই পদে 'গোতম ঋষির পুত্র নোধা ঋষি' অর্থ সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন। 'নঃ' পদটীতে 'আমাদিগের জন্য' এবং "নব্যং ব্রহ্ম অতক্ষৎ" এই বাক্যাংশে 'নূতন মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন' অর্থ গৃহীত হয়। এই প্রকারে মন্ত্রটীর অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—

"হে ইন্দ্র! তুমি সকলের আদি; হে সুনেত্র বলবান্ ইন্দ্র! তুমি রথে অশ্ব যোজনা কর; গোতম ঋষির পুত্র নোধা আমাদের নিমিত্ত তোমার এই নূতন স্তোত্র রচনা করিয়াছেন। অতএব যিনি কর্ম্ম দ্বারা ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই ইন্দ্র প্রাতঃকালে শীঘ্র আগমন করুন।"

কেহ কেহ কহেন,—নোধা ঋষি এই সূক্ত রচনা করিয়া সূক্তের শেষ ঋকে আপনার নামের ভানতা এইরূপে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, এই প্রকার অর্থেই সে কল্পনা উল্টাইয়া যায়। গোতম ঋষির পুত্র নোধা যদি মন্ত্রের রচয়িতা হইবেন, তাহা হইলে এই যে "আমাদের জন্য" উক্তি রহিয়াছে, সে আবার কাহারা? অতএব, নোধা ঋষি যে এই সূক্তের—অন্ততঃ এই ঋকের—রচয়িতা নহেন, এই প্রচলিত অর্থেই তাহা বোধগম্য হয়। তার পর, এই ঋকের যে ইংরাজী অনুবাদ আছে, তাহা আবার অন্য প্রকার। সেখানে গোতমই মন্ত্রের রচয়িতা বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। সে অনুবাদ এই; যথা,—

"Gotama made a new song for the old (god) with brilliant horses, O India! May Nodhas be a good leader to us, O powerful Indra! May who is rich in prayers (India) come early and soon!" *

পূর্ব্বোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদে এবং এই ইংরাজী অনুবাদে কি পার্থক্য দাঁড়াইয়া গিয়াছে, সহজেই তাহা বোধগম্য হইবে। সঙ্গে সঙ্গে কোন্

* MAX MULLER's translation of the Rik as published in the Sacred Books of the East, Vol. XXXII.

পদে কি অর্থ পরিগৃহীত হইয়া তাৎপর্য্যের কি ইতর বিশেষ ঘটিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলেই, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের সার্থকতা বুঝা যাইবে।

ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে মন্ত্রটীকে আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। তদনুসারে "শবসান ইন্দ্রঃ নঃ" এই পদ-তিনটীকে এক পর্য্যায়ে রাখিয়াছি; "হরিযোজনায়" হইতে "সনায়তে" পর্য্যন্ত পদ কয়েকটী পরস্পর সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বলিয়া মনে করিয়াছি; এবং "প্রাতর্মক্ষু ধিয়াবসুর্জগম্যাৎ" বাক্যাংশকে একটী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছি। এই প্রকারে বিভাগ-বিশিষ্ট বিভিন্ন অংশের অন্তর্গত প্রতি পদের তাৎপর্য্য অনুধাবন করিলেই মন্ত্রার্থে সঙ্গতি লক্ষিত হইবে। প্রথমতঃ, দেবতাকে বলা হইয়াছে—'শবসান।' ঐ পদের সাধারণ-প্রচলিত অর্থ—'বলবন্'। আমরা উহার এক নিগূঢ় তাৎপর্য্য গ্রহণ করি। আমাদিগের ন্যায় শবোপম কর্ম্মশক্তিশূন্য মানুষের মধ্যে সৎকর্ম্ম-সাধনার যে সামর্থ্য আসে, সে সেই তাঁহারই কৃপা। 'শবসান' পদ তাঁহার সেই মাহাত্ম্য প্রকাশ করে। এখানে 'শবসান ইন্দ্র' এই সম্বোধনে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া যেন প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'মৃতদেহে সঞ্জীবনী শক্তিসঞ্চারকারী হে ভগবন! আমায় কর্ম্মশক্তি দেও—আমায় পরিত্রাণ কর।' আমরা মনে করি, মন্ত্রের প্রথমাংশ (আমাদিগের পরিগৃহীত প্রথম বিভাগ) এই ভাবই প্রকাশ করে।

এক্ষণে আমাদিগের পরিকল্পিত দ্বিতীয় বিভাগের প্রতি দৃষ্টি করুন। "হরিযোজনায়" পদে পূর্ব্বাপর আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, এখানেও সেই অর্থেরই সঙ্গতি দেখি। ঐ পদে 'জ্ঞানরশ্মির সংযোগ-সাধক' অথবা 'যুগপৎ জ্ঞান ভক্তি প্রদানকারী' ভাব প্রাপ্ত হই। 'সুনীথায়' পদে ভগবানের যে দুইটী পটল-চেরা-টানা চোখ 'সুনেত্র' আছে, তাহা আমরা মনে করি না। সেই নেত্রই নেত্র, সেই দর্শনকেই সুদর্শন বা সুনেত্র বলা যায়, যে নেত্রের দর্শনে পতিতের প্রতি করুণার ধারা বিনির্গত হয়। কথায় কথায় আমরা বলি—'সুনজরে পড়িয়াছে।' সেই যে সুদৃষ্টিসম্পন্নতা অর্থাৎ সেই যে করুণাপরায়ণতা—এখানে 'সুনীথায়' পদে সেই ভাব আসে। তার পর 'নোধাঃ' পদ। এই পদের বিষয় পূর্ব্বে

(১ম—৬১সূ—১৪ঋ) বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করিয়াছি। এই পদে, 'যাঁহারা সৎকর্ম্মে নবপ্রবৃত্ত' তাঁহাদিগকেই বুঝাইয়া থাকে। "নব্যং ব্রহ্ম অতক্ষৎ" বাক্যাংশে যে মন্ত্র রচনা করার ভাব আসে না, পরন্তু চির-নূতন বেদমন্ত্র উচ্চারণের বা অনুধ্যানের ভাব আসে, তাহা আমরা পূর্ব্বেও বুঝাইয়াছি,—এখানেও বুঝিতেছি। 'তক্ষ' ধাতু খোদাই কর্ম্ম কহে। তাহা হইতে রচনা করা অর্থ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা বলি, মন্ত্র বা মন্ত্রের ভাব হৃদয়ে খোদিত বা অঙ্কিত হইয়া যাওয়াই এখানকার ভাবার্থ। তাহাই অনুধ্যান। তার পর—"গোতমঃ" পদ। এই পদে 'শ্রেষ্ঠজ্ঞানসম্পন্ন' অর্থ আসে। এ বিষয়ও পূর্ব্বে (১ম—৬ সূ—৬ঋ) যথাযথ আলোচনা করিয়াছি। 'সনায়তে' পদে 'নিত্যত্ব প্রাপ্ত হয়' এই ভাব আসে। আমরা বলি, ঐ ক্রিয়া-পদ "নোধাঃ" * এই কর্ত্তৃপদের

* এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'নোধাঃ পদ লইয়া অনেক গবেষণা দেখা যায়। এতদুপলক্ষে অনেক প্রত্নতত্ত্বের কথাও আলোচিত হইয়া থাকে। ম্যাক্সমূলার বলেন—'নোধস ঋষি গোতম বংশীয় ছিলেন। এই ঋক্‌টিই তাহার প্রমাণ। এই ঋকে তিনি সেই আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।' এ বিষয়ে ম্যাক্সমূলারের উক্তি,—"In one passage Nodhas himself is called Gocama" এই বলিয়া তিনি এই ঋক্‌টী উদ্ধৃত করিয়াছেন ও ইহার ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। কিন্তু ঋক্‌টির যে ব্যাখ্যা বা ইংরাজী অনুবাদ তৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে, তাহাতে কিন্তু আমরা সে সন্ধান পাইলাম না। ইংরাজী অনুবাদ তো পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। পাঠকগণ বুঝিয়া দেখিতে পারেন। 'নোধা'র সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট সাতটী সূক্ত (৫৮ হইতে ৬৪ পর্য্যন্ত) ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে দৃষ্ট হয়। তাহার মধ্যে "গোতমাসঃ" পদ ৬০ম সূক্তে ও ৬১ম সূক্তে কয়েকবার লিখিত আছে। 'নোধাঃ' পদও ৬০ম সূক্তের ১৪শ ঋকে এবং এই ঋকে দেখা গেল। এ সকল স্থলেও নোধাকে ঋষি বলিয়া কল্পনা করা সম্ভব হয় বটে; কিন্তু ৬৪ম সূক্তের প্রথম ঋকে এ ভাব সম্পূর্ণরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সেখানে প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুসারেই নোধা আর ঋষি থাকিতে পারেন না, এবং তিনি সূক্ত-রচয়িতাও হইতে পারেন না। কেনন্না, সেখানে "নোধঃ" পদ আছে; এবং তাহা সম্বোধনের পদ বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়। নোধাই যদি সূক্তের রচয়িতা হয়েন, তিনি আবার নোধাকে কি করিয়া সম্বোধন করিবেন? যাহা হউক, যথাস্থানে তদ্বিষয় আলোচনা করা যাইবে। তবে 'নোধাঃ' পদে যে ঋষিবিশেষের নাম নহে, ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। নিঘণ্টু-নিরুক্তে ঐ পদ যে ভাবে ব্যবহৃত দেখি, তাহাতেও "নবনং স্তোত্রং দেবতায়াঃ প্রতি দধাতি" এরূপ বাক্যে কখনই ঋষি-বিশেষকে লক্ষ্য করা যায় না।

সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, এবং "গোতমঃ" পদকে 'গোতমস্য' রূপে গ্রহণ করার কোনই আবশ্যক নাই। "নোধাঃ" যে কর্ম্মগুণে "গোতমঃ" হন—এই ভাবই এখানে প্রকাশমান্। কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া, কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা, মানুষ ক্রমশঃ জ্ঞান লাভ করে। এখানে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানপরায়ণ জনের সুফল-প্রাপ্তির বিষয়ই প্রখ্যাত আছে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, প্রতিপন্ন হয়,—মন্ত্রের এই দ্বিতীয় অংশটী মন্ত্রের মেরুদণ্ড এবং শিক্ষার কেন্দ্র। এখানে বলা হইয়াছে, ভগবানের এমনই অপার মহিমা যে, তাঁহার পূজাপরায়ণ হইলেই—তাঁহার প্রতি ন্যস্তচিত্ত হইতে পারিলেই, তাঁহাকে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে যে তাঁহাকে কখনও ডাকি নাই, দিন যে হেলায় হারাইয়া আসিয়াছি, সে জন্য হতাশ্বাস হইবার কোনই কারণ নাই। 'নোধাঃ' যখন 'গোতমঃ' হইতে পারেন, সৎকর্ম্মে নূতন-প্রবৃত্ত হইয়াও মানুষ যখন প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়—পরাগতি লাভ করে; তখন আর ভয় কি—ভাবনা কিসের? সারাজীবন হারাইয়াছি; জীবনের এই অপরাহ্ণে জ্ঞানসঞ্চার হইয়াছে; তাহাতেই বা হানি কি? সেও বরং ভাল! এখনও যদি ভগবানকে মনঃপ্রাণ অর্পণ করি, এখনও যদি তাঁহার সেবায় তাঁহার কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করি; এখনও তাঁহার করুণা প্রাপ্ত হইতে পারি। এই উদ্দীপনা—এই আশ্বাস-বাণী এই ঋক্ ঘোষণা করিতেছে।

ঋকের শেষ প্রার্থনা,—'সদ্বুদ্ধির ও সৎকর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্য, হে ভগবন্, আপনি সদাকাল আমার মধ্যে বিদ্যমান্ রহুন।'

প্রোক্ত ভাবের ভাবুক হইয়া, মানুষ যখন এইরূপ প্রার্থনা করিতে সমর্থ হইবে, তখন কি তাহার আর কোনও ভাবনা থাকবে? আমাতে যেন সদ্বুদ্ধির সঞ্চার হয়, আমি যেন সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারি, তাহা হইলেই ভগবান্ আমার প্রাপ্য হইবেন, তাহা হইলেই সদাকাল তিনি আমার মধ্যে বিরাজমান্ থাকিবেন। এখনও পাপপথ হইতে ফিরিয়া আইস—এখনও ভগবৎপরায়ণ হও, এখনও সৎকর্ম্মে মনোনিবেশ করে,—এই মন্ত্র সেই শিক্ষাই প্রদান করিতেছে। (১ম - ৬২সূ - ১৩ঋ)॥

— • —

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। একাদশোঽনুবাকঃ। ত্রিষষ্টিতমং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ। পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ। চতুর্থঃ পঞ্চমশ্চ বর্গো ।।

ত্রিষষ্টিতমং সূক্তং।

এই সূক্তে নয়টী ঋক্ আছে। ঋষি ছন্দঃ ও দেবতা পূর্ব্বেরই ন্যায় পরিদৃষ্ট হয়। পূর্ব্বাপর ঋক্‌সমূহে যেরূপ বিভিন্ন ভাবের দ্যোতনা আছে, এই সূক্তের ঋক্‌সমূহের মধ্যেও তাহার ন্যূনতা দৃষ্ট হয় না।

এই সূক্তের তৃতীয় ঋকে কুৎস ও শুষ্ণ শব্দদ্বয় আছে। তদনুসারে সেই ঋকের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—শুষ্ণ নামক অসুরকে সংগ্রামে বধ করিয়া ইন্দ্রদেব কুৎসকে সাহায্য দান করিয়াছিলেন। এ পক্ষে নানাবিধ গবেষণা প্রচারিত আছে। কেহ কেহ বলেন,—কুৎস আর্য্যগণের পক্ষভুক্ত নৃপতি ছিলেন। তিনি অনার্য্যগণকে দমন করিয়াছিলেন। ইহাতে শুষ্ণকে ভারতের আদিম-অধিবাসী অনার্য্যগণের দলপতি এবং কুৎসকে আর্য্যগণের এক পক্ষের সেনাপতি বা রাজা বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এইরূপ সপ্তম ঋকে 'পুরুকুৎস' ও 'সুদাস' প্রভৃতি পদ আছে। ঐ ঋকে 'অংহোঃ' রূপ আর একটী পদ দৃষ্ট হয়। তদনুসারে ব্যাখ্যাদিতে পুরুকুৎসকে একজন 'মহর্ষি' এবং সুদাসকে একজন 'রাজা' বলিয়া খ্যাপন করা হইয়াছে। সেই মহর্ষির জন্য ইন্দ্র সাতটী নগর ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং সেই রাজার সহায় অংহ-নামক অসুরের ধন অপহরণ করিয়াছিলেন,—এবম্বিধ অর্থই প্রচারিত আছে। এই প্রকারে মন্ত্রাদিতে পুরাণের ও ইতিহাসের সম্বন্ধ সূচিত হইয়া থাকে। এইরূপ, নবম ঋকের 'হরিভ্যাং' প্রভৃতি পদ হইতে ইন্দ্র অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ মনুষ্যের প্রকৃতিসম্পন্ন ছিলেন,—এবম্বিধ ভাব পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

ঐ সকল ভাব ও অর্থ যে মন্ত্রসমূহে গ্রহণ করা যায় না, তাহা আমরা বলি না। তবে মন্ত্রের মধ্যে যে একটা নিগূঢ় ভাব আছে, পরস্পর সামঞ্জস্য-সূচক যে এক অভিন্ন অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, মন্ত্রার্থে তাহা লক্ষ্য করাই আমাদিগের ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য; সে দৃষ্টিতে কোথাও অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

কুৎস, পুরুকুৎস, সুদাস, শুষ্ণ প্রভৃতি পদ ঋগ্বেদের বিভিন্ন স্থানে পরিদৃষ্ট হয়। আবার পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে, পুরাবৃত্তে ও ইতিহাসে, সুদাস ও পুরুকুৎস প্রভৃতির কাহিনী নানা

স্থানে নানা ভাবে বিবৃত আছে। তৎসমুদায়ের সহিত সম্বন্ধের বিষয় কল্পনা করিয়াই এই সকল বৈদিক পদের অর্থ নিষ্কাশন করা হয়। আর, তাহা হইতেই সাধারণতঃ নানা-প্রকার গবেষণা প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেমন কুৎস * সম্বন্ধে, তেমনই সুদাস † সম্বন্ধে, প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ পুরাবৃত্তের নানা সম্বন্ধ খ্যাপন করিয়া থাকেন। এ পক্ষে সুদাসকে সেদিনের লোক বলিয়াই ঘোষণা করা হয়।

— • —

ত্রিষষ্টিতমসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণ চার্য্যকৃতা।)

ত্বং মহানিতি নবর্চ্চং ষষ্ঠং সূক্তং। নোধস আর্ষং ত্রৈষ্টুভং ঐন্দ্রং। অনুক্রম্যতে চ। ত্বং নবেতি। সমূল্হে সমূহ্লে দশরাত্রে দ্বিতীয়ে ছন্দোমে মরুত্বতীয়ে শস্ত্র এতৎ সূক্তং। বিশ্বজিতোঽগ্নিং নয় ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। তাংস্তু তে কীর্ত্তিং ত্বং মহাং ইন্দ্র যো হ। আ০ ৮৭। ইতি॥ তামেতাং প্রথমামৃচমাহ।

ত্রিষষ্টিতমসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'ত্বং মহান্' ইত্যাদি নয়টী ঋকবিশিষ্ট ষষ্ঠ সূক্ত (একাদশ অনুবাকের)। নোধা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ইন্দ্র দেবতা। এ বিষয়ে এইরূপ অনুক্রান্ত আছে,—'ত্বং নবেতি।' সমূল্হে সমূহ্লে দশরাত্রে দ্বিতীয়ে ছন্দোমে মরুত্বতীয় যাগে এই সূক্ত প্রযুক্ত হয়। 'বিশ্বজিতোঽগ্নি নবঃ' ইত্যাদি খণ্ডে এইরূপ সূত্রিত আছে—'তাং স্তুতে কীর্ত্তিং ত্বং মহাঁ ইন্দ্র যো হ' (৮।৭) ইতি। তাহারই প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

---

* ঋগ্বেদের ইংরেজী অনুবাদক উইলসন্ সাহেব কুৎস-সম্বন্ধে এরূপ লিখিয়া গিয়াছেন,—
"The Dasyus are described as the enemies of KUTSA. Agreeably to the apparent sense of Dasyu,—'barbarian' or 'one not Hindu',—KUTSA would be a prince who bore an active part in the subjugation of the original tribes of India."—Wilson.

† ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের অষ্টম ও নবম ঋকের ব্যাখ্যা উপলক্ষে ম্যাক্সমূলার সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, ত্রিৎসুদিগের অধিনায়ক সুদাসকে দশ জন রাজা একবার আক্রমণ করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁহাদিগের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই তাঁহার উক্তি—
"It was this river (Rawi) which the Ten Kings when attacking the TRITSUS under the SUDAS tried to cross from the west by cutting off its water. But their stratagem failed, and they perished in the river."

এ যেন প্রাচীন গ্রীক-দিগের সহিত সুদাসের যুদ্ধ হইয়াছিল—এই ভাবই ঐ অংশে ব্যক্ত আছে। ইহাই ম্যাক্সমূলারের মত।

প্রথমমণ্ডলস্য একাদশানুবাকে ত্রিষষ্টিতমং সূক্তং। নোধা ঋষিঃ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ।
ইন্দ্রো দেবতা। দশমেহনি দশরাত্রে মরুত্বতীয়ে শস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

* * *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিষষ্টিতমং-সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

ত্বং মহাঁ ইন্দ্র যো হ শুষ্মৈর্দ্যাবা জজ্ঞানঃ

পৃথিবী অমে ধাঃ।

যদ্ধ তে বিশ্বা গিরয়শ্চিদভ্বা ভিয়া দৃল্হাসঃ

কিরণা নৈজন্ ॥ ১ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। মহান্। ইন্দ্র। যঃ। হ। শুষ্মৈঃ। দ্যাবা। জজ্ঞানঃ

পৃথিবী ইতি। অমে। ধাঃ।

যৎ। হ। তে। বিশ্বা। গিরয়ঃ। চিৎ। অভ্বা। ভিয়া। দৃল্হাঃ।

কিরণাঃ। ন। ঐজন্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'শুষ্মৈঃ' (শত্রুকৃতৈঃ শোষণৈঃ, সত্ত্বনাশকেতুনা ইতি ভাবঃ, 'অমে' (ভয়প্রাপ্তে) 'দ্যাবাপৃথিবী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) 'মহান্' (মহত্ত্বসম্পন্ন) 'জজ্ঞানঃ' (জায়মানঃ) 'হ' (খলু) 'ধাঃ' (ধারয়তি, রক্ষতি); 'যৎ' (যস্মাৎ, ত্বদীয়রক্ষণশক্তিপ্রভাবাৎ)

'তে' (তব) 'ভিয়া' (ভয়েন) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি ভূতজাতানি, যদ্বা—সর্ব্বে) 'গিরয়শ্চিৎ' (পর্ব্বতা অপি, যদ্বা—পর্ব্বতবৎ কঠোরাঃ) 'আভ্বা' (মহান্তঃ, অন্যান মহান্তি সর্ব্বাণি) 'দৃহ্লাসঃ' * (দৃঢ়াঃ শত্রবঃ) 'কিরণাঃ ন' (রশ্ময় ইব) 'হ' (খলু) 'ঐজন্' (কম্পতি)। অয়ং ভাবঃ—সত্ত্বসংরক্ষণায় দৃষ্টিপরো ভব ; তেন শ্রেয়ো ভবতি ॥ (১ম—৬৩সূ—১ঋ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব ! শত্রুকৃত শোষণের দ্বারা (সত্ত্বনাশ হেতু) ভয়প্রাপ্ত দ্যাবাপৃথিবীকে মহত্ত্বসম্পন্ন করুণাপরায়ণ আপনিই রক্ষা করেন ; আপনার সেই রক্ষণশক্তি-প্রভাবে আপনার ভয়ে পর্ব্বতবৎ কঠোর মহান্ দৃঢ় শত্রুসকল (অথবা—ভূতসমূহ, পর্ব্বতসমূহ এবং অন্যান্য মহান্ দৃঢ় সকলেই) সূর্য্যরশ্মির ন্যায় কম্পিত হয়। (ভাব এই যে,—তোমার সত্ত্বভাব যেন নষ্ট না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখ ; তবেই মঙ্গল-লাভ করিতে সমর্থ হইবে।) ॥ (১ম—৬৩সূ—১ঋ) ॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ত্বং মহান্ গুণৈঃ সর্ব্বাধিকো ভবসি। যো হ যঃ খলু ত্বমমেঽসুরকৃতে ভয়ে সতি তজ্জানস্তদানীমেব প্রাদুর্ভূতঃ সন্ শুষ্মৈঃ শত্রূণাং শোষকৈরাত্মীয়ৈর্ব্বলৈর্দ্যাবাপৃথিবী দ্যাবাপৃথিব্যৌ ধাঃ। অধারয়। তাদৃশাদ্ভয়াদমুমুচ ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ যস্য তে যস্য খলু তব সম্বন্ধিন্যা ভিয়া ভীত্যা বিশ্বা বিশ্বানি ব্যাপ্তানি যানি ভূতজাতানি গিরয়শ্চিৎ যে চ শিলোচ্চয়াঃ। অভ্বা। মহন্নামৈতৎ। অন্যান্যপি মহান্তি যানি সন্তি তেঽপি সর্ব্বে দৃহ্লাসো দৃঢ়া অপ্যৈজন। অকম্পিত। তত্র দৃষ্টান্তঃ। কিরণাঃ ন। যথা সূর্য্যরশ্ময় ইতস্ততো নভসি কম্পন্তে তদ্বৎ ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'ইন্দ্র' ইন্দ্রদেব! ত্বং আপনি 'মহান' গুণসমূহের দ্বারা সকলের অধিক অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হয়েন। 'যো হ' যে আপনি 'অমে' অসুরকৃত ভয় উপস্থিত হইলে, 'জজ্ঞানঃ' তৎকালে প্রাদুর্ভূত হইয়া 'শুষ্মৈঃ' শত্রুদিগের শোষণকারী আপনার বলসমূহের দ্বারা 'দ্যাবাপৃথিবী' দ্যুলোক ও ভূলোককে 'ধাঃ' ধারণ করিয়াছিলেন ; তাদৃশ ভয় হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন—ইহাই ভাবার্থ। আর, 'যস্য তে' তোমার সম্বন্ধীয় 'ভিয়া' ভয়ের দ্বারা 'বিশ্ব' ব্যাপ্ত যে ভূতসমূহ 'গিরয়শ্চিৎ' যে পর্ব্বতসমূহ 'আভ্বা' মহান্ আর আর যে সকল বিদ্যমান্ আছে—তাহারও 'দৃহ্লাসঃ' দৃঢ় সকলেই 'ঐজন' কম্পান্বিত হইয়াছিল। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'কিরণাঃ ন' যেমন সূর্য্যরশ্মিসমূহ ইতস্ততঃ নভোমণ্ডলে কম্পমান হয়, তদ্বৎ।

---

* এই পদ কোনও কোনও গ্রন্থে "দৃল্হাসঃ" রূপেও লিখিত আছে দেখা যায়।

জজ্ঞানঃ জনী প্রাদুর্ভাবে। লিটঃ কানচ্। গমহনেত্যাদিনোপধালোপঃ। স্থানিবদ্ভাবাদ্দির্ভাবাদি। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। দ্যাবাপৃথিবী ইত্যস্য সমস্তপদস্য মধ্যে জজ্ঞান ইত্যস্য পাঠশ্ছান্দসঃ যৎ। সুপাং সুলুগিতি ষষ্ঠ্যা লুক। অভ্বা। আ সমন্তাদ্ভবন্তী সত্ত্বাং প্রাপ্নুবন্তীত্যভ্বা মহান্তঃ। আঙ্‌পূর্ব্বাদ্ভবতেরৌণাদিকো ড্বন্ প্রত্যয়ঃ। উপসর্গস্য হ্রস্বত্বং চ। আঙ্‌পূর্ব্বাদ্ভবতেরৌণাদিকো ড্বন্ প্রত্যয়ঃ। উপসর্গস্য হ্রস্বত্বং চ। যদ্বা। নঞ্‌পূর্ব্বাদ্ভবতেঃ প্রাপ্ত্যর্থান্নঞিভুবো ভিদিতি কন্ প্রত্যয়ঃ। মহান্তো হি প্রাপ্তুং ন শক্যন্তে। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শের্লোপঃ। কিরণাঃ। কীর্য্যন্তে বিক্ষিপন্তে ইতি কিরণাঃ। কৄ বিক্ষেপে। কৄপৃবৃজিমন্দিনিধাঞ্‌ভ্যঃ ক্যুরিতি ক্যুপ্রত্যয়ঃ যোরনাদেশে প্রত্যয়াদ্যুদাত্তত্বং। ঋত ইদ্ধাতোরিতীত্বং। ঐজন্। এজৃ কম্পনে। লঙ্যাডাগমঃ। স চোদাত্তঃ। বৃদ্ধিশ্চ ॥ ১ ॥

• • •

প্রথম (৭৪১) ঋকের বিশদার্থ।

—— : • : ——

এই ঋকের অর্থ-ব্যপদেশে ইহার অন্তর্গত 'শুষ্ণৈঃ' পদটীর প্রতি প্রথম দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে ঐ পদটী ইন্দ্রদেবতার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া উক্ত আছে। কিন্তু আমরা মনে করি, ঐ পদটীর ভাব অন্যরূপ। ভাষ্যে যে ঐ পদের প্রতিবাক্যে "শুষ্ণৈঃ শত্রূণাং শোষকৈঃ আত্মীয়ৈর্বলৈঃ" প্রভৃতি পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার পরিবর্তে আমরা ঐ পদের "শত্রুকৃতৈঃ শোষণৈঃ" প্রতিবাক্য গ্রহণ করি। 'অনে' পদের প্রতিবাক্যে সামঞ্জস্য-রক্ষার জন্য ভাষ্যে 'অসুরকৃতে ভয়ে'

'জজ্ঞানঃ'। প্রাদুর্ভাবার্থক জনী ধাতু লিটে কানচ। 'গমহন' ইত্যাদি সূত্রে উপধার লোপ। স্থানিবদ্ভাব-হেতু দ্বির্ভাবাদি। 'চিতঃ' ইত্যাদি সূত্রে অন্তোদাত্তত্ব। দ্যাবাপৃথিবী। এই সমাসবিশিষ্ট পদের মধ্যস্থল 'জজ্ঞানঃ' এইরূপ পাঠ ছান্দস-হেতু হইয়াছে। যৎ। 'সুপাং সুলুক' ইত্যাদি সূত্রে ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ হইয়াছে। অভ্বা। 'আ' অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে 'ভবন্তি' অর্থাৎ সত্ত্বাব প্রাপ্ত হয়—এই অর্থে অভ্বা পদে মহান্ বুঝায়। আঙ্‌পূর্ব্বক ভূ-ধাতু ঔণাদিকে ড্বন প্রত্যয়। উপসর্গের হ্রস্বত্ব। অথবা নঞ্‌ পূর্ব্বক ভূ-ধাতুর প্রাপ্ত-অর্থ-নিবন্ধন 'নঞিভুবা ভিৎ' ইত্যাদি সূত্রে কন্ প্রত্যয়। মহান্তও পাইতে সমর্থ হয় না—এই অর্থে ঐ পদ প্রযুক্ত হয়। 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে শির লোপ। কিরণাঃ। কৄ ধাতু বিক্ষেপার্থক বোধক। 'কীর্য্যন্তে' অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত হয়—এই অর্থে 'কিরণাঃ' পদ নিষ্পন্ন হয়। 'কৄপৃবৃজিমন্দিনিধাঞ্‌ভ্যঃ ক্যুঃ' ইত্যাদি সূত্রে ক্যু-প্রত্যয়। যোরনাদেশে প্রত্যয়ের আদ্যুদাত্তত্ব। 'ঋত ইদ্ধাতোঃ' ইত্যাদি সূত্রে ইত্ব। 'ঐজন্'। কম্পনার্থক এজ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। লঙে অট্ আগম। উহা উদাত্ত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। (১ম—৬৩সূ—১ঋ)॥

পদদ্বয় গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি সেই যে ভয়ের অবস্থা, সে অবস্থা সঞ্জাত হইয়াছে—'শুষ্ণৈঃ' অর্থাৎ শত্রুগণের বা রিপুগণের দ্বারা—হৃদয়ের সত্ত্বভাব শোষণ-উপলক্ষে। রিপুগণ যখন হৃদয়ের সত্ত্বভাব শোষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন যদি মানুষ ভয় পায়,—ভয় পাই। ভগবানের শরণাপন্ন হয়, ভগবান্ তখন আর অস্থির থাকিতে পারেন না,—তিনি তখন আবির্ভূত হইয়া সংসারকে রক্ষা করেন। সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য এবং দুষ্কৃতদিগের দমনের জন্য তিনি যে যুগে যুগে আবির্ভূত হন এখানে তাহারই বীজ উপ্ত রহিয়াছে দেখিতে পাই। সে ভয়—কিসের ভয়?—যে ভয়ে ভীত হইলে ভগবান্ আসিয়া রক্ষা করেন। সহজে বুঝা যায় না কি?—সে ভয়— সত্ত্বভাব নাশের ভয়। এখানে আমরা সেই অর্থ গ্রহণ করি। যে-সে ভয়ে ভীত হইলে, ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া যায় না; চোর চুরি করিতে গিয়া ভীত হইলে ভগবান্ তাহাকে রক্ষা করেন না; নরহন্তা নরহত্যা করিতে গিয়া ভীত হইলে ভগবান্ তাহার সহায় হন না। ইহাই সত্য - ইহাই সমীচীন—সত্যনাশ-ভয়ে ভীত হইলে ভগবান্ সহায় হইয়া থাকেন। মন্ত্রের প্রথম অংশে, 'ইন্দ্র' হইতে 'ধাঃ' পর্য্যন্ত পদ-কয়টিতে এই ভাবই প্রকাশ পায় যে,—লোকসকল যখন সত্ত্বভাব-নাশভয়ে ভীত হয় তখন ভগবান্ আপনার প্রবল শক্তি প্রয়োগ করিয়া লোকসকলকে রক্ষা করেন।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ, 'যৎ' হইতে 'ঐজন' পর্য্যন্ত পদ কয়টী, তাঁহার সেই শক্তির প্রভাব ব্যক্ত করিয়াছে। সে প্রভাব কেমন? ন—তাহার ভয়ে অতি-দৃঢ় শত্রুসকলও কম্পিত হইতে থাকে। এখানে ভাষ্যে ও ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ,—চরাচর বিশ্ব এবং দৃঢ় পর্ব্বতসমূহ পর্য্যন্ত তাঁহার ভয়ে কাঁপিয়া উঠে। পাহাড় কম্পিত হয় বা বিশ্ব কম্পিত হয়—ইহার ভাবার্থ এই যে, শত্রু যত-বড়ই দৃঢ় হউক না কেন, ভগবান্ যখন আপন শক্তি প্রয়োগ করেন, ভগবান্ যখন আশ্রিত জনকে রক্ষা করেন, তখন শত্রুর সকল দৃঢ়তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তিনিই রক্ষক; তিনিই বিপদ-নাশক; সত্ত্বভাব সংরক্ষণের জন্য চেষ্টান্বিত হইলে, তিনিই রক্ষা করিয়া থাকেন। এই শিক্ষাই এই মন্ত্রে প্রাপ্ত হই। (১ম—৬৩সূ—১ঋ)॥

—•—

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিষষ্টিতমং-সূক্তং। একাদশী ঋক্)।

আ যদ্ধরী ইন্দ্র বিব্রতা বেরা তে বজ্রং

জরিতা বাহ্বোর্ধাৎ।

যেনাবিহর্য্যতক্রতো অমিত্রান্ পুর ইষ্ণাসি

পুরুহূত পূর্ব্বী ॥ ২ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

আ যৎ। হরী ইতি। ইন্দ্র। বিঽব্রতা। বেঃ। আ। তে। বজ্রং।

জরিতা। বাহ্বোঃ। ধাৎ।

যেন। অবিহর্য্যতক্রতো ইত্যবিহর্য্যতঽক্রতো। অমিত্রান্। পুরঃ। ইষ্ণাসি।

পুরুঽহূত। পূর্ব্বীঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) ত্বং 'যৎ' (যদা) 'বিব্রতা' (বিবিধসৎকর্ম্মসমন্বিতে) 'হরী' (জ্ঞানভক্তি) 'আবেঃ' (প্রাপয়সি) তদানীং 'তে' (তব) 'বাহ্বোঃ' (হস্তয়োঃ) 'জরিতা' (স্তোতা, উপাসকঃ) 'বজ্রং' (আয়ুধং—শত্রুনাশায় ইতি যাবৎ) 'অধাৎ' (দদাতে, পশ্যতি ইতি ভাবঃ); 'অবিহর্য্যতক্রতো' (অভিলষিতকর্ম্মফলপ্রদ) 'পুরুহূত' (সর্ব্বৈঃ সম্পূজিত) হে ভগবন্! ত্বং 'অমিত্রান্' (শত্রূন্) 'যেন' (বজ্রেণ) 'ইষ্ণাসি'

(নাশয়সি), তেন বজ্রেণ 'পূর্ব্বা (প্রসিদ্ধানি, সুদৃঢ়ানি) 'পুরঃ' (শত্রুপুরাণি, রিপূণাং আশ্রয়স্থানানি) ভিনৎসি ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানভক্তী যদা সৎকর্ম্মসমম্বিতে ভবতঃ, তদৈব শত্রূণাং মূলচ্ছেদো ভবতি॥ (১ম—৬৩সূ—২ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি যখন বিবিধ সৎকর্ম্মসমম্বিত জ্ঞানভক্তিকে প্রাপ্ত হয়েন, তখন আপনার বাহুদ্বয়ে উপাসক শত্রুনাশের জন্য বজ্রকে দেখিতে পান; অভিলষিত কর্ম্মফলপ্রদ সকলের সম্পূজিত, হে ভগবন্! আপনি শত্রুদিগকে যে বজ্রের দ্বারা নাশ করেন, সেই বজ্রের দ্বারা শত্রুদিগের প্রসিদ্ধ সুদৃঢ় আশ্রয়-স্থানসমূহকেও ভেদ করেন। (ভাব এই যে—জ্ঞানভক্তি যখন সৎকর্ম্মসমম্বিত হয়, তখনই শত্রুগণের মূলোচ্ছেদ ঘটে।)॥ (১ম—৬৩সূ—২ঋ)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ত্বং যৎ যদা বিব্রতা বিবিধকর্ম্মাণৌ হরী ত্বদীয়াবশ্বাবাবেঃ। রথ আগময়সি। রথে যোজয়সীত্যর্থঃ। তদানীং তে তব বাহ্বোর্হস্তয়োর্জ্জরিতা স্তোতা বজ্রমাধাৎ। স্তোত্রেণ স্থাপয়সি। স্তোতা স্তুতেঃ প্রযত্নমন্তরেণ বজ্রং ত্বদ্ধস্তে দৃশ্যত ইত্যর্থঃ। হে অবিহর্য্যতক্রতো প্রেপ্সিতকর্ম্মন্নিন্দ্র। অমিত্রান্ শত্রূন্ যেন বজ্রেণেষ্ণাসি। অভিগচ্ছসি। হে পুরুহূত পুরুভির্বহুভির্যজমানৈরাহূতস্ত্বং পূর্ব্বীর্ব্বহ্বীঃ পুরোঽসুরপুরাণি ভেত্তুমভিগচ্ছসীত্যর্থঃ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'ইন্দ্র' ইন্দ্রদেব। আপনি 'যৎ' যদা 'বিব্রতা' বিবিধকর্ম্মকারী 'হরী' আপনার অশ্বদ্বয়কে 'আবেঃ' রথে আনয়ন করেন অর্থাৎ রথে যোজনা করেন, তদানীং 'তে' আপনার 'বাহ্বোঃ' হস্তদ্বয়ে 'জরিতা' স্তোতা 'বজ্রং আধাৎ' স্তোত্রের দ্বারা বজ্রকে স্থাপিত করেন অর্থাৎ স্তোতার স্তুতিরূপ প্রযত্নের আপনার হস্তে বজ্র দৃষ্ট হয় না। * হে 'অবিহর্য্যতক্রতো' প্রেপ্সিতকর্ম্মবন্ ইন্দ্র! 'অমিত্রান্' শত্রুগণকে 'যেন' যে বজ্রের দ্বারা 'ইষ্ণাসি' বিদ্ধ করেন, (হনন করেন) হে 'পুরুহূত' বহুযজমান্ কর্ত্তৃক আহূত, আপনি 'পূর্ব্বীঃ' বহুতর 'পুরঃ' অসুরগণের পুরসমূহ ভেদ করিতে গমন করে (ভেদ করেন)।

---

* এই স্থলের ভাষ্যে দুই প্রকার পাঠ দৃষ্ট হয়। এক প্রকার পাঠে "ন দৃশ্যতে" আছে; অন্য প্রকারের পাঠে "দৃশ্যতে" মাত্র আছে। আমরা শেষোক্ত পাঠই গ্রহণ করিলাম। বিশদার্থে দ্বিবিধ ভাবই ব্যক্ত হইবে। 'অবিহর্য্যতক্রতো' পদের অর্থেও ভাষ্যে এইরূপ গণ্ডগোল দেখি।

বিব্রতা। ব্রতমিতি কর্ম্মনাম। বিবিধং ব্রতং যয়োস্তৌ। সুপাং সুলুগিতি পূর্ব্বসবর্ণ-দীর্ঘত্বং। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। বেঃ। বী গতিপ্রজননকান্ত্যশনখাদনেষু। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাচ্ছান্দসে লঙি সিপ্যদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। বহুলং ছন্দস্যমাঙ যোগেঽপীত্যড়ভাবঃ। ধাং। ধাতেশ্ছান্দসে লুঙি গাতিস্থেতি সিচো লুক্। পূর্ব্ববদড়ভাবঃ। অবিহর্য্যক্রতো। হর্য্যতিঃ প্রেপ্সাকর্ম্মেতি যাস্কঃ। হর্য্য গতিকান্ত্যোঃ। কান্তিরভিলাষঃ বিহর্য্যতো-ঽনভিলষিতঃ। অবিহর্য্যতোঽভিলষিত ইত্যর্থঃ। তাদৃশঃ ক্রতুঃ কর্ম্ম যস্য স তথোক্তঃ। অমিত্রান্। ন সন্তি মিত্রাণ্যেষামিতি বহুব্রীহৌ নঞো জরমরমিত্রমৃতা ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। ইষ্কাসি। ইষ আভীক্ষ্ণ্যে। অত্র গত্যর্থঃ। ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না। সিপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে শ্নস্যৈব স্বরঃ শিষ্যতে। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ॥ (১ম—৬৩সূ—২ঋ)।

• • •

দ্বিতীয় (৭৪২) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

এই ঋকের অন্তর্গত 'হরী' 'অবিহর্য্যক্রতো' 'পুরঃ' প্রভৃতি পদ কয়েকটী উপলক্ষে মন্ত্রের অর্থ সম্পূর্ণ অন্যভাব পরিগ্রহণ করিয়া আছে। 'হরী' পদে ভাষ্যে যথাপূর্ব্ব 'অশ্বদ্বয়' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে; সুতরাং তাহার সহিত সম্বন্ধযুত 'বিব্রতা' পদ 'বহুকর্ম্মকারী' মাত্র অর্থ প্রকাশ করিয়াছে। ঘোটকদ্বয় যেন বহুবার রথ বহন করিয়াছিল, অথবা বহুকর্ম্মে যুক্ত ছিল, 'বিব্রতা হরী' পদদ্বয়ে এইরূপ একটা অর্থ আসিয়া পড়িয়াছে। এই উপলক্ষে মন্ত্রের প্রথম চরণের ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—

বিব্রতা। ব্রত এই পদ কর্ম্ম-নামবাচক। বিবিধ ব্রত যাহার, তাহাদিগকে বুঝায়। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বসবর্ণের দীর্ঘত্ব। বহুব্রীহি-হেতু পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। বেঃ। বী ধাতু গতি, প্রজনন, কান্তি, অশন ও খাদন অর্থ বুঝায়। অন্তর্ভাবিত ণিজন্ত-হেতু ছান্দসে লঙে সিপ্‌। তাহাতে আদিত্য-হেতু শপের লোপ। 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপি' ইত্যাদি নিয়মে অটের অভাব। ধাং। ধা ধাতু ছান্দসে লুঙ্‌ বিভক্তিতে 'গাতিস্থ' ইত্যাদি সূত্রে সিচের লোপ। পূর্ব্ববৎ অটের অভাব। অবিহর্য্যক্রতো। হর্য্যতি পদে প্রেপ্সা কর্ম্ম বুঝায় (যাস্কের মতে)। হর্য্য ধাতু গতি ও কান্তি অর্থে প্রযুক্ত হয়। কান্তি অর্থে অভিলাষ। বিহর্য্যত পদে অনভিলষিত অর্থ আসে। অবিহর্য্যত পদে যাহা অভিলষিত—তাহাকে বুঝায়। তাদৃশ ক্রতু বা কর্ম্ম যাহার—তিনি, এই অর্থে ঐ পদ প্রযুক্ত হয়। অমিত্রান্। ইহাদিগের মিত্র নাই—এই অর্থে, বহুব্রীহি সমাসে, 'নঞো জরমরমিত্রমিতাঃ' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদের আদ্যুদাত্তত্ব। ইষ্কাসি। আভীক্ষ্ণ্য অর্থমূলক ইষ ধাতু। এখানে গতি অর্থ জ্ঞাপক। ক্র্যাদিগণীয় বলিয়া শ্না প্রত্যয়। সিপের পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্তত্বে তাহারই স্বর অবশিষ্ট আছে। যদ্বৃত্তযোগ-হেতু অনিঘাত হইয়াছে। (১ম—৬৩সূ—২ঋ)॥

'হে ইন্দ্রদেব! আপনি যখন আপনার অশ্বদ্বয়কে রথে যোজনা করেন, স্তোতা তখন আপনার বাহুদ্বয়ে বজ্রকে স্থাপন করেন।' এইরূপ অর্থ নিষ্পাদনের পর ভাষ্যকার উহার একটু ভাবও প্রকাশ করিয়াছেন। সেই ভাব আবার বিভিন্ন গ্রন্থে পাঠান্তরে বিভিন্নরূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আছে। কোনও পাঠে দেখিতে পাই,—স্তোতা স্তুতির পর সে বজ্র আপনার হাতে দেখিতে পান না (ন দৃশ্যতে); কোনও পাঠে আবার দেখি—স্তোতা স্তুতির পর বজ্রকে দেখিতে পান (দৃশ্যতে)। রথে অশ্বদ্বয় সংযোজিত হইলে, স্তোতা স্তোত্রের দ্বারা ইন্দ্রদেবের হস্তে যে বজ্র স্থাপন করেন, তাহাই বা কি প্রকার? আর, তাঁহার স্তুতির পর হস্তদ্বয়ে বজ্র যে দৃষ্ট হয় বা দৃষ্ট হয় না—এতদুক্তিতেই বা কি ভাব প্রাপ্ত হই? রথে অশ্ব-যোজনার সহিত বজ্র দৃষ্ট হওয়ায় বা বজ্র অ-দৃষ্ট থাকায়—কি ভাব দ্যোতনা করে? রূপক ভিন্ন এখানে কোনও মর্ম্মই পরিগ্রহণ করা যায় না।

কিন্তু আমরা পূর্ব্বাপর যে পদে যে অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, তদনুসারে অর্থ নিষ্পন্ন করিলে, ভাব-পরিগ্রহের কোনই অন্তরায় আসে না। দ্বিবচনান্ত 'হরী' পদে আমরা জ্ঞান-ভক্তি অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'বিব্রতা' পদ 'বিবিধ সৎকর্ম্ম-সমন্বিত' অর্থ প্রকাশ করে। বি—বিবিধ বা বিশেষ প্রকার, ব্রত—যজ্ঞ বা সৎকর্ম্মানুষ্ঠান। বিবিধ সৎকর্ম্মানুষ্ঠান যখন জ্ঞান-ভক্তির সহিত সংযুক্ত হয়, অর্থাৎ আমরা যখন জ্ঞান-ভক্তি-সহকারে সৎকর্ম্মসমূহ সম্পাদন করিতে পারি; তখন ভগবান্ কি ভাবে আমাদিগের মধ্যে আবির্ভূত হন, কোন্ মূর্ত্তিতে স্তোতাকে দর্শন-দান করেন, "বাহ্বোঃ বজ্রং আধাৎ" পদত্রয়ে তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। এ পক্ষে, 'বজ্র দৃষ্ট হয়' অথবা 'বজ্র দৃষ্ট হয় না', ভাষ্যের দ্বিবিধ পাঠান্তর অনুসারে, আমরা সেই দ্বিবিধ ভাবই গ্রহণ করিতে পারি। যখন আমাদিগের শত্রুনাশের প্রয়োজন, যখন রিপুগণ আমাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হয়, তখন তাহাদিগের উচ্ছেদ-সাধন জন্য, ভগবান্ হস্তদ্বয়ে বজ্র ধারণ করেন; আর তাঁহার কর-ধৃত সেই বজ্র দেখিয়া আমরা অভয় প্রাপ্ত হই। পক্ষান্তরে পাপপরায়ণ আমাদিগের দমনের জন্য তিনি যে বজ্র ধারণ করেন; আমরা সৎপথাবলম্বী হইলে, আমরা জ্ঞানভক্তিসহযুত সৎকর্ম্মসমূহ অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইলে, সে বজ্র

আমরা আর দেখিতে পাই না সে বজ্র আমাদিগকে আর দেখিতে হয় না, সে বজ্র আমাদিগকে আর বিভীষিকা প্রদর্শন করে না। এইরূপে, ভাষ্যের পাঠান্তর অনুসারে, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থে আমরা দুই ভাবই গ্রহণ করিতে পারি। এতদ্ভিন্ন, বহুকর্ম্মকারী দুইটী অশ্ব যোজনার এবং দেবতার হস্তদ্বয়ে বজ্র স্থাপনের কোনই সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব, এই অংশের সার্থক মর্ম্ম এই যে,—'মানুষ যখন জ্ঞান-ভক্তির অধিকারী হইয়া সৎকর্ম্মসাধন করিতে পারে, তখন তাহার আর শত্রুভয় থাকে না, তখন সে নির্ভয়ে অবিচ্ছেদে ভগবদনুকম্পা লাভ করে।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের প্রথম সমস্যামূলক পদ—'অবিহর্য্যক্রতো'। ঐ পদের প্রচলিত অর্থ—'অনভিপ্রেত কর্ম্মকারী'। কিন্তু ঐ পদ ইন্দ্রদেবের সম্বোধনে প্রযুক্ত। সুতরাং ঐ পদের অর্থ গ্রহণ করা হয়—"বজ্রের দ্বারা শত্রুর অনভীপ্সিত কর্ম্ম করিয়া"। ঐ পদ সম্বন্ধে সায়ণের যে ভাষ্য এদেশে প্রচলিত আছে, তাহাতে ঐ প্রকার অর্থই গ্রহণ করা যাইতে পারে বটে; কিন্তু পদটীর যথাযথ বিশ্লেষণ করিলে ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। আমরা ঐ পদ-সম্বন্ধে যে সায়ণভাষ্য প্রকাশ করিয়াছি, তাহার সহিত অস্মদ্দেশ-প্রচলিত ভাষ্যের সম্পূর্ণ পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। 'অবিহর্য্যতে' পদে 'অনভিলষিত' অর্থ এদেশে প্রচলিত; কিন্তু আমরা উহার অর্থ গ্রহণ করি—'অভিলষিত'। এই অর্থ গ্রহণ করায়, শত্রুর সম্বন্ধ আর আকর্ষণ করিয়া আনিতে হয় না। পাপীকে ও পুণ্যবানকে, শত্রুকে ও মিত্রকে, তিনি যে তাহাদিগের কর্ম্মের অনুরূপ ফল প্রদান করেন, এখানে তাহাই বোধগম্য হয়। তদনুসারে আমরা ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'অভিলষিত কর্ম্মফলপ্রদ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। সেই অর্থেই পূর্ব্বাপর ভাবসঙ্গতি লক্ষিত হইবে। 'অমিত্রান্' অর্থাৎ শত্রু-দিগকে তিনি বজ্রের দ্বারা বিচ্ছিন্ন করেন; আবার তাঁহার সেই বজ্রই শত্রুগণের সুদৃঢ় আবাস-স্থলকেও ভেদ করে। মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে ভগবানের এবম্বিধ কর্ম্ম প্রখ্যাত আছে। এই অংশের 'পূর্ব্বীঃ' ও 'পুরঃ' পদদ্বয় লক্ষ্য করিবার বিষয়। 'পূর্ব্বীঃ' বলিতে পুরাকালের কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানকে বুঝাইতেছে না; এবং 'পুরঃ' বলিতেও সাধারণ গৃহ বা পুরী বুঝায় না। 'পূর্ব্বীঃ' পদে এখানে সুদৃঢ় ও প্রসিদ্ধ অর্থ জ্ঞাপন করে;

'পুরঃ' বলিতে পাপকলুষপূর্ণ হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য আসে। যে বজ্রের দ্বারা তিনি শত্রুকে বিচ্ছিন্ন করেন, সেই বজ্রের দ্বারাই তিনি সেই শত্রুর আশ্রয় স্থল অর্থাৎ হৃদয়ের কলুষপূর্ণ অংশসকল উৎখাত করিয়া ফেলেন। ফলতঃ, ভগবানের অনুকম্পা যখন মনুষ্য প্রাপ্ত হয়, তখন আমাদিগের রিপুগণ বিমর্দ্দিত হয় এবং সেই রিপুর আশ্রয়-স্থানও বিধ্বংস হইয়া যায়। কোন্ অবস্থায় কোন্ কর্ম্মে মানুষ ভগবানের অনুকম্পা প্রাপ্ত হয়, 'বিব্রতা হরী' পদদ্বয়ে সেই অবস্থাই দ্যোতনা করে। এ পক্ষে মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'জ্ঞান-ভক্তি-সহকারে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও; কোনও শত্রু তোমাকে কষ্ট দিতে পারিবে না।' (১ম—৬৩সূ—২ঋ)॥

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিষষ্টিতমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

ত্বং সত্য ইন্দ্র ধৃষ্ণুরেতান্ত্বমৃভুক্ষা।

নর্য্যস্ত্বং ষাট্।

ত্বং শুষ্ণং বৃজনে পৃক্ষ আণৌ যূনে

কুৎসায় দ্যুমতে সচাহন্॥ ৩॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। সত্যঃ। ইন্দ্র। ধৃষ্ণুঃ। এতান্। ত্বং। ঋভুক্ষাঃ॥

নর্য্যঃ। ত্বং। ষাট্।

ত্বং। শুষ্ণং। বৃজনে। পৃক্ষে। আণৌ। যূনে।

কুৎসায়। দ্যুহমতে। সচ। অহন্॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন ইন্দ্রদেব!) 'ত্বং সত্যঃ' (ত্বং মিথ্যারহিতঃ, সনাতনঃ, শ্রেষ্ঠঃ); 'এতান্' (মিথ্যারূপান্ অজ্ঞানরূপান শত্রূন্) 'ত্বং ধৃষ্ণুঃ' (ত্বমেব ধর্ষণকারী); 'ত্বং ঋভুক্ষাঃ' (ঋভূণাং নরদেবানাং ত্বং অধিপতি, যদ্বা—তেষাং হৃদি ত্বং অবস্থিতোঽসি); 'ত্বং নর্যাঃ' (ত্বং নরহিতসাধকঃ) তথা 'ষাট্‌ঃ' (মনুষ্যাণাং শত্রুনাশকঃ); 'বৃজনে' (বর্জ্জনযুক্তে, মহাঘোরে) 'পৃক্ষে' (বীরসঙ্কুলে) 'আণৌ' (সংগ্রামে) 'সচা' (সহায়ো ভূত্বা) 'দ্যুমতে' (দীপ্তিমতে) 'যূনে' (তরুণায়, অভিনবশক্তিসম্পন্নায়) 'কুৎসায়' (নিন্দাতীতজনায়, সাধকায়) 'শুষ্ণং' সত্ত্বাবশোষকং সত্ত্বাপহারক শত্রুং) 'অহন' (অবধীঃ, হংসি) ত্বমিতি শেষঃ। সজ্জনানাং রক্ষার্থং ভগবন্ পাপান্ মিথ্যাংশ্চ দূরীকরোতি—ইতি ভাবঃ। (১ম—৬৩সূ—৩ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি সত্য; মিথ্যারূপী (অজ্ঞানরূপী) এই শত্রুগণের আপনিই ধর্ষণকারী; আপনি ঋভুগণের (নরদেবতাগণের) অধিপতি, অথবা তাঁহাদিগের হৃদয়ে অবস্থিত আছেন; আপনি নরহিতসাধক এবং মনুষ্যগণের শত্রুনাশক; রিপুসঙ্কুল ভীষণ সংগ্রামে সহায় হইয়া, দীপ্তিমান্ তরুণ নিন্দাতীত সাধকের নিমিত্ত, আপনি সত্ত্বাবশোষক সত্ত্বাপহারক শত্রুকে হনন করেন (ভাব এই যে,—সজ্জনগণের রক্ষার নিমিত্ত ভগবান্ পাপসমূহকে এবং মিথ্যা-সকলকে দূরীভূত করেন।)॥ (১ম-৬৩সূ—৩ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ত্বং সত্যঃ সৎসু ভবঃ। সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইত্যর্থঃ। এতান্ শত্রূনভিগতঃ সন্ ধৃষ্ণুরেষাং ধর্ষয়িতা তিরস্কর্ত্তা। কিঞ্চ ত্বমৃভুক্ষা ঋভূণামধিপতিঃ। তেষু কৃতনিবাসো বা।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'ইন্দ্র' ইন্দ্রদেব! ত্বং' আপনি 'সত্যঃ' সত্তের মধ্যে হয়েন অর্থাৎ আপনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আপনি 'এতান্' এই শত্রুগণে অভিগত হইয়া 'ধৃষ্ণুঃ' তাহাদিগের ধর্ষয়িতা বা তিরস্কর্ত্তা হয়েন। 'ত্বং' আপনি 'ঋভুক্ষাঃ' ঋভুগণের অধিপতি অথবা তাহাদিগের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। অথবা 'ঋভুক্ষাঃ' পদে মহৎ বুঝায়। তদনুসারে আপনি মহান্ প্রবৃদ্ধ

যদ্বা মহস্রামৈতৎ। মহান্ প্রবৃদ্ধোঽসি। নর্য্যো নৃভ্যো হিতঃ। তথা ত্বং ষাট্ শত্রূণামভি-ভবিতা। হন্তেত্যর্থঃ। কিঞ্চ বৃজন ইত্যাদীনি ত্রীণি সংগ্রামনামানি। অত্র পূর্ব্ব বিশেষণে বৃজনে বর্জ্জনযুক্তে সংগ্রামে হি বীরাঃ পুরুষা বর্জ্জ্যন্তে হিংস্যন্তে। পৃক্ষে সংপর্চ্চনীয়ে বীর্য্যৈর্যোদ্ধৃং প্রাপ্তব্যে। এবংবিধ আণৌ সংগ্রামে দ্যুমতে দীপ্তিমতে যূনে তরুণায় কুৎসায় সচা ত্বং সহায়ো ভূত্বা শুষ্ণং শোষয়িতারমতৎসংজ্ঞমসুরমহন্। অবধীঃ॥

ঋভুক্ষাঃ। ঋভুরিতি মেধাবিনাম। উরু বিস্তীর্ণং ভাতি। যদ্বা ঋতেন যজ্ঞেন ভাতি ভবতীতি বা ঋভুঃ উরুশব্দে ঋতশব্দে বোপপদে ভাতের্ভবতের্ব্বা মৃগয্বাদয়শ্চ। উ০ ১।৩৭। ইতি কুপ্রত্যয়ঃ। পূর্ব্বপদস্য ঋভাবশ্চ নিপাত্যতে। ক্ষয়তিরৈশ্বর্য্যকর্ম্মা। তেষামীষ্টে ইত্যৃভুক্ষাঃ। যদ্বা ক্ষি নিবাসগত্যোঃ। ঋভুষু নিবাসতীতি পতেস্থ ইতি বিধীয়মান ইনি প্রত্যয়ো বহুলবচনাদস্মাদপি ভবতি। টিলোপশ্চ। সৌ পথিমথ্যৃভুক্ষামাদিত্যাত্বং। প্রত্যয়স্বরঃ। ষাট্। সহ অভিভবে। ছন্দসি সহ ইতি কেবলাদপি ণ্বিঃ। ষত্বং ছান্দসং। দ্যুমতে। দ্যৌর্দ্দীপ্তিরস্মিন্নস্তীতি দ্যুমান। স্বাদিষ্বসর্ব্বনামস্থান ইতি পদসংজ্ঞায়াং দিব উদিত্যুত্বং। হ্রস্ব নুড্ভ্যাং মতুবিতি মতুপ উদাত্তত্বং। (১ম—৬৩সূ—৩ঋ)॥

* * *

হয়েন—এই ভাব আসে। আপনি 'নর্য্যঃ' নরসমূহের হিতকারী; আর 'ত্বং' আপনি 'ষাট্' শত্রুগণের অভিভবকারী অর্থাৎ হন্তা। 'বৃজনে' ইত্যাদি তিনটী পদ সংগ্রাম-নাম-বাচক। এখানে পূর্ব্বের দুইটী পদ (বৃজনে ও পৃক্ষে পদদ্বয়) বিশেষণরূপে ব্যবহৃত। 'বৃজনে' বর্জ্জনযুক্ত সংগ্রামে—বীরপুরুষগণ যেখানে হিংসা প্রাপ্ত হয়। 'পৃক্ষে' সম্পর্চ্চনীয় অর্থাৎ বীরত্বের দ্বারা যুদ্ধপ্রাপক। এবম্বিধ 'আণৌ' সংগ্রামে 'দ্যুমতে' দীপ্তিমান 'যূনে' তরুণ 'কুৎসায়' কুৎসের নিমিত্ত 'সচা ত্বং' আপনি সহায় হইয়া 'শুষ্ণং' শোষয়িতা এতৎ-সংজ্ঞক অসুরকে 'অহন্' বধ করিয়াছিলেন।

ঋভুক্ষাঃ। ঋভু এই পদ মেধাবী নাম মধ্যে পঠিত হয়। উরু অর্থাৎ বিস্তীর্ণ ভাতি অর্থাৎ দীপ্তি—এই অর্থে ঐ পদ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। অথবা উরু-শব্দের বা ঋত-শব্দের উপপদের সহিত ভা ধাতুতে বা ভূ ধাতুতে 'মৃগয্বাদয়শ্চ' (উ০ ১।৩৭) ইত্যাদি সূত্রে কু-প্রত্যয়। পূর্ব্বপদের ঋভাব নিপাতনে সিদ্ধ হয়। 'ক্ষয়তি' পদে ঐশ্বর্য্যকর্ম্ম বুঝায়। তাহাদিগের ঈষ্টে এই অর্থে 'ঋভুক্ষাঃ' পদ হয়। অথবা, নিবাস ও গতি অর্থ ব্যাপক ক্ষি ধাতু। তৎসমুদায়ে বসতি করে—এই অর্থে 'পতেস্থঃ' এই বিধিক্রমে ইনি-প্রত্যয়ের বহুল-বচন-হেতু এই পদ হয়। টির লোপ। 'পথিমথ্যৃভুক্ষাম' ইত্যাদিতে আত্ব। প্রত্যয়ের স্বর। ষাট্। সহ ধাতু অভিভব বুঝায়। 'ছন্দসি সহ' ইত্যাদি সূত্রে কেবল হেতুও ণ্বিঃ হয়। ছান্দস-হেতু ষত্ব। দ্যুমতে। দ্যৌঃ অর্থাৎ দীপ্তি ইহাতে আছে—এই অর্থে দ্যুমান্ পদ হয়। 'স্বাদিষ্বসর্ব্ব-নামস্থানঃ' ইত্যাদি সূক্তে পদসংজ্ঞায় 'দিব উৎ' এই নিয়মে উত্ব। 'হ্রস্ব নুড্ভ্যাং মতুপ' ইত্যাদি সূত্রে মতুপের উদাত্তত্ব। (১ম—৬৩সূ—৩ঋ)॥

* * *

তৃতীয় । ৭৪৩ । ঋকের বিশদার্থ ।

এই ঋকের দ্বিতীয় চরণের অন্তর্গত 'শুষ্ণং' ও 'কুৎসায়' পদদ্বয় উপলক্ষে শুষ্ণ অসুরের এবং কুৎস রাজর সম্বন্ধ খ্যাপন করা হয়। তদনুসারে মন্ত্রার্থের ভাব দাঁড়ায় এই যে, তিনি (ইন্দ্রদেব) ঘোর সমরে কুৎসের সহায় হইয়া শুষ্ণকে হনন করিয়াছিলেন। এইরূপে, মানুষের সহিত মানুষের যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধে এক পক্ষে ইন্দ্রের সহায়তা প্রভৃতি অর্থ ই এখানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা হউক, 'শুষ্ণ' ও 'কুৎস' সম্বন্ধে আমরা অনেক আলোচনা করিয়াছি। ঐ দুই পদে যে মনুষ্যগণকে বুঝায় নাই, পরন্তু পরবর্ত্তীকালে ঐ দুই পদের সহিত যে মনুষ্যের সম্বন্ধ আসিয়া যুক্ত হইয়াছে, পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষার প্রতি দৃষ্টি করিলে তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'সত্যঃ' ও 'ঋভুক্ষাঃ' পদদ্বয় বিশেষভাবে অনুধাবনার বিষয়ীভূত। এই মানুষই যে দেবত্বলাভে সমর্থ হয়, ঋভু-দেবগণ-সম্বন্ধীয় সূক্তের (বিংশ সূক্তের) ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে তাহা বুঝাইয়া আসিয়াছি। এখানে বলা হইতেছে, 'ভগবান্ সত্যস্বরূপ; আর তিনি ঋভুগণের মধ্যে অবস্থিতি করেন।' তবেই বুঝা যায় যে, নরদেবতাগণ সত্যপরায়ণ, আর সত্যের আশ্রয়কারী ভগবান্ তাঁহাদিগের মধ্যেই বিরাজমান্ আছেন। এইখানে মনুষ্যের মধ্যেই বা দেবতা কোন্ জন এবং তাঁহার সেই দেবত্বের লক্ষণই বা কি, এই দুই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সেখানে দীপালোক ও সূর্য্যালোক যেন এক হইয়া গিয়াছে।

মন্ত্রের উপদেশ,—'মানুষ! সত্যপর হও; নরদেবতা-রূপে প্রকাশ পাইবে। ভগবান্ আসিয়া তোমাদিগের মধ্যে বিরাজমান্ থাকিবেন।' সত্যের আলোকেই অজ্ঞানতা বা মিথ্যা নাশ প্রাপ্ত হয়। অজ্ঞানতার বা মিথ্যার প্রলোভন-জাল সত্যের দ্বারাই বিচ্ছিন্ন হয়। সেই ভাবও এখানে প্রকাশমান্। (১ম—৬৩সূ—৩ঋ)॥

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিষষ্টিতমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

ত্বং হ ত্যদিন্দ্র চোদীঃ সখা বৃত্রং

যদ্বজ্রিন্ বৃষকর্মন্নুভ্নাঃ।

যদ্ধ শূর বৃষমণঃ পরাচৈর্বি

দস্যূঁর্যোনাবকৃতো বৃথাষাট্ ॥ ৪ ॥

• • •

পদ বিশ্লেষণং।

ত্বং। হ। ত্যৎ। ইন্দ্র। চোদীঃ। সখা। বৃত্রং।

যৎ। বজ্রিন্। বৃষঽকর্ম্মন্। উভ্নাঃ।

যৎ। হ। শূর। বৃষঽমনঃ। পরাচৈঃ। বি।

দস্যূন্। যোনৌ। অকৃতঃ। বৃথাষাট্ ॥ ৪ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'ত্বং হ' (ত্বমেব) 'সখা' (সুহৃৎ, সহায়ঃ) ইত্যুপগতি অস্মাকমিতি ভাবঃ; (হে অভীষ্টবর্ষণকারিন্, হে পরমধনপ্রদাতঃ) 'ত্যং' (প্রসিদ্ধং পরমং ধনং যথা—সখ্যং) 'চোদীঃ' (দদসি—উপাসকান্ ইতি যাবৎ, যথা—অস্মান্ দেহি ইতি প্রার্থনা); 'বজ্রিন্' (হে বজ্রধারিন্)। 'বৃত্রং' (অস্মাকং অজ্ঞানতারূপং শত্রুং) ত্বং 'উভ্নাঃ' (হংসি, নাশয়); 'শূর' (হে বীর।) 'বৃষমণঃ' (হে অভীষ্টপূরকমনোবিশিষ্ট,

হে হিতাকাঙ্ক্ষিন্) ত্বং 'যদ্ধ' (যদৈব) 'বৃথাষাট্' (অনায়াসেন স্বতমেব রিপুশত্রূণাং অভিভবিতা) ভবসি, তদা তেষাং 'যোনৌ' (সহচরাদিযুক্তে বিষমে সংগ্রামে) 'দস্যূন্' (রিপূন্, শত্রূন্) 'পরাচৈঃ' (পরাঙ্মুখং কৃত্বাঃ) 'বাকৃতঃ' (সর্ব্বথা বিতাড়য়, বিনাশয়)। হে ভগবন্! যুগপৎ তব কোমলকঠোরভাবপ্রকাশেন অস্মান্ ত্রায়স্ব, রিপূন্ নাশয় চ—ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৬৩সূ—৪ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনিই ইহজগতে আমাদিগের সখা বা সহায়; হে অভীষ্টবর্ষণকারী (পরমধনপ্রদাতা)! সেই প্রসিদ্ধ সখ্য বা পরমার্থরূপ ধন আপনিই উপাসকগণকে প্রদান করেন; অথবা, প্রার্থনা—আমাদিগকে সেই ধন প্রদান করুন। হে বজ্রধারিণ্! আমাদিগের অজ্ঞানতারূপ শত্রুকে আপনিই হনন করেন। হে বীর! হে অভীষ্টপূরক-মনোবিশিষ্ট (হে হিতাকাঙ্ক্ষিন্)! আপনি যখন স্বতঃই রিপুশত্রুদিগের অভিভবকারী হয়েন, তখন তাহাদিগের সহচরাদিযুক্ত বিষম সংগ্রামে রিপুশত্রুদিগকে পরাঙ্মুখ করিয়া বিশেষভাবে বিতাড়ন করুন—বিনাশ করুন। (ভাব এই যে—হে ভগবন্! যুগপৎ আপনার কোমল ও কঠোর ভাব প্রকাশের দ্বারা আমাদিগকে ত্রাণ করুন এবং আমাদিগের রিপুসমূহকে নাশ করুন।)॥ (১ম—৬৩সূ—৪ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ত্বং খলু সখা কুৎসস্য সহায়ঃ সন্ ত্যৎ তৎ প্রসিদ্ধং ধনং জয়লক্ষণং যশো বা চোদীঃ। প্রেরিতবান্। অকারৌরিত্যর্থঃ। হে বৃষকর্ম্মন্ বৃষ্ট্যাদকসেচনরূপকর্ম্মোপেত বজ্রিন্ বজ্রবন্নিন্দ্র বৃত্রং সর্ব্বস্য ধনস্যাবরীতারং কুৎসস্য শত্রুং যৎ যদোভ্নাঃ। অতুভ্নাঃ। অহিংসীঃ। অপিচ হে শূর শত্রূণাং প্রেরক বৃষমণঃ কামাভিবর্ষকমনস্কেন্দ্র বৃথাষাট্ অনায়াসেন শত্রূণামভি-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'ইন্দ্র' ইন্দ্রদেব! 'ত্বং হ' আপনিই 'সখা' কুৎসের সহায় হইয়া 'ত্যৎ' সেই প্রসিদ্ধ ধনকে অথবা জয়লক্ষণ যশকে 'চোদীঃ' প্রেরিত করিয়াছিলেন; অর্থাৎ, ধন বা যশ প্রদান করিয়াছিলেন। হে 'বৃষকর্ম্মন্' বৃষ্টির জলসেচনরূপ কর্ম্মবিশিষ্ট! 'বজ্রন্' বজ্রধারী হে ইন্দ্র! 'বৃত্রং' সকল ধনের আবরণকারী কুৎসের শত্রুকে 'যৎ' যখন 'উভ্নাঃ' হিংসা করিয়াছিলেন; অপিচ, হে 'শূর' শত্রুগণের প্রেরক (শত্রুজয়ী)! 'বৃষমণঃ' কামনার অভিবর্ষণকারী (কামনার পূরক) হে ইন্দ্র! 'বৃথাষাট্' অনায়াসে শত্রুগণের অভিভবিতা আপনি 'যদ্ধ'

ভবিতা ত্বং যদ্ধ যদা খলু যোনৌ বীরৈর্ম্মিশ্রণীয়ে সংগ্রামে দস্যূন্ কুৎসস্তোপক্ষয়িতৃনন্যান্ শত্রূন্ পরাচৈঃ পরাগমনৈর্ব্ব্যকৃতঃ। পরাঙ্মুখা যথা ভবন্তি তথা ব্যচ্ছিনঃ। তদানীং কুৎসঃ সর্ব্বং যশঃ প্রাপ্নোদিত্যর্থঃ।

চোদীঃ। চুদ প্রেরণে। লুঙি নেটীতি সিচি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ। উভ্নাঃ। ণভ তুভ হিংসায়াং। ক্রৈয়াদিকঃ। লঙি সিপি তলোপশ্ছান্দসঃ। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপীত্যডভাবঃ। পরাচৈরিত্যেতদব্যয়ং নীচৈরুচ্চৈরিতিবদিতি ভট্টভাস্করমিশ্রঃ। পরাচৈঃ পরাঞ্চৈনৈরিতি নিরুক্তং। নি০ ১১।২৫। দস্যূন্। দীর্ঘাদটি সমানপাদ ইতি নকারস্য রুত্বং। অত্রানু-নাসিকঃ পূর্ব্বস্য তু বেত্যুকারস্য সানুনাসিকতা। অকৃতঃ। কৃতী ছেদনে। লঙি সিপি তুদাদিত্বাচ্ছপ্রত্যয়ঃ। আগমানুশাসনস্যানিত্যত্বাৎ শে মুচাদীনামিতি নুমাগমস্যাভাবঃ॥ ৪॥

* • *

চতুর্থ (৭৪৪) ঋকের বিশদার্থ।

ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে এই ঋক্‌টিকে সাধারণতঃ তিন অংশে বিভক্ত করা হয়। আমরা চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছি। সর্ব্বপ্রকারেই আমাদিগের অর্থে এবং ভাষ্যাদি-প্রবর্ত্তিত প্রচলিত অর্থে বিশেষ পার্থক্য দাঁড়াইয়া গিয়াছে। মন্ত্রে একটী সখা পদ আছে। ঐ পদ উপলক্ষে ভাষ্যে বলা হইয়াছে যে, তিনি (ইন্দ্র) কুৎস ঋষির (সখা সহায়) হইয়াছিলেন। তদনুসারে মন্ত্রের অন্তর্গত 'ত্যৎ' পদটীতে 'ধন' বা 'জয়লক্ষণযুক্ত যশঃ' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে; এবং মন্ত্রের প্রথমাংশের, "ত্বং হ ত্যদিন্দ্র

যখন 'যোনৌ' বীরগণের দ্বারা সংযুক্ত সংগ্রামে 'দস্যূন্' কুৎসের উপক্ষয়কারী অন্যান্য শত্রুগণকে 'পরাচৈঃ' পরাগমনের দ্বারা 'ব্যকৃতঃ' পরাঙ্মুখ যে প্রকারে হয় সেইরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন; তখন কুৎস সর্ব্বপ্রকার যশঃ প্রাপ্ত হইয়াছিল—ইহাই ভাবার্থ।

চোদীঃ। প্রেরণার্থক চুদ ধাতু। লুঙ 'নেটি' ইত্যাদি সূত্রে সিচের বৃদ্ধির প্রতিষেধ। উভ্নাঃ। ণভ তুভ—হিংসার্থবাচক। ক্র্যাদিগণীয়। লঙে সিপ্। ছান্দস হেতু তাহার লোপ। 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপি' ইত্যাদি সূত্রে অটের অভাব। পরাচৈঃ। এই পদ অব্যয়। নীচের ও উচ্চের ন্যায়—এই অর্থে ভট্টভাস্কর মিশ্র ঐ পদের প্রয়োগ সিদ্ধান্ত করেন। 'পরাচৈঃ পরাঞ্চৈনৈঃ ইত্যাদি নিরুক্তে (নিঃ ১১।২৫) একত্র উক্ত আছে। দস্যূন্। 'দীর্ঘাদটি সমানপাদে' এই সূত্রে নকারের রুত্ব। এখানে পূর্ব্বপদের অনুনাসিক বা উকারের সানুনাসিকতা। অকৃতঃ। ছেদনার্থক কৃতী ধাতু। লঙে সিপ্; তাহাতে তুদাদিত্ব-হেতু শ-প্রত্যয়। আগমানুশাসনের নিত্যত্ব-হেতু 'শে মুচাদীনাম্' ইত্যাদি সূত্রে নুমাগমের অভাব। (১ম—৬৩সূ—৪ঋ)॥

* • *

চোদীঃ সখা”—এই পদ-কয়েকটির, অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—‘হে ইন্দ্র কুৎসের সহায় হইয়া আপনি তাহাকে প্রসিদ্ধ যশ প্রদান করিয়াছিলেন তার পর, মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে, ‘বৃষকর্ম্মন্’ হইতে ‘উভ্নাঃ’ পর্য্য পদ-কয়েকটীতে অর্থ গ্রহণ করা হয়—‘বৃষ্টির জলপ্রদানকারী বজ্রী ই বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন।’ অবশেষে, মন্ত্রের শেষ অংশটীতে ‘শূ হইতে ‘ব্যবৃতঃ’ পর্য্যন্ত পদ-কয়েকটিতে, অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—‘হে শূ হে অভীষ্টবর্ষণাভিলাষিণ্! আপনি সংগ্রামে দস্যুদিগকে অনায়া বিতাড়িত করিয়াছিলেন।’ এইরূপে সমগ্র মন্ত্রটীর যে অর্থ যে ভ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহার দুইটী আদর্শ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। যথা,-

(১) “হে বৃষ্টিবর্ষণকারী বজ্রী ইন্দ্র! তুমি যখন শত্রুকে বধ করিয়াছিলে; হে শূর। অভীষ্টবর্ষণাভিলাষী ও শক্রবিকর্ষী ইন্দ্র। তুমি যখন সংগ্রামে দস্যু- দিগকে পরাঙ্মুখ করতঃ ধ্বংস করিয়াছিলে, তখন তুমি (কুৎসের) সহায় হইয়া তাহাকে প্রসিদ্ধ যশ প্রেরণ করিয়াছিলে।”

(২) “হে বর্ষণকারী ইন্দ্র! তুমি যৎকালে কুৎসশত্রু শুষ্ণকে বিনাশ ও অনার্য্যদিগকে পরাভূত করিয়া বিনষ্ট করিয়াছিলে, হে বিজয়শ্রীসম্পন্ন ইন্দ্র! তৎকালে তুমি কুৎসের নিমিত্ত বিমল খ্যাতিও প্রেরণ করিয়াছিলে।”

এখন, আমাদিগের যাহা বক্তব্য, তাহা কথিত হইতেছে। এই মন্ত্রে মধ্যে কুৎস বা তৎসম্বন্ধবিশিষ্ট কোনও পদ নাই। ভগবান্ যে কেব কুৎসের বা তৎসংজ্ঞাবিশিষ্ট ব্যক্তিরই সহায় হন, তাহাও মনে করি পারি না। পাপী তাপী আমরা সকলেই তাঁহাকে সহায় বলিয়া মন করিতে পারি। মন্ত্রের প্রথমাংশে ‘ইন্দ্র ত্বং হ সখা’ পদ-কয়েকটীতে এই বলা হইয়াছে যে,—‘হে ভগবন্! আপনিই ইহজগতে সকলের সখা ও বন্ধু; আপনি ভিন্ন সহায় আর কে আছে?’ ফলতঃ, এখানে কুৎ নামক ঋষি-বিশেষের প্রতি সহায়তার প্রসঙ্গ নাই; এখানে সাধারণ-ভাবে ইহসংসারে সকলেরই সহায় বলিয়া তাঁহাকে ঘোষণা করা হইয়াছে। পরিশেষে তাঁহাকে ‘বৃষকর্ম্মন্’ সম্বোধনে ‘অভীষ্টবর্ষণকারী বা পরমধন প্রদাতা’ বলিয়া অভিহিত করার পর তাঁহার নিকট হইতে সেই প্রসিদ্ধ পরমার্থ-রূপ ধনের বা সখ্যতার প্রার্থনা করা হইয়াছে। এখানে দ্বিবিধ ভাব ব্যক্ত হইতে পারে। ‘চোদীঃ’ ক্রিয়াপদে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। উহার অর্থে তাই আমরা ‘দেহি’ বা ‘দদসি’ ছ

প্রকার প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। এইরূপ, তৃতীয় অংশের 'উভ্নাঃ' ক্রিয়া-পদটীতেও বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করার প্রয়োজন হয়। ঐ পদের অর্থেও আমরা তাই 'হংসি' অথবা নাশয়' পদদ্বয় গ্রহণ করিয়াছি। এই অংশের মধ্যে তাঁহার 'বজ্রিন্' সম্বোধন বিন্যস্ত হইয়াছে। 'বৃত্রং' পদ তাঁহার সেই বজ্র প্রয়োগের সার্থকতা খ্যাপন করিতেছে। তাঁহার বজ্র-ধারণের প্রয়োজন—বৃত্রের সংহার-সাধন—জ্ঞানরশ্মিসঞ্চালনে অজ্ঞান-আঁধার দূরীকরণ। অতঃপর মন্ত্রের শেষাংশের পদ-কয়েকটীর সার্থকতা অনুধাবন করুন। এই অংশে তাঁহার 'শূর' ও 'বৃষণঃ' সম্বোধন-দ্বয় রক্ষিত হইয়াছে। তিনি যে সদাই মনুষ্যগণের হিতাকাঙ্ক্ষী, তিনি যে অনায়াসে মনুষ্যের শত্রুগণকে (পাপসমূহকে) পরাঙ্মুখ করিতে পারেন, প্রথমে তাহাই ব্যক্ত আছে। তার পর তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে, সহচর-সমন্বিত শত্রুগণকে, বিভিন্নমূর্ত্তিতে প্রকাশমান পাপকে ও তদনুসঙ্গী রিপুগণকে, আপনি বিতাড়িত ও বিপর্য্যস্ত করুন। এই অংশে যুগপৎ দুইটী ভাব প্রকাশমান; তাই দেবতার দ্বিবিধ বিশেষণ (সম্বোধন) পরিদৃষ্ট হয়। তিনি বীর, যেহেতু তিনি শত্রুগণকে অনায়াসে অভিভব করিতে পারেন; আবার তিনি প্রার্থীর অভীষ্ট-পূরণকারী; সুতরাং প্রার্থী তাঁহার নিকট শত্রুনাশের কামনা জ্ঞাপন করিয়া থাকে।

আমরা যে চারি ভাগে মন্ত্রটীকে বিভক্ত করিয়াছি, তাহাতে যথা-পর্য্যায় ভগবানের মহিমা এবং তাঁহার নিকট তদনুযায়ী প্রার্থনার আভাস পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, তাঁহার মহিমা ব্যক্ত হইল—তিনিই ইহজগতে মনুষ্যগণের সখা বা সহায়। তদনুসারে তাঁহার নিকট প্রার্থনা প্রকাশ পাইল,—'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে আপনার সেই সখ্য বা সহায়তা বা অনুগ্রহ প্রদান করুন।' সেই প্রার্থনা ক্ষেত্রেই তাঁহাকে 'বৃষকর্ম্মন্' বলিয়া সম্বোধন করা হইল; অর্থাৎ, তিনি যে অভীষ্টপূরণকারী, সুতরাং তাঁহার নিকটই যে প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য, এতদ্দ্বারা তাহাই বুঝা যায়। তার পর, তাঁহাকে যখন 'বজ্রিন্' বলিয়া সম্বোধন করা হইল, তখন তাঁহার বজ্র-প্রয়োগে অজ্ঞানতা রূপ শত্রু নাশের কামনা প্রকাশ পাইল। এখানে ক্রিয়া-পদের প্রতিবাক্যে আমরা লটের ও লোটের দ্বিবিধ পদ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে ঐ অংশকে ভগবানের মহিমা-প্রকাশক

বলিয়াও মনে করা যায়; আবার ঐ অংশে প্রার্থনাও প্রকাশ পায়। উপসংহারে দ্বিবিধ সম্বোধনে, তাঁহাতে কঠোর-কোমল দ্বিবিধ ভাবের সমাবেশে, শত্রুনাশের ও অনুকম্পা-প্রাপ্তির প্রার্থনা জানান হইয়াছে। এই অংশের প্রতি পদের এক এক নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে। পরন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী দুই অংশে ভগবানের মহিমা-প্রকাশ উপলক্ষে তাঁহাকে যে 'সখা' এবং 'বজ্রী' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে, সেই দুই সম্বোধনের সার্থকতাও এখানে প্রকাশ পাইতেছে। এই অংশে এক দিকে তাঁহার করুণার প্রার্থনা আছে, অন্য দিকে তাঁহার দ্বারা শত্রুনাশের আকাঙ্ক্ষার ভাব আসে। তিনি অনায়াসে রিপুগণকে দমন করিতে পারেন বলিয়া, তাঁহার ইঙ্গিতে পাপসমূহ বিধ্বস্ত হয় বলিয়া, তাঁহাকে 'বৃথাষাট্' অভিধায়ে অভিহিত করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে,—যিনি অনায়াসে শত্রুকে নাশ করিতে পারেন, সেই তিনি আমাদিগের শত্রুনাশ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা যে সর্ব্বদা অজ্ঞান-সহচর রিপুগণের আক্রমণে বিব্রত আছি, সেই ভীষণ সংগ্রামে পাপসমূহ যে আমাদিগকে বিব্রত করিয়া রাখিয়াছে, 'যোনৌ' পদে সেই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। 'দস্যূন্' পদে, পাপের বিভিন্ন মূর্ত্তিকে—অজ্ঞানতার প্রকার-ভেদকে লক্ষ্য করে। 'পরাচৈঃ' পদটী অব্যয়-রূপে পরিগৃহীত হয়। সুতরাং উহার প্রতিবাক্যে 'পরাঙ্মুখং কৃত্বা' অর্থাৎ শত্রুকে বিপরীত-মুখী করিয়া 'বি-অকৃতঃ' অর্থাৎ বিতাড়িত করুন—এই অর্থ গ্রহণ করা যায়। এখানে 'বি-অকৃতঃ' ক্রিয়াপদের বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করা আবশ্যক। তিনি নিত্য সত্য সনাতন। তিনি যে শত্রুকে বিচ্ছিন্ন বা বিতাড়িত করেন, তাঁহার সে নিত্য-শক্তির বিষয় পূর্ব্বেই প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে সেই শক্তি-পরিচালনার কামনাই দৃষ্ট হয়।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, বুঝা যায়, এই মন্ত্রে প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের সহায় হউন। অজ্ঞানতাকে নাশ করুন; ইহসংসারে পাপের সহিত যে সংগ্রামে আমরা কষ্ট পাইতেছি, সে সংগ্রামে আমাদিগকে জয়যুক্ত করিয়া শান্তি প্রদান করুন।' (১ম—৬৩সূ—৫ঋ)॥

—•—

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিষষ্টিতমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

ত্বং হত্যদিন্দ্রারিণ্যন্দৃহ্লস্য

চিন্মর্ত্তানামজুষ্টৌ।

ব্য১স্মদা কাষ্ঠা অর্ব্বতে বর্ঘনেব

বজ্রিঞ্ছ্নথিহ্যমিত্রান্॥ ৫॥

* • *

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। হ। ত্যৎ। ইন্দ্র। অরিষণ্যন্। দৃহ্লস্য।

চিৎ। মর্ত্তানাং। অজুষ্টৌ।

বি। অস্মৎ। আ। কাষ্ঠাঃ। অর্ব্বতে। বঃ। ঘনাঽইব।

বজ্রিন্। শ্নথিহি। অমিত্রান্॥ ৫॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'চিৎ' (যৎ, যস্মাৎ) 'ত্বং হ' (ত্বং খলুমেব) দৃহ্লস্য' (দৃঢ়চিত্তস্য জনস্য, ভগবৎপরায়ণস্য) 'অরিষণ্যন্' (রেষণমনিচ্ছন্, তং প্রতি পাপকৃতাং হিংসাং শক্রুমসমর্থো ভবসি ইতি ভাবঃ); 'ত্যৎ' (তস্মাৎ) 'মর্ত্তানাং' (লোকানাং, স্তোতৄণাং অস্মাকং) 'অজুষ্টৌ' (অপ্রীতৌ সতি, অশান্তিঃ উপস্থিতে সতি ইতি ভাবঃ) 'অস্মৎ' (অস্মাকং) 'অর্ব্বতে' (পাপনাশায়) 'কাষ্ঠাঃ' (রিপূণাং প্রাধান্যং, তেষাং দিকং

অবস্থিতিং প্রতিষ্ঠাং বা) 'আ' (সমস্তাৎ) 'বিবঃ' (বিবৃতাঃ বিচ্ছিন্নাঃ বা করোসি)। 'বজ্রিন' (হে বজ্রধারিণ্) 'ঘনেব' (বজ্রেণ মেঘবিদারণবৎ, যদ্বা—সূর্য্যরশ্মিভিঃ অন্ধকারনাশবৎ) 'অমিত্রান্' (শত্রূন্, পাপান্) 'শ্নথিহি' (জহি, নাশয়)। ত্বদীয়া স্বতঃসিদ্ধা করুণা অস্মাকং পাপপ্রবৃত্তিং নাশয়তু—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৬৩সূ—৫ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যেহেতু আপনি স্বতঃই দৃঢ়চিত্ত জনের (ভগবৎপরায়ণ জনের) প্রতি হিংসা (পাপকৃতা হিংসা) সহ্য করিতে অসমর্থ; সেই জন্যই এই স্তোতৃগণের আমাদিগের অপ্রীতি (অশান্তি) উপস্থিত হইলে, আমাদিগের পাপনাশের নিমিত্ত, রিপুগণের প্রাধান্যকে (তাহাদিগের প্রতিষ্ঠাকে) আপনি সর্ব্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন করেন। হে বজ্রিন্! বজ্রের দ্বারা যেরূপ মেঘ বিদীর্ণ হয় অথবা সূর্য্যরশ্মিসমূহের দ্বারা যেমন অন্ধকার নাশ হয়, তদ্বৎ আপনি পাপসমূহকে নাশ করুন। (ভাব এই যে,—আপনার স্বতঃসিদ্ধা করুণা আমাদিগের পাপপ্রবৃত্তিকে বিনষ্ট করুক।)॥ (১ম—৬৩সূ—৫ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ত্বং হ ত্বং খলু ত্যং তস্য দৃহ্লস্য চিৎ দৃঢ়স্য কস্যচিদপ্যরিষণ্যন্ হেষণমনিচ্ছন্ এবংস্বভাবো ভবসি। দেবতাত্বেনানুগ্রহীতৃত্বাৎ। তথাপি মর্ত্তানাং স্তোতৄনামস্মাকং শত্রুভিরজুষ্টাবপ্রীতৌ সত্যামস্মদর্ব্বতেঽস্মদীয়াশ্বায় গন্তুং কাষ্ঠা দিশ আ সমস্তাৎ বিবঃ। বিবৃতাঃ কুরু। যথা সর্ব্বাসু দিক্ষ্বস্মদীয়া অশ্বাঃ প্রতিরোধমন্তরেণ গচ্ছন্তি তথা কুর্ব্বিত্যর্থঃ। কিঞ্চ তত্রত্যানমিত্রান্ হে বজ্রিন্ বজ্রবন্নিন্দ্র ঘনেব ঘনেন কঠিনেন পর্ব্বতেনেব বজ্রেণ শ্নথিহি। শ্নথয়।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'ইন্দ্র' ইন্দ্রদেব। 'ত্বং হ' আপনিই 'ত্যং' সেই 'দৃহ্লস্য চিৎ' দৃঢ় কাহারও 'অরিষণ্যন্' হিংসার অনিচ্ছাকারী এইরূপ স্বভাববিশিষ্ট—দেবতাত্বের দ্বারা অনুগ্রহীতৃত্ব-হেতু। তথাপি 'মর্ত্তানাং' স্তোতৃগণ এই আমাদিগের, শত্রুগণের দ্বারা 'অজুষ্টৌ' অপ্রীতি (অনিষ্ট) হইলে, 'অস্মৎ অর্ব্বতে' আমাদিগের অশ্বের গমন করিবার নিমিত্ত, 'কাষ্ঠাঃ' দিকসমূহকে 'বিবঃ' বিবৃত করুন; অর্থাৎ, যাহাতে সকল দিকে আমাদিগের অশ্ব প্রতিরোধ-ভিন্ন (বাধা না পাইয়া) যাইতে পারে, তাহাই করুন। আর সেখানকার 'অমিত্রান্' শত্রুদগকে, হে 'বজ্রিন্' বজ্রবন্ ইন্দ্র। 'ঘনেব' কঠিন পর্ব্বতের ন্যায় বজ্রের দ্বারা

ভাবার্থঃ। যথা মর্ত্তানাং মনুষ্যাণাং মধ্যে যস্মিন্‌কস্মিংশ্চিত্তব অপ্রীতৌ সত্যাং তস্য শত্রোর্দৃঢ়-স্যাপ্যরিষণ্যন্ রেষণং হিংসনমনিচ্ছন্ বর্ত্তসে। যস্মিংস্তু কুৎসাদৌ প্রীতিরস্তি তস্য শত্রুবধং চকৃষে। অতস্তব প্রিয়াণামস্মাকমবর্ত্তত ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ॥

ভাষ্য। সুপাং সুলুগিতি ষষ্ঠ্যা লুক্‌। অরিষণ্যন্। রিষ্ট শব্দাৎ ক্যচি দুরস্যুর্দ্রবিণস্যুর্বৃষণ্যতি রিষণ্যতি। পা০ ৭।৪।৩৬। ইতি রিষণ ভাবো নিপাত্যতে। নঞ্‌ সমাসেঽব্যয়পূর্ব্বপদ-প্রকৃতিস্বরত্বং। অস্মং। পূর্ব্ববৎ ষষ্ঠ্যা লুক্‌। অর্দ্ধতে। অর্দ্ধণস্ত্রনাবনঞ ইতি নকারস্য তকারাদেশঃ॥ বণিপ সুপৌ পিত্ত্বাদনুদাত্তৌ। পরিশেষাদ্ধাতুস্বরঃ। ঘনেব। মূর্ত্তৌ ঘন ইতি কাঠিন্যে গম্যমানে হন্তেরপ প্রত্যয়ান্তো নিপাত্যতে। শ্নথিহি। শ্নথ হিংসার্থঃ। শপ্যন্তালোটি বহুলং ছন্দসীতি শপঃ লুক্‌॥ (১ম—৬৩সূ—৫ঋ)।

ইতি প্রথমস্য পঞ্চমে চতুর্থো বর্গঃ॥ ১।৫।৪॥

* * *

পঞ্চম (৭৪৫) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

এই ঋক্‌টীর মধ্যে তিনটী বিভাগ পরিদৃষ্ট হয়। তাহার দুইটী বিভাগের বড়ই অদ্ভুত রকম অর্থ প্রচলিত আছে। প্রথম অংশের 'দৃহলস্য' ও অরিষণ্যন্' পদদ্বয় উপলক্ষে অর্থ গ্রহণ করা হয়,—'ইন্দ্রদেব কোনও দৃঢ়ব্যক্তির হিংসা করিতে ইচ্ছা করেন না।' তাহাতে সাদাসিধা ভাব দাঁড়ায় এই যে,—'শত্রুলোকের সহিত বিবাদ করিতে তিনি সহসা

'শ্নথিহি' হনন করুন। অথবা, মনুষ্যগণের মধ্যে যে কাহারও প্রতি আপনার অপ্রীতি হইলে তাহার শত্রুর হিংসা অনিচ্ছা করিয়া আপনি বিদ্যমান থাকেন (অর্থাৎ যাহাদিগের প্রতি আপনার অপ্রীতি, তাহাদিগের শত্রুনাশে আপনি মনোযোগী হয়েন না); পরন্তু কুৎসাদি যাঁহার প্রতি আপনার প্রীতি আছে, তাঁহার শত্রুকে আপনি বধ করিয়া থাকেন। অতএব, আপনার প্রিয় আমাদিগের অর্থবিষয়ে—পূর্ব্ববৎ (ব্যবস্থা করুন)।

ভাষ্য। 'সুপাং সুলুক্‌' ইত্যাদি সূত্রে ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ। অরিষণ্যন্। রিষ্ট শব্দ-হেতু ক্যচ্‌। তাহাতে 'দুরস্যুর্দ্রবিণস্যুর্বৃষণ্যতি রিষণ্যতি' (পা০ ৭।৪।৩৬) ইত্যাদি সূত্রে নিপাতেন রিষণ ভাব হয়। নঞ্‌ সমাসে অব্যয়পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বরত্ব। অস্মৎ। ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ। অর্দ্ধতে। 'অর্দ্ধণস্ত্রনাবনঞঃ' ইত্যাদি সূত্রে নকারের স্থানে তকার আদেশ। বনিপ-সুপের পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্ত। পরিশেষ-হেতু ধাতুস্বর। ঘনেব। 'মূর্ত্তৌ ঘনঃ' ইত্যাদি পদ কাঠিন্য গম্যমান্ অর্থে হন্ ধাতুর উত্তর অপ্‌ প্রত্যয়ান্ত ও নিপাতন সিদ্ধ। শ্নথিহি। হিংসার্থক শ্নথ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। শপ্যন্ত-হেতু লোটে 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে শপের লোপ। (১ম—৬৩সূ—৫ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্থ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৫।৪॥

* *

প্রবৃত্ত হয়েন না।' তার পর, দ্বিতীয় অংশে "মর্তানাং অজুষ্টৌ অর্ব্বতে কাষ্ঠাঃ বিবঃ" প্রভৃতি পদ-কয়েকটীতে আর এক অপরূপ অর্থ গ্রহণ করা হয়; অর্থাৎ, মর্ত্তাগণের মধ্যে বা স্তোতৃগণের মধ্যে যাঁহারা বিপন্ন হন, তাঁহাদিগের অশ্ব বিচরণের জন্য তিনি দিক্‌সকল বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন; অর্থাৎ, ঘোটক যাহাতে অবিচ্ছেদে গতিবিধি করিতে পারে, তিনি তাহার পথ করিয়া দেন। এই প্রকার অর্থে, প্রথমাংশের সহিত দ্বিতীয় অংশের যে কি সম্বন্ধ, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। তিনি দৃঢ় বা শক্তলোকের হিংসা ইচ্ছা করেন না; কিন্তু আপনার স্তোতৃগণের অশ্বচালনার জন্য দিক্ পরিষ্কার করিয়া দেন। ইহা হইতে কেহ কেহ ভাব গ্রহণ করেন এই যে,—'ইন্দ্রদেব সহসা যুদ্ধ করিতে চাহেন না বটে; কিন্তু তাঁহার দলস্থ কেহ বিপন্ন বা শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে তিনি কদাচ স্থির থাকিতে পারেন না।' যাহা হউক, এখানে 'অর্ব্বতে' পদে 'অশ্বের গমনের নিমিত্ত' অর্থ গ্রহণ করা হয়; 'কাষ্ঠাঃ' পদে 'দিক্‌সকল' এবং 'বিবঃ' পদে 'বিচ্ছিন্ন করা' অর্থ আসিয়া থাকে। এই প্রকারে মন্ত্রের দুই অংশে ইন্দ্রদেবের দ্বিবিধ প্রকৃতির বিষয় বর্ণন করিয়া, উপসংহারে তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানান হয়—'আপনি শত্রুগণকে বজ্রের দ্বারা হনন করুন।' এই প্রকার অর্থে এই মন্ত্রেরই পূর্ব্বাপর তিন অংশে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায় না।

এখন আমরা, যেরূপ অন্বয়ে, পদসমূহের যেরূপ অর্থ পরিগ্রহণে, মন্ত্রে যে ভাব ব্যক্ত হইয়াছে—সিদ্ধান্ত করিতেছি, তাহার যৌক্তিকতা বিচার করিয়া দেখুন। মন্ত্রের অন্তর্গত ঐ যে দৃহ্লস্য' পদ, আমরা মনে করি, ঐ পদে ভগবৎপরায়ণ দৃঢ়চিত্ত জনের প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে। এ পক্ষে ঐ পদ শত্রুপক্ষে প্রযুক্ত নহে, উহা দ্বারা শত্রুর বা প্রতিপক্ষের ভীষণতাও খ্যাপন করিতেছে না; পরন্তু এতৎসম্বন্ধযুত 'অরিষণ্যন্' পদ ইহার অর্থ প্রকাশ করিয়া দিতেছি। তাহাতে ঐ দুই পদে ভগবৎপরায়ণ জনের প্রতি ভগবানের কৃপাদৃষ্টির বিষয়ই মনে আসে। শত্রু যে হিংসা করিবে, রিপুগণের তাড়নায় সে যে বিব্রত হইবে, পাপ আসিয়া তাহাকে যে যন্ত্রণা দিবে,—এ দৃশ্য ভগবান্ কখনই দেখিতে পারেন না। 'অরিষণ্যন্' পদে ভগবানের সেই ইচ্ছার বিষয়ই প্রকাশ পাইয়াছে।

নচেৎ, তিনি যে শক্ত লোককে দেখিলে পিছাইয়া পড়েন, দৃঢ় শত্রুর সহিত সহসা বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে সঙ্কুচিত হন,—এ ভাব এখানে কোনও ক্রমেই আসিতে পারে না। সাধুর সংরক্ষণই তাঁহার কার্য্য। পাপ-কৃত হিংসা—সাধুর প্রতি কখনই তিনি সহিতে পারেন না। 'অরিষণ্যন্' পদের 'রেষণম্ অনিচ্ছন্' প্রতিবাক্যে তাঁহার সেই মহিমাই ব্যক্ত করে। 'অজুষ্টৌ' প্রভৃতি পদে ভগবদনুরক্ত জনের অশান্তির অবস্থা প্রকাশ পায়। অতঃপর ভাব-বিপর্য্যয়ের প্রধান-হেতুভূত 'অর্ব্বতে' ও 'কাষ্ঠাঃ' পদদ্বয়ের ভাব উপলব্ধি করুন। এই 'অর্ব্বতে' পদ আমরা বেদের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু তাহার সর্ব্বত্রই (১ম—২৭সূ—৯ঋ, ১ম—৪৩সূ—৬ঋ প্রভৃতিতে) ঐ পদে 'পাপনাশের নিমিত্ত' ('পাপনাশায়' প্রতিবাক্য) অর্থ সঙ্গত বলিয়া বুঝিয়াছি। এখানেও সেই সঙ্গতি সর্ব্বথা প্রতিপন্ন হয়। এইরূপে 'কাষ্ঠাঃ' পদে রিপুগণের প্রাধান্যকে বুঝায়,—তাহাদিগের অধিকৃত দিক্‌সকলকে বা প্রতিষ্ঠাকে লক্ষ্য করে। এ বিষয়ও আমরা পূর্ব্বে (১ম—৫৯সূ—৬ঋ) বিবৃত করিয়া আসিয়াছি। তাহা হইলেই, বুঝিয়া দেখুন,—এখানে অশ্ব-চালনার জন্য দিক্ পরিষ্কারের প্রসঙ্গ নাই; এখানে ভগবানের মহিমা-খ্যাপন-ব্যপদেশে বলা হইয়াছে,—'পাপ নাশের নিমিত্ত রিপুগণের প্রাধান্যকে বা প্রতিষ্ঠাকে আপনি সর্ব্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন করেন।' এইরূপে বুঝা যায়, মন্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের মর্ম্ম এই যে,—'ভগবানের স্বাভাবিক প্রকৃতিই এই,—তিনি সাধুর প্রতি পাপের অত্যাচার সহ্য করিতে পারেন না; তাঁহার উপাসক-গণের অশান্তি উপস্থিত হইলে, শান্তি-বিধানের জন্য, তিনি পাপ-রূপ শত্রুর প্রাধান্য একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন।'

এইরূপে ভগবানের মহিমা বা স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া, তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হে বজ্রধারিন্! বজ্র যেমন মেঘকে বিদীর্ণ করে, আপনি সেইরূপ আমাদিগের পাপসমূহকে বিচ্ছিন্ন করুন।' ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি। এই অংশের 'ঘনেব' পদে জ্ঞানালোক বিচ্ছুরণে অজ্ঞানতা রূপ অন্ধকার নাশের ভাবও প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১ম—৬৩সূ—৫ঋ)।

— • —

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিষষ্টিতমং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

ত্বাং হ ত্যদিন্দ্রার্ণসাতৌ স্বর্মীহ্লে

নর আজা হবন্তে।

তব স্বধাব ইয়মা সমর্য্য

ঊতির্বাজেষ্বতসায্যা ভূৎ ॥ ৬ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বাং। হ। ত্যৎ। ইন্দ্র। অর্ণঽসাতৌ। স্বঃঽমীহ্লে।

নরঃ। আজা। হবন্তে।

তব। স্বধাঽবঃ। ইয়ং। আ। সঽমর্য্যে।

ঊতিঃ। বাজেষু। অতসায্যা। ভূৎ ॥ ৬ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'অর্ণসাতৌ' (যে দ্রুসহযুতে, সৎবৃত্তীনাং সহায়ভূতে; যদ্বা—সত্বসমন্বিতে); 'স্বর্মীহ্লে' (সুষ্ঠুধনযুক্তে, পরমার্থবিশিষ্টে) 'আজা' (সংগ্রামে, রিপুণা পাপেন বা সহ সমরে) 'নরঃ' (নেতারঃ, সাধকাঃ) 'ত্যং' (তং প্রসিদ্ধং) 'ত্বং' (ত্বামেব) 'হবন্তে' (আহ্বয়ন্তি, আরাধয়ন্তি); ইহজগতি পাপনাশায় তথা পরমার্থলাভায়

সাধবো ভগবন্তমেব আরাধয়ন্তি ইতি ভাবঃ। 'হরিবঃ' (হে পরমধনপ্রদাতঃ) 'সমর্যে' (সংগ্রামে, অস্মিন্ সংসারসমরাঙ্গনে) 'তব' (তৎসম্বন্ধিনি) 'ইয়ং ঊতিঃ' (ইদং রক্ষণং) 'অা' (অস্মদাভিমুখ্যেন) 'ভূৎ' (প্রযুক্তো ভবতু); ত্বদীয়া যা উতিঃ 'বাজেষু' (সংসারসংগ্রামেষু) 'অতসায্যা' (যোদ্ধৃভিঃ নেতৃভিঃ সাধুভিঃ বা প্রাপ্তব্যা) ভবতি, তাং অস্মান্ দেহীতি প্রার্থনা। অয়ং ভাবঃ—'হে ভগবন্! সাধবস্তব যাং কৃপাং লভন্তে পাপিনামস্মাকং সম্বন্ধে তাং বিধেহি।' (১ম—৬৩সূ—৬ঋ)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! সদ্বৃত্তিসমূহের সহায়ভূত (সত্ত্বসমন্বিত) সুষ্ঠুধনযুত (পরমার্থবিশিষ্ট) সংগ্রামে সাধুগণ প্রসিদ্ধ সেই আপনাকেই আরাধনা করিয়া থাকেন; (ভাব এই যে,—ইহজগতে পাপনাশের নিমিত্ত এবং পরমার্থ লাভের জন্য সাধুগণ ভগবানকেই আরাধনা করেন)। হে পরমধনপ্রদাতঃ! এই সংসার-সমরাঙ্গনে আপনার সম্বন্ধীয় সেই রক্ষণকর্ম্ম আমাদিগের অভিমুখে প্রযুক্ত হউক; আপনার যে রক্ষা সাধুগণ সংসার সংগ্রামে প্রাপ্ত হন, সেই রক্ষা আমাদিগকে প্রদান করুন—এই প্রার্থনা। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! সাধুগণ আপনার যে কৃপা লাভ করেন, পাপী আমাদিগের সম্বন্ধে তাহা বিহিত করুন; অর্থাৎ, আমরা যেন সে করুণা প্রাপ্ত হই।)॥ (১ম—৬৩সূ—৬ঋ)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! অর্ণসাতাবর্ণানাং গন্তৄণাং যুদ্ধে প্রবৃত্তানাং পুরুষাণাং সাতির্লাভো যস্মিন্॥ অস্মীড়্হে। মীড়্হমিতি ধননাম। সুষ্ঠ্বরণীয়ং ধনং যস্মিন্। এবম্ভূত আজা আজৌ সংগ্রামে ত্যত্তং প্রসিদ্ধং ত্বামেব নরো যোদ্ধুকামাঃ পুরুষাঃ সহায়ার্থং হবন্তে। আহ্বয়ন্তি। যদ্বা অর্ণস উদকস্য সাতির্লাভো যস্মিন্ বৃত্রাদিযুদ্ধে তাস্মিন্নিত্যর্থঃ। বৃষ্টিনিরোধকেন

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! 'অর্ণসাতৌ'। 'অর্ণনাং' অর্থাৎ গন্তৃগণের অর্থাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্তমান্ পুরুষগণের 'সাতিঃ' অর্থাৎ লাভ যাঁহাতে। 'সম্মীড়্হে'। মিহ্ল শব্দে ধন বুঝায়; সুষ্ঠু অরণীয় ধন যাঁহাতে। এবম্ভূত 'আজা' সংগ্রামে 'ত্যৎ' সেই প্রসিদ্ধ 'ত্বং' আপনাকেই 'নরঃ' যুদ্ধাভিলাষী পুরুষগণ 'হবন্তে' আহ্বান করেন; অথবা, 'অর্ণসঃ' অর্থাৎ উদকের 'সাতিঃ' লাভ যাঁহাতে—

বৃত্রেণ সহ বর্ষণার্থং তব যৎ যুদ্ধং তত্র স্তোতারস্ত্বাং প্রোৎসাহয়ন্তীতি ভাবঃ। যস্মাদেবং তস্মাৎ হে স্বধাবঃ হে অন্নবন্ বলবন্নিন্দ্র। সমর্য্যে সংগ্রামে তব সম্বন্ধিনীয়মূতস্ত্বদায়মিদং রক্ষণং আ অস্মদাভিমুখ্যেন ভূৎ। ভবতু। বাজেষু সংগ্রামেষু যৈযোতিরতসায্যা। যোদ্ধৃভিঃ প্রাপ্তব্যা ভবতি॥

ত্বাং। সুপাং সুলুগিতি দ্বিতীয়ায়া লুক্। অর্ণসাতৌ। ঋ গতৌ। বহুলবচনাদৌ-ণাদিকো নপ্রত্যয়ঃ। ষণু দান ইত্যস্মাদ্ভাবে ক্তিনি। জনসনখনামিত্যনুনাসিকস্যাত্বং। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। যদ্বা উদকে নুট্ চেত্যর্ত্তেঃ স্নুন্প্রত্যয়োনুডাগমশ্চ। পীবোপবসনাদীনাং ছন্দসি লোপো বক্তব্যঃ। পা০ ৬।৩।১০৯।৯। ইতি স লোপঃ। নিত্বাদাদ্যু-দাত্তত্বং। পূর্ব্ববদ্বহুব্রীহিস্বরঃ। স্বর্মীহ্লে। স্বরুশব্দো ঞ্যঙ্স্বরৌ স্বরিতাবিতি স্বরিতঃ। বহুব্রীহিস্বরেণ স এব শিষ্যতে। আজা। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা ডাদেশঃ। স্বধাবঃ। মতুবসোরুরিতি মতুপো রুত্বং। অতসায্যা। অত সাতত্যগমনে। ঔণাদিকঃ সায্যপ্রত্যয়ঃ। তস্যাডাগমশ্চ। আগমানুদাত্তত্বে প্রত্যয়াদ্যুদাত্তত্বং। ভূৎ। ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট ইতি প্রার্থনায়াং লুঙ বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপীত্যডভাবঃ॥ (১ম—৬৩সূ—৬ঋ)।

* * *

বৃত্রাদির যুদ্ধ ইত্যর্থ; অর্থাৎ, বৃষ্টিনিরোধক বৃত্রের সহিত বর্ষণার্থ আপনার যে যুদ্ধ, সেখানে স্তোতৃগণ আপনাকে প্রোৎসাহ দান করেন—ইহাই ভাবার্থ। যে হেতু এইরূপ, সেই হেতু হে 'স্বধাবঃ' অন্নবন্ বলবন্ ইন্দ্র। 'সমর্য্যে' সংগ্রামে "তব' আপনার সম্বন্ধি 'ইয়ং ঊতিঃ" এই রক্ষণকার্য্য 'আ' আমাদিগের অভিমুখে 'ভূৎ' হউক। 'বাজেষু' সংগ্রামসমূহে যে রক্ষা "অতসায্যা" যোদ্ধৃগণ কর্ত্তৃক প্রাপ্তব্য হয়।

ত্বাং। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে দ্বিতীয়ার লোপ। অর্ণসাতৌ। ঋ ধাতু গতি বুঝায়। *বহুল বচন হেতু ঔণাদিক নম প্রত্যয় ষণু ধাতু দানার্থক; তাহাতে ভাবে ক্তিন্। তাহাতে 'জনসনখনাম্' ইত্যাদি সূত্রে অনুনাসিকের আত্ব। বহুব্রীহি সমাস-হেতু পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। অথবা 'উদকে নুট্ চ' এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে ঋত্তি স্থানে অসুন্ প্রত্যয়। নুট আগম। 'পীবোপবসন' ইত্যাদির দ্বারা 'ছন্দসি লোপো ব্যক্তব্য' (পা০ ৬।৩।১০৯।৯). ইত্যাদি সূত্রে স-লোপ। নিত্ব হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। পূর্ব্ববৎ বহুব্রীহির স্বর। সমীহ্লে। স্বর শব্দ ঞ্যঙ্স্বরৌ স্বরিতৌ' ইত্যাদি নিয়মে স্বরিত। বহুব্রীহি স্বরের দ্বারা স্বরিত স্বরই অবশিষ্ট আছে। আজা। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে সপ্তমীতে ড-আদেশ। স্বধাবঃ। 'মতুবসোরুঃ' ইত্যাদি সূত্রে মতুপ্ স্থানে রুত্ব। অতসায্যা। সাতত্য গমন বুঝাইতে অত ধাতু প্রযুক্ত হয়। ঔণাদিক সায্য প্রত্যয়। তাহাতে অট্ আগম। আগমের অনুদাত্তত্বে প্রত্যয়-হেতু উদাত্তত্ব। ভূৎ। 'ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ' ইত্যাদি সূত্রে প্রার্থনায় লুঙ। তাহাতে 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপি' ইত্যাদি সূত্রে অটের অভাব। (১ম—৬৩সূ—৬ঋ)॥

* * *

ষষ্ঠ (৭৪৬) ঋকের বিশদার্থ।

—— : ০ : ——

এই ঋকটী এবং ইহার ভাষ্যাদি পাঠ করিলে, সহসা মনে হয়,—যেন কোনও সাধারণ যুদ্ধব্যাপারে ইন্দ্রদেবের সাহায্যের বিষয় পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। যাঁহারা ইন্দ্রদেবের দলভুক্ত, তাঁহারা কোনরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, ইন্দ্রদেব সৈন্যের দ্বারা তাঁহাদিগকে সহায়তা করিতেন এবং যুদ্ধ ধন-প্রাপ্তির পক্ষেও তাঁহাদিগের সহায় হইতেন। এই দুই কারণে অর্থাৎ যুদ্ধে সৈন্য ও অর্থ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায়, যোদ্ধৃপুরুষগণ ইন্দ্রদেবকে হবির্দ্দান করিতেন, ইন্দ্রদেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেন। এই এক ভাব এই মন্ত্রের প্রথম অংশের প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশমান্। তদনুসারে মন্ত্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে এইরূপ প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে যে,—'হে বলবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি যেমন সংগ্রামসমূহে বীরপুরুষদিগকে সহায়তা করিয়া থাকেন, আমাদিগকেও সেইরূপ সহায়তা করুন।' ফলতঃ, সাধারণ যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপার উপলক্ষে এই মন্ত্র গ্রথিত বা উচ্চারিত হইয়াছিল, ইহাই অধুনা মন্ত্রার্থে প্রখ্যাত দেখি।

কিন্তু আমরা মনে করি, এই মন্ত্র ভগবানের নিত্য মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছে। এই মন্ত্রে মানুষের সহিত মানুষের সংগ্রামের বিষয় লক্ষ্য হয় না। এখানে যে যুদ্ধের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, সে যুদ্ধেও সাধারণ বীরপুরুষের বা সামান্য অর্থের সংশ্রব নাই। এ সমরে ভগবানের নিকট সহায়তা-প্রার্থী হইয়া যাঁহারা তাঁহাকে আহ্বান করেন, তাঁহারও সামান্য যোদ্ধা নহেন। মন্ত্রের প্রথম অংশের তিনটী পদ আলোচনা করিলেই ভাব উপলব্ধ হয়। প্রথম—'অর্ণসাতৌ'। এখানে গত্যর্থক ঋ-ধাতু হইতে 'অর্ণ' পদের ব্যুৎপত্তি স্বীকার-পূর্ব্বক 'গন্তৄণাং' প্রতিবাক্যে 'যুদ্ধে প্রবৃত্ত পুরুষগণের' অর্থ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু গমন কি কেবল যুদ্ধের জন্যই প্রয়োজন? অন্য আর কোথাও কি যাইবার প্রয়োজন নাই? সহসা গতাগতির প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে, সেই অন্তিমের শেষ-স্থানের বিষয় মনে আসে না কি? 'সাতিঃ' পদে যে লাভ অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহাতেও সেই প্রধান-স্থান-লাভ-রূপ লাভের বিষয় মনে আসে না কি?

"সম্মীহ্লে" পদের বিষয় অনুধাবন করিলে সে সন্ধানই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে সাদাসিধা ধন-রত্নের বিষয় বলা হয় নাই। সে 'মীহ্ল' কেমন? না—'স্বঃ'। তাহা স্বর্গীয়—তাহা সুষ্ঠু—তাহা শোভনীয়—তাহা দীপ্তিমান্। এখন ধন যে সংগ্রামে লাভ করিতে হইবে, সে সংগ্রামকে কখনই সাধারণ সংগ্রাম বলিয়া মনে করা যায় না। তার পর 'নরঃ' পদ। এই পদে 'নেতৃগণ' অর্থ আসিয়া থাকে। যাঁহারা যোদ্ধকামা পুরুষ, তাঁহারাই নেতা নহেন। যোদ্ধ পুরুষকে এ সংসারে নেতা বলা যায় না। তত্ত্বদর্শী সাধুগণই সংসারের প্রকৃষ্ট নেতা হয়েন। তাঁহাদিগের পদাঙ্কানুসরণে অগ্রসর হইলেই পরম ধন লাভ হয়,—সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়। 'হবন্তে' ক্রিয়াপদে উপাসনার ভাবই আসিয়া থাকে;—সাধারণ আহ্বান ঐ পদে দ্যোতনা করে না। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, বেশ বুঝিতে পারা যায়,—মন্ত্রের প্রথম চরণে, 'ইন্দ্র' হইতে 'হবন্তে' পর্য্যন্ত পদ-কয়েকটিতে, সাধুগণ ভগবানকে যে কারণে যে ভাবে আহ্বান করেন তাহাই প্রখ্যাত রহিয়াছে। তাঁহারা যে যুদ্ধে ব্রতী হয়েন, সে কোন্ যুদ্ধ? সে যুদ্ধ—পাপের সহিত। পাপকে দমন করিয়া, রিপুগণকে বিমর্দ্দন-পূর্ব্বক, তাঁহারা সত্ত্বভাবকে লাভ করেন,—পরমার্থ রূপ ধন প্রাপ্ত হন। ফলতঃ 'আজৌ' বা সংগ্রামের ঐ যে 'অর্ণসাতৌ' ও 'সম্মীহ্লে' বিশেষণ দুইটী, উহাদের দ্বারা এই সাধারণ সংগ্রামের বিষয় ব্যক্ত হয় নাই। সাধারণ যোদ্ধার সাহায্য-লাভের বা সাধারণ ধন-প্রাপ্তির কামনা—এখানে ব্যক্ত নহে। এই সমরে সহায় কাহারা? সদ্বৃত্তি-রূপ যোদ্ধপুরুষগণই এখানে সহায় হয়েন এবং পরমার্থ-রূপ ধনই এখানে অধিগত হয়। এইরূপ সমরের বা এইরূপ লাভের বিষয়ই এখানে পরিকীর্ত্তিত দেখি।

অতঃপর মন্ত্রের প্রথমাংশের সহিত শেষাংশের ভাব-সঙ্গতি লক্ষ্য করুন। এ সংসারে মনুষ্য মাত্রেই বিষম সমরে বিব্রত রহিয়াছে। কিন্তু রক্ষার উপায় নাই। এখানে প্রার্থনাকারীর যেন ভগবানের প্রভাবের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইহসংসারে সাধুগণ কি প্রকারে ভগবানের করুণা প্রাপ্ত হইয়া সমরাঙ্গনে জয়যুক্ত হয়েন, প্রার্থনাকারী অনুধ্যানে তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। তাই প্রার্থনায় জানাইতেছেন,—'হে স্বধাবঃ

অর্থাৎ পরমধনপ্রদাতা! আপনার যে রক্ষা-শক্তির সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া সাধুগণ সংসার-সমরাঙ্গনে জয়যুক্ত হয়েন, আমাদিগের পক্ষে আপনার সেই শক্তি প্রদান করুন। আমরা যেন আপনার করুণায় সাধুগণের পদাঙ্কানুসারী হইয়া তাঁহাদিগের প্রাপ্ত শক্তিতে শক্তিমান্ হই এবং তদ্দারা পাপকে বিচ্ছিন্ন ও দূরীভূত করিতে পারি।' (১ম—৬৩সূ—৬ঋ)॥

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিষষ্টিতমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

ত্বং হত্যদিন্দ্র সপ্ত যুধ্যন পুরো বজ্রিন্
পুরুকুৎসায় দর্দ্দঃ।
বর্হিন্ যৎ সুদাসে বৃথা বর্গংহো রাজন্বরিবঃ
পূরবে কঃ॥ ৭॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। হ। ত্যৎ। ইন্দ্র। সপ্ত। যুধ্যন্। পুরঃ। বজ্রিন্। পুরুৎকুৎসায়। দর্দ্দরিতি দর্দ্দঃ। বর্হিঃ। ন। যৎ। সুহদাসে। বৃথা। বর্ক্। অংহো। রাজন্। বরিবঃ। পূরবে। করিতি কঃ॥ ৭॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'বজ্রিন্' (বজ্রধারিন্, পাপনাশায় অতিকঠোর ইতি ভাবঃ) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'সপ্ত' (সপ্তলোকস্থিতায়) 'পুরুকুৎসায়' (বহবে নিন্দাতীতায়—সৎকর্ম্ম-পরায়ণায় জনায় ইতি যাবৎ) 'যুধ্যান্' (তদীয় শত্রুভিঃ সহ যুদ্ধং কুর্ব্বাণঃ, তেষাং পাপনাশ-পূর্ব্বকং ইতি ভাবঃ) 'ত্বং' (ত্বমেব) 'ত্যাং' (তস্য পাপস্য) 'পুরঃ' (পুরাণি, আশ্রয়-স্থানানি) 'দর্দ্দঃ' (দৃণাসি); 'রাজন' (হে দীপ্তিমন্) 'যৎ' (যদা) 'পুরবে' (পূর্ণ-সৎকর্ম্মকারিণে, সর্ব্বতো ভগবতি নির্ভরপরায়ণায়) 'সুদাসে' (শোভনদানশীলায়, ভগবতি সর্ব্বস্বসমর্পণসমর্থায় জনায় ইতি ভাবঃ) 'বর্হিঃ ন' (কুশচ্ছেদনবৎ) 'বৃথা' (অনায়াসেন) 'অংহঃ' (পাপং) 'বর্ক্' (বিদারয়সি) ত্বমিতি শেষঃ, তদা 'বরিবঃ' (পরমং ধনং) 'কঃ' (তস্মৈ সুদাসায় দদসি)। অয়ং ভাবঃ,—সকললোকানাং সর্ব্বেষাং সাধূণাং পাপ-নাশায় তস্মৈ শ্রেষ্ঠধনদানায় চ ভগবান্ সদৈব প্রস্তুতোঽস্তি। (১ম—৬৩সূ—৭ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে বজ্রিন্ (পাপনাশে অতি-কঠোর) ইন্দ্রদেব! সপ্তলোকস্থিত নিন্দাতীত সৎকর্ম্মপরায়ণ বহুজনের নিমিত্ত, তাঁহাদিগের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া (তাঁহাদিগের পাপনাশপূর্ব্বক), আপনিই সেই (তাঁহাদিগের) পাপের আশ্রয়স্থানসমূহকে বিদীর্ণ করেন; হে দীপ্তিমন্! সুদাসের (পূর্ণসৎকর্ম্মকারী ভগবানে সর্ব্বস্ব-সমর্পণ-সমর্থ জনের) নিমিত্ত কুশচ্ছেদনের ন্যায় অনায়াসে যেমন আপনি পাপকে বিদারণ করেন, তেমন তাঁহাকে (সেই সুদাসকে) পরম-ধন দান করিয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—সকল-লোকের সকল সাধুগণের পাপনাশে এবং তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠধনদানে ভগবান্ সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছেন।)॥ (১ম—৬৩সূ—৭ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বজ্রিন্ বজ্রবন্নিন্দ্র! পুরুকুৎসায়েতৎসংজ্ঞায় ঋষয়ে যুধ্যান্ তদীয় শত্রুভিঃ সহ যুদ্ধং কুর্ব্বাণস্ত্বমেব ত্যাৎ তাঃ সপ্ত পুরঃ তদীয়ানি সপ্তসংখ্যানি নগরাণি দর্দ্দঃ। ব্যদারয়ঃ। অচ্ছৈৎসীরিত্যর্থঃ। অপিচ সুদাস এতৎ সংজ্ঞায় রাজ্ঞে অংহোরেতৎসংজ্ঞস্যাসুরস্য সম্বদ্ধি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'বজ্রিন্' বজ্রবন্ ইন্দ্র! 'পুরুকুৎসায়' এতৎসংজ্ঞক ঋষির নিমিত্ত 'যুধ্যান্' তাঁহার শত্রুগণের সহিত যুদ্ধকারী 'ত্বং হ' আপনিই 'ত্যাৎ' সেই 'সপ্তপুরঃ' তাহার (শত্রুর) সপ্তসংখ্যক নগরকে 'দর্দ্দঃ' বিদারণ করিয়াছেন,—উচ্ছিন্ন করিয়াছেন। আর, 'সুদাসে' এতৎসংজ্ঞক রাজার নিমিত্ত 'অংহো' এতৎসংজ্ঞক অসুরের সম্বদ্ধি যে ধন আছে, তাহা 'বৃথা'

বহুনমন্তি তদ্বৃথানায়াসেন বর্হিন´ বর্হিরিব বর্ক্। অবৃণক্। অচ্ছিন ইত্যর্থঃ। তদনন্তরং পূরবে ত্বাং হবিষা পূরয়তে তস্মৈ সুদাসে হে রাজন্ স্বামিন্নিন্দ্র বরিবো ধনং কঃ। অকার্ষীঃ॥

ত্যৎ। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তের্লুক্। দর্দঃ। দৃ বিদারণে। অস্মাদ্যঙ্লুগন্তাল্লঙি সিপ্যদাদিবচ্চেতি বচনাচ্ছপো লুক্। বাহুলকাদ্ধলাদিশেষাভাবঃ। হলঙ্যাব্ভ্য ইতি সলোপঃ। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপীত্যডভাবঃ। সুদাসে। শোভনং দদাতীতি সুদাঃ। অসুন্। সুদাঃ কল্যাণদান ইতি যাস্কঃ। বর্ক্। বৃজী। বর্জনে। লঙি সিপি বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। লঘূপধাগুণে পূর্ব্ববৎ সলোপঃ। অডভাবশ্চ। চোঃ কুরিতি কুত্বং। কঃ। ডুকৃঞ্ করণে। লুঙি সিপি মন্ত্রে ঘসেতি চ্লের্লুক্ পূর্ব্ববৎ সলোপাডভাবৌ॥ ৭॥

• • •

সপ্তম (৭৪৭) ঋকের বিশদার্থ।

——:•:——

এই ঋকের অন্তর্গত 'পুরুকুৎসায়' পদটীতে পুরুকুৎস নামক ঋষির 'সুদাসে' পদে সুদাস নামক রাজার এবং 'অংহঃ' পদে অংহা নামক অসুরের সম্বন্ধ সাধারণতঃ পরিকল্পিত হয়। ঋকে যে 'সপ্ত' এবং 'পুরঃ' পদদ্বয় আছে, তাহা হইতে সাতটী পুরীকে অর্থাৎ কোনও অসুরের নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সাতটী নগরকে ধ্বংস করার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়া থাকে। এই প্রকারে কাল-বিশেষের বিভিন্ন ব্যক্তি-বিশেষের সহিত এই মন্ত্রের সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্রদেব পুরুকুৎস ঋষির জন্য যুদ্ধ করিয়া তাহার (অর্থাৎ যাহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন) সাতটী

অনায়াসে 'বর্হিঃ ন' কুশের ন্যায় 'বর্ক্' কর্ত্তন করিয়াছিলেন। তদনন্তর 'পূরবে' আপনাকে হবির দ্বারা যিনি পূরণ (পূজা) করিয়াছিলেন—সেই সুদাসকে, 'রাজন' হে স্বামিন্ ইন্দ্র। 'বরিবঃ' শ্রেষ্ঠধন কঃ' প্রদান করিয়াছিলেন।

ত্যৎ। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির লোপ। দর্দঃ। বিদারণার্থক দৃ ধাতু। তাহাতে যঙ্লুগন্ত-হেতু লঙে 'সিপ্যদাদিবচ্চ' ইত্যাদি বচন-হেতু শপের লোপ। বাহুলক-হেতু হলাদি-শেষের অভাব। সুদাসে। শোভন দান করেন—এই অর্থে 'সুদাঃ' পদ হয়। তাহাতে অসুন্ প্রত্যয়। 'সুদাঃ' পদে কল্যাণদান বুঝায়—ইহা যাস্কের অভিমত। বর্ক্। বর্জ্জনার্থক বৃজী ধাতু। লঙে সিপ্; তাহাতে 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বিকরণের লোপ। লঘু উপধার গুণ-হেতু পূর্ব্ববৎ স-লোপ। অটের অভাব। 'চোঃ কুঃ' ইত্যাদি সূত্রে কুত্ব। কঃ। করণার্থক ডুকৃঞ্ ধাতু। লুঙে সিপ্; তাহাতে 'মন্ত্রে ঘস' ইত্যাদি সূত্রে চ্লির লোপ। পূর্ব্ববৎ স-লোপ অটের অভাব। (১ম—৬৩সূ—৭ঋ)॥

• • •

নগর ধ্বংস করেন; আর, তিনি সুদাস নামক রাজার জন্য 'অংহঃ' নামক অসুরকে বধ করিয়া সুদাসকে বহু-ধন দান করিয়াছিলেন। এই প্রকার অর্থই সাধারণতঃ প্রচলিত।

নিম্নে এই ঋকের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। এতদ্দ্বারা কিরূপ ভাবে ঘটনাবলির সহিত ও ব্যক্তিত্বের সহিত ঋকের সম্বন্ধ সূত্রিত হইয়া থাকে, তাহা বুঝা যাইবে। যথা,—

"হে বজ্রিন্! তুমি পুরুকুৎস (নামক ঋষির) সহায় হইয়া যুদ্ধ করতঃ সেই সপ্ত নগর ধ্বংস করিয়াছ; এবং তুমি সুদাস (নামক রাজার) নিমিত্ত অংহা নামক অসুরের ধন, যজ্ঞকুশের ন্যায় অনায়াসে কর্ত্তন করিয়াছ। পরে হে রাজন্! সেই হব্যদাতা (সুদাসকে) সেই ধন দিয়াছ।"

ভাষ্য এবং এই প্রকার ব্যাখ্যাদি পাঠ করিলে, পুরাবৃত্তের সহিত এই ঋকের সম্বন্ধ স্বতঃই মনোমধ্যে জাগিয়া উঠে কিন্তু সেরূপ সম্বন্ধখ্যাপনের কোনও সূত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পরন্তু নিত্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিলে, কোথাও অসামঞ্জস্য ঘটে না।

আমরা তাই 'পুরুকুৎসায়' 'সুদাসে' ও 'অংহঃ' পদত্রয়ে ব্যক্তি-বিশেষের সম্বন্ধ স্বীকার করি না; এবং নির্দ্দিষ্ট কোনও ঘটনাও যে এখানে বিবৃত আছে, তাহা মান্য করি না। যদি পুরুকুৎস, সুদাস ও অংহ প্রভৃতিকে ঐরূপ নামধেয় ঋষি, রাজা বা অসুর বলিয়া মনে করিতে হয়, তাহা হইলে কালচক্রে তাঁহাদিগের চিরবিদ্যমানতা স্বীকার করার আবশ্যক হয়। অথবা, পরবর্ত্তী কালের ঐরূপ নামবিশিষ্ট ব্যক্তির সম্বন্ধ মন্ত্রার্থে সংযোজিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু একটু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দর্শন করিলে, পূর্ব্বাপর ভাব-সঙ্গতির প্রতি একটু লক্ষ্য রাখিলে, বুঝিতে পারা যায়,—ঐ সকল পদ নিত্যত্ব ভাব-প্রকাশক। সেই দৃষ্টিতেই আমরা এই মন্ত্রের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তদনুসারে 'পুরুকুৎসায়' পদে আমরা নিন্দাতীত সৎকর্ম্মপরায়ণ জনসমূহকে লক্ষ্য করি। 'সপ্ত' পদে 'সপ্তলোক' অর্থ আসে। এইরূপে সপ্তলোকে—এই বিশ্বসংসারে—যাঁহারাই সৎকর্ম্মান্বিত সুতরাং নিন্দাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, 'সপ্ত' ও 'পুরুৎকুৎসায়' পদদ্বয়ে তাঁহাদিগকেই বুঝাইয়া থাকে। 'ত্যৎ' আর 'পুরঃ' পদদ্বয় দেখিয়া কোনও অসুরের পুরীর বিষয় কেনই বা মনে

আসিবে? সেরূপ কোনও অসুরের নাম পূর্ব্বে (এই সূক্তে) উল্লেখই নাই! সুতরাং "ত্যৎ পুরঃ" পদদ্বয়ে এখানে সাধারণ ভাবে পাপের আশ্রয়স্থানসমূহকেই নির্দ্দেশ করে। পাপ কত ভাবে কত রূপে সংসারে অবস্থিতি করিতেছে। সে কি এক দিকে বিরাজমান্? তাহার স্থানের কি সংখ্যা আছে? কত দিক্ দিয়া, কত সূত্র সন্ধান করিয়া সে যে মনুষ্যকে আক্রমণ করে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? কিন্তু সৎকর্ম্মপরায়ণ জনের জন্য ভগবান্ পাপের সেই সকল পথই নষ্ট করিয়া থাকেন। পাপের সকল আশ্রয়-স্থানই ভগবৎপ্রভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই মন্ত্রের প্রথম অংশের "বজ্রিন্" হইতে "দর্দ্দ" পদ-কয়েকটীতে এই তত্ত্বই পরিব্যক্ত।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে 'রাজন্' পদে—ভগবান্ যে সাধুগণের হৃদয়ে স্বতঃদীপ্তিমান্ হইয়া আছেন, তাহাই বুঝিতে পারি। 'সুদাসে' পদে যে ভগবানে সর্ব্বস্ব সমর্পণ-সমর্থ জনকে বুঝায়, এ বিষয় আমরা পূর্ব্বেও (১ম—৪৭সূ—৬ঋ) আলোচনা করিয়াছি। এখানেও সেই ভাব অব্যাহত। পরন্তু 'পূরবে' পদকে ঐ 'সুদাসে' পদের বিশেষণ বলিয়া মনে করি। তিনি 'সুদাস'—পরমদানশীল, * আবার 'পূরব' অর্থাৎ পূর্ণ-সৎকর্ম্মকারী। যিনি এতাদৃশ গুণসম্পন্ন—যিনি পূরব' ও 'সুদাস'—তাঁহার জন্য, ভগবান্ পাপকে কুশের ন্যায় ছিন্ন করেন অর্থাৎ যাজ্ঞিকগণ যেরূপ অবহেলায় কুশসমূহকে বিচ্ছিন্ন করিয়া থাকেন, সেই ভাবে সৎকর্ম্মকারীর জন্য তিনি পাপকে বিচ্ছিন্ন করেন। এই ভাবই এখানে পাওয়া যায়। 'অংহঃ' পদে যে পাপকে বুঝায়, তাহা অভিধান-সম্মত প্রচলিত অর্থ। সুতরাং ঐ পদের অর্থে অসুর-বিশেষকে আকর্ষণ করিয়া আনারও কোনই কারণ দেখি না। যেমন সুদাসের জন্য ভগবান্ পাপকে নাশ করেন, তেমনই সুদাসকে তিনি পরমার্থ-রূপ ধনও প্রদান করেন। 'বরিবঃ কঃ' পদদ্বয়ে তাঁহার সেই ধন-দানের ভাব প্রাপ্ত হই। একপক্ষে শত্রুসংহার, পক্ষান্তরে শ্রেষ্ঠধন দান,—

* পঞ্চম মণ্ডলের ৫৩ম সূক্তের তৃতীয় ঋকের 'সুদাসে' পদ উপলক্ষে ম্যাক্সমূলার "liberal giver" প্রতিবাক্যে প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং ঐ পদ যে ব্যক্তিবিশেষের নাম-রূপে বেদে প্রযুক্ত হয় নাই, এ কল্পনা অন্যের মনেও উদয় হইয়াছিল দেখা যায়।

সাধুগণের জন্য ভগবান্ এইরূপ ভাবে আপনার কঠোর কোমল করদ্বয় বিস্তার করিয়া আছেন। মন্ত্রের শেষাংশে তাঁহার এই দ্বিবিধ মূর্ত্তির প্রকাশ দেখি। (১ম—৬৩সূ—৭ঋ) ॥

—— • ——

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিষষ্টিতমং-সূক্তং। অষ্টমী ঋক্)।

ত্বং ত্যাং ন ইন্দ্র দেব চিত্রামিষমাপো।

ন পীপয়ঃ পরিজ্মন্।

যয়া শূর প্রত্যস্মভ্যং যংসি ত্মনমূর্জ্জং

ন বিশ্বধ ক্ষরধ্যৈ ॥ ৮ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। ত্যাং। নঃ। ইন্দ্র। দেব। চিত্রাং। ইষং। আপঃ।

ন। পীপয়ঃ। পরিঽজ্মন্।

যয়া। শূর। প্রতি। অস্মভ্যং। যংসি। ত্মনং। ঊর্জ্জং।

ন। বিশ্বধ। ক্ষরধ্যৈ ॥ ৮ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেব' (জ্যোতিষ্মান্) 'পরিজ্মন্' (সর্ব্বব্যাপিন্) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'আপঃ ন' (জলসদৃশং আপ্লাবনসামর্থ্যোপেতং, যদ্বা—বৃষ্টিজলবৎ স্বতঃক্ষরণশীলাং) 'চিত্রাং' (রমণীয়াং,

বৈচিত্র্যবিশিষ্টাং) 'ত্যাং' (তাং, প্রসিদ্ধাং, আকাঙ্ক্ষণীয়াং) 'ইষং' (অভীষ্টপ্রদায়িকাং শক্তিং মুক্তিং বা) 'ত্বং নঃ' (ত্বং অস্মভ্যং) 'পীপয়ঃ' (প্রাপয়ঃ); 'শূর' (হে শ্রেষ্ঠ) 'যয়া' (এতয়া শক্ত্যা) 'বস্বঃ' (বিশ্বতঃ সর্বতঃ) 'ক্ষরধ্যৈ' ক্ষরিতুং) 'উর্জং ন' (বৃষ্ট্যুদকং ইব, যদ্বা—বলপ্রাণরূপং) 'ত্মনং' (আত্মনং) ত্বং 'অস্মভ্যং প্রতি যংসি' (অস্মান্ সম্মিলিত করোষি)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—বৃষ্ট্যুদকং যথা কামপি উপেক্ষাং কৃত্বা ন বর্ষয়তি, হে ভগবন্, ত্বং তেন প্রকারেন অস্মভ্যং সৎকর্ম্মসাধনশক্তিং মুক্তিং বা প্রযচ্ছ, তয়া সহ ত্বং সম্মিলিতশ্চ ভব। (১ম—৬৩সূ—৮ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দ্যোতমান্ সর্ব্বব্যাপিন্ হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! বৃষ্টির জলের ন্যায় স্বতঃক্ষরণশীলা অথবা শুদ্ধসত্ত্বের ন্যায় আবিল্যরহিতা, বৈচিত্র্যবিশিষ্টা রমণীয়া, সেই অভীষ্টপ্রদায়িকা শক্তিকে (মুক্তিকে) আপনি আমাদিগকে প্রদান করুন; আর, হে শ্রেষ্ঠ! সেই শক্তির দ্বারা সর্ব্বতঃক্ষরণশীল বৃষ্টির জলের ন্যায় অথবা বল-প্রাণরূপ আপনাকে আপনি আমাদিগের সহিত সম্মিলিত করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—বৃষ্টির জল যেমন কাহাকেও উপেক্ষা করিয়া বর্ষিত হয় না, হে ভগবন্ আপনি সেইরূপ ভাবে আমাদিগকে সৎকর্ম্ম-সাধন-শক্তি (অথবা মুক্তি) প্রদান করুন, আর তৎসহ আপনি মিলিত হউন।)॥ (১ম—৬৩সূ—৮ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে দেব দ্যোতমানেন্দ্র। ত্বং নোঽস্মাকং চিত্রাং চায়নীয়াং ত্যাং তামিষমন্নং পরিজ্মন্ পরিতো ব্যাপ্তায়াং ভূমৌ পীপয়ঃ। প্রবর্দ্ধয়ঃ। যথা সর্ব্বা ভূমিরন্নেন পূর্ণা ভবতি তথা কুর্ব্বিত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। আপো ন। যথাপো বৃষ্ট্যুদকানি ভূম্যাং বর্ষণেন প্রবর্দ্ধয়ন্তি তদ্বৎ। যদ্বা ভূমৌ বর্ত্তমানানস্মান্ যথাপঃ প্রাপয়সি তদ্বচ্চিত্রামিষমপি পায়য়েতি ভাবঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'দেব' দ্যোতমান্ 'ইন্দ্র' ইন্দ্রদেব। 'ত্বং' আপনি 'নঃ' আমাদিগের 'চিত্রাং' চায়নীয়া (সংগ্রহের আবশ্যকযোগ্য) 'ত্যাং' সেই 'ইষং' অন্নকে 'পরিজ্মন্' সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত ভূমিতে 'পীপয়ঃ' প্রবর্দ্ধন করুন; যেন সকল ভূমি অন্নের দ্বারা পূর্ণা হয়, তাহা করুন—ইহাই ভাবার্থ। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত। 'আপঃ ন'—বৃষ্টির উদকসমূহ যেমন বর্ষণের দ্বারা ভূমিকে প্রবর্দ্ধিত (শস্যপূর্ণ) করে, তদ্বৎ। অথবা, ভূমিতে বর্ত্তমান আমাদিগকে যেমন জলসমূহ প্রাপ্ত করাইয়া থাক, সেইরূপ আমাদিগকে প্রয়োজনীয় অন্ন প্রাপ্ত করাও। হে 'শূর' ইন্দ্র। 'যয়া' যে অন্নের

হে শূরেন্দ্র যয়েষাত্মনমাত্মানমস্মাকং জীবনমস্মভ্যং প্রতিযংসি। প্রযচ্ছসি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। বিশ্বধ বিশ্বতঃ সর্ব্বতঃ ক্ষরধ্যৈ ক্ষরিতুমূর্জ্জং ন। উদকমিব। যথাস্মভ্যং বহুলমুদকং প্রযচ্ছ স তদ্বৎ প্রাণধারণরূপং জীবনমপি প্রযচ্ছসীতি ভাবঃ॥

আপঃ। শসি প্রাপ্তে ব্যত্যয়েন জস্। অপ তৃন্নিত্যাদিনা দীর্ঘঃ। পীপয়ঃ। স্ফায়ী ও প্যায়ী বৃদ্ধৌ। প্যাস্তাচ্ছান্দসে লুঙি প্যায়ঃ পী। পা০ ৬।১।২৮। ইতি ব্যত্যয়েন পীভাবঃ। ণিশ্রিদ্রুস্রুভ্য ইতি চ্লেশ্চঙাদেশঃ। ণিলোপাদীনি। যদ্বা পীঙ পানে ইত্যস্মাল্লুঙি চঙি পূর্ব্ববৎ বহুলং ছন্দস্যমাঙযোগেঽপীত্যড়ভাবঃ। পরিজ্মন্। জমতির্গতিকর্ম্মা। অজ গতিক্ষেপণয়োঃ। আঙ্ভ্যাং পরিপূর্ব্বাভ্যাং শ্বন্নুক্ষন্নিত্যাদৌ কনিন্ প্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যাঃ লুক্। যংসি। যম উপরমে। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। ত্মনং। আঙোঽস্যত্রাপি ছন্দসি দৃশ্যতে। পা০ ৬।৪।১৪১।১। ইত্যাত্মন আকারলোপঃ। সংজ্ঞাপূর্ব্বকস্য বিধেরনিত্যত্বাদুপধাদীর্ঘাভাবঃ। বিশ্বধ। বিশ্বশব্দাত্তসিলঃ সকারলোপো ধত্বং চ পৃষোদরাদিত্বাৎ। ক্ষরধ্যৈ। ক্ষর সঞ্চলনে। তুমর্থে সেসেনিত্যধ্যৈন্ প্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—৬৩সূ—৮ঋ)॥

* * *

দ্বারা 'ত্মনং' আমাদিগের আপনার জীবনকে 'অস্মভ্যং প্রতিযংসি' আমাদিগকে প্রদান করেন। তদ্বিষয় দৃষ্টান্ত। 'বিশ্বধ' সর্ব্বতোভাবে বা সর্ব্বত্র 'ক্ষরধ্যৈ' ক্ষরণশীল 'ঊর্জ্জং ন' উদকের ন্যায়। আমাদিগকে যেমন বহু পরিমাণ উদক প্রদান করেন, সেই প্রকার প্রাণধারণ-রূপ জীবনও প্রদান করিয়া থাকেন,—ইহাই ভাবার্থ।

আপঃ। শস্ প্রাপ্ত হওয়ায় ব্যত্যয়ের দ্বারা জস্ হইয়াছে। 'অপ তৃন্' ইত্যাদি নিয়মে দীর্ঘ। পীপয়ঃ। স্ফায়ী ও প্যায়ী স্থলে দীর্ঘ হয়। প্যাস্ত-হেতু ছান্দসে লুঙে 'প্যায়ঃ পী' (পা০ ৬।১।২৮) ইত্যাদি সূত্রে ব্যত্যয়ের দ্বারা পীভাব। 'ণিশ্রিদ্রুস্রুভ্যঃ' ইত্যাদি সূত্রে চ্লির স্থলে চঙ্ আদেশ। ণিলোপ প্রভৃতি। অথবা, পানার্থক পীঙ্ ধাতু। তাহাতে লুঙে পূর্ব্ববৎ চঙ্ প্রত্যয়। 'বহুলং ছন্দস্যমাঙযোগেঽপি' ইত্যাদি সূত্রে অটের অভাব। পরিজ্মন্। 'জমতিঃ' পদে গতিকর্ম্ম বুঝায়। অজ ধাতু গতি ও ক্ষেপণ অর্থবাচক। আ-পূর্ব্বক পরিপূর্ব্বক 'শ্বন্নুক্ষন্' ইত্যাদিতে কনিন্ প্রত্যয় ও নিপাতন-সিদ্ধ হয়। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে সপ্তমী বিভক্তি লোপ। যংসি। যম ধাতু উপরমার্থক। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি নিয়মে শপের লোপ। ত্মনং। 'আঙোঽস্যত্রাপি ছন্দসি দৃশ্যতে' (পা০ ৬।৪।১৪১।১) ইত্যাদি সূত্রে 'আত্মন' পদের আকারের লোপে সংজ্ঞাপূর্ব্বক বিধির অনিত্যত্ব-হেতু উপধার দীর্ঘাভাব। বিশ্বধ। বিশ্ব শব্দ-হেতু তসিল্-প্রত্যয়ের সকার লোপ ও ধত্ব—পৃষোদরাদিত্ব-হেতু। ক্ষরধ্যৈ। ক্ষর্ ধাতু সঞ্চলন বুঝায়। 'তুমর্থে সেসেন্' ইত্যাদি সূত্রে অধ্যৈন্ প্রত্যয়। নিত্ব হেতু আদ্যুদাত্তত্ব॥ (১ম—৬৩সূ ৮ঋ)॥

* * *

অষ্টম (৭৪৮) ঋকের বিশদার্থ।

—— : ০ : ——

এই ঋকের সম্বোধন, উপমা ও প্রার্থনা—এই তিন বিষয়ে ভাষ্যের ও প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার পার্থক্য ঘটিয়াছে। একে একে তাহার কারণ-কয়েকটী বিবৃত করিতেছি। প্রথমতঃ, 'সম্বোধন' পদ। আমরা মনে করি, এই ঋকের মধ্যে চারিটী সম্বোধন পদ আছে। সেই পদ চতুষ্টয়, - 'দেব' 'পরিজ্মন' 'ইন্দ্র' ও 'শূর'। ইহার মধ্যে 'পরিজ্মন' পদটিকে সম্বোধনের পদ বলিয়া ভাষ্যাদিতে গৃহীত হয় নাই। কিন্তু পূর্ব্বে (১ম—৬সূ—৯ঋ) ঐ পদকে ভাষ্যকারই সম্বোধনের পদ বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। এখানে সে অর্থের ও সে ভাবের ব্যত্যয়ের কোনই কারণ দেখি না। এতদনুসারে ঐ পদে দেবতাকে (ইন্দ্রদেবকে) সর্ব্বব্যাপিন্ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। তিনি সর্ব্ব-ব্যাপিন্, তিনি দ্যোতমান্, তিনি শ্রেষ্ঠ (শূর),—এই সকল ভাবই তাঁহার ঐ সম্বোধন-সমূহে ব্যক্ত করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রে কি প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক। প্রার্থনা—"ইষং পীপয়ঃ"। ইহা হইতে অর্থ গ্রহণ করা হইয়া থাকে,—'অন্ন প্রদান করুন।' তাহাতে সাধারণতঃ ধান-চাউল-রূপ অন্নেরই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। কিন্তু এই 'ইষং' যে কি প্রকার এবং কেমন ভাবে যে ইহা পাইবার প্রার্থনা জানান হইতেছে, তদ্বিষয় বিচার করিতে গেলে, ঐরূপ অন্ন-প্রার্থনার ভাব সম্পূর্ণরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ভগবান্—কেমন ভাবে সেই ইষং' প্রদান করিবেন ? উপমায় বলা হইয়াছে—'আপঃ ন'। তাহা হইতে সাধাসিধা অর্থ আসিয়া থাকে—'জলের ন্যায়'। কিন্তু সেই 'ইষং'-এর স্বরূপ-সম্বন্ধে লিখিত আছে, 'চিত্রাং 'তাং'। তাহাতেও 'বিচিত্র সেই' অন্ন মাত্র অর্থই পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

এই প্রকারে মন্ত্রের প্রথম অংশের, দেব হইতে 'পীপয়ঃ' পর্য্যন্ত পদ-কয়েকটীর অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—"হে দেব ! তুমি আমাদিগের বিচিত্র অন্ন-সমস্ত ভূমিতে জলের ন্যায় বর্দ্ধিত কর। বলা বাহুল্য, ভাষ্য হইতেই এরূপ অর্থ আসিয়া থাকে।

'ইষং' পদের ভাব পরিগ্রহণ উপলক্ষেই মন্ত্রার্থে সাধারণতঃ বিভিন্ন মত প্রকাশ পাইয়া থাকে। ঐ পদের ভাষ্যানুসারী অর্থ—'অন্ন'। কিন্তু আমরা বলি, এখানে, 'ইষং' পদে 'অভীষ্টপ্রদায়িকা শক্তি' বা 'মুক্তি' অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত। নিঘণ্টু-নিরুক্তে অন্ন নামসমূহের মধ্যে 'ইষং' পদ দৃষ্ট হয় বলিয়া, ঐ পদে সর্ব্বদা যে সাধারণ অন্নকেই বুঝায়, এরূপ মনে করা যাইতে পারে না। কেন-না, যে অন্ন-নাম-পর্য্যায়ের মধ্যে ঐ 'ইষং' পদ দৃষ্ট হয়, সেখানে 'ব্রহ্ম' ও 'অর্ক' প্রভৃতি পদও সন্নিবদ্ধ আছে। অন্ন—রক্ষার হেতুভূত। দেহ-রক্ষাও যেমন রক্ষা, আত্মার রক্ষাও ঐরূপ রক্ষা। কোনও অন্ন দেহ-রক্ষা করে; এবং কোনও অন্নে আত্মা রক্ষা প্রাপ্ত হন। বেদে বা বেদের ব্যাখ্যায় অন্ন-নামধেয় পদে ঐরূপ দ্বিবিধ রক্ষার ভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকি। সুতরাং 'ইষং' পদে কেবল যে দেহ-পোষণের উপযোগী সাধারণ অন্নকেই বুঝায়, তাহা মনে করা যায় না; পরন্তু ঐ পদে আত্মার রক্ষার উপযোগী অন্নের প্রতিও লক্ষ্য আসে মনে করিতে পারি। এখানে তাহা মনে করিবার বিশিষ্ট কারণও আছে। প্রধান কারণ—উহার বিশেষণ দুইটী এবং উহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত 'আপঃ ন' উপমা। উহার সহিত সন্নিবিষ্ট ঐ যে 'ত্যাং' পদ, উহার দ্বারা একটা বিশেষ সম্বন্ধের বা বিশেষ প্রসিদ্ধির বা বিশেষ আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য আসে। 'চিত্রাং' পদ—উহার বৈচিত্র্য বা অভিনবত্ব ব্যক্ত করে। প্রসিদ্ধ বিচিত্র অভিনব এমন যে অন্ন, 'ইষং' পদে তাহাই খ্যাপন করিতেছে। সে অন্ন বা সে রক্ষার উপায়—কি প্রকার? দেহ ও প্রাণ, শরীর ও আত্মা—সকলের রক্ষার সুতরাং অভীষ্ট-পূরকত্বের ভাব ঐ পদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বেও আমরা বিভিন্ন স্থানে অভীষ্ট-পূরণ অভীষ্টবর্ষণ প্রভৃতি অর্থে ঐ শব্দের ব্যবহার দেখিয়া আসিয়াছি। যাহা অভীষ্ট-সাধক, যদ্দ্বারা আমাদিগের কামনা পূর্ণ হয়, যাহাতে আমরা পরম শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারি, ঐ পদে এখানে তাহাই দ্যোতনা করিতেছে। সেই বস্তুকে (ইষং) ভগবান্ কেমনভাবে প্রদান করিবেন? তাহারই উপমা—'আপঃ ন'। এখানে প্রার্থনায় দ্বিবিধ ভাব পরিগ্রহণ করিতে পারি। বৃষ্টির জল যেমন স্বতঃক্ষরণশীল, সে জল যেমন সকলের প্রতি সমানভাবে বর্ষিত হয়, হে ভগবন্, সেইরূপ ভাবে আমাদিগের প্রতি অভীষ্ট-বর্ষণ

('ইষং) দান করুন। ভাব এই যে,—আমরা পাপী তাপী; সে 'ইষং' সে 'অন্ন' সে 'শক্তি' পাইবার অধিকারী নহি। তবে ভরসা,—আপনার করুণা। আপনি করুণা-পূর্ব্বক বর্ষার বারিধারার ন্যায় আমাদিগকে তাহা প্রদান করুন। অর্থাৎ,—বৃষ্টির জল যেমন কাহাকেও বাদ দিয়া কাহারও প্রতি বর্ষিত হয় না; যে প্রদেশে বৃষ্টিপাত হইবে, সে প্রদেশের সকলেই যেমন সে বৃষ্টির অধিকারী হয়, সেই ভাবে আমাদিগকে কৃপা-দান করুন। অথবা, 'আপঃ' পদে শুদ্ধসত্ত্বভাব অর্থ গ্রহণ করা যায়। বেদে যে ঐ অর্থে 'আপঃ' পদ অনেক স্থলে ব্যবহৃত আছে, তাহা আমরা নানাস্থানে প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছি। * সে পক্ষে 'আপঃ ন' উপমার অর্থ হয়,—শুদ্ধসত্ত্ব যেমন আবিল্যরহিত, সেইরূপ 'ইষং' (শক্তি) আপনি আমাদিগকে প্রদান করুন। ফলতঃ, আমরা অনধিকারী হইলেও আপনি করুণা-পূর্ব্বক আমাদিগকে সেই শক্তি প্রদান করুন—যাহার দ্বারা আমরা সিদ্ধিলাভে সমর্থ হই,—ইহাই প্রার্থনা।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে "শূর" হইতে "যংসি" পর্য্যন্ত পদ-কয়েকটীতে পূর্ব্বোক্ত ভাবই বিশ্লেষিত দেখি। কি প্রকার 'ইষং' প্রার্থনা করা হইয়াছে, এই অংশের ব্যাখ্যায় তাহা সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয়। 'যয়া' অর্থাৎ যে ইষের দ্বারা—"ত্যাং তুনং অস্মভ্যং প্রতি যংসি"; অর্থাৎ, আপনি আপনাকে আমাদিগের সহিত সম্মিলিত করেন। ইহার উপর আর টীকা-টিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন। ভগবান্ আসিয়া মিলিত হইবেন, তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইব,—ইহার অধিক আকাঙ্ক্ষা কি থাকিতে পারে? তাহাই আত্মায় আত্ম-সম্মিলন—তাহাই মোক্ষ বা মুক্তি। যদ্দ্বারা মোক্ষ-লাভ হয়, যদ্দ্বারা মুক্তির অধিকারী হইতে পারি, যাহার সাহায্যে ভগবানে আত্মলীন করিতে সমর্থ হই; সে 'ইষং'—সে কি সামান্য বস্তু? তাই দেখিয়াছি—তাহার বিশেষণ—'ত্যাং চিত্রাং।' তাই দেখিয়াছি—উপমায় 'আপঃ ন'। তাই ভাব গ্রহণ করিতে হইয়াছে,—শুদ্ধসত্ত্বের ন্যায় আবিল্য-রহিত, বৈচিত্র্যবিশিষ্ট, আকাঙ্ক্ষণীয়, অভীষ্টপ্রদায়ক। অভীষ্টপ্রদায়ক

* সামবেদ, আগ্নেয়পর্ব্ব, প্রথম অধ্যায়, অষ্টম দশতি এবং ঋগ্বেদের বিভিন্নস্থানে 'আপঃ' পদের মর্ম্ম দ্রষ্টব্য। 'ইষং' ও 'ঊর্জ্জং' পদদ্বয়ের মর্ম্ম যজুর্ব্বেদের প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যায় এবং অন্যান্য বিভিন্ন স্থানে বিবৃত আছে।

সে সামগ্রী, তাহারই নাম 'ইষং'। ঐ পদের বিশেষণগুলি স্ত্রীলিঙ্গান্ত আছে। তাহা হইতে সূক্ষ্ম-দৃষ্টিক্রমে ঐ পদে অভীষ্টসাধিকা শক্তি বা 'মুক্তি' অর্থ গ্রহণের সার্থকতা উপলব্ধ হয়। তার পর, মন্ত্রের প্রথমাংশের 'আপঃ ন' উপমায় বৃষ্টির জলের ন্যায় স্বতঃক্ষরণশীল ভাব গ্রহণ না করার পক্ষেও এই অংশে বেশ একটা যুক্তি প্রাপ্ত হই। কেন-না, মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে, বাক্যান্তরে সেই ভাব আসিয়া থাকে। এখানে "বিশ্বধ ক্ষরধ্যৈ" অথবা "বিশ্বধ ক্ষরধ্যৈ উর্জ্জং ন" এই দুই বাক্যাংশে সেই ভাবই প্রকাশ করে। সকলের প্রতি ক্ষরণশীল 'উর্জ্জবং' আপনি আমাদিগের সহিত মিলিত হউন,—এবম্বিধ বাক্যে প্রোক্ত ভাব প্রকাশমান্ নহে কি? সুতরাং প্রথমাংশের 'আপঃ ন' পদে ঐরূপ অর্থ গ্রহণ না করিয়া 'শুদ্ধসত্ত্বের ন্যায় আবিল্যরহিত' অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। তার পর, 'উর্জ্জং ন' এই পদদ্বয়ের প্রতিবাক্যে "বৃষ্ট্যুদকং ইব" পদদ্বয় গ্রহণ না করিয়া, যদি "বলপ্রাণরূপং" পদ গ্রহণ করি তাহাতে মন্ত্রের ভাব আরও পরিস্ফুট হয়। "বিশ্বধ ক্ষরধ্যৈ" পদদ্বয়েই সর্বতো ক্ষরণশীল বৃষ্ট্যুদকের ভাব পাওয়া যায়। তবে আবার 'উর্জ্জং ন' পদদ্বয় ঐ অর্থ-প্রকাশ পক্ষে সংযুক্ত করার প্রয়োজন কি? পরন্তু 'উর্জ্জং' পদে 'বলপ্রাণ' অর্থ আমরা অনেক স্থলে পাইয়া আসিয়াছি। সে অর্থ সে ভাব এখানে গ্রহণ করিলে, 'ত্মনং' পদের স্বরূপ-সম্বন্ধে বেশ একটু সন্ধান পাওয়া যায়। সংসারে বলপ্রাণ রূপে যিনি ব্যাপিয়া আছেন, সেই তিনি আপনি (ত্মনং) আপনাকে আমাদিগের সহিত মিলিত করিয়া লউন;—এইরূপে এখানে এই প্রার্থনা প্রকাশ পায়।

এই সকল বিবেচনা করিলে সমগ্র মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব দাঁড়ায় এই যে—'হে সর্ব্বব্যাপিন্ স্বপ্রকাশ! আমাদিগকে সেই বিশুদ্ধা রমণীয়া অভীষ্টপ্রদায়িকা শক্তি প্রদান করুন,—যে শক্তির সাহায্যে বল-প্রাণ-রূপে সর্ব্বতঃ পরিব্যাপ্ত আপনাতে সম্মিলিত হইতে পারি। প্রার্থনা—সেই শক্তি প্রদান-পূর্ব্বক আপনি আপনাতে আমাদিগকে লীন করিয়া লউন।' (১ম—৬৩—৮ঋ)॥

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিষষ্টিতমং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

অকারি ত ইন্দ্র গোতমেভির্ব্রহ্মাণ্যোক্তা

নমসা হরিভ্যাং।

সুপেশসং বাজমা ভর নঃ প্রাতর্মক্ষু

ধিয়াবসুর্জ্জগম্যাৎ ॥ ৯ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অকারি। তে। ইন্দ্র। গোতমেভিঃ। ব্রহ্মাণি। আ-উক্তা।

নমসা। হরিহভ্যাং।

সুহপেশসং। বাজং। আ। ভর। নঃ। প্রাতঃ। মক্ষু।

ধিয়াহবসুঃ। জগম্যাৎ ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'গোতমেভিঃ' (জ্ঞানিভিঃ, মনীষিভিরেব) 'তে' (তব) 'অকারি' (প্রকৃতং আরাধনং কৃতং); জ্ঞানিনঃ এব তব যথাযোগ্যং পূজনং কুর্ব্বন্তি ইতি ভাবঃ; যতঃ তে 'হরিভ্যাং' (জ্ঞানভক্তিভ্যাং সহ) 'নমসা' (নমস্কাররূপকর্ম্মণা, যথা—ভগবদুদ্দেশ্যে বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানেন, ভগবতি উৎসর্গীকৃতে কর্ম্মপরায়ণে সতি ইতি ভাবঃ) 'আ-উক্তা' (যথাশাস্ত্রপ্রযুক্তানি) 'ব্রহ্মাণি' (মন্ত্রজাতানি) উচ্চারয়ন্তি ইতি শেষঃ। হে ভগবন্! 'নঃ' (অস্মাকং) 'বাজং' (যজ্ঞং, কর্ম্ম) 'আ' (সম্যক্) 'সুপেশসং'

(সত্ত্বসহযুতং, জ্ঞানিভিঃ প্রদর্শিতং পন্থানুসারিণং ইতি ভাবঃ) 'ভর' (কুরু কারয় বা); 'ধিয়াবসুঃ' (বুদ্ধ্যা কর্ম্মণা বা প্রাপ্তধনঃ ভগবান্—ত্বমিতি ভাবঃ) 'প্রাতর্মক্ষু' (সদৈব, নিত্যকালং) 'জগম্যাৎ' (আগচ্ছতু, অস্মান্ বিরাজতু)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—'হে ভগবন্। জ্ঞানিনো যথা বিহিতানুষ্ঠানেন সহ তব পূজাপরায়ণাঃ সন্তি, অস্মান্ তদ্বৎ কৃত্বা অস্মাভিঃ সহ ত্বং সম্মিলিতো ভব।' (১ম—৬৩সূ—৯ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! মনীষিগণ জ্ঞানিগণ কর্তৃকই আপনার প্রকৃত আরাধনা হইয়া থাকে; (ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণই আপনার প্রকৃত পূজা করিয়া থাকেন); কেন-না, তাঁহারা জ্ঞান-ভক্তি-সহযুত নমস্কার-রূপ কর্ম্মের দ্বারা অর্থাৎ ভগবদুদ্দেশে বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা (অথবা ভগবানে উৎসর্গীকৃত কর্ম্মপরায়ণ হইয়া), যথাশাস্ত্রপ্রযুক্ত মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ করেন। হে ভগবন্! আমাদিগের কর্ম্মকে সর্ব্বতোভাবে সত্ত্বসহযুত অর্থাৎ জ্ঞানিগণের প্রদর্শিত পথের অনুসারী করিয়া লউন; এবং কর্ম্মের ও জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্য ধন ভগবান (আপনি) নিত্যকাল আমাদিগের মধ্যে বিরাজমান্ থাকুন। (প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'হে ভগবন্! জ্ঞানিগণ যেমন বিহিত অনুষ্ঠানের সহিত আপনার পূজাপরায়ণ হয়েন, আমাদিগকে সেইরূপ করিয়া লইয়া, আমাদিগের সহিত আপনি সম্মিলিত হউন।')॥ (১ম—৬৩সূ—৯ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র তে তব গোতমেভির্গোতমৈরেতৎসংজ্ঞৈর্ঋষিভিরকারি। স্তোত্রং কৃতমিত্যর্থঃ। এতদেব স্পষ্টীকরোতি। ব্রহ্মাণি মন্ত্রজাতানি নমসা হবির্লক্ষণেনান্নেন সহ হরিভ্যামশ্বাভ্যাং যুক্তায় তুভ্যমোক্তা। আভিমুখ্যেনোক্তানি। যদ্বা মর্য্যাদায়ামাকারঃ। যথাশাস্ত্রং প্রযুক্তানি। স ত্বং সুপেশসং। পেশ ইতি রূপনাম। বহুবিধরূপযুক্তং বাজমন্নং নোঽস্মভ্যামাভর।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'ইন্দ্র' ইন্দ্রদেব। 'তে' আপনার 'গোতমেভিঃ' গম্ভৃতম এতৎসংজ্ঞক ঋষিগণের দ্বারা 'অকারি' স্তোত্র করা হইয়াছে। এই বিষয় স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে। 'ব্রহ্মাণি' মন্ত্রসমূহকে 'নমসা' হবির্লক্ষণ অন্নসমূহের সহিত 'হরিভ্যাং' অশ্বসমূহসংযুক্ত আপনার 'ওক্তা' আভিমুখ্যে উক্ত হইয়াছে। (অথবা মর্য্যাদা বুঝাইতে আকার)। অর্থাৎ যথাশাস্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই আপনি 'সুপেশসং' (পেশ-শব্দ রূপনাম-বাচক) বহুবিধরূপযুক্ত

পাহর। দেহীতি যাবৎ। ধিয়া বুদ্ধ্যা কর্ম্মণা বা প্রাপ্তধন ইন্দ্রঃ প্রাতঃকালেঽস্মদ্রক্ষণার্থং জগম্যাৎ। আগচ্ছতু॥

ওক্তা। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শের্লোপঃ। সুপেশসং। পিশ অবয়বে অসুন্। বহুব্রীহাবাদ্যুদাত্তং। দ্ব্যচ্ ছন্দসীত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। তরা। হ্রগ্রহোর্ভ ইতি ভত্বং। দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ॥ (১ম—৬৩সূ—৯ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য পঞ্চমে পঞ্চমো বর্গঃ॥ ১।৫।৫॥

* . *

নবম (৭৪৯) ঋকের বিশদার্থ।

——: ০ :——

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'গোতমেভিঃ' আর 'হরিভ্যাং' পদদ্বয়, মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে যতকিছু সমস্যা আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। 'গোতমেভিঃ' পদের দ্বারা গোতম-বংশীয় ঋষিগণ কর্ত্তৃক মন্ত্র রচিত হইয়াছিল, এইরূপ অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে; এবং 'হরিভ্যাং' পদ উপলক্ষে হরি-নামক অশ্বদ্বয়ের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। হরি নামধেয় অশ্বদ্বয়যুক্ত রথে ইন্দ্রদেব আরোহণ করিয়াছিলেন, আর গোতম-বংশীয় ঋষিগণ তাঁহার স্তুতিমন্ত্র গ্রথিত করিয়া তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন, মন্ত্রের প্রথম চরণে "অকারি" হইতে "হরিভ্যাং" পর্য্যন্ত পদ-কয়েকটিতে এইরূপ অর্থ ই সাধারণতঃ গৃহীত হইয়া থাকে। তদনুসারে দ্বিতীয় চরণে দুইটী প্রার্থনা প্রকাশ পায়। তাহার একটী প্রার্থনা—আমাদিগকে বহুবিধ রূপযুক্ত অন্ন প্রদান করুন—"সুপেশসং বাজমাভর নঃ।" অপর প্রার্থনা—"প্রাতর্মক্ষু ধিয়াবসুর্জ্জগম্যাৎ" অর্থাৎ, বুদ্ধির বা কর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্তধন ইন্দ্রদেব প্রাতঃকালে আমাদিগের রক্ষার জন্য আগমন করুন। এই প্রকারে মন্ত্রের তাৎপর্য্য দাঁড়ায়,—'গোতম-বংশীয় ঋষিরা স্তুতিমন্ত্র রচনা করিয়া ইন্দ্রদেবের স্তব

'বাজং' অন্নকে 'নঃ' আমাদিগের জন্য 'আভর' আহরণ কর অর্থাৎ প্রদান কর। বুদ্ধির দ্বারা বা কর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্তধন ইন্দ্রদেব প্রাতঃকালে আমাদিগের রক্ষার জন্য আগমন করুন।

ওক্ত। 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে লোপ। সুপেশসং। পিশ ধাতু অবয়ব বুঝায়। অসুন্ প্রত্যয়। বহুব্রীহি-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। 'দ্ব্যচ ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে উত্তর পদের আদ্যুদাত্তত্ব। তরা। 'হ্রগ্রহোর্ভঃ' ইত্যাদি সূত্রে ভত্ব। 'দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ' ইত্যাদি সূত্রে সংহিতা-বিষয়ে দীর্ঘ। (১ম—৬৩সূ—৯ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ের পঞ্চম বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৫।৫॥

* . *

করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি আমাদিগকে ধন দান করুন এবং আমাদিগের রক্ষার জন্য আগমন করুন।'

মন্ত্রার্থে আমরা কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ভাব গ্রহণ করি না। আমাদিগের মতে, এই মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে—'হে ভগবন্। জ্ঞানিগণ যেভাবে আপনার আরাধনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যেমন জ্ঞানভক্তি-সহযুত কর্ম্মের সহিত শাস্ত্রবিধিক্রমে আপনার উপাসনায় প্রবৃত্ত হন, আমরা যেন সেইরূপ ভাবে আপনার উপাসনা করিতে সমর্থ হই। আপনি আমাদিগকে সেই শক্তি প্রদান করুন; আর, আপনি আমাদিগের মধ্যে চিরবিদ্যমান রহুন।' কি প্রকার অন্বয়-মুখে, কোন্ পদের কিরূপ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়া, মন্ত্রের ঐরূপ তাৎপর্য্য অধিগত হয়, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণেই তাহা বোধগম্য হইবে। বোধসৌকর্য্যার্থে মন্ত্রটীকে আমরা চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। উহার প্রথম অংশে, "ইন্দ্র তে অকারি" এই তিনটী পদে, জ্ঞানী মনীষিগণই যে ভগবানের প্রকৃত আরাধনা করেন, সেই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। 'গোতম' পদে যে জ্ঞানী মনীষি অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বহুস্থলে বুঝাইয়া আসিয়াছি। 'তে অকারি' পদদ্বয়ে, কতকটা ভাষ্যের অনুসরণেই, ঐ ভাব গ্রহণ করিতে পারি। আপনার স্তোত্র বা আরাধনা তাঁহাদিগের (জ্ঞানিগণের) কর্ত্তৃক কৃত হয়,—এইরূপ উক্তির দ্বারাই, তাঁহারাই যে প্রকৃত উপাসনা করিয়া থাকেন—এই ভাব প্রাপ্ত হই। আমাদিগের ব্যাখ্যায় তাহাই স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছি। ঐ প্রথম অংশের সহিত একযোগে দ্বিতীয় অংশের অর্থ পরিগ্রহণ করিতে গেলে, প্রতিবাক্যের জটিলতা-নিবন্ধন ভাব-পরিগ্রহণ কঠিন হইয়া পড়ে। সেই জন্যই, মন্ত্রের প্রথম চরণটীকে দুই ভাবে বিভক্ত করিয়া, শেষ অংশে 'তে' এই কর্ত্তৃ-পদ এবং 'উচ্চারয়ন্তি' এই ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করিতে বাধ্য হইয়াছি। ভাষ্যকারও এস্থলে দুই অংশেই চরণটীকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন। তবে তিনি 'হরিভ্যাং' পদের অর্থে অশ্বযুগলকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছেন এবং তজ্জন্য তাঁহাকে নানারূপ কষ্টকল্পনাও করিতে হইয়াছে। যাহা হউক, মন্ত্রের ঐ দ্বিতীয় অংশের 'হরিভ্যাং' ও নমসা' পদদ্বয় বিশেষ রূপ অনুধাবনার বিষয়ীভূত। ঐ দুই পদে জ্ঞানভক্তির সহিত কর্ম্মের সংযোগ

সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। 'হরিভ্যাং' পদে তাহার দুইটীকে এবং 'নমসা' পদে অন্যতমকে নির্দ্দেশ করি। এ ক্ষেত্রে যদি কেহ 'নমসা' পদে ভক্তির ভাব পরিগ্রহণ করিতে চাহেন, তাহা হইলে 'হরিভ্যাং' পদে কর্ম্মকেও জ্ঞানকে লক্ষ্য করার প্রয়োজন হয়। আমরা কিন্তু 'নমসা' পদেই কর্ম্মের ভাব গ্রহণ করি। নমস্কারে আত্ম-সমর্পণের ভাব আসে। যে কর্ম্ম ভগবানের উদ্দেশে বিহিত, 'নমসা' পদে তৎপ্রতিই লক্ষ্য আসে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের প্রথম অংশে 'ন বাজং আ সুপেশসং ভর।' পদ-কয়টীতে প্রার্থনার ভাবই প্রকাশ করে বটে; কিন্তু সে প্রার্থনাকে অন্ন-প্রাপ্তির প্রার্থনা বলিয়া আমরা মনে করি না। ঐ অংশের 'বাজং' পদে আমরা মনে করি, কর্ম্মকে লক্ষ্য করিতেছে। আমাদিগের সেই কর্ম্মকে সর্ব্বতোভাবে 'সুপেশসং' করুন,—এখানে এইরূপ প্রার্থনাই প্রকাশমান্। 'সুপেশসং' পদে নানা ভাব গ্রহণ করিতে পারি। 'সু' ও 'পেশসং' এই দুইটীকে স্বতন্ত্র পদ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। আবার উহাদিগকে এক পদ মধ্যেও গণ্য করা যায়। 'পেশসং' পদে 'রূপ' অর্থও অসঙ্গত হয় না। আবার ঐ পদে 'শুদ্ধসত্ত্ব' অর্থও প্রাপ্ত হইতে পারি। এখানে ঐ পদের ভাব এই যে,—আমাদিগের কর্ম্ম জ্ঞানিগণের প্রদর্শিত পথের অনুসারী হউক। পূর্ব্ব চরণে জ্ঞানিগণের যে কর্ম্মের বিষয় প্রখ্যাত হইয়াছে, আমার 'বাজং' বা কর্ম্ম তদনুসারী হউক—এখানে এইরূপ প্রার্থনার ভাবই পরিব্যক্ত। 'আ-ভর' বা 'ভর।' ক্রিয়া-পদটী এ পক্ষে একটু সমস্যা উপস্থিত করে; কিন্তু ভাব-পক্ষে তাহাতে কোনই অসামঞ্জস্য ঘটে না। ঐ ক্রিয়াপদ হইতে 'আমাদিগকে অন্ন প্রদান করুন'—এইরূপ প্রার্থনার ভাব যখন পরিগৃহীত হয়, তখন আমাদিগের কর্ম্মকে 'সুপেশং' বা 'সত্ত্বসংযুত করুন'—এইরূপ ভাব পরিগ্রহণও কষ্ট-কল্পনা নহে। এইরূপ অর্থ পরিগ্রহণে এই দ্বিতীয় চরণের শেষাংশের সহিত প্রথমাংশের সুসঙ্গতিই লক্ষ্য হয়। কর্ম্ম সত্ত্বসহযুত হইলেই ভগবান্ তাহার সহিত মিলিত হয়েন। এখানকার প্রার্থনা,—'হে ভগবন্! আমার কর্ম্মকে আপনি জ্ঞানিগণের কর্ম্মের ন্যায় জ্ঞানভক্তিসহযুত সত্ত্বসমন্বিত করিয়া লউন এবং আপনি তাহার মধ্যে বিরাজমান্ থাকুন।' (১ম—৬৩সূ ৯ঋ)॥

ও

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। একাদশোঽনুবাকঃ। চতুষষ্টিতমং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ। ষষ্ঠাদারভ্য অষ্টমপর্য্যন্তস্ত্রয়া বর্গাঃ॥

চতুষষ্টিতমং সূক্তং।

ঋগ্বেদ-সংহিতার এই চতুষষ্টিতম সূক্ত—মরুদ্দেবতা-বিষয়ক। মরুদ্দেবগণ সম্বন্ধে ঋগ্বেদে ন্যূনাধিক ৪০টী সূক্ত আছে। তাহার মধ্যে ৩৩টী সূক্ত সর্ব্বতোভাবে মরুদ্দেবতাক বলিয়া উক্ত হয়। অবশিষ্ট কয়েকটী সূক্তে মরুদ্দেবগণ অন্যান্য দেবতার সহিত (ইন্দ্র, অগ্নি, রুদ্র প্রভৃতির সহিত) পূজিত হইয়াছেন।

কিন্তু মরুদ্দেবগণ বলিতে ভগবানের কোন্ বিভূতির প্রতি লক্ষ্য আসে? সে পক্ষে মত-পার্থক্যের অন্ত নাই। বেদের প্রতি যেরূপ দৃষ্টিতে যিনি লক্ষ্য করেন, তাঁহার হৃদয়ে মরুদ্দেবগণ-সম্বন্ধে সেই ভাবই অবভাসিত হয়। যাঁহারা মনে করেন-বেদে প্রাকৃতিক নৈসর্গিক ব্যাপার-পরম্পরা পরিবর্ণিত আছে, তাঁহারা মরুদ্গণ বলিতে ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত অর্থ গ্রহণ করেন। আবার, যাঁহারা আর্য্যের ও অনার্য্যের যুদ্ধ-ব্যাপার বেদের মধ্যে পরিবর্ণিত আছে মনে করেন, তাঁহারা দিতির গর্ভসম্ভূত কশ্যপের পুত্রগণকেই মরুদ্গণ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। এইরূপে, পুরাণে উপাখ্যানে নানা ভাবে নানারূপে মরুদ্গণের কাহিনী পল্লবিত হইয়া আছে। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ পাশ্চাত্ত্যের ও প্রাচ্যের বহু উপাখ্যানের সহিত মরুদ্গণের সম্বন্ধ খ্যাপন করিয়া থাকেন। এই মরুদ্গণ সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। মরুদ্গণ-সম্বন্ধে যত মত প্রচারিত আছে, তৎপ্রসঙ্গে প্রায় তাহার সকল মতেরই আভাস দিয়া আসিয়াছি। সে আলোচনায় আমাদিগের প্রতীতি জন্মিয়াছে,—মরুদ্গণ ভগবানের সেই বিভূতিসমূহ—যাঁহারা অবিরত আমাদিগকে সৎপথে পরিচালন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। নৈসর্গিক ব্যাপারে তাঁহাদিগকে ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত বলিয়া মনে করিতে হয়, কর। ইহসংসারের যুদ্ধের ব্যাপারে তাঁহারা দেবসেনা মধ্যে পরিগণিত হয়েন, হউন। কিন্তু অন্তরের মধ্যে যে চির-সংগ্রাম চলিয়াছে, হৃদয়ের মধ্যে সদসদ্বৃত্তির যে ভীষণ সংগ্রাম অহর্নিশ সংঘটিত হইতেছে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, তাঁহাদিগকে বিবেক-রূপী দেবতা অথবা আমাদিগকে সৎপথে নয়নকারী ভগবদ্বিভূতি

বলিয়া মনে করিতে পারি। অন্য রূপ অর্থ পরিগ্রহ করিলে, কোথাও বা ভাবসঙ্গতি রক্ষিত হয়, কোথাও বা ভাব-বিপর্য্যয় ঘটিয়া যায়। কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে তাঁহাদিগের ক্রিয়ার বিষয় মনে করিলে, বিবেকবাণী-রূপে সর্ব্বদা আমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিবার জন্য তাঁহারা যে চেষ্টা পাইতেছেন—তৎপ্রতি দৃষ্টি পড়িলে, বেদের মরুদ্গণ অন্যমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া যান। আমরা সেই মূর্ত্তিতেই তাঁহাদিগকে দর্শন করি।

কেহ কেহ কহিতে পারেন,—বেদের ব্যাখ্যায় আমরা বড়ই রূপকের আশ্রয় লইতেছি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বেদের কোনও ব্যাখ্যা কেহ দেখাইতে পারিবেন না—যাহা সর্ব্বথা রূপক-সংস্রব-পরিশূন্য। প্রথমতঃ, যাঁহারা 'মরুদ্গণ' বলিতে মরুৎসংজ্ঞক বায়ু অর্থ গ্রহণ করেন, ভাবুন দেখি, তাঁহারাই বা কি ভাবে মরুদ্গণকে দেখিয়া থাকেন? তার পর, দেবতা-অভিধায়ে যাঁহারা মরুদ্গণের পূজা করেন, বুঝুন দেখি, তাঁহারাই বা কি প্রকার দৃষ্টিসম্পন্ন? পূজার সময় তাঁহারা মরুদ্গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করিতে বাধ্য হয়েন। মরুদ্দেবগণের বা মরুৎ-রূপ দেবগণের উপাসনা—সেই পরিকল্পনাতেই সাধিত হয়। পূজা—ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের (মরুতের) নহে; পূজা—তাঁহাদিগেরই অধিষ্ঠাতার বা পরিচালকের। এইরূপ, যেদিক দিয়াই অর্থ গ্রহণ করি না কেন, নামের বা রূপের উপাসনার বিষয় কোথাও প্রখ্যাত হয় নাই। পরন্তু, নাম যাঁহার বা রূপ যাঁহার, উপাসনা তাঁহারই দেখি। যে পথ দিয়াই অগ্রসর হউক, নদী সেই সমুদ্রে গিয়াই মিশিতেছে। এ যুক্তিতে, কেহ হয় তো কহিতে পারেন—ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের উপাসনা বলিতেই বা হানি কি? কিন্তু মন্ত্র যখন, ঋক্ যখন, শব্দ-সমষ্টি যখন, ভাষা যখন, তখন পূর্ব্বাপর ভাবসঙ্গতিও তো দেখিতে হইবে। আমরা যে ভিন্ন অর্থ বা ভিন্ন ভাব গ্রহণ করিতেছি, সে কেবল মন্ত্রার্থের সঙ্গতি ও ভাব-সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়াই। আমরা মনে করি, যে দিক্ দিয়া যে ভাবেই পরিবর্ণিত হউক, সত্য এক ও অভিন্ন। বেদের মধ্যে সেই সত্যই প্রকটিত আছে। সত্য একবার সত্য ও একবার মিথ্যা হইতে পারে না। সত্য চিরকালই সত্য। সুতরাং যাহাতে পূর্ব্বাপর সত্য অবিচ্ছিন্ন থাকে, সেই পরিকল্পনাই বেদানুগত। অতএব, বস্তুপক্ষে যেখানে বিভিন্ন বিপরীত ভাবের দ্যোতনা নাই, যাহা সর্ব্বদা সর্ব্বথা অভিন্ন ভাব প্রকাশক, তাহাই সঙ্গত ও সমীচীন।

এই বিষয়টী বিশেষভাবে বুঝিতে হইলে, দেবগণই বা কি—আর ব্রহ্ম বা ভগবানই বা কি, তাহা বুঝিবার প্রয়োজন হয়। অনেক স্থলে আমরা তাহা বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছি। উপমার ভাষায় সে বস্তু বুঝাইবার নহে। তাহাতে যুক্তিপক্ষে বহু ত্রুটির সম্ভাবন। তথাপি উপমা ভিন্ন বুঝিবার বা বুঝাইবার উপায়ও কিছু নাই। সে আদর্শই তো বেদ। রূপকে উপমায় বেদে জ্ঞানজ্যোতিঃ উদ্ভাসিত। উপমার বা রূপকের ভাষাতেই তাই বলিতে হয়—ভগবান্ বা ব্রহ্ম বলি যাঁহাকে, তিনি সত্বসমুদ্র। আর, দেবগণ?—সেই সত্বসমুদ্রে প্রবহমান্ নদ-নদী-রূপ সত্ব-প্রস্রবণ। এক দৃষ্টিতে পার্থক্য কিছুই নাই। জল—সমুদ্রেরও যাহা, নদ-নদীরও তাহাই। বস্তুপক্ষে উভয়ই অভিন্ন। তাই প্রখ্যাত হয়—'সর্ব্বদেবময় ব্রহ্ম—দেব ভিন্ন নন।' মানুষ যেমন অসংখ্য অগণ্য, মানুষের প্রকৃতি যেমন বিভিন্ন বিপরীত; ভগবদ্বিভূতিস্বরূপ দেবগণও সেইরূপ বিভিন্ন বিপরীত

পথ দিয়াই অগণ্য অসংখ্য প্রকারে মনুষ্যগণকে ভগবানের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। প্রথম প্রথম তাঁহাদিগের ক্রিয়ায় ক্লেশ বোধ হইতে পারে; কিন্তু পরিশেষে তাহাই স্নিগ্ধতার আকর হইয়া দাঁড়ায়। সে যেন—সূর্য্যের উত্তাপ ও সংসারের ক্লেদরাশি। সূর্য্যের উত্তাপে দগ্ধীভূত হইয়া পার্থিব পদার্থসমূহ হইতে যেমন বাষ্প সঞ্জাত হয়, এবং আকাশে সংবাহিত ও সঞ্চিত হইলে, সেই বাষ্পেই আবার যেমন প্রাণস্নিগ্ধকারী বারির উৎপত্তি ঘটে; মনুষ্যগণের মধ্যে দেবগণের ক্রিয়ায় সেই ভাব মনে করা যাইতে পারে। মিথ্যার কুহকে আবদ্ধ, অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, আমাদিগের মধ্যে জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরণ—আপাততঃ ক্লেশকর হইলেও, পরিণাম মনোহর, সন্দেহ নাই। বিবেকের তাড়না—এ পক্ষে জীবন্ত উপমা। পাপ-কার্য্যে মন প্রলুব্ধ হইতেছে। বিবেক আসিয়া বাধা প্রদান করিল। বড় কষ্টবোধ হইল বটে; কিন্তু সে বাধার অনুবর্ত্তী হইতে পারিলে, শুভফল যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা বলাই বাহুল্য। মরুদ্দেবগণ সম্বন্ধীয় সূক্তের মধ্যে, যত বাগ্‌বিন্যাস বা যত আড়ম্বরই প্রকাশমান্ থাকুক না কেন, এই শিক্ষাই অন্তঃশীলা প্রবহমানা আছে।

চতুঃষষ্টিতমসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা।)

বৃষ্ণে শর্দ্ধায়েতি পঞ্চদশর্চ্চং সপ্তমং সূক্তং। নোধস আর্ষং। মারুতং। অন্ত্যা ত্রিষ্টুপ্। শিষ্টাশ্চতুর্দ্দশ জগত্যঃ। তথা চানুক্রান্তং। বৃষ্ণে পঞ্চোনা মারুতং ত্রিষ্টুবন্তমিতি। চাতুর্বিংশকেঽহন্যাগ্নিমারুত ইদং মারুতং নিবিদ্ধানীয়ং। সূত্রিতং চ। পৃক্ষস্য বৃষ্ণো বৃষ্ণে শর্দ্ধায় যজ্ঞেন বর্দ্ধতেত্যাগ্নিমারুতং। আ০ ৭।৪। ইতি॥ আভিপ্লবিকে পঞ্চমেঽহন্যপ্যেতদাগ্নিমারুতে মারুতং নিবিদ্ধানীয়ং। সূত্রিতং চ। পৃক্ষস্য বৃষ্ণো বৃষ্ণে শর্দ্ধায় নু চিৎ সহোজা ইত্যাগ্নিমারুতং। আ০ ৭।৭। ইতি॥—তামেতাং প্রথমামৃচমাহ।

চতুঃষষ্টিতমসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ

'বৃষ্ণে শর্দ্ধায়' ইত্যাদি পঞ্চদশ ঋক্ বিশিষ্ট সপ্তম সূক্ত (একাদশানুবাকের)। ঋষি নোধা। দেবতা মরুদ্গণ। শেষের ঋক্‌টীর ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্। অবশিষ্ট চৌদ্দটী ঋকের ছন্দঃ জগতী। সে বিষয়ে এইরূপ অনুক্রান্ত আছে;—'বৃষ্ণে পঞ্চোনা মারুতং ত্রিষ্টুবন্তমিতি।' অর্থাৎ, 'বৃষ্ণে' ইত্যাদি সূক্তে পাঁচটী কম (পনেরটী) ঋক্,—মরুদ্দেবতা বিষয়ক এবং উহার শেষটী ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোবিশিষ্ট। চাতুর্বিংশদিবসীয় অগ্নিমারুত এই মারুত সূক্ত প্রযুক্ত। তদ্বিষয়ে এইরূপ সূত্রিত আছে; 'পৃক্ষস্য বৃষ্ণো বৃষ্ণে শর্দ্ধায় যজ্ঞেন বর্দ্ধতেত্যাগ্নি মারুতং' (আ০ ৭।৫) ইতি। আভিপ্লবিকে পঞ্চমদিনেও অগ্নিমারুতযাগে মরুদ্গণ সম্বন্ধে ইহা প্রযুক্ত হয়। তদ্বিষয়ে এইরূপ সূত্রিত আছে;—'পৃক্ষস্য বৃষ্ণো বৃষ্ণে শর্দ্ধায় নু চিৎ সহোজা ইত্যাগ্নি মারুতং' (আ০ ৭।৭) ইতি। তাহারই প্রথম ঋক্ কথিত হইতেছে।

প্রথমমণ্ডলস্য একাদশেঽনুবাকে চতুঃষষ্টিতমং সূক্তং। নোধস আর্ষং।

মারুতং। অগ্নিমারুতে মারুতং নিবিদ্ধানীয়ং।

* . *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুঃষষ্টিতমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্)।

বৃষ্ণে শর্দ্ধায় সুমখায় বেধসে নোধঃ সুবৃক্তিং

প্র ভরা মরুদ্ভ্যঃ।

অপো ন ধীরো মনসা সুহস্ত্যো গিরঃ সমঞ্জে

বিদথেষ্বাভুবঃ ॥ ১ ॥

* . *

পদ-বিশ্লেষণং।

বৃষ্ণে। শর্দ্ধায়। সুঽমখায়। বেধসে। নোধঃ। সুঽবৃক্তিং ॥

প্র। ভর। মরুৎঽভ্যঃ ॥

অপঃ। ন। ধীরঃ। মনসা। সুঽহস্ত্যঃ। গিরঃ। সং। অঞ্জে ॥

বিদথেষু। আঽভুবঃ ॥ ১ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'নোধঃ' (ভগবতি নবানুরাগসম্পন্ন ভগবদর্চ্চনায়াঃ প্রথমপ্রবৃত্ত বা হে মম মনঃ) 'বৃষ্ণে' (অভীষ্টপূরকায়) 'সুমখায়' (সৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তকায়) 'বেধসে' (জ্ঞানদাত্রে) 'শর্দ্ধায়' (শক্তি-সঞ্চারকায়) 'মরুদ্ভ্যঃ' (মরুদ্গণায়, যদ্বা—বিবেকরূপিণে দেবায়, তদ্দেবানাং অনুসরণেন ইতি ভাবঃ) 'সুবৃক্তিং' (সুকর্ম্ম) 'প্র ভর' (প্রেরয়, প্রাপয়); বিবেকরূপাণাং মরুদ্দেবানাং অনুশাসনং অনুসৃত্য, হে মম মনঃ, ত্বং সৎকর্ম্মপরায়ণো ভব—ইতি ভাবঃ; তথা 'ধীরঃ' (স্থিরবুদ্ধিঃ, অচঞ্চলঃ) 'সুহস্ত্যঃ' (সৎকর্ম্মপরঃ সন্) 'অপঃ ন' (শুদ্ধসত্ত্ববৎ) 'বিদথেষু আভুবঃ' (দেবতাভিমুখীকরণসমর্থাঃ) 'মনসা গিরঃ' (হৃদিসঞ্জাতাঃ অন্তরস্থাঃ বা স্তুতীঃ) 'সমঞ্জে' (সমঞ্জ, ভগবতি সম্মিলতঃ কুর্ব্বিত্যর্থঃ); অবিচ্ছেদেন সৎকর্ম্মণা সহ ভগবত আরাধনায়াঃ প্রবৃত্তো ভব—ইতি ভাবঃ ॥ (১ম—৬৪সূ—১ঋ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

ভগবানে নবানুরাগসম্পন্ন অর্থাৎ ভগবদর্চ্চনায় প্রথম-প্রবৃত্ত হে আমার মন! সেই অভীষ্টপূরক, সৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তক, জ্ঞানদাতা, শক্তিসঞ্চারক, মরুদ্গণের (বিবেকরূপী দেবগণের) উদ্দেশে তোমার সুকর্ম্মকে প্রেরণ কর; (ভাব এই যে,—বিবেকরূপী মরুদ্দেবগণের অনুশাসন অনুসরণ করিয়া, হে আমার মন, তুমি সৎকর্ম্মপরায়ণ হও); আর, অচঞ্চল সৎকর্ম্মপর হইয়া, শুদ্ধসত্ত্বের ন্যায় দেবতাভিমুখীকরণসমর্থ হৃদিসঞ্জাত (অন্তরস্থ) স্তুতি-সমূহকে ভগবানে সম্মিলিত কর; (ভাব এই,—অবিচ্ছিন্ন সৎকর্ম্মের সহিত ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হও।) ॥ (১ম—৬৪সূ—১ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

অত্র পূর্ব্বার্দ্ধেন স্বতৌ নোধাঃ প্রের্য্যতে। হে নোধঃ! বৃষ্ণে কামানাং বর্ষিত্রে। সুমখায় শোভনযজ্ঞায়। বেধসে পুষ্পফলাদীনাং কর্ত্রে। বায়ৌ সতি হি পুষ্পাণি ফলানি চোৎপদ্যন্তে। এবংবিধায় মরুদ্ভ্যঃ। বিভক্তিব্যত্যয়ঃ। মরুতাং মিত্রাবিণাং শর্দ্ধায়

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

এই মন্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধের দ্বারা নোধা ঋষি আপনাকে সম্বোধন করিতেছেন। হে 'নোধঃ'! 'বৃষ্ণে' কামনাসমূহের বর্ষণকারী 'সুমখায়' শোভনযজ্ঞ 'বেধসে' পুষ্প-ফলসমূহ উৎপন্নকারী এবংবিধ 'মরুদ্ভ্যঃ' (বিভক্তি-ব্যত্যয়) মরুদ্গণের মিত্রাবিণ

সমূহায় সুবৃক্তিং সুষ্ঠু বর্জ্জকং সুষ্ঠু প্রবৃত্তং বা স্তোত্রং প্রভরা। প্রেরয় জুহোতি যাবৎ॥ স্তুতো প্রেরিতা নোধা আহ। ধীরো ধীমান্। সুহস্ত্যঃ শোভনাঙ্গুলিযুক্তঃ কৃতাঞ্জলিরিত্যর্থঃ। এবম্ভূতোঽহং মনসা গিরঃ স্তুতিলক্ষণা বাচঃ সমঞ্জে। সম্যগ্ ব্যক্তাঃ করোমি। যা গিরো বিদথেষু যজ্ঞেষাভুবঃ। আঙ্ মর্য্যাদায়াং। যথাশাস্ত্রং প্রযুক্তা ভবন্তোত্যাভুবঃ। দেবতাভিমুখীকরণায় সমর্থাঃ। যজ্ঞযোগ্যৈঃ স্তোত্রৈর্ম্মনঃপূর্ব্বকং মরুদ্গণং স্তৌমীতি ভাবঃ তত্র দৃষ্টান্তঃ। অপো ন। যথা পর্জ্জন্যো যুগপদেব বহুষু প্রদেশেষু বহুশা জলানি বর্ষতি তদ্বৎ॥

বৃষ্ণে। বৃষু সেচনে কনিন্যুবৃষিতক্ষীত্যাদিনা কনিন্‌প্রত্যয়ঃ। কিত্ত্বাদ্ গুণাভাবো নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। চতুর্থ্যেকবচনেঽল্লোপোঽন ইত্যকারলোপঃ। শর্দ্ধায়। শৃধু প্রসহনে। শর্দ্ধ্যতে প্রসহ্য তঽনেন পর্ব্বতাদিকমিতি শর্দ্ধো মরুৎসঙ্ঘঃ। করণে ঘঞ্। ঞিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। সুমখায়। শোভনো মখো যস্য। নঞ্ সুভ্যামিতি প্রাপ্তে ব্যত্যয়েন পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। নোধঃ। পাদাদিত্বাৎ ষাষ্ঠিকমামন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। সুহস্তঃ। হস্তে ভবো হস্ত্যঃ। ভবে ছন্দসীতি যৎ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। ততঃ সুশব্দেন বহুব্রীহাবাদ্যুদাত্তত্বং। দ্ব্যচ্ছন্দসীত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—৬৪সূ ১ঋ)॥

* * *

অর্থাৎ দ্রবণ বা সঞ্চালনকারিগণের 'শর্দ্ধায়' সমূহকে 'সুবৃক্তিং' সুষ্ঠু আবর্জ্জক বা সুষ্ঠু প্রবৃত্ত স্তোত্র 'প্র ভরা' প্রেরণ কর; অর্থাৎ, স্তব কর। স্তুতিপ্রেরণকারী নোধা ঋষি বলিতেছেন;—'ধীরঃ' ধীমান্ 'সুহস্ত্যঃ' শোভন অঙ্গুলিযুক্ত অর্থাৎ কৃতাঞ্জলি; এবম্ভূত আমি 'মনসা গিরঃ' স্তুতিলক্ষণ বাক্য 'সমঞ্জে' সম্যক্‌রূপে ব্যক্ত করিতেছি। যে গির বা বাক্য 'বিদথেষু' যজ্ঞকর্ম্মে 'আভুবঃ' (আঙ্ মর্য্যাদার্থে) যথাশাস্ত্র প্রযুক্ত হয় এই অর্থে 'আভুবঃ' অর্থাৎ দেবতার অভিমুখী করণে সমর্থ। যজ্ঞের যোগ্য স্তোত্রসমূহের দ্বারা মনঃপূর্ব্বক মরুদ্গণকে স্তব করি ইহাই ভাব। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত; 'অপো ন' মেঘ যেমন এককালে বহু প্রদেশে বহুজল বর্ষণ করে, তদ্বৎ।

বৃষ্ণে। সেচনার্থক বৃষু ধাতু। 'কনিন্যুবৃষিতক্ষীত্যাদিনা' ইত্যাদি নিয়মে কনিন্ প্রত্যয়। কিত্ত্ব-হেতু গুণের অভাব। নিত্ত্ব-হেতু আদ্যুদাত্ত। চতুর্থীর একবচনে 'অল্লোপোঽন' ইত্যাদি সূত্রে অকারের লোপ। শর্দ্ধায়। প্রসহন অর্থমূলক শৃধু ধাতু। ইহার দ্বারা পর্ব্বতাদি শর্দ্ধিত হয়—এই অর্থে 'শর্দ্ধাঃ' পদে মরুৎসঙ্ঘকে বুঝায়। করণে ঘঞ্। ঞিত্ত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। সুমখায়। শোভন মখ যাহার—এই অর্থে সুমখ। 'নঞ্ সুভ্যাং' ইত্যাদি সূত্র প্রাপ্ত হওয়ায় ব্যত্যয়ের দ্বারা পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। নোধঃ। পাদাদিত্ব হেতু ষাষ্ঠিকের আমন্ত্রিত; তজ্জন্য আদ্যুদাত্তত্ব। সুহস্ত্যঃ। হস্তে হয়—এই অর্থে হস্ত্যঃ। 'ভবে ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে যৎ। 'যতোঽনাবঃ' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। তাহার পর সু-শব্দের দ্বারা বহুব্রীহির আদ্যুদাত্তত্ব। 'দ্ব্যচ্ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদের আদ্যুদাত্তত্ব। (১ম—৬৪সূ—১ঋ)।

* * *

প্রথম (৩৫০) ঋকের বিশদার্থ।

—— : • : ——

এই মন্ত্রের দুইটী চরণে দ্বিবিধ উদ্দেশ্য-বিধায়ক অর্থ প্রচারিত দেখি। নোধা ঋষি যেন মন্ত্রটী রচনা করিয়া, প্রথমে আপনাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিতেছেন,—হে নোধা! তুমি মরুদ্গণের উদ্দেশে স্তোত্র রচনা কর।' ইহাই প্রথম চরণের মর্ম্ম। দ্বিতীয় চরণে তিনি যেন আবার বলিতেছেন,—'যে বাক্যের দ্বারা দেবগণকে যজ্ঞস্থলে আনা যায়, আমি সেইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেছি।' এক চরণে—আপনাকে সম্বোধন এবং মন্ত্র-রচনায় আত্মোদ্বোধন; অন্য চরণে—মন্ত্রের রচনা আরম্ভ। মন্ত্রের প্রচলিত অর্থাদিতে এই দুই ভাব প্রকাশ দেখি। অর্থাৎ, কোনও কাল-বিশেষে কোনও ঋষি-বিশেষ মন্ত্রটী রচনা করিতে বসিয়াছিলেন, আর সেই কথাই তিনি যেন ব্যক্ত করিতেছেন। এই তো মন্ত্রের অর্থ! তার পর, সেই মরুদ্দেবগণ কেমন, আর কেমন ভাবের বাক্য উচ্চারণে তাঁহাদিগকে যজ্ঞস্থলে আনা যাইতে পারে, বিশেষণ প্রভৃতিতে তাহা পরিব্যক্ত আছে। এই দৃষ্টিতে এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার তিনটী আদর্শ (ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত) নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে। যথা,—

(১) "For the manly host, the joyful, the wise, for the Maruts bring thou, O Nodhas, a pure offering. I prepare songs, like as a handly priest, wise in his mind, prepares the water, mighty at sacrifices."

(২) "হে নোধা! বারিবর্ষী, যজ্ঞশোভন এবং সকলের প্রভু মরুদ্গণকে লক্ষ্য করিয়া মনোহর স্তোত্রমন্ত্র রচনা কর। যেরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিলে জলধারার ন্যায় দেবগণকে যজ্ঞ-প্রদেশে উপস্থিত করা যায়, আমি আন্তরিক ভক্তির সহিত করযোড়ে সেইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছি।"

(৩) "হে নোধা! বর্ষণকারী শোভনযজ্ঞ ও (পুষ্পফলাদির) কর্ত্তা মরুৎগণের উদ্দেশে সুন্দর স্তোত্র প্রেরণ কর। যে বাক্যদ্বারা বৃষ্টিধারার ন্যায় যজ্ঞস্থলে দেবগণকে অভিমুখ করা যায়, আমি ধীর ও কৃতাঞ্জলি হইয়া মনের সহিত সেই বাক্যসমূহ প্রয়োগ করি।"

এই তো প্রচলিত অর্থ—এই তো প্রচলিত ব্যাখ্যা! অথচ, আমাদিগের ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ অন্য ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের সহিত ভাষ্যের এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদির যে পার্থক্য ঘটিয়াছে, তাহার কারণ-পরম্পরা কথিত হইতেছে। মন্ত্রে আছে—"সুবৃক্তিং প্রভর।" ঐ দুই পদের অর্থ উপলক্ষেই যত-কিছু গণ্ডগোল ঘটিয়াছে। ঐ দুই পদে সাধারণতঃ 'মন্ত্র রচনা করার' ভাব পরিগৃহীত। 'সুবৃক্তিং' পদে 'স্তোত্র' অর্থ গ্রহণ করিয়া, 'প্রভর' পদে 'প্রদান কর' বা 'রচনা কর' অর্থ কল্পনা করা হয়। তাহা হইতেই নানা উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছে। তাহা হইতেই দাঁড়াইয়া গিয়াছে—নোধা ঋষি মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, আপনাকে আপনি সম্বোধন করিয়া বক্তব্য বলিয়াছিলেন, এবং জলের ধারার ন্যায় দেবগণকে যজ্ঞক্ষেত্রে আনয়ন করিবার স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা বলি, ঐ 'সুবৃক্তিং' পদে স্তোত্রকে বুঝায় না, সুকর্ম্মকে বুঝায়। আর, তাহা বুঝাইলেই, ভাবার্থ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যায়। ঋগ্বেদে 'সুবৃক্তি' শব্দের ব্যবহার এ পর্যন্ত্য আমরা চারি বার পাইয়াছি। তাহার দুই স্থলে 'সুবৃক্তি' পদ আছে, আর অপর দুই স্থলে 'সুবৃক্তিভিঃ' পদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই চারি স্থলেই ঐ শব্দে সুকর্ম্মকে বুঝাইয়াছে। প্রথম দেখুন—একষষ্টিতম সূক্তের চতুর্থী ঋক্। সেখানে আছে—"গিরঃ সুবৃক্তি চ।' 'গিরঃ' পদে স্তুতি বুঝায়; 'সুবৃক্তি' পদে সৎকর্ম্ম বুঝায়। সেখানে ভগবানের উদ্দেশে স্তোত্রকে আর সুকর্ম্মকে (অথবা কর্ম্মফলকে) সমর্পণের সঙ্কল্প আছে। 'গিরঃ' ও 'সুবৃক্তি' যে দুইটী স্বতন্ত্র বস্তু, 'চ' ব্যবধানেই তাহা উপলব্ধ হয়। এইরূপ, ঐ একষষ্টিতম সূক্তের ষোড়শ ঋক্ দেখুন; সেখানেও 'সুবৃক্তি' ও 'ব্রহ্মাণি' দুইটী পদ আছে। কেবল স্তোত্র নহে, অথবা কেবল কর্ম্ম নহে,—দুইই ভগবানের উদ্দেশে বিহিত হউক,—এবম্বিধ মর্ম্মই প্রোক্ত দুই মন্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তার পর, ঐ একষষ্টিতম সূক্তের তৃতীয় ঋকে এবং দ্বিষষ্টিতম সূক্তের প্রথমা ঋকে যে দুই 'সুবৃক্তিভিঃ' পদ ব্যবহার হইয়াছে; সেই দুই স্থলেও লক্ষ্য করুন,—স্তোত্রবাচক অন্য এক স্বতন্ত্র পদ আছে এবং 'সুবৃক্তি' পদে সুকর্ম্মকেই বুঝাইতেছে। 'সুবৃক্তিভিঃ আঙ্গূষং

ভরামি''—বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি—সেখানকার এই বাক্যাংশের মর্ম্ম কি? মর্ম্ম কি এই নহে যে,—'আমি আমার সৎকর্ম্মের সহিত স্তোত্রকে ভগবদভিমুখী করি।' এইরূপ, ''সুবৃক্তিভিঃ অর্কং অর্চ্চাম'' —দ্বিষষ্টিতম সূক্তের প্রথম ঋকের এই যে বাক্যাংশ, এখানেও দেখুন, 'অর্ক' আর 'সুবৃক্তি' দুই স্বতন্ত্র বস্তু হইল কি না! তবেই বুঝা যায়, 'সুবৃক্তি' সুকর্ম্মকেই দ্যোতনা করে। ইহা বুঝিতে পারিলেই উপলব্ধ হয় না কি—মন্ত্র-রচনার কল্পনা কেমন উল্টাইয়া গেল! সুতরাং তদুপলক্ষিত উপাখ্যানাদিও এতদ্দ্বারা বৃথা প্রতিপন্ন হইল! ফলতঃ, এই মন্ত্রাংশের ('সুবৃক্তিং প্রভর' পদ দ্বয়ের) ভাব এই যে,— 'তোমার সকল সুকর্ম্মকে অথবা শ্রেষ্ঠ কর্ম্মফলকে ভগবানে ন্যস্ত কর।'

অতঃপর বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি,—মন্ত্রের সম্বোধ্য কে? যদি বলেন—'নোধা ঋষি'; এক পক্ষে তাহাতেও কোনও আপত্তির কারণ নাই; তবে সে অর্থ পরিগ্রহণ-পক্ষে বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে যে, সে নোধা ঋষি কালচক্রে চিরবিদ্যমান আছেন; অর্থাৎ যাঁহারই প্রাণ ভগবানের জন্য যখনই ব্যাকুল হয়, তখনই সেই প্রাণের মধ্যে সেই ঋষির ক্রিয়া প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। তাই, ঐ পদের প্রতিবাক্যে, ভগবানে নবানুরাগসম্পন্ন বা ভগবদর্চ্চনায় প্রথম প্রবৃত্ত যে মন, তাহারই প্রতি লক্ষ্য আছে—মনে করিয়াছি। নিঘণ্টু-নিরুক্তেও 'নোধস্' শব্দের ব্যুৎপত্তি-গত একটা অর্থ দেখিতে পাই; তাহাতেও ব্যক্তি-বিশেষ বা ঋষি-বিশেষ বলিয়া তাঁহাকে মনে করিবার কোনও কারণ আসে না। যে কোনও প্রার্থনাকারী যখনই নবানুরাগসম্পন্ন হইয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন, তিনিই তখন 'নোধা' অভিধায়ে অভিহিত হইতে পারিবেন। আমরা তাই মনে করি, এই মন্ত্র আত্মোদ্বোধন-মূলক। এই মন্ত্রে প্রার্থনাকারী আপনার মনকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন; যেন বলিতেছেন,—'হে আমার মন! এত দিন তুমি হেলায় দিন হারাইয়া আসিয়াছ; কিন্তু এখনও উদ্বুদ্ধ হও—এখনও সেই সৎকর্ম্মের প্রবর্ত্তক অভীষ্টপূরক জ্ঞানদাতা শক্তিসঞ্চারক দেবতাগণের শরণাপন্ন হও এবং তাঁহাদিগের উদ্দেশে কর্ম্ম করিতে সঙ্কল্প কর।'

এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটীও এই প্রথম চরণেরই

অনুবর্ত্তী। আমরা বলি, এখানেও সম্বোধনের পরিবর্ত্তন হয় নাই; এখানেও সেই মনকে সম্বোধন করিয়াই বলা হইয়াছে,—'হে মন! তুমি তোমার স্তোত্র-মন্ত্রকে দেবতার অনুসারী কর।' তবে এ পক্ষের এক সমস্যা—ক্রিয়া-পদের বিভক্তি লইয়া। এখানে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার আবশ্যক বলিয়া মনে করি। অথবা, যদি ঐ ক্রিয়াপদকে লটের উত্তম-পুরুষের একবচনের পদ বলিয়াই মনে করা যায়, তাহাতেও সদর্থ সিদ্ধ হইতে পারে বটে; কিন্তু সে পক্ষে একটী 'যেন' অব্যয় পদের আকাঙ্ক্ষা মন্ত্রাংশে পরিদৃষ্ট হয়। তদনুসারে মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় "ত্বয়া" পদের পর নিম্নরূপ অন্বয়-মুখে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। যথা—

"হে মন! তব প্রেরণয়া যেনাহং ধীরঃ সুহস্ত্য সন্ অপঃ ন বিদথেষু আভুবঃ মনসা গিরঃ সমঞ্জে, তৎ বিধেহি।"

মন্ত্রাংশের ভাব দাঁড়ায়,—'হে আমার মন! তোমার প্রেরণায় আমি যেন সৎকর্ম্মপরায়ণ হইয়া আমার অন্তরস্থিত স্তুতিমন্ত্রকে ভগবানে সমর্পণ করিতে পারি।'

বলা বাহুল্য, এই অর্থে এবং আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় প্রকাশিত ক্রিয়াপদের বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকারমূলক অর্থে বিশেষ কোনই পার্থক্য নাই। তবে একপ্রকার অর্থ-পক্ষে কয়েকটী শব্দের অধ্যাহার এবং অন্য প্রকার অর্থ-পক্ষে ক্রিয়াপদের বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার—এই দুই প্রক্রিয়া আবশ্যক হয়। এখন, যিনি যেদিক দিয়া যে ভাবে অর্থ-গ্রহণে সঙ্গতি-বোধ করেন, সেই ভাবেই অগ্রসর হইতে পারেন। ফলতঃ মন্ত্রে আত্মোদ্বোধন-কল্পে আপনার মনকে সম্বোধন করিয়া যেন বলা হইয়াছে,—'মন! তুমি প্রস্তুত হও ভগবানের কর্ম্মে আত্মনিয়োগ কর।' মন্ত্রার্থে এই ভাবই সর্ব্বথা অধিগত হয়।

উপসংহারে মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটি পদের অর্থ-বিষয়ে একটু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। প্রথমতঃ, 'মরুদ্ভ্যঃ' পদ। ঐ পদে ভাষ্যে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করা হইয়াছে। তাহাতে 'মরুদ্ভ্যঃ' স্থলে 'মরুতাং' প্রতিবাক্য গ্রহণ-পূর্ব্বক তৎসহ 'শর্দ্ধায়' পদ সংযুক্ত হইয়াছে; এবং 'শর্দ্ধায়' পদে ভাষ্যে-'সমূহ' অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। এইরূপে ঐ দুই পদের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—মরুদ্গণের সমূহকে। কিন্তু ঐ 'শর্দ্ধায়' পদ পূর্ব্বে বিভিন্ন স্থানে পাইয়াছি, এবং 'শক্তিসঞ্চারক' 'বলপ্রদাতা' বা 'অনুগ্রাহক' অর্থে ঐ পদের প্রয়োগ দেখিয়াছি। এখানে

সহসা সে অর্থ পরিবর্ত্তনের কোনই কারণ দেখা যায় না। পরন্তু 'মরুদ্ভ্যঃ' পদের প্রতিবাক্যে 'মরুদ্গণায়' পদ গ্রহণ করিলেই সকল সমস্যার নিরসন হয়। 'বৃষ্ণে,' 'সুমখায়', 'বেধসে' প্রভৃতি পদে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করি, শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসারেই তাহা নির্দ্ধারণ করা যায়। 'ধীরঃ' ও 'সুহস্ত্যঃ' পদদ্বয়ের অর্থ দুর্ব্বোধ্য নহে। ঐ যে, 'সুহস্ত্যঃ' পদ, উহার দ্বারা কখনই সুন্দর অঙ্গুলিবিশিষ্ট হস্তকে বুঝায় না। আমরা বলি, সেই হস্তই সুহস্ত—যে হস্ত সৎকর্ম্মসাধনায় সদা-প্রবৃত্ত। এই ভাবই এখানে প্রকাশমান্।

এখন, অনুধাবনার বিষয়—'অপঃ ন,' 'বিদথেষু আভুবঃ' এবং 'মনসা গিরঃ' এই তিনটী যুগ্ম বাক্যাংশ। উহার 'অপঃ ন' পদে আমরা 'শুদ্ধসত্ত্ববৎ' অর্থ গ্রহণ করি। ঐ অর্থ গ্রহণ করিলে 'বিদথেষু আভুবঃ' পদদ্বয়ের যে প্রতিবাক্য (দেবতাভিমুখীকরণসমর্থাঃ) ভাষ্যে পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহার বেশ সার্থকতা উপলব্ধ হয়। 'বিদথেষু' পদে 'যজ্ঞেষু' বা সৎকর্ম্মেষু' অর্থ আসে। 'আভুবঃ' পদে তদভিমুখীকরণের ভাব পাই। শুদ্ধসত্ত্বই মনোবৃত্তিকে দেবতাভিমুখী করেন। মানুষ যখন শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবান্বিত হইতে পারে, তখনই তাহার কর্ম্ম এবং স্তোত্র ভগবানে পৌঁছিয়া যায়। সেইজন্যই এখানে মনকে বলা হইতেছে,—'হে মন! যেন শুদ্ধ-সত্ত্বের ন্যায় আমার কর্ম্ম বা বাক্য দেবতাভিমুখী হয়।' আমরা 'মনসা গিরঃ' পদদ্বয়ে 'হৃদিসঞ্জাতাঃ অন্তরস্থাঃ বা স্তুতীঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। মনের দ্বারা অর্থাৎ হৃদয়ের কর্ম্মের দ্বারা যে স্তুতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, অর্থাৎ ভগ-বানের অনুধ্যানের ফলে যে স্তুতি আমাদিগের অধিগত হয়, এখানে তাহারই প্রতি লক্ষ্য আসে। এই সকল বিষয় বুঝিতে হইলে, প্রথমতঃ 'সুবৃক্তিং' * প্রভৃতি পদ কয়টীর মর্ম্মানুধাবন প্রয়োজন। তার পর যথাক্রমে অন্যান্য পদগুলির অর্থ উপলব্ধ হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য বোধগম্য হইবে।

---

* এই মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের ও বাক্যাংশের অর্থ উপলক্ষে একটু সংশয়ের ভাব বেদ-ব্যাখ্যাকারী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মনেও জাগরিত হইয়াছিল দেখিতে পাই।

'সুবৃক্তিং' পদ বিষয়ে ম্যাক্সমূলার বৃহৎ একটী "টিপ্পনী" লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অর্থ— Hymn of praise. প্রফেসার রোথ অর্থ করিয়াছেন Excellent praise.

এইরূপে বুঝিতে পারি, মন্ত্রের প্রথম অংশে বলা হইয়াছে,—'মন! তুমি সৎকর্ম্মপর হও।' দ্বিতীয় অংশে বলা হইল—'তোমার সেই সৎকর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে তুমি দেবগণের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হও।' সঙ্গে সঙ্গে বুঝান হইল—সেই দেবগণ কেমন? বলা হইয়াছে—তাঁহারা 'মরুদ্ভ্যঃ।' ঐ পদে আমরা ভাব গ্রহণ করি,—'বিবেকরূপী ভগবদ্বিভূতিসমূহ।' মরুদ্গণ বলিতে কেন ঐ ভাব গ্রহণ করিয়াছি, নানা স্থলে তাহা প্রখ্যাত হইয়াছে। পরবর্ত্তী মন্ত্রের ব্যাখ্যাতেও বিশেষভাবে তাহা বলা হইল। বিশেষণগুলির এবং 'অপঃ ন' * প্রভৃতি উপমা-কয়েকটীর ভাব-নিষ্কর্ষ করিতে সমর্থ হইলেই, মন্ত্রার্থ বোধগম্য হইবে; বুঝা যাইবে, এই মন্ত্রের উদ্বোধনার মর্ম্ম এই যে,—'মন! তুমি সৎকর্ম্মপর হইয়া বিবেকের অনুবর্ত্তী হও।' সৎকর্ম্মপরায়ণ জনের বিবেক কখনও তাহাকে বিভ্রান্ত করে না। (১ম—৬৪সূ—১ঋ)॥

---

* 'অপঃ ন' পদের অর্থ-বিষয়ে, ম্যাক্সমূলার সায়ণের ভাষ্যের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া, বেন্‌ফে ও লুড্‌উইগ প্রভৃতির অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদ-ক্রমে,—

SAYANA:—"I show forth these hymns of praise, like water, i.e. everywhere, as Pargana sends down rain at once in every place."

BENFEY:—"I make these hymns smooth like watet, i.e. so that they run smooth like water."

Max Muller:—(I) "As one wise in mind and clever performs his work, so do I compose these hymns."

(2) "Like a workman, wise in mind and handy, I put together these hymns,"

এইরূপ "বিদথেষু আভুবঃ" পদদ্বয় সম্বন্ধেও তাঁহাদের নানা গবেষণা দেখিতে পাই। ফলতঃ সমস্যা একরূপই আছে। 'অপঃ বিদথেষু আভুবঃ' সম্বন্ধে ম্যাক্সমূলার যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা এই:—

"APAH VIDATHESHU ABVAHU seems to mean water efficacious at sacrifices.'

রোথ বলেন,—'বিদথ' শব্দে, রাজনীতির সংশ্রব আসে। সভ্য, জনসাধারণের সভা প্রভৃতি বুঝাইতে ঐ শব্দ প্রথম প্রযুক্ত হইত। তাহা হইতেই যজ্ঞ অর্থ আসিয়াছে।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুঃষষ্টিতমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্)।

তে জজ্ঞিরে দিব ঋষ্বাস উক্ষণো রুদ্রস্য

মর্য্যা অসুরা অরেপসঃ।

পাবকাসঃ শুচয়ঃ সূর্য্যা ইব সত্বানো ন

দ্রপ্সিনো ঘোরবর্পসঃ॥ ২॥

* . *

পদ-বিশ্লেষণং।

তে। জজ্ঞিরে। দিবঃ। ঋষ্বাসঃ। উক্ষণঃ। রুদ্রস্য।

মর্য্যাঃ। অসুরাঃ। অরেপসঃ।

পাবকাসঃ। শুচয়ঃ। সূর্য্যাঃইব। সত্বানঃ। ন।

দ্রাপ্সনঃ। ঘোরঽবর্পসঃ॥ ২॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঋষ্বাসঃ' (জ্ঞানপ্রদাতারঃ) 'উক্ষণঃ' (শক্তিপ্রবর্দ্ধকাঃ) 'রুদ্রস্য মর্য্যাঃ' (রুদ্রভাবস্য মারকাঃ, মৃত্যুভয়াপহারকাঃ) 'অসুরাঃ' (কামাদিশত্রূণাং প্রভাবং নিরসিতারঃ) 'অরেপসঃ' (পাপরহিতাঃ) 'পাবকাসঃ' (সর্ব্বেষাং শোধকাঃ, পাপনাশকাঃ) 'সত্বানঃ ন দ্রপ্সিনঃ' (জ্যোতিরিব সর্ব্বতঃ বিচ্ছুরণশীলাঃ, যদ্বা—বৃষ্টিবৎ সর্ব্বতঃ ক্ষরণশীলাঃ) 'ঘোরবর্পসঃ'

(ভীষণমূর্ত্তয়ঃ—পাপিনাং সম্বন্ধে ইতি যাবৎ) 'তে' (মরুতঃ, বিবেকরূপা দেবাঃ) দিবঃ (দ্যুলোকাৎ, সত্ত্বভাবনিলয়াৎ, সত্ত্বসম্বন্ধাৎ এব) 'জজ্ঞিরে' (সঞ্জায়তে)। অয়ং ভাবঃ—হৃদি কিঞ্চিদপি সত্ত্বাবসঞ্চারে সতি বিবেকোন্মেষো ভবতি। (১ম—৬৪সূ—২ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানপ্রদাতা, শক্তিপ্রবর্দ্ধক, মৃত্যুভয়াপহারক, কামাদিশত্রুগণের প্রভাব খর্ব্বকারী, পাপরহিত, পাপনাশক, জ্যোতিঃ-বৎ বিচ্ছুরণশীল অথবা বৃষ্টির জলের ন্যায় সর্ব্বতঃ ক্ষরণশীল, ভীষণমূর্ত্তি (পাপিগণের সম্বন্ধে) সেই বিবেকরূপী দেবগণ সত্ত্বসম্বন্ধ হইতেই সঞ্জাত হয়েন। (ভাব এই যে,—হৃদয়ে একটু সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইলেই বিবেকের উন্মেষ হইয়া থাকে।)॥ (১ম—৬৪সূ—২ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

তে মরুতো দিবোঽন্তরিক্ষাজ্জজ্ঞিরে। প্রাদুর্ব্বভূবুঃ। কীদৃশাঃ। ঋষ্বাসঃ। দর্শনীয়াঃ। উক্ষণঃ। সেক্তারঃ পুমান ইত্যর্থঃ। রুদ্রস্য মর্য্যাঃ। মর্য্যশব্দো মনুষ্যবাচীহ মরুতাং মর্ত্ত্যত্বা-সম্ভবাৎ পুত্রা ইত্যস্মিন্নর্থে পর্য্যবস্যতি। মরুতাং রুদ্রপুত্রত্বং চ মন্ত্রান্তরে স্পষ্টং। আ তে পিতর্ম্মরুতাং সুম্নমেত্বিতি। অসুরাঃ। শত্রূণাং নিরসিতারঃ। অরেপসঃ। রেপ ইতি পা নাম। পাপরহিতাঃ। পাবকাসঃ। সর্ব্বেষাং শোধকাঃ। সূর্য্যা ইব শুচয়ো দীপ্তাঃ। সত্বানো ন। পরমেশ্বরস্য ভূতগণা অতিশয়েন বলপরাক্রমা। তৎসদৃশা ইত্যর্থঃ। সত্বান ইতি ভূতগণা উচ্যন্তে। অথো যে অস্য সত্বান ইত্যাদৌ তথা দর্শনাৎ। দ্রপ্সিনঃ বৃষ্ট্যুদক-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'তে' সেই মরুদ্গণ 'দিবঃ' অন্তরিক্ষ হইতে 'জজ্ঞিরে' প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা কীদৃশ? 'ঋষ্বাসঃ' দর্শনীয়. 'উক্ষণঃ' সেক্তার অর্থাৎ পুরুষ, 'রুদ্রস্য মর্য্যাঃ' অর্থাৎ রুদ্রের পুত্র। মর্য্য শব্দ মনুষ্যবাচী; মরুদ্গণের মর্ত্ত্যত্ব অসম্ভব-হেতু এখানে পুত্র অর্থে ইহা পর্য্য-বসিত হইয়াছে। মরুদ্গণের রুদ্র-পুত্রত্বের বিষয় মন্ত্রান্তরে স্পষ্টীকৃত আছে। যথা,—'আ তে পিতর্ম্মরুতা সুম্নমেত্বিতি'। 'অসুরাঃ' শত্রুগণের নিরসিতা। 'অরেপস' (রেপ শব্দ পাপনাম মধ্যে গণ্য) পাপরহিত। 'পাবকাসঃ' সকলের শোধক। 'সূর্য্যা ইব শুচয়ঃ' সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট। 'সত্বানঃ ন' পরমেশ্বরের ভূতগণ যেমন অতিশয়রূপে বল-পরাক্রমসম্পন্ন, তৎসদৃশ। সত্বান পদ ভূতগণ বিষয়ে উক্ত হয়;—'অথো যে অস্য সত্বান ইত্যাদৌ তথা দর্শনাৎ।' 'দ্রপ্সিনঃ' বৃষ্টির উদকবিন্দুসমূহযুক্ত জলকণা-সমন্বিত)। শ্রুতিতে আছে,—মরুদ্গণ সৃষ্টিতে বৃষ্টি আনয়ন করেন। 'ঘোরবর্পসঃ' (বর্প শব্দ রূপ-

বিদ্যুদ্ভির্যুক্তাঃ। মরুতঃ সৃষ্টাং বৃষ্টিং নয়ন্তীতি শ্রুতেঃ। ঘোরবর্পসঃ। বর্প ইতি রূপনাম। ঘোররূপাঃ। যথা ভূতগণা ভয়ঙ্কররূপাঃ। শত্রূণাং ভয়ঙ্কররূপা ইত্যর্থঃ। যদ্বা সত্বানো ন ঘোরবর্পসঃ। যথা ভূতগণা ভয়ঙ্কররূপাস্তদ্বদেতেপীত্যর্থঃ॥

ঋঘাসঃ। ঋষী গতৌ। গত্যর্থা বুদ্ধ্যর্থা ইত্যত্র জ্ঞানার্থঃ সর্ব্বনিঘৃষ্বেত্যাদৌ। উ০ ১।১৫২। বপ্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। আজ্জসেরসুক। উক্ষণঃ। বা ষপূর্ব্বস্য নিগম ইত্যুপধাদীর্ঘাভাবঃ। অরেপসঃ। বহুব্রীহৌ নঞ্‌সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং সত্বানঃ। ষদ্‌লৃ বিশরণগত্যবসাদনেষু। প্র ঈরসন্তোরঙ্কট্ চ। উ০ ৪।১১৮। ইতি বিধীয়মানঃ ক্বনিপ্‌ প্রত্যয়ো বহুলবচনাৎ কেবলাদপি ভবতি। প্রত্যয়স্য পিত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। ঘোরবর্পসঃ। হন্তেরচ্‌ ঘুর চ। উ০ ৫ ৬৪। ইতি হন্তের্ঘুরাদেশঃ। অচ্‌। বৃঙ্‌ধাতোর্ব্বৃঙ্‌ শীঙ্‌ভ্যামিত্যসুন্‌। পুডাগমঃ। বহুব্রীহিস্বরঃ॥ (১ম—৬৪সূ—২ঋ)॥

* * *

দ্বিতীয় (৭৫১) ঋকের বিশদার্থ।

——:০:——

এই ঋকে মরুদ্দেবগণের উৎপত্তির বিষয় প্রখ্যাত হয়। সেই উপলক্ষে তাঁহাদিগের স্বরূপ-প্রকাশক কয়েকটী বিশেষণ আছে; এবং দুইটী বাক্যাংশে তাঁহাদিগের জন্মতত্ত্ব বা উৎপত্তির বিবরণ প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রে আছে—'রুদ্রস্য মর্য্যাঃ।' তাহা হইতে অর্থ গ্রহণ করা হয়—রুদ্রের পুত্রগণ। আবার মন্ত্রে আছে—'দিবঃ যজ্ঞিরে।' তাহা হইতে

নাম-বাচক) ঘোর রূপবিশিষ্ট; যেমন ভূতগণের ভয়ঙ্কর রূপ। শত্রুগণের প্রতি ভয়ঙ্কর রূপধারী, ইহাই ভাবার্থ। অথবা 'সত্বানো ন ঘোরবর্পসঃ' অর্থাৎ ভূতগণ যেমন ভয়ঙ্কর রূপ-ধারী, তদ্বৎ ইত্যর্থ।

ঋঘাসঃ। ঋষি ধাতু গত্যর্থক। গত্যর্থ বুদ্ধ্যর্থ ইত্যাদি এখানে জ্ঞানার্থ প্রযুক্ত। 'সর্ব্বনিঘৃষ্বেত্যাদৌ (উ০ ১।১৫২) ইত্যাদি সূত্রে ব-প্রত্যয়ান্ত নিপাতিত। 'আজ্জসের-সুক্' ইত্যাদি সূত্রে অসুক্-প্রত্যয়। উক্ষণঃ। 'বা ষপূর্ব্বস্য নিগমে' ইত্যাদি সূত্রে উপাধার দীর্ঘাভাব। অরেপসঃ। বহুব্রীহি-হেতু 'নঞ্‌ সুভ্যাম্' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদের অন্তোদাত্তত্ব। সত্বানঃ। বিসরণ গতি অবসাদন অর্থে ষদ্‌লৃ ধাতু। 'প্র ঈরসন্তোরঙ্কট্ চ' (উ০ ৪।১১৮) ইত্যাদি নিয়ম ক্রমে ক্বনিপ্ প্রত্যয়। বহুলবচন-হেতু কেবল-হেতুও হয়। প্রত্যয়ের পিত্ব-হেতু অনুদাত্তত্বের ধাতুস্বর অবশিষ্ট থাকে। ঘোরবর্পস। 'হন্তে রচ্‌ ঘুর চ' (উ০ ৫।৬৪) ইত্যাদি সূত্রে হন ধাতু স্থানে ঘুঃ আদেশ। তাহাতে অচ্‌। বৃঙ্‌-ধাতুতে 'বৃঙশীঙ্‌ভ্যাম্' ইত্যাদি সূত্রে অসুন্ প্রত্যয়। পুট আগম। বহুব্রীহির স্বর। (১ম—৬২সূ—২ঋ)॥

* * *

অর্থ গ্রহণ করা হয়,—তাঁহারা অন্তরিক্ষ লোক হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এইরূপে মরুদ্গণ যে রুদ্রের পুত্র এবং অন্তরিক্ষ হইতে জন্মগ্রহণ করেন, তাহাই প্রকাশ পায়। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে যে কয়েকটী বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার একটীতে তাঁহারা 'অসুর' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন;—আর একটীতে জলকণার ন্যায় পতনশীল বলিয়া পরিচিত আছেন। ভাষ্য ও তাহার বঙ্গানুবাদ দর্শন করিলেই সে ভাব উপলব্ধ হইবে। প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে আর আর যাঁহারা এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রকারান্তরে ভাষ্যেরই অনুসরণকারী। সুতরাং সেই সকলের বিশেষভাবে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

এখন, আমরা এই মন্ত্রে যে ভাব যে অর্থ গ্রহণ করি, তদ্বিষয় কিছু আলোচনা করিতেছি, মরুদ্দেবগণ বলিতে আমরা বিবেকরূপী দেবতার অধিষ্ঠান কল্পনা করি। সেই দৃষ্টিতে মন্ত্রান্তর্গত পদগুলির অর্থ গ্রহণ করিয়া দেখুন,—পূর্ব্বাপর সঙ্গতি লক্ষিত হইবে। প্রথম—'ঋষ্বাসঃ' পদ। ঐ পদের প্রচলিত অর্থ দর্শনীয়। কিন্তু ঐ অর্থে কি ভাব উপলব্ধ হয়? ভাষ্যে দেখি, ঐ 'ঋষ্বাসঃ' পদের মূলীভূত ঋষি ধাতু এখানে জ্ঞানার্থে-প্রযুক্ত। সুতরাং আমরা ঐ পদের অর্থ গ্রহণ করি—জ্ঞান-প্রদাতা। বিবেকের ন্যায় জ্ঞানপ্রদাতা মানুষের আর কে আছে? বিবেকের অনুসারী হইলেই মানুষ যে জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। এ পক্ষে বুঝিয়া দেখুন,—মরুদ্গণ বলিতে যাঁহারা ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতকে বা তদধিষ্ঠাতা দেবতাকে নির্দ্দেশ করেন; আর, তাঁহাদিগেরই পদাঙ্কানুসরণে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ যাঁহারা মরুদ্গণকে বাত্যা-দেবতা (Storm gods) বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন; বস্তুপক্ষে তাঁহাদিগেরই বা লক্ষ্য কি? 'ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত দেবতা দর্শনীয়'—এই কি মন্ত্রাংশের অভিমত? অধিষ্ঠাতা দেবতা বলিলেও, তাঁহাদিগের ক্রিয়া কেমনভাবে আমাদিগের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে,—তাহা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন নহে কি? সেই অনুসন্ধানের ফলেই আমরা বুঝিতে পারি, যাঁহারা বিবেক-রূপে আমাদিগের হৃদয়ের মধ্যে ক্রিয়া করেন, তাঁহারাই মরুদ্গণ আখ্যায় অভিহিত হইতে পারেন। সে পক্ষে মন্ত্রান্তর্গত প্রতি পদের সার্থক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যাইতে পারে। যেমন 'ঋষ্বাসঃ'

পদ, তেমনই দেখুন,—'উক্ষণঃ' পদ। * ঐ পদের 'সেক্তারঃ' প্রতিবাক্যে হইতেই 'শক্তিপ্রবর্দ্ধক' অর্থ আসে। বুঝিয়া দেখুন,—বিবেকের ক্রিয়া-সম্বন্ধে ঐ পদের কীদৃশ সার্থকতা! 'অসুরাঃ' পদে ভাষ্যে যে অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে, আমরাও সেই অর্থ গ্রহণ করিলাম। দেখুন—এখানে 'অসুরাঃ' পদ আবার দেব সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইল! 'পরেপসঃ' এবং 'পাবকাসঃ' পদদ্বয় সেই দেবগণের স্বরূপ ও কার্য্য প্রকাশ করিতেছে। তাঁহারা যে নিজে নিষ্পাপ, পরন্তু অপরের পাপ হরণ করেন,—ঐ দুই পদে এই দুই ভাব প্রকাশ পায় তাঁহাদিগকে যে 'ঘোরবর্পসঃ' বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা পাপিগণের সম্বন্ধে তাঁহাদিগের ভীষণভাব উপলব্ধ হয়। এখানেও, "সত্বানঃ ন দ্রপ্সিনঃ" বাক্যাংশে এবং এই 'ঘোরবর্পসঃ' পদে, তাঁহাদিগের মধ্যে যুগপৎ কোমলতা ও কঠোরতা বিদ্যমান্ আছে—বুঝা যায়। অর্থাৎ, তাঁহারা যে সাধুসজ্জনের প্রতি—সৎকর্ম্মকারীর প্রতি—নিয়ত স্নেহধারা সেচন করিয়া থাকেন, এবং পাপীর প্রতি ভীষণ ভাব অবলম্বন করিয়া আছেন, এখানে এই দুই ভাবের দ্যোতনা দেখি।

উপসংহারে তাঁহাদিগের সেই উৎপত্তি-তত্ত্বের বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখুন। বলা হইয়াছে—'দিবঃ যজ্ঞিরে'। অন্তরিক্ষে বা আকাশে ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত উৎপন্ন বা সঞ্চালিত হয় বটে; সেই দৃষ্টিতে তদনুরূপ অর্থ আসিতে পারে সত্য; কিন্তু পূর্ব্বাপর লক্ষ্য করিলে, তদ্রূপ চিন্তার ভিত্তি স্বতঃই শিথিল হইয়া আসে। ঐ যে ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত, উহারা কি জ্ঞান-দাতা (ঋষ্বাসঃ), উহারা কি শক্তি-প্রবর্দ্ধক (উক্ষণঃ), অথবা উহারা কি পাপরহিত ও পাপনাশক (অরেপসঃ পাবকাঃ)? কিন্তু দেখুন,—বিবেক-পক্ষে ঐ সকল বিশেষণের কেমন সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। এই লক্ষ্য স্থির হইলেই 'দিবঃ যজ্ঞিরে' পদদ্বয়ের মর্ম্ম অধিগত হইতে পারে। 'দিবঃ'

---

* পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দৃষ্টিতে মন্ত্রান্তর্গত পদগুলির যেরূপ অর্থ অধ্যাহৃত হয়, তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতেছে। মূলে 'উক্ষণঃ' পদ আছে; তাহা হইতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ষাঁড় অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তদনুসারে 'উক্ষণঃ রুদ্রস্য মর্য্যাঃ" পদত্রয়ের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—"The tall bulls of Dyu, the manly youths of Rudra." এখানে 'দিবঃ' পদ 'উক্ষণঃ' পদের সহিত একত্রে গ্রহণ করা হইয়াছে।

পদে আমরা পূর্ব্বাপর 'সত্ত্বভাবনিলয় স্বর্গ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এখানেও তাহারই সঙ্গতি দেখি। সত্ত্বভাবনিলয় হইতে অর্থাৎ সত্ত্ব-সম্বন্ধ হইতে বিবেকের উৎপত্তি হয়। হৃদয়ে যদি একটু সত্ত্বভাব জাগিয়া উঠে, তাহা হইলেই বিবেক আসিয়া শক্তি-সঞ্চয়ে জ্ঞানলাভে পাপনাশে সহায় হয়েন। এ সকল নিত্যসত্যতত্ত্ব—বিশ্লেষণ বাহুল্য মাত্র। মরুদ্গণের উৎপত্তি-স্থান যে কিরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এইরূপেই বুঝা যায়। এখন 'রুদ্রস্য মর্য্যাঃ' পদদ্বয়ের ভাব বুঝিয়া দেখুন। ঐ দুই পদে রুদ্রের পুত্র অর্থ আসে না। ভাষ্যকার 'মর্য্যাঃ' পদে কিরূপ কষ্ট কল্পনায় 'পুত্রাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, সামান্য আলোচনাতেই তাহার অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হয়। যাহা মরণধর্ম্মশীল, তাহাই 'মর্য্য'। সেই অর্থেই ঐ শব্দে 'মনুষ্য' অর্থ আসে। আমরা কিন্তু এখানে ঐ শব্দের আদি-ভাবই গ্রহণ করি। তদনুসারে এখানে 'মর্য্যাঃ' পদের ভাব—মারক বা নাশকারিগণ। রুদ্রভাবের যাঁহারা বিনাশ করিতে পারেন, আমরা মনে করি, তাঁহারই 'রুদ্রস্য মর্য্যাঃ'। রুদ্র—সংহারকারী। রুদ্র—মৃত্যুর অধিপতি। রুদ্রকে নাশ করেন—বলিতে, তাঁহার প্রভাবকে বা তদুপলক্ষিত আতঙ্ককে নাশ করেন,—এই ভাব আসিতে পারে। তাই ঐ দুই পদের প্রতিবাক্যে 'মৃত্যুভয়াপহারকাঃ' পদ আমরা গ্রহণ করিয়াছি। বিবেকের অনুসারী হইলে, মানুষের মৃত্যু-ভয় যে দূর হয়, এখানে সেই ভাব প্রকাশমান্। 'সত্বানঃ ন দ্রপ্সিনঃ'—এই উপমায় দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করা যায়। * 'সত্বানঃ' পদে 'জ্যোতিঃ' বুঝাইতে পারে, আবার 'বৃষ্টির জল' অর্থও আসে। 'দ্রপ্সিনঃ' পদে বিন্দু বিন্দু ক্ষরণের অথবা জ্যোতিঃকণার ন্যায় বিচ্ছুরণের ভাব পাইতে পারি। তাহা হইতেই আমরা জ্যোতিঃবৎ বিচ্ছুরণশীল বা বর্ষার জলের ন্যায় ক্ষরণশীল অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

---

* 'সত্বানঃ ন দ্রপ্সিনঃ' উপমার ইংরাজী অনুবাদ দাঁড়াইয়াছে,—"Like brave warriors" (Benfey); "Like evil spirits" (Wilson); "Like giants' (Max Muler); সায়ণ ঐ 'সত্বানঃ' পদ উপলক্ষে 'পরমেশ্বরস্য ভূতগণাঃ' প্রতিবাক্যই গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা উপলক্ষে রমেশ বাবু টিপ্পনী করিয়াছেন,—"কিন্তু ঋগ্বেদ-রচনার সময় মহাদেব বা মহাদেবের ভূতগণের উপাখ্যান সৃষ্ট হয় নাই।" ফলতঃ বিভিন্ন ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মতই প্রচলিত দেখি।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে প্রতিপন্ন হয়, এখানে নৈসর্গিক ভীষণ ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের বিষয় পরিব্যক্ত হয় নাই। এখানে মনস্তত্ত্বের নিত্য-পরিদৃষ্ট স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপারই পরিবর্ণিত আছে। (১ম—৬৪সূ—২ঋ)॥

—•—

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুঃষষ্টিতমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্)।

যুবানো রুদ্রা অজরা অভোগ্‌ঘনো ববক্ষুরধ্রিগাবঃ

পর্ব্বতা ইব।

দৃহ্লা চিদ্বিশ্বা ভুবনানি পার্থিবা প্র চ্যাবয়ন্তি

দিব্যানি মজ্মনা॥ ৩॥

•.•

পদ-বিশ্লেষণং।

যুবানঃ। রুদ্রাঃ। অজরাঃ। অভোক্ঽহনঃ। ববক্ষুঃ। অধ্রিঽগাবঃ।

পর্ব্বতাঃঽইব।

দৃহ্লা। চিৎ। বিশ্বা। ভুবনানি। পার্থিবা। প্র। চ্যবয়ন্তি।

দিব্যানি। মজ্মনা॥ ৩॥

•.•

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যুবানঃ' (চিরনবীনত্বাসম্পন্নাঃ) 'রুদ্রাঃ' (রুদ্রভাবাপন্নাঃ, বিভীষণাঃ) 'অজরাঃ' (জরারহিতাঃ) 'অভোগ্‌ঘনঃ' (দেবপূজনবিমুখান জনান্ হন্তারঃ 'আধ্রগাবঃ' (অপ্রতিহতগতিবিশিষ্টাঃ) 'পর্ব্বতা ইব' (পর্ব্বতবৎ দৃঢ়াঃ, অবিচলিতাঃ) তে দেবাঃ 'ববক্ষুঃ' (উপাসকান্ তেষাং অভিমতফলং প্রদাতুমিচ্ছন্তু) ; অপিচ, 'বিশ্বা' (বিশ্বানি, সর্ব্বাণি) 'ভুবনানি' (লোকানি, সংসারাণি) 'মজ্মনা' (স্বমহত্বেন, যদ্বা—লোকানাং অনুষ্ঠিতেন সৎকর্ম্মণা, তেষাং দেবপূজনানুসারেণ ইতি ভাবঃ) 'পার্থিবা' (ইহলোকসম্বন্ধীনি) 'দিব্যানি' (দ্যুলোকসম্বন্ধীনি) বসূনি 'দৃহ্লা চিৎ' (দৃঢ়ানি অপি, প্রদানং অতিকঠিনং সত্যপি) 'প্রচ্যাবয়ন্তি' (প্রকৃষ্টরূপেণ চালয়ন্তি, সর্ব্বথা দদাতি)। অয়ং ভাবঃ—ভগবদনুসারিভ্যঃ জনেভ্যঃ তেষাং অভীপ্সিতং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপং চতুর্ব্বর্গং ফলং প্রদানায় দেবাঃ সদৈব প্রস্তুতাঃ সন্তি। (১ম—৬৪সূ—৩ঋ)॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

চিরনবীন অতি-ভীষণ, জরারহিত, দেবপূজা-বিমুখ-জনগণকে হননকারী, অপ্রতিহত গতিবিশিষ্ট, অবিচলিত (পর্ব্বতবৎ দৃঢ়) সেই (বিবেক-রূপী) দেবগণ, উপাসকগণকে তাঁহাদিগের অভিমত ফল প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন ; আর, বিশ্বসংসারকে, আপনাদিগের মহত্ত্ব-প্রভাবে (অথবা, লোকসমূহের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মের দ্বারা, অর্থাৎ তাঁহাদিগের দেবপূজনানুসারে) ইহলোক-সম্বন্ধীয় এবং দ্যুলোক-সম্বন্ধীয় ধনসমূহকে, দৃঢ় হইলেও (প্রদান করা অতি কঠিন হইলেও), সর্ব্বথা প্রদান করেন। (ভাব এই যে,—ভগবদনুসারী জনগণের জন্য তাঁহাদিগের অভীপ্সিত ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদানের নিমিত্ত দেবগণ সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকেন।)। (১ম—৬৪সূ—৩ঋ)॥

• . •

সায়ণ ভাষ্যং।

যুবানস্তরুণা রুদ্রা রুদ্রপুত্রা অজরা জরারহিতা অভোগ্‌ঘনো যে দেবান্ হবির্ভির্ন ভোজয়ন্তি তেষাং হন্তারঃ। অধ্রিগাবোঽধৃতগমনাঃ পরৈরনিবারিতগতয়ঃ। পর্ব্বতা ইব দৃঢ়াঙ্গাঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'যুবানঃ' তরুণ, 'রুদ্রাঃ' রুদ্রপুত্রগণ, 'অজরাঃ' জরারহিত, 'অভোগ্‌ঘনঃ' অর্থাৎ যাহারা দেবতাগণকে হবির্দ্বারা ভোজন না করায় (হবির্দান না করে) তাহাদিগের হননকারী, 'অধ্রিগাবঃ' অধৃতগমন বা অপরের দ্বারা অনিবারিত গতিবিশিষ্ট, 'পর্ব্বতা ইব' পর্ব্বতের ন্যায়

এবম্ভূতা মরুতো ববক্ষুঃ স্তোতৃণামভিমতং প্রাপয়িতুমিচ্ছন্তি। অপিচ বিশ্বা সর্ব্বাণি ভুবনানি সম্ভবং প্রাপ্তানি পার্থিবা পৃথিব্যাং ভবানি দিব্যানি দিবি ভবানি চ বহূনি দৃহ্লা চিৎ দৃঢ়ান্যপি মজ্মনা। মজ্মেতি বলনাম। শোধকেন বলেন প্রচ্যাবয়ন্তি প্রচালয়ন্তি॥

অভোগঘ্নঃ ভোজয়ন্তীতি ভোজাঃ। ন ভোজা অভোজাঃ। তেষাং হন্তারঃ। বহুলং ছন্দসীতি হন্তেঃ রূপ্। ঝয়োহোঽন্যতরস্যামিতি হকারস্য ঘত্বং। ইন্হন্পূষার্য্যম্‌ণাং শৌ। পা° ৬।৪।১২। ইতি নিয়মাদ্দীর্ঘাভাবঃ। ববক্ষুঃ। বহ প্রাপণে। অস্মাদিচ্ছাসংক্রোচ ইতীট্প্রতিষেধঃ। দ্বির্ভাবঃ। চঙ্কক্ষত্বত্বানি। সম্প্রত ইতীত্বাভাবশ্ছান্দসঃ। লিটস্ত্যমন্ত্রে। পা° ৩।১।৩৫। ইতি নিষেধাদপ্রত্যয়াভাবেঽতোলোপ ইত্যকারলোপঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ॥ (১ম—৬৪সূ—৩ঋ)॥

* * *

তৃতীয় (৭৫২) ঋকের বিশদার্থ।

—— : • :——

মরুদ্দেবগণের স্বরূপ-সম্বন্ধে এই ঋকে নানা নূতন সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। ঋকে একটী 'রুদ্রাঃ' পদ আছে; তদনুসারে তাঁহাদিগকে 'রুদ্রের পুত্র' বলিয়া অভিহিত করা হয়। 'পর্ব্বতা ইব' উপমা উপলক্ষে তাহাদিগের অঙ্গ যে দৃঢ়, তাহাই প্রখ্যাত হইয়া থাকে। 'যুবানঃ' এবং 'মজ্মনা প্রচ্যাবয়ন্তি' প্রভৃতি পদ উপলক্ষে তাহারা যে যুবা এবং আপনাদিগের বলের দ্বারা দ্যুলোককে প্রচালিত করিতে পারেন,—এই সকল

দৃঢ়দেহ—এবম্ভূত মরুদ্গণ 'ববক্ষুঃ' স্তোতৃগণের অভিমত (বস্তু) তাহাদিগকে প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন; আরও, 'বিশ্বা' সকল 'ভুবনানি' সম্ভব-প্রাপ্তিকারক 'পার্থিবা' পৃথিবী হইতে উৎপন্ন এবং 'দিব্যানি' দ্যুলোক হইতে উৎপন্ন বস্তুসমূহকে, দৃঢ় হইলেও, মজ্মনা' (মজ্মন পদে অতিবল বুঝায়) শোধক বলের দ্বারা 'প্রচ্যাবয়ন্তি' প্রচালন করিয়া থাকেন।

অভোগঘ্নঃ। যাহারা ভোজন করায়—তাহারা 'ভোজাঃ'; যাহারা ভোজন না করায়—তাহারা 'অভোজাঃ'; তাহাদিগের হননকারিগণ; (এই অর্থে 'অভোগঘ্নঃ' পদ হয়)। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে হন ধাতুতে 'রূপ্ প্রত্যয়। 'ঝয়োহ হন্যতরস্যাং' ইত্যাদি সূত্রে হকারের স্থানে ঘত্ব। 'ইন্হন্পূষার্য্যম্‌ণাং শৌ' (পা° ৬।৪।১২) ইত্যাদি নিয়মে দীর্ঘের অভাব হইয়াছে। ববক্ষুঃ। প্রাপণার্থক বহ ধাতু। তাহাতে 'ইচ্ছাসংক্রোচঃ' ইত্যাদি নিয়মে ইটের প্রতিষেধ। দ্বির্ভাব। 'চঙ্কক্ষত্বত্বানি' ইত্যাদি নিয়মে ইত্ব। 'সম্প্রতঃ' ইত্যাদি সূত্রে ছান্দস-হেতু ইত্বের অভাব 'লিটস্ত্যমন্ত্রে' (পা° ৩।১।৩৫) ইত্যাদি সূত্রে নিষেধ-হেতু আম্ প্রত্যয়ের অভাব। 'অতো লোপঃ' ইত্যাদি সূত্রে অকারের লোপ। প্রত্যয়ের স্বর। পাদাদি-হেতু নিঘাতের অভাব। (১ম—৬৪সূ—৩ঋ)॥

* *

ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এই ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যাদির অনুসরণে মরুদ্গণের প্রত্যেককে এক এক জন ভীম অবতার বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে এই ঋকের অর্থে আবার ভীষণ ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের ক্রিয়াও লক্ষ্য করা হয়। এই মন্ত্রেরও প্রচলিত দুইটী অনুবাদ (একটী ইংরাজী ও একটী বাঙ্গলা) প্রকাশ করিতেছি। যথা,—

"The youthful Rudras, they who never grow old, the slayers of the demon, have grown irresistib e like mountains They throw d wn with their strength all beings, even the strongest, on earth and in heaven'.

"রুদ্রগণ যুবক, বৃদ্ধরহিত এবং যাঁহারা দেবগণের উদ্দেশে হবি প্রদান না করেন, সেই (অনার্য্যের) প্রাণহন্তা। মরুদ্গণ অপ্রতিহতগতিযুক্ত ও পর্ব্বতের ন্যায় কঠিন, ঋত্বিক্‌গণ যাহাতে অভীষ্টধন প্রাপ্ত হয়, ইহা একান্ত ইচ্ছা করেন, দ্যু ও পৃথ্বীর সমগ্র পদার্থ যতই কেন দৃঢ় হউক না, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্তের মধ্যে জগতীর সমস্ত পদার্থকে বিধ্বস্ত করিতে সক্ষম হয়েন।"

যদিও ঐ সকল ব্যাখ্যা পাঠ করিলে মনুষ্য-সম্বন্ধেই মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; কিন্তু ঐ সকল ব্যাখ্যার টীকা-টিপ্পনীতে ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত সম্বন্ধেই যে ঐ মন্ত্র প্রযুক্ত, তাহাই প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস দেখিতে পাই। উপরে যে ইংরাজী অনুবাদটী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে রাক্ষসের হননকারী বলিয়া তাহাদিগকে পরিচিত করা হইলেও তদর্থে তাহাদিগকে মেঘের হননকারী বলিয়া প্রতিপন্ন করা হয়।* ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত উপস্থিত হইয়া মেঘ হইতে যে বৃষ্টি-পতন হয়—তাহারই বর্ণনা এই ঋকে আছে, ইহাই ঐ সকল মতের সিদ্ধান্ত।

---

* মন্ত্রে যে 'অভোগঘনঃ' পদ আছে, তাহার সম্বন্ধে অনুবাদকারীর টিপ্পনী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তদ্দ্বারা কি ভাবে কি অর্থ গৃহীত হইয়াছে, বুঝা যাইবে। সে টিপ্পনী; যথা;—

"'Abhog-ghanah' the slayers of the demon, are the slayers of the clouds, viz. of such clouds as do not yield rain. 'Adhog', not nurturing seems to be a name of the rainless cloud, like Namuki (na-muk, not delivering rain), the name of another demon, killed by Indra; See Benfey, Glossor, S. V. The cloud which sends rain is called 'bhugmans.'"

আমরা যে দিক দিয়া যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, তাহ'র উপযোগিতার বিষয় কথিত হইতেছে। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় মন্ত্রান্তর্গত পদসমূহের যে প্রতিবাক্য গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার যৌক্তিকতা ও উপযোগিতা সহসাই বোধগম্য হয়। 'রুদ্রাঃ' পদে কেন রুদ্রের পুত্রগণ অর্থ গ্রহণ করিব? সহজ দৃষ্টিতেই ঐ পদে রুদ্রভাবাপন্ন বা অতিভীষণ অর্থ পাইতে পারি। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, তাঁহারা যেমন কঠোর, তেমনই কোমল। ঐ পদ তাঁহাদিগের সেই কঠোরতার পরিচয় দিতেছে। যাহারা পাপী, পাপ-চিন্তায় যাহাদিগের অন্তর কলুষিত, বিবেক তাহাদিগের প্রতি যে অতি কঠোর, বিবেকের তাড়নায় তাহারা যে অস্থির হইয়া চির-অশান্তি ভোগ করে, এই সকল পদ সেই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। 'অভোগ্ঘনঃ' পদে সেই ভাবের বিকাশ দেখি। দেবতাকে যাহারা হবির্দ্দান করে না, দেবপূজায় যাহারা বিমুখ হইয়া আছে, অর্থাৎ সৎকর্ম্মে যাহাদিগের মতি নাই হৃদয়ে সত্ত্বভাব-সঞ্চারে যাহাদিগের আকিঞ্চন দেখা যায় না, বিবেকরূপী দেবতাগণ তাহাদিগের সংহার-সাধন করেন। অর্থাৎ, বিবেকানুবর্ত্তী না হইলে, পাপ-পথে অগ্রসর হইয়া মানুষ ক্রমশঃ অধোগতি প্রাপ্ত হয়। তাহাই তাহাদিগের মৃত্যু। ঐ অভোগ্ঘনঃ' পদে বিবেক-রূপী দেবগণের বিরূপতা-জনিত পাপীর অধঃপতনের বিষয়ই খ্যাপন করিতেছে। এক পক্ষে পাপীর দণ্ডবিধানে তাঁহারা যেমন অবিচলিত, পক্ষান্তরে আবার দেখুন তাঁহারা "ববক্ষুঃ" অর্থাৎ ধর্ম্মপরায়ণ উপাসক-গণের জন্য তাঁহাদিগের অভিমত ফল-প্রদানার্থ তাঁহারা সদাই উৎসুক হইয়া রহিয়াছেন। বিপরীত মার্গানুসারীর দণ্ডবিধান এবং সৎপথানুগামীর শ্রেয়ঃসাধন—দেবগণের ইহাই প্রকৃতিগত কার্য্য। মন্ত্রের প্রথমাংশে, 'যুবানঃ' হইতে 'ববক্ষুঃ' পর্য্যন্ত পদ কয়েকটীতে দেবগণের কঠোর-কোমল এই দ্বিবিধ মূর্ত্তি প্রকাশমান্ দেখিতে পাই। মরুদ্গণের উপাসনা উপলক্ষে ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের উপাসনা পরিকল্পনা করিলে, এই সকল ভাবের ও শব্দের কোনই সার্থকতা প্রতিপন্ন করিতে পারা যায় না। পরন্তু এতদ্দ্বারাই দেবগণের স্বরূপ উপলব্ধ হইতে পারে।

মন্ত্রের শেষাংশ তাঁহাদিগের অপার করুণার বিষয় ঘোষণা করিতেছে। দেবগণের অথবা দেবভাবের এতই মহিমা যে, তাঁহারা ইহলোকের ও

পরলোকের সকল সম্পদই সাধুসজ্জনদিগকে প্রদান করিয়া থাকেন। এই অংশের ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতে পাহাড়-পর্ব্বত পরিচালন-রূপ অর্থ গ্রহণ করিলে, সে অর্থ বা সে ভাব উপমা-প্রসঙ্গে গৃহীত হইলেও হইতে পারে; কেন-না, যে অমূল্যরত্ন সহসা অধিগত হইবার নহে, সেই রত্ন তিনি যে মনুষ্যদিগকে—সত্ত্বভাবাপন্ন জনগণকে—প্রদান করিয়া থাকেন; পক্ষান্তরে তাহা পাহাড়-পর্ব্বত উন্মূলনই নহে কি? তার পর, এই মন্ত্রের 'মজ্মনা' পদটীর মর্ম্মগ্রহণ বিশেষভাবে আবশ্যক মনে করি। ঐ পদে আমরা দ্বিবিধ-ভাব গ্রহণ করিয়াছি। দেবগণ আপনাদিগের স্বভাবসঙ্গত মহত্ত্বের দ্বারা (স্বমহত্ত্বেন) সজ্জনগণকে পরিত্রাণ করেন—এই এক ভাব উহাতে পাইতে পারি। উহার আর এক ভাব;—মনুষ্যগণ, আপনাদিগের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মের দ্বারা অথবা দেবপূজার বা দেবভাব প্রাপ্তির তারতম্য অনুসারে, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখসম্পৎ যে লাভ করেন, এতদ্দ্বারা তাহাও বোধগম্য হইতে পারে। 'দৃহ্লা চিৎ' পদদ্বয়ে, দ্যুলোক ও ভূলোক সম্বন্ধীয় ধনরত্ন প্রদান করা কঠিন হইলেও দেবগণ তাহা প্রদান করিয়া থাকেন—এই ভাব আসে। তাঁহারা কি ধন প্রদান করেন? বলা হইয়াছে—'পার্থিবা' ও 'দিব্যানি'। ধন দুই রূপই আছে বটে, প্রধানতঃ ধন-রত্নকে দুই ভাগেই বিভক্ত করা যায় বটে; ইহলোকে মানুষ এক প্রকার ধনের অধিকারী হইয়া সেই ধন ভোগ করিয়া থাকেন; আবার পরলোকে তাঁহারা আর একপ্রকার ধনের অধিকারী হন। এই জন্যই 'পার্থিবা' ও 'দিব্যানি' দ্বিবিধ ধনের বিষয় প্রখ্যাত হইয়াছে। নামান্তরে তাহাকেই চতুর্ব্বর্গ বলা যায়।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ এই যে চতুর্ব্বর্গ ফল, আপনাদিগের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মের দ্বারা অথবা ভগবানের অনুকম্পায় (মজ্মনা), বিশ্বের সকল লোক (বিশ্বা ভুবনানি) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। দেবপূজাপরায়ণ হইলে, দেবভাবের অধিকারী হইতে পারিলে, দেবগণ মানুষের জন্য অসাধ্য-সাধনে অভিমত ফলপ্রদানে উন্মুখ হয়েন;—যেখানে যে শ্রেষ্ঠধন আছে, সকলই সঞ্চালন করিয়া আনিয়া, মনুষ্যদিগকে প্রদান করেন। এই ভাবই এখানে প্রকাশমান্। (১ম—৬৪সূ—৩ঋ)॥

—•—

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুঃষষ্টিতমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্)।

চিত্রৈরঞ্জিভির্বপুষে ব্যঞ্জতে বক্ষঃসু রুক্মাঁ

অধি যেতিরে শুভে।

অংসেষেষাং নি মিমৃক্ষুর্ঋষ্টয়ঃ সাকং জজ্ঞিরে

স্বধয়া দিবো নরঃ॥ ৪ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

চিত্রৈঃ। অঞ্জিঽভিঃ। বপুষে। বি। অঞ্জতে। বক্ষঃঽসু। রুক্মান্।

অধি। যেতিরে। শুভে।

অংসেষু এষাং। নি। মিমৃক্ষুঃ। ঋষ্টয়ঃ। সাকং। জজ্ঞিরে।

স্বধয়া। দিবঃ। নরঃ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বপুষে' (রূপায়, ভগবৎপরায়ণায় জনায় দিব্যরূপপ্রদানায়) 'চিত্রৈঃ' (নানাবিধৈঃ, মনোহরৈঃ) অঞ্জিভিঃ' (রূপাভিব্যঞ্জনসমর্থৈঃ আভরণৈঃ, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যপ্রদানৈঃ) 'ব্যঞ্জতে' (অলঙ্কুর্বন্তি, প্রকাশয়ন্তি) তে দেবা ইতি শেষঃ; দেবানুগ্রহেণ লোকাঃ সৎকর্ম্ম-সাধনসামর্থ্যং প্রাপ্তাঃ সন্তঃ পরাগতিং লভন্ত ইতি ভাবঃ; 'শুভে' (শুভসাধনায়—তেষাং উপাসকানাং ইতি যাবৎ) 'বক্ষঃসু' (ভুজান্তরেষু, তেষাং কর্ম্মসু) 'রুক্মান্' (দ্যুতিমান্ সত্ত্ব-ভাবান্) 'অধিযেতিরে' (প্রযত্নেন স্থাপয়ন্তি) তে দেবা ইতি শেষঃ; দেবানাং কৃপয়া দেবভাব-সমন্বিতৈঃ বা উপাসকানাং কর্ম্ম সত্ত্বসংযুক্তং ভবতি ইতি ভাবঃ; অপিচ, 'এষাং'

(ঈদৃশানাং উপাসকানাং) 'অংসেষু' (অঙ্গেষু, দেহেষু, অভ্যন্তরেষু) 'ঋষ্টয়ঃ' (আয়ুধানি—পাপনাশকানি ইতি যাবৎ) 'নি-মিমৃক্ষুঃ' (নিতরাং রক্ষন্তি) তে দেবা ইতি শেষঃ; যেনোপায়েন উপাসকাঃ শত্রুনাশসমর্থা ভবন্তি, দেবাস্তদ্বিধীয়ন্ত ইতি ভাবঃ; তদা 'নরঃ' (নেতারঃ, দেবাঃ) 'দিবঃ' (স্বর্গাৎ, সত্ত্বভাবনিলয়াৎ) 'স্বধয়া সাকং' (সুমঙ্গলেন সহ) 'জজ্ঞিরে' (উপাসকান্ অভ্যন্তরে প্রাদুর্ভূতো ভবন্তি); যদা উপাসকাঃ রিপু-দমনসমর্থাঃ সর্ব্বথা সৎকর্ম্মপরায়ণশ্চ সন্তি, তদা সর্ব্বে দেবাঃ দেবভাবাঃ বা তান্ প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ॥ (১ম—৬৪সূ—৪ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবৎপরায়ণ জনকে দিব্যরূপ প্রদানের জন্য, নানাবিধ মনোহর রূপাভিব্যঞ্জনসমর্থ আভরণের দ্বারা (সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রদানের দ্বারা) সেই দেবগণ অলঙ্কৃত করেন; (ভাব এই যে—দেবানুগ্রহের দ্বারা লোকসকল সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়া পরাগতি লাভ করেন); সেই উপাসকগণের শুভ-সাধনের নিমিত্ত, তাঁহাদিগের ভুজান্তরে অর্থাৎ তাঁহাদিগের কর্ম্মসমূহের মধ্যে, দ্যুতিমান্ সত্ত্বভাবসমূহকে সেই দেবগণ প্রযত্ন-সহকারে স্থাপন করেন; (ভাব এই যে,—দেবগণের কৃপায় দেবভাবসমন্বিত হইয়া উপাসকগণের কর্ম্ম সত্ত্বসহযুত হয়); অপিচ, ঈদৃশ উপাসকগণের অভ্যন্তরে পাপনাশক আয়ুধসমূহকে সেই দেবগণ নিরন্তর রক্ষা করেন; (ভাব এই যে, যে উপায়ের দ্বারা উপাসকগণ শত্রুনাশে সমর্থ হয়েন, দেবগণ তাহার বিধান করিয়া থাকেন); তখন, নেতৃস্থানীয় দেবগণ সত্ত্বভাবনিলয় স্বর্গ হইতে সুমঙ্গলের সহিত উপাসকগণের অভ্যন্তরে প্রাদুর্ভূত হয়েন; (ভাব এই যে—উপাসকগণ যখন রিপুদমনসমর্থ এবং সর্ব্বথা সৎকর্ম্মপরায়ণ হন, তখন সকল দেবতা বা দেবভাবসমূহ তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হয়েন।)॥ (১ম—৬৪সূ—৪ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বপুরিতি রূপনাম। বপুষে রূপায় শোভার্থং মরুতশ্চিত্রৈর্নানাবিধৈরঞ্জিভী রূপাভিব্যঞ্জন-সমর্থৈরাভরণৈঃ স্বশরীরাণি বাঞ্জতে ব্যক্তং কুর্ব্বন্তি। অলঙ্কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। বক্ষঃসু

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

বপু শব্দ রূপনামের মধ্যে পঠিত হয়। 'বপুষে' রূপবিশিষ্ট, শোভার্থে মরুদগণ, 'চিত্রৈঃ' নানাবিধ, 'অঞ্জিভিঃ' রূপাভিব্যঞ্জনসমর্থ আভরণসমূহের দ্বারা আপনাদিগের শরীরসমূহকে 'ব্যঞ্জতে' ব্যক্ত করেন অর্থাৎ অলঙ্কৃত করেন; 'বক্ষঃসু' ভুজান্তরে বাহুর উপরে 'রুক্মান্'

ভুজান্তরেষু রুক্মান্ রোচমানান্ হারানধিযেতিরে। উপরি চক্রিরে। কিমর্থং। শুভে শোভার্থং। অপি চ। এষাং মরুতামংসেষ্বংসেষু ঋষ্টয় আয়ুধানি নিমিমৃক্ষুঃ। নিমৃষ্টাঃ স্থিতা বভূবুঃ। তৈরায়ুধৈঃ সহিতা নরো নেতারো মরুতো দিবো অন্তরিক্ষাৎ স্বধয়া স্বকীয়েন বলেন সাকং সহ জজ্ঞিরে। প্রাদুর্বভূবুঃ॥

যেতিরে। যতী প্রযত্নে। টিদ্যত একহল্মধ্য ইত্যেত্বাভ্যাসলোপৌ। শুভে। শুভ দীপ্তৌ। সম্পদাদিলক্ষণো ভাবে ক্বিপ্। সাবেকাচ ইতি চতুর্থ্যা উদাত্তত্বং। মিমৃক্ষুঃ। মৃক্ষ্ষ্ শুদ্ধৌ। সন্যাদস্বাদিডভাবঃ। হলন্তাচ্চেতি সনঃ কিত্বাদ্গুণাভাবঃ। দ্বির্বচনাদি। সস্তত ইতীত্বং। লিট্যাস্ততো লোপ ইত্যাকারলোপঃ। জজ্ঞিরে। জনী। প্রাদুর্ভাবে। লিটি গমহনেত্যাদিনোপধালোপঃ॥ (১ম—৬৪সূ—৪ঋ)॥

* * *

চতুর্থ (৭৫৩) ঋকের বিশদার্থ।

———:০:———

এই ঋকের এক বিচিত্র অর্থ প্রচলিত আছে। তাহাতে মরুদ্দেবগণের স্বরূপ উপলব্ধি করা বড়ই কঠিন। যাঁহারা তাঁহাদিগকে ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছেন, প্রচলিত অর্থের অনুসরণে, তাঁহাদিগের সে সিদ্ধান্ত উল্টাইয়া যায়; আবার ঠিক মানুষ বলিয়াও তাঁহাদিগকে মনে করার পক্ষে সংশয় আনয়ন করে।

মূলে একটী 'বপুষে' পদ আছে। ঐ পদের সম্বন্ধ সূত্র নির্ণয় উপলক্ষেই যত-কিছু গণ্ডগোল ঘটিয়াছে। ঐ পদ হইতেই ভাব গ্রহণ করা হয়—দেবতাগণ আপনাদিগের রূপ-বৃদ্ধির জন্য নানা সাজে সজ্জিত

রোচমান্ (দীপ্যমান্) হারসমূহকে 'অধিযেতিরে' ধারণ করেন। কি জন্য? 'শুভে' শোভার জন্য। অপিচ, 'এষাং' মরুদ্গণের 'অংসেষু ঋষ্টয়ঃ' অঙ্গে যে আয়ুধসমূহ 'নিমিমৃক্ষুঃ' নিমৃষ্ট অর্থাৎ স্থিত হইয়াছিল, সেই আয়ুধসমূহের সহিত 'নরঃ' নেতা মরুদ্গণ 'দিবঃ' অন্তরিক্ষ হইতে 'স্বধয়া' স্বকীয় বলের 'সাকং' সহিত 'জজ্ঞিরে' প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

যেতিরে। যতী ধাতু প্রযত্ন অর্থ বুঝায়। লিটে 'অতএকহল্মধ্যে' ইত্যাদি সূত্রে এত্ব। অভ্যাসের লোপ। শুভে। দীপ্তি অর্থবোধক শুভ-ধাতু। সম্পদাদি লক্ষণ-হেতু ভাবে ক্বিপ্। 'সাবেকাচঃ' ইত্যাদি সূত্রে চতুর্থীতে উদাত্তত্ব। মিমৃক্ষুঃ। মৃক্ষ্ষ্ ধাতু শুদ্ধি অর্থ জ্ঞাপক হওয়ায়, উদিত্ব-হেতু ইটের অভাব। 'হলন্তাচ্চ' ইত্যাদি সূত্রে কিত্ব-হেতু গুণের অভাব ও দ্বির্বাচনাদি। 'সস্ততঃ' ইত্যাদি সূত্রে ইত্ব। লিটে উস্। 'অতো লোপঃ' ইত্যাদি সূত্রে আকারের লোপ। জজ্ঞিরে। প্রাদুর্ভাবার্থক জনী ধাতু। 'গমহন' ইত্যাদি সূত্রে লিটে উপধার লোপ। (৪ম—৬৪সূ—৪ঋ)॥

* * *

হয়েন। তদনুসারে 'চিত্রৈঃ' এবং 'অঞ্জিভিঃ' পদদ্বয়ে রূপ-বৃদ্ধিকারক নানারূপ অলঙ্কারের ভাব আনয়ন করিয়াছে; এবং 'ব্যঞ্জতে' ক্রিয়া-পদ তাঁহার পরিপোষক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সায়ণের ভাষ্যে তাঁহার মত পরিব্যক্ত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত প্রচলিত একটী ইংরাজী এবং একটী বাঙ্গালা অনুবাদও প্রকাশ করিতেছি। যথা,—

(১) "শোভার নিমিত্ত মরুৎগণ নানাবিধ অলঙ্কার দ্বারা স্বশরীর অলঙ্কৃত করেন; শোভার নিমিত্ত বক্ষে সুন্দর (হার) ধারণ করেন, অংসদেশে আয়ুধসমূহ ধারণ করেন। নেতা মরুৎগণ অন্তরিক্ষ হইতে স্বকীয় বলের সহিত প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।"

(2) "They deck themselves with glittering ornaments for a marvellous show; on their chests they fastened gold (chains) for beauty; the spears on their shoulders pound to pieces; they were born together by themselves, the men of Dyu".

'বপুষে' পদের অর্থ-বিপর্য্যয় ঘটায়, অর্থাৎ ঐ পদে 'আপনাদিগের রূপ-বৃদ্ধির জন্য'—এই ভাবটুকু পরিগৃহীত হওয়ায়ই যতকিছু সমস্যা উপস্থিত। এই প্রকার অর্থ পরিগ্রহণে, দেবতাগণকে যে হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন করা হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। দেবগণ আবার আপনাদিগের অঙ্গ সজ্জিত করিবার জন্য অলঙ্কার ধারণ করিবেন কি? যাঁহারা আপনারাই অলঙ্কারের শিরোমণি, যাঁহাদিগের সংস্পর্শে আসিলে বিশ্বসংসার সমলঙ্কৃত হয়, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে ঐ রূপ বিসদৃশ ভাব পোষণ করা সঙ্গত বলিয়াই মনে করি না। মন্ত্রার্থেও সে ভাব অধিগত হয় না। ঐ যে 'বপুষে' পদ, আমরা মনে করি, ঐ পদটাই এই মন্ত্রের মেরুদণ্ডস্থানীয়। ঐ পদের লক্ষ্য হৃদয়ঙ্গম হইলে, মন্ত্রার্থ স্বতঃই সরল হইয়া আসে। ঐ পদের ভাব—দেবগণের আপনাদিগের রূপ-বৃদ্ধির জন্য নহে; উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য,—ভগবৎপরায়ণ জনকে দিব্যরূপ প্রদানের জন্য। দেবগণ আপনাদিগের সৌন্দর্য্য বাড়াইবার জন্য কখনই ব্যাকুল নহেন; পরন্তু উপাসকগণের সাধুগণের মহাত্মগণের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্যই তাঁহাদিগের আকিঞ্চন। সে কিরূপ? কিরূপে সে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়? তাহারই উত্তর—'চিত্রৈঃ অঞ্জিভিঃ।' মনোহর অথবা নানাবিধ সেই যে

অলঙ্কার—যে অলঙ্কারে সজ্জিত করিলে উপাসকের বা সাধু-সজ্জনের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়, এই দুই পদে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। রূপাভি-ব্যঞ্জনসমর্থ অলঙ্কার—সে কি প্রকার? সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যই সেই অলঙ্কার নহে কি? 'অঞ্জিভিঃ' পদ সেই ভাব ব্যক্ত করে। সে যে মনোহর, সে যে বিচিত্র, সে যে নানাবিধ, 'চিত্রৈঃ অঞ্জিভিঃ' পদদ্বয়ে তাহাই বুঝিতে পারি। এইরূপে "বপুষে" হইতে "ব্যঞ্জতে"—এই পদ-চতুষ্টয়ে আমরা ভাব প্রাপ্ত হই,—ভগবৎপরায়ণ জনগণকে দিব্যরূপ প্রদানের জন্য দেবগণ নানাবিধ সৎকর্ম্মসাধন-রূপ অলঙ্কারে তাঁহাদিগকে বিভূষিত করেন। এ পক্ষে 'বপুষে' পদটির বড়ই সমীচীন প্রয়োগ প্রতিপন্ন হয়। উহার প্রতিবাক্যে তাই প্রথম পদ ব্যব ার করিয়াছি—'রূপায়'—রূপ-প্রদানের জন্য। রূপ-প্রদান—সে কেমন? মন্ত্রের শেষাংশে "নরঃ স্বধয়া সাকং জজ্ঞিরে" পদ-কয়েকটিতে তাহাই প্রখ্যাত আছে। এই যে আমার দেহ—এই যে আমার রূপ, এ কি আর দেহ—না এ কি আর রূপ? সেই রূপই রূপ—যে রূপের সহিত দেবগণ বিদ্যমান থাকেন। সকল দেবভাবে বিমণ্ডিত সর্ব্বদেবময় যে রূপ, সেই রূপ প্রদানের জন্যই দেবগণের অনুকম্পা প্রকাশ পায়। সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্য-প্রাপ্তির দ্বারাই সে রূপ লাভ করিতে পারি। মন্ত্রাংশ তাহাই ব্যক্ত করিতেছে।

আমরা ব্যাখ্যা-উপলক্ষে মন্ত্রটীকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছি। তাহার প্রথম অংশে ঐ যে রূপের কথা বলা হইল, যে রূপ-প্রাপ্তিতে সকল দেবভাবের সমাবেশ হয়, তাহারই নাম—পরাগতি লাভ। দেবানুগ্রহে সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়া মানুষ এই পরাগতি লাভ করেন। এই তত্ত্বই এই মন্ত্রাংশে 'রিব্যক্ত রহিয়াছে। এ পক্ষে মন্ত্রটী যেন জ্যামিতির একটী প্রতিজ্ঞা ও তাহার সমাধান। প্রথমাংশে সংজ্ঞা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশদ্বয়ে সমাধান-ক্রিয়া এবং শেষাংশে ক্রিয়া-ফললাভ। এই প্রকার স্তর-পর্য্যায়ে যেন মন্ত্রটী সুবিন্যস্ত রহিয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ যে ক্রিয়া-বিশেষ, এতদন্তর্গত সেই সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থের স্বরূপ অবগত হইলেই তাহা বোধগম্য হয়। দ্বিতীয় অংশে, "শুভে বক্ষঃসু রুক্মান্ অধিযেতিরে" এই চারিটী পদ

পরিগৃহীত হইয়াছে। আপনাদিগের শোভা-বৃদ্ধির জন্য হস্তে বলয়-ধারণ—এই অংশের মর্ম্ম নহে। এই অংশের মর্ম্ম এই যে,—সেই দেবগণ উপাসকগণের শুভসাধনের নিমিত্ত তাঁহাদিগের কর্ম্মের মধ্যে সত্ত্বভাব প্রতিষ্ঠিত করেন। এখানে 'বক্ষঃসু' পদে হস্তসমূহের মধ্যে অর্থাৎ 'কর্ম্মের মধ্যে' ভাব আসে এবং 'রুক্মান্' পদে দ্যুতিমান সত্ত্বভাব-সমূহকে লক্ষ্য করে। যে কর্ম্ম সত্ত্বসহযুত, দেবগণের কৃপায় তাহাই অধিগত হয়,—এই ভাবই এখানে প্রকাশমান্। দেবগণ আর কোন্ সামগ্রী উপাসকগণকে প্রদান করেন? 'অংসেষু ঋষ্টয়ঃ' অর্থাৎ দেহের অভ্যন্তরে পাপ-নাশক আয়ুধসমূহ তাঁহাদিগের কৃপায় রক্ষিত হইয়া থাকে। সে আয়ুধসমূহ যে কি প্রকার, তাহার আর বিশ্লেষণ আবশ্যক করে না। মিথ্যার নাশে সত্যই আয়ুধ! অজ্ঞানতার নাশে জ্ঞানই আয়ুধ। হিংসার পক্ষে অহিংসা! ব্যথার পরিবর্ত্তে করুণা-দান! এবম্বিধ বিবিধ আয়ুধ দেবগণের কৃপাতেই মনুষ্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর, সেই অবস্থাতেই, সর্ব্বদেবগণের সমাবেশে মানুষ দিব্যদেহ লাভ করে।

এইরূপে মন্ত্রের চারিটী অংশে কি ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, অনুধাবন করিয়া দেখুন। প্রথমতঃ বলা হইয়াছে, মনুষ্যগণকে বা ভগবৎপরায়ণ জনগণকে দিব্য রূপ প্রদানের জন্য দেবগণ সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যরূপ অলঙ্কারে তাঁহাদিগকে বিভূষিত করেন। অর্থাৎ, বিবেক-রূপী দেবগণের কৃপায়, তাঁহাদিগের অনুশাসন মান্য করিয়া চলিয়াই, মানুষ সৎকর্ম্ম-সাধনে পারদর্শী হয়। সে পারদর্শিতা বা সে সামর্থ্য কেমন বা কি প্রকারে অধিগত হয়, মন্ত্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে তাহাই পরিব্যক্ত। সকল কর্ম্মের মধ্যে যে সত্ত্বভাবের সমাবেশ আবশ্যক, "বক্ষঃসু রুক্মান্ অধিযেতিরে" পদত্রয়ে তাহাই উপলব্ধ হয়। আর আবশ্যক—পাপনাশক আয়ুধসমূহ অর্থাৎ পাপ যাহাতে আসিয়া কোনরূপে আক্রমণ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সতর্কতাবলম্বন। হৃদয়ে সদ্ভাব সঞ্চিত হইলে আর পাপনাশের সামর্থ্য আসিলে, অভীষ্ট পূর্ণ হয়,—দিব্য-রূপ প্রাপ্তি ঘটে। বিবেকরূপী মরুদ্দেবগণের কৃপা-প্রভাবেই মনুষ্যের সেই নূতন জীবন লাভ হয়। (১ম - ৬৪সূ—৪ঋ)।

—•—

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুঃষষ্টিতমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

ঈশানকৃতো ধুনয়ো রিশাদসো

বাতান্ বিদ্যুতস্তবিষীভিরক্রত।

দুহন্ত্যূধর্দিব্যানি ধূতয়ো ভূমিং পিন্বন্তি

পয়সা পরিজ্রয়ঃ ॥ ৫ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

ঈশানঽকৃতঃ। ধুনয়ঃ। রিশাদসঃ।

বাতান্। বিঽদ্যুতঃ। তবিষীভিঃ। অক্রত।

দুহন্তি। ঊধঃ। দিব্যানি। ধূতয়ঃ। ভূমিং। পিন্বন্তি।

পয়সা। পরিঽজ্রয়ঃ ॥ ৫ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঈশানকৃতঃ' (পরৈঃ ঐশ্বর্য্যপ্রদাতারঃ) 'ধুনয়ঃ' (অজ্ঞানতাপসারকাঃ) 'রিশাদসঃ' (শত্রুনাশকাঃ, হিংসাভীতাঃ) তে দেবাঃ 'তবিষীভিঃ' (আত্মীয়ৈর্ব্বলৈঃ, যদ্বা - লোকানাং কর্ম্মশক্তিক্রমেণ ইতি ভাবঃ) 'বাতান্' (অজ্ঞানতাপসারকান্ সামর্থ্যান্) 'বিদ্যুতঃ' জ্ঞানজ্যোতীংষি চ) 'অক্রত' ('কুর্ব্বন্তিঃ, উপাসকান্ দদতি ইতি ভাবঃ); তথা 'পরিজ্রয়ঃ' (সর্ব্বতো গন্তারঃ) 'ধূতয়ঃ' (সর্ব্বাণ্ শত্রূন্ কম্পয়িতারঃ ভীতিপ্রদায়কাঃ বা) তে

দেবাঃ 'দিব্যানি' (দ্যুলোকভবানি, স্বর্লোকসম্বন্ধীনি) 'ঊধঃ' (অভ্রাণি, অজ্ঞানতারূপাণি আবরকানি) 'দুহন্তি' (অপসারয়ন্তি); তথা 'ভূমিং' (ইহলোকং) 'পয়সা' অমৃতেন, শুদ্ধসত্ত্বেন) 'পিন্বন্তি' (সিঞ্চন্তি, পরিতৃপ্যন্তি)। অয়ং ভাবঃ—বিবেকরূপিণাং দেবানাং অনুকম্পয়া অজ্ঞানতা দূরীভবতি জ্ঞানজ্যোতিষা সহ নরশ্চ অমৃতত্বং প্রাপ্নোতি। (১ম—৬৪সূ—৫ঋ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমৈশ্বর্য্যপ্রদাতা, অজ্ঞানতাপসারণকারী, শত্রুনাশক (হিংসাতীত), সেই দেবগণ, আপনাদিগের বলের দ্বারা অথবা মনুষ্যগণের কর্ম্মশক্তিক্রমে, অজ্ঞানতাপসারক সামর্থ্যসমূহকে এবং জ্ঞানজ্যোতিঃসমূহকে তাঁহাদিগকে প্রদান করেন; সর্ব্বত্রগমনকারী সকল শত্রুর কম্পয়িতা অর্থাৎ ভীতিপ্রদায়ক, সেই দেবগণ, স্বর্গলোক-সম্বন্ধীয় অজ্ঞানতা-রূপ আবরকসমূহকে অপসারণ করেন এবং ইহলোককে অমৃতের (শুদ্ধসত্ত্বের) দ্বারা সিঞ্চিত করেন অর্থাৎ পরিতৃপ্ত করেন। (ভাব এই যে,—বিবেকরূপী দেবতার অনুকম্পায় অজ্ঞানতা দূর হয়, এবং জ্ঞানজ্যোতির সহিত মানুষ অমৃত লাভ করে।) ॥ (১ম—৬৪সূ—৫ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ঈশানকৃতঃ স্তোতারমীশনং ধনাধিপতিং কুর্ব্বাণাঃ। ধূনয়ঃ মেঘাদীনাং কম্পয়িতারঃ। রিশাদসঃ রিশানং হিংসকানামত্তারঃ; যদ্বা রিশতাং হিংসতামসিতারো নিরসিতারঃ। এবম্ভূতা মরুতস্তাবষীভিরাত্মীয়ৈর্ব্বলৈর্ব্বাতান্ পুরোবাতাদীন্ বিদ্যুতো বিদ্যোতমানাস্তড়িতশ্চাক্রত। 'কুর্ব্বন্তি। কৃত্বা চ পরিজ্রয়ঃ পরিতো গন্তারো ধূতয়ঃ কম্পয়িতারো মরুতো দিব্যানি দিবিভবানি ঊধরূধঃস্থানীয়ান্যভ্রাণি দুহন্তি। রিক্তীকুর্ব্বন্তি। জলরহিতানি কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। তদনন্তরং ভূমিং পয়সা মেঘান্নির্গতেনোদকেন জলেন পিন্বন্তি সিঞ্চন্তি ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ঈশানকৃতঃ স্তোতৃগণকে ঈশান অর্থাৎ ধনাধিপতি করেন যিনি, 'ধূনয়ঃ' মেঘদিকে যিনি কম্পিত করেন, 'রিশাদসঃ' হিংসকগণের ভক্ষক অথবা হিংসকগণের নিরসনকারী, এবম্ভূত মরুদ্গণ 'তবিষীভিঃ' আপনাদিগের বলের দ্বারা 'বাতান্' পুরবর্ত্তী বাত্যাদিকে এবং বিদ্যুতঃ' বিদ্যোতমান্ তড়িৎকে 'অক্রত' সৃষ্টি করেন; এবং সৃষ্টি করিয়া 'পরিজ্রয়ঃ' সর্ব্বতোগতিশীল 'ধূতয়ঃ' কম্পনকারী মরুদ্গণ 'দিব্যানি' দ্যুলোক হইতে উৎপন্ন 'ঊধঃ' স্থানীয় অভ্রসমূহকে (মেঘসকলকে) 'দুহন্তি' শূন্য করেন অর্থাৎ জলরহিত করেন; তদনন্তর 'ভূমিং' ভূপ্রদেশকে 'পয়সা' মেঘ হইতে নির্গত উদকের বা জলের দ্বারা 'পিন্বন্তি' সেচন করেন।

রিশাদসঃ। রিশি হিংসায়াং। ইগুপধলক্ষণঃ কঃ। রিশন্তি হিংসন্তীতি রিশাঃ শত্রবঃ। তানদন্তীতি রিশাদসঃ। অসুন্। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। যদ্বা রিশচ্ছব্দাচ্ছত্রস্তাদসু ক্ষেপণ ইত্যেতস্মাৎ ক্বিপ্। ব্যত্যয়েন পূর্ব্বপদস্যোপধাদীর্ঘঃ। অন্তোদাত্তত্বং চ। অক্রত। করোতেশ্ছান্দসো বর্ত্তমানে লুঙ্। মন্ত্রে ঘসেতি চ্লের্লুক্। ঊধঃ। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তের্লুক্॥ (১ম—৬৪সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য পঞ্চমে ষষ্ঠো বর্গঃ॥

• . •

পঞ্চম (৭৫২) ঋকের বিশদার্থ।

—•:§ ◡ §:•—

এই ঋক্‌টী পাঠ করিলে এবং ইহার ভাষ্যাদি দেখিলে, মরুদ্গণকে বায়ুর অন্তর্ভূত ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত বলিয়া সহসা মনে আসে। মন্ত্রে যে 'বাতান্' এবং 'বিদ্যুতঃ' পদদ্বয় আছে, তাহা হইতে বায়ুসমূহকে এবং বিদ্যুৎ-সকলকে তাঁহারাই উৎপন্ন করেন,—এই ভাব গৃহীত হইয়া থাকে। 'ধুতয়ঃ' এবং 'ঊধঃ দুহন্তি' পদদ্বয় হইতে তাঁহারা যে পৃথিবীকে কাঁপাইয়া তোলেন অর্থাৎ ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত দ্বারা যে বৃক্ষাদি বিচালিত এবং গৃহাদি বিকম্পিত হয়,—এই ভাব আসিয়া থাকে। 'ঊধঃ' পদে মেঘ অর্থ গ্রহণ-পূর্ব্বক, মেঘ-সকল যে বায়ু কর্ত্তৃক বিচালিত হইয়া জল প্রদান করে,—এবম্বিধ ভাব গৃহীত হয়। ফলতঃ, এই মন্ত্রটীকে ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের প্রক্রিয়ার বর্ণনামূলক বলিয়া মনে করা যায়। সেই অর্থই সাধারণতঃ গৃহীত হইয়া আসিতেছে।

রিশাদসঃ। রিশ ধাতু হিংসা অর্থ বুঝায়। 'ইগুপধলক্ষণ' হেতু ক-প্রত্যয়। রিশান্ত অর্থাৎ হিংসা করে—এই অর্থে 'রিশাঃ' পদে শত্রুগণকে বুঝায়। তাহাদিগকে ভক্ষণ করে—এই অর্থে রিশাদসঃ হয়। অসুন-প্রত্যয়। নিত্ত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। কৃদুত্তরপদে প্রকৃতিস্বরত্ব। অথবা রিশৎ অর্থাৎ শব্দ-হেতু বা শত্রুহেতু অসু অর্থাৎ ক্ষেপণ—ইত্যর্থে ক্বিপ্। ব্যত্যয়ের দ্বারা পূর্ব্বপদের উপধার দীর্ঘ ও অন্তোদাত্তত্ব। অক্রত। কৃ-ধাতু ছান্দসে বর্ত্তমানকালে লুঙ্। 'মন্ত্রে ঘস' ইত্যাদি সূত্রে চ্লির লোপ। ঊধঃ। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির লোপ। (১ম—৬৪সূ—৫ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ের ষষ্ঠ বর্গ সমাপ্ত।

কিন্তু পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রাখিয়া অর্থ নিষ্কাশন করিতে হইলে, পূর্ব্বোক্ত অর্থ সুসিদ্ধ হইতে পারে না। পরন্তু এই মন্ত্রেরও কয়েকটী পদকে পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ গ্রহণের পরিপন্থী বলিয়া মনে করিতে পারি। ঐ যে 'ঈশানকৃতঃ' পদ, ঐ পদটীতেই পূর্ব্বরূপ অর্থ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। 'ঈশান্' শব্দে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবানকে বুঝায়। সে পক্ষে 'ঈশানকৃতঃ' পদে 'পরমৈশ্বর্য্যপ্রদাতা' অর্থ আসিয়া থাকে। ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতে কখনও পরমৈশ্বর্য্য প্রদান করে না। ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতকে বৃষ্টির প্রধান কারণ মনে করিয়া সুবৃষ্টিসঞ্জাত শস্যাদিকে যাঁহারা পরমৈশ্বর্য্য বলিয়া মনে করিতে পারেন, তাঁহারা সে ভাব সে অর্থ গ্রহণ করুন; কিন্তু যাঁহারা উচ্চতর উচ্চতম সামগ্রীকে পরমৈশ্বর্য্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা কখনই উহাতে পরিতুষ্ট হইতে পারিবেন না। তাঁহারা 'ঈশানকৃতঃ' অর্থাৎ স্তোতৃগণকে উপাসকগণকে ঈশান করিয়া দেন;—ইহার তাৎপর্য্য কি? ভগবানের সারূপ্য সাযুজ্য প্রভৃতি মুক্তি প্রদানের ভাবই ঐ 'ঈশানকৃতঃ' পদে প্রাপ্ত হওয়া যায় না কি? বিবেকরূপী মরুদ্দেবতার অনুশাসন মান্য করিয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে, পরিশেষে যে ভগবানে লীন হওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বেও প্রখ্যাত হইয়াছে; এখানেও এই 'ঈশানকৃতঃ' পদে বুঝিতে পারিতেছি। 'ধুনয়ঃ' এবং 'রিশাদসঃ' পদদ্বয় যুগপৎ সেই দেবগণের স্বরূপ প্রকাশ করে। প্রথম পদে অজ্ঞানতা অপসারণের এবং দ্বিতীয় পদে কামাদি-শত্রু-নাশের ভাব প্রাপ্ত হই। ফলতঃ, ঐ যে তিনটী বিশেষণ, বিবেকরূপী দেবগণ-সম্বন্ধেই যথাপ্রযুক্ত প্রতিপন্ন হয়। এখন 'বাতান্' ও 'বিদ্যুতঃ' পদ-দুইটীর বিষয় অনুধাবনীয়। ঐ দুই পদে সহসা বায়ুসমূহের ও বিদ্যুৎসমূহের প্রতি লক্ষ্য আসে। কিন্তু ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতই যদি মরুদ্গণের দ্যোতক হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা আবার বাতসমূহ এবং বিদ্যুৎসমূহ কি করিয়া উৎপন্ন হইবে। এ পক্ষেও রূপক ভাঙ্গিয়া অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার পরিকল্পনা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। যাঁহারা এই মন্ত্রে প্রাকৃতিক নৈসর্গিক ক্রিয়া-পরম্পরা বর্ণিত আছে বলিয়া মনে করিবেন, তাঁহারা সেই ভাবই গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু অন্তর্জ্জগতের প্রতি লক্ষ্য করিলে, মনস্তত্ত্বের বিষয় এখানে পরিবর্ণিত আছে ধারণা হইলে, ঐ 'বাতান্' ও 'বিদ্যুতঃ' পদদ্বয়ের ভাব পরিস্ফুট হইয়া আসে। বায়ুর কার্য্য—

অপসারণ। বায়ু আবর্জ্জনাকে উড়াইয়া লইয়া যায়। উড়াইবার বা অপসারণ করিবার সামর্থ্য—এই অর্থেই 'বাতান্' পদের সার্থকতা দেখি। যে সামর্থ্য অজ্ঞানতাকে দূর করিতে পারে, রূপকে সেই সামর্থ্য-সকলের প্রতিই 'বাতান্' পদের লক্ষ্য। সেই দৃষ্টিতেই 'বিদ্যুতঃ' পদে জ্ঞান-জ্যোতিঃসমূহ অর্থ আসে। বিবেকরূপী দেবতাগণ অজ্ঞানতা অপসারণের সামর্থ্য এবং জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রদান করেন। এই ভাবই এখানে প্রকাশমান্। কি প্রকারে সেই সামর্থ্য বা জ্ঞানজ্যোতিঃ অধিগত হয়, 'তবিষীভিঃ' পদ তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। ঐ পদে দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করা যায়। দেবগণ আপনাদিগের শক্তির বা অনুকম্পার দ্বারা ঐ দুই সামগ্রী উপাসকগণকে প্রদান করেন; অথবা, মনুষ্যগণ আপন আপন কর্ম্মশক্তিক্রমে ঐ দুই সামগ্রী দেবগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়।

মন্ত্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে যথাক্রমে অজ্ঞানতা দূরীকরণের এবং অমৃতত্ব অভিসিঞ্চনের ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ দুই অংশে বায়ু কর্তৃক মেঘাপসারণের ও বৃষ্টিপাতনের ভাবও আসিতে পারে। কিন্তু সে অর্থ উপমা-মূলক বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়। দ্বিতীয় অংশে ঐ যে 'দিব্যানি' পদ, উহা হইতে অন্তরিক্ষ-সম্বন্ধীয় অর্থ আসে বটে, কিন্তু উহার প্রকৃত অর্থ—স্বর্গলোকসম্বন্ধীয়। তদনুসারে 'দিব্যানি ঊধঃ' পদদ্বয়ে স্বর্গলোক-প্রাপ্তিসম্বন্ধীয় বা সত্ত্বসঞ্চয়সম্বন্ধীয় বাধাকে অর্থাৎ অজ্ঞানতা-রূপ আবরককে দেবগণ যে অপসারণ করেন—এই ভাব প্রাপ্ত হই। 'পয়সা' পদে অমৃতের দ্বারা বা শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা অর্থ গ্রহণ করা যায়। অজ্ঞানতা-রূপ আবরক অপসারিত হইলে, অমৃতত্বের বা শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হওয়া যায়,—ঐ অংশে তাহাই বিবৃত দেখি। উপমা-পক্ষে এখানকার ভাব এই মনে হয় যে,—মেঘ অপসারণ করিয়া বায়ুপ্রবাহ যেমন ভূমিতে বৃষ্টি সেচন করে, সেইরূপ অজ্ঞানতা-রূপ মেঘ অপসারণ পূর্ব্বক, সেই বিবেকরূপী দেবগণ আমাদিগের হৃদয়ে (ইহলোকে) শুদ্ধসত্ত্বের অমৃত-ধারা সেচন করেন। বিবেক-রূপী দেবগণের কৃপায় অজ্ঞানতা দূরীভূত হইয়া আমরা যে জ্ঞানজ্যোতির সহিত অমৃতত্ব লাভ করি,—এই ঋকে সেই তত্ত্বই প্রকটিত রহিয়াছে। (১ম—৬৪সূ—৫ঋ)॥

—•—

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

মরুত্বতীয়শস্ত্রে পিন্বন্ত্যপ ইত্যেষা ধায্যা। সূত্রিতং চ। অগ্নির্নেতা ত্বং সোম ক্রতুভিঃ পিন্বন্ত্যপ ইতি ধায্যাঃ। আ০ ৫।১৪। ইতি॥ তামেতাং সূক্তে ষষ্ঠী ঋচমাহ॥

• • •

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুঃষষ্টিতমং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

পিন্বন্ত্যপো মরুতঃ সুদানবঃ পয়ো

ঘৃতবদ্বিদথেষ্বাভুবঃ।

অত্যং ন মিহে বি নয়ন্তি বাজিনমুৎসং

দুহন্তি স্তনয়ন্তমক্ষিতং॥ ৬॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

পিন্বন্তি। অপঃ। মরুতঃ। সুऽদানবঃ। পয়ঃ।

ঘৃতऽবৎ। বিদথেষু। আऽভুবঃ।

অত্যং। ন। মিহে। বি। নয়ন্তি। বাজিনং। উৎসং।

দুহন্তি। স্তনয়ন্তং। অক্ষিতং॥ ৬॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

মরুত্বতীয় যাগে 'পিন্বন্ত্যপঃ' ইত্যাদি ঋক্ পঠিত হয়। এতদ্বিষয়ে এইরূপ সূত্রিত আছে—'অগ্নির্নেতা ত্বং সোম ক্রতুভিঃ পিন্বন্ত্যপ ইতি ধায্যাঃ' (আ০ ৫।১৪)। ইতি। সেই সূক্তের এই ষষ্ঠী ঋক কথিত হইয়াছে।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুদানবঃ' (পরমধনপ্রদাতারঃ) 'মরুতঃ' (বিবেকরূপিণঃ দেবাঃ) 'অপঃ' (শুদ্ধসত্ত্বানি) 'পিন্বন্তি' (সিঞ্চন্তি—ইহসংসারে ইতি যাবৎ); 'বিদথেষু' (সৎকর্ম্মসু, দেবসন্নিকটেষু) 'আভুবঃ' (নেতারঃ, দেবতাভিমুখীকরণসমর্থা ইতি ভাবঃ) তে দেবাঃ 'ঘৃতবৎ পয়ঃ' (ঘৃতবৎ পুষ্টিকারকং সত্ত্বভাবং) ইহসংসারে প্রবহন্তি ইতি শেষঃ; 'অত্যং ন বাজিনং' (ত্বরয়া ভগবৎপ্রাপকং কর্ম্ম, যদ্বা—সূর্য্যরশ্মিবৎ অনাবিলং সৎকর্ম্ম, উপাসকানাং অনুষ্ঠিতং ইতি যাবৎ) 'মিহে' (সেচনায়, ভগবদুদ্দেশে সমর্পিতে সতি) 'বিনয়ন্তি' (উপাসকান্ মুক্তিং দদতি) তে দেবা ইতি শেষঃ; তথা 'স্তনয়ন্তং' (গর্জ্জয়ন্তং, শত্রুত্রাসকারকধ্বনিযুতং ইতি ভাবঃ) 'অক্ষিতং' (অক্ষীণং, নিত্যপ্রবাহিতং) 'উৎসং' (নির্ঝরধারং, সত্ত্বপ্রবাহং) 'দুহন্তি' (উপাসকায় উন্মোচয়ন্তি) তে দেবা ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—বিবেকরূপিণাং দেবানাং অনুকম্পয়া নরঃ সৎকর্ম্মপরো ভবতি, ভগবতি তৎকর্ম্ম সমর্পণায় মুক্তিঞ্চ লভতে। (১ম—৬৪সূ—৬ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমধনপ্রদাতা বিবেকরূপী দেবগণ, শুদ্ধসত্ত্বসমূহকে ইহসংসারে সেচন করেন; দেবসন্নিকটে নয়নকারী (দেবতাভিমুখীকরণসমর্থ) সেই দেবগণ, ঘৃতবৎ পুষ্টিকারক সত্ত্বভাবকে ইহসংসারে প্রবাহিত করেন; (উপাসকগণের অনুষ্ঠিত) ত্বরায় ভগবৎ-সান্নিধ্য-প্রাপক কর্ম্ম (অথবা সূর্য্যরশ্মির ন্যায় অনাবিল সৎকর্ম্ম) ভগবানের উদ্দেশে সমর্পিত হইলে, সেই দেবগণ উপাসকগণকে মুক্তিদান করেন; এবং শত্রুনাশকারক শব্দবিশিষ্ট, অক্ষীর্ণ অর্থাৎ নিরন্তর সমভাবে প্রবাহিত, সত্ত্বপ্রবাহকে সেই দেবগণ উপাসকের জন্য উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। (ভাব এই যে,—বিবেকরূপী দেবগণের অনুকম্পায় মনুষ্য সৎকর্ম্মপরায়ণ হয়, আর ভগবানে সেই কর্ম্ম সমর্পণে মুক্তি লাভ করে।)॥ (১ম—৬৪সূ—৬ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

সুদানবঃ শোভনদানা মরুতঃ পয়ঃ ক্ষীরবৎ সারবতীরপ পিন্বন্তি। সিঞ্চন্তি। আভুবঃ আভুবন্তীত্যাভুব ঋত্বিজঃ। তে বিদথেষু যজ্ঞেষু ঘৃতবৎ যথা ঘৃতং সিঞ্চন্ত্যেবং মরুতোঽপি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'সুদানবঃ' শোভনদাতা মরুদ্গণ 'পয়ঃ' ক্ষীরের ন্যায় সারবান্ 'অপঃ' জলকে 'পিন্বন্তি' সেচন করেন। 'আভুবঃ' আভুবন্তি অর্থাৎ অভিমুখী করেন যাঁহারা, এই বাক্য 'আভুবঃ' পদে ঋত্বিক্‌গণকে বুঝায়। তাঁহারা 'বিদথেষু' যজ্ঞসমূহে 'ঘৃতবৎ' যেমন ঘৃত সেচন করেন

বৃষ্টিং কুর্ব্বন্তীতি ভাবঃ। তত্র হেতুমাহ। অত্যং ন। যথাশ্বং সাদিনো বিনয়ন্তি যুদ্ধার্থং শিক্ষন্তোবং মরুতো বাজিনং বেগবন্তং মেঘং মিহে বর্ষণায় বিনয়ন্তি। স্বাধীনং কুর্ব্বন্তীতি-ভাবঃ। কিঞ্চ স্তনয়ন্তং গর্জ্জন্তমক্ষিতমক্ষীণমুৎসং। উৎসবত্তস্মাদাপ ইত্যুৎসো মেঘঃ। তং দুহন্তি। রিক্তীকুর্ব্বন্তি॥

স্বধ্যাস্নবঃ। সুপ্রত্যয়ান্তো দামুশব্দ আদ্যুদাত্তঃ। বহুব্রীহাবাদ্যুদাত্তং ষাচ ছন্দসীত্যুত্তর-পদাদ্যুদাত্তত্বং। মিহে। মিহ সেচনে। সম্পদাদিলক্ষণো ভাবে কিপ্। সাবেকাচ ইতি বিভক্তিরুদাত্তত্বং। স্তনয়ন্তং। স্তন শব্দে। চুরাদিরদন্তঃ। অতো লোপস্য স্থানিবত্ত্বাৎ লঘূপধগুণাভাবঃ॥ (১ম—৬৪সূ—৬ঋ)॥

ষষ্ঠ (৭৫৩) ঋকের বিশদার্থ।

——§:•○•:§——

এ ঋকের যে অর্থ প্রচলিত, তদনুসারে মরুদ্গণকে বায়ুরই অন্তর্ভুক্ত (ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত) বলিয়া মনে হয়। তদনুসারে মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—সেই মরুদ্গণ যেন সংসারে জল-সেচন করিতেছেন; ঋত্বিকগণ যেমন যজ্ঞে ঘৃত প্রক্ষেপ করেন, সেইরূপ ভাবে তাঁহারা আকাশ হইতে জল প্রদান করিয়া থাকেন। আর, সে সময় গর্জ্জন হয়, অবিরলধারে বৃষ্টি পড়ে। ফলতঃ, বায়ু যে বৃষ্টির হেতুভূত,—ব্যাখ্যাদিতে এইরূপ ভাবই প্রকাশমান। ঋকটীর বিশ্লেষণে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অর্থ যে অধ্যাহৃত হইতে পারে না, আমরা তাহা বলি না। তবে যে কারণে আমরা অন্য ভাব গ্রহণ করি, এখানে তাহাই প্রখ্যাত হইতেছে।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'অপঃ', 'পয়ঃ' ও 'উৎসং' তিনটী পদই জল অর্থ

সেইরূপ, মরুদ্গণও বৃষ্টি করিয়া থাকেন—ইহাই ভাব। সেই হেতু বলা হইতেছে 'অত্যং ন' যেমন অশ্বারোহী সৈন্যগণ অশ্বকে যুদ্ধার্থ শিক্ষা-দান করেন, সেইরূপ মরুদ্গণ 'বাজিনং' বেগবান্ মেঘকে 'মিহে' বর্ষণের নিমিত্ত 'বিনয়ন্তি' বিনয়ন করেন অর্থাৎ স্বাধীন করেন—এই ভাব। এইরূপে মেঘ-সমূহকে বর্ষণার্থ মুক্ত (বিনয়ন) করিয়া 'স্তনয়ন্তং' গর্জ্জনকারী 'অক্ষিতং' অক্ষীণ 'উৎসং' (উহা হইতে উৎসের ন্যায় জল নির্গত হয় এইজন্য উৎস শব্দে মেঘকে বুঝায়) মেঘকে 'দুহন্তি' শূন্য করেন।

স্বধ্যাস্নবঃ। সুপ্রত্যয়ান্তো দামুশব্দ আদ্যুদাত্ত। মিহে। মিহ ধাতু সেচন-অর্থ যুক্ত। সম্পদাদি-লক্ষণ-হেতু ভাবে কিপ্। 'সাবেকাচঃ' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্ত। স্তনয়ন্তং। স্তন শব্দ চুরাদিগণীয়। 'অতো লোপঃ' ইত্যাদি নিয়মে স্থানিবদ্ভাব-হেতু বৃদ্ধির অভাব। (১ম—৬৪সূ—৬ঋ)।

বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে,— ইহাই ভাষ্যাদির অভিমত। কিন্তু আমরা ঐ তিনটী পদেই যথাপূর্ব্ব সত্ত্বসম্বন্ধ খ্যাপন করি। 'বিদথেষু আভুবঃ' পদদ্বয় ইতিপূর্ব্বে (এই সূক্তেরই প্রথম ঋকে) প্রথম প্রয়োগ দেখিয়াছি। সেখানে এই দুই পদের অর্থে দেবতাগণকে বুঝাইয়াছে। এখানে আবার দেখিতেছি, ঐ দুই পদে ঋত্বিকগণকে আকর্ষণ করিয়া আনা হইল। অথচ, এরূপ ভাবে অর্থ পরিবর্ত্তনের কোনও বিশিষ্ট কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ দুই পদে সেখানেও যে অর্থ যে ভাব প্রকাশ করিয়াছে, আমরা মনে করি, এখানেও সেই অর্থ সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। সেখানেও ঐ দুই পদ যেমন দেবতাগণ সম্বন্ধে প্রযুক্ত ছিল, এখানেও ঐ দুই পদ তদ্রূপ দেবগণ সম্বন্ধে বিহিত রহিয়াছে। 'ঘৃতবৎ' পদের ভাব—পুষ্টিকারক। জল-পক্ষেও ঐ ভাবই গ্রহণ করা যায়; সত্ত্বভাব-পক্ষেও ঐ অর্থই সমীচীন হয়। 'অত্যং ন' এবং 'বাজিনং' পদের প্রয়োগ-সম্বন্ধে ভাষ্যে এক ভাব দেখি এবং অন্যান্য ব্যাখ্যাদিতে আর এক ভাব দেখিতে পাই। ঐ অংশের মর্ম্ম দাঁড়াইয়াছে,—মেঘ বেগবান্; অশ্বকে শিক্ষাদানের ন্যায় তাঁহারা সেই বেগবান্ মেঘকে স্বাধীনতা দেন। কিন্তু মেঘ বেগবান্ কিসে? বায়ুর সংযোগ-বশতঃই মেঘ বেগবান্ হয়। সুতরাং বেগবান্ মেঘকে মরুদ্গণ স্বাধীন করিয়া দিলেন,—এরূপ কল্পনা ভিত্তিহীন। এইরূপ, বায়ুর সংযোগ না থাকিলে, 'উৎসং' বা মেঘ গর্জ্জন-বিশিষ্ট (স্তনয়ন্তং) অথবা অক্ষীণ (অক্ষিতং) হইতে পারে কি? 'পিন্বন্তি' 'বিনয়ন্তি' ও 'দুহন্তি' ক্রিয়াপদ-ত্রয়ে, পরিচালন গর্জ্জন প্রভৃতি কর্ম্মসম্বন্ধে মরুদ্গণের কোনই প্রভাব পরিব্যক্ত নহে। সে সকল শক্তি—যেন মেঘেরই ছিল। মরুদ্গণ কেবল তাহাকে দোহন করিলেন মাত্র। কিন্তু আমরা সে ভাব গ্রহণ করি না। কি সঞ্চালন, কি গর্জ্জন, কি সেচন—সর্ব্ববিষয়েই আমরা মরুদ্দেবগণের প্রাধান্য লক্ষ্য করি। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় বিবেকরূপী সেই মরুদ্দেবগণের কর্ম্ম-প্রভাবের বিষয় যথাক্রমে প্রখ্যাত হইয়াছে। তদ্দ্বারা বেশ উপলব্ধ হয়—'অপঃ' 'পয়ঃ' 'উৎসং' পদত্রয়ে সত্ত্বসম্বন্ধই জ্ঞাপন করিতেছে। 'অত্যং ন' উপমার সহিত যে অশ্বের সম্বন্ধ নাই, 'বাজিনং' পদে যে সৎকর্ম্মকে বুঝায়, তাহা আমরা অনেকস্থলে বুঝাইয়া আসিয়াছি। ফলতঃ, বিবেকরূপী দেবতার প্রভাবই সর্ব্বত্র

পরিদৃষ্ট হয়। বিবেকের সাহায্যে ইহসংসার যে শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হয়, তাঁহারাই যে ঘৃতবৎ পুষ্টিকারক সত্ত্বভাব-প্রবাহকে ইহসংসারে প্রবাহিত করেন, আবার তাঁহাদিগের কৃপা-প্রভাবেই মনুষ্যগণ যে অনাবিল সৎকর্ম্ম-সাধন-পূর্ব্বক সেই সৎকর্ম্মকে ভগবদুদ্দেশে সমর্পণ করিয়া মুক্তিলাভ করেন; এবং তাঁহারাই যে শত্রুর ত্রাসকারক নিত্য-প্রবাহিত সত্ত্ব-প্রবাহকে উপাসকগণের জন্য উন্মোচন করিয়া দেন;—এই সকল ভাবই এই মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। (১ম—৬৪সূ—৬ঋ)॥

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুঃষষ্টিতমং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

মহিষাসো মায়িনশ্চিত্রভানবো গিরয়ো ন

স্বতবসো রঘুষ্যদঃ।

মৃগা ইব হস্তিনঃ খাদথা বনা যদারুণীষু

তবিষীরযুগ্ধ্বং॥ ৭॥

পদ-বিশ্লেষণং।

মহিষাসঃ। মায়িনঃ। চিত্রঽভানবঃ। গিরয়ঃ। ন।

স্বঽতবসঃ। রঘুঽস্যদঃ।

মৃগাঃঽইব। হস্তিনঃ। খাদথ। বনা। যৎ। আরুণীষু।

তবিষীঃ। অযুগ্ধ্বং॥ ৭॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

তে দেবাঃ 'মহিষাসঃ' (মহত্ত্বসম্পন্নাঃ) 'মায়িনঃ' (প্রাজ্ঞাঃ) 'চিত্রভানবঃ' (শোভনদীপ্তয়ঃ, জ্ঞানদাতরঃ) 'গিরয়ঃ ন স্বতবসঃ' (পর্ব্বতবদ্দৃঢ়াঃ আত্মবলবিশিষ্টাঃ, অশেষবলোপেতাঃ) 'রঘুষ্যদঃ' (ক্ষিপ্রগতিশীলাঃ) সন্তীতি শেষঃ; তে দেবাঃ 'মৃগা ইব হস্তিনঃ' (গজা ইব) 'বনা' (বনানি, অরণ্যানি, হৃদারণ্যস্থিতানি অসদ্বৃত্তিরূপাণি বনানি ইতি ভাবঃ) 'যৎ' (যদা) 'খাদথঃ' (খাদয়ন্তি, ভুঞ্জতে, বিধুনন্তি ইতি ভাবঃ) তদা 'আরুণীষু' (জ্ঞানকিরণোন্মেষসম্পন্নেষু জনেষু) 'তবিষীঃ' (বলানি, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যানি ইতি ভাবঃ) 'অযুগ্ধ্বম্' (সংযোজয়ন্তি)। অয়ং ভাবঃ - বিবেকরূপিণাং দেবানাং কৃপয়া হৃদবস্থিতাঃ অসদ্বৃত্তয়ঃ নাশপ্রাপ্তা ভবন্তি নরঃ নবশক্তিঞ্চ লভতে। (১ম—৬৪সূ—৭ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

দেবগণ—মহত্ত্বসম্পন্ন, প্রাজ্ঞ, জ্ঞানদাতা, অশেষশক্তিযুত, ক্ষিপ্রগতিশীল হয়েন; হস্তিগণ যেমন অরণ্যের বৃক্ষাদিকে ভক্ষণ করে, সেইরূপ সেই দেবগণ হৃদয়ারণ্যস্থিত অসদ্বৃত্তি-রূপ বনসমূহকে যখন বিধ্বস্ত করেন, তখন জ্ঞানকিরণোন্মেষসম্পন্ন জনগণের মধ্যে সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্যকে সংযোজিত করিয়া দেন। (ভাব এই যে,—বিবেকরূপী দেবগণের কৃপায় হৃদয়ের অসদ্বৃত্তিসমূহ নাশ প্রাপ্ত হয় এবং মানুষ নবশক্তি লাভ করে।)॥ (১ম—৬৪সূ—৭ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

মহিষঃ ইতি মহন্নাম্। মহিষাসো মহান্তঃ। মায়েতি জ্ঞাননাম। মায়িনঃ প্রাজ্ঞাশ্চিত্রভানবঃ শোভনদীপ্তয়ঃ। গিরয়ো ন স্বতবসঃ। পর্ব্বতা ইব স্বকীয়েন বলেন যুক্তাঃ। রঘুষ্যদঃ। শীঘ্রগমনাঃ। হে মরুতঃ! এবম্ভূতগুণবিশিষ্টা যূয়ং হস্তিনো হস্তবন্তো মৃগা ইব গজা ইব বনা বনানি বৃক্ষজাতানি খাদথ। ভক্ষয়থ। প্রভঙ্ক্‌ধ্বেমিত্যর্থঃ। যৎ যস্মাদারুণীষ্বরুণবর্ণাস্বু বড়বাসু তবিষীর্ব্বলান্যযুগ্ধ্বং। সংযোজিতবন্তঃ। তস্মাত্তাসামিব বাহনস্থাপি প্রবলত্বাত্তৎসংযুক্তা ভবন্তঃ সর্ব্বং ভঞ্জন্তীত্যর্থঃ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মহিষ-শব্দ মহৎ নাম বাচক। 'মহিষাসঃ' মহান। মায়া-শব্দ জ্ঞান-নাম বাচক। 'মায়িনঃ' প্রাজ্ঞগণ। 'চিত্রভানবঃ' শোভনদীপ্তিবিশিষ্ট। 'গিরয়ো ন স্বতবসঃ' পর্ব্বতসমূহের ন্যায় আপনার বলের দ্বারা যুক্ত। 'রঘুষ্যদঃ' শীঘ্রগমনশীল। হে মরুদ্গণ! এবম্ভূত গুণবিশিষ্ট আপনারা 'হস্তিনঃ' হস্তবিশিষ্ট 'মৃগা ইব' গজের ন্যায় 'বনা' বনসমূহকে অর্থাৎ বৃক্ষসমূহকে 'খাদথ' ভক্ষণ কর অর্থাৎ ভঙ্গ কর। 'যৎ' যেহেতু 'আরুণীষু' অরুণবর্ণবিশিষ্ট অশ্বীসকলে 'তবিষী' বলসমূহকে 'অযুগ্ধ্বং' সংযোজিত করিয়াছিলেন; সেই হেতু আপনাদিগের ন্যায় বাহনেরও প্রবলত্ব-হেতু তৎসংযুক্ত আপনারা সকলকে ভঙ্গ করেন—ইহাই ভাবার্থ।

রঘুষ্যদঃ। স্যন্দূ প্রস্রবণে। রঘুশীঘ্রং স্যন্দন্তে গচ্ছন্তীতি রঘুষ্যদঃ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। অনিদিতামিতি নলোপঃ। বালমূললঘ্বলমঙ্গুলীনামিতি লত্ববিকল্পঃ। পা০ ৮।২।১৮।২। কৃদুত্তর-পদপ্রকৃতিস্বরত্বং। খাদথ। খাদৃ ভক্ষণে। অযুগ্ধ্বং। যুজির্ যোগে। লুঙি চ্লেঃ সিচ্। একাচ ইতীট্প্রতিষেধঃ। ধি চ। পা০ ৮।২।২৫। ইতি সকারলোপঃ। চোঃ কুরিতি কুত্বং। অডাগম উদাত্তঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। (১ম—৬৪সূ—৭ঋ)॥

সপ্তম (৭৫৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অর্থ-নিষ্কাশন-বিষয়ে ইহার অন্তর্গত 'অরুণীষু' পদ বিশেষ সমস্যা উপস্থিত করিয়াছে। ভাষ্যে ঐ পদের যে অর্থ প্রকাশমান, সমস্যার তাহাই প্রধান কারণ। ঐ পদের ভাষ্যানুমত অর্থ—লালবর্ণের ঘোটকীসমূহ। রক্তবর্ণবিশিষ্টা অশ্বী—মরুদ্দেবগণের বাহন; সুতরাং ঐ দেবগণ তাহাদিগকে বলসম্পন্ন করিয়া রখিয়াছেন। এই ভাব মন্ত্রাংশে প্রকাশ দেখি। এ দিকে আবার উপমা-প্রসঙ্গে সেই মরুদ্দেবগণকে হস্তীর ন্যায় বনসমূহের ভক্ষণকারী বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে; তাহাতে ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতে বৃক্ষাদি যে উৎপাটিত হয়, এবম্বিধ অর্থই আসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা মহৎ বলিয়া পরিচিত, প্রাজ্ঞ বলিয়া অভিহিত, আবার হস্তীর ন্যায় বৃক্ষসমূহকে ভক্ষণ করিতেছেন এবং আপনাদিগের অরুণ-বর্ণ ঘোটকীগুলিকে বলসংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। মন্ত্রার্থে এই ভাবই সাধারণতঃ প্রকাশ পায়। এ পক্ষে মন্ত্রে মনুষ্য-বিশেষের প্রতিও লক্ষ্য আসে না, আবার ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের সঙ্গতিও মন্ত্রার্থে প্রতিপন্ন হয় না। কিন্তু আমরা যে ভাবে যে লক্ষ্য নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক অর্থ পরিগ্রহণ করিতেছি, তৎপক্ষে দ্বিধা উপস্থিত হইবার কোনও কারণ দেখা যায় না।

রঘুষ্যদঃ। স্যন্দূ ধাতু প্রস্রবণ বুঝায়। রঘু অর্থাৎ শীঘ্র স্যন্দতে অর্থাৎ গমন করে—এই বাক্যে রঘুষ্যদঃ পদ হয়। 'ক্বিপ্ চ' ইত্যাদি সূত্রে ক্বিপ্ প্রত্যয়। 'অনিদিতাম্' ইত্যাদি সূত্রে নকারের লোপ। 'বালমূললঘ্বলং' ইত্যাদি নিয়মে লত্বের বিকল্প। কৃদুত্তর-পদে প্রকৃতিস্বরত্ব। খাদথ। খাদৃ ধাতু ভক্ষণার্থক। অযুগ্ধ্বং। যুজি ধাতু যোগ অর্থ প্রকাশক। লুঙে চ্লি'র স্থানে সিচ্। 'একাচঃ' ইত্যাদি সূত্রে ইটের প্রতিষেধ। 'ধি চ' ইত্যাদি নিয়মে সকারের লোপ। 'চোঃ কুঃ' ইত্যাদি সূত্রে কুত্ব। অডাগম উদাত্ত। যদ্বৃত্তযোগহেতু নিঘাতাভাব। (১ম—৬৪সূ—৭ঋ)।

যে 'আরুণীষু' পদ উপলক্ষে গবেষণার অন্ত নাই, আমরা মনে করি, ঐ পদে জ্ঞানকিরণ-উন্মেষসম্পন্ন জনের প্রতি লক্ষ্য আসে। ঊষার প্রথম বিকাশ—অরুণ-মূর্তিতে। ঊষায়—জ্ঞানোন্মেষ। জ্ঞানোন্মেষের আদি অবস্থাই 'আরুণীষু' পদের দ্যোতক। * যাঁহারা জ্ঞানপথের পথিক হইয়াছেন, যাঁহারা সাধন-মার্গে পদার্পণ করিতে বা একটু অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছেন, 'আরুণীষু' পদে তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিতেছে। সাধন-পথে একটু অগ্রসর হইলেই দেবগণ আসিয়া যে সহায় হয়েন, তখন তাঁহারাই যে নূতন বল প্রদান করেন, এ বিষয় আর বুঝাইবার আবশ্যক করে না। "আরুণীষু তবিষীঃ অযুগ্ধ্বং" পদত্রয়ে জ্ঞানমার্গানুসারিগণকে দেবগণ যে নবশক্তি প্রদান করেন, এই নিত্যসত্য-তত্ত্বই প্রকাশ পাইয়াছে। এখানকার উপদেশ—একটু অগ্রসর হইয়া দেখ দেখি! বিবেক আসিয়া তোমায় অবশ্যই সহায়তা করিবেন।

ঐ দৃষ্টিতে মন্ত্রের অন্তর্গত অপরাপর পদগুলির ভাব পরিগ্রহ করিয়া দেখুন; কোথাও যে কোনও গ্রন্থি আছে, তার মনে হইবে না। 'মৃগাঃ ইব হস্তিনঃ' উপমায় ভাষ্যে যে অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে, আমরাও তাহারই অনুসরণ করিলাম। 'গিরয়ঃ ন স্বতবসঃ' উপমার ভাবার্থও ভাষ্যানুসারেই গ্রহণ করা হইল। 'বনা' পদে পূর্ব্বাপর আমরা যে ভাব গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, এখানেও তাহারই সঙ্গতি দেখিতেছি। হৃদয়-রূপ অরণ্যের অসদ্বৃত্তি-রূপ বন-সমূহের প্রতি ঐ পদের লক্ষ্য। সে পক্ষে উপমায় কোনই অসঙ্গতি ঘটে নাই। এইরূপে মন্ত্রের অন্তর্গত প্রত্যেক পদের

* 'আরুণীষু' পদ-বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে নানা প্রকার গবেষণা দেখা যায়। রোথ এবং বেনফে বলেন—ঐ পদ 'আরুণীষু' না হইয়া 'অরুণীষু' হইবে। 'যং' পদটীর রূপ [illegible] 'যদা' বলিয়া পরিকল্পিত হয়। তাঁহারা বলেন 'অরুণী' বলিতে ইন্দ্রের বাহন বুঝায়। কিন্তু ম্যাক্সমূলার সে মত গ্রহণ করেন না। তিনি বলেন—ইন্দ্রের অরুণির সঙ্গে [illegible] কি সম্বন্ধ? বিশেষতঃ সমগ্র ঋগ্বেদের মধ্যে এই একস্থলে ভিন্ন অন্যত্র কোথাও [illegible] ব্যবহার নাই। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, আরুণিগণ ঊষার বাহন গাভীসমূহ। [illegible] 'আরুণীষু' পদে প্রাতঃকালকে বুঝায়। মরুদ্গণ যে বনসকলকে ভক্ষণ করেন, [illegible] অগ্নিশিখাসমূহ বলিয়া মনে করা যায়। এতদ্দ্বারা [illegible] [illegible] মনে আসে। তদনুসারে ম্যাক্সমূলার অর্থ করেন,—
"When you, storms, assume vigour among the flames, [illegible] forests like elephants."

বিষয় আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, বিবেক-রূপী দেবগণ-সম্বন্ধে এই মন্ত্রটী প্রযুক্ত হইয়াছে। বিবেক-রূপী দেবতায় মহত্ত্ব, প্রজ্ঞা, জ্ঞানদাতৃত্ব, দৃঢ়ত্ব, ক্ষিপ্রত্ব প্রভৃতি অবিসম্বাদিত। বনের মধ্যে নীত হইলে হস্তী যেমন বৃক্ষাদিকে উৎপাটন-পূর্ব্বক গ্রাস করে, হৃদয়ে বিবেক-রূপী দেবতার অধিষ্ঠান হইলে সেইরূপ অসদ্বৃত্তিসমূহ উন্মূলিত ও নাশ-প্রাপ্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানান্বেষী জন সৎকর্ম্মসাধনে সামর্থ্য লাভ করেন। দেবমার্গানুসারীর প্রতি দেবগণের এবম্বিধ করুণার বিষয়ই এই মন্ত্রে প্রকাশমান। মন্ত্রে এই ভাবই আমরা গ্রহণ করি। (১ম—৬৪সূ—৭ঋ) ॥

— • —

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুষষ্টিতমং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

সিংহা ইব নানদতি প্রচেতসঃ পিশা ইব

সুপিশো বিশ্ববেদসঃ।

ক্ষপো জিন্বন্তঃ পৃষতীভির্ঋষ্টিভিঃ সমিৎ সবাধঃ

শবসাহিমন্যবঃ ॥ ৮ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সিংহাঃঽইব। নানদতি। প্রঽচেতসঃ। পিশাঃঽইব।

সুঽপিশঃ। বিশ্বঽবেদসঃ।

ক্ষপঃ। জিন্বন্তঃ। পৃষতীভিঃ। ঋষ্টিঽভিঃ। সং। ইৎ। সবাধঃ।

শবসা। অহিঽমন্যবঃ ॥ ৮ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'প্রচেতসঃ' (প্রজ্ঞানস্বরূপাঃ) তে দেবাঃ 'সিংহা ইব নানদতি' (সিংহবৎ গভীর হুঙ্কারেণ শত্রূন বিতাড়য়ন্তি, পাপিনঃ ভয়প্রদাতার ইতি ভাবঃ), তথা 'পিশা ইব সুপিশঃ' (বিচিত্রবর্ণবিশিষ্টমৃগবৎ পরমরমণীয়াঃ, সৎকর্ম্মকারিণঃ প্রতি সুদর্শন ইতি ভাবঃ); 'বিশ্ববেদসঃ' (সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞাঃ) তে দেবাঃ 'ক্ষপঃ' (শত্রূণাং ক্ষয়কারিণঃ) তথা 'জিন্বন্তঃ' (উপাসকানাং প্রীতিসাধকাঃ); তে দেবাঃ সমেৎ' (যুগপৎ এব) 'পৃষতীভিঃ' (প্রিয়দর্শনৈঃ রূপৈঃ) তথা 'ঋষ্টিভিঃ' (ভীষণৈঃ আয়ুধৈঃ) সজ্জিতাঃ সন্তি; তে দেবাঃ 'শবসা' (স্বকীয়ৈর্ব্বলৈঃ) 'সবাধঃ' (উপাসকানাং রক্ষকাঃ) তথা 'অভিমন্যবঃ' (ক্রূরান্ শত্রূণ বিনাশকাঃ) ভবত ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—বিবেকরূপিণো দেবাঃ পাপিনঃ প্রতি ভীষণদণ্ডধরাঃ সৎকর্ম্মকারিণঃ প্রতি পরমানুগ্রহপরায়ণাশ্চ। (১ম—৬৪সূ—৮ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

প্রজ্ঞানস্বরূপ সেই দেবগণ, সিংহবৎ গভীর হুঙ্কারে শত্রুগণকে বিতাড়িত করেন (অর্থাৎ, তাঁহারা পাপীদিগের ভয়প্রদাতা); এবং সৎকর্ম্মকারীদিগের প্রতি বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট মৃগবৎ পরম রমণীয় হয়েন (অর্থাৎ, উপাসকগণের নিকট তাঁহারা সুদর্শন); সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ সেই দেবগণ, শত্রুগণের ক্ষয়কারী এবং উপাসকগণের প্রীতিসাধক; সেই দেবগণ যুগপৎ প্রিয়দর্শন রূপের সহিত এবং ভীষণ আয়ুধের সহিত সজ্জিত আছেন; তাঁহারা আপনাদিগের শক্তির দ্বারা উপাসকগণের রক্ষক এবং ক্রূর শত্রুদিগের বিনাশক হয়েন। (ভাব এই যে,—বিবেকরূপী দেবগণ পাপকর্ম্মকারীর প্রতি ভীষণ দণ্ডধর এবং সৎকর্ম্মকারীর প্রতি পরম অনুগ্রহ-পরায়ণ।)॥ (১ম—৬৪সূ—৮ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

প্রচেতসঃ প্রকৃষ্টজ্ঞানা মরুতঃ সিংহা ইব নানদতি। ভৃশং শব্দং কুর্ব্বন্তি। যথা সিংহা গিরিগহ্বরেষু গম্ভীরং শব্দং কুর্ব্বন্তি এবং মরুৎস্বপ্যাগতেষু গম্ভীরঃ শব্দ উৎপদ্যত ইতি ভাবঃ। তথা সুপিশঃ। শোভনাবয়বাঃ শোভনালঙ্কারা বা। তত্র দৃষ্টান্তঃ। পিশা ইব পিশ ইতি রুরুনাম (পাঠান্তরে পেশ রূপনাম)। যথা রুরবঃ স্বশরীরগতৈঃ শ্বেতবিন্দুভিঃ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'প্রচেতসঃ' প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন মরুদ্গণ 'সিংহা ইব নানদাত' দারুণ শব্দ করিতেছেন; সিংহগণ যেমন গিরিগহ্বরে গভীর শব্দ করে, সেইরূপ মরুদ্গণের আগমনে গভীর শব্দ উৎপন্ন হয়,—ইহাই তাৎপর্য। আর, 'সুপিশঃ' শোভন অবয়ববিশিষ্ট অথবা শোভন অলঙ্কারবিশিষ্ট [illegible] পিশ এই শব্দ রুরু (অথবা পেশ এই শব্দ বা রূপ) [illegible]

এ ঋকে সেই ভাবই পরিব্যক্ত দেখি। কিন্তু ঋকের অন্তর্গত পদগুলির জটিলতা-নিবন্ধন ইহার ভাব ও অর্থ অন্যরূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ব্যাখ্যা বিভিন্ন প্রকার প্রচলিত। কোনও ব্যাখ্যায় তাঁহারা মনুষ্য-মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকেন; আবার কোনও ব্যাখ্যায় তাঁহাদিগকে ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত বলিয়া মনে হয়। প্রচলিত দুইটী ব্যাখ্যা (একটী বাঙ্গালা ও একটী ইংরাজী) নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। মন্ত্রার্থ কি অপরূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আছে, তাহাতে তাহা বোধগম্য হইবে।

(১) "প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন মরুৎগণ সিংহের ন্যায় নিনাদ করেন; সর্ব্বজ্ঞ মরুৎগণ হরিণের ন্যায় সুন্দর; তাঁহারা (শত্রুর) বিনাশকারী, (স্তোতার) প্রীতিকারী, এবং ক্রুদ্ধ হইলে বিনাশক্ষম বলযুক্ত, এতাদৃশ মরুৎগণ তাঁহাদের বাহন মৃগের সহিত এবং আয়ুধের সহিত শত্রুপীড়িত যজমানদিগকে (রক্ষা করিতে) যুগপৎ আসিতেছেন।"

2. "Like lions they roar, the wise Maruts, they are handsome like gazelles, the all-knowing. By night with their spotted deer (rain-clouds and with their spears (lightnings) they rouse the companions together, they whose ire through strength is like the ire of serpents."

প্রথম প্রকারের ব্যাখ্যায় মনুষ্যের প্রতি লক্ষ্য করা যায়। শেষোক্ত ব্যাখ্যায় বায়ুর প্রতি দৃষ্টি আসে। ঐ দুই প্রকার ব্যাখ্যাতেই ভাব কতদূর পরিবর্ত্তিত, স্বতঃই উপলব্ধ হইবে। মূলে আছে—'ক্ষপঃ' পদ। ভাষ্যকার 'শত্রূণাং ক্ষপয়িতারঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। ইংরাজী অনুবাদে ঐ পদে রাত্রি অর্থ পরিগৃহীত। সে পক্ষে টীকা-টিপ্পনীতে গবেষণাও বহু প্রকাশ পাইয়াছে। 'পৃষতীভিঃ' পদে এক অর্থে—'বাহন মৃগ' এবং অন্য অর্থে—'জলপূর্ণমেঘসমূহ।' 'ঋষ্টিভিঃ' পদেও যথাক্রমে আয়ুধ এবং বজ্র অর্থ পরিগৃহীত। শব্দের অর্থ ও ভাব লইয়াই যত কিছু বিতণ্ডা বাধিয়া আছে। সম্পূর্ণ বিপরীত পথে আমাদিগের ব্যাখ্যায় যে অর্থ প্রকাশ [illegible], বলা বাহুল্য, শব্দের ভাব ও অর্থই তাহার মেরুদণ্ড। [illegible] 'ক্ষপিনঃ' পদদ্বয়, ঋগ্বেদে উহার আর দ্বিতীয় প্রয়োগ নাই। [illegible] পদ বহুবার প্রযুক্ত দেখিয়াছি। সেই পদ [illegible]

মধ্যে পরিগণিত। এখানে ভাষ্যে পাঠান্তরে দুই রূপ ভাবই প্রাপ্ত হই। কোনও পাঠে 'পিশঃ' পদে 'রূপ' অর্থ, কোনও পাঠে 'রুরু' বা 'মৃগ' অর্থ প্রকাশমান্। কিন্তু যে দিক দিয়া যে ভাবেই ঐ (পিশাঃ ইব সুপিশঃ) উপমার অর্থ গ্রহণ করা যাউক, উহাতে যে 'পরম রমণীয়' বা 'সুদর্শন' অর্থ আসে, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। এইরূপ 'সিংহাঃ ইব নানদতি' উপমায় ভয়ঙ্কর ভীষণ ভাবেরই দ্যোতনা করে। তবেই, এক দিকে কোমল ও এক দিকে কঠোর—এখানে এই দুই ভাবের দ্যোতনা দেখি। পরবর্ত্তী অংশেও, 'ক্ষপঃ' ও 'জিন্বন্তঃ' পদ উপলক্ষেও সেই একই ভাব প্রকাশ পায়। সেই দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে এবং 'সমেৎ' পদের 'যুগপৎ' অর্থের সার্থকতা উপলব্ধি হইলে, 'পৃষতীভিঃ' ও 'ঋষ্টিভিঃ' পদদ্বয়ের ভাব পরিগ্রহণে কোনই অন্তরায় আসে না। ঐ দুই পদও যথাক্রমে দেবতার কোমল ভাবের ও কঠোর ভাবের দ্যোতনা করিতেছে বলিয়াই মনে হয়। শব্দার্থ অনুসারে, রূপকের মধ্যেও, সেই তত্ত্ব প্রকটিত দেখি। তাই আমরা ঐ দুই পদে যথাক্রমে 'প্রিয়দর্শনৈঃ রূপৈঃ' এবং 'ভীষণৈঃ আয়ুধৈঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। 'সবাধঃ' এবং 'অহিমন্যবঃ' পদদ্বয়ে যথাক্রমে দেবগণের সেই দুই বিপরীত গুণ-বিশেষণেরই পরিচয় পাই। ভাষ্যে 'সবাধঃ' পদের প্রতিবাক্যে 'শত্রুভির্ব্বাধিতান্ যজমানান্' পদ গৃহীত হওয়ায় বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু আমরা ঐ পদকে যথাযথ রক্ষা করিয়া 'বাধা-সহ বিদ্যমান' অর্থাৎ যাঁহারা শত্রুকে নিয়ত বাধা প্রদান করিয়া উপাসকগণকে রক্ষা করিতেছেন তাঁহাদিগের সম্বন্ধেই ঐ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। তদনুসারে 'সবাধঃ' পদে শত্রুগণের আক্রমণে বাধা-প্রদানকারী সুতরাং উপাসকগণের রক্ষক অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শত্রু বলিতে রিপুগণের প্রতিই লক্ষ্য আসে। তাহারাই সর্পের ন্যায় ক্রূরপ্রকৃতিবিশিষ্ট; তাহাদিগের দংশনেই মানুষ জর্জ্জরীভূত। তাহারাই পাপ-মধ্যে পরিগণিত। 'অহিমন্যবঃ' পদে পাপরূপ সেই ক্রূরশত্রুগণের বিনাশক অর্থই স্বতঃ প্রকটিত। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াই এবং পূর্ব্বাপর সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আমরা মন্ত্রার্থে প্রোক্ত ভাব গ্রহণ করিয়াছি। (১ম—৬৪সূ—৮ঋ)

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুঃষষ্টিতমং সূক্তং। নবমী ঋক্)।

রোদসী আ বদতা গণশ্রিয়ো নৃষাচঃ

শূরাঃ শবসাহিমন্যবঃ।

আ বন্ধুরেষ্বমতির্ন দর্শতা বিদ্যুন্ন তস্থৌ

মরুতো রথেষু বঃ॥ ৯॥

পদ-বিশ্লেষণং।

রোদসী ইতি। আ। বদত। গণঽশ্রিয়ঃ। নৃঽসাচঃ।

শূরাঃ। শবসা। অহিঽমন্যবঃ।

আ। বন্ধুরেষু। অমতিঃ। ন। দর্শতা। বিঽদ্যুৎ। ন। তস্থৌ।

মরুতঃ। রথেষু। বঃ॥ ৯॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গণশ্রিয়ঃ' (দেবভাবানাং শ্রীবৃদ্ধিসাধকাঃ) 'নৃষাচঃ' (উপাসকানাং সৎকর্ম্মানুরাগ-[illegible]য়িতারঃ) 'শূরাঃ' (শৌর্য্যসম্পন্নাঃ) হে দেবাঃ! 'শবসা' (আত্মীয়ৈর্ব্বলৈ, যদ্বা—[illegible]কায় শত্রুনাশসামর্থ্যং প্রদানেন) 'অহিমন্যবঃ' (তেষাং ক্রূরাণ্ শত্রূন্ নাশয়িতারঃ[illegible]) 'রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) 'আবদত' (সর্ব্বতোভাবেন সদুপদেশং দত্ত) যূয়ং ইতি [illegible]। 'মরুতঃ' (বিবেকরূপিণঃ হে দেবাঃ) 'বঃ' (যুষ্মাকং জ্যোতিঃ তেজো বা) [illegible] [illegible] (অন্তরেষু কৌটিল্যযুক্তেষু) 'রথেষু' (জনানাং হৃদয়েষু) 'আতস্থৌ' (আতিষ্ঠতি,

অবস্থিতিং করোতি) তদা 'অমতিঃ ন' (দুর্ম্মতিঃ ইব, পাপিনঃ ইব, অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্নে হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'বিদ্যুৎ ন' (বিদ্যুদ্বৎ, সুবুদ্ধিরূপেণেতি যাবৎ) 'দর্শতা' (দর্শনীয়া ভবথ, আলোকরশ্মিং বিচ্ছুরন্তি ইতি ভাবঃ) যূয়মিতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—বিবেক-সমাগমেন পাপকলুষপূর্ণেষু হৃদয়েষু পুণ্যজ্যোতিঃ বিকাশং প্রাপ্নোতি, নরশ্চ শত্রুদমনসামর্থ্যং লভতে। (১ম—৬৪—৯ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

দেবভাব-সমূহের শ্রীবৃদ্ধি-সাধক, উপাসকগণের সৎকর্ম্মানুরাগ-বর্দ্ধয়িতা, শৌর্য্যসম্পন্ন, হে দেবগণ! আপনাদিগের বলের দ্বারা অথবা উপাসককে শত্রুনাশসামর্থ্য প্রদানের দ্বারা, তাঁহাদিগের ক্রূরশত্রুগণের নাশয়িতা হইয়া, আপনারা দ্যাবাপৃথিবীকে সর্ব্বতোভাবে সদুপদেশ প্রদান করেন। বিবেকরূপী হে মরুদ্দেবগণ! আপনাদিগের জ্যোতিঃ বা তেজঃ যখন মনুষ্যগণের অসরল কুটিলতাপূর্ণ হৃদয়-সমূহে অবস্থিতি করে, তখন দুর্ম্মতি-রূপ (পাপীর ন্যায়) অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়ে আপনারা বিদ্যুতের ন্যায় (সুবুদ্ধি-রূপে) দর্শনীয় হয়েন, অর্থাৎ আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরণ করিয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—বিবেকসমাগমে পাপকলুষপূর্ণ হৃদয়ে পুণ্যজ্যোতিঃ বিকাশ পায়, এবং মানুষ শত্রুদমন-সামর্থ্য লাভ করে।)॥ (১ম—৬৪সূ—৯ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে গণশ্রিয়ঃ! গণশঃ শ্রয়মাণাঃ সপ্তগণরূপেণাবস্থিতাঃ। নৃষাচঃ নৄন্ যজমানান্ হবিঃস্বীকরণায় সেবমানাঃ। শূরাঃ শৌর্য্যোপেতাঃ। এবম্ভূতা হে মরুতঃ! শবসা বলেনাহিমন্যবঃ। আহননস্বভাবকোপযুক্তাঃ সন্তো রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যাবাবদত। আ সমন্তাচ্ছব্দয়ত। যুষ্মদাগমনে সতি ভবদীয়শব্দেন দ্যাবাপৃথিব্যৌ পূর্ণে কুরুতেতি ভাবঃ। কিঞ্চ হে মরুতঃ! বো যুষ্মাকং তেজো বন্ধুরেষু। বন্ধুরকাষ্ঠানির্ম্মিতং সারথেঃ স্থানং বন্ধুরমিত্যুচ্যতে।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'গণশ্রিয়ঃ' বহুসংখ্যক একত্রে দলবদ্ধ সপ্তগণরূপে অবস্থিত 'নৃষাচ' যজমানগণের হবিঃস্বীকারপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সেবাপরায়ণ অর্থাৎ উপকারকারী 'শূরাঃ' শৌর্য্যবিশিষ্ট এবম্ভূত হে মরুদ্গণ 'শবসা' বলের দ্বারা 'অহিমন্যব' আহননস্বভাবযুক্ত হইয়া 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিবীকে 'আবদত' সমন্তাৎ শব্দপূর্ণ করেন, আপনাদিগের আগমনে [illegible] শব্দের দ্বারা দ্যাবাপৃথিবী পূর্ণ হয়—ইহাই ভাব। [illegible]

তদ্‌যুক্তেষু রথেষ্বাতস্থৌ। আতিষ্ঠতি। অবস্থিতং সৎ সর্ব্বৈর্দৃশ্যতে। তত্র দৃষ্টান্তদ্বয়মুচ্যতে। অমতির্ন। অমতিরিতি রূপনাম। যথা নির্ম্মলং রূপং সর্ব্বৈর্দৃশ্যতে। দর্শতা বিদ্যুন্ন। যথা বা দর্শনীয়া বিদ্যুন্মেঘস্থা সর্ব্বৈর্দৃশ্যতে এবং রথে স্থিতানাং যুষ্মাকং জ্যোতিরপি সর্ব্বৈর্দৃশ্যত ইত্যর্থঃ ॥

বন্ধুরেষু। ঋচি তুনুঘেত্যাদিনা দীর্ঘঃ। নৃষাচঃ। পাদাদিত্বাদামন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। অমতিঃ। অম গত্যাদিষু। অমেরতিরিত্যৌণাদিকোঽতিপ্রত্যয়ঃ। প্রত্যয়াদ্যুদাত্তত্বং। দর্শতা। ভৃমৃদৃশীত্যাদিনাতচ্ প্রত্যয়ঃ। চিত্বাদন্তোদাত্তত্বং ॥ (১ম—৬৪সূ—৯ঋ) ॥

• . •

নবম (৭৫৬) ঋকের বিশদার্থ।

—•:§:•—।

এই ঋকের মধ্যে দুইটী বড়ই বিষম গ্রন্থি আছে। প্রথম গ্রন্থি উদ্ভেদ করিতে সমর্থ হইলেও, দ্বিতীয় গ্রন্থি-মূলে সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। মূলে আছে—'বন্ধুরেষু রথেষু'; আর আছে—'অমতিঃ ন' এবং 'বিদ্যুৎ ন।' প্রথম দুইটী পাদের প্রচলিত অর্থ এই যে, মরুদ্দেবগণ যে রথে আরোহণ করিতেন, সেই রথের অন্তর্গত সারথিগণের বসিবার স্থানকে 'বন্ধুরেষু রথেষু' পদদ্বয়ে লক্ষ্য করিতেছে। কিন্তু 'অমতিঃ ন' এবং 'বিদ্যুৎ ন' এই দুই উপমাতেই প্রায় একই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। উপমার্থক দুইটী ন-কারের একটীকে পরিহার-পূর্ব্বক অগত্যা অর্থ গ্রহণ করা হয়। বিদ্যুতের ন্যায় তাঁহাদিগের রূপ জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছিল। উহাতে যে কোন্ পদে কোন্ অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে, তাহা

কহে) বন্ধুরযুক্ত 'রথেষু' রথসমূহে 'আতস্থৌ' অবস্থিতি করে; অবস্থিতি করিয়া সকলের কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়। তদ্বিষয় দৃষ্টান্তদ্বয় কথিত হইতেছে; 'অমতির্ন' অমতি শব্দ রূপ-নাম-বাচক। যেমন নির্ম্মল রূপ সকলের কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হয়, 'দর্শতা বিদ্যুৎ ন' যেমন মেঘস্থ অদর্শনীয় বিদ্যুৎ সকলের দৃষ্ট হয়, সেইরূপ রথে অবস্থিত আপনাদিগের জ্যোতিও সকলে দেখিতে পায়—ইহাই ভাবার্থ।

বন্ধুর। 'ঋচি তুনুঘ' ইত্যাদি সূত্রে দীর্ঘ। নৃষাচঃ। পাদাদিত্ব-হেতু আমন্ত্রিত-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। অমতিঃ। অম ধাতু গতি প্রভৃতি বুঝায়। 'অমেরতিঃ' ইত্যাদি ঔণাদিক সূত্রে অতি-প্রত্যয়। প্রত্যয়-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। দর্শতা। 'ভৃমৃদৃশি' ইত্যাদি সূত্রে অতচ্ প্রত্যয়। চিৎ-হেতু অন্তোদাত্তত্ব। (১ম—৬৪সূ—৯ঋ) ॥

বুঝিবার উপায় নাই। কেহ আবার মধ্যে একটী 'অথবা' সংযোগে 'রূপের ন্যায় অথবা বিদ্যুতের ন্যায়' ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। এতদনুসারে মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটীর ইংরাজী ও বাঙ্গালা অনুবাদ দাঁড়াইয়াছে,—

"On the seats on your chariots, O Maruts, the lightning stands, visible like light"

"হে মরুদ্গণ তোমাদের (তেজঃ), নির্ম্মল রূপের ন্যায় অথবা দর্শনীয় বিদ্যুতের ন্যায় রথের সারথি-স্থানে অবস্থিতি করে।"

এইরূপ মন্ত্রের প্রথম চরণের 'আবদন্ত' পদ উপলক্ষে, মরুদ্গণ যে পৃথিবীকে শব্দপূর্ণ করেন অর্থাৎ ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের শব্দে দ্যাবাপৃথিবী যে প্রতিধ্বনিত হয়, সেই ভাব ব্যক্ত হইয়া থাকে। অন্যান্য বিশেষণ-সমূহে মরুদ্গণের সংখ্যার বিষয় প্রকাশ পায়, এবং যজমানগণের হবিঃস্বীকার করিয়া তাঁহারা যে যজমানদিগের সেবা করেন,—ইত্যাদি রূপ ভাব ব্যক্ত হইয়া থাকে। ভাষ্যেই যে সকল মতের আভাস পাওয়া যাইবে। অধিক আলোচনা বাহুল্য মাত্র।

অতঃপর আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় একটু বিশ্লেষণ করিতেছি। প্রথম চরণের 'আবদন্ত' পদে, বিবেকরূপী দেবগণ আমাদিগের কাণে কাণে যে অস্ফুট উপদেশ প্রদান করেন, তাহাই বুঝিতে পারি। 'গণশ্রিয়ঃ' পদে, তাঁহারা যে আমাদিগের হৃদয়ে দেব-ভাবের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেন, আমরা সেই ভাব প্রাপ্ত হই। আবার সৎকর্ম্মের প্রতি উপাসকগণকে তাঁহারাই যে উদ্বুদ্ধ করেন, 'নৃষাচ' প্রভৃতি পদে তাহারই দ্যোতনা দেখি। ঐ প্রকারে মন্ত্রের প্রথম চরণের মর্ম্ম উপলব্ধ হয়,—ঐ চরণে বিবেকরূপী দেবগণকে সম্বোধন করিয়া যেন বলা হইতেছে—'হে দেবগণ! আমাদিগের ক্রূর রিপুগণকে দমনের শক্তি আপনারাই আমাদিগকে প্রদান করেন।' এই অর্থে, এই অংশ দেবতার মাহাত্ম্য-প্রকাশক। ক্রিয়ার অর্থে প্রার্থনার ভাব গ্রহণ করিলে, প্রার্থনা—দাঁড়ায়, 'রিপুদমনের শক্তি আপনারা আমা-দিগকে প্রদান করুন।'

এখন দ্বিতীয় চরণে যে গ্রন্থিদ্বয় নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহারই বিষয় [illegible] বলিতেছি। 'বন্ধুর' শব্দে উচ্চ-নীচ [illegible]

বুঝায়। যাহা অসরল, তাহাই কুটিল। সুতরাং ঐ পদে 'কৌটিল্য-যুক্ত' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'রথেষু' পদে হৃদয়কে বা কর্ম্মকে বুঝায়। রথ-শব্দ হৃদয় বা কর্ম্ম অর্থ ব্যঞ্জনা করিবার জন্যই যেন বেদে প্রযুক্ত আছে—বুঝিতে পারি। এইরূপে, এখানে 'বন্ধুরেষু রথেষু' পদদ্বয়ে কুটিলতাপূর্ণ হৃদয়কেই নির্দ্দেশ করিতেছে। 'অমতিঃ ন' ও 'বিদ্যুৎ ন' এই দুইটী উপমা সমস্যামূলক বটে, কিন্তু এই দুইটী উপমা একই ক্ষেত্রে একই চরণে ন্যস্ত থাকায়, একের সহিত অন্যের একটা সম্বন্ধের বিষয় মনে আসে। বিশেষতঃ 'অমতিঃ' পদের শব্দগত অর্থ অনুসরণ করিলে, ঐ পদে মন্দমতি দুর্ম্মতি বা দুর্ব্বুদ্ধি প্রভৃতির ভাবই অধ্যাহৃত হয়। 'বিদ্যুৎ ন' উপমা হইতে অন্ধকারে আলোক-রশ্মির বা জ্যোতিঃ বিচ্ছুরণের ভাব প্রাপ্ত হই। যেখানেই অন্ধকার ভেদ করার দৃষ্টান্ত থাকে, সেই খানেই বিদ্যুতের উপমা দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ কুকর্ম্মকে, পাপকে বা অজ্ঞানতাকে অন্ধকারের সহিত তুলিত হইতে দেখি। সৎকর্ম্ম পুণ্যানুষ্ঠান অথবা জ্ঞান—এই সকলই জ্যোতিঃ বলিয়া অভিহিত হয়। বিদ্যুতের, জ্যোতির বা আলোকের আবশ্যক—অন্ধকারের বিনাশ-নিমিত্ত। অতএব, এখানে যখন বিদ্যুতের উপমা দেখিতেছি, তখন তাহার সহিত অন্ধকারের সংযোগ-সংশ্রব রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। সে অন্ধকার কি? আমরা মনে করি, 'অমতিঃ ন' উপমায় তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছে। উহার ভাব এই যে—দুর্ম্মতি-রূপ অন্ধকার। সে পক্ষে 'বিদ্যুৎ ন' উপমায় জ্ঞান বা সদ্বুদ্ধি-রূপ জ্যোতিঃ বিচ্ছুরণের ভাব পাওয়া যাইতেছে। বিবেকরূপী দেবগণ যখন কুটিলতাপূর্ণ হৃদয়ে আসিয়া অধিকার-বিস্তার করেন, তখন অমতি-রূপ অন্ধকারের অর্থাৎ দুর্ব্বুদ্ধি-রূপ পাপের মধ্যে সুবুদ্ধি-রূপ বিদ্যুতের বিচ্ছুরণ হয়। অর্থাৎ, বিবেকের উন্মেষে পাপের আঁধার দূরে যায়, পুণ্যের জ্যোতিঃ প্রকাশ পায়। মরুদ্দেবগণের এবম্বিধ মাহাত্ম্য-তত্ত্বই এই ঋকে পরিবর্ণিত আছে বলিয়া আমরা মনে করি। এ পক্ষে সমগ্র মন্ত্রাংশের ভাব এই যে—'সর্পপ্রকৃতি ক্রূর রিপু-শত্রুগণের সংহার-সাধনের শক্তি বিবেকরূপী [illegible] হইতে আমরা প্রাপ্ত হই; তাঁহাদিগের সদুপদেশ-রূপ সেই [illegible] তাহারা [illegible] প্রদান করিয়া থাকেন; [illegible] আমাদিগের

কুটিল হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাদিগের পাপরূপ অন্ধকারকে বিনাশ পূর্ব্বক, তাঁহারা বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশমান্ হয়েন।' (১ম—৬৪সূ—৯ঋ)॥

— • —

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুঃষষ্টিতমং সূক্তং। দশমী ঋক্।)

বিশ্ববেদসো রয়িভিঃ সমোকসঃ

সম্মিশ্লাসস্তবিষীভির্ব্বিরপ্শিনঃ।

অস্তার ইষুং দধিরে গভস্ত্যোরনন্তশুষ্মা

বৃষখাদয়ো নরঃ॥ ১০॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

বিশ্বঽবেদসঃ। রয়িঽভিঃ। সংঽওকসঃ।

সংঽমিশ্লাসঃ। তবিষীভিঃ। বিঽরপ্শিনঃ।

অস্তারঃ। ইষুং। দধিরে। গভস্ত্যোঃ। অনন্তঽশুষ্মাঃ।

বৃষঽখাদয়ঃ। নরঃ॥ ১০॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্ববেদসঃ' (সর্ব্বজ্ঞাঃ) 'রয়িভিঃ সমোকসঃ' (সর্ব্বৈর্ধনৈঃ সমানিবাসাঃ, [illegible] অধিপতয়ঃ) 'তবিষীভিঃ সম্মিশ্লাসঃ' (সর্ব্বৈর্বলৈঃ সংমিশ্রাঃ, [illegible] [illegible] (বরদাঃ) 'অস্তারঃ' ([illegible]) [illegible]

'বৃষখাদয়ঃ' (সর্ব্বদুঃখনাশকাঃ) 'নরঃ' (সর্ব্বেষাং নেতারঃ) তে দেবাঃ 'গভস্ত্যোঃ' (বাহ্বোঃ, হস্তয়োঃ) 'ইষুং' (রিপুনাশকং আয়ুধং) 'দধিরে' (সদৈব ধারয়ন্তি)। অয়ং ভাবঃ—বিবেক-রূপিণাং দেবানাং কৃপয়া সর্ব্বং দুঃখং সর্ব্বঃ শত্রুশ্চ নশ্যতি। (১ম—৬৪সূ—১০ঋ.) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ, সকল ধনের অধিকারী, সকল বল সমন্বিত, মহানুভব, শত্রুগণের নাশকারী, অনবচ্ছিন্নশক্তিযুত, সর্ব্বদুঃখনাশক, সকলের নেতা, সেই দেবগণ আপনাদিগের বাহুদ্বয়ে রিপুনাশক অস্ত্রকে ধারণ করিয়া আছেন। (ভাব এই যে,—বিবেকরূপী দেবগণের কৃপায় সকল দুঃখ ও সকল শত্রু নাশপ্রাপ্ত হয়।) ॥ (১ম—৬৪সূ—১০ঋ) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

বিশ্ববেদসঃ সর্ব্বজ্ঞাঃ। রয়িভির্দ্ধনৈঃ সমোকসঃ সমাননিবাসাঃ সমবেতা বা। ধনাধিপতয় ইত্যর্থঃ। তবিষীভির্ব্বলৈঃ সম্মিশ্লাসঃ সংমিশ্রাঃ। সংযুক্তা ইত্যর্থঃ। বিরপ্শিনঃ। মহন্নামৈতৎ। মহান্তঃ। অস্তারঃ শত্রূণাং নিরসিতারঃ। অনন্তশুষ্মা অনবচ্ছিন্নবলাঃ। বৃষখাদয়ঃ। বৃষেন্দ্রঃ খাদিরায়ুধস্থানীয়ো যেষাং তে তথোক্তাঃ। যদ্বা বৃষা সোমঃ খাদিঃ খাদ্যঃ পেয়ো যেষাং তে। নরো নেতারঃ। এবম্ভূতা মরুতঃ গভস্তিরিতি বাহুনাম। গভস্ত্যোর্ব্বাহ্বোরিষুং দধিরে। শত্রূণাং নিরসনায় ধনুর্ব্বাণাদিকমায়ুধং ধারয়ন্তি ॥

সমোকসঃ। উচ সমবায়ে। অসুনি বহুলবচনাৎ কুত্বমিত্যোক উচঃ কে। পা° ৭।৩।৬৪। ইত্যত্রোক্তং বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সম্মিশ্লাসঃ। কপিলকাদিত্বাল্লত্বং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'বিশ্ববেদসঃ' সর্ব্বজ্ঞ 'রয়িভিঃ' ধনসমূহের দ্বারা 'সমোকসঃ' সমাননিবাস সমবেত অর্থাৎ অবাধ ধনের অধিপতি, 'তবিষীভিঃ' বলসমূহের দ্বারা 'সম্মিশ্লাসঃ' সংমিশ্র অর্থাৎ সংযুক্ত 'বিরপ্শিনঃ' (মহৎ নামের মধ্যে এই পদ পঠিত হয়) মহান্ 'অস্তারঃ শত্রুগণের নিরসিতা 'অনন্তশুষ্মাঃ' অনবচ্ছিন্নবলবিশিষ্ট 'বৃষখাদয়' (বৃষা পদে ইন্দ্র বুঝায়, খাদিঃ পদে আয়ুধস্থানীয় বুঝায়; অর্থাৎ, ইন্দ্র যাঁহাদিগের আয়ুধস্থানীয়, তাঁহারা; অথবা বৃষা পদে সোম বুঝায়; খাদিঃ পদে খাদ্য বা পেয় বুঝায়; অর্থাৎ, সোম যাঁহাদিগের খাদ্য বা পেয়, তাঁহারা) এবম্ভূত 'নরঃ' নেতা মরুদ্গণ 'গভস্ত্যোঃ' (গভস্তিঃ পদে বাহু বুঝায়) বাহুদ্বয়ে 'ইষুং দধিরে' শত্রুগণের নিরসনের জন্য ধনুর্ব্বাণাদি আয়ুধকে ধারণ করিয়া আছেন।

সমোকসঃ। সমবায় অর্থ-প্রকাশক উচ ধাতু। অসুনে বহুবচন-হেতু কুত্ব। 'ওক উচঃ কে' (পা° ৭।৩।৬৪) ইত্যাদি সূত্রে এখানে উক্ত রূপ হইয়াছে। বহুব্রীহি-হেতু [illegible]। সম্মিশ্লাসঃ। কপিলকাদিত্ব-হেতু লত্ব। বিরপ্শিনঃ। [illegible]

বিরপ্শিনঃ। রপলপব্যক্তায়াং বাচি। বিপূর্ব্বাদস্মাদ্বহুলবচনাৎ শপ্প্রত্যয়ঃ। বিবিধং শব্দং বপন্তীতি বিরপ্শাঃ স্তোতারঃ। ত এষাং সন্তীতি বিরপ্শিনঃ। যদ্বা বিবিধং রপণং বিরপ্শং। তদেষামস্তীতি। মরুতো হি বিবিধং শব্দং কুর্ব্বন্তে ইতি। প্রত্যয়স্বরঃ। অস্তারঃ। তাচ্ছীলিকস্তৃন। ইড়ভাবশ্ছান্দসঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। অনন্তশুষ্মাঃ। নাস্ত্যন্তোঽস্যেত্যনন্তঃ। নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। অনন্তঃ শুষ্মো বলং যেষাং। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। বৃষখাদয়ঃ। খাদৃ ভক্ষণে। উণাদিক ইনপ্রত্যয়ঃ। বৃষন্শব্দঃ কনিন্ প্রত্যয়ান্ত আদ্যুদাত্তঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—৬৪সূ—১০ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য পঞ্চমে সপ্তমো বর্গঃ॥

• . •

দশম (৭৫৭) ঋকের বিশদার্থ।

—§:•⊂•:§—

এই ঋকে বিবেকরূপী মরুদ্দেবগণের প্রভাবের বিষয় মাত্র পরিকীর্ত্তিত আছে বলিয়া মনে করা যায়; আবার প্রার্থনার ভাব ও প্রকাশ পায়। রিপুগণের দমন জন্য তাঁহারা অস্ত্র ধারণ করিয়া আছেন,—এক প্রকার অর্থে ইহাই তাঁহাদিগের প্রকৃতি বলিয়া মনে করিতে পারি; অন্য প্রকার অর্থে, প্রার্থী যেন প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে দেবগণ! আমাদিগের রক্ষার জন্য হস্তে রিপুনাশক আয়ুধ ধারণ করিয়া অগ্রসর হউন।' ক্রিয়াপদ আছে—'দধিরে'। ক্রিয়াপদ হইতে যে ভাব গ্রহণ করিলে সঙ্গতি বোধ হয়, তাহাই গ্রহণ করা যুক্তি-যুক্ত বলিয়া মনে করি।

ধাতু বচনার্থ প্রযুক্ত হয়। বি-পূর্ব্বক ঐ ধাতুতে বহুল-বচন-হেতু শপ্ প্রত্যয়। বিবিধ শব্দ উচ্চারণ করে—এই অর্থে বিরপ্শাঃ পদে স্তোতৃগণকে বুঝায়। তাঁহারা ইহাদিগের মধ্যে থাকেন—এই অর্থে বিরপ্শিনঃ পদ হয়। অথবা বিবিধ বপন—এই বাক্যে বিরপ্শং পদ হয়। তাহাতে ইঁহারা আছেন এই অর্থে বিরপ্শিনঃ। মরুদ্গণ বিবিধ শব্দ করেন—এই অর্থে ঐ পদে মরুদ্গণকে বুঝায়। প্রত্যয়স্বর। অস্তারঃ। তাচ্ছীলিক অর্থে তৃন-প্রত্যয়। ছান্দসে ইটের অভাব। নিত্ত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। অনন্তশুষ্মাঃ। অন্ত নাই—এই অর্থে অনন্ত পদ হয়। 'নঞ্ সুভ্যাং' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদের অন্তোদাত্তত্ব। অনন্ত শুষ্ম বা বল যাঁহাদিগের—এই বহুব্রীহিসমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। বৃষখাদয়ঃ। ভক্ষণার্থক খাদৃ-ধাতু। উণাদিক্ ইন্ প্রত্যয়। বৃষন্ শব্দ কনিন্-প্রত্যয়ান্ত আদ্যুদাত্ত। বহুব্রীহি-হেতু পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। (১ম—৬৪সূ—১০ঋ)॥

ইতি প্রথম মণ্ডলের পঞ্চম অধ্যায়ের সপ্তম বর্গ সমাপ্ত।

এই মন্ত্রের মধ্যে মরুদ্দেবগণের যে কয়টী বিশেষণ আছে, তাহার মর্ম্মানুধাবন আবশ্যক বলিয়া মনে করি। তাঁহারা 'বিশ্ববেদসঃ' সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ। আমরা যখন লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপনে কোনও অসৎকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হই, তাঁহারা যে তাহা জানিতে পারেন এবং জানিতে পারিয়া আমাদিগকে সতর্ক করিতে আসেন; ইহাই তাঁহাদিগের সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞতার নিদর্শন। সকল ধনের মধ্যেই যে তাঁহারা সমানভাবে অবস্থিতি করেন; বিবেকের অনুসরণ-ক্রমে অগ্রসর হইয়া, মানুষ যে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-চতুর্ব্বর্গ-ফল-রূপ সকল ধনই প্রাপ্ত হইতে পারে; তাহা অবিসম্বাদী। তাই তাঁহারা 'রয়িভিঃ সমোকাসঃ'। সকল শক্তিরই যে তাঁহারা অধিকারী, সর্ব্বপ্রকার বলই যে তাঁহাদিগের অধিগত; বিবেকের উদ্বোধনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আমরা যখন অতিবলশালী রিপু-শত্রুগণকেও দমন করিতে সমর্থ হই, তখনই তাঁহাদিগের সে শক্তিমত্ত্ব প্রকাশ পায়। তাই তাঁহাদিগের বিশেষণ দেখি—'তবিষীভিঃ সম্মিশ্লাসঃ'। এইরূপ 'বিরপ্শিনঃ' 'অস্তারঃ' 'অনন্তশুষ্মাঃ' প্রভৃতি পদে বিবেকরূপী দেবগণের স্বরূপ-শক্তিই যথাপর্য্যায় প্রকাশ পাইয়াছে।

এখন একটী পদ বিশেষ সমস্যামূলক প্রতীত হয়। বিশেষতঃ ঐ পদের সঙ্গে 'নরঃ' পদের সংযোগ থাকায় সে সমস্যা জটিল করিয়া রাখিয়াছে। হিন্দুর বিদ্বেষী বিধর্ম্মিগণ ঐ পদের সাহায্যে হিন্দুজাতিকে—তাঁহাদিগের দেবতাগণকে—'অখাদক' বলিয়া ঘোষণা করেন। সেই পদটী—'বৃষখাদয়ঃ'। বেদে আছে—'বৃষখাদয় নরঃ'। আর কি প্রমাণের অপেক্ষা রাখে? অতএব, প্রতিপন্ন হয়—হিন্দুগণ অখাদক ছিলেন,—তাঁহাদিগের দেবতারাও বৃষখাদক। হায় ভ্রান্তি! এই ভ্রান্তিই মানুষকে অধঃপাতের অথে অগ্রসর করাইতেছে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এই ঋকের ঐ 'বৃষখাদয়ঃ' পদের সহিত বৃষের (ষাঁড়ের) কোনই সম্বন্ধ নাই। পূর্ব্বে কয়েকটী ঋকের ব্যাখ্যায় (সপ্তম সূক্তের অষ্টম ঋক্ প্রভৃতিতে) 'বৃত্র' 'বৃষ' প্রভৃতি পদে যে দুঃখকে বুঝায়, তাহা আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি। দেবগণ দুঃখকে নাশ করেন,—এই অর্থেই 'বৃষখাদয়ঃ' পদের সার্থকতা দেখি। ফলতঃ, বৃষ বা ষাঁড় অর্থে ঐ পদের [illegible] এখানে বৃষ নাই,—দুঃখ অর্থেই এখানে প্রযুক্ত। বিবেক-রূপী

দেবতাগণের অনুকম্পা প্রাপ্ত হইলে যে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ নাশ-প্রাপ্ত হয়, 'বৃষখাদয়ঃ' পদ তাহাই দ্যোতনা করিতেছে। পাঠকগণ! লক্ষ্য করিবেন—ভাষ্যকারও এখানে সমস্যায় পড়িয়াছেন,—ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অন্য অর্থ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি এই 'বৃষখাদয়ঃ' পদের বৃষ শব্দে সোম অর্থ গ্রহণ করেন। * সুতরাং পাশ্চাত্য

---

* ম্যাক্সমূলার এই সম্বন্ধে একটী টিপ্পনী লিখিয়াছেন। বৃষখাদি শব্দের অর্থ যে পরিস্ফুট নহে, ইহাই তাহার প্রথম মত। সায়ণ যে এই পদের দুই রূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তিনি সঙ্গত বলিয়া মনে করেন না। এই বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্ত এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণার আভাস এইরূপে প্রকাশ পাইয়াছে,—

In 'vrisha-khadi' the meaning of 'khadi' is by no means clear. Sayana evidently guesses, and proposes two meanings, weapon or food. In several passages where 'khadi' occurs, it seems to be an ornament rather than a weapon, yet if derived from 'khad', to bite, it may originally have signified some kind of weapon. Roth translates it by ring, and it is certain that these 'khadis' were to be seen not only on the arms and shoulders, but likewise on the feet of the Maruts. There is a famous weapon in India, the 'Chakra' or quoit, a ring with sharp edges, which is thrown from a great distance with fatal effect. Bollensen (Orient and Occident, Vol. II, p. 46) suggests for 'vrishan' the meaning of hole in the ear, and then translates the compound as having earings in the hole of the ear. But 'vrishan' does not mean the hole in the lap of the ear, nor has 'vrishabha' that meanig either in the Veda or elsewhere, Wilson gives for 'vrishabha', not for 'vrishan', the meaning of orifice of the ear, but this is very different from the hole in the lap of the ear. Benfey suggests that the 'khadis' were made of the teeth of wild animals, and hence their name of biters. 'Vrishan' conveys the meaning of strong, though possibly with the implied idea of rain-producing, fertilising. See p. 138. In Rv. V, 87-1, Osthoff translates 'sukhadaye by jucunde pracbenti, Benfey by schönverzehrendem; Muir, Sanskrit Texts, IV, 75, has the right rendering. Cf. note to I, 160, 9.

পণ্ডিতগণেরও মস্তিষ্ক ঐ সম্বন্ধে একটু বিঘূর্ণিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা সোম অর্থ গ্রহণ না করিয়া নানারূপ গবেষণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে 'বৃষখাদয়ঃ' পদে আর এক অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সে অর্থের মর্ম্ম—দৃঢ় কুণ্ডল-শোভিত! কিন্তু সে অর্থের যে কি সার্থকতা, তাহা বোধগম্য হয় না। (১ম—৬৪সূ—১০ঋ)।

— • —

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুঃষষ্টিতমং সূক্তং। একাদশী ঋক্)।

হিরণ্যয়েভিঃ পবিভিঃ পয়োবৃধ উজ্জিঘ্নন্ত

আপথ্যো৩ন পর্ব্বতান্।

মখা অয়াসঃ স্বসৃতো ধ্রুবচ্যুতো দুধ্রকৃতো

মরুতো ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ ॥ ১১ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং

হিরণ্যয়েভিঃ। পবিহভিঃ। পয়ঃহবৃধঃ। উৎ। জিঘ্নন্তে।

আহপথ্যঃ। ন। পর্ব্বতান্।

মখাঃ। অয়াসঃ। স্বহসৃতঃ। ধ্রুবহচ্যুতঃ। দুধ্রহকৃতঃ।

মরুতঃ। ভ্রাজৎহঋষ্টয়ঃ ॥ ১১ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পয়োবৃধঃ' (অমৃতস্য সত্ত্বভাবস্য বা বর্দ্ধয়িতারঃ, অমৃতত্ব প্রদাতারঃ) 'মখাঃ' (সৎকর্ম্ম-স্বরূপাঃ, সৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তকাঃ) 'অয়াসঃ' (সৎকর্ম্ম প্রতি স্বতঃগতিশীলাঃ) 'স্বসৃতঃ' (রিপু-দমনায় স্বয়মেব গচ্ছন্তঃ গতিপরায়ণাঃ বা) 'ধ্রুবচ্যুতঃ' (নিশ্চলানাং দৃঢ়ানাং বা শত্রূণাং বিচালনকারিণঃ) 'দুধ্রকৃতঃ' (দুষ্টানাং ধর্ষয়িতারঃ, যদ্বা—অন্যৈরপরাভূতাঃ) 'ভ্রাজ-দৃষ্টয়ঃ' (দীপ্যমানায়ুধাঃ, যদ্বা—সর্ব্বৈঃ পরিদৃষ্টায়ুধবিশিষ্টাঃ) 'মরুতঃ' (বিবেকরূপিণো দেবাঃ) 'হিরণ্যয়েভিঃ' (হিরণ্যময়ৈঃ, হিতরমণীয়ৈঃ) 'পবিভিঃ' (রথচক্রৈঃ, গতিভিঃ) 'পথ্যাঃ ন' (পথি নিপতিতং তৃণখণ্ডং ইব) 'পর্ব্বতান্' (পর্ব্বতসদৃশান দৃঢ়ান্ বাধান্—সৎকর্ম্মানুষ্ঠানানাং সত্ত্বসঞ্চয়ানাং বা) 'আ' (সমন্তাৎ) 'উজ্জিঘ্নন্তে' (অপসারয়ন্তি)। অয়ং ভাবঃ—বিবেকরূপিণাং মরুদ্দেবানাং আগমনেন দৃঢ়মূলাঃ শত্রবোঽপি পথি নিপতিতা ধূলীঃ ইব বিচঞ্চলা ভবন্তি। (১ম—৬৪সূ—১১ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অমৃতের বা সত্ত্বভাবের বর্দ্ধয়িতা অর্থাৎ অমৃতত্ব-প্রদানকারী, সৎকর্ম্ম-স্বরূপ অথবা সৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, সৎকর্ম্মের প্রতি স্বতঃগমনশীল, রিপুদমনার্থ আপনিই গতিপরায়ণ, নিশ্চল দৃঢ় শত্রুগণের বিচালনকারী, দুষ্টগণের ধর্ষয়িতা অথবা অন্য কর্ত্তৃক অপরাভূত, দীপ্যমান্ আয়ুধধারী অর্থাৎ সকলের পরিদৃষ্ট আয়ুধবিশিষ্ট, বিবেকরূপী দেবগণ, হিরণ্ময় অর্থাৎ হিত ও রমণীয়, রথচক্রের দ্বারা অর্থাৎ গতির দ্বারা, পথিমধ্যে নিপতিত তৃণখণ্ডের ন্যায়, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের বা সত্ত্বসঞ্চয়ের পক্ষে পর্ব্বতসদৃশ দৃঢ় বাধাসমূহকে সর্ব্বতোভাবে অপসারিত করেন। (ভাব এই যে,—বিবেকরূপী মরুদ্দেবগণের আগমনে দৃঢ়মূল শত্রুগণও পথের ধূলিরাশির ন্যায় বিচঞ্চল হয়।)॥ (১ম—৬৪সূ—১১ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

মরুতঃ। হিরণ্যয়েভিঃ সুবর্ণময়ৈঃ যদ্বা হিতরমণীয়ৈঃ। পবিভিঃ রথানাং চক্রৈঃ। পর্ব্বতান্ পর্ব্বতো মেঘান্ যদ্বা শিলোচ্চয়ান্। উজ্জিঘ্নন্তে ঊর্দ্ধং গময়ন্তি। স্থানাৎ প্রচ্যাবয়ন্তী-ত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—আপথ্যো ন। যথা পথি গচ্ছন্ রথো মার্গে আস্থিতং তৃণবৃক্ষাদিকং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'মরুতঃ' মরুদ্গণ 'হিরণ্যয়েভিঃ' সুবর্ণময় অথবা হিত-রমণীয় 'পবিভিঃ' রথসমূহের চক্র-নিবহের দ্বারা 'পর্ব্বতান্' পর্ব্বতসৎ মেঘসমূহকে অথবা শিলোচ্চয়সমূহকে 'উজ্জিঘ্নন্তে' ঊর্দ্ধে [illegible] যান অর্থাৎ [illegible] করিয়া চালিত করেন। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'পথ্যাঃ ন'। পথে [illegible] [illegible]

চূর্ণীকুৰ্ব্বন্ত্যোৰ্দ্ধং নয়ন্তি গময়ন্তি। যদ্বা যথা সংযুক্তো গজা মার্গস্থিতং বৃক্ষাদিক ভগ্নং কুর্ব্বন্তি। কীদৃশ মরুতঃ। পয়োবৃধঃ। পয়সা বৃষ্ট্যুদকস্ত বর্দ্ধয়িতারঃ। যদ্বা পৃশ্নেঃ পয়সা বর্দ্ধমানাঃ। পৃশ্ন্যৈ বৈ পয়সো মরুতো জাতা ইতি শ্রূয়তে। মখাঃ। মখ ইতি যজ্ঞনাম। তদ্বন্তঃ। অয়াসঃ। দেবযজনদেশং প্রতি গন্তারঃ। স্বসৃতঃ। শত্রূন্ প্রতি স্বয়মেব সরন্তো গচ্ছন্তঃ। ধ্রুবচ্যুতঃ। ধ্রুবাণাং নিশ্চলানাং পর্ব্বতাদীনামপি চ্যাবয়িতারঃ। দুধ্রকৃতঃ। দুধ্রং দুষ্টানাং ধারয়িতারমাত্মানং কুর্ব্বাণাঃ। যদ্বা দুর্দ্ধরমন্যৈর্দ্ধর্তুমশক্যমাত্মানং কুর্ব্বাণাঃ। ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ। দীপ্যমানায়ুধাঃ ॥

উজ্জিঘ্নন্তে। হন্তের্ব্ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। বহুলং ছন্দসীত্যভ্যাসস্যেত্বং। গমহনেত্যাদিনোপধালোপঃ। হো হন্তেরিতি ঘত্বং। ব্যত্যয়েনান্তাদেশঃ। পথ্যঃ। পথি ভবঃ। ভবে ছন্দসীতি যৎ। নস্তদ্ধিত ইতি টিলোপঃ। ব্যত্যয়েন স্বরিতত্বং। যদ্বা ছন্দসীবনিপাবিতি মত্বর্থীয় ঈকারঃ। উদাত্তস্বরিতয়োর্যণ ইতি বিভক্তেঃ স্বরিতত্বং। অয়াসঃ। অয পয গতৌ। অযন্ত ইত্যযাঃ। পচাদ্যচ্। আজ্জসেরসুক্। দুধ্রকৃতঃ। অত্র দুঃশব্দেন দুষ্টা লক্ষ্যন্তে। ধৃঞ্ ধারণে। দুষ্টান্ ধারয়তীতি দুধ্রঃ। মূলবিভুজাদিত্বাৎ। পা০ ৩।২।৫।২। কপ্রত্যয়ঃ। যদ্বা ঈষদ্দুঃসুষ্বিতি দুঃশব্দে উপপদে কর্ম্মণি খল্। গুণাভাবশ্ছান্দসঃ। তং কুর্ব্বন্তীতি দুধ্রকৃতঃ। করোতেঃ ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। রেফলোপশ্ছান্দসঃ ॥ (১ম—৬৪সূ—১১ঋ) ॥

যূথসংযুক্ত হস্তিগণ মার্গস্থিত বৃক্ষাদিকে যেমন ভগ্ন করে। মরুদ্গণ কীদৃশ? 'পয়োবৃধঃ' পয় অর্থাৎ বৃষ্টির জলের বর্দ্ধয়িতা, অথবা পৃথিবীতে জলের বৃদ্ধিকারক। শ্রুতিতে আছে—'পৃশ্ন্যৈ বৈ পয়সো মরুতো জাতা ইতি।' 'মখাঃ'; মখ শব্দ যজ্ঞনামবাচক; সুতরাং 'মখাঃ' পদে যজ্ঞযুক্ত অর্থ হয়। 'অয়াসঃ' দেবযজ্ঞ-প্রদেশের প্রতি গমনশীল। 'স্বসৃতঃ' শত্রুগণের প্রতি আপনিই শরণশীল বা গমনশীল। 'ধ্রুবচ্যুতঃ' ধ্রুব অর্থাৎ নিশ্চল পর্ব্বতাদির পরিচালনকারী। 'দুধ্রকৃতঃ' আপনি দুষ্টগণের ধারণকারী অথবা আপনি অপরের দুর্দ্ধর অর্থাৎ আপনাকে কেহ ধরিতে না পারে—এরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন; 'ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ' দীপ্যমান্ আয়ুধসম্পন্ন।

উজ্জিঘ্নন্তে। হন ধাতু ব্যত্যয়ে আত্মনেপদ; 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে শপের স্থানে শ্লুঃ। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে অভ্যাসের এত্ব। 'হো হন্তে' ইত্যাদি সূত্রে ঘত্ব। ব্যত্যয়ের দ্বারা অন্তাদেশ। পথ্যঃ। পথে উৎপন্ন হয়—এই অর্থে, 'ভবে ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে যৎ। 'নস্তদ্ধিতে' ইত্যাদি সূত্রে টির লোপ। ব্যত্যয়ের দ্বারা স্বরিতত্ব। অথবা 'ছন্দসীবনিপৌ' ইত্যাদি নিয়মে মত্বর্থীয় ঈকার। 'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির স্বরিতত্ব। অয়াসঃ। অয পয ধাতু গত্যর্থক। অযন্ত হেতু অয আদেশ। পচাদি-হেতু অচ্। 'আজ্জসেরসুক' ইত্যাদি সূত্রে অসুক্। দুধ্রকৃতঃ। এখানে দুঃশব্দের দ্বারা দুষ্টগণকে লক্ষ্য করে; ধৃঞ্ ধাতু ধারণার্থক; দুষ্টগণকে ধারণ করে—এই অর্থে দুধ্রঃ। মূলবিভুজাদিত্ব-হেতু ক-প্রত্যয়। অথবা, 'ঈষদ্দুঃসুষু' ইত্যাদি সূত্রে দুঃশব্দের উপপদে কর্ম্মণিবাচ্যে খল্। ছান্দস-হেতু গুণাভাব। তাহাকে করে (ধারণ)—এই অর্থে দুধ্রকৃত। কৃ ধাতুতে 'ক্বিপ্ চ' [illegible] হয়ে ক্বিপ্। ছান্দস-হেতু রেফের লোপ। (১ম—৬৪সূ—১১ঋ)।

একাদশ (৭৫৮) ঋকের বিশদার্থ।

—§:•○•:§—

এই মন্ত্রের মূল বাক্য—'পর্ব্বতান্ উজ্জিঘ্নন্তে'; অর্থাৎ, পর্ব্বতসমূহকে ঊর্দ্ধে বিচালিত করেন। কাহারা? না—মরুদ্দেবগণ। কেমন ভাবে? 'পথ্যঃ ন'। কিসের দ্বারা? 'পবিভিঃ'। অর্থাৎ, রথচক্র যেমন পথের তৃণাদিকে চূর্ণীকৃত করে, অথবা গজযূথসমূহ গমনকালে সম্মুখে প্রাপ্ত বৃক্ষাদিকে যেরূপ ভগ্ন করে। এই হইতে অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—মরুদ্দেবগণের রথচক্রের দ্বারা পর্ব্বতসকল পথের তৃণের ন্যায় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। তার পর, মন্ত্রে 'পয়োবৃধঃ' 'মখাঃ' প্রভৃতি যে কয়েকটী পদ আছে, সেগুলি ঐ প্রকার মরুদ্দেবগণের গুণ-মহিমা-দ্যোতক বিশেষণ-মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। এ পক্ষে মরুদ্গণকে ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের প্রতিকৃতি বলিয়াই পরিচিত হইতে দেখি।

ঋকৃটির একটী ইংরাজী ও একটী বাঙ্গালা অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। কোন্ পদে কি ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহাতেই বুঝা যাইবে।

(1) "The Maruts who with the golden tires of their wheels increase the rain, stir up the clouds like wanderers on the road. They are brisk, indefatigable, they move by themselves. They throw down what is firm, the Maruts with their brilliant spears make (everything) to reel."

(২) "বৃষ্টি বর্দ্ধনকারী মরুৎগণ সুবর্ণময় রথচক্র দ্বারা পথিস্থিত (তৃণ-বৃক্ষাদির ন্যায়) মেঘসকলকে স্থান হইতে উত্তোলিত করেন; তাঁহারা যজ্ঞবান দেবতাদিগের যজ্ঞস্থলে গমন করেন। স্বয়ংই (শত্রুদিগের) আক্রমণ করেন; নিশ্চল পদার্থ সঞ্চালন করেন; অন্যের অসাধ্য দ্রব্য এবং দীপ্তিমান্ আয়ুধ ধারণ করেন।"

এই প্রকার অর্থে, বলা বাহুল্য, কোনও পদের ভাব-সঙ্গতি রক্ষিত হয়; কোনও পদ পরিত্যক্ত হইয়া যায়। যেমন, 'পয়োবৃধঃ' পদের সার্থকতা-স্বরূপ তাঁহাদিগকে জলের বর্ষণকারী বলা হয়; কিন্তু তাঁহাদিগের রথ চক্র যে কি, তাহা সমস্যার মধ্যেই থাকিয়া যায়।

এই তো অর্থ প্রচলিত। এতদ্দ্বারা দেবগণ সম্বন্ধে কি ভাব আসিতে পারে, বুঝিয়া লউন। আমরা যে পথে যে ভাবে অর্থ গ্রহণ করি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই তাহা পরিস্ফুট করিয়াছি। তথাপি দুই এক কথা আলোচনা করা যাইতেছে। সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের বা সত্ত্ব-ভাবসঞ্চয়ের পক্ষে যে সকল বাধা আছে, বিবেকের সাহায্যে সে বাধা অপসৃত হয়। ইহা নিত্য-সত্য। সেই তত্ত্বই এখানে প্রকটিত। বাধা—পর্ব্বত-প্রমাণ দৃঢ়। সহসা কি মানুষের মনে সত্ত্বভাব-সঞ্চয়ের স্পৃহা জাগরূক হয়? কত দিক্ হইতে কত প্রলোভন আসে। কত দিক্ হইতে কত অন্তরায় ঘটে। এই পাপপূর্ণ ধরণীর চারিদিকেই পাপের প্রভাব। পাপ কখনই মানুষকে পুণ্যপথে অগ্রসর হইতে দেয় না। তাই পর্ব্বতের সহিত তাহার তুলনা। ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতে কচিৎ কোনও পর্ব্বতের শিখরদেশ সঞ্চালিত হয় বটে; কিন্তু দেবতার মাহাত্ম্য-খ্যাপক সাধারণ উপমার মধ্যে আদৌ তাহার সঙ্গতি দেখিতে পাই না; অপিচ, সে পক্ষে উহাতে রূপকের ভাবই অধ্যাহৃত হয়। পর্ব্বতের ন্যায় বাধা বলা হইয়াছে এই জন্য—যে, পর্ব্বতকে যেমন সহসা সঞ্চালন করা যায় না, সত্ত্ব-সাধনের পথে পাপের বাধাও সেইরূপ অতি দৃঢ় হইয়া আছে। তাহাকে সরাইতে হইলে বিবেকই প্রধান সহায়। বিবেক-বলে বলীয়ান মানুষই সে বাধা অপসারণ করিতে সমর্থ। সেই ভাবই এখানে প্রকাশমান্ দেখি। ঐ যে 'পবিভিঃ' পদ, আর তাহার বিশেষণ 'হিরণ্যয়েভিঃ' পদ, উহাদের দ্বারাই মূলতত্ত্ব উপলব্ধ হয় না কি? রথ-চক্রের নির্দ্দেশক হইল 'পবিভিঃ', আর তাহার স্বরূপ বুঝাইয়া দিল—'হিরণ্যয়েভিঃ'। চক্রের বিশেষণ ঐ পদের প্রতিবাক্যে ভাষ্যকার 'সুবর্ণময়' অর্থ লিখিতে লিখিতে, হিত-রমণীয় পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। উহা হইতেই আমরা মনে করি, রূপক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এ জগতে হিত ও মনোহর বাক্য—দুর্ল্লভ। কিন্তু এখানে হিতসাধক ও রমণীয় দ্বিবিধ ভাবই প্রকাশ পাইল। বিবেক আমাদিগের কর্ণে যে অস্ফুট স্বর ধ্বনিত করেন, শুনিতে পাইলে, সে ধ্বনি বড় মধুর; আবার শুনিতে জানিলে, সে ধ্বনি বড়ই হিতসাধক। 'পবিভিঃ' পদে তাঁহাদিগের সেই পবিত্র গতির বিষয়—হৃদয়ে আসিয়া হিত ও রমণীয় ভাবে সদুপদেশ ঝঙ্কৃত করার

বিষয়—প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহাদিগের রথচক্রই বা কি ?—আর গতিই বা কি ? সে সেই পবিত্র ঝঙ্কার—সদুপদেশবাণী। সে বাণী যখন কর্ণে প্রবেশ করে, সে ঝঙ্কার যখন হৃদয়ে ঝঙ্কৃত হয়, তখন কোথায় সরিয়া যায়—সে পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা। তৃণখণ্ডই বল, আর ধূলিকণাই বল, শকট-চক্রের সংঘর্ষণে তাহারা যেমন নিষ্পেষিত ও বিধূনিত হয়, সেইরূপ পাপের প্রলোভন বা পুণ্যকর্ম্মের বাধা, হৃদয়ে বিবেক উদয়ে, কোথায় সরিয়া যায়। এই ভাবই এই মন্ত্রাংশে পরিদৃষ্ট হয়।

এ পক্ষে এখন দেবগণের এক একটী বিশেষণের সার্থকতা অনুধাবন করুন। বলা হইয়াছে,—তাঁহারা 'পয়োবৃধঃ'। পয়স্-শব্দের যে অর্থ পূর্ব্বাপর আমরা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, দেখুন, এখানে তাহার কেমন উপযোগিতা। তাঁহারাই হৃদয়ে সত্ত্বভাবের পরিবর্দ্ধক, তাঁহারাই অমৃতত্ব-প্রদানকারী। বিবেকরূপী দেবগণের অনুশাসন মান্য করিয়া চলিলে, সত্ত্বভাব আপনিই পরিবর্দ্ধিত হয়, স্বতঃই মানুষ অমৃতত্বের পথে অগ্রসর হইতে পারে। দেবগণের ঐ 'পয়োবৃধঃ' বিশেষণ—সেই ভাবই প্রকাশ করিতেছে। তাঁহারাই যে সৎকর্ম্মের প্রবর্ত্তক, আবার তাঁহারাই যে সৎ-কর্ম্মের স্বরূপ, 'মখাঃ' পদে তাহারই আভাস পাওয়া যায়। এইরূপ 'অয়াসঃ', 'স্বসৃতঃ', 'ধ্রুবচ্যুতঃ', 'দুধ্রকৃতঃ' প্রভৃতি বিশেষণ-কয়েকটীর দ্বারা এবং 'পথ্যঃ ন' উপমায় * সেই দেবতাগণকেই বুঝাইয়া থাকে—যাঁহারা মনুষ্যের হৃদয়ে উদিত হইলে মানুষ নবজীবন লাভ করে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াই আমরা এই মন্ত্রের ভাব গ্রহণ করিয়াছি,—'বিবেকরূপী সেই দেবগণের আগমনে পাপের প্রভাব খর্ব্ব হয়,—হৃদয়ে পুণ্য-প্রভা বিকাশ পায়।' (১ম—৬৪সূ—১১ঋ)।

---

* উপমার 'পথ্যঃ ন' বাক্যাংশ হইতে কেহ বা অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন—"যেমন হস্তী।" সেই ভাব বুঝাইবার জন্ম নিম্নে উইলসনের অনুবাদটীও উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

"Augmenters of rain, they drive, with golden wheels, the clouds asunder; as elephants (in a herd, break down the trees in their way). They are honoured with sacrifices, visitants of the hall of offering, spontaneous assailers (of their foes), subverters of what are stable, immovable themselves, and wearers of shining weapons."—WILSON.

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুঃষষ্টিতমং সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্।

ঘ্নষুং পাবকং বনিনং বিচর্ষণিং রুদ্রস্য

সূনুং হবসা গৃণীমসি।

রজস্তুরং তবসং মারুতং গণমৃজীষিণং

বৃষণং সশ্চত শ্রিয়ে॥ ১২॥

* * *

অথ পদ-বিশ্লেষণং।

ঘ্নষুং। পাবকং। বনিনং। বিঽচর্ষণিং। রুদ্রস্য।

সূনুং। হবসা গৃণীমসি।

রজঃঽতুরং। তবসং। মারুতং। গণং। ঋজীষিণং।

বৃষণং। সশ্চত। শ্রিয়ে॥ ১২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঘ্নষুং' (রিপূণাং নাশকং) 'পাবকং' (পবিত্রকারকং) 'বনিনং' (সর্ব্বব্যাপিনং, যদ্বা—সত্ত্বপোষকং) 'বিচর্ষণিং' (বিশেষেণ মনুষ্যাণাং আত্মোৎকর্ষবিধায়কং) 'রুদ্রস্য সূনুং' (রুদ্রভাবস্য প্রতিকৃতিং, সংহাররূপং) তং দেবং 'হবসা' স্তোত্রেণ হবির্দ্দানেন বা) 'গৃণীমসি' (স্তুমঃ, আরাধয়ামঃ) যেন বয়মিতি শেষঃ; তদ্দেবারাধনং অস্মাকং কর্ত্তব্যং—বিবেকানুবর্ত্তিতা সর্ব্বথা বিধেয়া ইতি ভাবঃ। হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'শ্রিয়ে' (আত্মানং শ্রেয়ঃসাধনায়) 'রজস্তুরং (রজোভাবস্য নাশকং, জন্মজরামৃত্যুরোধকং) 'তবসং' (লোকানাং

রক্ষকং, ত্রাণকারকং) 'ঋজীষিণং' (শক্তিসঞ্চারকং) 'বৃষণং' (অভীষ্টবর্ষকং) 'মারুতং গণং' (বিবেকরূপিণং দেবসজ্ঘং) 'সশ্চত' প্রাপ্নুত, আরাধয়ত) যূয়মিতি শেষঃ ; বিবেকরূপিণো দেবাঃ যুষ্মাসু চিরবিদ্যমানা ভবন্তু ইতি ভাবঃ। (১ম - ৬৪সূ—১২ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

রিপুগণের নাশক, পবিত্রকারক, সর্ব্বব্যাপী অথবা সত্ত্বপোষক, বিশেষ প্রকারে মনুষ্যের আত্মোৎকর্ষবিধায়ক, রুদ্রভাবের প্রতিকৃতি, সেই দেবতাকে স্তোত্র বা হবির্দ্দানের দ্বারা আমরা যেন আরাধনা করি ; (ভাব এই যে,—সেই দেবতার আরাধনা আমাদিগের কর্ত্তব্য—বিবেকের অনুবর্ত্তী হওয়াই সর্ব্বথা বিধেয়)। হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ ! আপনার শ্রেয়ঃসাধনের জন্য, রজোভাবের নাশক অর্থাৎ জন্মজরামৃত্যুর রোধক, লোকসমূহের রক্ষক (ত্রাণকারক), শক্তিসঞ্চারক, অভীষ্টবর্ষক, বিবেকরূপী দেবসজ্ঘকে তোমরা প্রাপ্ত হও। (ভাব এই যে,—বিবেকরূপী দেবগণ তোমাদিগের মধ্যে চিরবিদ্যমান্ রহুন।)॥ (১ম—৬৪সূ—১২ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ঘৃষুং শত্রূণাং বলস্য ধর্ষকং বিনাশয়িতারং পাবকং সর্ব্বেষাং শোধকং বনিনং। বনমিত্যুদকনাম। উদকবন্তং বৃষ্টিপ্রদমিত্যর্থঃ। বিচর্ষণিং বিশেষেণ সর্ব্বস্য দ্রষ্টারং। রুদ্রস্য মহাদেবস্য সূনুং পুত্রভূতং। এবম্বিধং মরুতাং সমূহং হবসাহ্বানসাধনেন স্তোত্রেণ গৃণীমসি। শব্দয়ামঃ। স্তুম ইত্যর্থঃ। হে ঋত্বিগ্‌যজমানাঃ। যূয়মপি শ্রিয়ৈ ঐশ্বর্য্যায় ধনার্থং মারুতং গণং মরুতাং সজ্ঘং সশ্চত প্রাপ্নুত। কীদৃশং। রজস্তুরং পার্থিবস্য পাংসোস্ত্বরয়িতারং প্রেরকমিত্যর্থঃ। তবসং প্রবৃদ্ধং। ঋজীষিণং। তৃতীয়সবনে হি মরুতঃ স্তূয়ন্তে। তত্র চ ঋজীষমভিষুণ্বন্তীতি ঋজীষসম্বন্ধঃ শ্রুতঃ। অতস্তদ্বন্তং বৃষণং কামানাং বর্ষিতারং॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ঘৃষুং' শত্রুগণের বলের ধর্ষক বা বিনাশকারী 'পাবকং' সকলের শোধক 'বনিনং' (বনং পদে উদককে বুঝায়) উদকবিশিষ্ট অর্থাৎ বৃষ্টিপ্রদ 'বিচর্ষণিং' বিশেষ প্রকারে সকলের দ্রষ্টা 'রুদ্রস্য' মহাদেবের 'সূনুং' পুত্রভূত এবম্বিধ মরুদ্গণের সমূহকে 'হবসা' আহ্বান-সাধন স্তোত্রের দ্বারা 'গৃণীমসি' শব্দায়মান করি অর্থাৎ আমরা স্তব করি। হে ঋত্বিগ্‌যজমানগণ! আপনারাও 'শ্রিয়ৈ' ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত (ধনার্থ) 'মারুতং গণং' মরুদ্গণের সজ্ঘকে 'সশ্চত' প্রাপ্ত হউন। (মরুদ্গণের সজ্ঘ) কি প্রকার ? 'রজস্তুরং' পার্থিব সামগ্রীর পাংসুর ত্বরয়িতা অর্থাৎ প্রেরক, 'তবসং' প্রবৃদ্ধ, 'ঋজীষিণং'—তৃতীয় সবনেই মরুদ্গণ স্তুত হয়েন, সে ক্ষেত্রে ঋজীষ অর্থাৎ অভিষব করা হয়—এই অর্থে ঋজীষ-সম্বন্ধ শ্রুতিতে আছে, অতএব তদ্বন্ত (অভিষব বিশিষ্ট) 'বৃষণং' কামসমূহের বর্ষক।

হবসা। হ্বেঞোহসি প্রত্যয়ে বহুলং ছন্দসীতি সংপ্রসারণং। গৃণীমসি। গৃ শব্দে। ইদন্তো মসিঃ। প্বাদীনাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বং। রজস্তুরং। রজাংসি তুতোতীতি রজস্তুঃ। তুর ত্বরণে। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। বৃষণং। বাষপূর্ব্বস্য নিগম ইতি দীর্ঘাভাবঃ। সশ্চত। ষস্‌জ ষসজ গত্যাবিত্যত্র সশ্চমপ্যেক ইতি ধাতুবৃত্তাবুক্তং। গতিকর্ম্মসু চ সশ্চতীতি পঠিতং। শ্রিয়ে। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং॥ (১ম—৬৪সূ—১২ঋ ॥

* * *

দ্বাদশ (৭৫৯) ঋকের বিশদার্থ।

——:০:——

এই ঋকের অন্তর্গত 'গৃণীমসি' এবং 'সশ্চত' ক্রিয়াপদদ্বয় মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে সাধারণতঃ সমস্যা উপস্থিত করিয়াছে। তদনুসারে মন্ত্রটীকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। তাহার প্রথম ভাগে প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পায়; শেষ ভাগে ঋত্বিগ্ যজমানগণের সম্বোধন সূচিত হয়। ভাষ্যের অনুসরণে সে তথ্য অধিগত হইবে। 'বনিনং' রজস্তুরং' 'ঋজীষিণাং' প্রভৃতি পদের অর্থ-বিষয়েও নানারূপ বিচার-বিতর্ক চলিতে দেখি।

এই মন্ত্রের আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহাতে ঋত্বিগ্-যজমানের সম্বোধনের কোনও আবশ্যক দেখিলাম না। ঐ অংশে আপনার চিত্তবৃত্তিসমূহকে সম্বোধন করা হইয়াছে,—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। 'বনিনং' পদে আমরা দ্বিবিধ অর্থ গ্রহণ করি। প্রথমতঃ ব্যাপ্তি অর্থমূলক 'বন্' ধাতু হইতে উহার উৎপত্তি স্বীকার করিয়া ঐ পদে সর্ব্বব্যাপিত্বের ভাব প্রাপ্ত হই। বিবেকরূপী মরুদ্দেবগণ যে সর্ব্বত্র সকলের অন্তরে ক্রিয়াশীল আছেন, ঐ পদে সেই ভাব পাওয়া যায়। ভাষ্যকার 'বৃষ্টিপ্রদ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা হইতে ভাবে 'সত্ত্বপোষক' অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ কখনও বা 'পূজার যোগ্য' কখনও

হবসা। হ্বেঞ্ ধাতু অসি-প্রত্যয়; 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে সম্প্রসারণ। গৃণীমসি। গৃ ধাতু শব্দ-বুঝায়। 'ইদন্তো মসি' ইত্যাদি নিয়মে মসি প্রত্যয়। 'প্বাদিনাং হ্রস্বঃ' ইত্যাদি সূত্রে হ্রস্বত্ব। রজস্তুরং। রজসমূহকে ত্বরণ করে—এই অর্থে রজস্তুঃ পদ হয়। তুর ধাতু ত্বরণার্থক। 'ক্বিপ্ চ' ইত্যাদি সূত্রে ক্বিপ্। বৃষণং। 'বাষপূর্ব্বস্য নিগমে' ইত্যাদি সূত্রে দীর্ঘের অভাব। সশ্চত। 'ষস্‌জ' ও ষসজ ধাতু গত্যর্থক। এখানে 'সশ্চমপ্যেকে' ইত্যাদি নিয়মে, 'ধাতু বৃত্তৌ' উক্তি ক্রমে, গতিকর্ম্ম বুঝাইতে, সশ্চতি এইরূপ পাঠ হইয়াছে। শ্রিয়ে। 'সাবেকাচঃ' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব॥ (১ম—৬৪সূ—১২ঋ)॥

বা 'উচ্ছৃঙ্খল' অর্থ ঘোষণা করেন। * 'বিচর্ষণিং' পদে 'সকলের দ্রষ্টা' অর্থ ভাষ্যে গৃহীত হইয়াছে। তাহাতেও সঙ্গতি দেখি; আবার পূর্ব্বাপর 'চর্ষণ' শব্দে যে ভাব আমরা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, এখানে তাহারও সঙ্গতি দেখি। তদনুসারে ঐ পদে 'বিশেষ প্রকারে মনুষ্যগণের আত্মোৎকর্ষবিধায়ক' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। তৃতীয় পদ—'রুদ্রস্য সূনুং'। সহসা দেখিলে মনে হয়, রুদ্র নামক কোনও দেবতার পুত্রকে বা মনুষ্যের পুত্রকেই ঐ পদে লক্ষ্য করিতেছে। কিন্তু দেবতত্ত্ব অধিগত হইলে, দেবতার স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানোন্মেষ হইলে, সে ভাব আর তিষ্ঠিতে পারে না। ভগবানের যে রুদ্রভাব—তাহারই অঙ্গীভূত—এই অর্থেই এখানে 'রুদ্রস্য সূনুং' পদদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে। চতুর্থ—'রজস্তুরং' পদ। এখানে সোমরসের সম্বন্ধ কেহ কেহ ব্যাখ্যায় আনিয়াছেন। † আমরা 'রজঃ' শব্দে পূর্ব্বাপর যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, এখানেও তাহারই সঙ্গতি দেখি। তদনুসারে 'রজস্তুরং' পদে রজোভাবের নাশক অথবা জন্মজরা-মৃত্যুর রোধক অর্থ গ্রহণ করি। রজোভাবেই জন্ম; জন্ম হইতেই জরামৃত্যুর উৎপত্তি। দেবগণের কৃপায় জন্মের পথ অবরুদ্ধ হয়, সুতরাং জরামৃত্যুর কবল হইতেও পরিত্রাণ পাওয়া যায়। পঞ্চম পদ—'ঋজীষিণং' ঐ পদে প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই সোমরস-রূপ মাদক দ্রব্যের সম্বন্ধ সূচনা করিয়াছেন। 'ঋজীষ' পদে সোমলতার রস গ্রহণের একটা অবস্থা-বিশেষকে ধরা হয়। তদনুসারে সোমরস প্রস্তুত করার একটী প্রক্রিয়ার সম্বন্ধ এখানে সূত্রিত হইতে দেখি। তৃতীয় বারে যে

---

* পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই 'বনিন্' পদ উপলক্ষে নানারূপ অর্থ গ্রহণ করেন। ম্যাক্সমূলারের মতে এই পদের অর্থ এখানে 'পূজার যোগ্য' (the worshipful)। এই 'বনিন্' পদ বেদে আর এক স্থলে (৩ম—২৬সূ—৫ঋ) আছে। সেখানে উহার অর্থ উচ্ছৃঙ্খল (turbulent) প্রভৃতি গৃহীত হইয়াছে। বন শব্দ হইতে সাধারণতঃ রিপুসঙ্কুল অরণ্যের বা উচ্ছৃঙ্খলার ভাব আসে বটে; কিন্তু এখানে তাহার সার্থকতা দেখি না; পরন্তু সে অর্থ রাখিয়া ভাব পরিগ্রহ করিতে গেলে, অন্য শব্দ অধ্যাহার করা আবশ্যক হয়। কিন্তু এখানে তাহার প্রয়োজন বুঝিলাম না।

† 'রজস্তুরং' পদে যে সোমকে বুঝায়, নবম মণ্ডলের ১০৮ সূক্তের ৭ম ঋকে সায়ণ সেইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। সেখানে 'তেজসাং প্রেরকং' এবং অন্যত্র (৯ম—৪৮সূ—৪ঋ) 'উদকস্য প্রেরকং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

রস প্রস্তুত করা হয়, 'ঋজীষিণং' পদে তাহারই প্রতি লক্ষ্য আছে,—ইহাই প্রচলিত মত। এই উপলক্ষে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহু গবেষণা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। পরিশেষে তাহাতে মাদক-দ্রব্য ব্যবহার-জনিত উত্তেজনায় ভাব ঐ পদে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। * যাহা হউক, আমরা ঐ পদে শক্তিসঞ্চারক অর্থ গ্রহণ করি। ঋজ ধাতু গতি স্থান অর্জ্জন উপার্জ্জন প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয় (ঋজ গতিস্থানার্জ্জনো-পার্জ্জনেষু)। গতি ও অর্জ্জন প্রভৃতি অর্থ হইতে শক্তিসঞ্চারের ভাব স্বতঃই প্রাপ্ত হই। সহসা যে ভাব ও যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহার জন্য ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অর্থ অধ্যাহারের কি প্রয়োজন? সোমরস মাদক-দ্রব্য পানে দেবতার উন্মাদনা বা শক্তি বৃদ্ধি হয়—এ ভাব মনে আনিতেও হয়। যাহা হউক, বিবেকরূপী দেবগণের অনুসরণে হৃদয়ে যে শক্তি আসে এখানে তাহাই প্রকটিত। এখানে যদি সোমের সম্বন্ধ গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে সে সোম—সোমলতার রস মাদক-দ্রব্য নহে; তাহা হৃদয়ের ভক্তিসুধা—শুদ্ধ-সত্ত্বভাব। সে সুধা ভগবানে বা দেবতায় সমর্পণ করিলেই শক্তি বৃদ্ধি পায়। 'ঋজীষিণং' পদে সেই ভাবই এখানে ব্যক্ত আছে মনে করা যায়।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের প্রথম অংশে আপনাকে বিবেকরূপী দেবগণের অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে বুঝা যায়; এবং দ্বিতীয় অংশে আপনার সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে বিবেকের অনুসারী হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ বা নিযুক্ত করা হইতেছে—এই ভাব আসে। মন্ত্রে এই অর্থই আমরা গ্রহণ করি (১ম—৬৪সূ—১২ঋ)॥

---

* কিরূপ গবেষণা সহ ঐ অর্থ গৃহীত হয়, তাহার একটু আভাস দেওয়া যাইতেছে। 'Rigishin,' derived from 'rigisha.' 'Rigisha' is what remains of the Soma-plant after it has once been squeezed, and what is used again for the third libation. Now as the Maruts are invoked at the third libation, they were called 'rigishin,' as drinking at their later libation the juice made of the 'rigisha'. Thus the Maruts from being called 'rigishin', impetuous, came to be taken for drinkers of 'rigisha,' the fermenting and overflowing Soma, and were assigned accordingly to the third libation at sacrifices.

ত্রয়োদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুঃষষ্টিতমং সূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্।)

প্র নূ স মর্ত্তঃ শবসা জনাঁ অতি তস্থৌ

ব ঊতী মরুতো যমাবত।

অর্বদ্ভির্বাজং ভরতে ধনা নৃভিরাপৃচ্ছ্যং

ক্রতুমা ক্ষেতি পুষ্যতি ॥ ১৩ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

প্র। নু। সঃ। মর্ত্তঃ। শবসা। জনান্। অতি। তস্থৌ ॥

বঃ। ঊতী। মরুতঃ। যং। আবত।

অর্বৎ২ভিঃ। বাজং। ভরতে। ধনা। নৃ২ভিঃ। আ২পৃচ্ছ্যং ॥

ক্রতুং। আ। ক্ষেতি। পুষ্যতি ॥ ১৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মরুতঃ' (বিবেকরূপিণঃ হে দেবাঃ) 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'ঊতী' (রক্ষণেন) 'যং' (পুরুষং) 'আবত' (রক্ষথ), 'সঃ মর্ত্তঃ' (স পুরুষঃ) 'শবসা' (স্বকীয়েন বলেন, আত্মীয়েন কর্ম্মশক্তিপ্রভাবেন) 'জনান্' (অপরান্ মনুষ্যান্, জনসাধারণান্) 'অতি' (অতিক্রম্য) 'নু' (ক্ষিপ্রং, ত্বরয়া) 'তস্থৌ' (প্রতিষ্ঠিতো ভবতি, ভগবদনুকম্পাং লভতে ; হে দেবাঃ! যূয়ং যং এবং রক্ষথ, স জনঃ 'অর্বদ্ভিঃ' (পাপনাশকৈঃ কর্ম্মভিঃ)

'বাজং' (ধনং, শুভফলং) 'ভরতে' (প্রাপ্নোতি, যদ্বা—তস্য পাপকর্ম্মান্বিতং ফলং নাশপ্রাপ্তং ভবতি ইতি ভাবঃ); তথা নৃভিঃ' (স্বকীয়ৈঃ মনুষ্যত্বপ্রভাবৈঃ) 'ধননা' (বিবিধানি ধনানি) লভতে ইতি শেষঃ; তথা 'আপৃচ্ছ্যং' (শোভনং) 'ক্রতুং' (সৎকর্ম্ম) 'আক্ষেত্তি' (আপ্নোতি) 'পুষ্যতি' (পুষ্টং করোতি চ)। অয়ং ভাবঃ—দেবানাং অনুকম্পয়া পাপসম্বন্ধযুতং কর্ম্ম নাশপ্রাপ্তং ভবতি তথা সৎকর্ম্মণাং পরিবৃদ্ধির্জ্জায়তে। (১ম—৬৪সূ—১৩ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

বিবেকরূপী হে দেবগণ! আপনাদিগের রক্ষার দ্বারা যে পুরুষকে আপনারা রক্ষা করেন, সেই পুরুষ স্বকীয় বলের দ্বারা অর্থাৎ আপনার কর্ম্মশক্তিপ্রভাবে অন্যান্য মনুষ্যগণকে (জনসাধারণকে) অতিক্রম করিয়া ত্বরায় ভগবদনুগ্রহ লাভ করে। হে দেবগণ! আপনারা যে পুরুষকে এরূপভাবে রক্ষা করেন, সেই পুরুষ পাপনাশক কর্ম্মের দ্বারা শুভফল প্রাপ্ত হয়; (অথবা, তাহার পাপকর্ম্মজনিত ফল নাশপ্রাপ্ত হয়); আর, আপনার মনুষ্যত্বপ্রভাবে বিবিধ ধন লাভ করে, এবং শোভন সৎকর্ম্মকে প্রাপ্ত হয় ও পুষ্ট করে। (ভাব এই যে,—দেবগণের অনুকম্পায় পাপসম্বন্ধযুত কর্ম্ম নাশপ্রাপ্ত হয় এবং সৎকর্ম্মের পরিবৃদ্ধি ঘটে।)॥ (১ম—৬৪সূ—১৩ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

স মর্ত্তো মনুষ্যঃ শবসা বলেন জনান্ জাতানন্যান্ পুরুষাণতি অতীত্য নু ক্ষিপ্রং তস্থৌ। প্রতিষ্ঠিতো ভবতি। হে মরুতো বো যুষ্মাকমূতী উত্যা রক্ষণেন যং পুরুষমাবত। অরক্ষত। অপি চ স পুরুষোঽর্ব্বদ্ভিরশ্বৈঃ সাধনভূতৈর্ব্বাজমন্নং নৃভিঃ স্বকীয়ৈর্মনুষ্যৈর্দ্ধনানি চ ভরতে। সম্পাদয়তি। তথাপৃচ্ছ্যমাপ্রষ্টব্যং শোভনং ক্রতুমগ্নিষ্টোমাদিকর্ম্মাক্ষেতি। আপ্নোতি। পুষ্যতি। প্রজয়া পশুভিঃ পুষ্টো ভবতি চ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'স মর্ত্তঃ' সেই মনুষ্য 'শবসা' বলের দ্বারা 'জনান্' জাত অন্যান্য পুরুষগণকে 'অতি' অতিক্রম করিয়া 'নু' ক্ষিপ্র 'তস্থৌ' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; হে 'মরুতঃ' মরুদ্গণ 'বঃ' আপনাদিগের 'ঊতী' (উত্যা) অর্থাৎ রক্ষণের দ্বারা 'যং' যে পুরুষকে 'আবত' রক্ষা করিয়াছিলেন। অপিচ, সেই পুরুষ 'অর্ব্বদ্ভিঃ' অশ্বসমূহের দ্বারা সাধনভূত 'বাজং' অন্নকে 'নৃভিঃ' আপনাদিগের মনুষ্যসমূহের দ্বারা 'ধনা' (ধনানি) ধনসমূহকে ভরণ বা সম্পাদন করিয়াছিলেন; আর, 'আপৃচ্ছ্যং' আপ্রষ্টব্য অর্থাৎ শোভন 'ক্রতুং' অগ্নিষ্টোমাদি কর্ম্মকে 'আক্ষেতি' প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং 'পুষ্যতি' প্রজা ও পশুগণের দ্বারা পুষ্ট হইয়াছিলেন।

উতী। তৃতীয়ায়াঃ পূর্ব্বসবর্ণ দীর্ঘত্বং। নৃভিঃ। নৃচান্যতরস্যামিতি বিভক্ত্যুদাত্তত্ব-প্রতিষেধঃ আপৃচ্ছ্যং। ছন্দসি নিষ্টর্ক্যেত্যাদাবাঙপূর্ব্বাৎ পৃচ্ছতেঃ ক্যচ প্রত্যয়ান্তো নিপাত্যতে। গ্রহিজ্যাদিনা সংপ্রসারণং। প্রত্যয়স্য পিত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। কৃদুত্তরপদ প্রকৃতিস্বরত্বং। ক্ষেতি। ক্ষি নিবাসগত্যোঃ। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। পুষ্যতি। পুষ পুষ্টৌ। দিবাদিত্বাৎ শ্যন্। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। তিঙঃপরত্বান্নিঘাতাভাবঃ॥ ১৩॥

* * *

ত্রয়োদশ (৭৬০) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত 'অর্ব্বদ্ভিঃ বাজং' পদদ্বয় সর্ব্বাপেক্ষা সমস্যা উপস্থিত করিয়াছে। তাহা হইতে অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে—ঘোটকের দ্বারা যে ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঘোটকের দ্বারা ধান-প্রাপ্তি যে, পরম ধন লাভ, আর তাহাই যে দেবতার চরম অনুগ্রহ, আমরা তাহা মনে করি না। পরন্তু পূর্ব্বেও বহুস্থলে 'অর্ব্বদ্ভিঃ বাজং' পদের প্রয়োগ পাইয়াছি এবং অশ্ব অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থই যে সঙ্গত হয়—তাহাও প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছি। তদনুসারে ঐ 'অর্ব্বদ্ভিঃ বাজং' পদদ্বয় হইতে আমরা দ্বিবিধ ভাব পরিগ্রহ করি। প্রথমতঃ ঐ দুই পদে পাপনাশক কর্ম্ম-সমূহকে বুঝাইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ ঐ দুই পদে পাপকর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্ত ধন অর্থ অধিগত হয়। এখানে প্রথম প্রকার অর্থেই অধিকতর সঙ্গতি দেখি। দেবগণ যাঁহাকে রক্ষা করেন, পাপনাশক কর্ম্মসমূহের দ্বারাই সে জন শুভফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অথবা দেবানুগ্রহপ্রাপ্ত জনের পূর্ব্বকৃত পাপসমূহ বর্ত্তমানের সৎকর্ম্মের দ্বারা নাশপ্রাপ্ত হয়। এই বিষয়টী বোধগম্য হইলেই এই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে অন্য কোনও

উতী। তৃতীয়ায় পূর্ব্বসবর্ণের দীর্ঘত্ব। নৃভিঃ। 'নৃচান্যতরস্যাং' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্বের প্রতিষেধ। আপৃচ্ছ্যং। 'ছন্দসি নিষ্টর্ক্য' ইত্যাদি সূত্রে 'আঙ্'-পূর্ব্বক পৃচ্ছ ধাতু ক্যচ্ প্রত্যয়ান্ত নিপাতনে সিদ্ধ। গ্রহিজ্যাদি-হেতু সংপ্রসারণ। প্রত্যয়ের পিত্ব-হেতু অনুদাত্তের ধাতুস্বরই অবশিষ্ট আছে। কৃদুত্তরপদ-হেতু প্রকৃতি-স্বরত্ব। ক্ষেতি। নিবাস ও গতি অর্থ—বোধক ক্ষি ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বিকরণের লোপ। পুষ্যতি। পুষ ধাতু পুষ্টি অর্থবোধক। দিবাদি-হেতু শ্যন্। নিত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। তিঙঃপরত্ব-হেতু নিঘাতের অভাব। (১ম—৬৪সূ—১৩ঋ)॥

* * *

রূপ অন্তরায় উপস্থিত হয় না। যে জন বিবেকরূপী দেবগণের অনুকম্পা প্রাপ্ত হয়, বিবেকের অনুসারী হইয়া কার্য্য করিতে পারে, তাহার শ্রেয়ঃ অবশ্যম্ভাবী। সে জন সকল লোককে অতিক্রম করিয়া ভগবানের চরণে উপস্থিত হইতে পারে সকল প্রকার ধন তাহার অধিগত হয়; এবং সকল প্রকার সৎকর্ম্মের দ্বারা সে সুফল লাভ করে। এ মন্ত্র এই ভাবই দ্যোতনা করিতেছে। (১ম—৬৪সূ—১৩ঋ)॥

—— • ——

চতুর্দ্দশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুঃষষ্টিতমং সূক্তং। চতুর্দ্দশী ঋক্।)

চর্ক্ত্যং মরুতঃ পৃৎসু দুষ্টরং দ্যুমন্তং শুষ্মং।

মঘবৎসু ধত্তন।

ধনস্পৃতমুক্থ্যং বিশ্বচর্ষণিং তোকং পুষ্যেম

তনয়ং শতং হিমাঃ॥ ১৪॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

চর্ক্ত্যং। মরুতঃ। পৃৎঽসু। দুস্তরং। দ্যুঽমন্তং। শুষ্মং।

মঘবৎঽসু। ধত্তন।

ধনঽস্পৃতং। উক্থ্যং। বিশ্বঽচর্ষণিং। তোকং। পুষ্যেম।

তনয়ং। শতং। হিমাঃ॥ ১৪॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মরুতঃ' (বিবেকরূপিণঃ হে দেবাঃ) 'মঘবৎসু' (উপাসকেষু অস্মাসু) 'চর্কৃত্যং' (সর্ব্বকর্ম্মকুশলং) 'পৃৎসু দুস্তরং' রিপূণাং সংগ্রামে অজেয়ং) 'দ্যুমন্তং' (দীপ্তিমন্তং, জ্যোতীরূপং) 'শুষ্মং' (শত্রূণাং শোষকং, বলবন্তং) 'ধনস্পৃতং' (পরমধনপ্রদং) 'বিশ্বচর্ষণিং' (বিশেষেণ আত্মোৎকর্ষবিধায়কং) 'উক্থ্যং' (বেদমন্ত্রং, স্তোত্রং) 'ধত্তন' (স্থাপয়ত, দত্ত); (হে দেবাঃ! যেন উপায়েন বয়ং উক্তবিধং শক্তিসম্পন্নং মন্ত্রং প্রাপ্নুমঃ তদ্বিধত্ত—ইতি ভাবঃ); অপিচ, তেন শিক্ষাপ্রভাবেন বয়ং 'তোকং তনয়ং' (পুত্র-পৌত্রাদিকং অস্মাকং বংশপারম্পর্য্যাং) 'শতং হিমাঃ' (চিরকালং, যদ্বা—বিপদপরম্পরায়াং) 'পুষ্যেম' (পোষয়েম, রক্ষয়িতুং সমর্থা ভবামঃ ইতি ভাবঃ)॥ (১ম—৬৪সূ—১৪ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

বিবেকরূপী হে দেবগণ! উপাসক আমাদিকে সর্ব্বকর্ম্মকুশল, রিপুগণের সমরে অজেয়, দীপ্তিমান্ জ্যোতীরূপ, শত্রুগণের শোষক, পরমধনপ্রদ বিশেষ প্রকারে আত্মোৎকর্ষবিধায়ক, মন্ত্রকে প্রদান করুন; (ভাব এই যে,—যে প্রকারে আমরা উক্তবিধ শক্তিসম্পন্ন মন্ত্র প্রাপ্ত হই, সেই উপায় বিধান করুন); আর, যেন সেই শিক্ষা-প্রভাবে আমরা আমাদিগের বংশপরম্পরাকে চিরকাল অথবা বিপদ্-পরম্পরায় রক্ষা করিতে সমর্থ হই।" (১ম—৬৪সূ—১৪ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মরুতঃ! মঘবৎসু হবির্লক্ষণধনযুক্তেষু যজমানেষু পুত্রং ধত্তন। স্থাপয়তেতি যাবৎ। কীদৃশং পুত্রং। চর্কৃত্যং কার্য্যেষু পুনঃপুনঃ পুরস্কর্ত্তব্যং। সর্ব্বকর্ম্মকুশলমিত্যর্থঃ। পৃৎসু সংগ্রামেষু দুষ্টরং দুঃখেন তরিতব্যং। অজেয়মিত্যর্থঃ। দ্যুমন্তং দীপ্তিমন্তং। শুষ্মং শত্রূণাং শোষকং বলবন্তং। ধনস্পৃতং ধনানাং স্প্রষ্টারং ধনৈঃ প্রীতং বা। উক্থ্যং উকথ্যং স্তোত্রং তদর্হং প্রশস্যমিত্যর্থঃ। বিশ্বচর্ষণিং বিশেষেণ দ্রষ্টারং সর্ব্বজ্ঞং। এবম্বিধং তোকং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'মরুতঃ' মরুদ্গণ 'মঘবৎসু' হবির্লক্ষণধনযুক্ত যজমানে পুত্র 'ধত্তন' স্থাপন করুন—প্রদান করুন। কীদৃশ পুত্র? 'চর্কৃত্যং' কার্য্যসমূহে পুনঃ পুনঃ পুরস্কার-প্রাপ্তির যোগ্য অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মকুশল, 'পৃৎসু' সংগ্রামসমূহে 'দুষ্টরং' অতিকষ্টে তরিতব্য অর্থাৎ অজেয়, 'দ্যুমন্তং' দীপ্তিমান্, 'শুষ্মং' শত্রুগণের শোষক অর্থাৎ বলবান, 'ধনস্পৃতং' ধনসমূহের স্রষ্টা অথবা ধনসমূহের দ্বারা প্রীত, 'উকথ্যং' স্তোত্র অর্থাৎ স্তোত্র উচ্চারণের দ্বারা প্রশংসনীয় 'বিশ্বচর্ষণিং' বিশেষরূপে দ্রষ্টা অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, এবম্বিধ 'তোকং' পুত্র 'তনয়ং' ও পৌত্র

পুত্রং তনয়ং পৌত্রং চ শতং হিমা হেমন্তর্ত্তূপলক্ষিতান্ শতং সম্বৎসরান্ জীবন্তঃ সন্তঃ পুষ্যেম। পোষয়েম। অত্র হিমশব্দেন তদ্যুক্তা হেমন্তর্ত্তবোঽভিধীয়ন্তে। তথা চ ব্রাহ্মণমেবমাম্নায়তে। শতং হিমা ইত্যাহ শতং ত্বা হেমন্তানি যিন্ধীয়েত্যেব বাবৈতদাহেতি॥

চর্কৃত্যং। প্রকৃতিগ্রহণে যঙ্লুগন্তস্যাপি গ্রহণমিতি ন্যায়েন করোতের্যঙ্লুগন্তাদ্বিভাষা কৃবৃষোরিতি ক্যপ্। তুগাগমঃ। প্রত্যয়স্য পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরং শিষ্যতে। পৃৎসু। পদাদিষু মাংস্পৃৎস্নূনামুপসংখ্যানমিতি পৃতনাশব্দস্য পৃদাদেশঃ। তুর্ব্বণিং। তু প্লবনতরণয়োঃ। ঈষত্তঃসুষ্বিতিথল্। সুষামাদেরাকৃতিগণত্বাৎ ষত্বং। লিৎস্বরেণ প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। ধত্তন। তপ্তনপ্তনথনাশ্চেতি তস্য তনাদেশঃ। হিমাঃ। হস্তেহিচেতি মক্প্রত্যয়ঃ। অর্শআদ্যচ্। বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—৬৪সূ—১৪ঋ)॥

• • •

চতুর্দ্দশ (৭৬১) ঋকের বিশদার্থ।

——:•:——

এই মন্ত্রের অর্থ-পরিগ্রহ বিষয়ে একটী প্রধান সমস্যা উপস্থিত হয়। সে সমস্যা—প্রার্থী কোন বস্তুর প্রার্থনা করিতেছেন? ভাষ্যের ভাবে বুঝিতে পারি, তিনি পুত্রের ও পৌত্রের প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণ যেন 'চর্কৃত্য' প্রভৃতি গুণসম্পন্ন হয়। আর, তিনি যেন তাহাদিগকে শতসংখ্যক হিম ঋতু ব্যাপিয়া পোষণ করিতে পারেন। কিন্তু এই প্রকার প্রার্থনার মধ্যে কয়েকটী অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ—তৎপক্ষে 'উকৃথ্যং' পদের কি সার্থকতা। পুত্রপৌত্রগণ কর্ম্মকুশল হউক, রিপুদমনে সমর্থ হউক, যশঃখ্যাতি লাভ করুক,—

'শতং হিমাঃ' হেমন্ত ঋতু উপলক্ষিত শত সংবৎসর জীবিত থাকিয়া 'পুষ্যেম' (আমাদিগের কর্ত্তৃক) পোষিত হউক। এখানে হিম শব্দের দ্বারা তদ্যুক্ত হেমন্ত ঋতুসমূহকে বুঝাইতেছে। এ বিষয়ে ব্রাহ্মণে এইরূপ উক্ত আছে;—'শতং হিমাঃ ইত্যাহ শতং ত্বা হেমন্তান্ যিন্ধীয়েতি বাবৈতদাহেতি।'

চর্কৃত্যং।' প্রকৃত-গ্রহণে যঙ্লুগন্তেরও গ্রহণ হয়—এই ন্যায়ের দ্বারা কৃ ধাতুর যঙঃ লুগন্ত-হেতু 'বিভাষা কৃবৃষোঃ (পা০ ৩।১।১২০) ইত্যাদি সূত্রানুসারে ক্যপ্। তুগাগম। প্রত্যয়ের পিত্ত্ব হেতু অনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরই অবশিষ্ট আছে। পৃৎসু। 'পৃৎসু' পদাদিতে মাংস্পৃৎস্নূনাং উপসংখ্যানং' ইত্যাদি নিয়মে পৃতনা-শব্দের স্থানে পৃৎ আদেশ হয়। তুর্ব্বণিং। তু ধাতু প্লবন ও তরণ অর্থ বুঝায়। 'ঈষদ্ দুঃসুষু' ইত্যাদি সূত্রে খল্ প্রত্যয়। সুষামাদির আকৃতিগণত্ব হেতু লিৎস্বরের দ্বারা প্রত্যয় নিমিত্ত পূর্ব্বপদের উদাত্তত্ব। ধত্তন। 'তপ্তনপ্তনথনাশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে তাহাতে তন আদেশ। হিমাঃ। 'হস্তেহিচ' ইত্যাদি নিয়মে মক্ প্রত্যয়। অর্শআদি হেতু অচ্। বৃষাদিত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। (১ম—৬৪সূ—১৪ঋ)॥

এ সকলই সম্ভবপর হইতে পারে; কিন্তু তাহারা 'উক্থ্যং' হইবে কি করিয়া? 'উক্থ্যং পদে বেদ-মন্ত্র বুঝায়। সুতরাং সেদিক দিয়া অর্থ নিষ্কাশন করিতে গেলে, 'উক্থ্যং' পদটীকে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করার প্রয়োজন হয়; এবং ঐ পদের অর্থ দাঁড় করাইতে হইলে অন্ততঃ-পক্ষে মন্ত্র-পারদর্শী বা মন্ত্রতত্ত্বজ্ঞ ইত্যাদি ভাব গ্রহণ করার আবশ্যক হইয়া পড়ে। তার পর, যদি দেবগণই পুত্র-পৌত্রাদিকে ধারণ করিবেন—রক্ষণ করিবেন, তবে আর তাহাদিগকে পোষণ করার জন্য প্রার্থনাকারীর পুনরায় ব্যস্ত হইবার আবশ্যক কি? তৎপক্ষে 'পুষ্যেম' ক্রিয়াপদের কোনই সার্থকতা থাকে না।

আমরা মনে করি, এই মন্ত্রের প্রধান প্রার্থনা—'উক্থ্যং' বা মন্ত্র-শক্তি লাভ। যে মন্ত্র বা যে শক্তি লাভ করিলে, সর্ব্বকর্ম্মকুশল শত্রুনাশসমর্থ দীপ্তিমান্ পরম ধনের অধিকারী হইতে পারা যায়, সেই মন্ত্র বা সেই শিক্ষা পাইবার কামনাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে; প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হে দেবগণ! এই প্রার্থনাকারী আমাদিগকে আত্মোৎকর্ষ-সাধক পরমধনপ্রদ সেই মন্ত্র প্রদান করুন, যাহার বলে আমরা জগজ্জয়ী হই এবং আমাদিগের বংশপরম্পরা তরিয়া যায়।' এখানে 'তোকং' ও 'তনয়ং' পদদ্বয় উপলক্ষে কেবল পুত্রপৌত্রাদির প্রতি লক্ষ্য আসে না। ঐ দুই পদের যুগপৎ ব্যবহার পূর্ব্বেও (১ম—৩১সূ—১২ঋ প্রভৃতিতে) আমরা পাইয়াছি। সে সকল স্থলেও বংশপরম্পরা অর্থেরই সঙ্গতি দেখিয়াছি। এখানেও সেই ভাবই অব্যাহত বুঝিয়াছি। 'শতং হিমাঃ' পদে হেমন্ত ঋতু হইতে আরম্ভ করিয়া 'শত হেমন্ত' ঋতু বা 'শতবর্ষ' অর্থ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু 'পুষ্যেম' ক্রিয়াপদের সঙ্গতির বিষয় অনুধাবন করিতে গেলে, ঐ 'শতং হিমাঃ' পদদ্বয় কাহাদিগের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝা যায় না। প্রার্থনাকারী আপনি শতহিম বা শতবর্ষ জীবিত থাকিয়া পুত্র-পৌত্রাদি পোষণ করিবেন, অথবা পুত্রপৌত্রাদি শতবর্ষ জীবিত থাকিবে? প্রার্থনা—কাহাদিগের সম্বন্ধে? আমরা মনে করি, এখানে অন্য ভাব প্রকাশমান্। 'বংশপরম্পরা আত্মীয়স্বজন পারিপার্শ্বিক সকলেই চিরকাল দেবগণের অনুকম্পায় সুশিক্ষা লাভ করুন,—মন্ত্রশক্তি প্রাপ্ত হউন, এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের সকল বিপদ বিদূরিত হউক।' এইরূপ

ভাবই এখানে প্রকাশমান্। এ পক্ষে প্রার্থনার সা'র মর্ম্ম এই যে,—'আমরা যেন সুশিক্ষা সুমন্ত্র প্রাপ্ত হই, আমাদিগের বংশপরম্পরাকেও যেন সে মন্ত্র প্রদান করিতে পারি।' (১ম—৬৭সূ—১৪ঋ)॥

—•—

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

ঐকাদশিনস্য মারুতস্য পশোর্ব্বপাযাগস্য নৃষ্টিরমিত্যেষা যাজ্যা। সূত্রিতং চ। শুচীবো হব্যা মরুতঃ শুচীনাং নৃষ্টিরং মরুতো বীরবন্তং। আং ৩।৭। ইতি॥

* * *

পঞ্চদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুঃষষ্টিতমং সূক্তং। পঞ্চদশী ঋক্)।

নৃষ্ঠিরং মরুতো বীরবন্তমৃতীষাহং

রয়িমস্মাসু ধত্ত।

সহস্রিণং শতিনং শূশুবাংসং প্রাতর্মক্ষূ

ধিয়াবসুর্জ্জগম্যাৎ॥ ১৫॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

নু। স্থিরং। মরুতঃ। বীরংবন্তং। ঋতিংসহং।

রয়িং। অস্মাসু। ধত্ত।

সহস্রিণং। শতিনং। শূশুংবাংসং। প্রাতঃ। মক্ষু।

ধিয়াংবসুঃ। জগম্যাৎ॥ ৫॥

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

একাদশ দিবসীয় মারুতের পশোর্ব্বপা যাগের 'নৃষ্টিরং' ইত্যাদি ঋক্ যাজ্যা। তদ্বিষয়ে এইরূপ সূত্রিত আছে;—'শুচীবো হব্যা মরুতঃ শুচীনাং' ইত্যাদি।

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মরুতঃ' (বিবেকরূপিণো হে দেবাঃ) 'অস্মাসু' (প্রার্থনাকারিষু) 'স্থিরং' (অচঞ্চলং) 'বীরবন্তং' (সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যযুতং) 'ঋতীষাহং' (নিত্যাক্রমণকারিণাং রিপূণাং অভিভবিতারং) 'সহস্রিণং শতিনং শূশুবাংসং' (অশেষপ্রকারেণ শ্রীবৃদ্ধিসাধকং) 'রয়িং' (পরমার্থরূপং ধনং) 'নু' (ক্ষিপ্রং অবিলম্বেন) 'ধত্ত' (স্থাপয়ত); হে দেবাঃ! পূর্ব্বোক্তগুণোপেতং ধনং অস্মান্ ত্বরয়া প্রযচ্ছত—ইতি ভাবঃ; অপিচ, 'ধিয়াবসুঃ' (কর্ম্মণা সদ্বুদ্ধ্যা বা প্রাপ্তধনো জ্ঞানদেবঃ) 'প্রাতর্মক্ষু' (প্রতিদিনং, নিত্যমেব) 'জগম্যাৎ' (আগচ্ছতু, সদাকালং অস্মাসু অধিষ্ঠিতো ভবতু—ইতি ভাবঃ)। ভগবৎকৃপয়া পরমং ধনং পরমজ্ঞানং চ অস্মাকং অধিগতং ভবতু—ইতি প্রার্থনা। (১ম ৬৪সূ—১৫ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

বিবেকরূপী হে দেবগণ! প্রার্থনাকারী এই আমাদিগের মধ্যে অচঞ্চল, সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যযুত, নিত্য আক্রমণকারী রিপুগণের অভিভবকারক, অশেষপ্রকারে শ্রীবৃদ্ধিসাধক, পরমার্থরূপ ধনকে ত্বরায় স্থাপন করুন; (ভাব এই যে—হে দেবগণ! পূর্ব্বোক্তগুণোপেত ধন আমাদিকে শীঘ্র প্রদান করুন); আর কর্ম্মের বা সদ্বুদ্ধি দ্বারা প্রাপ্ত ধন সেই জ্ঞানদেবতা নিত্যকাল আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হউন। (মন্ত্রের ভাব এই যে,—আপনাদিগের কৃপায় পরম ধন ও পরম জ্ঞান আমাদিগের অধিগত হউক—ইহাই প্রার্থনা।)॥ (১ম—৬৪সূ—১৫ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মরুতঃ স্থিরং স্থাস্নুং বীরবন্তং বীরৈঃ পুত্রৈর্বর্দ্ধিতং যদ্বা বীর্য্যোপেতং। ঋতীষাহং গন্তৄণাং শত্রূণামভিভবিতারং। এবংবিধং রয়িং পুত্রলক্ষণং ধনমস্মাসু ধত্ত স্থাপয়ত। সহস্রিণং শতিনমেতৎসংখ্যাকধনবন্তং। অতএব শূশুবাংসং প্রবৃদ্ধং। অপি চাস্মাকং রক্ষণায় ধিয়া বুদ্ধ্যা কর্ম্মণা বা প্রাপ্তধনো মরুদ্গণঃ প্রাতঃ কালে জগম্যাৎ। আগচ্ছতু॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'মরুতঃ' মরুদ্গণ 'স্থিরং' স্থায়ী 'বীরবন্তং' বীর পুত্রগণের দ্বারা বৰ্দ্ধিত অথবা বীর্য্যোপেত 'ঋতীষাহং' গতিশীল শত্রুগণের অভিভবকারী এবম্বিধ 'রয়িং' পুত্রলক্ষণ ধন 'অস্মাসু' আমাদিগের মধ্যে 'ধত্ত' স্থাপন করুন; 'সহস্রিণং শতিনং' এতৎসংখ্যাযুক্ত ধনবান্, অতএব 'শূশুবাংসং' প্রবৃদ্ধ; অপিচ, আমাদিগের রক্ষণের নিমিত্ত 'ধিয়া' বুদ্ধি বা কর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্তধন মরুদ্গণ 'প্রাতঃ' প্রাতঃকালে 'জগম্যাৎ' আগমন করুন।

নৃষ্টিরং। ঋচি তুনুঘেতি দীর্ঘঃ। পূর্ব্বপদাদিতি ষত্বং। ঋতীষাহং। ষ গতৌ। কর্ত্তরি ক্বিচ। ষহ অভিভবে। ছন্দসি সহ ইতি ণ্বি-প্রত্যয়ঃ। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি পূর্ব্ব-পদস্য দীর্ঘত্বং। সুষামাদিত্বাৎ ষত্বং। শূশুবাংসং টুওশ্ব গতিবৃদ্ধ্যোঃ। লিটঃ কসুঃ। বিভাষা শ্বেঃ। পা০ ৬।১।৩০। ইতি সম্প্রসারণং। দ্বির্ব্বচনে তুজাদিত্বাদভ্যাসস্য দীর্ঘত্বং। বস্বেকাজাদ্ঘসামিতি নিয়মাদিডভাবঃ। প্রত্যয়স্বরঃ॥ (১ম—৬৪—১৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য পঞ্চমে অষ্টমো বর্গঃ॥ ১।৫।৮॥

ইতি প্রথমে মণ্ডলে একাদশোঽনুবাকঃ॥

* * *

পঞ্চদশ (৭৬২) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের প্রার্থনায় বিষয়ে নানা মতান্তর দেখিতে পাই। ঋকের অন্তর্গত 'সহস্রিণং শতিনং' পদদ্বয় উপলক্ষে নির্দ্ধারণ হয়; যে,—'শতসহস্ররূপ ধনযুক্ত হইলে সেই দেবগণ যেন আমাদিকে রক্ষা করেন।' তদনুসারে মন্ত্রটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়; তাহার এক অংশের ধনের প্রার্থনা প্রকাশ পায়, এবং অন্য অংশে ধন-রক্ষার জন্য তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা জানান হয়। তবে উভয়ত্রই মরুদ্দেবগণের আগমনের কামনা প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই ঋকৃটি সম্বন্ধে আরও কথিত হয় যে, নোধা ঋষি যে সকল মন্ত্র রচনা করেন, এই ঋকৃটি তাহার উপসংহার। অপিচ, নোধা পদে যে ব্যক্তিবিশেষকে বুঝায় উহা যে নামবাচক বিশেষ্য, এক্ষণে অনেকেই তাহা নির্দেশ করিয়া থাকেন।

নৃষ্টিরং। 'ঋচিতুনুঘ' ইত্যাদি সূত্রে ষত্ব। ঋতীষাহং। ষ ধাতু গত্যর্থক। কর্ত্তৃবাচ্যে ক্বিচ। সহ ধাতু অভিভবার্থক। 'ছন্দসি সহঃ' ইত্যাদি সূত্রে ণ্বি প্রত্যয়। 'অন্যেষা-মপি দৃশ্যতে' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বপদের দীর্ঘত্ব। সুষামাদিত্ব-হেতু ষত্ব। শূশুবাংসং। টুওশ্বি গতি-বৃদ্ধি বুঝায়। লিটে কসুঃ প্রত্যয়। 'বিভাষা শ্বেঃ' ইত্যাদি সূত্রে সম্প্রসারণ। দ্বির্ব্বচনে তুজাদিত্ব-হেতু অভ্যাসের দীর্ঘত্ব। 'বস্বেকাজাদ্ঘসাং' ইত্যাদি নিয়মে ইটের অভাব। প্রত্যয়ের স্বর। (১ম—৬৪সূ—১৫ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ের অষ্টম বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৫।৮॥

প্রথম মণ্ডলের একাদশ অনুবাক সমাপ্ত॥

* * *

যাহা হউক, এই ঋকের দুইটী প্রচলিত ব্যাখ্যা (বাঙ্গালা ও ইংরাজী) নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। তদ্দ্বারা প্রচলিত অর্থ বোধগম্য হইবে।

(১) "হে মরুৎগণ! আমাদিগকে স্থায়ী, বীর্য্যযুক্ত ও শত্রুবিজয়ী ধন দাও। এইরূপ শতসহস্ররূপ ধন যুক্ত হইলে আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত যাঁহারা কর্ম্মের দ্বারা ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন এতাদৃশ মরুৎগণ আগমন করুন।"

(2) "Will you then, O Maruts, grant unto us wealth, durable, rich in men, defying all onslaughts? —wealth a hundred and thousand fold, always increasing?—May he who is rich in prayers (the host of the Maruts) come early and soon!"

আমরা মনে করি, এই মন্ত্রে যে ধনের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে, সে ধন সাধারণ নহে; পরমার্থ-রূপ ধনের কামনাই এখানে প্রকাশমান্। বিশেষণসমূহ তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছে। 'সহস্রিণং শতিনং শূশুবাংসং' এই বাক্যাংশ 'রয়িং' পদকে নির্দ্দেশ করিতেছে বটে; কিন্তু মন্ত্রের শেষাংশের সহিত উহার সম্বন্ধ লক্ষ্য করা যায় না। পরন্তু অন্য কয়েকটী বিশেষণের ন্যায় ঐ বাক্যাংশর দ্বারাও প্রার্থিতব্য ধনের স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। অশেষ প্রকারে শ্রীবৃদ্ধিসাধক—এই ভাবই ঐ বাক্যাংশে প্রকাশমান্ রহিয়াছে।

'প্রাতর্মক্ষূ ধিয়াবসুর্জ্জগম্যাৎ' এই বাক্যাংশ-সম্বন্ধে পূর্ব্বেও (১ম—৫৮সূ—৯ঋ প্রভৃতি স্থলে) যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, এখানেও সেই ভাবই অব্যাহত দেখি। ফলতঃ, এই মন্ত্রে দুইটী প্রার্থনা আছে বটে, কিন্তু তাহার একবিধ প্রার্থনায় পরমার্থ-রূপ ধনের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে; অন্য প্রার্থনায় জ্ঞানদেবকে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত রাখার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইয়াছে। 'জ্ঞানদেবতা হৃদয়ে আসিয়া অধিষ্ঠিত হউন, পরাজ্ঞান লাভ হউক, পরমার্থ প্রাপ্ত হই, হে দেবগণ! আপনারা সেই অনুকম্পা প্রকাশ করুন।' এবম্বিধ প্রার্থনাই এই মন্ত্রের লক্ষ্যস্থল। তবে অধিকারি-ভেদে মন্ত্রে যে অন্য অর্থ অবভাসিত না হয়, তাহা নহে। (১ম—৬৪সূ—১৫ঋ)॥

— • —

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

—— :০: ——

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশোঽনুবাকঃ। পঞ্চষষ্টিতমং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ। নবমো বর্গঃ॥

* * *

পঞ্চষষ্টিতমং সূক্তং।

পূর্ব্ব সূক্তের শেষ ঋকে একাদশ অনুবাক্ শেষ হইয়াছে। এই সূক্তে প্রথম মণ্ডলের দ্বাদশ অনুবাক আরম্ভ হইল। সে পক্ষে অর্থাৎ অনুবাক্ হিসাবে—ইহা প্রথম সূক্ত; আবার মণ্ডল-হিসাবে—ইহা পঞ্চষষ্টিতম সূক্ত। এই সূক্ত হইতে নয়টী সূক্ত (অর্থাৎ ৭৪ সূক্ত পর্য্যন্ত) দ্বাদশ অনুবাকের অন্তর্ভুক্ত। ইহার মধ্যে ছয়টী সূক্তে ১২টী পদ আছে। তাহার এক একটী পদ বিংশতি অক্ষরে নিবদ্ধ।

এই যে পঞ্চষষ্টিতম সূক্ত, এই সূক্তের ঋষি—পরাশর; ছন্দঃ—দ্বিপদা বিরাট; দেবতা—অগ্নি। এই সূক্তের ঋক্ কয়েকটীতে অগ্নি-দেবতারই উপাসনা আছে; তবে তাহার মধ্যে নানাপ্রকার উপাখ্যানের ও নানাবিধ লৌকিক ঘটনার সংস্রব সূত্রিত হওয়ায়, মন্ত্রগুলিকে এক অপরূপ রূপ প্রদান করিয়াছে।

এই সূক্তের একটী প্রধান উপাখ্যান;—অগ্নি একবার দেবগণের নিকট হইতে অন্তর্দ্ধান হন। তৎসম্বন্ধে ত্রিবিধ মত প্রচলিত আছে। এক মতে—তিনি চোরের ন্যায় পর্ব্বতের গুহার মধ্যে লুকাইয়া ছিলেন; আর এক মতে—তিনি অশ্বত্থ বৃক্ষের মধ্যে লুকাইয়া ছিলেন। তৃতীয় মতে—জলরাশি স্ফীত হইয়া তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। শেষোক্ত মতের পরিপোষক আর একটী উপাখ্যান আছে। তদনুসারে একটি মৎস্য সেই লুক্কায়িত অগ্নিকে বাহির করিয়া দিয়াছিল। দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রচলিত অর্থে অগ্নির পলায়নের ও দেবগণ কর্তৃক তাঁহার সন্ধানের কথা আছে। পঞ্চম মন্ত্রের অর্থে তিনি মৃত পশুর ন্যায় শয়ান ছিলেন—এইরূপ ভাব প্রকাশ দেখি। এ সকল উপাখ্যান যে রূপক, তাহা বলাই বাহুল্য। আমাদিগের ব্যাখ্যা-মুখে সকল তথ্যই প্রকাশ পাইবে।

— • —

পঞ্চষষ্টিতমসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যাকৃতা।)

দ্বাদশেঽনুবাকে নবসূক্তানি। তত্র পশ্বেত্যাদীনি ষট্ সূক্তানি দ্বৈপদানি। তেষধ্যয়নসময়ে দ্বে দ্বে ঋচৌ চতুঃপদামেকৈকামৃচং কৃত্বা সমাম্নায়তে। অযুক্সংখ্যাসু তু যাস্ত্যাতিরিচ্যন্তে সা তথৈবাম্নায়তে। প্রায়েণার্থোঽপি দ্বয়োর্দ্বিপদয়োরেক এব। প্রয়োগে তু তাঃ পৃথক্ পৃথক্ শংসনীয়াঃ। সূত্র্যতে হি। পশ্বান তায়ুমিতি দ্বৈপদং আ০ ৮।১২। ইতি॥

তত্র পশ্বেতি দশর্চং প্রথমং সূক্তং। অত্রানুক্রম্যতে। পশ্বা দশ পরাশরঃ শাক্ত্যো দ্বৈপদং ত্বদিতি। শক্তিপুত্রঃ পরাশর ঋষিঃ। তৎপুত্রত্বং চ স্মর্য্যতে। বসিষ্ঠস্য সুতঃ শক্তিঃ শক্তেঃ পুত্রঃ পরাশর ইতি। দ্বিপদা বিরাট্ ছন্দঃ। বিংশতিকা দ্বিপদা বিরাজ ইতি হি তল্লক্ষণং। অগ্নির্দ্দেবতা। পরমাগ্নেয়মৈন্দ্রাদিতি পরিভাষিতং। পশ্বান তায়ুমিত্যারভ্য ইত্থা হীত্যস্যাঃ প্রাক্ যৎ সূক্তজাতং তৎসর্ব্বমাগ্নেয়মিতি তস্যার্থঃ। দ্বৈপদং তদিত্যুক্তত্বাদিদমাদীনি ষট্ সূক্তানি তুহ্যাদিপরিভাষয়া দ্বিপদানি।

দশমেঽহনি বৈশ্বদেবশস্ত্রে বৈশ্বদেবসূক্তাৎ পূর্ব্বমেতদ্দ্বৈপদং সূক্তং শংসনীয়ং। সূত্রমুদাহৃতং। তাস্বেতাং প্রথমাং ঋচমাহ।

পঞ্চষষ্টিতমসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

দ্বাদশ অনুবাকে নয়টী সূক্ত আছে। তাহার মধ্যে 'পশ্বা' ইত্যাদি ছয়টী সূক্ত দুইটী করিয়া পদবিশিষ্ট। তাহাদিগের অধ্যয়ন-সময়ে দুইটী দুইটী ঋকের চারিটী পদকে এক এক ঋক্ মধ্যে গণ্য করিয়া লইয়া পাঠ করিতে হইবে। অযুক্ সংখ্যা যে ভাবে আছে (অর্থাৎ যেখানে দুইটী পদ এক সঙ্গে পাঠের চিহ্ন নাই), তাহা সেই ভাবে পঠিত হইবে। দুইটী দ্বিপদের অর্থ প্রায় একই রূপ। প্রয়োগ-সম্বন্ধে কিন্তু তাহারা পৃথক পৃথক ভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ে এইরূপ সূত্রিত আছে,—'পশ্বান তায়ুমিতি দ্বৈপদং' (আ০ ৮।১২) ইতি॥

তাহার (দ্বাদশ অনুবাকে) 'পশ্ব' প্রভৃত দশটী ঋক্‌বিশিষ্ট প্রথম সূক্ত। তদ্বিষয়ে এইরূপ অনুক্রান্ত আছে,—'পশ্বা দশ পরাশরঃ শাক্ত্যো দ্বৈপদং ত্বদিতি।" শক্তিপুত্র পরাশর এই সূক্তের ঋষি। তাঁহার পুত্রত্ব বিষয়ে এইরূপ স্মৃতি আছে,—বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি, শক্তির পুত্র পরাশর ইত্যাদি। এই সূক্তের ছন্দঃ—দ্বিপদা বিরাট্। বিংশতিবর্ণসমন্বিত দ্বিপদবিরাট্ ছন্দঃ—দ্বিপদ বিরাটের ইহাই লক্ষণ। এই সূক্তের দেবতা অগ্নি। 'পরমাগ্নেয়মৈন্দ্রাদিতি'—এ বিষয়ে এইরূপ পরিভাষিত হয়। 'পশ্বা ন তায়ুং' ইত্যাদি মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া 'ইত্থা হি' ইত্যাদি মন্ত্র আরম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত (৭৯ সূক্তের শেষ পর্য্যন্ত) সূক্তসমূহ সমস্তই আগ্নেয় সূক্ত—ইহাই পূর্ব্বোক্ত পরিভাষার ভাবার্থ। 'দ্বৈপদং' এইরূপ-উক্তি-হেতু প্রথম সূক্ত হইতে ছয়টী সূক্তই পরিভাষায় দ্বিপদ বলিয়া উক্ত হয়॥

দশম দিবসে বৈশ্বদেব-শস্ত্রে বৈশ্বদেব সূক্ত-হেতু পূর্ব্বোক্ত এই দ্বৈপদ সূক্ত শংসনীয় হয়। সূত্রের উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে। তাহারই প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

প্রথমমণ্ডলস্য দ্বাদশানুবাকে পঞ্চষষ্টিতমং সূক্তং । পরাশরার্ষং । অগ্নির্দ্দেবতা ।
দশমেঽহনি বৈশ্বদেবশস্ত্রে বিনিযুক্তং ।

* * *

প্রথমা ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । পঞ্চষষ্টিতমং সূক্তং । প্রথমা ঋক্ ।)

পশ্বা ন তায়ুং গুহা চতন্তং নমো

যুজানং নমো বহন্তং ।

সজোষা ধীরাঃ পদৈরনু গ্মন্নুপ ত্বা

সীদন্ বিশ্বে যজত্রাঃ ॥ ১ ॥ *

* * *

পদ বিশ্লেষণং ।

পশ্বা । ন । তায়ুং । গুহা । চতন্তং । নমঃ ।

যুজানং । নমঃ । বহন্তং ।

সহজোষাঃ । ধীরাঃ । পদৈঃ । অনু । গ্মন্ । উপ । ত্বা ।

সীদন্ । বিশ্বে । যজত্রাঃ ॥ ১ ॥

---

* এই মন্ত্র হইতে দ্বিপদা বিরাট্ ছন্দঃ । ইহার প্রথম চরণটিকে একটী মন্ত্র এবং দ্বিতীয় চরণটিকে আর একটী মন্ত্র ধরা হয় । কোনও কোনও গ্রন্থে 'বহন্ত' পদের পর (১) এবং 'যজত্রাঃ' পদের পর (২) চিহ্ন আছে ।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে জ্ঞানদেব! 'ধীরাঃ' (মেধাবিনঃ) 'সজোষা (সমানপ্রীতয়ঃ সন্তঃ, সকলান্ দেবভাবান্ প্রতি সমানুরাগসম্পন্নাঃ সন্তঃ) 'নমঃ যুজানং' (পূজাবিশিষ্টং, পূজার্হং, স্বয়ং পূজ্যং) 'নমঃ বহন্তং' (পূজাপ্রদাতারং, পূজনবৃত্তেরুন্মেষকং) 'গুহা চতন্তং' (হৃদি গচ্ছন্তং বর্ত্তমানং, হৃদভ্যন্তরে বিদ্যমানং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পদৈঃ' (পদাঙ্কৈঃ, চিহ্নৈঃ, উপযোগিভিঃ কর্ম্মভিঃ) 'অনুগ্মন' (অনুসরন্তি প্রাপ্নুবন্তি); এবম্প্রকারেণ 'বিশ্বে যজত্রাঃ' (সর্ব্বে দেবপূজকাঃ, উপাসকাঃ) 'উপসীদন্' (তব সামীপ্যং লভন্তে); কিন্তু 'পশ্বা' (পাশবদ্ধো জীবঃ, মোহাচ্ছন্নো নরঃ) 'ন' (যথা) 'তায়ুং' (চৌরঃ, চৌরবৎ লুক্কায়িতঃ সন্ ত্বাং ন পশ্যতি ইতি ভাবঃ)। তাৎপর্য্যঃ—যদা জ্ঞানিনো হৃদি ভগবন্তং পশ্যন্তি, অজ্ঞজনস্তদা অন্ধকারেণৈবাবৃতস্তিষ্ঠতি। (১ম—৬৫সূ—১ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! মেধাবিগণ সকল দেবভাবের প্রতি সমান অনুরাগ-সম্পন্ন হইয়া, স্বয়ং পূজ্য, পূজাবৃত্তির উন্মেষক, হৃদভ্যন্তরে বিদ্যমান, আপনাকে উপযোগী কর্ম্মসমূহের দ্বারা প্রাপ্ত হয়েন; এই প্রকারে সকল দেবপূজক (উপাসকগণ) আপনার সামীপ্যলাভ করেন; কিন্তু পাশবদ্ধজীব (মোহাচ্ছন্ন মনুষ্য) যেন চোর,—অর্থাৎ চৌরবৎ লুক্কায়িত থাকিয়া আপনাকে দেখিতে পায় না। (তাৎপর্য্য এই যে,—যখন জ্ঞানিগণ হৃদয়ে ভগবানকে দেখিতে পান, অজ্ঞজন তখন অন্ধকারেই আবৃত থাকে।)॥ (১ম—৬৫সূ—১ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ধীরা মেধাবিনো দেবাঃ সজোষাঃ সমানপ্রীতয়ঃ সন্তঃ হে অগ্নে ত্বাং পদৈর্ম্মার্গৈঃ পাদকৃতৈর্লাঞ্ছনৈরন্বগ্মন্। অনুগমন্। কীদৃশং। পশ্বা পশুনাপহৃতেন পশুনা সহ বর্ত্তমানং তায়ুং ন। তায়ুরিতি স্তেননাম। যথা স্তেনঃ পরকীয়ং পশ্বাদিধনমপহৃত্য দুঃপ্রবেশে গিরিগহ্বরে বর্ত্ততে তদ্বদ্‌গুহা

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ধীরাঃ' মেধাবী দেবগণ 'সজোষাঃ' সমানপ্রীতিসম্পন্ন হইয়া, হে অগ্নিদেব, আপনাকে 'পদৈঃ' পথসমূহের দ্বারা অর্থাৎ পাদকৃত লাঞ্ছনের দ্বারা 'অন্বগ্মন্' অনুসরণ করিয়াছিলেন। কি প্রকারে? 'পশ্বা' অপহৃত পশুগণের সহিত বর্ত্তমান 'তায়ুং ন' (তায়ুং পদ স্তেন-নাম বাচক) স্তেন (চোর) যেমন পরকীয় পশ্বাদি ধন অপহরণ করিয়া দুঃপ্রবেশ

চতন্তং। অত্ররূপায়াং গুহায়াং গচ্ছন্তং বর্ত্তমানং। চততির্গতিকর্ম্মা। তথা চ তৈত্তিরীয়ৈঃ রগ্নেরপ্সু প্রবেশঃ সমাম্নায়তে। স নিলায়ত সোঽপঃ প্রাবিশদিতি। যদ্বা। অশ্বত্থগুহায়াং গচ্ছন্তং বর্ত্তমানং। শ্রূয়তে চ। অগ্নির্দেবেভ্যো নিলায়ত। অশ্বো রূপং কৃত্বা সোঽশ্বত্থে সম্বৎসরমতিষ্ঠদিতি। তথা নমো যুঞ্জানং। হবির্লক্ষণমন্নমাত্মনা সংযুঞ্জানং। নমো বহন্তং। দেবেভ্যঃ প্রদত্তং হবির্ব্বহন্তং। যজত্রা যজনীয়া বিশ্বে সর্ব্বে দেবা হে অগ্নে ত্বা ত্বামুপসীদন্। সমীপং প্রাপ্নুবন্। দদৃশুরিত্যর্থঃ।

পশ্বা। তৃতীয়ৈকবচনস্য জসাদিষু ছন্দসি বাবচনমিতি। নাভাবাভাবঃ। উদাত্তবৎ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। গুহা। ভিদাদিষু পাঠাদঙ্প্রত্যয়ান্তঃ। বৃষাদিষু পাঠাদাদ্যুদাত্তত্বং। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা লুক্। যুঞ্জানং। শানচি বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। সজোষাঃ। জুষী প্রীতিসেবনয়োঃ। সমানং জুষন্তে ইতি সজোষসঃ। সমানস্য ছন্দসীতি সভাবঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সুপাং সুলুগিতি জসঃ সুঃ। গ্মন্। গমের্লুঙি মন্ত্রে ঘসেতি চ্লের্লুক্। গমহনেত্যাদিনোপধালোপঃ। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপীত্যডভাবঃ। যজত্রাঃ। অমিনক্ষীত্যাদিনা ত্রন্প্রত্যয়ঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—৬৫সূ—১ঋ)॥

গিরিগহ্বরে বর্ত্তমান থাকে, সেইরূপ 'গুহা চতন্তং' রক্ষার উপায়-স্বরূপ (লুকাইবার স্থানের ন্যায়) গুহায় গমন পূর্ব্বক বর্ত্তমান ছিলেন। 'চততিঃ' পদে গতি-কর্ম্ম বুঝায়। তৈত্তিরীয়গণ অগ্নির জলমধ্যে প্রবেশ বিষয়ে এইরূপ বলিয়া থাকেন;—'স নিলায়ত সোঽপঃ প্রাবিশদিতি।' অথবা, তিনি অশ্বত্থ গুহায় গমন করিয়া বর্ত্তমান ছিলেন। তদ্বিষয়ে এইরূপ শ্রুতি আছে;—'অগ্নির্দেবেভ্যো নিলায়ত; অশ্বরূপং কৃত্বা সোঽশ্বত্থে সম্বৎসরমতিষ্ঠদিতি।' অর্থাৎ, অগ্নি দেবসমূহ হইতে আপনাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। অশ্বরূপ গ্রহণ করিয়া, তিনি অশ্বত্থ-বৃক্ষে সংবৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন। আর, 'নমঃ যুঞ্জানং' হবির্লক্ষণ অন্ন আপনার জন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, 'নমঃ বহন্তং' দেবতাগণের উদ্দেশে প্রদত্ত হবিঃ বহন করিয়াছিলেন। 'যজত্রাঃ' যজনযোগ্য 'বিশ্বে' সকল দেবগণ, হে অগ্নে, 'ত্বা' আপনাকে 'উপসীদন্' সমীপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; অর্থাৎ দেখিতে পাইয়াছিলেন।

পশ্বা। তৃতীয়ার একবচন জসাদিতে 'ছন্দসি বা বচনং' ইত্যাদি সূত্রে নাভাবের অভাব। 'উদাত্তবণঃ' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। গুহা। ভিদাদি মধ্যে পঠিত হওয়ায় অঙ্-প্রত্যয়ান্ত। বৃষাদি মধ্যে পঠিত হওয়ায় উদাত্তত্ব। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে সপ্তমীর লোপ। যুঞ্জানং। শানচে 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বিকরণের লোপ। সজোষাঃ। জুষী ধাতু প্রীতি ও সেবন অর্থ বুঝায়। সমান ভাবে জুষিত হয়—এই অর্থে সজোষসঃ। 'সমানস্য ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে সভাব। কৃদুত্তরপদে প্রকৃতিস্বরত্ব। সুপাং সুলুক' ইত্যাদি সূত্রে জসের স্থানে সুঃ। গ্মন্। গম ধাতু লুঙ্, 'মন্ত্রে ঘস' ইত্যাদি সূত্রে 'চ্লি'র লোপ। 'গমহন' ইত্যাদি সূত্রে উপধার লোপ। 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপি' ইত্যাদি সূত্রে অটের অভাব। যজত্রাঃ। অমিনক্ষি ইত্যাদিতে ত্রন প্রত্যয়। নিত্ত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। (১ম—৬৫সূ—১ঋ)।

* * *

প্রথম (৭৬৩) ঋকের বিশদার্থ।

নানা উপাখ্যানের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া এই ঋকের এক বিষম সমস্যাপূর্ণ অর্থ প্রচারিত হইয়া থাকে। ভাষ্যেও তাহার আভাস পাইয়াছেন; অধিকন্তু এই ঋকের দু'টী প্রচলিত অনুবাদ (একটী ইংরাজী ও একটী বাঙ্গালা) নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা;—

(১) 'হে অগ্নি! প অপহরণকারী চোরের ন্যায় তুমি গুহায় অবস্থান কর; মেধাবী ও সমান প্রীতিযুক্ত দেবগণ তোমার পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া অনুসরণ করিয়াছিলেন; তুমি স্বয়ং হব্য সেবা কর ও (দেবতাদিগের নিমিত্ত) হব্য বহন কর; যজনীয় সমস্ত দেবগণ তোমার নিকট আগমন করিয়াছিলেন।"

2 "Thee who hidest thyself in secret like a thief with an animal (which he has stolen)—who hadst harnessed adoration and carriedst adoration—

The wise unanimously followed by the foot marks All (gods) deserving worship (reverentially) sat down near thee."

সকল প্রকার অর্থেই চোরের সহিত দেবতা তুলিত হইয়াছেন। পশু-অপহরণকারী চোর যেমন গুহার মধ্যে লুকাইয়া থাকে, দেবতাও সেইরূপ লুকাইয়া ছিলেন। এই ভাবই সর্ব্বত্র প্রকাশমান্‌ তবে চোরের মত সেই যে দেবতা লুক্কায়িত ছিলেন, তাঁহার অনুসরণকারিগণের সম্বন্ধে একটু মতান্তর দেখিতে পাই। ভাষ্য ও ভাষ্যানুসারী ব্যাখ্যাসমূহ হইতে দেবগণই তাঁহার অনুসরণ করেন—এই ভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু ইংরাজী অনুবাদটীতে জ্ঞানিগণ তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং দেবগণ তাঁহার চরণতলে আসিয়া আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন—এই এক ভাব দেখিতে পাই। ফলতঃ, যে দেবতার সম্বন্ধে মন্ত্রটী প্রযুক্ত হয়, সেই দেবতাই বা কি রূপ এবং তাঁহার অনুসরণকারিগণই বা কি প্রকার, তাহার স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি হওয়া বড়ই কঠিন। জটিল মন্ত্রের জটিলতা—ব্যাখ্যা প্রভৃতিতে যেন অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আমরা কিন্তু এই মন্ত্রে জ্ঞানের ও অজ্ঞানের—আলোকের ও

অন্ধকারের—দ্বিবিধ চিত্র অঙ্কিত দেখি। এখানে বিপরীত দুই চরিত্রের কার্য্যাকার্য্য বা প্রতিচ্ছবি যেন প্রকটিত রহিয়াছে। জ্ঞানীর ও অজ্ঞানের মধ্যে দেবতার সম্বন্ধ কিরূপ ভাবে বিদ্যমান্, আমরা মনে করি, এই মন্ত্র তাহারই প্রস্ফুট আলেখ্য। ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে মন্ত্রটীকে আমরা সেইরূপ ভাগেই বিভক্ত করিয়াছি। মন্ত্রে আছে 'ধীরাঃ' পদ। ঐ পদের সাধারণ অর্থ—জ্ঞানিগণ মেধাবিগণ। সে অর্থের ব্যত্যয় ঘটাইয়া ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'দেবাঃ' পদ প্রযোগের কোনই প্রয়োজন দেখি না। জ্ঞানিগণ যে সকল দেবতার প্রতি সর্ব্বপ্রকার দেবভাবের প্রতি—সমান-রূপ প্রীতিসম্পন্ন, তাহা স্বতঃই বুঝিতে পারা যায়। জ্ঞানীর মধ্যে ভেদবুদ্ধি নাই। জ্ঞানী কখনই কোনও দেবতাকে বড় এবং কোনও দেবতাকে ছোট বলিয়া মনে করেন না। তাই এখানে 'সজোষাঃ' পদ প্রযুক্ত দেখি। তেমন যে জ্ঞানী, তাহারা সেই দেবতাকে প্রাপ্ত হন কি প্রকারে এবং সেই দেবতাই বা কি প্রকার—এই দুই তত্ত্বই এই মন্ত্রার্থে পরিস্ফুট হয়।

মন্ত্রে আছে 'পদৈঃ' পদ। তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া রহিয়াছে—'অনুগ্মন্'। 'পদৈঃ' পদে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়? আমি আমার পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করি—এরূপ বাক্য উচ্চারণ করিলে তাহা হইতে আমরা কি মর্ম্ম প্রাপ্ত হই? তাহার মর্ম্ম কি এই নহে যে,—তিনি যেমন গুণসম্পন্ন ছিলেন, তাঁহাতে যেমন জ্ঞানপ্রভা প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাই লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি! অর্থাৎ তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্ম্মপরম্পরা সাধন দ্বারা আমি সেই ভাব প্রাপ্ত হইবার জন্য চেষ্টা পাইতেছি! এখানে 'পদৈঃ' পদে সেই আদর্শ দেখিতে পাই। জ্ঞান-দেবতার বা ভগবানের অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়াই এখানকার লক্ষ্য। বিবেকী জ্ঞানিগণ সেই ভাবেই দেবত্ব প্রাপ্ত হন। এই তত্ত্বই এখানে পরিব্যক্ত। অতঃপর বিবেচনা করিয়া দেখুন, বিবেকিগণ যে দেবতার অনুসরণ করিতেছেন, সে দেবতার স্বরূপ কি? বলা হইয়াছে—'নমঃ যুজানং'; বলা হইয়াছে,—'নমঃ বহন্তং'। ঐ দুই বিশেষণের ভাব এই যে,—সেই দেবতা সাধকগণের অর্চ্চনার সহিত আপনি সংযুক্ত হইয়া আছেন; অর্থাৎ, যেখানেই যিনি যে দেবতার পূজা করিবেন, সকল

পূজাই এই দেবতায় (জ্ঞানদেবতায়) উপনীত হইবে। আর, অন্য দেবতার পূজার জন্য সাধকের পূজার উপহার তিনি যে বহন করিয়া লইয়া যাইবেন, তদ্বিষয়েও বেশ সঙ্গত ভাব দেখিতে পাই। যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা জ্ঞানের সাধনা করেন, তাঁহাদিগের সেই জ্ঞানের দ্বারাই সকল দেবতার পূজা সংসাধিত হইয়া যায়। যিনিই যখন যে দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহার জ্ঞানই তখন তাঁহাকে তাহাতে প্রবৃত্তি প্রদান করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—জ্ঞানীর নিকট দেবতার ভেদ-ভাব নাই, জ্ঞানী সকল দেবতাকেই সমদৃষ্টিতে দর্শন করিয়া থাকেন। 'নমঃ বহন্তং' বাক্যাংশে সেই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। এইরূপ 'গুহা চতন্তং' পদদ্বয় দেবতার স্বরূপ-সম্বন্ধে অতি-উচ্চ অতি-সমীচীন তথ্যই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ গুহা—পশু-চোরের লুকাইবার স্থান নহে। এখানে এই 'গুহা পদে ভগবান্ যেখানে বিরাজমান্ থাকেন, দেবগণ যেখানে অধিষ্ঠিত আছেন, সেই স্থানকে বুঝাইয়া থাকে। অর্থাৎ, গুহা বলিতে এখানে হৃদভ্যন্তরকে লক্ষ্য করিতেছে। শাস্ত্রেই তো আছে,—

"আত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ"

"ভগবান সর্ব্বভূতানাং অধ্যক্ষোঽবস্থিতো গুহাম্।"

এতদ্দ্বারাই বুঝা যায়, গুহা পদে কি ভাব ব্যক্ত আছে! ফলতঃ, 'গুহা চতন্তং' পদদ্বয়ে হৃদয়-রূপ গুহায় বিচরণকারী দেবতাকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। এইরূপে বুঝিতে পারি,—মন্ত্রের অন্তর্গত গুহা হইতে 'অনুগ্মন্' পর্য্যন্ত পদ-কয়েকটীতে (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা লক্ষ্য করুন) জ্ঞানিগণ জ্ঞানদেবতাকে কিরূপ ভাবে প্রাপ্ত হন এবং জ্ঞান-দেবতা কিরূপ গুণশক্তিসম্পন্ন তাহাই বিবৃত আছে।

এখন, অবশিষ্ট রহিল—মন্ত্রের আর দুইটী অংশ। প্রথম—'পশ্বা ন তায়ুং'; দ্বিতীয়—'উপ সীদন্ বিশ্বে যজত্রাঃ।' ইহার দ্বিতীয় অংশের 'যজত্রাঃ' পদে যাগাদিসৎকর্ম্মপরায়ণ উপাসকগণকে লক্ষ্য করিতেছে। যাঁহারা 'যজত্রাঃ' অর্থাৎ ভগবানের উপাসনাপরায়ণ, তাঁহার যে সকল দেবতার সান্নিধ্য লাভ করেন' সর্ব্বপ্রকার দেবভাব যে তাঁহাদিগেরে অধিগত হয়, "উপ সীদন্ বিশ্বে যজত্রাঃ" বাক্যাংশে তাহাই অধিগত হয়। অবশেষ সেই উপমার অংশ—'পশ্বা ন তায়ুং'

পদত্রয়। আমরা বলি, 'পশ্বা' পদে পশুভাবাপন্ন বন্ধনদশাগ্রস্ত অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন পাশবদ্ধ জীবকে লক্ষ্য করে। তাহারা দেবতার নিকটে অগ্রসর হইতে পারে না; চোর যেমন অন্ধকার অনুসন্ধান করে, তাহারা তেমনই অন্ধকারে অজ্ঞানতার ঘোরে নিমজ্জিত থাকে। এই ভাবই এখানে পরিদৃষ্ট হয়। ফলতঃ, এক দিকে জ্ঞানের উজ্জ্বল চিত্র, অন্য দিকে অজ্ঞানের কলঙ্ক-কলুষিত মূর্ত্তি;—এই ঋকে এই দুই দৃশ্য প্রকটিত দেখি। (১ম—৬৫সূ—১ঋ)॥

—— ০ ——

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চষষ্টিতমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

ঋতস্য দেবা অনুব্রতা গুর্ভুবৎ

পরিষ্টিদ্যৌর্ন ভূম।

বর্দ্ধন্তীমাপঃ পন্বা সুশিশ্বিমৃতস্য যোনা

গর্ভে সুজাতং ॥ ২ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ঋতস্য। দেবাঃ। অনু। ব্রতা। গুঃ। ভুবৎ।

পরিষ্টিঃ। দ্যৌঃ। ন। ভূম।

বর্দ্ধন্তি। ঈং। আপঃ। পন্বা। সুঽশিশ্বিং। ঋতস্য। যোনা।

গর্ভে। সুঽজাতং ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবাঃ' (সর্ব্বা দেবতাঃ, সর্ব্বে দেবভাবাঃ) 'ঋতস্য' (সত্যস্য, সৎকর্ম্মণঃ) 'অনুব্রতাঃ' (অনুসরণকারিণ্যঃ, অনুসরণকারিণঃ) সন্তি ইতি শেষঃ; যদা 'গুঃ' (অনুসন্ধিৎসাঃ, লোকানাং অনুসন্ধানপ্রবৃত্তয়ঃ) 'পরিষ্টিঃ' (সর্ব্বতোভাবেন ভগবদনুসন্ধানপরায়ণাঃ) 'ভুবৎ' (ভবন্তি), তদা 'ভূম' (ভূলোকঃ এব) 'দ্যৌঃ ন' (স্বর্গ ইব, স্বর্গবৎ আনন্দময়ঃ—ভবতি ইতি শেষঃ); 'পম্বা' (স্তোত্রেণ, উপাসনাপ্রভাবেন) 'আপঃ' (শুদ্ধসত্ত্বানি—ভগবৎ-প্রাপ্তেমূলীভূতানি) 'বর্দ্ধন্তি' (বৃদ্ধিপ্রাপ্তা ভবন্তি); 'ঈং' (ইদং, পূর্ব্বোক্তরূপং দেবানুসন্ধানং এব) 'গর্ভে' (হৃদভ্যন্তরে) 'ঋতস্য' (সত্যস্য, সৎকর্ম্মণঃ) 'সুজাতং' (সুষ্ঠু উৎপত্তিকারণং) 'সুশিশ্বিং' (সুষ্ঠুপ্রবর্দ্ধনং ভবতি ইতি শেষঃ)। অয়ং ভাবঃ—ভগবদনুসন্ধানমেব সৎকর্ম্মণাং মূলীভূতং; সৎকর্ম্মণা দেবভাবস্য পরিবৃদ্ধিরুজায়তে; তেন চ ইয়ং পৃথিবী স্বর্গ ইব সুখপ্রদা ভবতি। (১ম—৬৫সূ—২ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সকল দেবতা বা সর্ব্ববিধ দেবভাব সত্যের অথবা সৎকর্ম্মের অনুসরণকারী হয়েন; যখন মনুষ্যগণের অনুসন্ধানপ্রবৃত্তিসমূহ সর্ব্বতো-ভাবে ভগবদনুসন্ধানপরারণ হয়, তখন ভূলোকই স্বর্গের ন্যায় আনন্দময় হইয়া থাকে। স্তোত্রের দ্বারা অথবা উপাসনাপ্রভাবে ভগবৎপ্রাপ্তির মূলীভূত শুদ্ধসত্ত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; পূর্ব্বোক্তরূপ দেবানুসন্ধানেই হৃদভ্যন্তরে সত্যের বা সৎকর্ম্মের সুষ্ঠু উৎপত্তির কারণ এবং সুষ্ঠু প্রবর্দ্ধক হয়েন। (ভাব এই যে,—ভগবানের অনুসন্ধানই সৎকর্ম্মসমূহের মূলীভূত; সৎর্ম্মের দ্বারাই দেবভাবের পরিবৃদ্ধি হয়; এবং তদ্দ্বারা এই পৃথিবী স্বর্গের ন্যায়ই সুখপ্রদ হয়।) ॥ (১ম—৬৫সূ—২ঋ) ॥

* *

সায়ণ-ভাষ্যং।

উক্ত এবার্থঃ স্পষ্টীক্রিয়তে। দেবা ঋতস্য গন্তু পলায়িতস্যাগ্নেঃ ব্রতা ব্রতানি কর্ম্মাণি গমনাবস্থানশয়নাদিরূপাণি অনুগুঃ। অন্বেষ্টুমগমন্। তদনন্তরং পরিষ্টিঃ পরিতঃ সর্ব্বতোঽন্বেষণং ভুবৎ। অভবৎ। ভূম ভূমিরপি অগ্নেরন্বেষ্টৃভির্দেবৈর্দ্যৌর্ন স্বর্গ ইব ভূৎ। ইন্দ্রাদয়ঃ সর্ব্বে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

পূর্ব্বোক্ত অর্থ স্পষ্টীকৃত করা হইতেছে। 'দেবাঃ' দেবগণ 'ঋতস্য' গত বা পলায়িত অগ্নির 'ব্রতা' ব্রতসমূহ বা গমন অবস্থান ও শয়নাদি-রূপ কর্ম্মসমূহ 'অনুগুঃ' অন্বেষণ করিতে গিয়াছিলেন; তদনন্তর 'পরিষ্টিঃ' পরিতঃ অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে অন্বেষণ 'ভুবৎ' করা হইয়াছিল। ভূম' ভূমও অগ্নির অনুসন্ধানকারী দেবগণের দ্বারা 'দ্যৌন' স্বর্গের ন্যায়

দেবা অগ্নেরন্বেষণায় ভূলোকং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। আপোহদেবতা ঈমেনমুদকে প্রবিষ্টমগ্নিং বর্দ্ধন্তি। প্রবর্দ্ধয়ন্তি যথা দেবা ন পশ্যন্তি তথারক্ষন্নিত্যর্থঃ। কীদৃশং। পন্বা স্তোত্রেণ সুশিশ্বিং সুষ্ঠু প্রবৃদ্ধিতং। ঋতস্য যোনা। যোনিরিত্যুদকনাম। ঋতস্য যজ্ঞস্যান্নস্য বা কারণভূতে জলে গর্ভে গর্ভস্থানে মধ্যে সুজাতং সুষ্ঠু প্রাদুর্ভূতং। এবমপ্সু বর্ত্তমানমগ্নিং দেবেভ্যো মৎস্যঃ প্রাবোচৎ। তদনন্তরং দেবাস্তমজ্ঞাসিষুরিত ভাবঃ। তথা চ তৈত্তিরীয়কং। স নিলায়ত সোহপঃ প্রাবিশত্তং দেবাঃ প্রৈষমৈচ্ছন্ তং মৎস্যঃ প্রাব্রবীদিতি॥

ব্রতা। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শেলোপঃ। গুঃ। ইন্ গতৌ। ইণো গালুঙীতি গাদেশঃ। গাতিস্থেতি সিচোলুক্। আত ইতি ঝের্জুস্। উস্যপদান্তাদিতি পররূপত্বং। পরিষ্টিঃ। ইষু ইচ্ছায়াং ক্তিন্। তিতুত্রেত্যাদি প্রতিষেধঃ। শকন্ধ্বাদিত্বাৎ পররূপত্বং। পা০ ৬।১।৯৪ ২। তাদৌ চ নিতীতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। ভুম। সুপাং সুলুগিতি সোর্ডাদেশ। হ্রস্বশ্ছান্দসঃ। বর্দ্ধন্তি। ছন্দস্যুভয়থেতি শপ আর্দ্ধধাতুকত্বাৎ ণেরনিটীতি ণিলোপঃ। শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং। তিঙশ্চ লসার্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। পন্বা। পন স্তুতৌ। ঔণাদিকো ভাবে উপ্রত্যয়ঃ। সুশিশ্বিং। টুওশ্বি গতিবৃদ্ধ্যোঃ। আদৃগমহনজন ইত্যত্রোৎ-

---

হইয়াছিল। ইন্দ্র প্রভৃতি সকল দেবগণ অগ্নিদেবের অনুসন্ধানের জন্য ভূলোকে আগমন করিয়াছিলেন—ইহাই ভাবার্থ। 'আপঃ' জলদেবতাগণ 'ঈং' এই উদকে প্রবিষ্ট অগ্নিকে 'বর্দ্ধন্তি' প্রবর্দ্ধিত করেন। যাহাতে দেবগণ তাঁহাকে দেখিতে না পান, সেই ভাবে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন—ইহাই ভাবার্থ। কি প্রকার? 'পন্বা' স্তোত্রের দ্বারা 'সুশিশ্বং' সুষ্ঠুরূপে প্রবর্দ্ধিত। 'ঋতস্য যোনা' (যোনি পদ উদক নাম-বাচক) ঋতের অর্থাৎ যজ্ঞের বা অন্নের কারণভূত জলে 'গর্ভে' গর্ভস্থানে মধ্যে 'সুজাতং' সুষ্ঠুরূপে প্রাদুর্ভূত। এইরূপ জলের মধ্যে বর্ত্তমান অগ্নিকে দেবগণের নিমিত্ত মৎস্য বলিয়াছিল (অর্থাৎ মৎস্য দেবগণকে অগ্নির সন্ধান দিয়াছিল)। তাহার পর দেবগণ তাঁহার বিষয় জানিতে পারিয়াছিলেন—ইহাই ভাবার্থ। এ বিষয়ে তৈত্তিরীয়কে উক্ত; যথাঃ—স নিলায়ত সোপঃ প্রাবিশত্তং দেবাঃ প্রৈষমৈচ্ছন্ তং মৎস্যঃ প্রাব্রবীদিতি।' অর্থাৎ, অগ্নি লুক্কায়িত হইয়াছিলেন; তিনি জলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন; তাঁহাকে অনুসন্ধান করিবার জন্য দেবগণ উপস্থিত হইলে, মৎস্য সন্ধান বলিয়া দেন।

ব্রতা। 'শেচ্ছন্দসি বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে শির লোপ। গুঃ। গত্যর্থক ইন ধাতু। 'ইণো গালুঙ' ইত্যাদি সূত্রে গা আদেশ। 'গাতিস্থ' ইত্যাদি সূত্রে সিচের লোপ। 'আতঃ' ইত্যাদি নিয়মে ঝির স্থানে জুস্। উসের পদান্ত-হেতু পররূপত্ব। পরিষ্টিঃ। ইচ্ছার্থক ইষু ধাতু; তাহাতে ক্তিন্ প্রত্যয়। 'তিতুত্র' ইত্যাদি সূত্রে ইটের প্রতিষেধ। শকন্ধ্বাদিত্ব-হেতু পররূপত্ব (পা০ ৬।১।৯৪।২)। 'তাদৌচ নিতি' ইত্যাদি নিয়মে গতির প্রকৃতিস্বরত্ব। ভুম। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে সি স্থানে ডা-আদেশ। ছান্দস হেতু হ্রস্ব। বর্দ্ধন্তি। 'ছন্দস্যুভয়থা' ইত্যাদি সূত্রে শপ্। তাহাতে আর্দ্ধধাতুকত্ব-হেতু 'ণেরনিটি' ইত্যাদি সূত্রে ণির লোপ। শপের পিত্ব-হেতু অনুদাত্তত্ব। তিঙে লসার্বধাতুস্বরের দ্বারা ধাতুস্বরই অবশিষ্ট আছে। পন্বা। পন ধাতু স্তুত অর্থ বুঝায়। ঔণাদিক ভাবে উ-প্রত্যয়। সুশিশ্বং। 'টু

সর্গশ্ছন্দসীতি বচনাৎ কি প্রত্যয়ঃ। বচিস্বপীত্যাদিনা সংপ্রসারণং। লিড্বদ্ভাবাদ্দ্বির্ভাবে বহুলং ছন্দসীত্যাকারস্যত্বং। ছান্দসো যণাদেশঃ। সুঃ পূজায়ামিতি সোঃ কর্ম্মপ্রবচনীয়ত্বং। স্বতী পূজায়ামিতি প্রাদিসমাসঃ। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ॥ (১ম—৬৫সূ—২ঋ)।

• • •

দ্বিতীয় (৭৬৪) ঋকের বিশদার্থ।

—•—

এই ঋক্‌টী পূর্ব্ব ঋকেরই বিশ্লেষণ,—ভাষ্যে এইরূপ অনুক্রান্ত হইয়াছে। সুতরাং অগ্নিদেবের অন্তর্দ্ধান-মূলক উপাখ্যানটী এখানে প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্থ তদনুসারেই চলিয়া আসিতেছে। যে সকল অর্থে, অগ্নিদেবের কোনপ্রকার স্বরূপ নির্দ্দেশ করা যায় না। তিনি মনুষ্যপ্রকৃতিসম্পন্ন, অথবা কোনও অপরূপভাবাপন্ন, তাহার কিছুই নির্ণয় হয় না। দেবগণের নিকট হইতে তিনি লুক্কায়িত হইয়া ছিলেন,—এবম্বিধ উক্তিতে তাঁহাকে মনুষ্যপ্রকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু সে পক্ষে, তিনি যে জলের মধ্যে অথবা অশ্বত্থবৃক্ষের মধ্যে অশ্বরূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাহাতে কোনই সঙ্গতি দেখি না। ইহাতে তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব কিছুই উপলব্ধি হয় না। যাঁহারা অগ্নিদেবকে মানুষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, এ ক্ষেত্রে তাঁহারা ভাব-সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারিবেন না। আবার যাঁহারা পরিদৃশ্যমান্ জ্বলন্ত অগ্নিকেই অগ্নিদেব বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাও এতদুক্তির সামঞ্জস্য পাইবেন না। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে উদকের মধ্যে বা কাষ্ঠের মধ্যে অদৃশ্যভাবে অগ্নির বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হয় বটে; কিন্তু এ সকল মন্ত্রে সে সকল ভাবের দ্যোতনা নাই। মৎস্য যে দেবগণকে জলমধ্যস্থিত অগ্নির সন্ধান বলিয়া দিয়াছিল, এবম্প্রকার উক্তিই বা সে পক্ষে কি সার্থকতা প্রতিপন্ন করে? বাহুল্য-ভয়ে প্রচলিত কোনও ব্যাখ্যা আমরা উদ্ধৃত করিলাম না। ভাষ্যেই সে সকল ভাবের মূলতত্ত্ব অধিগত হইবে।

'স্বঃ' গতিবৃদ্ধি বুঝায়। 'আদৃগমহনজনঃ' ইত্যাদি নিয়মে এখানে উৎসর্গ। 'ছন্দসি' ইত্যাদি বচনের দ্বারা ক-প্রত্যয়। 'বচিস্বপি' ইত্যাদি সূত্রে সম্প্রসারণ। লিট্‌বৎ ভাব-হেতু দ্বির্ভাবে 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে উকার স্থলে এত্ব। ছান্দসে যণ আদেশ। সুঃ পূজা বুঝায়। তাহা হইতে কর্ম্মপ্রবচনীয়ত্ব। স্বতী পদ পূজার্থে ব্যবহৃত। প্রাদিসমাস। অব্যয়পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বরত্ব। (১ম—৬৫সূ—২ঋ)॥

• • •

ব্যাখ্যা উপলক্ষে মন্ত্রের দুইটী পংক্তিকে (প্রথম চরণ ও দ্বিতীয় চরণটীকে) আমরা যথাক্রমে দুই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। যেখানেই সত্য বা সৎকর্ম্ম, সেইখানেই দেবতাগণ বা দেবভাবসমূহ অবস্থিত করেন। মন্ত্রের প্রথমাংশে "ঋতস্য দেবাঃ অনুব্রতাঃ" পদ-কয়েটীতে আমরা মনে করি, সেই নিত্যসত্য-তত্ত্ব প্রকাশমান্। কিন্তু সে অবস্থা হয় কি প্রকারে? পরবর্ত্তী অংশ তাহারই অভিব্যক্তি। মানুষ যখন—উপাসকগণ যখন—ভগবানের অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগে সমর্থ হয়, তখন দেবতাগণের অনুকম্পা লাভ করে বা দেবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পৃথিবী যে স্বর্গে পরিণত হয়, সে—সেই তখনই। এইরূপে সকলে যদি ভগবদনুসরণ-পরায়ণ হয়, তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবীই স্বর্গের উপমা-স্থল হইয়া দাঁড়ায়। নচেৎ, যাঁহারা ভগবদনুসারী হইবেন, তাঁহারাই পৃথিবীতে স্বর্গের চিত্র দেখিতে পাইবেন,—তাঁহারাই স্বর্গসুখের অধিকারী হইবেন। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে, "গুঃ ভুবৎ পরিষ্টিঃ দ্যৌঃ ন ভূম" পদ-কয়েকটীতে এই ভাবই প্রকাশমান্। এইরূপে সমগ্র প্রথম চরণের ভাব প্রাপ্ত হই,—যেখানে সত্য, যেখানে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান, সেইখানেই দেবতাগণ অবস্থিতি করেন,—সেখানেই দেবভাবের বিকাশ পায়; যখনই মানুষ ভগবানের অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হয়, যখনই মানুষের অনুসন্ধান-প্রবৃত্তিসমূহ দেবতার প্রতি ন্যস্ত হইতে পারে, তখনই এ সংসার স্বর্গে পরিণত হয়,—তখনই মানুষ স্বর্গের সুখ ভোগ করিতে পারে।

এক্ষণে দ্বিতীয় মন্ত্রটীর (অর্থাৎ দ্বিতীয় পদের) ভাবার্থ উপলব্ধি করুন। সত্ত্বভাবের সহিত দেবতাদিগের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। কিন্তু সে সত্ত্বভাব (দেবভাব) পরিবর্দ্ধিত হয় কি প্রকারে? উপাসনা বা স্তোত্র-মন্ত্রের অনুধ্যান—তাহারই মূলীভূত নহে কি? 'আপঃ' পদে যে শুদ্ধসত্ত্বকে বুঝায়, তাহা আমরা বহুত্র প্রতিপন্ন করিয়াছি। 'পন্বা' পদ সেই শুদ্ধসত্ত্বের পরিবৃদ্ধির ভাবই প্রকাশ করিতেছে। এইরূপে "পন্বা অপাঃ বর্দ্ধন্তি" পদত্রয়ে ভগবদুপাসনার প্রভাবে হৃদয়ে যে সত্ত্বভাব বৃদ্ধি পায়, তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট আর একটী অংশ—ছয়টী পদ। ইহার মধ্যে 'গর্ভে' পদে 'হৃদভ্যন্তরে' প্রতিবাক্য আমরা গ্রহণ করি। 'যোনা' পদ উৎপত্তি' অর্থ দোতনা করে। 'ইং' পদ ভগবানের

অনুসন্ধান—দেবভাবের অনুসরণ অর্থ প্রকাশ করিতেছে। 'ঋতস্য' পদের বিষয় পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। এই সকল বিষয় অনুধাবন করিলে, মন্ত্রের শেষাংশের ভাব এই প্রাপ্ত হই যে,—ভগবৎপদাঙ্কানুসরণের দ্বারাই সত্যের বা সৎকর্ম্মের উৎপত্তির মূল সঞ্জাত ও পরিপুষ্ট হয়। অর্থাৎ, ভগবদনুসরণই সৎকর্ম্মের জনয়িতা এবং পরিবৃদ্ধিসাধক। ঋকের উপদেশ,—'ভগবানের অনুসরণে সৎকর্ম্মে প্ররত্ত হও; হৃদয়ে সত্ত্বভাব বৃদ্ধি পাইবে; ইহসংসারেই স্বর্গসুখ অনুভব করিবে।' (১ম—৬৫সূ—২ঋ)॥

তৃতীয় ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চষষ্টিতমং সূক্তং। তৃতীয় ঋক্।)

পুষ্টির্ন রণ্বা ক্ষিতির্ন পৃথ্বী গিরির্ন ভুজ্ম

ক্ষোদো ন শম্ভু।

অত্যো নাজ্মন্‌ৎসর্গপ্রতক্ত সিন্ধুর্ন ক্ষোদঃ

ক ঈং বরাতে॥ ৩॥

পদ-বিশ্লেষণং।

পুষ্টিঃ। ন। রণ্বা। ক্ষিতিঃ। ন। পৃথ্বী। গিরিঃ। ন। ভুজ্ম।

ক্ষোদঃ। ন। শংভু।

অত্যঃ। ন। অজ্মন্। সর্গইপ্রতক্তঃ। সিন্ধুঃ। ন। ক্ষোদঃ।

কঃ। ঈং। বরাতে॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

স জ্ঞানদেবঃ 'পুষ্টি ন রণ্বা' (অভিমতফলানাং অভিবৃদ্ধিঃ ইব রমনীয়ঃ, তস্য দেবস্য অনুকম্পয়া অভিমতফলপ্রাপ্তিরূপং সুখং সঞ্জায়তে ইতি ভাবঃ); তথা স দেবঃ 'ক্ষিতিঃ ন পৃথ্বী' (ধরিত্রী ইব আশ্রয়ঃ, ধরিত্রী যথা সর্ব্বান্ লোকান্ ধারয়তি আশ্রয়ং দদাতি চ, জ্ঞানং তথা লোকান্ রক্ষতি ইতি ভাবঃ); তথা স দেবঃ 'গিরিঃ ন ভুজ্ম' (পর্ব্বতবৎ ভোজ্যদাতা, পর্ব্বতো যথা ভোজ্যদানেন লোকান্ পোষয়তি, জ্ঞানদেবস্তদ্বৎ সৎকর্ম্মরূপং ভোজ্যং দত্বা লোকান্ রক্ষতি ইতি ভাবঃ যদ্বা—পর্ব্বতবৎ সহনশীলঃ দৃঢ় ইতি ভাবঃ); তথা স দেবঃ 'ক্ষোদঃ ন শম্ভু' (উদকবৎ শান্তিবিধায়কঃ, মরুপ্রান্তরে উদকং যথা শান্তিং প্রদাতি পাপবিদগ্ধে অন্তরে জ্ঞানদেবস্তথা সুধাধারাং সিঞ্চতি—ইতি ভাবঃ); তথা স দেবঃ 'অজ্মন্' (সংগ্রামে, রিপুণা সহ দ্বন্দ্বে) 'সর্গপ্রতক্তঃ অত্যঃ ন' (ত্বরয়া ভগবৎপ্রাপকং সৎকর্ম্ম ইব, সংসার-সংগ্রামে সৎকর্ম্ম যথা লোকা শীঘ্রং ত্রায়তি তদ্বৎ); তথা স দেবঃ 'সিন্ধুঃ ন ক্ষোদঃ' (নদীপ্রবাহঃ ইব নিম্নাভিমুখে প্রবলগতিসম্পন্নঃ, যদা অজ্ঞানান্ প্রতি জ্ঞানপ্রবাহঃ প্রবহতি, তদা অজ্ঞানতাং নিমজ্জিতাং ভবতি ইতি ভাবঃ)। ঈং' (এনং জ্ঞানদেবং) 'কঃ' (কো জনঃ) 'বরাতে' (বরাতে, সমকক্ষো ভবতি, জ্ঞানদেবস্য প্রতিদ্বন্দ্বতায়াং কোঽপি সমর্থো ন ভবতি ইতি ভাবঃ)। (১ম—৬৫সূ—৩ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

সেই জ্ঞানদেব অভিমত-ফলের অভিবৃদ্ধির ন্যায় রমণীয়; অর্থাৎ, সেই দেবতার অনুকম্পায় অভিমতফলপ্রাপ্তি-রূপ সুখ উৎপন্ন হয়; আর, সেই দেবতা ধরিত্রীর ন্যায় আশ্রয়-স্থল; অর্থাৎ ধরিত্রী যেমন সকলকে ধারণ করেন—আশ্রয় দেন, জ্ঞান সেইরূপ লোকসমূহকে রক্ষা করিয়া থাকেন; আর, সেই দেবতা পর্ব্বতের ন্যায় ভোজ্যদাতা; অর্থাৎ, পর্ব্বত যেমন লোকসকলকে ভোজদ্রব্য প্রদান করে, তিনিও সেইরূপ মনুষ্যদিগকে সৎকর্ম্ম-রূপ ভোজ্যদানে রক্ষা করেন; অথবা, তিনি পর্ব্বতের ন্যায় সহনশীল অর্থাৎ দৃঢ়; আর, সেই দেবতা উদকবৎ শান্তিবিধায়ক; অর্থাৎ, মরুপ্রান্তরে উদক যেমন শান্তিদান করে পাপদগ্ধ অন্তরে জ্ঞান-দেবতা সেইরূপ সুধাধারা সেচন করেন; আর, সেই দেবতা রিপুগণের সহিত যুদ্ধে ত্বরায় ভগবৎপ্রাপক সৎকর্ম্মের ন্যায়; অর্থাৎ, সংসার-সংগ্রামে সৎকর্ম্ম যেমন লোকসমূহকে ত্রাণ করে, সেইরূপ; আর সেই দেবতা নদীপ্রবাহের ন্যায় নিম্নাভিমুখে প্রবলগতিসম্পন্ন; অর্থাৎ, জ্ঞান-

প্রবাহ যখন প্রবাহিত হয়, তখন অজ্ঞানতা নিমজ্জিত হইয়া যায়—ইহাই ভাবার্থ। এই জ্ঞানদেবতাকে, কোন জন লঙ্ঘন করিতে পারে? অর্থাৎ, জ্ঞানদেবতার সমকক্ষতায় কেহই সমর্থ নহে। (১ম—৬৫সূ—৩ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

রণ্বা রমণীয়ো সর্ব্বেষাং হন্তা। পুষ্টির্ন অভিমতফলানামভিবৃদ্ধিরিব অগ্নিঃ সর্ব্বেষাং রমণীয়ঃ। ঐহিকামুষ্মিকসকলব্যবহারস্যাগ্ন্যাধীনত্বাৎ। যদ্বা পুষ্টিরিব রণ্বা গন্তব্যঃ শব্দনীয়ঃ স্তুত্যো বা। যথা পুষ্টিঃ প্রাপ্যতে তদ্বদগ্নির্যজ্ঞে হবির্ভিঃ প্রাপ্যত ইতি ভাবঃ। পৃথ্বী বিস্তীর্ণা ক্ষিতির্ন ভূমিরিব অগ্নিরপি বিস্তীর্ণঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু জাঠররূপেণাবস্থানাৎ। গিরির্ন পর্ব্বত ইব ভুজ্ম সর্ব্বেষাং ভোজয়িতা। যথা গিরৌ বিদ্যমানং ফলমূলাদিকমাহৃত্য সর্ব্বে ভুঞ্জতে তদ্বদগ্নাবপি পচন্তঃ সর্ব্বে ভুঞ্জতে। যদ্বা অগ্নাবাহুতিং হুত্বা যজমানাঃ স্বর্গফলং ভুঞ্জতে। অথবা গিরির্যথা দুর্ভিক্ষে সর্ব্বান্ প্রাণিনো ভুনক্তি স্বকীয়ফলমূলাদিদানেন পালয়তি। তদ্বদয়মপি পাপাদনুষ্ঠাতৄন্ প্রমুঞ্চতি। তথা চাম্নায়তে। অগ্নির্মা তস্মাদেনসঃ প্রমুঞ্চত্বিতি। শম্ভু সুখকরং ক্ষোদো ন। উদকমিব। যথোদকং সুখং করোতি তদ্বদগ্নিঃ সর্ব্বেষাং সুখকারীত্যর্থঃ। অজ্মন্। সংগ্রামনামৈতৎ। অজ্মনি সংগ্রামেঽত্যো ন সততগমনশীলো জাত্যশ্ব ইব সর্গপ্রতক্তঃ সর্গেণ বিসর্জ্জনেন প্রগমিতঃ। যথা সাদিনা প্রেষিতো জাত্যশ্বো হন্তব্যসমীপ-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'রণ্বা' রমণীয় সকলের হন্তা 'পুষ্টিঃ ন' অভিমতফলসমূহের অভিবৃদ্ধির ন্যায় অগ্নি সকলেরই রমণীয়; ঐহিক আমুষ্মিক সকল ব্যবহারের অগ্নির অধীনত্ব-হেতু। অথবা পুষ্টির ন্যায় 'রণ্বা' অর্থাৎ গন্তব্য শব্দনীয় অথবা স্তুত্য। পুষ্টি যেমন প্রাপ্ত হওয়া যায়, অগ্নি সেইরূপ যজ্ঞে হবিঃসমূহের দ্বারা প্রাপ্ত হন—ইহাই ভাব। 'পৃথ্বী' বিস্তীর্ণা 'ক্ষিতিঃ ন' ভূমির ন্যায় অগ্নিও বিস্তীর্ণ; সকল ভূতে জাঠররূপে অবস্থান-হেতু। 'গিরিঃ ন' পর্ব্বতের ন্যায় 'ভুজ্ম' সকলের ভোজয়িতা; যেমন পর্ব্বতে বিদ্যমান্ ফলমূলাদি আহরণ করিয়া সকলে ভোজন করেন, সেইরূপ অগ্নিও সকলেরই ভোজনীয়; অথবা, অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া যজমান স্বর্গফল উপভোগ করেন; অথবা, পর্ব্বত যেমন দুর্ভিক্ষের সময় সকল প্রাণীকে ভোজন দেয় অর্থাৎ আপনার ফলমূলাদি দানের দ্বারা সকলকে পালন করে, সেইরূপ এই অগ্নিও পাপ হইতে অনুষ্ঠাতৃগণকে মোচন করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে এরূপ আম্নাত আছে,—'অগ্নির্মা তস্মাদেনসঃ প্রমুঞ্চত্বিতি।' 'শম্ভু' সুখকর 'ক্ষোদঃ ন' উদকের ন্যায়; উদক যেমন সুখদান করে, অগ্নি সেইরূপ সকলের সুখকারী হয়েন—ইহাই ভাবার্থ। 'অজ্মন্'। এই পদ সংগ্রাম নাম-বাচক। 'অজ্মনি' অর্থাৎ সংগ্রামে 'অত্যঃ ন' সততগমনশীল অত্যের অর্থাৎ অশ্বের ন্যায় 'সর্গ-প্রতক্তঃ' সর্গের দ্বারা বা বিসর্জ্জনের দ্বারা প্রতিগমনশীল; অশ্বারোহী সৈন্যের দ্বারা প্রেরিত জাতি-অশ্ব যেমন হন্তব্য শত্রুর নিকট শীঘ্র গমন করে, অগ্নিও সেইরূপ-

যাস্তু গচ্ছতি তদ্বদগ্নিরপি স্তোতৃভিঃ প্রেরিতঃ সন্ শত্রূন্ হন্তুং শীঘ্রং গচ্ছতীতি ভাবঃ। অপি চ সিন্ধুর্ন ক্ষোদঃ। স্যন্দনশীলমুদকমিবায়মপি শীঘ্রগামী। যথা নিম্নপ্রদেশাভিমুখো জলপ্রবাহো দুর্নিবারঃ। তদ্বদ্দগ্ধব্যাভিমুখোঽগ্নিরপীত্যর্থঃ। অতো যস্মাদেবং তস্মাদীমেনমগ্নিং কো বরাতে। কো বারয়েৎ। ন কোঽপি বারয়িতুং শক্নোতীত্যর্থঃ॥

রথ্যা। রবিগত্যর্থঃ। রথ্যাতে প্রাপ্যত ইতি রথঃ। কৃত্যল্যুটো বহুলমিতি বহুলবচনাৎ কর্ম্মণি পচাদ্যচ্। ভুজ্ম। ভুজ পালনাভ্যবহারয়োঃ। ইষিযুধীন্ধীতি বিধীয়মানো মক্। বহুলবচনাদস্মাদপি ভবতি। সুপাং সুলুগিতি সোর্লুক্। অজ্মন্। অজ গতিক্ষেপণয়োঃ। মনিন্নি বলাদাবার্দ্ধধাতুকে বিকল্পয়িষ্যত ইতি বচনাৎ বীভাবাভাবঃ সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা লুক্। সর্গপ্রতক্তঃ। সৃজ বিসর্গে ইত্যস্মাদ্ঘঞন্তঃ। সর্গশব্দ আদ্যুদাত্তঃ। তকু গতৌ। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ নিষ্ঠায়াং যস্য বিভাষেতীট্প্রতিষেধঃ। অনিদিতামিতি নলোপঃ। সর্গেণ প্রতক্তঃ। তৃতীয়া কর্ম্মণীতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। বরাতে। বৃঞ্ বরণে। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ লেটি লেটোঽডাটাবিত্যাডাগমঃ। ব্যত্যয়েন শপ্। বৈতোঽন্যত্রেত্যৈত্বস্য বিকল্পিতত্বাদভাবঃ॥ (১ম—৬৪সূ—৩ঋ)।

* * *

ভাবে স্তোতৃগণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া শত্রুগণকে হননার্থক শীঘ্র গমন করেন—ইহাই ভাব। অপি চ 'সিন্ধুঃ ন ক্ষোদঃ' স্যন্দনশীল উদকের ন্যায় এই অগ্নিও শীঘ্রগামী; নিম্ন প্রদেশাভিমুখ জলপ্রবাহ যেমন দুর্নিবার' সেইরূপ অগ্নিও দগ্ধব্য সামগ্রীর অভিমুখ হয়েন। অতএব, যেহেতু এইরূপ (শক্তিসম্পন্ন) সেই জন্য, 'ঈং' এই অগ্নিকে 'কঃ বরাতে' কে বাধা দিতে পারে; অর্থাৎ কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে পারে না—ইহাই তাৎপর্য্য।

রথ্যা। গত্যর্থক রবি ধাতু। গমন করে—প্রাপ্ত হয়—এই অর্থে 'রথঃ' পদ। 'কৃত্যল্যুটো বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে বহুল-বচন-হেতু কর্ম্মণি-বাচ্যে পচাদি অচ্। ভুজ্ম। ভুজ ধাতু পালন ও অভ্যবহার অর্থ-প্রকাশক। 'ইষিযুধীন্ধি' ইত্যাদি সূত্রে বিধীয়মান মক্-প্রত্যয়। বহুল-বচন-হেতু এরূপ হয়। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে সির লোপ। অজ্মন্। অজ ধাতু গতি ও ক্ষেপণার্থক। 'মনিন্নিবলাদৌ' প্রভৃতিতে 'আর্দ্ধধাতুকে বিকল্পয়িষ্যতঃ' ইত্যাদি বচন-হেতু বিভাবের অভাব। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে সপ্তমীর লোপ। সর্গপ্রতক্তঃ। সৃজ ধাতু বিসর্গ বুঝায়। তজ্জন্য ঘঞন্ত সর্গ শব্দ আদ্যুদাত্ত। তাহাতে গমনকারী—এই অর্থে অন্তর্ভাবিত ণ্যর্থ-হেতু নিষ্ঠায়, 'যস্য বিভাষা' ইত্যাদি সূত্রে, ইটের প্রতিষেধ। 'অনিদিতাং' ইত্যাদি নিয়মে নকারের লোপ। স্বর্গের প্রতক্ত 'তৃতীয়াসু কর্ম্মণি' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। বরাতে। বরণার্থক বৃঞ্ ধাতু অন্তর্ভাবিত ণ্যর্থ-হেতু লেটে 'লেটোডাটৌ' ইত্যাদি সূত্রে অটের আগম। ব্যত্যয়ের দ্বারা শপ্। 'বৈতোঽন্যত্র' ইত্যাদি সূত্রে এত্বের বিকল্পিতত্ব-হেতু তাহার অভাব। (১ম—৬৫সূ—৩ঋ)॥

* * *

তৃতীয় (৭৬৫) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রায়শঃ ভাষ্যের মত অনুসৃত হইয়াছে। অগ্নিদেব কি প্রকার? তাঁহার স্বরূপ-শক্তির বিষয়ই এই ঋকে প্রখ্যাত দেখি। তদ্দ্বারা তাঁহাকে মানুষ বলিয়াও মনে হইতে পারে না, আবার জ্বলন্ত অগ্নি বলিয়াও ধারণা করা যায় না। এ সকলেরই অতীত সামগ্রী এখনকার লক্ষ্যস্থল।

মন্ত্রে কয়েকটী উপমার দ্বারা অগ্নিদেবতার স্বরূপ-শক্তি প্রকাশ করা হইয়াছে। তিনি কেমন? না—'পুষ্টিঃ ন রণ্বা'। অর্থাৎ, পুষ্টি যেমন রমণীয়, তিনিও সেইরূপ রমণীয়। 'পুষ্টিঃ' বলিতে কি ভাব প্রকাশ পায়? ভাষ্যের প্রতিবাক্যে—'অভিমতফলানাং অভিবৃদ্ধিঃ'। আমাদিগের আশানুরূপ শুভফল আমরা যখন লাভ করি, তখন আমাদিগের যে আনন্দ হয়; আশানুরূপ ফলপ্রাপ্তিতে যে রমণীয়তা উপলক্ষিত হয়; অগ্নিদেবের অনুকম্পায় সেই রমণীয়তা বা সেই আনন্দ অধিগত হইয়া থাকে। জ্ঞানদেবতার পক্ষেই যে এই ভাব সর্ব্বথা সুপ্রযুক্ত হয়, তাহা স্বতঃই বোধগম্য হইতে পারে। এই অগ্নিদেবের দ্বিতীয় পরিচয়—'ক্ষিতিঃ ন পৃথ্বী'। এখানে ভাষ্যকার 'ক্ষিতিঃ' পদে বিস্তীর্ণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা এখানে 'আশ্রয়' বা 'নিবাস' অর্থ গ্রহণ করি। 'পৃথিবীর ন্যায় বিস্তৃত' বলিলেও অগ্নিদেবের মাহাত্ম্য প্রকাশ পায় বটে; কিন্তু 'ধরিত্রীর ন্যায় আশ্রয়-স্থল' অর্থ গ্রহণ করিলেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাব-সঙ্গতি রক্ষিত হয়। প্রথমতঃ 'ক্ষিতিঃ ন পৃথ্বী' উপমায় অগ্নিদেবকে আর মনুষ্যপ্রকৃতি-বিশিষ্ট বলিয়া মনে করিতে পারা গেল না। জ্বলন্ত অগ্নি বলিয়াও এ পক্ষে সিদ্ধান্ত আসে না। কিন্তু অগ্নিকে জ্ঞানদেবতা বলিয়া মনে করিলে, ভাষ্যের অর্থেও সঙ্গতি থাকে; আবার আমাদিগের অর্থেও সে ভাবের পরিস্ফুটনা আসে। জ্ঞান 'পৃথিবীর ন্যায় বিস্তৃত' বলিলেও জ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশ পায়, আবার 'ধরিত্রীর ন্যায় জ্ঞানই লোকসমূহকে ধারণ করিয়া আছেন বা রক্ষা করিতেছেন'।—এ ভাবও বেশ সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তৃতীয় উপমা—'গিরিঃ ন ভুজ্ম'। এখানে ভাষ্যের ভাবেও সঙ্গত অর্থ

আসে; আবার আমরাও যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতেও সঙ্গতি থাকে। পর্ব্বত যেমন মনুষ্যগণকে বিবিধরূপ ভোজ্য প্রদান করিয়া পরিপোষণ করে; সেইরূপ জ্ঞানও সৎকর্ম্ম-রূপ ভোজ্য প্রদান করিয়া মানুষকে পরিপুষ্ট করিয়া থাকে। জ্ঞানদেবতার আবির্ভাব না হইলে সৎকর্ম্মসাধনে মানুষের প্রবৃত্তি আসিত না। তাহাই ভোজ্য-প্রদান। পক্ষান্তরে, পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ়তা—জ্ঞানীর বা জ্ঞানসম্পন্নের অবশ্যম্ভাবী। যিনি জ্ঞানদেবের কৃপা লাভ করিয়াছেন, তিনি স্বতঃই পাপদমনে সৎকর্ম্ম-সাধনে দৃঢ় হইয়া আছেন। এই দুই ভাব 'গিরিঃ ন ভুজ্ম' উপমায় প্রাপ্ত হই। চতুর্থ উপমা—'ক্ষোদঃ ন শম্ভু'। সেই অগ্নিদেবতা জলের ন্যায় শান্তিবিধায়ক। তৃষ্ণার্ত্ত যখন পানীয়ের জন্য ব্যাকুল হয়, তখন তাহার নিকট স্নিগ্ধবারি যেমন শান্তিপ্রদ; উত্তপ্তবালুকাপূর্ণ মরুভূমির মধ্যে স্নিগ্ধবারি যেমন প্রাণারাম আনন্দ প্রদান করে; ইহসংসারে পাপের জ্বালায় দহ্যমান্ মানুষ সেইরূপ জ্ঞানবারি প্রাপ্ত হইলে স্নিগ্ধতা লাভ করে। এ উপমাও জ্ঞানদেবের মাহাত্ম্য-প্রকাশক। পঞ্চম উপমা-মূলে—"অজ্মন্ সর্গপ্রতক্তঃ অত্যঃ ন" পদ-কয়েকটী দেখিতে পাই। এখানে 'অত্যঃ' পদে সাধারণতঃ ঘোটক অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। তদনুসারে ঘোটক যেমন গতিশীল অগ্নিও সেইরূপ গতিপরায়ণ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।* 'অজ্মন্' পদ 'অজ্মনি' বা সংগ্রামে অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু সে কোথাকার কোন্ সংগ্রাম? আমরা মনে করি, 'অজ্মন্' পদে রিপুগণের সহিত সংগ্রামকে বুঝায়। 'সর্গপ্রতক্তঃ অত্যঃ ন' উপমায়, ত্বরায় ভগবৎ-প্রাপক কর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য আসে। 'অত্যঃ ন' উপমার বিষয় বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। এখানে পুনরালোচনা বাহুল্য মাত্র। অবশিষ্ট ষষ্ঠ উপমা—'সিন্ধুঃ ন ক্ষোদঃ'। এখানেও ভাষ্যানুসরণেই আমরা বলিতে পারি,—নদীপ্রবাহ যেমন নিম্নভূমিকে প্লাবিত করে, জ্ঞানদেবতাও

---

* পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ এ ক্ষেত্রে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার প্রসঙ্গ আনিয়াছেন। মন্ত্রটীর ইংরাজী অনুবাদ দেখুন। তাহাতেই বুঝিতে পারিবেন। যথা,—

"Like good fortune, like a broad abode, like the fertile hill, like the refreshing stream, like a racer urged forward in the race, like the rapids of Sindhu—who can hold him back?"

সেইরূপ অজ্ঞানতা-রূপ নিম্নভূমিকে প্লাবিত করিয়া থাকেন। জ্ঞানের প্রস্রবণ প্রবাহিত হইলে, অজ্ঞানতা নিম্নতলে নিমজ্জিত হয়। এই ভাবই এখানে প্রকাশমান্।

উপসংহারে বলা হইয়াছে,—"ঈং কঃ বরাতে"; অর্থাৎ, কে তাঁহাকে লঙ্ঘন করিতে পারে? জ্ঞানের প্রতিষ্ঠাকে কেহই যে লঙ্ঘন করিতে পারে না, জ্ঞান যে সর্ব্বত্র জয়শ্রীসম্পন্ন, এই ভাবার্থ ই এখানে প্রকাশমান্। (১ম—৬৫সূ—৩ঋ)॥

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চষষ্টিতমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্)।

জামিঃ সিন্ধূনাং ভ্রাতেব স্বস্রামিভ্যান্ন

রাজা বনান্যত্তি।

যদ্বাতজূতো বনা ব্যস্থাদগ্নির্হ দাতি

রোমা পৃথিব্যাঃ॥ ৪॥

পদ-বিশ্লেষণং।

জামিঃ। সিন্ধূনাং। ভ্রাতাঽইব। স্বস্রাং। ইভ্যান্। ন॥

রাজা। বনানি। অত্তি।

যৎ। বাতঽজূতঃ। বনা। বি। অস্থাৎ। অগ্নিঃ। হ। দাতি॥

রোম। পৃথিব্যাঃ॥ ৪॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নিঃ' (স জ্ঞানদেবঃ) 'সিন্ধূনাং' (শুদ্ধসত্ত্বানাং) 'যামিঃ' (বন্ধুঃ, রক্ষকঃ) অনাতিশেষঃ; স দেবঃ 'ভ্রাতা ইব স্বস্রাং' (ভগ্নীং প্রতি ভ্রাতৃবৎ স্নেহপরায়ণঃ, ভ্রাতা যথা ভগ্নীং পোষয়তি জ্ঞানদেবঃ তথা লোকান্ পালয়তি ইতি ভাবঃ); স দেবঃ 'ইভ্যান্ ন রাজা' (শত্রূণ্ প্রতি রাজা ইব খড়্গহস্তঃ, রাজা যথা শত্রূন নাশয়তি জ্ঞানদেবঃ তদ্বৎ রিপুনাশক ইতি ভাবঃ); স দেবঃ 'বনানি' (হৃদরণ্যস্থিতান রিপুরূপবৃক্ষাদীন্) 'অত্তি' (ভক্ষয়তি, ধ্বংসয়তি); 'যৎ' (যদা) স দেবঃ 'বাতজূতঃ' (শক্তিসমন্বিতঃ সন্, সদ্বৃত্তিভিঃ সহ মিলিতঃ সন্) 'বনা' (বনানি, হৃদরণ্যস্থিতান্ রিপুরূপবৃক্ষাদীন্) 'ব্যস্থাৎ' (দগ্ধুং প্রবর্ত্ততে, বিনশ্যতি), তদা স 'পৃথিব্যাঃ' (ভূমেঃ সম্বন্ধান উৎপন্নান্ বা, ইহলোকাৎ পাপসম্বন্ধাৎ জাতান্ ইতি ভাবঃ) 'রোম' (রোমাণি, অসদ্বৃত্তেরঙ্কুরাণ্) 'হ' (অবিলম্বেন) 'দাতি' (ছিনত্তি)। জ্ঞানং হি শুদ্ধসত্ত্বস্য পোষকং তথা অসত্যস্য নাশকং—ইতি ভাবঃ। (১ম—৬৫সূ—৪ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সেই জ্ঞানদেবতা শুদ্ধসত্ত্বসমূহের বন্ধু, অর্থাৎ রক্ষক হয়েন; সেই দেবতা ভগ্নীর প্রতি ভ্রাতার ন্যায় স্নেহপরায়ণ; অর্থাৎ, ভ্রাতা যেমন ভগ্নীকে পোষণ করেন, জ্ঞানদেবতা সেইরূপ লোকসমূহকে পালন করিয়া থাকেন; সেই দেবতা শত্রুর প্রতি রাজার ন্যায় খড়্গহস্ত; অর্থাৎ, রাজা যেমন শত্রুগণকে নাশ করেন, জ্ঞানদেবতা সেইরূপ রিপুনাশক; সেই দেবতা হৃদরণ্যাস্থিত রিপু-রূপ বৃক্ষাদিকে ভক্ষণ করেন, অর্থাৎ ধ্বংস করেন; যখন সেই দেবতা শক্তিসমন্বিত হইয়া অর্থাৎ সদ্বৃত্তিসমূহের সহিত মিলিত হইয়া হৃদরণ্যাস্থিত রিপু-রূপ বৃক্ষাদিকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন তিনি পৃথিবীর সম্বন্ধীয় (পাপসম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন) অসদ্বৃত্তির অঙ্কুরসমূহকে ত্বরায় ছেদন করেন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানই শুদ্ধসত্ত্বের পোষক এবং অসত্যের নাশক।)॥ (১ম—৬৫সূ—৪ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

সিন্ধূনাং স্যন্দনশীলানামপাময়মগ্নির্জামির্বন্ধুঃ। তাসামুৎপাদকত্বাৎ। তথা চাম্নাতং। অগ্নেরাপ ইতি। যদ্বা দেবেভ্যঃ পলায়িতেঽপ্সু বর্ত্তমানঃ সন্ তাসামপাং বন্ধুর্বভূবেত্যর্থঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'সিন্ধূনাং' স্যন্দনশীল জলসমূহের এই 'অগ্নিঃ' অগ্নি 'জামিঃ' বন্ধু। তাহাদিগের উৎপাদক-হেতু। এ বিষয়ে এইরূপ আম্নাত আছে,—'অগ্নেরাপ ইতি।' অথবা, দেবগণ হইতে পলায়িত হইয়া জলের মধ্যে বর্ত্তমান হওয়ায় সেই জলসমূহের বন্ধু হইয়া-

তত্র দৃষ্টান্তঃ। স্বস্রাং স্বসৄণাং ভ্রাতেব। যথা ভ্রাতাতিশয়েন হিতকরো ভবতি তদ্বৎ। তাদৃশোঽগ্নির্বনানি মহান্ত্যরণ্যানি অত্তি ভক্ষয়তি। দহতীত্যর্থঃ। তত্র নিদর্শনং। রাজেভ্যান্। ভিয়ং যন্তীতি নৈরুক্তব্যুৎপত্তেরিভ্যাঃ শত্রবঃ। তান্ যথা সমূলং ছিনত্তি তদ্বৎ। যদ্বা ইভ্যা ধনিনঃ। তান্ যথা ধনমপহরণ্ রাজা হিনস্তি তদ্বদিত্যর্থঃ। অপি চ। যদ্যদা বাতজূতো বাতেন প্রেরিতঃ সন্ বনা বনান্যরণ্যানি ব্যস্থাৎ। উক্তপ্রকারেণ বিবিধমাতিষ্ঠতি। দগ্ধুং প্রবর্ত্ততে। তদানীমগ্নির্হ অগ্নিরেব পৃথিব্যা ভূমেঃ সম্বন্ধীনি রোমৌষধিরূপাণি রোমাণি দাতি। ছিনত্তি। ভূম্যামোষধিবনস্পতিজাতং যদস্তি তৎসর্বং দহতীতি ভাব॥

স্বস্রাং। আমো নুড্ ভাবশ্ছান্দসঃ। অস্থাৎ। লুঙি গাতিস্থেতি সিচো লুক্। দাতি। দাপ্ লবনে। অদাদিত্বচ্ছপো লুক্॥ (১ম—৬৫সূ—৪ঋ)॥

* * *

চতুর্থ (৭৬৬) ঋকের বিশদার্থ।

——:০:——

এই মন্ত্রের মুখ্য লক্ষ্য-সম্বন্ধে ভাষ্যের ও প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের মতান্তর ঘটিয়াছে। তাঁহাদিগের লক্ষ্য—জ্বলন্ত অগ্নির প্রতি; আমাদিগের লক্ষ্য—জ্ঞানদেবতার প্রতি। সেই লক্ষ্য অনুসারেই ভাব-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। এ স্থলে আমরা এই ঋক্‌টির একটী ইংরাজী ও একটী বাঙ্গালা অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি; তদ্দ্বারা আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের ভাবও পরিস্ফুট হইয়া আসিবে।

ছিলেন। সে বিষয়ে দৃষ্টান্ত,—'স্বস্রাং' ভগ্নীগণের 'ভ্রাতেব' ভ্রাতা যেমন অতিশয় হিতকারী হয়েন, তদ্বৎ। তাদৃশ অগ্নি 'বনানি' মহান্ অরণ্যসমূহকে 'অত্তি' ভক্ষণ করেন অর্থাৎ দহন করেন। তদ্বিষয়ে নিদর্শন,—'রাজা ইভ্যান্ ন'; ভয় প্রদর্শন করে—নৈরুক্তগণের এবম্বিধ ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'ইভ্যাঃ' পদে শত্রুগণকে বুঝায়; তাহাদিগকে সমূলে বিনাশ করে তদ্বৎ; অথবা 'ইভ্যাঃ' পদে ধনিগণকে বুঝায়; তাঁহাদিগের ধন অপহরণ পূর্ব্বক রাজা যেমন তাঁহাদিগের প্রতি হিংসা করেন তদ্বৎ—ইহাই ভাব। অপিচ যৎ' যখন 'বাতজূতঃ' বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া 'বনা' বনসমূহ 'ব্যস্থাৎ' উক্ত প্রকারে বিশেষভাবে অবস্থিতি করে—দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন 'অগ্নিঃ হ' অগ্নিদেব 'পৃথিব্যাঃ' ভূমি-সম্বন্ধীয় 'রোমা' ওষধিরূপ রোমসমূহ দাতি' ছেদন করেন। ভূমিতে ওষধি ও বনস্পতিসমূহ যাহা আছে, তাহার সকলই (অগ্নি) দহন করেন।

স্বস্রাং। 'আমঃ' এই সূত্রে ছান্দসে লুটের অভাব। অস্থাৎ। লুঙে 'গাতিস্থ' ইত্যাদি সূত্রে সিচের লোপ। দাতি। দাপ্ ধাতু লবন (ছেদন) অর্থমূলক। অদাদিত্ব-হেতু শপের লোপ। (১ম—৬৫—৪ঋ)॥

* * *

অগ্নি যে নদীসমূহের কুটুম্ব, আবার তিনি যে বনসমূহকে ভক্ষণ করেন,—এইরূপ বিপরীত নানা ভাব ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশমান্। যথা,—

1. "(He is) the kinsman of the rivers, as a brother of his sisters He eats the forests as a king (eats, i.e., takes the wealth of) the rich.

When he has spread through the forests, driven by the wind, Agni shears he hair of the earth."

(২) "ভ্রাতা যেরূপ ভগ্নীর হিতকর সেইরূপ অগ্নি সিন্ধুর (হিতকর) বন্ধু; রাজা যেরূপ শত্রুকে নাশ করে, সেইরূপ অগ্নি বন ভক্ষণ করেন; বায়ুচালিত হইয়া অগ্নি যখন বন দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন ভূমির সমস্ত (তৃণস্বরূপ) লোম ছেদন করেন।"

যদি 'অগ্নি' শব্দে পরমাত্মার প্রতি লক্ষ্য থাকিত, অথবা যে অগ্নি প্রাণ-রূপে উত্তাপ রূপে সকল পদার্থে বিদ্যমান আছে—তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিত তাহা হইলে কোনই কথা ছিল না। কিন্তু সকল অর্থেই সকল প্রকার ব্যাখ্যাতেই জ্বলন্ত অগ্নির প্রতি লক্ষ। অপিচ, রূপকের সংশ্রবও কেহই পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। মূলে আছে—"পৃথিব্যাঃ রোমা'। উহার শব্দগত অর্থ—পৃথিবীর রোমসমূহ। তাহা হইতে ওষধি প্রভৃতিকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এ পক্ষেও যেমন রূপক ভাঙ্গিয়া অর্থ করিতে হইয়াছে; আমরাও সেইরূপ পৃথিবী-সম্বন্ধীয় অথবা পৃথিবী হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ ইহলোকের পাপসঞ্জাত অপকর্ম্ম প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়াছি। অসদ্বৃত্তির অঙ্কুরসমূহের প্রতি 'রোমা' পদের লক্ষ্য মনে করিতে পারি। 'পৃথিব্যাঃ' পদে ভূমির সম্বন্ধীয় অথবা ভূমি হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ ইহলোকের পাপসম্বন্ধ হইতে জাত অসদ্বৃত্তির অঙ্কুর-সমূহকে বুঝাইতে পারে। 'পৃথিব্যাঃ রোমা' বলিতে যেমন তৃণাঙ্কুরাদি অর্থ গৃহীত হয়, তেমনই ইহলোকের পাপসম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন অসদ্বৃত্তির অঙ্কুর অর্থও প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা এখানে সেই ভাবই গ্রহণ করিলাম। যেমন মন্ত্রের শেষাংশ-সম্বন্ধে, তেমনই উহার প্রথমাংশের বিষয়েও আমাদিগের সিদ্ধান্তেরই যৌক্তিকতা পাওয়া যায়। অগ্নিকে সিন্ধুর বন্ধু বলা হইয়াছে। তাহাই বা কি? রূপক স্বীকার না করিলে বা অতিদূর অন্বয়ে অর্থ অধ্যাহার করিতে না পারিলে, ভাব সম্পূর্ণ অস্ফুট থাকিয়া যায়। অগ্নি আবার সিন্ধুর বন্ধু কি প্রকারে?

বিদ্যুতাগ্নিকে বারিবর্ষণের কারণ বলিয়া যাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদিগের মনে সেই একটা ভাব আসিতে পারে। কিন্তু আমরা অগ্নি এবং সিন্ধু প্রভৃতি শব্দে পূর্ব্বাপর যে অর্থ যে ভাব গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, তাহাতে সর্ব্বথা সঙ্গতি থাকে। হৃদয়ে যে শুদ্ধসত্ত্বের প্রবাহ প্রবাহিত হয়, হৃদয়ে যে শুদ্ধসত্ত্বভাব সংরক্ষিত হইয়া থাকে, জ্ঞানই তাহার প্রধান কারণ। মানুষ যখন জ্ঞানের অধিকারী হয়, তখনই তাহার হৃদয় শুদ্ধসত্ত্বে পরিপূর্ণ থাকে। তাই অগ্নিকে সিন্ধুর বন্ধু বলা হইয়াছে। বন্ধুই রক্ষক। সেই ভাবই এখানে প্রকাশমান্।

এখন, 'ভ্রাতা ইব স্বস্রাং' এবং 'ইভ্যান্ ন রাজা' এই উপমাদ্বয়ের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া দেখুন। ভ্রাতা ও ভগ্নী যেমন একই ক্ষেত্রে উৎপন্ন, জ্ঞান এবং শুদ্ধসত্ত্ব তদ্রূপ একই আকরে সংবর্দ্ধিত। আবার, রাজা যেমন শত্রুর নাশকারী, জ্ঞানও সেইরূপ রিপুর নাশকারী। এই দুই ভাব এই উপমার মধ্যে প্রকটিত রহিয়াছে। তিনি বনসমূহকে ভক্ষণ করেন,— তাহার লক্ষ্য বহুত্র খ্যাপন করিয়া আসিয়াছি। হৃদয়-রূপ অরণ্যে রিপু-রূপ বন বিদ্যমান্। জ্ঞানের উন্মেষ হইলে, সে বন নাশপ্রাপ্ত হয়। 'বনানি অত্তি' পদদ্বয় সেই ভাব প্রকাশ করিতেছে। এইরূপ 'যৎ বাতজূতঃ বনা ব্যস্থাৎ' পদ-কয়েকটীতে একটী উপমার ভাব প্রাপ্ত হই। বাতসহ-যুত হইলে অগ্নি যেমন বনসমূহকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ সদ্বৃত্তির সহিত মিলিত সুতরাং শক্তিসমন্বিত হইলে, জ্ঞানদেবতা আমাদিগের হৃদয়-রূপ অরণ্যে অবস্থিত রিপু-রূপ বৃক্ষাদিকে উৎপাটন করিতে সমর্থ হন। আর সেই সময়ই অসদ্বৃত্তি একেবারে নাশপ্রাপ্ত হয়। যাহা হউক, এই মন্ত্রটী হইতে অগ্নিদেবকে মনুষ্যপ্রকৃতিসম্পন্ন বলিয়া প্রায়ই প্রতিপন্ন করা যায় না। এতদ্দ্বারা বিভিন্নরূপে অবস্থিত জ্বলন্ত অগ্নির প্রতি লক্ষ্য করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে সর্ব্বথা অর্থসঙ্গতি রক্ষা করা যায় না; পরন্তু জ্ঞান-পক্ষেই মন্ত্রের প্রয়োগ-সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। ফলতঃ, জ্ঞানদেবতা যে কিরূপ শক্তিসম্পন্ন, তদ্দ্বারা আমরা যে কীদৃশ সুখ লাভ করিতে পারি,—এই মন্ত্রাংশে সেই ভাব প্রকাশমান্ রহিয়াছে দেখিতে পাই॥ (১ম—৬৫সূ—৪ঋ)॥

— • —

পঞ্চমী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । পঞ্চষষ্টিতমং সূক্তং । পঞ্চমী ঋক্ ।)

শ্বসিত্যপ্সু হংসো ন সীদন্ ক্রত্বা

চেতিষ্ঠো বিশামুষর্ভুৎ ।

সোমো ন বেধা ঋতপ্রজাতঃ পশুর্ন

শিশ্বা বিভুর্দূরেভাঃ ॥ ৫ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং ।

শ্বসিতি । অপ্‌ৎসু । হংসঃ । ন । সীদন্ । ক্রত্বা ।

চেতিষ্ঠঃ । বিশাং । উষঃৎভুৎ ।

সোম । ন । বেধাঃ । ঋতৎপ্রজাতঃ । পশুঃ । ন ।

শিশ্বা । বিৎভুঃ । দূরেৎভাঃ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ।

স জ্ঞানদেবঃ 'অপ্সু' (শুদ্ধসত্ত্বেষু) 'শ্বসিতি' (প্রাণিতি, প্রাণরূপেণ বিদ্যতে); স দেবঃ 'হংসঃ ন সীদন্' (উদকমধ্যে উপবিশন্ হংস ইব, হংসঃ যথা উদকমধ্যে প্রাণসম্পন্নঃ প্রকাশিতঃ বা তিষ্ঠতি জ্ঞানদেবঃ তদ্বৎ সত্ত্বভাবমধ্যে প্রকটিতঃ ভবতি); স

ঋক্—৪১৯ (১১১ সং)

দেবঃ 'ক্রত্বা' (ক্রতুনা, 'সত্যেন সৎকর্ম্মণা বা) 'বিশাং' (প্রজানাং, লোকানাং) 'চেতিষ্ঠঃ' (অতিশয়েন চেতয়িতা জ্ঞানপ্রদাতা বা ভবতি ইতি শেষঃ; স দেবঃ 'উষর্ভুৎ' (উষোবৎ প্রবুদ্ধকারী, উষসি উদয়েন সহ যথা প্রাণিনঃ জাগ্রতি জ্ঞানদেবঃ তথা অজ্ঞানান্ধকারাৎ লোকান্ তারয়তি); স দেবঃ 'সোমঃ ন বেধাঃ' (শুদ্ধসত্বং ইব অদৃষ্টবিধায়কং শুভফলপ্রদায়কং বা, শুদ্ধসত্বং সৎকর্ম্ম বা যথা শুভফলং দদাতি জ্ঞানং তথা মোক্ষাদিবিধায়কং ইতি ভাবঃ); স দেবঃ 'ঋতপ্রজাতঃ' (সত্যেন সৎকর্ম্মণা বা উৎপন্নঃ); স দেবঃ 'পশুঃ ন শিশ্বা' (সূক্ষ্মদর্শনবৎ পীড়নবৎ বা বেধকঃ সংশোধকঃ বা); স 'বিভুঃ' (বিধাতা) 'দূরেভাঃ' (দূরদর্শী, যদ্বা—অতিদূরে অজ্ঞানান্ধকারেঽপি দীপ্তিবিচ্ছুরণসমর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—শুদ্ধসত্বেন সহ জ্ঞানস্য সম্বন্ধোঽবিচ্ছিন্নঃ; শুদ্ধসত্বং জ্ঞানঞ্চ ওতঃপ্রোতোভাবেন অধিতিষ্ঠতি; তদুভয়োরেব সংযোগেন লোকানাং পরিত্রাণস্য পন্থাঃ সুগমো ভবতি। (১ম—৬৬সূ—৫ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সেই জ্ঞানদেবতা শুদ্ধসত্ত্বসমূহের মধ্যে প্রাণরূপে বিদ্যমান আছেন। সেই দেবতা উদক-মধ্যে উপবিষ্ট হংসের ন্যায়; অর্থাৎ, হংস যেমন উদক-মধ্যে প্রাণসম্পন্ন বা প্রকাশিত থাকে, জ্ঞানদেবতা সেইরূপ সত্ত্বভাব মধ্যে প্রকটিত আছেন। সেই দেবতা সত্যের বা সৎকর্ম্মের দ্বারা লোকসমূহের চেতয়িতা বা জ্ঞানপ্রদাতা হয়েন। সেই দেবতা উষার ন্যায় প্রবুদ্ধকারী; অর্থাৎ উষার উদয়ের সহিত প্রাণিগণ যেমন জাগরিত হয়, জ্ঞানদেবতা সেইরূপ অজ্ঞানান্ধকার হইতে মনুষ্যগণকে পরিত্রাণ করেন। সেই দেবতা শুদ্ধসত্ত্বের ন্যায় অদৃষ্টবিধায়ক বা শুভফলপ্রদায়ক; অর্থাৎ, শুদ্ধসত্ত্ব বা সৎকর্ম্ম যেমন শুভফল প্রদান করে, জ্ঞান সেইরূপ মোক্ষাদির বিধান করিয়া থাকেন। সেই দেবতা সত্যের বা সৎকর্ম্মের দ্বারা উৎপন্ন। সেই দেবতা সূক্ষ্মদর্শনের ন্যায় অথবা পীড়নের ন্যায় বেধক বা সংশোধক। তিনি বিধাতা, দূরদর্শী অর্থাৎ অতিদূরের অজ্ঞানান্ধকারেও দীপ্তিবিচ্ছুরণসমর্থ। (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের সহিত জ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ; শুদ্ধসত্ত্ব ও জ্ঞান ওতঃপ্রোতঃভাবে অবস্থিত; তদুভয়ের একত্র সংযোগে মনুষ্যগণের পরিত্রাণের পথ সুগম হইয়া আসে।)॥ (১ম—৬৫সূ—৫ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়মগ্নির্দেবেভ্যঃ পলায়িতঃ সন্ অপ্সূদকেষু শ্বসিতি। প্রাণিতি। নিগূঢ়ো বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। হংসো ন সীদন্। উদকমধ্য উপবিশন্ হংস ইব। কীদৃশোঽগ্নিঃ। ক্রত্বা ক্রতুনা জ্ঞানহেতুনা আত্মীয়েন প্রকাশেন বিশাং প্রজানাং চেকিত্বঃ। অতিশয়েন চেতয়িতা জ্ঞাপয়িতা। রাত্রৌ হি সর্ব্বে জনা অন্ধকারাবৃতং সর্ব্বমগ্নেঃ প্রকাশাজ্জানন্তি। উষর্ভুৎ। উষস্যুষঃকালেঽগ্নিহোত্রাদৌ প্রবুদ্ধঃ। সোমো ন বেধাঃ। সোম ইব বিধাতা স্রষ্টা। সোমো যথা সকলমোষধিরূপং ভোগ্যজাতং সৃজতি। সোমো বা ওষধীনাং রাজেতি শ্রুতেঃ। তথা সকলং ভোক্তৃজাতং সৃজতি। অগ্নেরেব ভোক্তৃরূপেণাবস্থানাৎ। তথা চ তৈত্তিরীয়কং। অগ্নিরন্নাদোঽন্নপতিরিতি। বাজসনেয়কেঽপি ভোক্তৃভোগ্যয়োরগ্নীষোমাত্মকত্বমাম্নাতং। এতাবদ্বা ইদমন্নং চৈবান্নাদশ্চ সোম এবান্নমগ্নিরন্নাদ ইতি। ঋতপ্রজাতঃ। ঋতমিত্যুদকনাম। ঋতাদুদকাৎ প্রাদুর্ভূতঃ। পশুর্ন শিশ্বা। উদকমধ্যে বর্ত্তমানোঽগ্নিঃ শয়ানঃ পশুরিব তনূকৃতঃ সঙ্কুচিতগাত্রোঽভূৎ। ততঃ প্রাদুর্ভূতঃ সন্ বিভুঃ প্রভূতঃ সম্পন্নঃ। যদ্বা শিশ্বা শিশুনা গর্ভস্থেন বৎসেন সহিতা গৌরিব বিভুঃ প্রভূতাবয়বো জাত ইত্যর্থঃ। দূরেভাঃ। দূরে বিপ্রকৃষ্টদেশেঽপি ভাঃ প্রকাশো যস্য স তথোক্তঃ। এবম্ভূতোঽগ্নিরপ্সু শ্বসিতীতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই অগ্নি দেবগণ হইতে পলায়ন করিয়া, 'অপ্সু' উদকসমূহের মধ্যে 'শ্বসিতি' প্রাণ-ধারণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ নিগূঢ় ভাবে বিদ্যমান্ ছিলেন; তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত,—'হংস ন সীদন্' উদক মধ্যে উপবিষ্ট হংসের ন্যায়। কীদৃশ অগ্নি? 'ক্রত্বা' ক্রতুর দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞান-হেতু আপনাকে প্রকাশ দ্বারা 'বিশাং' প্রজাসমূহের 'চেকিত্বঃ' অতিশয়রূপে চেতন-দাতা বা জ্ঞাপয়িতা। রাত্রিকালে সকল লোক অন্ধকারাবৃত সকলকে (সর্ব্ব দ্রব্যকে) অগ্নির প্রকাশে জানিতে পারে। 'উষর্ভুৎ' উষাকালে অগ্নিহোত্রাদিতে প্রবুদ্ধ 'সোমো ন বেধাঃ' সোমের ন্যায় বিধাতা বা সৃষ্টিকর্ত্তা; সোম যেমন সকল ওষধিরূপ ভোগ্যজাতকে সৃষ্টি করেন (শ্রুতি আছে—'সোমো বা ওষধীনাং রাজেতি'), সেইরূপ (অগ্নি) সকল ভোক্তৃজাতকে সৃষ্টি করেন; অগ্নিরই ভোক্তৃরূপে অবস্থান-হেতু। এ বিষয়ে তৈত্তিরীয়কের উক্তি;—'অগ্নিরন্নাদোঽন্নপতিরিতি।' বাজসনেয়গণ কর্ত্তৃক ও ভোক্তৃ ভোগ্য বলিয়া অগ্নিষোমাত্মকত্ব আম্নাত হইয়া থাকে;—'এতাবদ্বা ইদমন্নং চৈবান্নাদশ্চ সোম এবান্নমগ্নিরন্নাদ' ইত্যাদি। 'ঋতপ্রজাতঃ'; ঋত পদ উদক নাম বাচক; ঋত অর্থাৎ উদক হইতে প্রাদুর্ভূত; 'পশুঃ ন শিশ্বা' উদক মধ্যে বর্ত্তমান অগ্নি শায়িত ছিলেন অথবা পশুর ন্যায় তনুগ্রহণ পূর্ব্বক অর্থাৎ সঙ্কুচিত গাত্র হইয়া ছিলেন। তাহা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া 'বিভুঃ' প্রভূত সম্পন্ন। অথবা 'শিশ্বা' শিশু বা গর্ভস্থ বৎসের সহিত গরুর ন্যায় 'বিভুঃ' প্রভূত অবয়ব প্রাপ্ত হইয়া 'দূরেভাঃ' দূরে বিপ্রকৃষ্টদেশে 'ভাঃ' প্রকাশ যাহার, সেইরূপ। এবম্ভূত অগ্নি জলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন—এইরূপ পূর্ব্বের সহিত সম্বন্ধ।

শ্বসিতি। শ্বস প্রাণনে। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। রুধাদিভ্যঃ সার্ব্বধাতুকে। পা০ ৭।২।৭৬। ইতীডাগমঃ। তিপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। ক্রত্বা। জসাদিষু ছন্দসি বাবচনমিতি নাভাবাভাবঃ। উষর্ভুৎ। উষসি বুধ্যত ইত্যুষর্ভুৎ। বুধ অবগমনে। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ। একাচো বশ ইতি ভষ্ভাবঃ। অহরাদীনাং পত্যাদিষূপসংখ্যানং। পা০ ৮। ।২।৭০। ইতি সকারস্য রেফাদেশঃ। শিশ্বা। শো তনূকরণে। আদেচ ইত্যাত্বং। শঃ কিৎসন্বচ্চ। উ০ ১।২০। ইত্যুপ্রত্যয়। সন্বদ্ভাবাদ্দ্বির্ভাবেত্বে। অতএব নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। কিদ্বদ্ভাবাদাতো লোপ ইটি চেত্যাকারলোপঃ। প্রথমপক্ষে সুপাং সুলুগিতি সোরাকারঃ। দ্বিতীয়ে তু পূর্ব্ববন্নাভাবাভাবঃ। দূরেভ্যাঃ। তৎপুরুষে কৃতি বহুলমিতি বহুব্রীহাবপি বহুলবচনাদলুক্। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ॥ (১ম—৬৫সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য পঞ্চমে নবমো বর্গঃ ॥ ১।৫।৯ ॥

• • •

পঞ্চম (৭৬৭) ঋকের বিশদার্থ।

—— ০ ——

এই ঋক্‌টির পদবিন্যাস বিশেষ সমস্যাপূর্ণ। ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সে সমস্যার কোনই সমাধান দেখিতে পাই না। পরন্তু ভাবের জটিলতা বৃদ্ধিই পাইতেছে।

অর্থ পরিগ্রহণের সুবিধার জন্য মন্ত্রটীকে আমরা আট ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। মন্ত্রের প্রত্যেক অংশ যাহাতে সুচারুরূপে বোধগম্য হয়,

---

শ্বসিতি। শ্বস ধাতু প্রাণন অর্থ জ্ঞাপক। অদাদিত্ব-হেতু শপের লোপ্। 'রুধাদিভ্যঃ সার্ব্বধাতুকে' (পা০ ৭ ২ ৭৬) ইত্যাদি সূত্রে ইটের আগম। তিপের পিত্ত হেতু অনুদাত্তত্বে ধাতুস্বর অবশিষ্ট আছে। ক্রত্বা। জসাদিতে 'ছন্দসি বাবচনমিতি' ইত্যাদি সূত্রে না-ভাবের অভাব। উষর্ভুৎ। উষঃকালে জাগরিত করা হয়—এই অর্থে ঐ পদ হয়। বুধ ধাতু অবগমনার্থক। 'ক্বিপ চ' ইত্যাদি সূত্রে ক্বিপ্। 'একাচ বশঃ' ইত্যাদি সূত্রে ভষ্ভাব। অহঃ আদি পত্যাদিতে 'উপসংখ্যানং' ইত্যাদি সূত্রে শকারের রেফ্ আদেশ। শিশ্বা। শো ধাতু তনূকরণ অর্থ বুঝায়। 'আদেচঃ' ইত্যাদি সূত্রে আত্ব। 'শঃ কিৎ সন্বচ্চ' ইত্যাদি সূত্রে (উ০ ১২০) উ-প্রত্যয়। সন্বৎ ভাব-হেতু দ্বির্ভাবে এত্ব। অতএব নিত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। কিদ্বৎ ভাব হেতু 'আতো লোপ ইটি চ' ইত্যাদি সূত্রে আকারের লোপ। প্রথম পক্ষে 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে 'সির' স্থানে আকার। দ্বিতীয় পক্ষে কিন্তু পূর্ব্ববৎ না-ভাবের অভাব। দূরেভ্যাঃ। তৎপুরুষে 'কৃতি বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে বহুব্রীহি সমাসেও বহুল-বচন-হেতু অ-লোপ। বহুব্রীহি-হেতু পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বরত্ব। (১ম—৬৫সূ—৫ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ের নবম বর্গ সমাপ্ত ॥ ১।৫।৯ ॥

• • •

তৎপক্ষেই চেষ্টা পাইয়াছি। তাহাতে কিন্তু মন্ত্রের প্রত্যেক ভাগেরই ভিন্নরূপ অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে ;—মন্ত্রের প্রত্যেক ভাগের প্রচলিত অর্থ মাত্রেরই ভাব বদলাইয়া গিয়াছে।

প্রথম দেখুন—"অপ্‌সু শ্বসিতি" বাক্যাংশ। এই বাক্যাংশে, উদকের মধ্যে অগ্নি প্রাণধারণ করিয়া আছেন—এইরূপ অর্থ সাধারণতঃ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। যদি সূক্ষ্মভাবে দেখি, যদি বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে দেখি, তাহা হইলে জলের মধ্যে অগ্নির বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু সে দৃষ্টিতে কোনও ব্যাখ্যাকারই যে অর্থ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা মনে করি না। বিশেষতঃ "হংসঃ ন সীদন্" উপমার ভাবে, হংসের ন্যায় অগ্নি জলের উপর বসিয়া আছেন—এইরূপ অর্থ সাধারণতঃ গৃহীত হওয়ায়, পূর্ব্বরূপ সিদ্ধান্তের পরিকল্পনা মনে আর স্থানই পাইতে পারে না। জলমধ্যে অগ্নি হংসের ন্যায় বিচরণ করেন এবং প্রাণধারণ করিয়া আছেন,—অগ্নি-পক্ষে এরূপভাবের সামঞ্জস্য আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু আমরা যে ভাবে অর্থ গ্রহণ করিতেছি, তাহাতে কোনই অসঙ্গতির কারণ থাকে না।

শুদ্ধসত্ত্বের মধ্যে—সৎকর্ম্মের মধ্যে—জ্ঞান যে স্বতঃই উদ্ভাসিত থাকে, শুদ্ধসত্ত্ব এবং সৎকর্ম্মই যে জ্ঞানের প্রাণস্বরূপ বা উৎপত্তির মূল, তাহা বুঝাইতে হয় না—তাহা স্বতঃই মনে আসে।

তার পর দেখুন—"ক্রত্বা বিশাং চেতিষ্ঠঃ" বাক্যাংশে কি ভাব প্রকাশ পায়! যজ্ঞের অনল প্রজ্বলিত হইলে মানুষ চেতনা প্রাপ্ত হয়,—এই অংশে সেই ভাব ব্যক্ত দেখি। যজ্ঞের অনল প্রজ্বলিত হইলে, তুলনায় কয় জন লোক জাগ্রৎ হয়েন? এ পক্ষে, বিশ্বের লোককে জাগাইয়া অগ্নি অবস্থিত করেন—এরূপ ভাবের সঙ্গতি থাকে না। এতদ্দ্বারা বিশ্বের লোক কি প্রকারে জাগ্রৎ হইবে, বুঝা যায় না। পরন্তু জ্ঞানদেবতাই যে সৎকর্ম্মের দ্বারা লোকগণের মধ্যে জাগ্রৎ আছেন—সেই ভাবেরই সর্ব্বথা সঙ্গতি দেখি। জ্বলন্ত অগ্নি পক্ষে না হইয়া এখানে জ্ঞান-পক্ষে অর্থই সঙ্গত হয়। 'উষর্ভুৎ' পদে উষার উদয়ে লোকসকল যেমন জাগিয়া উঠে, জ্ঞানোদয়ে মনুষ্য সেইরূপ অজ্ঞান-তমস হইতে জাগ্রৎ হয়—এই ভাব প্রকাশ পায়।

অতঃপর "সোমঃ ন বেধাঃ" উপমাংশ কি ভাব প্রকাশ করিতেছে—

বুঝিয়া দেখুন। এখানে 'সোম' আর সোমলতা নহে। সোমলতার রস রূপ মাদক-দ্রব্য প্রস্তুতের পরিকল্পনা এখানে একেবারে উল্টাইয়া গিয়াছে। যদি সোম-পদে সোমলতা অর্থই গ্রহণ করা হয়, সে লতা আবার বিধাতা হইবে কি প্রকারে? ভাষ্যকার, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া, সোম যে ওষধিগণের রাজা—তাহা খ্যাপন পূর্ব্বক, সোমকে বিধাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রকার অর্থে কোনই সঙ্গতি থাকে না। আমরা 'সোমঃ' পদে শুদ্ধসত্ত্ব বা সৎকর্ম্ম অর্থ গ্রহণ করি। সৎকর্ম্ম এবং শুদ্ধসত্ত্ব ভাব যে মানুষের ভাগ্য বিধায়ক, সৎকর্ম্মের এবং শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা মনুষ্য যে শ্রেষ্ঠগতি প্রাপ্ত হয়, তাহা শাস্ত্রানুমত স্বতঃসিদ্ধ। জ্ঞানও সেইরূপ পরমার্থপ্রদ। এখানে উপমায় জ্ঞানের এবং শুদ্ধসত্ত্বের অভিন্নত্ব প্রখ্যাত হইয়াছে। 'ঋতপ্রজাতঃ' পদের ভাব স্বতঃপরিব্যক্ত। সত্য বা সৎকর্ম্ম হইতেই জ্ঞান সঞ্জাত হয়; আবার জ্ঞান-উপলক্ষেই সত্যের বা সৎকর্ম্মের পরিবৃদ্ধি ঘটে। 'ঋতপ্রজাতঃ' পদ সেই তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে।

এইবার সর্ব্বাপেক্ষা সমস্যা-মূলক সেই উপমাংশটি—"পশুঃ ন শিশ্বা।" কতপ্রকার অর্থই এই উপলক্ষে পরিগৃহীত ও পরিকল্পিত হইয়াছে। ভাষ্যকারও এই অংশের অর্থ নিষ্কাশনে নানা সমস্যায় পড়িয়াছেন। শেষ, তিনি দ্বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। * তদনুসরণে ব্যাখ্যাকারগণের কাহারও অর্থ দাঁড়াইয়াছে—অগ্নি পশুর ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া জলের

---

* এখানে এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যা দুই একটী উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে কোন অংশে কি ভাব গৃহীত হইয়াছে, বোধগম্য হইবে। একটী ইংরাজী অনুবাদ। যথা;—

1. Sitting in the waters he hisses like a swan. (He is) most famous by his a power of mind, he who belongs to the clans, awakening at dawn.

A performer of worship like soma, the god born from Rita, like a young beast, far-extending, far-shining.

এই এক ইংরাজী অনুবাদ। আর এক ইংরাজী অনুবাদে "পশুঃ ন শিশ্বা" বাক্যাংশের অর্থ আর একরূপ প্রকাশ পাইয়াছে; যথা;—

'Large like a cow with young, like a pregnant cow.

মধ্যে শুইয়া ছিলেন, কেহ বা অর্থ করিয়াছেন—গর্ভবতী গাভীর উদরের মধ্যে বৎসের ন্যায় অগ্নি অবস্থিতি করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা এখানে "পশুঃ ন শিশ্বা" উপমার সম্পূর্ণ অন্যরূপ অর্থ গ্রহণ করি। পশু-শব্দ পশ-ধাতু হইতে উৎপন্ন। পশ ধাতু—গ্রহণ পীড়ন স্পর্শ দর্শন প্রভৃতি বিবিধ অর্থ প্রকাশ করে। বেদের বিভিন্ন স্থানে 'পশুঃ' পদের দর্শন অর্থ দেখিয়াছি। এখানে সে অর্থও সঙ্গতি হয়। আবার 'পীড়ন' অর্থ গ্রহণ করিলেও বেশ ভাব পরিগ্রহ হইতে পারে। ফলতঃ পশুর ন্যায় সঙ্কুচিতভাবে অগ্নি শুইয়া ছিলেন—এরূপ বাক্যাংশের কোনই সার্থকতা নাই। গর্ভবতী গাভীর উদরস্থিত বৎসের ন্যায় তাহার অবস্থিতিও বৃথা কল্পনামূলক। ঐ সকল অর্থকে অর্থ বলিয়া মনে করিতে গেলে, উহাকেও রূপক বলিবার প্রয়োজন হয়। যাহা হউক, 'পশুঃ' এবং 'শিশ্বা' পদদ্বয়ে আমরা যথাক্রমে সূক্ষ্মদর্শন এবং বেধক বা সংশোধক অর্থ গ্রহণ করি। তনুকরণার্থক শো ধাতু সংশোধনের ভাব আনয়ন করে। সংশোধনের পক্ষেই শো ধাতুর তনুকরণ অর্থের সার্থকতা উপলব্ধি হয়। তাহাতে ভাব দাঁড়ায় এই যে, সূক্ষ্মদর্শন বা পীড়ন যেমন মানুষের সংশোধক অর্থাৎ সূক্ষ্মদৃষ্টির দ্বারা মানুষ যেমন আপনার দোষসমূহকে সংশোধন করিতে পারে, জ্ঞান সেইরূপ মানুষের চরিত্রকে সংশোধিত বা পবিত্র করিয়া দেয়। এইরূপ 'পশুঃ' পদে পীড়ন অর্থ গ্রহণ করিলে, পীড়নের দ্বারা যে সংশোধন (তনুকরণ) করা যায়, তাহাই বুঝাইয়া থাকে। সূক্ষ্মদৃষ্টি যেমন ত্রুটিসংশোধক, পীড়নের দ্বারাও তদ্রূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধিত হইয়া থাকে। জ্ঞানদেব মানুষকে সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন করিয়া পাপ কার্য্যে বিরত করেন; আবার, শাসনের দ্বারাও মানুষকে

বলা বাহুল্য, এ দুই ভাবেই ভাষ্যের অনুসরণ দেখা যায়। অতঃপর একটী বঙ্গানুবাদ প্রকাশেও ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যার নমুনা দেখান যাইতেছে। যথা;—

"জলমধ্যে উপবিষ্ট হংসের ন্যায় অগ্নি জলের ভিতর প্রাণধারণ করেন, উষাকালে জাগরিত হইয়া আলোক দ্বারা সকলকে চেতনা প্রদান করেন, এবং সোমের ন্যায় (সকল ওষধি) বর্দ্ধিত করেন। তিনি শয়ান পশুর ন্যায় জলের মধ্যে (সঙ্কুচিত হইয়া) ছিলেন, পরে প্রবর্দ্ধিত হইলে তাহার প্রভা সুদূরবিস্তৃত হইল।"

এ সকল ব্যাখ্যা হইতে যে ভাব পরিগৃহীত হয়, তাহার বিশ্লেষণ বাহুল্য মাত্র।

পাপ-সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন রাখেন। 'পশুঃ ন শিশ্বা' বাক্যাংশে এই দুই ভাবই প্রাপ্ত হইতে পারি। এখন অবশিষ্ট 'বিভুঃ ও দূরেভাঃ' পদদ্বয়। 'বিভুঃ' পদে ব্রহ্মা বিধাতা পরমেশ্বর প্রভৃতি অর্থ আসে। 'দূরেভাঃ' পদে জ্ঞানের প্রভা যে দূরপ্রসারিত অর্থাৎ জ্ঞানপ্রভাবে মানুষ যে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, সেই এক ভাব প্রকাশ পায়। আরও, জ্ঞানপ্রভা যে অতি দূরের অজ্ঞানান্ধকারকে—দৃষ্টির বহির্ভূত ভ্রান্তিসমূহকে—দূর করিতে পারে, ঐ পদে এই ভাবও পাইতে পারি। এইরূপে সমগ্র মন্ত্রের যে তাৎপর্য্য হয়, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই তাহা বোধগম্য হইবে। (১ম—৬৫সূ—৫ঋ)॥ *

---

* প্রত্নতাত্ত্বিকগণের গবেষণা, এই সূক্তের এবং ইহার পরবর্ত্তী সূক্তের বাক্যাংশসমূহের অনুসরণে পুরাবৃত্তের বিবিধ সম্বন্ধ খ্যাপন করিতে পারে। এই ঋকের অন্তর্গত "শ্বসিতি অপ্সু হংসঃ ন সীদন্" বাক্যাংশ হইতে বাষ্পীয় যানের উপমা প্রাপ্ত হওয়া যায়। জলের মধ্যে প্রাণধারণ এবং হংসের ন্যায় অবস্থান বা গমনাগমন,—অগ্নির দ্বারা এতদনুরূপ কার্য্যে বাষ্পীয়-পোতের ভাবই মনে উদ্রিক্ত করে।

বাষ্পীয়-পোত প্রভৃতির প্রচলন-বিষয়ে ঋগ্বেদ-সংহিতার আরও বহু মন্ত্রে আভাস পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে নিম্নে কয়েকটী মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি। তৎসমুদয়ের অর্থ পরিগ্রহণের তারতম্যানুসারে অর্ণবযান বাষ্পীয়-পোত প্রভৃতির বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হইবে।

আনো নাবা মতীনাং যাতং পারায় গন্তবে।
যুঞ্জাথামশ্বিনা রথং॥
অরিত্রং বাং দিবস্পৃথু তীর্থে সিন্ধূনাং রথ।
ধিয়া যুযুজ্র ইন্দবঃ॥
তুগ্রো হ ভুজ্যুমশ্বিনোদমেঘে রয়িং
ন কশ্চিন্মমৃবাং অবাহাঃ।
তমূহথুর্নৌভিরাত্মন্বতীভিরন্তরিক্ষ-
প্রুদ্ভিরপোদকাভিঃ॥
তিস্রঃ ক্ষপস্ত্রিরহাতিব্রজদ্ভির্নাসত্যা
ভুজ্যমূহথুঃ পতঙ্গৈঃ।
সমুদ্রস্য ধন্বন্নার্দ্রস্য পারে
ত্রিভীরথৈঃ শতপদ্ভিঃ ষড়শ্বৈঃ॥

যথাস্থানে এ সকল ঋকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সর্ব্বপ্রকার ভাবই প্রকাশ করা যাইবে। এরূপ মন্ত্র আরও অনেক আছে। বাহুল্য-ভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

———— : ০ : ————

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশোঽনুবাকঃ। ষট্ষষ্টিতমং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ। দশমো বর্গঃ॥

• • •

ষট্ষষ্টিতমং সূক্তং।

—— • ——

এই সূক্তের ছন্দঃ দেবতা ও ঋষি—পূর্ব্বসূক্তের অনুরূপ। পরন্তু পূর্ব্বসূক্তের ঋক্‌গুলিতে যেরূপ গ্রন্থিসমূহ দৃষ্ট হয়, এই সূক্তেও তাহার অসদ্ভাব নাই। কত প্রকার বিশেষণই অগ্নি-সম্বন্ধে প্রযুক্ত আছে। আর, কত প্রকার অর্থই তাহা হইতে পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

এই সূক্তের ঋক্‌গুলিতে কখনও অগ্নিকে মানুষ বলিয়া মনে হয়; কখনও বা জ্বলন্ত অনল বলিয়া ভ্রম জন্মে। এই সূক্তের চতুর্থ ঋকের "জারঃ কনীনাম্" এবং "পতিঃ জনীনাম্" প্রভৃতি বাক্যাংশ উপলক্ষে, তিনি কুমারীগণের উপপতি এবং স্ত্রীগণের পতি—এইরূপ অর্থ-মুখে, তাঁহাকে মনুষ্যপ্রকৃতিসম্পন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায়। এইরূপ দ্বিতীয় মন্ত্রের "ঋষিঃ স্তুভ্বা" প্রভৃতি বাক্যাংশে তাঁহাকে 'ঋষির ন্যায় স্তবকারী' বলিয়া ঘোষণা করা হয়। আবার তৃতীয় মন্ত্রের "যৎ অভ্রাট্" প্রভৃতি অংশ হইতে অগ্নি যখন প্রজ্বলিত হয়, তখন তাহার যে দীপ্তি প্রকাশ পায়—তাহারই প্রতি লক্ষ্য দেখি। অন্য দৃষ্টিতে আবার দেখিতে পাওয়া যায়,—এই ঋকের মধ্যে বাষ্পীয়-যানের এবং আগ্নেয়াস্ত্রের (কামান বন্দুকের) প্রসঙ্গ আছে; তদ্দ্বারা পুরাবৃত্তের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারের পক্ষে কিঞ্চিৎ সহায়তা পাইতে পারি। মন্ত্রে আছে—"তক্বা ন ভূর্ণিঃ" উহার অর্থ হইতে সিদ্ধান্ত হয়,—অগ্নি অশ্বের ন্যায় বাহক ছিলেন। অগ্নির দ্বারা যখন বাহনের কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত, তখন বাষ্পীয়-যানের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় না কি? পূর্ব্বসূক্তের পঞ্চম ঋকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-উপলক্ষে তদন্তর্গত "শ্বসিতি অপ্সু হংসঃ ন সীদন্" বাক্যাংশে বাষ্পীয় পোতের প্রতি লক্ষ্য করা গিয়াছে। * এখানে বাষ্পীয়-শকটের প্রসঙ্গ উত্থাপিত বলিয়া মনে হয়। "বিদ্যুৎ

---

* এই "শ্বসিতি অপ্সু হংসঃ ন সীদন্" প্রভৃতি বাক্যাংশমূলক ঋক্‌টীর যে অর্থ পূর্ব্বে আমরা গ্রহণ করিয়াছি, তদনুরূপ আর এক সুষ্ঠু অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে 'অপ্সু' পদে জল-প্রধানভূত পঞ্চভূতকে (অপ্সু—জলপ্রধানেষু পঞ্চভূতেষু) বুঝাইতে পারে।

দ্বেষপ্রতীকা" প্রভৃতি বাক্যাংশে অগ্নিস্রাবী যন্ত্রের বিষয় মনে আসে। যাহা হউক, এবম্প্রকার বিষয়-বিশেষের আলোচনা প্রসঙ্গান্তরে উত্থাপন করিবার ইচ্ছা আছে। তদুপলক্ষে এক এক বিষয় সম্বন্ধে বেদে কোথায় কি প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা প্রদর্শন করা যাইবে। এখানে আভাস মাত্র প্রদত্ত হইল। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এই সূক্তের ঋক্-পঞ্চকে অগ্নিদেব-সম্বন্ধে যে ভাব সাধারণতঃ প্রকাশ পাইয়াছে, আমরা তাহা সর্ব্বথা অনুমোদন করি না। পরন্তু ঐ সকল মন্ত্রে জ্ঞানদেবতার বিষয়ই যে বিবৃত হইয়াছে, তাৎপর্য্যার্থে তাহাই হৃদয়ঙ্গম হয়। আমাদিগের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অনুসরণে তদ্বিষয় বিচার করিয়া দেখুন।

ষট্‌ষষ্টিতমসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা।)

রয়িরিতি দশর্চং সূক্তং দ্বৈপদমধ্যয়নতঃ পঞ্চর্চং দ্বিতীয়ং সূক্তং পরাশরস্যার্ষমাগ্নেয়ং। অনুক্রান্তং চ—রয়িরিতি। বিনিয়োগো লৈঙ্গিকঃ॥

* * *

ষট্‌ষষ্টিতমসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'রয়ি' ইত্যাদি দশটী ঋক-বিশিষ্ট সূক্ত দ্বৈপদ মধ্যে পঠিত হওয়ায়, এই দ্বিতীয় সূক্ত (দ্বাদশ অনুবাকের) পাঁচটি ঋকবিশিষ্ট বলিয়া গৃহীত হয়। এই সূক্তের ঋষি—পরাশর। দেবতা—অগ্নি। এ বিষয়ে অনুক্রান্ত আছে,—'রয়িমিতি।' বিনিয়োগ—লৈঙ্গিক।

* * *

'হংস' পদে 'ব্রহ্ম' অর্থ আসে। প্রলয়-সময়ে পরমাত্মা যে ভাবে অবস্থিত থাকেন, 'অক্তু' ও 'হংস' পদদ্বয়ে তাহারই ভাব প্রাপ্ত হই। এ পক্ষে "সোমঃ ন বেধাঃ" এবং "পশুঃ ন শিশ্বা" উপমাদ্বয়েরও বেশ একটু অভিনব সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে 'সোমঃ' পদে চন্দ্রকে বুঝায়। চন্দ্র যে ওষধির বিধাতা, তাহা স্বতঃএব সপ্রমাণ হয়। নিখিল সংসার প্রাণিজাত তখন ভ্রূণমধ্যস্থ বীজ-রূপে বিদ্যমান্ বা সুপ্ত থাকে। সেই অবস্থার বর্ণনা ঐ উপমায় লক্ষ্য করা যায়। সেই সুপ্ত অবস্থাই পশুভাবের সহিত তুলিত হইতে পারে। তন্ত্রের মধ্যে (কুলার্ণব-তন্ত্রে) ব্রহ্মের অবস্থান-বিষয়ে যে বর্ণনা আছে, ঐ ঋকের সহিত তাহার সাদৃশ্য পরিকল্পনা করিতে পারি। তন্ত্র-মন্ত্রে দেহের মধ্যে জল বায়ু ও অগ্নি প্রভৃতির অবস্থান যে ভাবে বিহিত হইয়াছে, এই ঋকের বিশ্লেষণ ব্যাখ্যায় তাহার সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সে পক্ষে যোগ-তত্ত্বের এখানে আভাস আছে। যাহা হউক, প্রসঙ্গান্তরে তদ্বিষয় সমালোচনার ইচ্ছা রহিল।

প্রথমমণ্ডলস্য দ্বাদশানুবাকে ষট্‌ষষ্টিতমং সূক্তং। ঋষিঃ পরাশরঃ।

অগ্নির্দ্দেবতা। লৈঙ্গিকো বিনিয়োগঃ।

* * *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ষষ্টিতমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

রয়ির্ন চিত্রা সূরো ন সন্দৃগায়ুর্ন

প্রাণো নিত্যো ন সূনুঃ।

তক্বা ন ভূর্ণির্ব্বনা সিষক্তি পয়ো ন

ধেনুঃ শুচির্ব্বিভাবা ॥ ১ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

রয়িঃ। ন। চিত্রা। সূরঃ। ন। সং২দৃক্। আয়ুঃ। নঃ।

প্রাণঃ। নিত্যঃ। ন। সূনুঃ।

তক্বা। ন। ভূর্ণিঃ। বনা। সিষক্তি। পয়ঃ। ন।

ধেনুঃ। শুচিঃ। বিভা২বা ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

জ্ঞানদেবঃ 'রয়িঃ ন চিত্রা' (পরমার্থ ইব অভিনবত্বসম্পন্নঃ, পরমস্য ধনস্য যথা সাদৃশ্যং নাস্তি জ্ঞানস্য প্রভাবত্বম্ তুলনারহিতঃ); স দেবঃ 'সূরঃ ন সন্দৃক্' (সূর্য্য ইব সন্দ্রষ্টা, সূর্য্যো যথা আত্মপ্রকাশেন জগৎ প্রকাশয়তি জ্ঞানদেবত্বম্ স্বপ্রকাশেন সর্ব্বং বিভাতি);

স দেবঃ 'আয়ুঃ ন প্রাণঃ' (আয়ুরিব প্রিয়তমঃ, আয়ুর্যথা জীবনং রক্ষতি জ্ঞানদেবস্তদ্বৎ পতনাৎ লোকান্ রক্ষয়তি); স দেবঃ 'নিত্যঃ ন সূনুঃ' (রবিরিব সদৈবঃ কর্ম্মপরঃ, সূর্য্যো যথা কদাপি আলোকবিতরণায় পরাঙ্মুখো ন ভবতি জ্ঞানদেবস্তদ্বৎ সদাকালং প্রকাশ-পরো২স্তি; যদ্বা—পুত্র ইব নিত্যহিতকারী, পুত্রো যথা নিত্যপিতৃচিত্তকামঃ জ্ঞানদেবস্তদ্বৎ মনুষ্যাণাং নিত্যপ্রিয়কারী); স দেবঃ 'তক্বা ন ভূর্ণিঃ' (ধরিত্রী ইব সহনশীলা, সর্ব্বংসহা ধরণী যথা ভারসহনে কদাপি পরাঙ্মুখা ন ভবতি জ্ঞানদেবস্তদ্বৎ সর্ব্বং ভারং সংবহতি); স দেব 'পয়ঃ ন ধেনুঃ' (পয় ইব প্রাণশক্তিদাতা, যদ্বা—গাভী যথা দুগ্ধদানেন লোকান্ পোষয়তি স দেবস্তদ্বৎ হিতাহিতবিবেচনাশক্তিপ্রদানায় লোকানাং পুষ্টিং বিধায়তি); স দেবঃ 'শুচিঃ বিভাবা' (পবিত্রতা ইব বিশিষ্টপ্রকাশযুক্তঃ, জ্ঞানপ্রভা নিষ্কলঙ্কা ইতি ভাবঃ); স দেবঃ 'বনা' (হৃদরণ্যসঞ্জাতানি অসদ্বৃত্তিরূপাণি বনানি) 'সিষক্তি' (দগ্ধুং সমবৈতি, যদ্বা—সেবতে, পরিষ্কারং করোতি ইতি ভাবঃ)॥ (১ম—৬৬সূ—১ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানদেবতা পরমার্থের ন্যায় অভিনবত্বসম্পন্ন; অর্থাৎ, পরমার্থ-রূপ ধনের যেমন সাদৃশ্য নাই, জ্ঞানের প্রভাবও সেইরূপ তুলনারহিত; সেই দেবতা সূর্য্যের ন্যায় সন্দ্রষ্টা; অর্থাৎ সূর্য্য যেমন আত্মপ্রকাশে জগৎকে প্রকাশ করেন, জ্ঞানদেবতা সেইরূপ আত্মপ্রকাশের দ্বারা সকল পদার্থকে প্রকাশ করিয়া থাকেন; সেই দেবতা আয়ুর ন্যায় প্রিয়তম; অর্থাৎ, আয়ু যেমন জীবনকে রক্ষা করে, জ্ঞানদেব সেইরূপ লোকসমূহকে পতন হইতে রক্ষা করেন; সেই দেবতা সূর্য্যের ন্যায় সদাকাল কর্ম্মপর; অর্থাৎ, সূর্য্য যেমন আলোক বিতরণে কদাপি পরাঙ্মুখ নহেন, জ্ঞানদেবতা সেইরূপ সদাকাল প্রকাশমান্ আছেন; অথবা, তিনি পুত্রের ন্যায় নিত্যহিতাকাঙ্ক্ষী; সেই দেবতা ধরিত্রীর ন্যায় সহনশীল; অর্থাৎ, সর্ব্বংসহা ধরণী যেমন ভার হনে কখনও পরাঙ্মুখ নহেন, জ্ঞানদেবতাও সেইরূপ সকল ভারই বহন করিয়া থাকেন; সেই দেবতা দুগ্ধের ন্যায় প্রাণশক্তিদাতা; অর্থাৎ, গাভী যেমন দুগ্ধদানে মনুষ্যগণকে পোষণ করে, সেই দেবতা সেইরূপ হিতাহিত-বিবেচনা-শক্তি প্রদানের দ্বারা মনুষ্যগণের পুষ্টিবিধান করেন; সেই দেবতা পবিত্রতার ন্যায় বিশিষ্টপ্রকাশযুক্ত; ভাব এই যে, জ্ঞানপ্রভা নিষ্কলঙ্ক; সেই দেবতা হৃদরণ্যসঞ্জাত অসদ্বৃত্তিনিবহ-রূপ বন সমূহকে দগ্ধ করিতে সমবেত হয়েন, অর্থাৎ পরিষ্কার করিয়া থাকেন। (১ম—৬৬সূ—১ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়মগ্নিঃ রয়ির্ন ধনমিব চিত্রা চায়নীয়ো বিচিত্ররূপো বা। সূরো ন সূর্য্যো ইব সন্দৃক্ সম্রষ্টা। সর্ব্বেষাং বস্তুনাং দর্শয়িতা। আয়ুর্ন প্রাণঃ। আয়ুঃমুখে সঞ্চরণ্ প্রাণঃ প্রশ্বসনবায়ুরিব প্রিয়তমঃ। যদ্বা যথা প্রাণবায়ুরায়ুর্জীবনমবস্থাপয়তি। তথা চাম্নায়তে—যাবদ্ধ্যস্মিঞ্ছরীরে প্রাণো বসতি তাবদায়ুরিতি। এবমগ্নিরপি জাঠররূপেণায়ুষোঽবস্থাপয়িতা। নিত্যো ন সূনুঃ। নিত্যো ধ্রুবঃ পুত্র ইব প্রিয়কারী। যথৌরসঃ পুত্র পিতুর্হিতমেবাচরতি তদ্বদয়মপি চিত্তস্য স্বর্গস্য প্রাপয়িতা। তথা চাম্নায়তে—পুত্রঃ পিত্রে লোককৃজ্জাতবেদ ইতি। তক্বা ন গতিমানশ্ব ইব ভুর্ণির্ভর্ত্তা। যথাশ্ব উপর্য্যারূঢ় পুরুষং বিভর্ত্তি ধারয়তি পোষয়তীতি বা তদ্বদয়মপীত্যর্থঃ। পয়ো ন ধেনুঃ। পয় ইব প্রীণয়িতা। শুচির্দীপ্তঃ বিভাবা বিশিষ্টপ্রকাশযুক্তঃ এবংগুণ-বিশিষ্টোঽগ্নির্বনা বনান্যরণ্যানি সিষক্তি। দগ্ধুং সমবৈতি। সেবতে বা॥

চিত্রা। সুপাং সুলুগিতিঃ সোঃ পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্বং। নিত্যঃ। নের্ধ্রুবে। পা০ ৪।২।১০৪।৩। ইতি ত্যপ্ প্রত্যয়স্য পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে উপসর্গস্বর এব শিষ্যতে। তক্বা। তক হসনে। গতিকর্ম্মসু পঠিতত্বাৎ অত্র গত্যর্থঃ। তকতি গচ্ছতীতি তক্বা। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি বনিপ্। ভুর্ণিঃ। ঘৃণিপৃশ্নীত্যাদ্যৌ ভরতের্নি প্রত্যয়ান্তো নিপতিতঃ॥ ১॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই অগ্নি 'রয়িঃ ন' ধনের ন্যায় 'চিত্রা' চায়নীয় বা বিচিত্ররূপবিশিষ্ট, 'সূরঃ ন' সূর্য্যের ন্যায় 'সন্দৃক্' সম্রষ্টা সকল বস্তুর দর্শয়িতা, 'আয়ুঃ ন প্রাণঃ' আয়ুর্মুখে সঞ্চরণ প্রাণ বা প্রশ্বসন্ বায়ুর ন্যায় প্রিয়তম, অথবা প্রাণবায়ু যেমন আয়ুকে অর্থাৎ জীবনকে অবস্থাপিত করে তদ্বৎ। এ বিষয়ে এইরূপ আম্নাত আছে ;—'যাবদ্ধ্যস্মিঞ্ছরীরে প্রাণো বসতি তাবদায়ুরিতি' এই অগ্নিও জাঠররূপে আয়ুর অবস্থাপয়িতা। 'নিত্যঃ ন সূনুঃ' নিত্য অর্থাৎ ধ্রুব পুত্রের ন্যায় প্রিয়কারী। ঔরসে পুত্র যেমন পিতার হিতই আচরণ করে, সেইরূপ এই অগ্নিও চিত্তের অর্থাৎ স্বর্গের প্রাপয়িতা। তদ্বিষয়ে এইরূপ আম্নাত আছে ;—'পুত্রঃ পিত্রে লোককৃজ্জাতবেদ ইতি।' 'তক্বা ন' গতিমান্ অশ্বের ন্যায় 'ভুর্ণিঃ' ভর্ত্তা ; অশ্বের উপর আরূঢ় পুরুষকে অশ্ব যেমন ধারণ করে বা পোষণ করে, এই অগ্নিও সেইরূপ—ইহাই ভাবার্থ। 'পয়ঃ ন ধেনুঃ' দুগ্ধের ন্যায় প্রীণয়িতি। 'শুচিঃ' দীপ্ত 'বিভাবা' বিশিষ্টপ্রকাশযুক্ত। এইরূপ গুণবিশিষ্ট অগ্নি 'বনা' বনসমূহ অরণ্যসকল 'সিষক্তি' দগ্ধ করিতে সমবেত হন অথবা সেবা করেন।

চিত্রা। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে সির পূর্ব্বসবর্ণের দীর্ঘত্ব। নিত্যঃ। ধ্রুবার্থক নে ধাতু। প্রত্যয়ের পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্তত্বের উপসর্গের স্বরই অবশিষ্ট আছে। তক্বা। হসনার্থক তক ধাতু। গতি-কর্ম্ম সম্বন্ধে পঠিত হয় -এই হেতু এখানে গত্যর্থক। 'তকতি' অর্থাৎ গমন করে—এই অর্থে তক্বা। 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' ইত্যাদি সূত্রে বনিপ্ প্রত্যয়। ভুর্ণিঃ ঘৃণিপৃশ্নি ইত্যাদি বিশিষ্ট ভৃ-ধাতু নি-প্রত্যয়ান্ত নিপাতন-সিদ্ধ॥ (১ম—৬৬সূ—১ঋ)॥

প্রথম (৭৬৮) ঋকের বিশদার্থ।

—--:০:——

এই মন্ত্রের ভাবার্থ আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে প্রকাশ করিয়াছি। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রধানতঃ ভাষ্যের মতই পরিগৃহীত হইয়াছে। তবে কয়েকটী উপমায় আমরা একটু অন্য ভাব গ্রহণ করি। 'রয়িঃ ন চিত্রা' উপমায় ভাষ্যাদিতে সাধারণ ধনের প্রতি লক্ষ্য দেখি। সাধারণ ধনাদিকে সাধারণ দৃষ্টিতে বৈচিত্র্যসম্পন্ন মনে হইতে পারে। সুতরাং সে দৃষ্টিতে অর্থ পরিগ্রহণও অযৌক্তিক নহে। তবে সে বৈচিত্র্য কখনও স্থায়ী হয় না; সহসাই পর্য্যুদস্ত হয়। কিন্তু 'রয়িঃ' পদে আমরা পূর্ব্বাপর যে অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, সে অর্থ অর্থাৎ পরমার্থ-রূপ ধনকে ঐ পদের দ্যোতক বলিয়া মনে করিলে, ভাবের বেশ সঙ্গতি রক্ষিত হয়। সেই ধনই—চিরবৈচিত্র্যসম্পন্ন। পরমার্থের মোক্ষের অমৃতত্ত্বের কখনও কি বৈচিত্র্যের বা অভিনবত্বের খর্ব্ব হয়? সুতরাং 'রয়িঃ' পদের সহিত 'চিত্রা' পদের সমাবেশে—মণিকাঞ্চন সংযোগ ঘটিয়াছে। উপমা তৎপক্ষেই অধিকতর সঙ্গত দেখি। দ্বিতীয় উপমা—'সূরঃ ন সন্দৃক্।' সূর্য্যদেব উদিত হইয়া আপনিও যেমন প্রকাশ পান, জগৎকেও সেইরূপ প্রকাশিত করেন। 'সন্দৃক্' পদে ঐ দুই ভাবই প্রাপ্ত হই। তৃতীয় উপমা—'আয়ুঃ ন প্রাণঃ।' আয়ুই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব-বিধায়ক; সুতরাং প্রিয়তম। এই অর্থেই জ্ঞানসম্বন্ধে ঐ উপমার সার্থক প্রয়োগ মনে করি। চতুর্থ উপমা—'নিত্যং ন সূনুঃ'। এখানে আমরা দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করি। ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'সূনুঃ' পদে 'পুত্র' প্রতিবাক্য পরিগৃহীত হইয়াছে। আমরা ঐ পদে 'পুত্র' এবং 'রবি' দুই অর্থেরই সার্থকতা দেখি। সূর্য্য যেমন নিত্য, সূর্য্যের আলোক-দান রূপ ক্রিয়া যেমন অবিচ্ছেদে সম্পন্ন হইতেছে, জ্ঞানের আলোক-দান ক্রিয়াও সেইরূপ অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়াছে। এই ভাবই এখানে অধিকতর সঙ্গত। পুত্র পিতার চিরহিতকারী—এ উপমা অপেক্ষাও প্রোক্ত উপমার সার্থকতা আছে। পঞ্চম উপমা—'তক্বা ন ভূর্ণিঃ।' এখানে অশ্বের ন্যায় গতিশীল—এই অর্থই সাধারণতঃ

গৃহীত হয়। তাহাতে 'তক্বা' পদে অশ্ব এবং 'ভূর্ণিঃ' পদে গতিশীল অর্থ কল্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা মনে করি, এখানকার অর্থ—ধরিত্রীর ন্যায় সহনশীল। ধরিত্রী যেরূপ কোনও গুরুভার ধারণে অসমর্থ নহেন, জ্ঞানও সেইরূপ সকল ভার বহনেই সমর্থ আছেন। 'তক্বা' পদ তক-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। তক-ধাতুর এক অর্থ—সহ্য করা। 'ভূর্ণিঃ' পদের ধরিত্রী বা পৃথিবী অর্থ অভিধান-সম্মত ও সু-প্রচলিত। ষষ্ঠ উপমা—'পয়ঃ ন ধেনুঃ।' এখানেও দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করিতে পারি। দুগ্ধ যেমন প্রাণশক্তিদাতা অথবা গাভী যেমন দুগ্ধদানে মনুষ্যগণকে পোষণ করে,—এবম্বিধ ভাব এই অংশে পরিব্যক্ত। সপ্তম উপমা—'শুচিঃ বিভাবা।' যদিও উপমা-দ্যোতক পদ ইহার মধ্যে নাই, কিন্তু উহার ভাব উপমা-প্রকাশক। তাহাতে অর্থ হয় এই যে,—শুচি বা পবিত্রতা যেমন বিভাবিশিষ্ট, জ্ঞানও সেইরূপ দ্যুতিঃ-প্রকাশক।

পূর্ব্ববিধ উপমা-সপ্তকে অগ্নিদেবের পরিচয় প্রকাশ পূর্ব্বক বলা হইয়াছে—'বনা সিষক্তি।' তাহা হইতে অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে—'তিনি বনসমূহকে দগ্ধ করেন বা সেবা করেন।' কিন্তু 'বনা সিষক্তি' এই বাক্যাংশের মর্ম্ম, আমাদিগের মতে, তিনি হৃদয়-রূপ অরণ্যের রিপু-রূপ আগাছাসমূহকে অথবা হিংস্রজন্তুসমূহকে নাশ করিয়া থাকেন। জ্ঞান-পক্ষেই ইহার সঙ্গতি দেখি। জ্বলন্ত অগ্নিকে বা মনুষ্য বিশেষকে ঐ রূপ গুণসম্পন্ন বলিয়া কখনও মনে করা যাইতে পারে না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াই জ্ঞানদেবতার সম্বন্ধে এই মন্ত্রের উপযোগিতা স্বীকার করি। * (১ম—৬৬সূ—১ঋ)॥

---

* এই মন্ত্রের একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে আবার কোন্ পদে কি অর্থ গৃহীত হইয়াছে, বুঝিয়া দেখুন। যথা;—

1. "Like unto excellent wealth, like unto the shine of the sun, like unto living breath, like unto one's owe son—

Like unto a quick takvan he (Agni) holds the wood, like milk, like a milch cow, bright and shining".

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ষষ্টিতমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।

দাধার ক্ষেমমো'কো ন রণ্বো যবো ন

পক্বা জেতা জনানাং।

ঋষির্ন স্তুভ্বা বিক্ষু প্রশস্তো বাজী ন

প্রীতো বয়ো দধাতি ॥ ২ ॥

• . •

পদ-বিশ্লেষণং।

দাধার। ক্ষেমং। ওকঃ। ন। রণ্বঃ। যবঃ। ন।

পক্বঃ। জেতা। জনানাং।

ঋষিঃ। ন। স্তুভ্বা। বিক্ষু। প্রঽশস্তঃ। বাজী। ন।

প্রীতঃ। বয়ঃ। দধাতি ॥ ২ ॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

জ্ঞানদেবঃ 'ওকঃ ন রণ্বঃ' (নিবাসস্থানং ইব রমণীয়ঃ); স দেবঃ 'যবঃ ন পক্বঃ' (খাদ্যদ্রব্যং ইব পোষকঃ, যদ্বা—বেগ ইব পরিণতিসাধকঃ, তরয়া মোক্ষাদিপ্রাপক ইতি ভাবঃ); স দেবঃ 'ঋষিঃ ন স্তুভ্বা' (সর্ব্বত্যাগী ইব স্তোতা, দেবভাবস্য পরিবৃদ্ধিসাধক ইতি ভাবঃ); স দেবঃ 'জনানাং জেতা' (মনুষ্যাণাং শত্রূণাং বা জয়কারী); স দেবঃ 'বিক্ষু প্রশস্তঃ' (লোকানাং উপাসকানাং বা রক্ষণায় প্রখ্যাতঃ); স দেবঃ 'বাজী ন প্রীতঃ' (যজ্ঞ ইব

প্রীতিসাধকঃ); স দেবঃ 'বয়ঃ দধাতি' (অন্নং রক্ষোপায়ং বা ধারয়তি) তথা 'ক্ষেমং দাধার' (তথা মঙ্গলং বিতরতি)। জ্ঞানদেবস্য মঙ্গলদাতৃত্ব প্রভৃতয়ঃ শক্তয় অত্র বিশ্লিষ্যান্তু। (১ম—৬৬সূ—২ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানদেবতা নিবাসস্থানের ন্যায় রমণীয়; সেই দেবতা খাদ্যদ্রব্যের ন্যায় পোষক; অথবা, বেগের ন্যায় পরিণতি-সাধক (ত্বরায় মোক্ষাদি-প্রাপক); সেই দেবতা সর্ব্বত্যাগীর ন্যায় স্তোতা (দেবভাবের পরিবৃদ্ধি-সাধক); সেই দেবতা মনুষ্যগণের বা শত্রুগণের জয়কারী; সেই দেবতা লোকগণের বা উপাসকগণের রক্ষণের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ; সেই দেবতা যজ্ঞের ন্যায় প্রীতিসাধক; সেই দেবতা অন্নকে অর্থাৎ রক্ষার উপায়কে ধারণ করিয়া আছেন; এবং সেই দেবতা মঙ্গল প্রদান করিয়া থাকেন। (জ্ঞানদেবের মঙ্গলদাতৃত্ব প্রভৃতি শক্তিসমূহ এখানে বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে।)॥ (১ম—৬৬সূ—২ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়মগ্নিঃ ক্ষেমং লব্ধস্য ধনস্য রক্ষণং দাধার। ধারয়তি। স্তোতৃভ্যো দত্তস্য ধনস্য রক্ষণং কর্ত্তুং শক্নোতীতি ভাবঃ। ওকো ন। নিবাসস্থানং গৃহমিব রণ্বো রমণীয়ঃ। যদ্বা গন্তব্যঃ। গৃহবৎ সর্ব্বৈঃ প্রাপ্যত ইত্যর্থঃ। যবো ন যব ইব পক্বঃ। যথা পক্বো যব উপভোগযোগ্যা ভবতি তদ্বদগ্নিরপি পাকাদিকার্য্যহেতুতয়োপভোগ্য ইত্যর্থঃ। জনানাং জেতা। শত্রুজনানাং মধ্যেঽভিভবিতা। ঋষির্ন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরিব স্তুভ্বা দেবানাং স্তোতা। বিক্ষু যজমানলক্ষণেষু মনুষ্যেষু প্রশস্তঃ প্রখ্যাতঃ। বাজী ন। অশ্ব ইব প্রীতো হর্ষেযুক্তঃ। যথাশ্বো হর্ষযুক্তো যুদ্ধাভিমুখং গচ্ছতি তদ্বদয়মপি দেবানাং হবির্ব্বহনে হর্ষযুক্তো ভবতীত্যর্থঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই অগ্নি 'ক্ষেমং' লব্ধ ধনের রক্ষণকে 'দাধার' ধারণ করিয়া থাকেন। ভাব এই যে,—স্তোতৃগণের নিমিত্ত প্রদত্ত ধনের রক্ষা করিতে তিনি সমর্থ আছেন। 'ওকঃ ন' নিবাস-স্থান গৃহের ন্যায় 'রণ্বঃ' রমণীয়; অথবা, গন্তব্য অর্থাৎ গৃহবৎ সকলের প্রাপ্য হয়েন। 'যবঃ ন' যবের ন্যায় 'পক্বঃ'। পক্ব যব যেমন উপভোগ-যোগ্য হয়, অগ্নিও সেইরূপ পাকাদি-কার্য্য-হেতু উপভোগ্য হয়—ইহাই অর্থ। জনানাং জেতা' শত্রুজনগণের মধ্যে অভিভবিতা। 'ঋষিঃ ন' মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির ন্যায় স্তুভ্বা' দেবগণের স্তোতা। 'বিক্ষু' যজমানলক্ষণ মনুষ্যগণের মধ্যে 'প্রশস্তঃ' প্রখ্যাত। 'বাজী ন' অশ্বের ন্যায় 'প্রীতঃ' হর্ষযুক্ত; অর্থাৎ,—অশ্ব যেমন হর্ষযুক্ত হইয়া যুদ্ধাভিমুখে গমন করে, তদ্বৎ এই অগ্নিও দেবগণের হবির্ব্বহনে হর্ষযুক্ত হয়েন। এবম্ভূত অগ্নি

এবম্ভূতোঽগ্নির্ব্বয়োঽন্নং দধাতি। দধাতু। অস্মভ্যং দদাত্বিত্যর্থঃ। বয় ইত্যন্ননাম। বয়ঃক্ষদ্মেতি তন্নামসু পাঠাৎ॥

দাধার। তুজাদীনামিত্যভ্যাসস্য দীর্ঘত্বং। ক্ষেমং। ক্ষিয়তি নিবসত্যনেনেতি ক্ষেমঃ। অর্তিস্তুস্বিত্যাদিনা মন্। নিত্বাদাদ্যদাত্তত্বং। রয়ঃ। রবিরিবিধবিগত্যর্থাঃ। অস্মাৎ কর্ম্মণি কপ্রত্যয়ঃ। ইদিত্বান্নুম্। জেতা। তৃনন্ত আদ্যুদাত্তঃ। জনানাং। যতশ্চ নির্দ্ধারণং। পা০ ২।৩।৪১। ইতি নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী। নেয়ং কর্ম্মণি ষষ্ঠী। ন লোকাব্যয়নিষ্ঠেতি ষষ্ঠীপ্রতিষেধাৎ। স্তুভ্বা। স্তোভতিঃ স্তুতিকর্ম্মা। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি ক্বনিপ॥ (১ম—৬৬সূ—২ঋ)॥

দ্বিতীয় (৭৬৯) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত কয়েকটী উপমায় অগ্নিদেবের যে পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতেও তাঁহাকে জ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছুই মনে করা যায় না। জ্ঞানরূপ ভগবদ্বিভূতিই এই মন্ত্রের লক্ষ্যস্থল। এই মন্ত্রের অধিকাংশ অর্থই ভাষ্যানুসরণে পরিগৃহীত হইয়াছে। যে কয়েকটি উপমায় অর্থান্তর গ্রহণ করিয়াছি, তাহার একটু কারণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

মন্ত্রে আছে—'যবঃ ন পক্কঃ।' এখানে 'যবের ন্যায় পক্ক' অর্থ গ্রহণ করিলে, আদৌ ভাব-সঙ্গতি থাকে না; অগ্নি-পক্ষেও নহে, ঋষি-পক্ষেও নহে, জ্ঞান ভিন্ন অপর কোনও পক্ষেই নহে। অগ্নিকে 'যবের ন্যায় পক্ক' বলিলে, কি ভাব প্রকাশ পায়? আমরা মনে করি, এখানে 'পক্কঃ' পদে 'পোষক পরিণতিসাধক' প্রভৃতি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'যবঃ'

'বয়ঃ' অন্নকে 'দধাতি' (দধাতু) আমাদিগকে দান করুন—ইহাই অর্থ। বয়ঃ এই পদ অন্ন-নামবাচক; বয়ঃ ক্ষদ্ম ইত্যাদি পদ তন্নাম-মধ্যে পঠিত হয় বলিয়া।

দাধার 'তুজাদিনাং' ইত্যাদি সূত্রে অভ্যাসের দীর্ঘত্ব। ক্ষেমং। 'ক্ষিয়তি' অর্থাৎ ইহার দ্বারা নিবাস করে—এই অর্থে ক্ষেমং পদ হয়। 'অর্তিস্তুসু' ইত্যাদির দ্বারা মন্-প্রত্যয়। নিত্-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। রয়ঃ। রবি রিবি ধাবি ধাতু গত্যর্থক। তাহাতে কর্ম্মণি-বাচ্যে ক প্রত্যয়। ইদিত্ব-হেতু নুন্। জেতা। তৃনন্ত আদ্যুদাত্ত। জনানাং। 'যতশ্চ নির্দ্ধারণং' ইত্যাদি সূত্রে নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী। 'নেয়ং কর্ম্মণি ষষ্ঠী' ইত্যাদি নিয়মে কর্ম্মণি বাচ্যে ষষ্ঠী হয় নাই। 'নলোকব্যয় নিষ্ঠা' ইত্যাদি নিয়মে ষষ্ঠীর প্রতিষেধ-হেতু। স্তুভ্বা। 'স্তোভতিঃ' পদে স্তুতিকর্ম্ম বুঝায়। 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' ইত্যাদি সূত্রে ক্বনিপ্। (১ম—৬৬সূ—২ঋ)॥

পদে এক অর্থে 'খাদ্যদ্রব্য' অপর অর্থে 'বেগ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিতে পারি। তাহাতেই অতি সুষ্ঠুভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। খাদ্যদ্রব্য যেমন মানুষের পোষক, জ্ঞানও সেইরূপ মানুষের পোষক বা পরিণতিসাধক। বেগ বা শক্তি অর্থেও সেই ভাবই প্রাপ্ত হই। তাহাতে যবঃ ন পক্কঃ' উপমায় জ্ঞানদেবতা যে ত্বরায় মোক্ষাদি প্রদান করেন—এই ভাব মনে আসে। এইরূপ, 'ঋষিঃ ন স্তুভ্বা' উপমায়, 'ব্রহ্মদ্রষ্টা সর্ব্বত্যাগীর ন্যায় স্তবকারী বা উপাসক' অর্থ প্রাপ্ত হই। অর্থাৎ, জ্ঞানদেবতার কৃপায় ভগবদ্দর্শন লাভ হয়, দেবভাবের পরিবৃদ্ধি সাধিত হইয়া থাকে। ঐ উপমায় সেই তত্ত্বই প্রখ্যাত দেখি। 'বাজী ন প্রীতঃ' উপমায় সাধারণতঃ ঘোটকের ন্যায় প্রীতিসাধক অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। ঘোটককে যাঁহারা পরমধন বলিয়া মনে করিতে পারেন, তাঁহাদিগের পক্ষে তদ্রূপ অর্থ অসঙ্গত বোধ না হইতে পারে। কিন্তু 'বাজী' ও 'বাজ' প্রভৃতি পদে যজ্ঞাদি সৎকর্ম্ম রূপ অর্থ পূর্ব্বাপর পরিগৃহীত হইয়া আসিয়াছে। সেই অর্থই এখানেও সঙ্গত বলিয়া মনে করি। সৎকর্ম্মের দ্বরা যে পরম প্রীতিসাধন হয়, আর জ্ঞানই যে সেই সৎকর্ম্মের বিধায়ক, এই ভাব এখানে প্রকাশমান। 'বয়ঃ দধাতি' এবং 'ক্ষেমং দাধার' এই দুই বাক্যাংশে জ্ঞানদেব যে মনুষ্যের রক্ষার উপায় বিধান করেন এবং পরম মঙ্গল বিতরণ করেন, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, প্রতীত হয়,—জ্ঞানদেবতা যে আশ্রয়দাতা, তিনি যে পোষণকারী, তিনি যে ভগবৎপ্রাপক, তিনি যে শত্রুজয়কারী, তিনি যে রক্ষাকর্ত্তা, তিনি যে সৎকর্ম্মের সাধক, অপিচ তিনি যে মঙ্গল-বিতরণে মুক্তহস্ত রহিয়াছেন,—এই সকল ভাবই মন্ত্রার্থে প্রকাশ পাইতেছে। * (১ম—৬৬সূ—২ঋ) ॥

---

* প্রচলিত অনুবাদ সমূহে, কি এদেশে—কি বিদেশে, উপমা-কয়েকটীর অর্থ কিরূপ প্রবর্ত্তিত আছে, একটু আভাস দিতেছি। মূলে আছে,—'যবঃ ন পক্কঃ'; সায়ণ উহার সহিত 'জেতা জনানাং' সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—"পক্ক যবের ন্যায় লোকবিজয়ী।" বৈদেশিকগণের ব্যাখ্যায় "Like ripe barley." দাঁড়াইয়া গিয়াছে। মূলে আছে—'বাজী ন প্রীতঃ'। উহা হইতে কেহ অর্থ লিখিয়াছেন—"অশ্বের ন্যায় হর্ষযুক্ত।" কাহারও বা অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—"Like a well cared-for race horse." ইত্যাদি।

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ষষ্টিতমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

দুরোকশোচিঃ ক্রতুর্ন নিত্যো জায়েব

যোনাবরং বিশ্বস্মৈ।

চিত্রো যদভ্রাট্ শ্বেতো ন বিক্ষু রথো ন

রুক্মী ত্বেষঃ সমৎসু ॥ ৩ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

দুরোকহশোচিঃ। ক্রতুঃ। ন। নিত্যঃ। জায়াহইব।

যোনৌ। অরং। বিশ্বস্মৈ।

চিত্রঃ। যৎ। অভ্রাট্। শ্বেতঃ। ন। বিক্ষু। রথঃ। ন।

রুক্মী। ত্বেষঃ। সমৎহসু ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

জ্ঞানদেবঃ 'দুরোকশোচিঃ' (দুষ্প্রাপতেজাঃ, অমিতশক্তিশালী); স দেবঃ 'ক্রতুঃ ন নিত্যঃ' (সৎকর্ম্ম ইব অবিনশ্বরঃ); স দেবঃ 'যোনৌ জায়েব' (গৃহে বর্ত্তমানা পত্নীবৎ নিত্যহিতকারী); স দেবঃ 'বিশ্বস্মৈ অরং' (সর্ব্বস্মৈ উপাসকায় ভূষণস্বরূপঃ); 'যৎ' (যদা) 'চিত্রঃ' (বৈচিত্র্যসম্পন্নঃ অভিনবত্ববিশিষ্টঃ স দেবঃ) 'অভ্রাট্' (প্রদীপ্তো ভবতি, হৃদি প্রকাশমানো ভবতি) 'তদা 'শ্বেতঃ ন' (শুভ্র ইব, অনাবিল ইব) তস্য ক্রিয়া প্রকাশতে ইতি শেষঃ; তদা স দেবঃ 'বিক্ষু' (লোকেষু, উপাসকেষু) 'রথঃ ন' (রথবৎ সংবাহকঃ পরিত্রাণ-

কারকঃ বা) ভবতি ইতি শেষঃ; তদা নরঃ জ্ঞানাধিকারী জনঃ চ 'সমৎসু' (সংগ্রামেষু, রিপূণাং প্রাধান্তেষু) 'রুক্মো ত্বেষঃ' (সুবর্ণবৎ দীপ্তিযুক্তঃ, ঔজ্জ্বল্যসম্পন্নঃ বা, জয়যুক্ত ইতি ভাবঃ) ভবতি ইতি শেষঃ। হৃদি জ্ঞানদেবস্থ ক্রিয়য়া মনুষ্যাণাং অশেষমঙ্গলং ভবতি—ইতি ভাবঃ। (১ম—৬৬সূ—৩ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানদেবতা অমিতশক্তিশালী ; সেই দেবতা সৎকর্ম্মের ন্যায় অবিনশ্বর ; সেই দেবতা গৃহে বিদ্যমানা পত্নীর ন্যায় হিতকারী ; সেই দেবতা সকল উপাসকের ভূষণস্বরূপ বৈচিত্র্য-সম্পন্ন অভিনবত্ববিশিষ্ট সেই দেবতা যখন প্রদীপ্ত হয়েন অর্থাৎ হৃদয়ে প্রকাশমান হয়েন, তখন শুভ্র অনাবিল তাঁহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়, তখন সেই দেবতা উপাসকগণের নিকট রথের ন্যায় সংবাহক অর্থাৎ পরিত্রাণকারক হয়েন এবং তখন রিপুগণের সংগ্রামে মানুষ (জ্ঞানাধিকারী জন) সুবর্ণবৎ ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন অর্থাৎ জয়যুক্ত হইয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—হৃদয়ে জ্ঞানের ক্রিয়ার দ্বারা মানুষের অশেষ মঙ্গল সাধিত হয়।)॥ (১ম—৬৬সূ—৩ঋ ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

দুরোকশোচিঃ দুষ্প্রাপতেজাঃ ক্রতুর্ন নিত্যঃ। ক্রতুঃ কর্ম্মণাং কর্ত্তা। স ইব ধ্রুবঃ। যথা স কর্ম্মসু ধ্রুবোঽপ্রমত্তঃ সন্ জাগর্ত্তি তদ্বদয়মপ্যগ্নিঃ কর্ম্মসু রক্ষসাং দহনে ধ্রুবো জাগর্ত্তি ইত্যর্থঃ। যোনৌ গৃহে বর্ত্তমানা জায়েব। যোষিদিব। অগ্নিহোত্রাদিগৃহে বর্ত্তমানো বহ্নির্বিশ্বস্মৈ সর্ব্বস্মৈ যষ্ট্রজনায়ারমলং ভূষণং ভবতি। যথা জায়যা গৃহমলঙ্কৃতং ভবতি তদ্বদগ্নিনা যজ্ঞগৃহমপ্যলঙ্কৃতং স দৃশ্যত ইত্যর্থঃ। চিত্রশ্চায়নীয়ো বিচিত্রদীপ্তির্বা যদ্যদায়মগ্নিরভ্রাট্ ভ্রাজতে। তদানীং শ্বেতো ন শুভ্রবর্ণ আদিত্য ইব ভবতি। রাত্রৌ হ্যগ্নি সূর্য্য ইবাগ্নিঃ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'দুরোকশোচিঃ' দুষ্প্রাপতেজ 'ক্রতুঃ ন নিত্যঃ' ক্রতু অর্থাৎ কর্ম্মসমূহের কর্ত্তা। তিনি যেমন ধ্রুব, তিনি যেমন কর্ম্মসমূহের মধ্যে ধ্রুব অপ্রমত্ত হইয়া জাগরিত থাকেন, সেইরূপ এই অগ্নি কর্ম্মসমূহের মধ্যে রাক্ষসগণের দহনে ধ্রুব জাগরিত থাকেন—ইহাই ভাবার্থ। 'যোনৌ' গৃহে বর্ত্তমান জায়েব' যোষিদের ন্যায়, অগ্নিহোত্রাদি গৃহে বর্ত্তমান অগ্নি 'বিশ্বস্মৈ' সকল যষ্টৃজনের সম্বন্ধে 'অরং' ভূষণ হয়েন ; জায়ার দ্বারা গৃহ যেমন অলঙ্কৃত হয়, তদ্বৎ অগ্নির দ্বারা যজ্ঞগৃহ অলঙ্কৃত হওয়ায় তিনি দৃশ্য হইয়া থাকেন—ইহাই ভাবার্থ। 'চিত্রঃ' চায়নীয় অথবা বিচিত্রদীপ্তি। যৎ' যখন এই অগ্নি 'অভ্রাট্ দীপ্তিমান্ হন, তখন 'শ্বেতঃ ন' শুভ্রবর্ণ আদিত্যের

প্রকাশকো ভবতি। বিক্ষু প্রজাসু রথো ন রথ ইব রুক্মী সুবর্ণবদ্রোচমানদীপ্তিযুক্তঃ সমৎসু সংগ্রামেষু ত্বেষঃ দীপ্তঃ। এবম্ভূতঃ অগ্নির্যদভ্রাড়িতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ॥

ভুরোকশোচিঃ। উচ সমবায়ে। ঈষদ্দুঃসুষ্বিতি কৃচ্ছ্রার্থে খল্‌। বহুলবচনাৎ কুত্বং। লিৎস্বরেণ প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। ভুরোকং শোচিস্তেজো যস্য। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অরং। বালমূলেত্যাদিনা লকারস্য রেফাদেশঃ। অভ্রাট্‌। ভ্রাজ দীপ্তৌ। লঙি ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্‌। ব্রশ্চাদিষত্বে জশত্বং। অডাগম উদাত্তঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। সমৎসু। সমানং মাদ্যন্ত্যেষ্বিতি সমদঃ সংগ্রামাঃ। ঔণাদিকোঽধিকরণে ক্বিপ্‌। সমানস্য ছন্দসীতি সভাবঃ। যদ্বা সম্যগত্তি ভক্ষয়তি বীরানিতি সমৎ। সম্‌পূর্ব্বাদত্তেঃ ক্বিপ্‌ চেতি ক্বিপ্‌॥ (১ম—৬৬সূ—৩ঋ)॥

* * *

তৃতীয় (৭৭০) ঋকের বিশদার্থ।

—— ০ ——

এই ঋকের অন্তর্গত 'অভ্রাট্‌' পদ 'সমৎসু' পদ, এবং 'রুক্মী ত্বেষঃ' পদদ্বয়ের অর্থের ও সম্বন্ধের বিষয়ে ভাষ্যাদির সহিত আমাদগের মত পার্থক্য ঘটিয়াছে। 'অভ্রাট্‌' পদ হইতে অগ্নির জ্বলন অর্থ সাধারণতঃ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। তদনুসারে "সং চিত্রং অভ্রাট্‌ শ্বেতঃ ন" পদ কয়েকটীকে এক-বাক্যাংশ-মধ্যে গণ্য করিয়া লইয়া অর্থ করা হয়,—যখন বৈচিত্র্য-সম্পন্ন অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েন, আদিত্যের ন্যায় তাঁহার শুভ্র দীপ্তি

ন্যায় হয়েন। রাত্রিতে ও দিবসে সূর্য্যের ন্যায় অগ্নি প্রকাশক হয়েন। 'বিক্ষু' প্রজাসমূহের 'রথঃ ন' রথের ন্যায় 'রুক্মী' সুবর্ণবৎ রোচমান দীপ্তিযুক্ত 'সমৎসু' সংগ্রামসমূহে 'ত্বেষ' দীপ্ত। এবম্ভূত অগ্নি যখন দীপ্তিমান্ হয়েন (অভ্রাট্‌) ইত্যাদি পূর্ব্বের সহিত সম্বন্ধ।

ভুরোকশোচিঃ। উচ ধাতু সমবায়ার্থক। 'ঈষদ্দুঃসু' ইত্যাদি সূত্রে কৃচ্ছ্রার্থে খল্‌-প্রত্যয়। বহুল-বচন-হেতু কুত্ব। লিৎস্বরের দ্বারা প্রত্যয় হেতু পূর্ব্বপদের উদাত্তত্ব। 'ভুরোকং শোচিস্তেজো যস্য'—ইত্যাদি বাক্যে বহুব্রীহিসমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। অরং। 'বালমূল' ইত্যাদি নিয়মে লকারের স্থলে রেফ আদেশ। অভ্রাট্‌ দীপ্ত্যর্থক ভ্রাজ্‌ ধাতু। লঙে ব্যত্যয়ের দ্বারা পরস্মৈপদ। 'বহুলং ছন্দসি' সূত্রে শপের লোপ। ব্রশ্চাদি নিয়মে ষত্বে জশত্ব। অটের আগম। উদাত্ত। যদ্বৃত্তযোগ-হেতু অনিঘাত। সমৎসু। 'সমানং আদ্যন্ত্যেষু' ইত্যাদি অর্থে 'সমদঃ' পদে সংগ্রাম বুঝায়। ঔণাদিক। অধিকরণে ক্বিপ্‌। 'সমানস্য ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে স-ভাব। অথবা, সম্যগ্‌-রূপে বীরগণকে ভক্ষণ করে—এই অর্থে সমৎ। সম-পূর্ব্বক অত্ত ধাতু 'ক্বিপ্‌ চ' ইত্যাদি সূত্রে ক্বিপ্‌॥ (১ম—৬৬সূ—৩ঋ)॥

* * *

প্রকাশ পায়। এ অংশে, অগ্নি বলিতে—সর্ব্বথা জ্বলন্ত অগ্নির প্রতিই ব্যাখ্যাকারগণের লক্ষ্য দেখি। *

জ্বলন্ত অগ্নি উপলক্ষণে এই ঋকের যে ব্যাখ্যা হইতে পারে না, তাহা আমরা বলিতেছি না। তবে আমরা মনে করি, জ্ঞানদেবতা পক্ষেই অর্থ সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত হয়। আমরা 'অভ্রাট্' পদে 'হৃদয়ে প্রকাশমান হয়েন' অর্থ গ্রহণ করি। জ্ঞানদেবতা যখন হৃদয়ের মধ্যে বিকাশ-প্রাপ্ত হয়েন, তখনই তিনি 'শ্বেতঃ ন' অর্থাৎ তাঁহার দ্বারা অনাবিল শুভ্র ক্রিয়া প্রকাশ পায়। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সৎকর্ম্ম করিতে অভ্যস্ত হয়। তা ই তাঁহার প্রভা-প্রকাশ। সেই প্রভা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানদেবতা উপাসকগণের সম্বন্ধে (সৎকর্ম্ম-কারিগণের সম্বন্ধে) 'রথঃ ন' অর্থাৎ রথের ন্যায় সংবাহক পরিত্রাণ-কারী হয়েন। সেই অবস্থাতেই রিপুগণের সংগ্রামে মানুষ ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন বা জয়যুক্ত হয়।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, মন্ত্রের প্রথম চারিটী অংশ জ্ঞান-দেবতার স্বরূপ-মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছে। শেষ অংশে 'যৎ' হইতে 'ত্বেষঃ' প্রভৃতি পদ-কয়েকটীতে অন্য ত্রিবিধ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, সেই ত্রিবিধ ভাব;—প্রথম, তাঁহার (জ্ঞানদেবতার) বিকাশ; দ্বিতীয়, তাঁহার ক্রিয়া; তৃতীয়, তাঁহার সেই ক্রিয়ার ফলে রিপুসংগ্রামে মানুষের জয়লাভ। প্রতি অংশের বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন; মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদেই সে তত্ত্ব অধিগত হইবে। (১ম—৬৬সূ—৩ঋ)॥

---

* এখানে ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যায় বেশ একটু রহস্য দেখিতে পাই। এই অংশের 'শ্বেতঃ' পদ উপলক্ষে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ 'শ্বেত অশ্ব' অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়ার পরিকল্পনা, তাঁহাদিগের ব্যাখ্যায় এখানেও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই ঋগংশের একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। সে ভাব তাহাতেই উপলব্ধ হইবে।

"When the bright (Agni) has shone forth, he is like a white (horse) among people;"

বাঙ্গালা অনুবাদে দাঁড়াইয়াছে,—"যখন অগ্নি বিচিত্র দীপ্তিমান হইয়া প্রজ্বলিত হয়েন, তখন তিনি শুভ্রবর্ণ আদিত্যের ন্যায়।" একবিধ অর্থে 'শ্বেতঃ' পদে অশ্ব আসিয়া জুটিল, অন্য অর্থে 'আদিত্য'-পদ অধ্যাহৃত হইয়াছে।

— * —

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ষষ্টিতমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্)।

সেনেব সৃষ্টামং দধাত্যস্তুর্ন

দিদ্যুত্ত্বেষপ্রতীকা।

যমো হ জাতো যমো জনিত্বং জারঃ

কনীনাং পতির্জনীনাং ॥ ৪ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

সেনাঽইব। সৃষ্টা। অমং। দধাতি। অস্তুঃ। ন।

দিদ্যুৎ। ত্বেষঽপ্রতীকা।

যমঃ। হ। জাতঃ। যমঃ। জনিঽত্বং। জারঃ।

কনীনাং। পতিঃ। জনীনাং ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

জ্ঞানদেবঃ 'সেনেব সৃষ্টা' (স্বামিনা সহ বর্ত্তমানা ভটসংহতি ইব শত্রুসংহারায় গতিশীলঃ সন্) 'অমং' (শত্রূণাং ভয়ং) 'দধাতি' (বিদধাতি, উৎপাদয়তি ইতি ভাবঃ); পরিচালকেন প্রভুনা সহ বিদ্যমানঃ সেনানীঃ যথা অকুতোভয়েন শত্রূন্ তাড়য়তি, জ্ঞানদেবস্য প্রভাবেন রিপবঃ তদ্বৎ বিতাড়িতঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ; স দেবঃ 'ত্বেষপ্রতীকা' (দীপ্তমুখা) 'অস্তুঃ ন দিদ্যুৎ' (ক্ষেপ্তুঃ করধৃতা ইষু ইব বিভীষিকাপ্রদঃ); আগ্নেয়াস্ত্রমুখেন যদা বিদ্যুতানল-নিঃসরণং ভবতি তদা শত্রবঃ যথা বিভ্যতি, জ্ঞানদেবস্য প্রভাবেন তদ্বৎ অসদ্বৃত্তিনিবহাঃ

সম্রস্তা ভবতি—ইতি ভাবঃ; 'হ' (যদা) 'জাতঃ, (স দেবঃ হৃদি উৎপন্নো ভবতি, হৃদি জ্ঞানোন্মেষেণ সহ ইতি ভাবঃ, তদা স দেবঃ 'যমঃ' (কামনাপূরকঃ—শত্রুনাশেন শুভফলপ্রদানেন বা) ভবতি ইতি শেষঃ; তথা 'জনিত্বং' (উৎপত্তিমূলং—জন্মজরামরণহেতুভূতং) 'যমঃ' (নাশকঃ) ভবতি ইতি শেষঃ; পূর্ণজ্ঞানং প্রাপ্ত সতি নরঃ মোক্ষং লভতে ইতি ভাবঃ; স দেবঃ 'কনীনাং' (অস্ফুটাবস্থানাং অজ্ঞানমূলানাং বা) 'জারঃ' (নাশকঃ), তথা 'জনীনাং' (প্রস্ফুটাবস্থানাং জ্ঞানসম্পন্নানাং বা) 'পতিঃ' (পালকঃ) ভবতি ইতি শেষঃ; জ্ঞানদেবস্য প্রভাবেন অজ্ঞানতা দূরীভবতি হৃদ চ পূর্ণজ্ঞানং উদ্ভ সয়তি ইতি ভাবঃ॥ (১ম—৬৬সূ—৪ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রভুর সহিত বিদ্যমান সৈন্যদলের ন্যায় শত্রুসংহারে গতিশীল হইয়া, জ্ঞানদেবতা শত্রুগণের ভয় উৎপাদন করেন; (ভাব এই যে—পরিচালক প্রভুর সহিত বিদ্যমান সেনাগণ যেমন অকুতোভয়ে শত্রুগণকে তাড়না করে, জ্ঞানদেবের প্রভাবে রিপুগণ সেইরূপ বিতাড়িত হয়); সেই দেবতা ক্ষেপণকারীর করধৃত দীপ্তমুখ অস্ত্রের ন্যায় বিভীষিকাপ্রদ; (ভাব এই যে—আগ্নেয়াস্ত্রমুখে যখন বিদ্যুতানল নিঃসৃত হয়, তখন শত্রুগণ যেমন ভয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, জ্ঞানদেবতার প্রভাবে অসদ্বৃত্তিনিবহ সেইরূপ সন্ত্রস্ত হয়); যখন সেই দেবতা হৃদয়ে উৎপন্ন হন (অর্থাৎ হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষ হইলে) সেই দেবতা শত্রুনাশের বা শুভফল-প্রদানের দ্বারা কামনাপূরক হয়েন; আর, জন্মজরামরণ-হেতুভূত উৎপত্তিমূলের নাশক হয়েন; (ভাব এই যে,—পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে, মানুষ মোক্ষ লাভ করে); সেই দেবতা অস্ফুট-অবস্থার অর্থাৎ অজ্ঞান-মূলের নাশক এবং প্রস্ফুট অবস্থার অর্থাৎ জ্ঞান সম্পন্নের পালক হয়েন; (ভাব এই যে,—জ্ঞানদেবের প্রভাবে অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়—হৃদয়ে পূর্ণজ্ঞান উদ্ভাসিত হইয়া থাকে।)॥ (১ম—৬৬সূ—৪ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

সৃষ্টা প্রেরিতা সেনেব স্বামিনা সহ বর্তমানা ভটসংহতিরিবায়মগ্নিরমং শত্রূণাং ভয়ং দধাতি। বিদধাতি। করোতীত্যর্থঃ। যদ্বা সৃষ্টা সেনেবামং বলং দধাতি। সা যথা

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'সৃষ্টা' প্রেরিত 'সেনেব' প্রভুর সহিত বর্তমান সেনাসমূহের ন্যায় এই অগ্নি 'অমং' শত্রুগণের ভয় 'দধাতি' বিধান করেন; অথবা, 'সৃষ্টা সেনেব অমং বলং দধাতি' অর্থাৎ প্রভুসহ

বলবতী তদ্বদগ্নিরপি বলবানিত্যর্থঃ। নিদর্শনান্তরমুচ্যতে। দিদ্যুদিতি বজ্রনাম তেন চাত্রেষুর্লক্ষ্যতে। ত্বেষপ্রতীকা দীপ্তমুখাস্তর্ন দিদ্যুৎ। ক্ষেপ্তুঃ সম্বন্ধিনীষুরিব। সা যথা ভীষয়তে তদ্বদগ্নিরপি রাক্ষসাদীন্ ভীষয়ত ইত্যর্থঃ। অত্র নিরুক্তং। সেনেব সৃষ্টা ভয়ং বা বলং বা দধাত্যস্তুরিব দিদ্যুত্ত্বেষপ্রতীকেত্যাদি। নি০ ১০।২১। যচ্ছন্তি দদাতি স্তোতৃভ্যঃ কামানিতি যমাহুরিত্যুচ্যতে। যদ্বা ইন্দ্রাগ্ন্যোর্যুগপদুৎপন্নত্বাদগ্নের্যমত্বং। অস্মিন্নর্থে যাস্কেন মন্ত্রব্রাহ্মণে দর্শিতে। যমো হ জাত ইন্দ্রেণ সহ সঙ্গতঃ যমাবিহেহ মাতরেত্যপি নিগমো ভবতি। নি০ ১০।২১। যো জাত উৎপন্নো ভূতসঙ্ঘো যচ্চ জনিত্বং জনয়িতব্যমুৎপৎস্যমানং ভূতজাতং তদুভয়মপি যমো হ। অগ্নিরেব। সর্ব্বেষাং ভাবানামাহুতিদ্বারাগ্ন্যধীনত্বাৎ। কনীনাং কন্যকানাং জারো জরয়িতা। যতো বিবাহসময়ে অগ্নৌ লাজাদিদ্রব্যহোমে সতি তাসাং কন্যাত্বং নিবর্ত্ততে অতো জরয়িতেত্যুচ্যতে। তথা জনীনাং জায়ানাং কৃতবিবাহানাং পতির্ভর্ত্তা। তথা চাখ্যায়তে। অনুপজাতপুরুষসম্ভোগেচ্ছাবস্থাং স্ত্রিয়ং সোমো লেভে। স চ সোম ঈষদুপজাতভোগেচ্ছাং তাং বিশ্বাবসবে গন্ধর্ব্বায় প্রাদাৎ। স চ গন্ধর্ব্বো বিবাহসময়েঽগ্নয়ে প্রদদৌ। অগ্নিশ্চ মনুষ্যায় ভর্ত্রে ধনপুত্রৈঃ সহিতামিমাং প্রাপয়চ্ছদিতি। ইমমর্থং কাচিদৃক্ স্পষ্টং ব্রূতে। সোমো দদদ্গন্ধর্ব্বায় গন্ধর্ব্বো দদদগ্নয়ে। রয়িং চ পুত্রাঃ

বর্ত্তমান সৈন্যসংহতি যেমন বলবতী, অগ্নিদেবও সেইরূপ বলবান্—ইহাই ভাবার্থ। তদ্বিষয়ে নিদর্শনান্তর কথিত হইতেছে,—'বিদ্যুৎ' এই শব্দ বজ্রনাম-বাচক। এখানে ইষুকে লক্ষ্য করিতেছে। 'ত্বেষপ্রতীকা' দীপ্তমুখ 'অস্তঃ ন দিদ্যুৎ' ক্ষেপণের সম্বন্ধীয় ইষুর বা অস্ত্রের ন্যায়। বিদ্যুৎ-ক্ষেপণের অস্ত্র যেমন ভীষণতা-ব্যঞ্জক, অগ্নিও সেইরূপ রাক্ষসাদিকে ভয়প্রদর্শনে সমর্থ। এ বিষয়ে নিরুক্তের (নি০ ১০।২১) উক্তি,—'সেনেব সৃষ্টা' ইত্যাদি। স্তোতৃগণকে তাঁহাদিগের অভিমত ফল প্রদান করেন—এই অর্থে 'যমঃ' পদে অগ্নিকে বুঝায়। অথবা, ইন্দ্র ও অগ্নি যুগপৎ উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া অগ্নির যমত্ব। এই অর্থে যাস্ক কর্ত্তৃক মন্ত্রব্রাহ্মণে এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে;—'যমো হ জাতঃ' ইত্যাদি। (নি০ ১০।২১)। যিনি 'জাতঃ' উৎপন্ন ভূতসঙ্ঘ এবং যাহা হইতে 'জনিত্বং' উৎপৎস্যমান ভূতজাত তদুভয়ও 'যমঃ হ' অগ্নিই; সকল ভাবসমূহের আহুতি দ্বারা অগ্ন্যধীনত্ব-হেতু। 'কনীনাং' কন্যাসমূহের 'জারঃ' জারয়িতা; যেহেতু বিবাহের সময়ে অগ্নিতে লাজাদিদ্রব্যহোমে তাহার কন্যাত্ব নিবর্ত্তিত হয়—এই হেতু জরয়িতা বলা যায়। আর 'জনীনাং' জায়াগণের অর্থাৎ কৃতবিবাহ নারীগণের 'পতিঃ' ভর্ত্তা। এতদ্বিষয়ে এইরূপ আখ্যান আছে। 'অনুপজাতপুরুষসম্ভোগেচ্ছাবস্থাং' ইত্যাদি। অর্থাৎ, অনুপজাতপুরুষসম্ভোগেচ্ছাবস্থা একটী স্ত্রীকে সোম পাইয়াছিলেন। সোমের প্রতি তাহার ভোগেচ্ছা ঈষৎ উপজাত হইলে, সোম সেই স্ত্রীকে বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব্বকে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই গন্ধর্ব্ব আবার বিবাহ-সময়ে অগ্নিকে প্রদান করেন। অগ্নি আবার ধনপুত্রের সহিত তাহাকে প্রতিপালনের জন্য মনুষ্যকে প্রদান করেন। এই অর্থ একটী ঋকে স্পষ্টভাবে উক্ত আছে; যথা,—'সোমো দদদ্গন্ধর্ব্বায় গন্ধর্ব্বো দদদগ্নয়ে' ইত্যাদি (ঋ০ ৮।৩।২০)। যাস্ক

শ্চাদ্বানগ্নির্হময়মথো ইমামিতি। যাস্কস্তু হ। তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতিরিত্যপি নিগমো ভবতি।' নি০ ১০।২১। ইতি যদ্বা জনীনাং পালয়িতা যতোহয়মনুষ্ঠিতৈর্যাগৈঃ ফলং প্রযচ্ছতি॥

সেনেব। ইনেন সহ বর্ত্তত ইতি সেনা। বোপসর্জ্জনস্যেতি সভাবঃ। বহুব্রীহিস্বরঃ। জনিত্বং। জনী প্রাদুর্ভাবে। কৃত্যার্থে তবৈকেনিতি কর্ম্মণি ত্বন্‌প্রত্যয়ঃ। ইডাগম। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। জারঃ। জারয়তীতি জারঃ। দারজারৌ কর্ত্তরি ণিলুক্ চেতি নিপাত্যতে। কনীনাং। কন্যাশব্দাৎ ষষ্ঠ্যেকবচনে বহুলং ছন্দসিতি বহুলগ্রহনাৎ সম্প্রসারণং। পরপূর্ব্বত্বং। জনীনাং। জনন্ত আস্বিতি জনয়ঃ স্ত্রিয়ঃ। ইন-সর্ব্বধাতুভ্যঃ ইতীন্‌প্রত্যয়ঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম ৬৬সূ—৪ঋ)॥

• • •

চতুর্থ (৭৭১) ঋকের বিশদার্থ।

—:০:—

কিরূপ অন্বয় মুখে কি প্রকার অর্থ আমরা পরিগ্রহণ করিয়াছি—তাহা বুঝিতে হইলে, কি প্রকার অর্থ প্রচলিত আছে তাহাও একটু বুঝিবার প্রয়োজন হয়। ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে মন্ত্রটিকে আমরা চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছি। তাহার প্রথম দুই অংশের অর্থাৎ প্রথম পদের (চরণের) অর্থ-সম্বন্ধে প্রায়ই ভাষ্যাদির সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার সাদৃশ্য আছে। আমরা কেবল সে ব্যাখ্যার একটু বিশ্লেষণ করিয়াছি মাত্র। 'সেনেব সৃষ্টা' পদদ্বয়ে জ্ঞানের প্রভাব সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যোদ্ধপুরুষগণ প্রাণপণ প্রযত্নে শত্রুসংহারে অগ্রসর হয়—যখন

এ বিষয়ে এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন ;—'তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতিরিত্যপি নিগমো ভবতীতি' (নি০ ১০।২১)। অথবা, জনীগণের পালয়িতা ; যেহেতু, এই অগ্নি অনুষ্ঠিত যাগের দ্বারা ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

সেনেব। ইনের সহিত বর্ত্তমান—এই অর্থে সেনা পদ হয়। 'বোপসর্জ্জনস্য' ইত্যাদি সূত্রে সভাব। বহুব্রীহির স্বর। জনিত্বং। প্রাদুর্ভাবার্থক জনী ধাতু। কৃত্য অর্থে 'তবৈকেন' ইত্যাদি সূত্রে কর্ম্মণিবাচ্যে ত্বন্ প্রত্যয়। ইটের আগম। নিত্ত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। জারঃ। জীর্ণ করে—এই অর্থে জার-পদ হয়। দার জার শব্দে কর্ত্তৃবাচ্যে ণি। 'লুক চ' ইত্যাদি নিয়মে নিপাতন-সিদ্ধ। কনীনাং। কন্যা-শব্দ-হেতু ষষ্ঠীর একবচনে 'বহুলং ছন্দাস' ইত্যাদি সূত্রে বহুল-গ্রহণ-হেতু সম্প্রসারণ। পরপূর্ব্বত্ব। জনীনাং। উহা হইতে জাত বা উৎপন্ন হয়—এইজন্য 'জনয়ঃ' পদে স্ত্রীগণকে বুঝায়। 'ইন সর্ব্বধাতুভ্যঃ' ইত্যাদি সূত্রে ইন্-প্রত্যয়। নিত্ত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। (১ম—৬৬সূ—৪ঋ)।

• • •

তাহাদিগের প্রভু তাহাদিগকে পরিচালনা করেন। প্রভুর বা সেনাপতির নির্দ্দেশক্রমে সৈন্যগণ যখন প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি অগ্রসর হইতে থাকে, তখনই প্রতিপক্ষের প্রাণে বিভীষিকা আনয়ন করে। মন্ত্রের প্রথম পদের দুইটি অংশে অজ্ঞানতা-নাশে জ্ঞানদেবের সেই ভীষণতার বিষয়ই প্রখ্যাত রহিয়াছে। এই অংশের "ত্বেষপ্রতীকা অস্তুঃ ন দিদ্যুৎ" বাক্যাংশে আগ্নেয়াস্ত্রের উপমা প্রাপ্ত হই। শত্রুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া যখন প্রভুর পরিচালিত সৈন্যগণ আপনাদিগের প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া অগ্রসর হয়, আর যখন শত্রুগণকে লক্ষ্য করিয়া অগ্নিস্রাবী কামান বন্দুকের গোলা-গুলি শত্রুর প্রতি প্রধাবিত হয়; তখন, শত্রুর প্রাণে যেরূপ বিভীষিকা আনয়ন করে; হৃদয়ে জ্ঞানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, অসদ্বৃত্তিরূপ রিপুগণও সেইরূপ বিভীষিকা প্রাপ্ত হয়। মন্ত্রের প্রথম চরণে এবম্বিধ উপমার ভাবই প্রকটিত দেখি।

অতঃপর দ্বিতীয় চরণটীর মর্ম্মার্থ আলোচনা করা যাইতেছে। এই চরণের অর্থ-সম্বন্ধে ভাষ্যাদির ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের মত-পার্থক্য ঘটিয়াছে। মূলে আছে,—"যমঃ জাতঃ যমঃ জনিত্বং।" সাধারণতঃ এই অংশের অর্থ করা হয়,—"যাহা জন্মিয়াছে ও যাহা জন্মিবে তাহা সমস্তই অগ্নির।" আবার অন্যরূপ অর্থে দেখিতে পাই,—তিনি (অগ্নি) যমজ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং যমজ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন।' এই উপলক্ষে মন্ত্রের চতুর্থ অংশের, "জারঃ কনীনাং পতির্জনীনাং"—এই বাক্যাংশের, অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে,—"অগ্নি কুমারীগণের জার ও বিবাহিতা স্ত্রীর পতি।" * সায়ণ এই অর্থেরই সঙ্গতি দেখেন। তাঁহার মতে বিবাহ-সময়ে লাজাদিদ্রব্য অগ্নিতে অর্পিত হইলে কন্যার কনীনত্ব ঘুচিয়া যায়; সেই জন্যই অগ্নিকে 'কুমারীগণের জার' বলা হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, বিবাহিতা নারী পতির হোমাদি-কার্য্যে সহচারিণী থাকেন বলিয়া, অগ্নিকে বিবাহিতা রমণীর পতি বলা হয়। ভাষ্যকার এই সূক্তে নানা উপাখ্যানাদির অবতারণা করিয়া আপনার

---

* "ওল্ডেনবর্গের ইংরাজী অনুবাদে এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, সে অনুবাদ; যথা,—
"He who is born is one twin; he who will be born is the other twin—the lover of maidens, the husband of wives."

সিদ্ধান্তের সমর্থন পক্ষে চেষ্টা পাইয়াছেন। কেহ কেহ আবার, মন্ত্রের অন্তর্গত দুইটী 'যমঃ' পদ-উপলক্ষে যুগ্মভাবে জন্মের এবং যুগ্মভাবে জারত্বের ও পতিত্বের কল্পনা করিয়া গিয়াছেন।

এখন, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের প্রতি লক্ষ্য করুন। আমরা 'হ' এই অব্যয় পদটীতে 'যদা' অর্থ গ্রহণ করি। 'জাতঃ' পদে 'উৎপন্ন' অর্থ পরিগৃহীত হয়। তদনুসারে 'হ জাতঃ' পদদ্বয়ে, সেই দেবতা যখন হৃদয়ে উৎপন্ন হন অর্থাৎ 'আমাদিগের জ্ঞানোন্মেষের সহিত'—এই ভাব এখানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'যমঃ' পদে 'নাশক' বা 'পূরক' অর্থ পাওয়া যায়। শত্রুনাশের দ্বারা তিনি যে কামনা-পূরণ করেন—এই ভাব এখানে প্রাপ্ত হইতে পারি। ভাষ্যেও এখানে 'যমঃ' পদে কামনাপূরক অর্থ দেখিতে পাই। তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে—'হ জাতঃ যমঃ'' পদত্রয়ে এই ভাব ব্যক্ত হইতেছে যে,—হৃদয়ে যখন জ্ঞানের বিকাশ পায়, তখন সেই জ্ঞানদেবতা শত্রুনাশের দ্বারা অর্থাৎ অসদ্বৃত্তি প্রভৃতির সংহার-সাধনের দ্বারা মনুষ্যের কামনা পূরণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আর কি ক্রিয়া প্রকাশ পায়? তিনি জনিত্বকে অর্থাৎ উৎপত্তিমূলকে নাশ করেন। তাই বলা হইয়াছে,—"জনিত্বং যমঃ।" জন্মই জরামরণ-ব্যাধির মূল। সুতরাং জন্মগতি-রোধের জন্যই ঋষিগণের প্রবল প্রচেষ্টা। জ্ঞান যখন জন্ম-মূলের 'যমঃ' অর্থাৎ নাশক হয়েন, তখনই মোক্ষলাভ হয়। সুতরাং "হ জাতঃ যমঃ জনিত্বং যমঃ" প্রভৃতি পদপঞ্চকে এই ভাব ব্যক্ত হইতেছে যে,—'হৃদয়ে যখন জ্ঞান সঞ্জাত হয় তখন শত্রু নাশপ্রাপ্ত হয়, কামনা পূর্ণ হয়; আর তখন, জন্ম-জরা-মরণ হেতুভূত উৎপত্তি-মূল ধ্বংস হয়।'

এইরূপ মন্ত্রের শেষাংশে, "কনীনাং জারঃ" এবং "জনীনাং পতিঃ" বাক্যাংশদ্বয়ে, একের নাশক ও অন্যের পালক এই ভাব ব্যক্ত দেখি। 'কনীনাং' পদে অস্ফুট অবস্থার বা অজ্ঞানমূলের অর্থ আসে। জ্ঞান-দেবতার কৃপা হইলে, অস্ফুট অবস্থা দূরে যায়, অজ্ঞানতা লোপ পায়। 'জারঃ' পদে নাশক অর্থ প্রাপ্ত হই। অজ্ঞানতার প্রতি অনুরাগকে নাশ করাই—জ্ঞানের কার্য্য। 'কনীনাং জারঃ' পদদ্বয়ে সেই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। এইরূপ 'জনীনাং' পদে প্রস্ফুট অবস্থার বা জ্ঞানসম্পন্নতার ভাব আসিয়া থাকে। যাঁহারা একটু উচ্চতরে আরোহণ করিতে

পারিয়াছেন, জ্ঞান যে তাঁহাদিগের পোষক হইয়া আছেন, জনীনাং পতিঃ' পদদ্বয়ে তাঁহাদিগের সম্বন্ধই দ্যোতনা করিতেছে। অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়া জ্ঞানের দিব্যজ্যোতিঃ যখন হৃদয়ে প্রকাশ পায়, তখন শত্রুর বিভীষিকা দূরে যায় পরমপদ-প্রাপ্তির সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হয়। মন্ত্র সেই তত্ত্বই নির্দ্দেশ করিতেছে॥ (১ম—৬৬সূ—৪ঋ)॥

— • —

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ষষ্টিতমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

তং বশ্চরাথা বয়ং বসত্যাস্তং ন গাবো

নক্ষন্ত ইদ্ধং।

সিন্ধুর্ন ক্ষোদঃ প্র নীচৈরৈনান্নবন্ত

গাবঃ স্ব১র্দৃশীকে ॥ ৫ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

তং। বঃ। চরাথা। বয়ং। বসত্যা। অস্তং। ন। গাবঃ॥

নক্ষন্তে। ইদ্ধং।

সিন্ধুঃ। ন। ক্ষোদঃ। প্র। নীচাঃ। ঐনোৎ। নবন্ত॥

গাবঃ। স্বঃ। দৃশীকে॥ ৫ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'ত্বং' (শ্রেষ্ঠহিতসাধকং) 'বঃ' (ত্বাং) যদা 'চরাথা' (বহিরাগতয়া—সদ্ভাবাসদ্ভাবরূপয়া বা আহুত্যা) তথা 'বসত্যা' (অন্তরস্থিতয়া—সদ্ভাবাসদ্ভাবরূপয়া বা আহুত্যা) 'বয়ং' (অর্চনাকারিণঃ সর্ব্বে) 'নক্ষন্তে' (ব্যাপ্নুমঃ, অর্চয়াম ইতি ভাবঃ); তদা 'ইদ্ধং' (প্রদীপ্তং, দৃশ্যমানং) 'অস্তং' (মঙ্গলং, গৃহং) 'ন' (ইব) 'গাবঃ' জ্ঞানকিরণাঃ) নক্ষন্তে অস্মভ্যং বিস্তারয়ন্তি বা ইতি শেষঃ; তদা চ স জ্ঞানদেবঃ 'সিন্ধুঃ ন ক্ষোদঃ' (নদীপ্রবাহঃ ইব নিম্নাভিমুখে প্রবলগতিসম্পন্নঃ সন্) 'নীচীঃ') দ্যুতিং শান্তিং বা 'প্রঐনোৎ' (প্রেরয়তি সেচয়তি); তদা চ 'স্বঃ' (স্বর্লোকস্থ) 'গাবঃ' (জ্ঞানরশ্ময়ঃ) 'দৃশীকে' (দর্শনীয়ে ইহলোকে) 'নবন্তে' (সংগচ্ছন্তে উদ্ভাসন্তে ইতি ভাবঃ)। সর্ব্বথা জ্ঞানদেবস্য সেবয়া সকলং মঙ্গলং অধিগচ্ছন্তি ইতি ভাবঃ ॥ (১ম—৬৬সূ—৫ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ

হে ভগবন্! শ্রেষ্ঠহিতসাধক সেই আপনাকে যখন বহিরাগত সদ্ভাব-রূপ বা অসদ্ভাব-রূপ আহুতির দ্বারা অর্চনাকারী আমরা অর্চনা করি তখন প্রদীপ্ত অথবা দৃশ্যমান্ মঙ্গলের ন্যায় জ্ঞানকিরণসমূহ আমাদিগের মধ্যে বিস্তৃত হয়; আর তখন, সেই জ্ঞানদেবতা নদীপ্রবাহের ন্যায় নিম্নাভিমুখে প্রবলগতিসম্পন্ন হইয়া দ্যুতি বা শান্তি প্রেরণ করেন; আর, তখন স্বর্গলোকের জ্ঞানরশ্মিসমূহ ইহলোকে উদ্ভাসিত হয়। ভাব এই যে,—সর্ব্বথা জ্ঞানদেবের সেবায় সকল প্রকার মঙ্গল অধিগত হয়। (১ম—৬৬সূ—৫ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বঃ ইতি ব্যত্যয়েন বহুবচনং। হে অগ্নে ত্বং ত্বাং চরাথা। চরতীতি চরথঃ পশুঃ। তৎপ্রভবৈঃ হৃদয়াদিভিঃ সাধ্যাহুতিরপি চরথেত্যুচ্যতে। উপচারাৎ কার্য্যে কারণশব্দঃ। চরাথা চরথয়া পশুপ্রভবহৃদয়াদিসাধনয়াহুত্যা। বসত্যা বসতি নিবসতীতি স্থাবরো

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'বঃ' এই পদ ব্যত্যয়ের দ্বারা বহুবচন হইয়াছে। হে অগ্নে! 'ত্বং' আপনাকে 'চরাথা'। চরণ করে—এই অর্থে 'চরথঃ' পদে পশু বুঝায়; তাহা হইতে উৎপন্ন হৃদয়াদির দ্বারা সাধ্যা আহুতিও চরথা বলিয়া উক্ত হয়; উপচার-হেতু কার্য্যে কারণ শব্দ। 'চরাথা' চরথার দ্বারা অর্থাৎ পশুপ্রভব হৃদয়াদি সাধনা-রূপ আহুতি দ্বারা। 'বসত্যা' বসতি অর্থাৎ নিবাস করে—এই অর্থে স্থাবর ব্রীহ্যাদি বসতি পদবাচ্য। পূর্ব্ববৎ সাধ্যা আহুতির প্রতি লক্ষ্য আসে।

ব্রীহ্যাদিরূপৈঃ। পূর্ববত্তৎসাধ্যাহুতিলক্ষ্যতে। বসত্যা পুরোডাশাদ্যাহুত্যা চ বয়মিদ্ধং প্রদীপ্তমগ্নিং নক্ষন্তে। ব্যাপ্নুমঃ। পুরুষব্যত্যয়ঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। অস্তং ন গাবঃ। অস্তমিতি গৃহনাম। যথা গাবো গৃহং ব্যাপ্নুবন্তি তদ্বৎ। অত্র যাস্কঃ। তং বশ্চরাথা চরন্ত্যা পশ্বাহুত্যা বসত্যা চ নিবসন্তোষধ্যাহুত্যাস্তং যথা গাব আপ্নুবন্তি তথাপ্নুয়াম। নি০ ১০।২১। ইতি। অয়মগ্নিঃ সিন্ধুর্ন ক্ষোদঃ স্যন্দনশীলমুদকমিব নীচীর্নিত্যমঞ্চনশীলা ইতস্ততো নির্গমনশীলাঃ ঐরেনোৎ। প্রেরয়তি যথা জলপ্রবাহো নিম্নদেশে শীঘ্রং গচ্ছতি তদ্বদগ্নের্জ্বালা দগ্ধব্যং প্রতি গচ্ছন্তীতি ভাবঃ। স্বর্নভসি বর্ত্তমানে দৃশীকে দর্শনীয়ে অস্মিন্নগ্নৌ গাবো গমনস্বভাবা রশ্ময়ো নক্ষন্ত। সঙ্গচ্ছন্তে নক্ষতির্গতিকর্ম্মা ॥

চরাথা। চরেরৌণাদিকোঽথক্ প্রত্যয়ঃ। দীর্ঘশ্ছান্দসঃ। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ। বসত্যা। বহিবস্যর্ত্তিভ্যশ্চিৎ। উ০ ৪।৭১। ইত্যতিপ্রত্যয়ঃ। উদাত্তযণ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। অস্তং। অস্যতেঽস্মিন্ সর্ব্বমিত্যস্তং গৃহং। অসিহসীত্যাদিনা তন্। তিতুত্রেতীট্প্রতিষেধঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। নক্ষন্তে। নক্ষতির্ব্যাপ্তিকর্ম্মা। নক্ষ গতৌ। ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। চাদিলোপে বিভাষেতি নিঘাতাভাবঃ। নীচীঃ। নিপূর্ব্বাদঞ্চতেশ্চোপসংখ্যানমিতি ঙীপ। অচ ইত্যকারলোপঃ। চাবিতি দীর্ঘত্বং। গতৌ চ। পা০ ৬।৫৩। ইতি গতঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। ঐরেনোৎ। ইণ্ গতৌ। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাচ্ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট

'বসত্যা' অর্থাৎ পুরোডাশাদি আহুতি দ্বারা 'বয়ং' আমরা 'ইদ্ধং প্রদীপ্ত অগ্নিকে 'নক্ষন্তে' ব্যাপ্ত করি। এখানে পুরুষ-ব্যত্যয়। এতদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'অস্তং ন গাবঃ'। অস্ত পদ গৃহনাম-বাচক। গাভী সকল যেমন গৃহকে প্রাপ্ত হয়, তদ্বৎ। এ বিষয়ে যাস্কের উক্তি—'তং বশ্চরাথা চরন্ত্যাপশ্বাহুত্যা বসত্যা চ' ইত্যাদি (নিঃ ১০।২১)। এই অগ্নি 'সিন্ধু ন ক্ষোদঃ' স্যন্দনশীল উদকের ন্যায় 'নীচীঃ' সর্ব্বদা অঞ্চনকারী অর্থাৎ সর্ব্বদা ইতস্ততঃ উদ্গমনকারী জ্বালা 'প্র ঐরেনোৎ' প্রেরণ করে। জলপ্রবাহ যেমন নিম্নদেশে শীঘ্র গমন করে, সেইরূপ অগ্নির জ্বালা-সমূহ দগ্ধব্যের প্রতি গমন করে—ইহাই ভাবার্থ। 'স্বঃ' নভোলোকে দৃশীকে' দর্শনীয় সেই অগ্নিতে 'গাবঃ' গমনস্বভাব রশ্মিসমূহ 'নক্ষন্ত' সম্যগ্ভাবে গমন করে। 'নক্ষতিঃ' পদে গতিকর্ম্ম বুঝায় (নি০ ২।১৪)।

চরাথা। চর ধাতু ঔণাদিক অথক প্রত্যয়। ছান্দসে দীর্ঘ 'সুপাং সুলুক' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির আকার। বসত্যা। 'বহিবস্যর্ত্তিভ্যশ্চিৎ' (উ০ ৫০৯) ইত্যাদি সূত্রে অতি প্রত্যয়। 'উদাত্তযণঃ' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। অস্তং। উহাতে সকল অবস্থিতি করে—এই অর্থে 'অস্তং' পদে গৃহ বুঝায়। 'অসিহসি' ইত্যাদিতে অতন্ প্রত্যয়। 'তিতুত্র' ইত্যাদি সূত্রে ইটের প্রতিষেধ। নিত্ত্বহেতু আদ্যুদাত্তত্ব। নক্ষন্তে। 'নক্ষতিঃ' পদে ব্যাপ্তিকর্ম্ম বুঝায়। গত্যর্থক নক্ষ ধাতু। ব্যত্যয়ের দ্বারা আত্মনে পদ। 'চাদি-লোপে বিভাষা' ইত্যাদি সূত্রে নিঘাতের অভাব। নীচীঃ। নি-পূর্ব্বক হেতু অঞ্চ ধাতুতে 'উপসংখ্যানং' ইত্যাদি নিয়মে ঙীপ্ প্রত্যয়। 'অচঃ' ইত্যাদি সূত্রে অকারের লোপ। 'চৌ' ইত্যাদি নিয়মে দীর্ঘত্ব। 'গতৌ চ' ইত্যাদি সূত্রে গম ধাতুর প্রকৃতিস্বরত্ব। ঐরেনোৎ। গত্যর্থক ইণ ধাতু। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ হেতু 'ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ' ইত্যাদি সূত্রে বর্ত্তমানকালে

ইতি বর্তমানে লঙি ব্যত্যয়েন শ্নুঃ। অডাগমো বৃদ্ধিশ্চ। দৃশীকে। দৃশির্‌ প্রেক্ষণে। অনিদৃশিভ্যাং চেতি কীকন্‌ প্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—৬৬সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য পঞ্চমে দশমো বর্গঃ॥ ১।৫।১০॥

* * *

পঞ্চম (৭৭২) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অর্থ উদ্ধারের ভাষ্যকারকে এবং ব্যাখ্যাকারগণকে বিশেষ উদ্বেগ সহ্য করিতে হইয়াছে। সেই উদ্বেগের প্রধান কারণ—মন্ত্রান্তর্গত 'তং' 'বঃ' এবং 'নক্ষন্তে' পদত্রয়। ভাষ্যকার উহার 'বঃ' পদে বচন-ব্যত্যয় ধরিয়া লইয়াছেন, এবং 'নক্ষন্তে' পদে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অপিচ, অগ্নিকে সম্বোধন পূর্ব্বক মন্ত্রটী উচ্চারিত হইয়াছে,—ইহাই ভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত। কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার মন্ত্রের অন্তর্গত 'তং' ও 'বঃ' পদদ্বয়কে সম্পূর্ণরূপ পরিহার করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত এই যে,—ঐরূপ 'তং বঃ' পদদ্বয়ের যুগ্ম প্রয়োগ যেখানে দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে ঐ দুই পদ নিরর্থক বলিয়া মনে করিতে হইবে। * তদনুসারে মন্ত্রটি সাধারণভাবে (সম্বোধন ভিন্ন) উক্ত হইয়াছে, ইহাই নির্দ্দিষ্ট হইতে দেখি। কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার আবার কিয়দংশে ভাষ্যের অনুসারী হইয়াছেন, এবং কিয়দংশে পাশ্চাত্যের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। ভাষ্যের ভাব যথাস্থানে প্রকাশ পাইয়াছে।

লঙ; তাহার ব্যত্যয়ের দ্বারা শ্নুঃ। অটের আগম ও বৃদ্ধি। দৃশীকে। প্রেক্ষণার্থক দৃশির ধাতু। 'অনিদৃশিভ্যাং চ' ইত্যাদি নিয়মে কীকন্‌ প্রত্যয়। নিত্ব-হেতু অ দ্যুদাত্তত্ব॥ ৫॥

প্রথম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ের দশম বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৫।১০॥

* * *

---

* ম্যাক্সমূলারের সম্পাদিত ওল্ডেনবর্গের অনুবাদে এইরূপ মত প্রকাশ পাইয়াছে যথা,—
"I leave Vah untranslated (comp. Delbruck, Altindisehe Syntax,' 206), which must be done in most of the numerous verses beginning with the words Tam Vah."

ঋক্‌—৪২৩ (১১২ সং)

এখানে এই মন্ত্রের একটী ইংরাজী এবং একটী বাঙ্গালা অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া ভাবান্তর প্রদর্শন করিতেছি। যথা ;—

1. "As cows go to their stalls, all that moves and we, for the sake of a dwelling, reach him who has been kindled

Like the flood of the Sindhu he was driven forward the downwards flowing (water). The cows lowed at the sight of the sun."

(২) "গাভীগণ যেরূপ গৃহে গমন করে সেইরূপ আমরা জঙ্গম ও স্থাবর (অর্থাৎ পশু ও ব্রীহি আদি) উপহারের সহিত প্রদীপ্ত অগ্নির নিকট গমন করি। অগ্নি জলপ্রবাহের ন্যায় ইতঃস্তত: জ্বালা প্রেরণ করেন, ও নভস্তলে দর্শনীয় অগ্নির রশ্মি মিলিত হয়।"

আমরা দুইরূপ অন্বয়ে দুই ভাবে মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়া থাকি। তাহার মধ্যে প্রথম প্রকার অর্থই আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় প্রকাশ করিয়াছি। দ্বিতীয় প্রকার অর্থের বিষয় প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতেছে। * প্রথমতঃ, আমরা মনে করি, এই মন্ত্রটী সাধারণ-ভাবে ভগবানের সম্বোধনে প্রযুক্ত। এ পক্ষে 'তং' 'বঃ' 'নক্ষন্তে' পদত্রয় সম্বন্ধে আমরা ভাষ্যের সিদ্ধান্তেরই অনুসরণ করি। তদনুসারে অর্থ দাঁড়ায়—'হে ভগবন্! সেই আপনাকে আমরা ব্যাপিয়া থাকি বা অর্চ্চনা করি।' এখানে 'সেই আপনাকে' বলিতে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য পড়ে। তাঁহাকে 'নক্ষন্তে' অর্থাৎ ব্যাপিয়া থাকার অর্থই - তাঁহার অর্চ্চনায় হৃদয়-মন

---

* এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'বঃ' পদের বচন-ব্যত্যয় এবং 'নক্ষন্তে' পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার না করিয়া যে ভাবে অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে,—তাহার আদর্শ (তদনুরূপ অন্বয় ও ব্যাখ্যা একটু) নিম্নে প্রকাশ করিতেছি,—

হে অস্মাকং চিত্তবৃত্তয়ঃ। 'বঃ' (যুষ্মান্) যদা 'বয়ং' (অর্চ্চনাকারিণঃ) 'তং' (ভগবন্তং প্রতি) সমর্পয়ামঃ ইতি শেষঃ ; তদা যূয়ং সর্ব্বে 'চরাথা' (বহিরাগতয়া—সদ্ভাবাসদ্ভাবরূপয়া বা আহুত্যা) তথা 'বসত্যা' (অন্তরস্থিতয়া—সদ্ভাবাসদ্ভাবরূপয়া বা আহুত্যা) তং ভগবন্তং 'নক্ষন্তে' (ব্যাপ্নুবন্তি) ; তদা 'ইদ্ধং' ইত্যাদি।

অর্থাৎ,—'হে আমাদিগের চিত্তবৃত্তিসমূহ। তোমাদিগকে যখন আমরা ভগবানের প্রতি সমর্পণ করি ; তখন তোমরা সকলে বহিরাগত ও অন্তরস্থিত সদ্ভাব অসদ্ভাব-রূপ আহুতির দ্বারা সেই ভগবানকে ব্যাপিয়া থাক।' ইত্যাদি।

উৎসর্গ করা। কি ভাবে তাঁহার অর্চ্চনা করিতে হইবে, কেমন করিয়া তাঁহাতে হৃদয়-মন উৎসর্গ করা প্রয়োজন, 'চরাথা' ও 'বসত্যা' পদদ্বয়ে তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছে। ঐ দুই পদে দ্বিবিধ প্রকার আহুতি অর্থ প্রাপ্ত হই। ভাষ্যাভাসে সে আহুতির সন্ধান পাওয়া যায়। যাহা বাহির হইতে আসে, তাহাই 'চরাথা' (চরথ) পদের দ্যোতক। আর যাহা অন্তরের মধ্যে অবস্থিত, হৃদয় হইতে উৎপন্ন, তাহাই 'বসত্যা' (বসতি) পদের লক্ষ্যস্থল। আমাদিগের বহু সদ্ভাব এবং বহু অসদ্ভাব আমরা বাহির হইতে (পারি-পার্শ্বিক ব্যাপার-পরম্পরা হইতে) প্রাপ্ত হই। আবার আমাদিগের বহু সদ্ভাব এবং বহু অসদ্ভাব আমাদিগের অন্তর হইতে (হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে) সঞ্চিত হইয়া থাকে। সেই সকল সামগ্রীকে—সেই সর্ব্ববিধ আহুতিকে—আমরা যদি ভগবানে অর্পণ করিতে পারি, অর্থাৎ আমাদিগের সদসৎ সকল বৃত্তি যদি ভগবানের উদ্দেশে ন্যস্ত হয়; তাহা হইলে আমাদিগের সকল শ্রেয়ঃ সাধিত হইতে পারে। মন্ত্রের প্রথম অংশে, 'তং বঃ' হইতে 'নক্ষন্তে' পর্য্যন্ত পদ-কয়েকটীতে, সেই আহুতির বিষয় প্রখ্যাত আছে। পরবর্ত্তী অংশ, তদ্রূপ আহুতি-প্রদানের ফল ব্যক্ত করিতেছে। ব্যাখ্যা উপলক্ষে একটী 'যদা' এবং একটী 'তদা' পদ অধ্যাহার করিয়া আমরা সেই ভাব প্রস্ফুট করার পক্ষে চেষ্টা পাইয়াছি। সেই অবস্থায় উপনীত হইলে, বাহিরের ও অন্তরের সদ্ভাব ও অসদ্ভাব সকলকেই ভগবানের উদ্দেশে ন্যস্ত করিতে পারিলে, কি ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়? তখন জ্ঞানকিরণসমূহ আমাদিগের হৃদয়ে ব্যাপ্ত হইয়া আমাদিগের মঙ্গলসাধন করে। আর তখন, সেই জ্ঞানদেব, এই নিম্নস্তরে আমাদিগের প্রতি প্রবাহিত হইয়া, আমাদিগের সংসার-তাপ-তপ্ত-প্রাণে শান্তিধারা সেচন করেন। আর তখন, স্বর্গলোকের জ্ঞানরশ্মিসমূহ ইহলোকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে অর্থাৎ ইহলোকই স্বর্গের আসন প্রাপ্ত হয়।

কোন পদের কিরূপ অর্থে ঐ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই তাহার আভাস প্রদান করিয়াছি। তথাপি যে দুই একটী পদে অর্থান্তর ঘটিয়াছে, তাহার প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্রথম—'অস্তং' পদ। ঐ পদ গৃহনামের মধ্যে পঠিত হয় বলিয়া, ঐ পদে গৃহ অর্থ দাঁড়াইয়াছে। পরন্তু উহার সঙ্গে 'গাবঃ' পদের

সম্বন্ধ থাকায়, 'গরুসকল যেমন গোয়ালে যায়'—এইরূপ অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমরা বলি, ঐ পদ নিঘণ্টু নিরুক্তে 'শর্ম্ম' পদের সহিতও পঠিত হয়। সুতরাং ঐ পদে 'মঙ্গল' অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। পক্ষান্তরে দুঃখের শেষ (অস্তং)—এইরূপ বাক্যেও ঐ পদে মঙ্গল অর্থ গ্রহণ করা যায়। 'গাবঃ' পদ যে জ্ঞান-কিরণ অর্থে বেদে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে, তাহা সর্ব্বথা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এখানেও সেই অর্থেরই সঙ্গতি দেখি। দ্বিতীয়—'নীচীঃ' পদ। অঞ্চ (অঞ্চু) ধাতু বহু অর্থ জ্ঞাপক। তাহা হইতে যেমন জ্বালার ভাব আসে, তেমনই শান্তির ভাবও প্রাপ্ত হইতে পারি। "সিন্ধুঃ ন ক্ষোদঃ" যখন উপমার বাক্য, তখন জ্বালা বিস্তার করার ভাব আসিতেই পারে না। নদী যেমন নিম্নভূমিকে সিক্ত ও প্লাবিত করে, জ্ঞানোন্মেষেও সেইরূপ অতি ক্ষুদ্র জনের হৃদয়েও শান্তিধারা সেচিত হয়। এই ভাবেরই সমীচীনতা দেখি। পরন্তু নদী-স্রোতের ন্যায় জ্বালা-বিস্তারের উপমা এস্থলে সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

এখন লক্ষ্য করিয়া দেখুন—"স্বঃ গাবঃ দৃশীকে নবন্ত" পদ-কয়েকটীতে কি ভাব কি অর্থ গৃহীত হইয়াছে! আর, কি ভাব কি অর্থই বা উহাতে সঙ্গত হইতে পারে! মন্ত্রের ইংরাজী অনুবাদে দেখি, ঐ অংশের ভাব দাঁড়াইয়াছে,—সূর্য্যোদয়ে গাভীসকল হাম্বা-রব করিতেছে। তদনুসারে এই মন্ত্রের এক অংশের সহিত অন্য অংশের আদৌ ভাব-সঙ্গতি থাকে না। প্রচলিত বঙ্গানুবাদে আবার দেখুন, ঐ অংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—"নভস্তলে দর্শনীয় অগ্নির রশ্মি মিলিত হয়।" এক অর্থে—গাভী হাম্বা রব করিতেছে; অন্য অর্থে—অগ্নির রশ্মি জলপ্রবাহের ন্যায় মিলিত হইতেছে। আমরা কিন্তু ঐ অংশের ভাব আমরা গ্রহণ করি,—'তখন অর্থাৎ (আমাদিগের বহিরভ্যন্তরের সকল বৃত্তিকে ভগবানে আহুতি প্রদান করিতে পারিলে) এই সংসারই স্বর্গে পরিণত হয়।'

ফলতঃ, এক পক্ষে ভগবৎ-সম্বোধনে এবং অন্যপক্ষে হৃদ্‌বৃত্তিসমূহের সম্বোধনে মন্ত্রটী প্রযুক্ত বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়; এবং দ্বিবিধ সম্বোধনেই একই ভাব প্রকাশ পায়। (১ম—৬৬সূ—৫ঋ) ॥

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশোঽনুবাকঃ। সপ্তষষ্টিতমং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ। একাদশো বর্গঃ॥

সপ্তষষ্টিতমং সূক্তং।

ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতা—পূর্ব্ববৎ। উপাখ্যানাদির সংশ্রবও পূর্ব্বের ন্যায়। অগ্নি গুহার মধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন, জলের মধ্যে অথবা অশ্বত্থ-বৃক্ষের গহ্বরে তাঁহার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, দেবগণের সকল শক্তিকে অথবা সকল ধনকে তিনি অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন; পরিশেষে দেবগণের স্তোত্র ও উপাসনার ফলে তিনি দেবগণের নিকটে উপস্থিত হয়েন;—এবম্বিধ নানা কাহিনী-কিম্বদন্তী মন্ত্রার্থের সহিত সন্নিবিষ্ট হইয়া আছে। এতদ্ব্যতীত আরও নানাপ্রকার পরস্পর-বিপরীত-অর্থ-প্রকাশক ভাব-পরম্পরা এই সূক্তের ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের প্রচলিত অর্থসমূহে প্রকাশ,—তিনি চোরের ন্যায় লুক্কায়িত ছিলেন (দ্বিতীয় ঋকের অর্থে প্রকাশ); আবার, তিনি পৃথিবীকে ও অন্তরিক্ষকে ধারণ করিয়া আছেন (তৃতীয় ঋকের অর্থে প্রকাশ)। যিনি চোরের ন্যায় লুক্কায়িত থাকেন, তিনি আবার পৃথিবীকে ও অন্তরিক্ষকে ধারণ করিবেন কি প্রকারে? এইরূপ পরস্পর-বিপরীত-ভাব-ব্যঞ্জক অর্থ দেখিয়া বেদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন জন বেদকে অসভ্য আদিম সমাজের অস্ফুট চিত্র বলিয়া ঘোষণা করেন। প্রচলিত অর্থে, কোনও ঋকে বা তাঁহাকে মানুষ বলিয়া খ্যাপন করা হইয়াছে; আবার, কোনও ঋকে বা তিনি জ্বলন্ত অগ্নি-মধ্যে গণ্য হইয়াছেন; কোথাও বা তাঁহার কোনও প্রকৃতিই রক্ষিত হয় নাই।

সপ্তষষ্টিতমসূক্তানুক্রমণিকা।

বনেষ্বিতি দ্বৈপদং দশর্চমধ্যয়নতঃ পঞ্চর্চং তৃতীয়ং সূক্তং পরাশরস্যার্ষমাগ্নেয়ং।

বনেষ্বিত্যনুক্রান্তং। বিনিয়োগো লৈঙ্গিকঃ॥

• • •

প্রথমমণ্ডলস্য দ্বাদশানুবাকে সপ্তষষ্টিতমং সূক্তং। বিনিয়োগাদিপূর্ব্ববৎ।

• • •

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তষষ্টিতমং সূক্তং। প্রথম ঋক্)।

বনেষু জায়ুর্মর্ত্তেষু মিত্রো বৃণীতে

শ্রুষ্টিং রাজেবাজুর্য্যং।

ক্ষেমো ন সাধুঃ ক্রতুর্ন ভদ্রো ভুবৎ

স্বাধীর্হোতা হব্যবাট্॥ ১॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

বনেষু। জায়ুঃ। মর্ত্তেষু। মিত্রঃ। বৃণীতে।

শ্রুষ্টিং। রাজাঽইব। অজুর্য্যং।

ক্ষেমঃ। ন। সাধুঃ। ক্রতুঃ। ন। ভদ্রঃ। ভুবৎ।

সুঽআধীঃ। হোতা। হব্যঽবাট্॥ ১॥

সপ্তষষ্টিতমসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'বনেষু' ইত্যাদি দ্বৈপদ দশটী ঋক্, পাঁচটী ঋকের ন্যায় অধীতব্য, (দ্বাদশ অনুবাকের) তৃতীয় সূক্ত। ঋষি—পরাশর, দেবতা—অগ্নি। 'বনেষু' ইত্যাদি মন্ত্রে ক্রান্ত আছে। বিনিয়োগ—লৈঙ্গিক।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

জ্ঞানদেবঃ 'বনেষু' (অসদ্ভাবপ্রধানেষু হৃদরণ্যেষু) 'জায়ুঃ' (নাশকঃ—অসদ্ভাবানাং রিপূণাং বা ইতি যাবৎ) ভবতীতি শেষঃ; স দেবঃ 'মর্ত্তেষু' (মনুষ্যলোকেষু মনুষ্যত্ব-সম্পন্নেষু জনেষু ইতি ভাবঃ) 'মিত্রঃ' (সখা সুহৃৎ) ভবতীতি শেষঃ; স দেবঃ 'অজুর্য্যং' (জরারহিতং, সৎকর্ম্মসাধনেষু অপরাঙ্মুখং ইতি ভাবঃ) 'শ্রুষ্টিং' (ক্ষিপ্রকর্ম্মপরায়ণং উপাসকং ইতি ভাবঃ) 'রাজেব' (নৃপঃ ইব, অধিপতিঃ ইব) 'বুনীতে' (রক্ষতি পালয়তি বা); স দেবঃ 'ক্ষেমঃ ন সাধুঃ' (রক্ষকঃ ইব সাধয়িতা—সুমঙ্গলস্য ইতি যাবৎ, সৎকর্ম্ম-সাধনে প্রতিবন্ধকবারয়িতা) ভবতীতি শেষঃ; স দেবঃ 'ক্রতুঃ ন ভদ্রঃ' (সৎকর্ম্ম ইব মঙ্গলবিধায়কঃ) ভবতীতি শেষঃ স দেবঃ অস্মাকং 'স্বাধীঃ' (শোভনকর্ম্মা, শোভনধ্যানঃ, সৎকর্ম্মপ্রাপক ইতি ভাবঃ) 'হোতা' (অস্মাসু দেবানাং দেবভাবানাং বা আহ্বাতা) 'হব্যবাট্' (হব্যবাহক, অস্মাকং সত্ত্বভাবস্য বর্দ্ধয়িতা ইতি ভাবঃ) ভুবৎ' (ভবতু। জ্ঞানদেবস্য কৃপয়া যেন বয়ং দেবত্বমণ্ডিতা ভবামঃ স দেবঃ তৎ বিধায়তু ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৬৭সূ—১ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানদেবতা অসদ্ভাব-প্রধান হৃদরণ্যসমূহে অসদ্বস্তুসমূহের বা রিপুগণের নাশক হয়েন; সেই দেবতা মনুষ্যলোকে অর্থাৎ মনুষ্যত্বসম্পন্ন জনগণের মধ্যে সখা বা সুহৃৎ হয়েন; সেই দেবতা জরারহিত অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধনে অপরাঙ্মুখ ক্ষিপ্রকর্ম্মপরায়ণ উপাসককে রাজার ন্যায় পালন করেন; সেই দেবতা রক্ষকের ন্যায় সুমঙ্গলসাধক, অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধনে প্রতিবন্ধক-নিবারণকারী হয়েন; সেই দেবতা সৎকর্ম্মের ন্যায় মঙ্গল-বিধায়ক; সেই দেবতা আমাদিগের সৎকর্ম্মপ্রাপক, আমাদিগের মধ্যে দেবভাব-সমূহের আহ্বানকারী, এবং আমাদিগের সত্ত্বভাবের বর্দ্ধয়িতা হউন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানদেবের কৃপায় আমরা যেন দেবত্বমণ্ডিত হই, সেই দেবতা তাহাই বিহিত করুন।)॥ (১ম-৬৭সূ—ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বনেষু জায়ুররণেষু জায়মানো মর্ত্তেষু মনুষ্যেষু মিত্রঃ সখা সোঽয়মগ্নিঃ শ্রুষ্টিং। আশ্বশ্নুতে কর্ম্মাণি ব্যাপ্নোতীতি শ্রুষ্টির্যজমানঃ। ক্ষিপ্রেণ কর্ম্মণামনুষ্ঠাতেত্যর্থঃ। তথা চ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'বনেষু জায়ুঃ' অরণ্যসমূহে উৎপন্ন 'মর্ত্তেষু' মনুষ্যগণের মধ্যে 'মিত্র' সখা সেই এই অগ্নি 'শ্রুষ্টিং' শু অর্থাৎ আশু অশ্নুতে অর্থাৎ কর্ম্মসমূহে ব্যাপ্ত—এই অর্থে শ্রুষ্টিঃ পদে যজমান বুঝায়; অর্থাৎ ক্ষিপ্রতা-সহকারে কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠাতা। এ বিষয়ে যাস্কের উক্তি,—

যাস্কঃ। ক্রুষ্টীতি ক্ষিপ্রনামাশু অষ্টীতি। নি০ ৬।১২। এবম্ভূতং যজমানং বৃণীতে। সম্ভজতে। অনেন প্রদত্তং হবিঃ স্বীকৃত্য রক্ষতীতি ভাবঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। রাজেবাজুর্য্যং। অজুর্য্যং জরারহিতং দৃঢ়াঙ্গং সর্ব্বকার্য্যেষু শক্তমিত্যর্থঃ। এবম্ভূতং পুরুষং যথা রাজা বৃণীতে তদ্বৎ। ক্ষেমো ন রক্ষক ইব সাধুঃ সাধয়িতা। ক্রতুর্ন ক্রতুঃ কর্ম্মণাং কর্ত্তা। স ইব ভদ্রো ভজনীয়ঃ কল্যাণো বা। হোতা দেবানাম্ হ্বাতা হব্যবাট্ হব্যবাহনো নাম দেবানামগ্নিঃ। তথা চাম্নায়তে। ত্রয়ো বা অগ্নয়ো হব্যবাহনো দেবানাং কব্যবাহনঃ পিতৃণাং সহ রক্ষা অসুরাণামিতি। এবম্ভূতোহগ্নিঃ স্বাধীঃ শোভনকর্ম্মা শোভনধ্যানো বা ভুবৎ। ভবতু ॥

জায়ুঃ। জি জয়ে। কৃবাপাজিমীত্যুণ্। অজুর্য্যং। জৃষ্ বয়োহানৌ। ভাবে ণ্যৎ। বৃদ্ধৌ কৃতায়ামাকারস্য ব্যত্যয়েনোকারঃ। অজুর্য্যং। জরা নাস্ত্যস্যেতি বহুব্রীহৌ নঞ্‌সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। ভুবৎ। ভবতের্লেট্যডাগমঃ। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। ভূসুবোস্তিঙীতি গুণপ্রতিষেধঃ॥ (১ম—৬৭সূ—১ঋ)॥

প্রথম (৭৭৩) ঋকের বিশদার্থ।

মন্ত্রের অন্তর্গত কোন্ বাক্যাংশে কি ভাব সাধারণতঃ গৃহীত হইয়া থাকে এবং আমরাই বা কি ভাব গ্রহণ করি, তাহারই একটু আভাস দেওয়া যাইতেছে। মন্ত্রে আছে "বনেষু জায়ুঃ।" সাধারণতঃ অর্থ গৃহীত হয়—'বনসমূহ হইতে উৎপন্ন।' একটী ইংরাজী অনুবাদে 'বনমধ্যে জয়শীল' অর্থ গ্রহণ করিতে দেখি। এবম্প্রকার ব্যাখ্যায় অগ্নির

'ক্রুষ্টীতি ক্ষিপ্রনামাশু অষ্টীতি' (নি০ ৬।১২)। এবম্ভূত যজমানকে 'বৃণীতে' সম্ভজন করেন। তাঁহার দ্বারা প্রদত্ত হবিঃ স্বীকার করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন ইহাই ভাবার্থ। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত 'রাজেব জুর্যং'; অজুর্য্যং অর্থাৎ জরারহিত দৃঢ়াঙ্গ সর্ব্বকার্য্যে শক্ত—ইত্যর্থ। এবম্ভূত পুরুষকে যেমন রাজা সম্ভজন (গ্রহণ) করেন, সেইরূপ। 'ক্ষেমঃ ন' রক্ষকের ন্যায় 'সাধুঃ' সাধয়িতা, 'ক্রতুঃ ন' ক্রতু অর্থাৎ কর্ম্মসমূহের কর্ত্তার ন্যায় তিনি 'ভদ্র' ভজনীয় ভদ্র বা কল্যাণ-কারী, 'হোতা' দেবতাগণের আহ্বানকারী, 'হব্যবাট্' অগ্নি দেবগণের হব্যবাহক। এ বিষয়ে এইরূপ আম্নাত আছে;—'ত্রয়ো বা অগ্নয়ো হব্যবাহনো দেবানাং কব্যবাহনঃ পিতৃণাং সহ রক্ষা অসুরানামিতি।' এবম্ভূত অগ্নি 'স্বাধীঃ' শোভনকর্ম্মা অথবা শোভনধ্যান 'ভুবৎ' হউন।

জায়ুঃ। জয়ার্থক জি ধাতু। 'কৃবাপাজি' ইত্যাদি সূত্রে উন্ প্রত্যয়। অজুর্য্যং। জৃষ্ ধাতু বয়োহানি অর্থ বুঝায়। ভাবে ণ্যৎ। 'বৃদ্ধৌ কৃতায়াং' ইত্যাদি নিয়মে আকারের ব্যত্যয়ে উকার। অজুর্য্যং। জরা নাহি উহার—এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে 'নঞ্‌সুভ্যাং' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদের অন্তোদাত্তত্ব। ভুবৎ। ভূ ধাতু লেটে অট আগম। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বিকরণের লোপ। 'ভূসুবোস্তিঙি' ইত্যাদি সূত্রে গুণের প্রতিষেধ॥ ১॥

স্বরূপ-সম্বন্ধে কোনই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তিনি বন হইতে উৎপন্ন অথচ তিনি আবার মনুষ্যগণের সখা রাজার নিকট জরার হতের ন্যায় অর্থাৎ দৃঢ়দেহ সৈন্যের ন্যায় সমাদর-প্রাপ্ত, রক্ষকের ন্যায় কার্য্য-সাধক, কর্ম্মীর ন্যায় ভদ্র, শোভনকর্ম্মা এবং দেবগণের আহ্বাতা ও হবির্ব্বাহক হয়েন। এ সকল ভাবের সামঞ্জস্য কি প্রকারে রক্ষিত হয়, বুঝিতে পারি না।

আমরা দেখিতেছি, জ্ঞানদেবতা পক্ষেই (জ্ঞান-সম্বন্ধেই) এই সকল উপমার সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। যথাপর্য্যায় প্রত্যেক পদের মর্ম্ম অনুধাবন করুন; জ্ঞানপক্ষেই মন্ত্রার্থের সঙ্গতি লক্ষিত হইবে। প্রথম 'বনেষু' পদ। ঐ পদের প্রয়োগ যেখানেই দেখিয়াছি, সেখানেই হৃদয়-রূপ অরণ্যের প্রতি উহার নির্দ্দেশ আছে বুঝিতে পারিয়াছি। এখানেও সেই নির্দ্দেশ লক্ষ্য হয়। দ্বিতীয় 'জায়ুঃ' পদ। জৄ ধাতু বয়োহানি অর্থাৎ নাশের ভাব প্রকাশ করে। উহা হইতে ব্যাখ্যাকারগণ 'জায়মানঃ' প্রতিবাক্যের অনুসরণে উৎপত্তির ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। একজন ব্যাখ্যাকার আবার 'জয়শীল' অর্থের সার্থকতা দেখিয়াছেন। * কিন্তু আমাদিগের অর্থ—সম্পূর্ণ অন্য ভাব-দ্যোতক। অগ্নি অরণ্যসমূহের মধ্যে উৎপন্ন হন—এইরূপ অর্থের পরিবর্ত্তে, জ্ঞানদেব হৃদয়-রূপ অরণ্যের অসদ্ভাবসমূহকে বা রিপুগণের প্রভাবকে নাশ করেন—এই অর্থেই আমরা সঙ্গতি দেখি। দ্বিতীয় বাক্যাংশে, 'মর্ত্তেষু মিত্রঃ' পদদ্বয় উপলক্ষে, অগ্নিসম্বন্ধেও ভাব পরিগৃহীত হইতে পারে বটে! কিন্তু জ্ঞানসম্বন্ধেই অর্থের অধিকতর সঙ্গতি দেখি। 'মর্ত্তেষু' পদে মনুষ্যত্বসম্পন্ন জনগণকে লক্ষ্য করা যায়। মন্ত্রের তৃতীয় অংশস্থিত 'অজুর্য্যং শ্রুষ্টিং' পদদ্বয় সৎকর্ম্মসাধনে অপরাঙ্মুখ উপাসককে বুঝায়। † সে পক্ষে "রাজের বৃণীতে"

---

* ওল্ডেনবর্গের ইংরাজী অনুবাদে 'জায়ুঃ' পদে victorious প্রতিবাক্য গৃহীত হইয়াছে।

† 'শ্রুষ্টিং' পদে রোথ (Roth Pet. Dict.) আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ পদের তাঁহার অর্থ—"obedient, servant." ঐ অর্থেরই অনুসরণে ম্যাক্সমূলার "বৃণীতে শ্রুষ্টিং রাজেব অজুর্য্যং" বাক্যাংশের অর্থ লিখিয়া গিয়াছেন,—"He desires servant (or worshipper) who is not aged."

বাক্যাংশে রাজার ন্যায় অর্থাৎ রাজা যেমন চৌরাদির উপদ্রব নিবারণ করিয়া অনুগত প্রজাগণকে রক্ষা করেন, তদ্রূপ সৎকর্ম্মপর উপাসকগণ জ্ঞানপ্রভাবে রক্ষাপ্রাপ্ত হন—সৎকর্ম্মসাধনে তাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রকার বাধা অপসৃত হয়,—এই ভাবই প্রকাশ পায়। * এইরূপ 'ক্ষেমঃ ন সাধুঃ' এবং 'ক্রতুঃ ন ভদ্রঃ' উপমাদ্বয়ে রক্ষকের ন্যায় কার্য্যসাধক' এবং 'কর্ম্মীর ন্যায় ভদ্র' ইত্যাদি রূপ অর্থ প্রচলিত আছে। কিন্তু আমরা বলি, এই দুই বাক্যাংশের ভাব অন্যরূপ। জ্ঞানই যে সৎকর্ম্মসাধনের প্রতিবন্ধকতা নিবারণ করেন, জ্ঞানই যে রক্ষকের ন্যায় সুমঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন—প্রথম উপমাটীতে সেই ভাব প্রাপ্ত হই। দ্বিতীয় উপমাটীর মর্ম্ম এই যে—সৎকর্ম্ম যেমন মঙ্গল বিধান করে, জ্ঞানও সেইরূপ মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন; অর্থাৎ, সৎকর্ম্ম ও জ্ঞান যুগপৎ সমান-মঙ্গল-সাধক।

উপসংহারে "দধিঃ হোতা হব্যবাট্ভুবৎ" এই পদ চতুষ্টয়ে যে প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইতেছে, তদ্বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখুন। আমরা যে দেবগণের পূজায় প্রবৃত্ত হই, অর্থাৎ আমরা যে হৃদয়ে দেবভাব-সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ হইয় থাকি, জ্ঞানই তাহার প্রধান কারণ। 'হোতা' ও হব্যবাট্' প্রভৃতি পদ তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। আমাদিগের প্রতি সেই জ্ঞান-দেবতার অনুগ্রহ-দৃষ্টি পতিত হউক; তাঁহার কৃপায় আমরা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যেন পারদর্শী হই, আমাদিগের মধ্যে দেবভাবসমূহ যেন বিকাশ প্রাপ্ত হয়, আর আমরা যেন সত্ত্বভাবের প্রাপক হই;—আমরা মনে করি, এবম্বিধ প্রার্থনাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে! মন্ত্রের প্রথম অংশে, আমাদিগের ব্যাখ্যায় বিভাগীকৃত প্রথম পাঁচটী অংশে, জ্ঞানদেবতার মাহাত্ম্য বা স্বরূপ তত্ত্ব প্রকটিত; শেষ অংশটীতে জ্ঞানাধিকারী হইয়া দেবত্ব-মণ্ডিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইয়াছে। (১ম—৬৭সূ—১ঋ)॥

---

* রমেশ বাবু এই অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"রাজা যেরূপ জরারহিত (সর্ব্বকার্য্যক্ষম) ব্যক্তিকে আদর করেন, সেইরূপ অরণ্যজাত ও নরের সুহৃৎ অগ্নি যজমানকে অনুগ্রহ করেন।" এইরূপ ব্যাখ্যাই সাধারণতঃ প্রচলিত দেখি। ওল্ডেনবর্গ 'অজুর্য্যং' স্থলে 'অজুর্যাঃ' পাঠ গ্রহণ করেন। তাঁহার মত, ঐ পদ অগ্নিকে বুঝাইতেছে। তদনুসারে তিনি ঐ "বৃণীতে শ্রুষ্টিং রাজেব অজুর্যাং" বাক্যাংশের অর্থ করিয়া গিয়াছেন,—"He demands obedience like a king, the undecaying one."

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তষষ্টিতমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্)।

হস্তে দধানো নৃম্ণা বিশ্বান্যমে

দেবান্ধাদ্গুহা নিষীদন্।

বিদন্তীমত্র নরো ধিয়ন্ধা হৃদা

যত্তষ্টান্মন্ত্রাঁ অশংসন্॥ ২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

হস্তে। দধানঃ। নৃম্ণা। বিশ্বানি। অমে।

দেবান্। ধাৎ। গুহা। নিঽসীদন্।

বিদন্তি। ঈং। অত্র। নরঃ। ধিয়ঽন্ধাঃ। হৃদা।

যৎ। তষ্টান্। মন্ত্রান্। অশংসন্॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

জ্ঞানদেবঃ 'বিশ্বানি' (সর্ব্বাণি) 'নৃম্ণা' (হবির্লক্ষণানি ধনানি, শুদ্ধসত্ত্বানি ইতি ভাবঃ) 'হস্তে' বাহৌ—প্রার্থিভ্যো বিতরণায় ইতি যাবৎ) 'দধানঃ' (ধারয়ন্) বিষ্ঠতে ইতি শেষঃ; স দেবঃ এব 'অমে' (বিভীতায়াং, রিপুণা পাপেন বা ভয়প্রাপ্তা যা তাসাং) 'গুহা' (হৃদ্রূপায়াং গুহায়াং, হৃদন্তাস্তরে ইতি ভাবঃ। 'দেবান্' দেবভাবান্, শুদ্ধসত্ত্বাদীনীতি যাবৎ) 'নিষীদন্' (স্থাপয়তি); 'যৎ' (যস্মাৎ) 'ধিয়ন্ধাঃ' (সৎকর্ম্মণা অনুষ্ঠাতারঃ, সদ্বুদ্ধীনাং ধারয়িতারঃ বা) 'নরঃ' (নেতৃস্থানীয়া জ্ঞানিনঃ ইত্যর্থঃ) 'হৃদা' (হৃদয়স্থিতয়া বুদ্ধ্যা

সৎকর্ম্মণা বা) 'ঈং' (এনং জ্ঞানদেবং) 'অত্র' (ইহসংসারে সর্ব্বত্রৈব) 'বিদন্তি' (জানন্তি, পশ্যন্তি ইতি ভাবঃ), তৎ তে 'তষ্টান্' (বিহিতানি কর্ম্মাণি ('মন্ত্রান্' (স্তোত্রাণি চ) 'অশংসন্' (বিনিযোজয়ন্তি — তং দেবং প্রতি ইতি যাবৎ) ; তেষাং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সকলানি মন্ত্রাণি চ জ্ঞানসম্বন্ধযুতানি সন্তি ইতি ভাবঃ। তাৎপর্য্যোহয়ং—জ্ঞানদেব এব দেবভাবানাং বিধায়কঃ ; অতঃ জ্ঞানিনঃ আত্মনাং সর্ব্বকর্ম্মসু জ্ঞানদেবস্য সম্বন্ধং রক্ষন্তি ॥ (১ম—৬৭সূ—২ঋ).॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানদেবতা সকল হবির্লক্ষণ ধনকে অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বকে প্রার্থিগণকে বিতরণের জন্য বাহুদ্বয়ে ধারণ করিয়া আছেন ; সেই দেবতাই রিপুর বা পাপের দ্বারা ভয়প্রাপ্ত হৃদয়-রূপ গুহাতে (হৃদভ্যন্তরে) দেবভাবসমূহকে অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বাদিকে স্থাপন করেন ; যেহেতু সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা অথবা সদ্বুদ্ধির অধিকারী নেতৃস্থানীয় জ্ঞানিগণ, হৃদবস্থিত বুদ্ধির দ্বারা অথবা সৎকর্ম্মের দ্বারা, এই জ্ঞানদেবতাকে ইহসংসারে সর্ব্বত্রই দেখিতে পান ; সেই হেতু তাঁহারা, বিহিত কর্ম্মসমূহকে এবং মন্ত্রসকলকে সেই দেবতার প্রতি প্রযুক্ত করেন ; অর্থাৎ, তাঁহাদিগের সকল কর্ম্ম ও সকল স্তোত্র জ্ঞানসম্বন্ধযুত হইয়া থাকে। (ভাব এই যে, জ্ঞানদেবতাই দেবভাবসমূহের বিধায়ক ; অতএব জ্ঞানিগণ আপনাদিগের সকল কর্ম্মেই জ্ঞানদেবতার সম্বন্ধ রক্ষা করেন।) ॥ (১ম—৬৭সূ—২ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বিশ্বানি সর্ব্বাণি নৃম্ণা নৃম্ণানি হবির্লক্ষণানি ধনানি হস্তে স্বকীয়ে বাহৌ দধানো ধারয়ন্নয়মগ্নির্গুহা গুহায়ামপ্সু মধ্যেঽশ্বত্থাদৌ বা সংবৃতপ্রদেশে নিষীদন্ নিগূঢ়ো বর্ত্তমানঃ সন্নমে ভয়ে দেবান্ধাৎ। অস্থাপয়ৎ। অগ্নৌ হবির্ভিঃ সহ পলায়িতে সতি সর্ব্বে দেবা অবিভয়ুরিত্যর্থঃ। নরো নেতারো ধিয়ন্ধাঃ কর্ম্মণাং বুদ্ধীনাং বা ধারয়িতারো দেবা অত্র স্থানকালে ঈমেনম গ্নিং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'বিশ্বানি' সকল 'নৃম্ণা' (নৃম্ণানি) হবির্লক্ষণধনসমূহকে 'হস্তে' আপনার বাহুদ্বয়ে 'দধানঃ' ধারণ করিয়া এই অগ্নি 'গুহা' (গুহায়াং), জলমধ্যে অথবা অশ্বত্থাদি বৃক্ষের সংবৃত প্রদেশে 'নিষীদন্' নিগূঢ়ভাবে বর্ত্তমান হইয়া 'অমে' ভয়ে 'দেবান্' দেবগণকে 'ধাৎ' অবস্থাপন করিয়াছিলেন ; অগ্নি হবিঃ-সমূহ সহ পলায়িত হইলে, সকল দেবতা ভীত হইয়াছিলেন—ইহাই ভাবার্থ। নরঃ নেতৃগণ, 'ধিয়ন্ধাঃ' কর্ম্মের অথবা বুদ্ধির ধারয়িতা দেবগণ

বিদন্তি। জানন্তি। যদ্‌যদা হৃদা হৃদয়াবস্থিতয়া বুদ্ধ্যা তষ্টান্নির্ম্মিতানগ্নিস্তুতিপরান মন্ত্রানশংসন্। অস্তুবন। অবোচান্নিত্যর্থঃ॥

নিষীদন্। সাদিবপ্রতেরিতি ষত্বং। বিদন্তি। বিদ জ্ঞানে। অদাদিত্বচ্ছপো লুক্। প্রত্যয়স্বরঃ। ধিয়ন্ধাঃ। আতোঽনুপসর্গে ক ইতি কঃ। তৎপুরুষে কৃতে বহুলমিতি বহুলবচনাদ্বিতীয়ায়া অপ্যলুক। তষ্টান্ তক্ষূ ত্বক্ষূ তনূকরণে। নিষ্ঠা। যস্য বিভাষেতীট্প্রতিষেধঃ। স্কোঃ সংযোগাদ্যোরিতি কলোপঃ॥ (১ম—৬৭সূ—২ঋ)॥

• • •

দ্বিতীয় (৭৭৪) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

সূক্তের সূচনায় যে সকল উপাখ্যানাদির বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, এই ঋক্‌টীর প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সেই সকল উপাখ্যানের মূল ভিত্তি লক্ষ্য করা যায়। মন্ত্রে একটী 'গুহা' পদ আছে। তাহা হইতে 'জলের মধ্যে' অথবা 'অশ্বত্থবৃক্ষের মধ্যে' অগ্নি লুক্কায়িত হইয়াছিলেন—এইরূপ অর্থ পরিগৃহীত হয়। মন্ত্রে "নৃম্‌ণা হস্তে দধানঃ"—এই বাক্যাংশ আছে। তাহা হইতে অগ্নি অন্যান্য দেবতাগণের উদ্দেশে বিহিত হবিরাদি সমস্ত ধন লইয়া লুকাইয়া ছিলেন—এইরূপ ভাব গৃহীত হইয়া থাকে। এইরূপ, মন্ত্রের অন্তর্গত 'অমে দেবান্ নিষীদন্' পদ তিনটী হইতে দেবগণকে তিনি বড়ই বিপদে ফেলিয়াছিলেন অর্থাৎ হবিরাদি প্রাপ্ত না হইলে দেবগণের বিপদের একশেষ হইবে, এইরূপ একটা ভাব প্রকাশ পায়। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম পদের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—দেবগণের সকলপ্রকার হবিঃ লইয়া, অগ্নি জলের মধ্যে অথবা অশ্বত্থবৃক্ষের কোটরে লুক্কায়িত হইলে, দেবগণ অনশন-ভয়ে আতঙ্কিত হইয়াছিল। এতদনুসরণেই মন্ত্রের দ্বিতীয় পদের ব্যাখ্যা

'অত্র' এই কালে 'ঈং' এই অগ্নিকে 'বিদন্তি' জানেন ; 'যৎ' যখন 'হৃদা' হৃদয়ে অবস্থিত বুদ্ধি দ্বারা 'তষ্টান্' নির্ম্মিত অগ্নিস্তুতিপর 'মন্ত্রান্ অশংসন্' মন্ত্র সমূহ উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

নিষীদন্। 'সদিরপ্রতেঃ' ইত্যাদি সূত্রে ষত্ব। বিদন্তি। বিদ ধাতু জ্ঞানার্থক। অদাদিত্ব-হেতু শপের লোপ। প্রত্যয়স্বর। ধিয়ন্ধাঃ 'আতোঽনুপসর্গে কঃ' ইত্যাদি সূত্রে কঃ প্রত্যয়। তৎপুরুষ সমাসে 'কৃতিবহুলং' ইত্যাদি সূত্রে বহুলবচন-হেতু 'দ্বিতীয়ায়' অ-লোপ। তষ্টান্। তক্ষূ ত্বক্ষূ ধাতু তনূকরণ অর্থ-প্রকাশক। নিষ্ঠা 'যস্য বিভাষা' ইত্যাদি সূত্রে, ইটের প্রতিষেধ। 'স্কোঃ সংযোগাদ্যোর' ইত্যাদি সূত্রে ক-লোপ। (১ম—৬৭সূ—২ঋ)॥

• • •

হইয়া থাকে,—ভয়ে (হবিঃ লোপের ভয়ে) ভীত হইয়া দেবগণ অগ্নির উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হন, এবং সেই উপাসনার ফলে অগ্নি প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এরূপ ব্যাখ্যায় অগ্নিকে মনুষ্যপ্রকৃতিসম্পন্ন বলিয়াই মনে হয়। এখানে জ্বলন্ত অগ্নির প্রতিও লক্ষ্য আসে না। অপিচ, এরূপ উপাখ্যানের সহিত পূর্ব্বাপর কোনও সামঞ্জস্যও লক্ষ্য করা যায় না।

ব্যাখ্যা-উপলক্ষে মন্ত্রটীকে আমরা তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। উহার প্রথম দুই অংশ জ্ঞানদেবতা-সম্বন্ধে প্রযুক্ত; এবং শেষ অংশে জ্ঞানী মনুষ্যগণের কর্ম্মকাহিনী বিবৃত। তদনুসারে 'নৃম্ণা' পদে হবিল'ক্ষণ ধন-অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করে। জ্ঞান সাহায্যে মানুষ যে শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হয়, জ্ঞান-প্রভাবে দেবভাবের প্রতি মানুষের যে অনুরাগ আসে; "বিশ্বানি নৃম্ণা হস্তে দধানঃ" পদ-চতুষ্টয়ে জ্ঞানদেবতার সেই মাহাত্ম্য তত্ত্ব প্রকাশ পায়। সকল ধন তিনি হস্তে ধারণ করিয়া আছেন—এতদ্বাক্যের মর্ম্ম এই যে, জ্ঞানপ্রভাবে মানুষ সকল ধনের অধিকারী হয়। এইরূপ "অমে গুহা দেবান্ নিষীদন্" পদ-চতুষ্টয়ে সেই জ্ঞানদেবতার আর এক মাহাত্ম্য প্রকটিত দেখি। 'অমে গুহা' পদদ্বয়ে রিপুর বা পাপের দ্বারা ভয়প্রাপ্ত হৃদয়কে বুঝাইতে পারে। যে হৃদয় পাপকে ভয় করে, যে হৃদয় রিপুর উচ্ছৃঙ্খলাকে ভীতিবিহ্বলনেত্রে দর্শন করে, অর্থাৎ পাপের সংশ্রবে সংশ্লিষ্ট হওয়ার পক্ষে যে হৃদয় সতত সতর্ক আছে সে হৃদয়েই দেবভাবসমূহ শুদ্ধসত্ত্বাদি প্রতিষ্ঠিত হয়; অর্থাৎ, সেইরূপ শঙ্কাপ্রাপ্ত হৃদয়ই জ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকে—সেইরূপ হৃদয়ই জ্ঞানপ্রভাবে দেবত্ব-প্রাপ্ত হয়। মন্ত্রের প্রথম পদে জ্ঞানদেবতার এই দ্বিবিধ কর্ম্ম প্রখ্যাত হইয়াছে।

অতঃপর মন্ত্রের শেষাংশে (দ্বিতীয় পদে) কি ভাব ব্যক্ত আছে, তাহাই কথিত হইতেছে। এই অংশের 'নরঃ' পদে আমরা দেবগণ অর্থ গ্রহণ করি না। 'ধিয়ন্ধাঃ' পদও দেবতার সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। পরন্তু 'ধিয়ন্ধাঃ নরঃ' পদদ্বয়ে, সৎকর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠাতা অথবা সদ্বুদ্ধিসমূহের ধারয়িতা নেতৃস্থানীয় জ্ঞানিগণকে বুঝাইয়া থাকে। 'হৃদা' পদকে ভাষ্যানুমত তৃতীয়া বিভক্তির পদ বলিয়াই গণ্য করি। উহার

ভাব এই যে হৃদয়ের সহিত অনুষ্ঠিত সদ্বুদ্ধি বা সৎকর্ম্মের দ্বারা; অর্থাৎ, যে সকল সৎকর্ম্মের অন্তর হইতে প্রেরণা আসে, তাহাদিগের দ্বারা। (তদ্দ্বারা) 'ঈং অত্র বিদন্তি'— সেই জ্ঞানদেব যে ইহসংসারে সর্ব্বত্র আছেন, জ্ঞানিগণ তাহা জানিতে পারেন—অনুভব করেন। এইরূপে, 'ধিয়ন্ধাঃ নরঃ ঈং অত্র বিদন্তি' পদ কয়েকটীতে ভাব পাই এই যে,—সৎবুদ্ধিসম্পন্ন বা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা জ্ঞানিগণ আপনাদিগের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মসমূহের অথবা সদ্বুদ্ধির দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, ইহসংসারে জ্ঞানদেবতা-রূপে ভগবান্ বিদ্যমান্ রহিয়াছেন। এই বুঝিতে পারিয়াই তাঁহারা আপনাদিগের সমস্ত কর্ম্মকে এবং স্তোত্র-মন্ত্রকে জ্ঞানসম্বন্ধযুত করিয়া রাখেন। 'তষ্টান্ মন্ত্রান্ অশংসন্'—এই পদত্রয়ে, কর্ম্মকে ও স্তোত্রকে (উপাসনা মাত্রকে) জ্ঞানসংযুক্ত করার ভাব প্রাপ্ত হই। 'তষ্টান্' পদে আমরা সৎকর্ম্মসমূহ অর্থ গ্রহণ করি। ধাত্বর্থ অনুসারে উহাতেই সঙ্গতি দেখি। 'মন্ত্রান্' পদে স্তোত্রসমূহকে অর্থাৎ ভগবানের প্রতি আত্মাভিনিবেশকে বুঝাইয়া থাকে। 'অশংসন' পদে প্রশংসা করার ভাব আসে। তাহা হইতেই নিয়োজিত অর্থ প্রাপ্ত হই। কর্ম্মের ও মন্ত্রের দ্বারা প্রশংসা করা বলিতেও যাহা বুঝায়, কর্ম্ম ও মন্ত্র তদুদ্দেশ্যে বিনিযুক্ত হওয়াও সেই অর্থই পরিজ্ঞাপক। এই সকল বিষয় বিচার করিলে, দেবগণ যে উপাসনা করিয়া অগ্নিকে তুষ্ট করিয়াছিলেন,—সে ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। পরন্তু জ্ঞানিগণ 'জ্ঞানসমন্বিত কর্ম্মের' দ্বারা ইহ-সংসারে সর্ব্বত্রই যে জ্ঞানদেবতার অধিষ্ঠান দেখেন, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। * (১ম—৬৭সূ—২ঋ)।

---

* ভাষ্যে এবং অস্মদ্দেশ প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে অগ্নি সমস্ত হব্যরূপ ধন লইয়া গুহা-মধ্যে (জলে বা অশ্বত্থ বৃক্ষে) লুক্কায়িত হইয়াছিলেন এবং দেবগণ তাহাতে ভীত হন,—এতদ্রূপ অর্থ প্রকাশিত আছে। কিন্তু প্রচলিত ইংরাজী অনুবাদে এই অর্থই আর এক ভাবে প্রকাশমান দেখিতে পাই। যথা;—

"Having taken in his hand all manly powers, he has made the gods fear, when sitting down in his hiding place.

There the thoughtful men find him, when they have recited spells which they had fashioned in their heart."

এতদনুসারে দেবগণের শক্তি অপহরণের ভাব আসে; এবং এখানে 'নরঃ' পদ মনুষ্যগণ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে নির্দ্দিষ্ট দেখি।

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তষষ্টিতমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।

অজো ন ক্ষাং দাধার পৃথিবীং তস্তম্ভ

দ্যাং মন্ত্রেভিঃ সত্যৈঃ।

প্রিয়া পদানি পশ্বো নি পাহি বিশ্বায়ুরগ্নে

গুহা গুহং গাঃ ॥ ৩ ॥

• . •

পদ-বিশ্লেষণং।

অজঃ। ন। ক্ষাং। দাধার। পৃথিবীং। তস্তম্ভ।

দ্যাং মন্ত্রেভিঃ সত্যৈঃ।

প্রিয়া। পদানি। পশ্বঃ। নি। পাহি। বিশ্বহআয়ুঃ। অগ্নে।

গুহা। গুহং। গাঃ ॥ ৩ ॥

• . •

মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যা।

জ্ঞানদেবঃ 'অজঃ ন' (জন্মরহিত ইব, নিত্যবিদ্যমান ইব সন্) 'ক্ষাং পৃথিবীং' (লোকানাং নিবাসস্থানরূপং পৃথ্বীলোকং) 'দাধার' (ধারয়তি); জ্ঞানস্য প্রভাবঃ সর্ব্বাস্বস্তু কুঃ নিত্যপ্রকটিতঃ ইতি ভাবঃ; 'সত্যৈঃ' (অবিতথৈঃ) 'মন্ত্রেভিঃ' (মন্ত্রৈঃ, সাধনপ্রভাবৈঃ) 'দ্যাং' (দ্যুলোকং, স্বর্গং অপি) 'তস্তম্ভ' (স্তম্ভয়তি); মনুষ্যাণাং সাধনপ্রভাবেন ইয়ং পৃথিবী অপি স্বর্গাৎ গরীয়সী ভবতি—ইতি ভাবঃ; 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব।) 'বিশ্বায়ুঃ' (বিশ্বপ্রাণস্বরূপস্বং) 'পশ্বঃ' (পশোঃ, পশুভাবাৎ) 'নি' (নিতরাং) 'পাহি' (পরিত্রায়স্ব—অস্মান্ ইতি

যাবৎ), তথা 'প্রিয়া' (মঙ্গলপ্রদানি) 'পদানি' (স্থানানি) প্রদর্শয় ইতি শেষঃ; যদ্বা—'পশ্বঃ' (পশোঃ, পশুভাবস্য) 'প্রিয়া' (প্রিয়াণি, আকাঙ্ক্ষিতানি) 'পদানি' (গমনানি কর্ম্মাণি বা) 'নি পাহি' (নিতরাং পালয়, নিবর্ত্তয় ইতি ভাবঃ); তথা 'গুহা' (হৃদ্রূপায়াং গুহায়াং। 'গুহং' (নিগূঢ়প্রদেশং) 'গাঃ' (গচ্ছ, জ্ঞানকিরণং প্রাপয়)। অয়ং ভাবঃ—হে দেবঃ। মদীয়স্য হৃদয়স্য পশুভাবং বিনাশয়িত্বা হৃদি জ্ঞানালোকেন উদ্ভাসয়—ইতি প্রার্থনা। (১ম—৬৭সূ—৩ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানদেবতা জন্মরহিত নিত্যবিদ্যমানের ন্যায়, মনুষ্যগণের নিবাসস্থান-রূপ এই পৃথ্বীলোককে ধারণ করিয়া আছেন; (ভাব এই যে—জ্ঞানের প্রভাব সকলের অন্তর্ভুক্ত নিত্যপ্রকটিত); অবিতথ সত্য মন্ত্রসমূহের দ্বারা অর্থাৎ সাধনার প্রভাবে স্বর্গও স্তম্ভিত হয়; (ভাব এই যে,—মনুষ্যগণের সাধন-প্রভাবে এই পৃথিবীও স্বর্গ হইতে গরীয়সী হয়েন); হে জ্ঞানদেব! বিশ্বপ্রাণস্বরূপ আপনি, পশুভাব হইতে আমাদিগকে নিরন্তর পরিত্রাণ করুন, আর মঙ্গলপ্রদ স্থানসমূহ আমাদিগকে প্রদর্শন করুন; অথবা, পশুভাবের প্রিয় বা আকাঙ্ক্ষিত কর্ম্মসমূহকে নিবর্ত্তন করুন; আর, এই হৃদয়-রূপ গুহার নিগূঢ়-প্রদেশকে জ্ঞানকিরণ প্রাপ্ত করুন। (ভাব এই যে,—হৃদয়ের পশুভাবকে বিনাশ করিয়া হৃদয়কে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করুন—ইহাই প্রার্থনা।)॥ (১ম—৬৭সূ—৩ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অজো ন। অজতি গচ্ছতীত্যজঃ সূর্যঃ। যদ্বা ন জায়ত ইত্যজঃ। জন্মরহিত ইত্যর্থঃ। স ইব ক্ষাং। ক্ষেতি পৃথিবীনাম। ভূমিং দাধার। অয়মগ্নিঃ প্রকাশকত্বেন ধারয়তি। পৃথিবীত্যন্তরিক্ষনাম। পৃথিবীমন্তরিক্ষং চ ধারয়তীত্যেব। দ্যাং দ্যুলোকং সত্যৈরবিতথার্থৈর্মন্ত্রৈর্ভির্মন্ত্রৈস্তস্তম্ভ। স্তভ্নাতি। যথাধো ন পততি। উপর্যেব তিষ্ঠতি তথা

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অজঃ ন'; অজতি অর্থাৎ গমন করে—এই অর্থে অজ পদে সূর্য্য বুঝায়; অথবা, যাহা উৎপন্ন হয় না, তাহাই 'অজঃ' অর্থাৎ জন্মরহিত। সেইরূপ (অজের ন্যায়) 'ক্ষাং'। ক্ষা এই পদ পৃথিবী নামবাচক। 'ক্ষাং' অর্থাৎ ভূমিকে 'দাধার' এই অগ্নি প্রকাশকত্বের দ্বারা ধারণ করিয়া আছেন। পৃথিবী পদ অন্তরিক্ষ নাম-বাচক। এবং 'পৃথিবীং' অন্তরিক্ষকে ধারণ করিয়া আছেন। আর, 'দ্যাং' দ্যুলোককে 'সত্যৈঃ' অবিতথ অর্থবিশিষ্ট 'মন্ত্রেভিঃ' মন্ত্রসমূহের দ্বারা 'তস্তম্ভ' স্তম্ভন করেন। যেন অধোভাগে পতিত না হয়, উপরিভাগে অবস্থিতি করে,

করোতীত্যর্থঃ। মন্ত্রৈর্দিবো ধারণং তৈত্তিরীয়ে সমাম্নাতং। দেবা বা আদিত্যস্য স্বর্গলোকস্য পরাচোঽতিপাতাদবিভয়ুঃ তং ছন্দোভিরদৃংহন্ধৃত্যা ইতি। যদ্বা সত্যৈর্মন্ত্রৈ স্তূয়মানোঽগ্নির্দ্যাং তস্তম্ভেতি। হে অগ্নে বিশ্বায়ুঃ। বিশ্বং সর্ব্বমায়ুরন্নং যস্য স ত্বং। পশ্বং পশোঃ প্রিয়া প্রিয়াণি পদানি শোভনতৃণোদকোপেতানি স্থানানি নিপাহি। নিতরাং পালয়। মাদাক্ষীরিত্যর্থঃ। তর্হি কুত্র নিবসামীতি চেৎ তত্রাহ। গুহা গুহায়া অপি গুহং গুহাং গবাং সঞ্চারাযোগ্যস্থানং গাঃ। গচ্ছ। তত্রৈব নিবসেত্যর্থঃ॥

পশ্বঃ। জসাদিষু ছন্দসি বাবচনমিতি দের্ঙিতীতি গুণাভাবে যণাদেশঃ। উদাত্তযণ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। গুহা। সুপাং সুলুগিতি পঞ্চম্যা আজাদেশঃ। চিত্তাদন্তোদাত্তত্বং। গুহং। ব্যত্যয়েন হ্রস্বত্বং। গাঃ। ছান্দসো লুক্। ইণো গা লুঙীতি গাদেশঃ॥ (১ম—৬১সূ—৩ঋ)॥

• • •

তৃতীয় (৭৭৫) ঋকের বিশদার্থ।

—— • ——

এই ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা হইতে কোনই ভাব পরিগ্রহ করা যায় না। বিশেষতঃ মন্ত্রের অন্তর্গত 'অজঃ' পদটী উপলক্ষে এতদ্দেশে একরূপ অর্থ প্রচলিত আছে এবং পাশ্চাত্য-দেশে আর এক অর্থ চলিয়া আসিতেছে।

মন্ত্রান্তর্গত এক 'অজঃ' পদের ব্যাখ্যা-উপলক্ষে, 'গচ্ছতীত্যজঃ সূর্য্যঃ'—এই প্রতিবাক্য প্রয়োগে, ভাষ্যকার পাশ্চাত্যের নিকট উপহাসের পাত্র হইয়াছেন; আবার ঐ 'অজঃ' পদে 'ছাগ' অর্থ গ্রহণ করিয়াও পাশ্চাত্য

সেইরূপ করিয়া থাকেন—ইহাই অর্থ। মন্ত্রের দ্বারা দ্যুলোককে ধারণ-বিষয়ে তৈত্তিরীয়ে এইরূপ আম্নাত হইয়া থাকে;—'দেবা বা আদিত্যস্য' ইত্যাদি। অথবা, সত্যমন্ত্রসমূহের দ্বারা স্তূয়মান অগ্নি দ্যুলোককে স্তম্ভন করেন। 'অগ্নে' হে অগ্নিদেব! বিশ্বায়ু। বিশ্ব সমস্ত আয়ু অর্থাৎ অন্ন যাহার সেই আপনি 'পশ্ব' পশুর 'প্রিয়া' প্রিয় 'পদানি' শোভনতৃণোদক-বিশিষ্ট স্থানসমূহে 'নি পাহি' সর্ব্বদা পালন করুন; নষ্ট করিবেন না—ইহাই ভাবার্থ। তাহা হইলে, কোথায় আমি বাস করিব—এই হেতু বলা হইতেছে,—'গুহা' গুহাতে ও 'গুহং' গাভীর সঞ্চারের অযোগ্য স্থানে 'গাঃ' গমন কর; তথায় বাস কর—ইহাই ভাবার্থ।

পশ্বঃ। জসাদিতে 'ছন্দসি বা বচনং' ইত্যাদি নিয়মে 'ঘেঙিতি' ইত্যাদি সূত্রে গুণের অভাব। যণ আদেশ। 'উদাত্তযণ.' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। গুহা। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে পঞ্চমীতে আজাদেশ। চিত্ত-হেতু অন্তোদাত্তত্ব। গুহং। ব্যত্যয়ের দ্বারা হ্রস্বত্ব। গাঃ। ছান্দস হেতু লুঙ্। 'ইণোগালুঙি' ইত্যাদি সূত্রে গা আদেশ॥ ৩॥

• • •

অদ্ভুত উর্ব্বর মস্তিকের পরিচয় দিয়াছেন। * সূর্য্য যে গতিশীল নহেন, পৃথিবী যে আপন কক্ষ-পথে আবর্ত্তিত হইতেছেন—ভাষ্যকারের সে জ্ঞান ছিল না;—ভাষ্যের প্রতিবাক্যে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া, পৃথিবীর গতি-বিষয়ে ভারতবাসীর অজ্ঞতা-সম্বন্ধে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নানা বিদ্রূপ-উক্তি করিয়া থাকেন। কিন্তু পক্ষান্তরে আবার এখানকার ঐ 'অজঃ' পদে 'ছাগ' (goat) অর্থ পরিগৃহীত হওয়ায়, সাহেবদিগের অনুবাদ-সম্বন্ধেও নানা কথা মনে পড়ে। এক জন ইংরেজ, বাঙ্গলা একখানি উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদে, "গোপাল উড়ের যাত্রা"—এই বাক্যাংশে "The flying journey of Gopal" এইরূপ প্রতিবাক্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এ দৃষ্টান্তেও তদনুরূপ! মন্ত্রের অন্যান্য পদের অর্থ-সম্বন্ধেও এই প্রকার বিবিধ অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়।

এই ঋকের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ এবং একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতেই সে ভাব উপলব্ধ হইবে। যথা;—

(১) "অগ্নি সূর্য্যের ন্যায় পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ ধারণ করিয়া আছেন; এবং সত্যমন্ত্রের দ্বারা আকাশ ধারণ করিতেছেন। হে বিশ্বায়ু অগ্নি! পশুদিগের প্রিয় (বিচরণ) ভূমি তুমি রক্ষা কর; এবং সকলের অযোগ্য গুহাতে গমন কর।"

2. "As the goat (supports) the earth, thus he supports the earth; he upholds the sky by his efficacious spells.

Protect the dear footsteps of the cattle. O Agni, thou who hast a full life, thou hast gone from covert to covert."

প্রথমোক্ত বঙ্গানুবাদে প্রধানতঃ ভাষ্যেরই অনুসরণ দেখি। ইংরাজী অনুবাদটী পাশ্চাত্যের কল্পনা-জল্পনা মূলক।

আমরা একে একে যথাপর্য্যায় মন্ত্রার্থের অনুসরণ করিতেছি। তাহাতে বুঝা যাইবে,—মন্ত্রের অভ্যন্তরে কি লক্ষ্য বিদ্যমান্ আছে, আর তাহা হইতে কি ভাবই বা প্রকাশ পাইতেছে! প্রথম—'অজঃ ন'

* 'অজঃ' পদে ছাগ অর্থ গ্রহণের পক্ষে ওল্ডেনবর্গের বক্তব্য;—

"On the mythical goat whose office it is to support the world, comp. I, 164, 6; VIII, 41, 10; X, 82, 6; Bergaigne, III, 12; H. O. Religion des Veda, 72."

উপমা। যিনি জন্মরহিত নিত্যবিদ্যমান্, 'অজঃ' পদে তাঁহাকেই বুঝায়। উপমায় 'তাঁহারই ন্যায়' এই ভাব আসিতেছে। জ্ঞানের কখনও নাশ নাই; যাহার বিনাশ নাই, তাহার উৎপত্তিও সম্ভবে না। জন্মের অধীন হইলেই তাহাকে জরামৃত্যুর অধীন হইতে হয়। যিনি অজঃ, তিনি জন্মজরামৃত্যুর অধীন নহেন। জ্ঞান, কেবল জ্ঞানই বা বলি কেন—সকল ভগবদ্বিভূতিই, এইরূপে 'অজঃ' অভিধায়ে অভিহিত হইতে পারে। সেই যে অজঃ, তিনি কি করিতেছেন? 'ক্ষাং পৃথিবীং দাধার' পদত্রয় সেই পরিচয় প্রদান করিতেছে। নিবাসার্থক ক্ষি-ধাতু হইতে 'ক্ষাং' পদ নিষ্পন্ন। ঐ পদে নিবাসস্থান বুঝায়। এখানে ঐ 'ক্ষাং' পদ পৃথিবী-পদের দ্যোতক বলিয়া আমরা মনে করি। তদনুসারে ঐ বাক্যাংশের অর্থ আসে,—সেই জ্ঞানদেবতা লোকসমূহের নিবাস-স্থান এই পৃথিবীকে নিত্যকাল ধারণ করিয়া আছেন, অর্থাৎ জ্ঞানের প্রভাব সর্ব্বান্তর্ভুক্ত হইয়া পৃথিবীকে (সৃষ্টিকে) রক্ষা করিতেছে। এতদুক্তি উপলক্ষে একাধিক নিত্যসত্য-তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য আসে। সত্যই—জ্ঞান যদি সংসারে না থাকিত, সৃষ্টি থাকিত কি? তাহা হইলে, স্নেহ-ভালবাসা সকলই লোপ পাইত; তাহা হইলে মানুষই মানুষের ভক্ষ্য হইত; তাহা হইলে, হিংস্র পশ্বাদির রাজত্বই প্রাধান্য লাভ করিত। কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা সংসারে শৃঙ্খলা রক্ষিত হইতেছে; সুতরাং সৃষ্টি লোপ পাইতেছে না। 'পৃথিবীর যেমন সৃষ্টিকাল নির্ণয় হয় না, জ্ঞানও সেইরূপ আবহমানকাল উহার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যমান থাকিয়া উহাকে রক্ষা করিয়া যাইতেছেন। এই জ্ঞানেরই আর এক ক্রিয়া "সত্যৈঃ মন্ত্রেভিঃ দ্যাং তস্তম্ভ" বাক্যাংশে প্রকাশ পাইতেছে। ঐ অংশের পদানুগত অর্থ এই যে, সত্যমন্ত্রের দ্বারা দ্যুলোক স্তম্ভিত হইতেছে। তাহার মর্ম্ম—মনুষ্যের সাধন প্রভাবে এই পৃথিবীও স্বর্গকে স্তম্ভিত করিতে পারে। সেই যে মন্ত্রানুধ্যান বা সাধনা, তাহাও জ্ঞানেরই ফল। জ্ঞান প্রভাবেই মানুষ সাধনায় প্রবৃত্ত হয়। সাধনার ফল—সত্ত্বভাবের আধিক্য—দেবত্ব লাভ। সংসার যখন সত্ত্বভাবে পরিপূর্ণ হয়, তখন এই সংসারই স্বর্গ হইয়া আসে; সুতরাং স্বর্গকে স্তম্ভিত হইতে হয়,—স্বর্গ হইতে সংসারের প্রাধান্য প্রকাশ পায়। মন্ত্রের প্রথম পাদে এইরূপে দুইটী বিষয় প্রখ্যাত

দেখি। প্রথম—সেই জ্ঞানদেবতা নিত্যকাল এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন; দ্বিতীয়—জ্ঞানানুশাসন-বিহিত সাধনার দ্বারা এই সংসারই স্বর্গ হইতে গরীয়সী হইয়া থাকে।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'ক্ষা' পদটিকে, আমরা 'পৃথিবীং' পদের সহিত অন্বিত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু ঐ পদ 'পৃথিবীং' পদের সহিত অথবা 'দ্যাং' পদের সহিত—উভয়েরই সহিত অন্বিত হইতে পারে। শেষোক্ত স্থলে 'ক্ষাং' পদে কর্ম্মক্ষয়-রূপ নিবাসের বা মোক্ষের ভাব আসে। সে পক্ষে 'ক্ষাং দ্যাং' বলিতে মোক্ষপ্রদ স্বর্গলোক ভাব প্রাপ্ত হই।* 'ক্ষি'-ধাতুর এই অর্থে 'ক্ষাং' পদের ব্যবহারের বিষয় পূর্ব্বেও দুই এক স্থলে আমরা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি। তার পর, 'পৃথিবীং' পদের প্রতিবাক্যে ভাষ্যকার 'অন্তরিক্ষং' পদ গ্রহণ করায়, মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে আর এক নূতন সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। 'ক্ষাং'ই বা কি, 'দ্যাং'ই বা কি, আর 'অন্তরিক্ষ'ই (পৃথিবীং) বা কি, এবং অগ্নিই বা কি প্রকারে সে সকল ধারণ করিয়া আছেন,—তাহার মর্ম্ম উদ্ভেদ করা যায় না। ফলতঃ, প্রচলিত সকল প্রকার অর্থেই অন্ধকারের উপর নূতন একটা আবরণ আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে।

যাহা হউক, অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের মর্ম্মার্থ প্রকাশে প্রয়াস পাইতেছি। এই অংশের সম্বোধনে 'অগ্নে' পদ আছে। আমরা ঐ পদে যথাপূর্ব্ব জ্ঞানদেবতার প্রতি লক্ষ্য দেখি। তিনি যে বিশ্বায়ুঃ, মন্ত্রের প্রথমাংশেই, 'ক্ষাং পৃথিবীং দাধার' পদদ্বয়ে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন—তাঁহার নিকট কি প্রার্থনা করা হইয়াছে। যাঁহারা ঐ 'অগ্নে' পদ জ্বলন্ত অগ্নিরূপে তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অর্থ—'হে অগ্নি! তুমি পশুদিগের চারণ-ভূমি রক্ষা কর।' কিন্তু এ অর্থে কি সঙ্গতি রক্ষা করা যায়? আগুন আবার চারণ ভূমি রক্ষা করিবেন কি? তার পর, সঞ্চরণের (গত গতির) অযোগ্য গুহাতেই

---

* পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কেহ 'ক্ষাং' পদে ও 'পৃথিবীং' পদে অভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেন; কেহ বা আবার 'দ্যাং' পদের সহিত 'ক্ষাং' পদের সম্বন্ধ দেখিতে পান। এতদনুসারে মন্ত্রের প্রথম চরণের অর্থ ম্যাক্সমূলার লিখিয়া গিয়াছেন,—

"He, Agni, supports the earth, as the buck the sky."

বা অগ্নি যাইবেন কি প্রকারে? সে পক্ষেও রূপক ভিন্ন অন্য কিছু মনে করা যায় না। যাহা হউক, আমরা এই প্রার্থনার মধ্যে যে ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাই একটু বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা পাইতেছি। প্রথমতঃ, 'পশ্বঃ' পদটিতে কি ভাব আসে, বুঝিয়া দেখুন। সায়ণ উহার প্রতিবাক্যে 'পশোঃ' পদ ব্যবহার করিয়াছেন। আমরাও তাঁহারই অনুসরণ করিলাম। তিনি ঐ পদে ষষ্ঠী বিভক্তি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু, আমরা ঐ পদে পঞ্চমী ও ষষ্ঠী দ্বিবিধ বিভক্তি স্বীকার করিয়া অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি; আর, সেই দ্বিবিধ অর্থই একই ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তাহাতে বেশ সঙ্গতি লক্ষিত হইয়াছে। 'প্রিয়া' ও 'পদানি' পদদ্বয়ে যথাক্রমে 'আকাঙ্ক্ষিত' এবং 'গমন বা কর্ম্ম' অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। তদনুসারে "পশ্বঃ নিপাহি প্রিয়া পদানি" বাক্যাংশের ভাব দাঁড়ায়,—'আমাদিগের পশুভাব হইতে সর্ব্বদা আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন এবং আমাদিগের মঙ্গল-প্রদ স্থান আমাদিগকে দেখাইয়া দেন; অথবা, পশুভাবের প্রিয় যে কর্ম্ম—অজ্ঞানের যে কর্ম্ম—তাহার নিবৃত্তি করিয়া দিউন। আর যেন অজ্ঞানের কর্ম্ম না করি, আর যেন আমরা পাপপথে অগ্রসর না হই, হে জ্ঞানদেব!—আমাদিগের প্রতি সেই অনুগ্রহ প্রকাশ করুন।' এই অর্থেই শেষোক্ত অংশেরও সামঞ্জস্য থাকে। এই দৃষ্টিতেই "গুহা গুহং গাঃ" বাক্যাংশের ভাব প্রাপ্ত হই,—'গুহায়' অর্থাৎ হৃদয়ের 'গুহং' অর্থাৎ নিগূঢ় প্রদেশকে 'গাঃ' অর্থাৎ জ্ঞানকিরণ প্রদান করুন। ফলতঃ 'গাঃ' পদে এখানে গাভীসকলকে বুঝাইতেছে না; 'গুহা' পদেও এখানে পর্ব্বতের গহ্বরের প্রতি লক্ষ্য আসিতেছে না। এইটীই এখানে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়,—ভাষ্যকারও 'গাঃ' পদে এখানে গাভীসকল অর্থ গ্রহণ করেন নাই; পরন্তু নানারূপ ব্যাকরণের প্রক্রিয়া অবলম্বনে ঐ পদকে ক্রিয়াপদ-মধ্যে গণ্য করিয়া গিয়াছেন। তদনুসরণে আমরাও অর্থ গ্রহণ করিয়াছি,—'জ্ঞানকিরণং প্রাপয়।'

এইরূপে বুঝা যায়, এই মন্ত্রে হৃদয়কে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করার জন্যেই প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে; এবং জ্ঞানই যে দেবত্ব প্রাপ্তির মূলীভূত, তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। (১ম—৬৭সূ—৩ঋ)॥

—:•:—

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তষষ্ঠিতমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্)।

য ঈং চিকেত গুহা ভবন্তমা

যঃ সসাদ ধারামৃতস্য।

বি যে চৃতন্ত্যৃতা সপন্ত আদিদ্বসূনি

প্র ববাচাস্মৈ ॥ ৪ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

যঃ। ঈং। চিকেত। গুহা। ভবন্তঃ। আ।

যঃ। সসাদ। ধারাং। ঋতস্য।

বি। যে। চৃতন্তি। ঋতা। সপন্তঃ। আৎ। ইৎ। বসূনি।

প্র। ববাচ। অস্মৈ ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (যঃ পুরুষঃ) 'গুহা ভবন্তং' (গুহায়াং সঞ্জাতং, হৃদি বিদ্যমানং) 'ঈং' (জ্ঞানদেবং) 'চকেত' (জানাতি); জ্ঞানস্য স্বরূপং যস্য অধিগতো ভবতি—ইত্যর্থঃ; 'যঃ' (যো জনঃ) 'ঋতস্য' (সত্যস্য সৎকর্ম্মণো বা) 'ধারাং' (আধাররূপং জ্ঞানদেবং) 'আ-সসাদ' (সর্ব্বতো-ভাবেন প্রাপ্নোতি); জ্ঞানদেবস্য সামীপ্যং লভতে ইত্যর্থঃ; তথা 'ঋতা' (সত্যানি জ্ঞানানি সৎকর্ম্মাণি বা) 'সপন্তঃ' (স্পৃশন্তঃ, জ্ঞানানুসরণকারিণঃ ইতি ভাবঃ) 'যে' (যে পুরুষাঃ) 'বি-চৃতন্তি' (ঈং জ্ঞানদেবং স্তুবন্তি, জ্ঞানাধিকারিণো ভবন্তীতি ভাবঃ); জ্ঞানদেবঃ

'অস্মৈ' (জনেভ্যঃ) 'বসূনি' (সকলানি ধনানি) 'আদিৎ' (নিশ্চিতমেব) 'প্র-ববাচ' (প্রকৃষ্টরূপেণ কথয়তি, দদাতি ইতি ভাবঃ)। সত্যপরায়ণাঃ সৎকর্ম্মকারিণঃ মনুষ্যাঃ জ্ঞানপ্রভাবেন সর্ব্ববিধং অভীষ্টধনং প্রাপ্নুবন্তি—ইতি ভাবঃ। (১ম—৬৭সূ—৪ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

যে পুরুষ হৃদয়ে বিদ্যমান্ সেই জ্ঞানদেবকে জানিতে পারেন অর্থাৎ জ্ঞানের স্বরূপ যাঁহার অধিগত হয়; আর, যে জন সত্যের বা সৎকর্ম্মের আধারস্বরূপ জ্ঞানদেবকে সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ জ্ঞানদেবের সামীপ্য লাভ করেন; আর, সত্যের জ্ঞানের বা সৎকর্ম্মের অনুসরণকারী যে সকল পুরুষ সেই জ্ঞানদেবতাকে পূজা করেন অর্থাৎ জ্ঞানাধিকারী হয়েন; জ্ঞানদেবতা সেই সকল মনুষ্যকে সর্ব্বপ্রকার ধন নিশ্চয়ই প্রকৃষ্টরূপে দান করেন। (ভাব এই যে,—সত্যপরায়ণ সৎকর্ম্মকারী মনুষ্যগণ জ্ঞান-প্রভাবে সর্ব্ববিধ অভীষ্টধন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।)॥ (১ম—৬৭সূ—৪ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

যঃ পুমান্ ঈমেনং গুহা ভবন্তং গুহায়াং সন্তমগ্নিং চিকেত। জানাতি। যশ্চ ঋতস্য সত্যস্য যজ্ঞস্য বা ধারয়িতারমেনমগ্নিমাসসাদ। আসীদতি। উপাস্ত ইত্যর্থঃ। যে চ ঋতা ঋতানি সত্যানি যজ্ঞাখ্যা সপন্তঃ সমবয়ন্তঃ স্পৃশন্তো বা পুরুষা এতমগ্নিং বিচৃতন্তি। অগ্নিমুদ্দিশ্য স্তুতিগ্রথনন্তি। কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। আদিৎ স্তুত্যনন্তরমেবাস্মৈ সর্ব্বস্মৈ স্তোতৃজনায় বসূনি ধনানি প্রববাচ। প্রকথয়তি॥

চিকেত। কিত জ্ঞানে। লিটি ণলি লিৎস্বরঃ। চৃতন্তি। চৃতী হিংসাগ্রন্থনয়োঃ। তৌদাদিকঃ। লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে বিকরণস্বরঃ শিষ্যতে। ববাচ। লিটি ব্রুবো বচিঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'যঃ' যে পুরুষ 'ঈং' এই 'গুহা ভবন্তং' গুহাতে অবস্থিত অগ্নিকে 'চিকেত' জানেন, 'যঃ' আর যিনি 'ঋতস্য' সত্যের বা যজ্ঞের 'ধারাং' ধারয়িতা এই অগ্নিকে 'আসসাদ' প্রাপ্ত হন অথবা উপাসনা করেন; 'যে' আর যাঁহারা, 'ঋতা' (ঋতানি) সত্যসমূহকে 'সপন্তঃ' সমবয়কারী অথবা স্পর্শকারী পুরুষগণ, এই অগ্নিকে 'বিচৃতন্তি' অর্থাৎ অগ্নির উদ্দেশে স্তুতি গ্রথন করেন অর্থাৎ স্তুতি করেন, 'আদিৎ' স্তুতির অনন্তর 'অস্মৈ' সেই সকল স্তোতৃজনকে 'বসূনি' ধনসমূহ 'প্রববাচ' প্রকৃষ্টরূপে বলিয়া থাকেন।

চিকেত। কিত ধাতু জ্ঞানার্থক। লিটে ণলি লিৎস্বর। চৃতন্তি। চৃতী ধাতু হিংসা ও গ্রন্থন বুঝায়। তুদাদিক্। ল-সার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে বিকরণস্বর অবশিষ্ট থাকে।

লিট্যভ্যাসস্যোভয়েষামিত্যভ্যাসস্য সম্প্রসারণং। সম্প্রসারণাচ্চেতি পরপূর্ব্বত্বস্য বা ছন্দসি। পাঃ ৬,১।১০৮।১। ইতি বিকল্পনাদ্‌যণাদেশঃ॥ (১ম—৬৭সূ ৪শ)॥

* * *

চতুর্থ (৭৭৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রেরও প্রচলিত অর্থ প্রহেলিকা-পূর্ণ। গুহা-মধ্যে অবস্থিত অগ্নিকে যিনি জানেন; আর, তাহা জানিয়া যাঁহারা যজ্ঞাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন; অগ্নি তাঁহাদিগকে ধনের সন্ধান বলিয়া দেন। প্রধানতঃ এই ভাবের অর্থই এখন প্রচলিত। 'গুহা' পদে কেহ বা 'জলের মধ্যে' অর্থ গ্রহণ করেন; কেহ বা পূর্ব্বকথিত উপাখ্যানের অনুসরণে 'অশ্বত্থ বৃক্ষের কোটর' অর্থেই সঙ্গতি দেখেন। কেহ বা গুহা তো গুহাই রাখিয়া গিয়াছেন। * কিন্তু এতদ্দ্বারা অগ্নি যে কি বস্তু, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। জলের বা বৃক্ষের কোটরে লুকাইতে পারেন, আবার যজ্ঞসমূহকে ধারণ করিয়া থাকেন, পরন্তু ধনের সন্ধানও লোকদিগকে বলিয়া দেন;— ইহাতে তাঁহাকে কি বলিয়া বুঝিব? জ্বলন্ত অগ্নি বলিয়া বুঝিব,—কি মানুষ বলিয়া বুঝিব,—কি অন্য কিছু বলিয়া বুঝিব?

কিন্তু আমাদিগের দৃষ্টিতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি, তিনি মানুষও নহেন, অথবা জ্বলন্ত অনলও নহেন। যথাপর্য্যায় মন্ত্রের পদগুলি অনুধাবন করিয়া দেখুন—মন্ত্রের অর্থে সম্পূর্ণ অন্য ভাব প্রাপ্ত হইবেন। প্রথমতঃ, 'গুহা' পদে আমরা 'হৃদয়রূপ গুহা' অর্থ গ্রহণ করি। গুহা-পদে যদি 'জল' অর্থ আনিতে পারি, গুহা-পদে যদি 'অশ্বত্থ বৃক্ষের কোটর' অর্থে সঙ্গতি দেখি, তবে কেনই বা 'হৃদয়' গ্রহণ করিতে না পারিব? রূপক স্বীকার ভিন্ন, কোনও সঙ্গত অর্থই ঐ পদে পাওয়া যায় না। আমাদিগের

ববাচ। লিটে ব্রু ধাতু বোবচ। তাহাতে 'লিট্যভ্যাসস্যোভয়েষাং' ইত্যাদি সূত্রে পরপূর্ব্বত্ব; তাহার 'বা ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বিকল্পন-হেতু যণ আদেশ। (১ম—৬৭সূ—৩শ)॥

* "গুহা ভবন্তং" এই বাক্যাংশের অনুবাদে, কেহ বা লিখিয়াছেন,—"জলস্থ অগ্নিঃ"; কেহ বা লিখিয়াছেন,—"গুহাস্থিত অগ্নি"; কোনও ইংরেজী অনুবাদে আবার দেখি,— "The hidden one."

বক্তব্য এই যে,—সেখানে (হৃদয়ে) যিনি আছেন, সেই হৃদয়-রূপ গুহায় যাঁহার অধিষ্ঠান, সেই জ্ঞানদেবতার বিষয়ই 'গুহা ভবন্তং' পদদ্বয়ে ব্যক্ত হইতেছে। সেই জ্ঞানদেবতাকে যিনি জানেন অর্থাৎ জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন, "যঃ গুহা ভবন্তং ঈং চিকেত" এই পদ কয়েকটীতে সেই ভাবই প্রাপ্ত হই। জ্ঞান যে সত্যের বা সৎকর্ম্মের আধার-স্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারাই যে মানুষ সত্যকে ও সৎকর্ম্মকে ধারণ করিয়া থাকে, তাহা বলাই বাহুল্য। 'ঋতস্য ধারাং' পদদ্বয়ে তাই সেই জ্ঞানদেবতারাই প্রতি লক্ষ্য দেখিতে পাই। তাঁহাকে যাহারা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাঁহার সামীপ্যে যাহারা উপনীত হইতে পারে,—'যঃ ঋতস্য ধারাং আসসাদ' পদ-কয়েকটীতে সেইরূপ জ্ঞানসমীপে উপনীত মানুষের কথাই প্রখ্যাত দেখি। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ,—"যে পুরুষ গুহাস্থিত অগ্নিকে জানে এবং যে যজ্ঞের ধারয়িতা অগ্নির নিকট উপস্থিত হয়।" এইরূপ অর্থই সাধারণতঃ পরিগৃহীত। কিন্তু তাহার দ্বারা যে কেমন করিয়া 'বসূনি' (ধনসমূহ) প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বুঝিতে পারি না।

অতঃপর, মন্ত্রের শেষাংশে 'ঋতা সপন্তঃ' হইতে 'প্রবাচ' পদ-কয়েকটীতে কি ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া দেখুন। উহার মধ্যের 'বসূনি' পদে সকলপ্রকার ধন, অভীষ্ট-পূরণের উপযোগী ধন, পরমার্থরূপ ধন,—ইত্যাদি রূপ অর্থ প্রকাশ পায়। সে ধনের বিষয় তিনি বিশেষ-ভাবে বলিয়া থাকেন (প্রববাচ)। ইহাই এখানকার সাধারণ প্রচলিত অর্থ। কিন্তু ইহার মর্ম্ম কি? ইহার মর্ম্ম কি এই নয় যে,—জ্ঞানের নিকট আমরা সকল ধনের সন্ধান পাই, অর্থাৎ জ্ঞানসাহায্যেই আমাদিগের সকল ধন অধিগত হয়। ঐ যে দৃশ্যমান্ জ্বলন্ত অগ্নি—তিনি তোমাকে কোনও ধনই দিতে পারিবেন না—যদি জ্ঞানের দ্বারা তাঁহার নিকট হইতে সে ধন অর্জ্জন না করি! আবার যদি কোনও মানুষের বা ঋষির প্রতি লক্ষ্য থাকে, আর তিনি যদি এখন গতায়ু হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার নিকটও কোনও ধন-প্রাপ্তির আশা নাই। সুতরাং মন্ত্রের প্রয়োগ এখন ব্যর্থ বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু এখানে জ্ঞানের সম্বন্ধ সূচনা করিলে, সকল প্রকারেই সঙ্গতি থাকে। ফলতঃ, জ্বলন্ত অগ্নির নিকটও নহে; মনুষ্য বা ঋষি-বিশেষ বলিয়া মনে করিলে, তাঁহার

নিকট হইতেও নহে; পরন্তু সত্যপরায়ণ সৎকর্ম্মকারী মানুষ যে জ্ঞান-প্রভাবে সকল ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে,—এই ভাবই এই মন্ত্রে প্রকাশমান্। তাহাই আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। (১ম—৬৭সূ—৪ঋ)॥

—— • ——

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তষষ্টিতমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্)।

বি যো বীরুৎসু রোধন্মহিত্বোত প্রজা

উত প্রসূষন্তঃ।

চিত্তিরপাং দমে বিশ্বায়ুঃ সদ্মেব

ধীরাঃ সম্মায় চক্রুঃ॥ ৫॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

বি। যঃ। বীরুৎ২সু। রোধৎ। মহি২ত্বা। উত। প্রহজাঃ।

উত। প্রহসূষু। অন্তরিতি।

চিত্তিঃ। অপাং। দমে। বিশ্ব২আয়ুঃ। সদ্ম২ইব।

ধীরাঃ। সং২মায়। চক্রুঃ॥ ৫॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'বীরুৎসু' (আত্মনঃ বিস্তৃতিষু, জ্ঞানবিস্তারেণ সহ ইতি ভাবঃ) 'মহিত্বা' (মহত্ত্বানি সদ্ভাবনিবহান্ ইত্যর্থঃ) 'বিরোধৎ' (বিশেষেণ আবৃণোতি বিস্তারয়তি বা ইতি ভাবঃ) ; 'উৎ' (অপিচ) 'প্রজাঃ' (উৎপাদকঃ—সত্ত্বভাবস্য ইতি যাবৎ) ভবতি ইতি শেষঃ ; 'উৎ' (অপিচ) 'প্রস্বষু' (উৎপত্তিমূলীভূতেষু জন্মকারণেষু বা কর্ম্মসু) 'অন্তঃ' (শেষঃ, সীমান্তরূপেণ বিদ্যমানঃ) অস্তীতি শেষঃ ; জ্ঞানদেবস্যানুকম্পয়া জন্মজরামৃত্যুমুখাৎ নরঃ পরিত্রাণং লভতে—ইতি ভাবঃ ; 'বিশ্বায়ুঃ' (বিশ্বপ্রাণভূতঃ স দেবঃ) 'দমে' (হৃদয়ে, হৃদ্রূপগৃহে) 'অপাং' (শুদ্ধসত্ত্বানাং) 'চিত্তিঃ' (জ্ঞাপয়িতা, উন্মেষকঃ ইতি যাবৎ) ভবতি ইতি শেষঃ ; 'ধীরাঃ' (মেধাবিনঃ) 'সম্মায়' (সম্পূজ্য, তস্য জ্ঞানদেবস্য সামীপ্যং প্রাপ্য ইতি ভাবঃ) 'সদ্মেব' গৃহমিব, আশ্রয়স্বরূপং। 'চক্রুঃ' (কুর্ব্বন্তি, গৃহ্ণন্তি)। গৃহং যথা লোকানাং আশ্রয়স্থলং জ্ঞানদেবোঽপি তদ্বৎ মেধাবিনাং আশ্রয়স্বরূপঃ ভবতি - ইতি ভাবঃ ॥ (১ম—৬৭সূ—৫ঋ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে জ্ঞানদেবতা আত্মবিস্তৃতির মধ্যে (জ্ঞান-বিস্তার সহ) সদ্ভাব-নিবাহকে বিশেষ-ভাবে বিস্তারিত করেন ; আর সত্ত্বভাবের উৎপাদক হয়েন ; আর উৎপত্তিমূলীভূত অর্থাৎ জন্ম-কারণ কর্ম্মসমূহের মধ্যে শেষ অর্থাৎ সীমান্তরূপে বিদ্যমান আছেন ; (ভাব এই যে,—যে জ্ঞানদেবতার অনুকম্পায় জন্ম-জরা-মরণ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়) ; বিশ্বপ্রাণভূত সেই দেবতা, হৃদয়রূপ গৃহে শুদ্ধসত্ত্বসমূহের উন্মেষক হয়েন ; মেধাবিগণ, সেই জ্ঞানদেবের পূজা করিয়া অর্থাৎ তাঁহার সামীপ্য প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে গৃহের ন্যায় আশ্রয়স্বরূপ গ্রহণ করেন ; (ভাব এই যে,—গৃহ যেমন মনুষ্যের আশ্রয়স্থান, জ্ঞানদেবতাও সেইরূপ মেধাবিগণের আশ্রয়-স্বরূপ হয়েন।) ॥ (১ম—৬৭সূ ৫ঋ) ॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

যোঽগ্নির্বীরুৎস্বোষধীষু মহিত্বা যানি মহত্ত্বানি সন্তি তানি বিরোধৎ। বিরুণদ্ধি। বিশেষেণা-বৃণোতি নাবশেষয়তি। উত অপি চ প্রজাঃ প্রকর্ষেণোৎপন্নাঃ পুষ্পফলাদিলক্ষণাঃ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'যঃ' যে অগ্নি 'বীরুৎসু' ওষধিসমূহে 'মহিত্বা' যে সকল মহত্ত্ব আছে তৎসমুদায়কে 'বিরোধৎ' বিশেষরূপে আবৃত করিয়া রাখেন অর্থাৎ অবশেষ করেন না, 'উত' আর 'প্রজাঃ' প্রকর্ষের দ্বারা উৎপন্ন পুষ্পফলাদিলক্ষণসমূহকে 'প্রস্বষু' উৎপাদয়িত্রী মাতৃস্থানীয়া ওষধিসমূহের

প্রস্থয়ৎপাদয়িত্রীষু মাতৃস্থানীয়াস্বোষধীষ্বন্তর্মধ্যে বিরুণদ্ধীত্যেব। দ্বিতীয় উতশব্দঃ পাদপূরণঃ। তথা চিত্তিশ্চেতয়িতা জ্ঞাপয়িতাপাং দমে জলানাং মধ্যভূতে গৃহে বিশ্বায়ুঃ সর্ব্বায়ো যোহগ্নির্ব্বর্ত্তত ইতি শেষঃ। তমগ্নিং ধীরা মেধাবিনঃ সম্মায় সম্মাননং পূজনং কৃত্বা। স্তুতিভিঃ স্তুত্বেত্যর্থঃ। চক্রুঃ। কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। সদ্মেব। যথা সদনং গৃহং প্রথমতঃ সম্পূজ্য পশ্চাত্তত্র কর্ম্মাণ্যাচরন্তি তদ্বৎ॥

বীরুৎসু। বিপূর্ব্বাদ্রোহতেঃ ক্বিপ্। অংকাদিষু বীরুধ্ ইতি পঠিতত্বাদুপসর্গস্য দীর্ঘো ধকারশ্চান্তাদেশঃ। উক্তং চ। বীরুধ ওষধয়ো ভবন্তি। রোধৎ। রুধির্ আবরণে। লেটি অডাগমঃ। ইতশ্চ লোপ ইতীকারলোপঃ। সম্মায়। মঙ্মানে শব্দে চ। সমাসেহনঞ্পূর্ব্বক্তো ল্যপ্। পা০ ৭।১।৩৭। ন ল্যপি। পা০ ৬।৪।৬৯। ইতীত্বপ্রতিষেধঃ॥ (১ম ৬৭সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য পঞ্চম একাদশো বর্গঃ॥ ১।৫।১১॥

* * *

পঞ্চম (৭৭) ঋকের বিশদার্থ।

আমাদিগের ব্যাখ্যায় এই মন্ত্রের অর্থ সম্পূর্ণরূপ পরিবর্ত্তিত হইল। মন্ত্রের অন্তর্গত 'বীরুৎসু প্রজাঃ' ও 'প্রসূষু' প্রভৃতি পদের অর্থ উপলক্ষেই এইরূপ পার্থক্য ঘটিয়াছে। মন্ত্রে দুইটী 'উত' পদ আছে। তাহার একটী পদকে ভাষ্যকার পাদপূরণ বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দুইটী উত' পদেরই সার্থকতা দেখিতেছি। এইরূপ 'অন্তঃ' 'দমে' 'অপাং'

'অন্তঃ' মধ্যে ধারণ করিয়াছেন (স্থাপিত রাখিয়াছেন)। দ্বিতীয় 'উত' শব্দ পাদপূরণ। আর, 'চিত্তিঃ' চেতয়িতা অর্থ ও জ্ঞাপয়িতা 'অপাং দমে' জলসমূহের মধ্যভূত গৃহে 'বিশ্বায়ুঃ' সকলের অন্ন অগ্নি বহন করেন—ইহাই ভাব। সেই অগ্নিকে 'ধীরাঃ' মেধাবিগণ 'সম্মায়' সম্মান বা পূজা করিয়া অর্থাৎ স্তুতির দ্বারা স্তব করিয়া 'চক্রুঃ' কর্ম্মসমূহ করিয়া থাকেন। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'সদ্মেব'; যে প্রকারে প্রথমতঃ সদনকে (গৃহকে) পূজা করিয়া পশ্চাৎ মনুষ্যগণ কর্ম্মসমূহ আচরণ করে তদ্বৎ।

বীরুৎসু। বি পূর্ব্ব-হেতু রুহ্ ধাতু ক্বিপ্। অংকাদি মধ্যে বিরুধ ইত্যাদি পঠিত হওয়ায়, উপসর্গের দীর্ঘ ধকার ও অন্ত্যাদেশ। এতদ্বিষয়ে উক্ত আছে,—'বিরুধ ওষধয়ো ভবন্তি'। (নি০ ৬৩)। রোধাৎ। আবরণার্থক রুধির ধাতু। লেটে অট আগম। 'ইতশ্চ লোপঃ' ইত্যাদি সূত্রে ইকার লোপঃ। সম্মায়। মাঙ ধাতু মান ও শব্দ বুঝায়। 'সমাসেহনঞ্ পূর্ব্বেক্ত্বোল্যপ্' (পা০ ৭।১।৩৭)। ইত্যাদি সূত্রে ল্যপ্। 'নল্যাপ' (পা০ ৬।৪।৬৯) ইত্যাদি সূত্রে ইত্বের প্রতিষেধ। (১ম—৬৭সূ—৫ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ের একাদশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৫।১১॥

* * *

'সপ্তেব' প্রভৃতি পদের মর্ম্ম-বিষয়ে আমাদিগের ব্যাখ্যা ভাষ্যাদি হইতে অন্যপ্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই মন্ত্রের যে সকল ব্যাখ্যা প্রচারিত আছে, তাহার মধ্য হইতে দুইটী বাঙ্গালা অনুবাদ এবং একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তদ্দ্বারা আমাদিগের ভাব পরিগ্রহণ-পক্ষে সহায়তা পাওয়া যাইবে বলিয়াই মনে করি।

মন্ত্রের প্রচলিত বাঙ্গালা ও ইংরাজী ব্যাখ্যাদি। যথা;—

(১) "যে অগ্নি ওষধিগণ মধ্যে তাহাদের নিজ নিজ গুণ নিহিত করিয়াছেন ও মাতৃস্থানীয় ওষধিগণ মধ্যে উৎপন্ন পুষ্পফলাদি স্থাপিত করিয়াছেন, ধীরগণ জল-মধ্যস্থিত এবং অন্নদাতা সেই বিশ্বায়ু অগ্নিকে গৃহের ন্যায় পূজা করিয়া কর্ম্ম করে।"

(২) "যিনি ওষধমধ্যে (যাহারা যে) গুণ নিহিত করিয়াছেন, এবং তাহাতে সুন্দর পুষ্পফল প্রদান করিয়াছেন; যদ্রূপ গৃহস্থেরা অগ্রে বাস্তুগৃহের প্রতিষ্ঠা ও অর্চ্চনা করিয়া পরে সেই গৃহমধ্যে অন্যকর্ম্ম করে তদ্রূপ উপাসকগণও সেই জলস্থ বিশ্বায়ু অগ্নিকে সর্ব্বাগ্রে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।"

(3) "He who grows up with might within the plants, and within the children, and within the sprouting grass—

The splendour in the home of the waters, the full-lived. The sages made him as if building a seat."

সকল ব্যাখ্যাই সাধারণতঃ ভাষ্যের অনুসারী। তাহারই মধ্যে কেহ বা কিছু রং ফলাইয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার যেমন একটী 'উত' পদকে পরিহার করিয়াছেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কেহ কেহ আবার উহার পরিবর্ত্তে একটী সপ্তমীর বহুবচনের বিভক্তি 'সু'-কে টানিয়া আনিয়া 'প্রজাঃ' পদের সহিত যোগ করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে 'প্রজাঃ উত' স্থলে 'প্রজাসু' দাঁড়াইয়া গিয়াছে। * তাঁহারা অর্থ আনিয়াছেন,—সন্তানের মধ্যে। সাধারণ-প্রচলিত অর্থ—পুষ্পফলাদি। মূলে আছে 'প্রসূষু' পদ। তাহা হইতে সাধারণতঃ 'মাতৃস্থানীয় ওষধিগণ-মধ্যে' অর্থ গৃহীত হইয়া আসিতেছে। পাশ্চাত্যের অর্থ—দর্ভাঙ্কুর মধ্যে। "চিত্তিঃ অপ্সুং"

* এ বিষয়ে ওল্ডনবর্গের একটী টিপ্পনী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা;—

"Bollensen's conjecture 'prajasu' (instead of 'prajah uta') seems very probable to me."

এই বাক্যাংশ হইতে জলস্থ অগ্নিকে, বোধ হয় বিদ্যুতের প্রতি (অবশ্য ব্যাখ্যায় সে ভাব কেহ প্রকাশ করেন নাই), ব্যাখ্যাদির লক্ষ্য দেখিতে পাই! *

এখন, প্রচলিত অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন যে অর্থ আমরা গ্রহণ করিলাম, তাহারই পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণে প্রতি পদের তাৎপর্য্য পরিগ্রহণ করিলেই মন্ত্রার্থের সে সঙ্গতি লক্ষিত হইবে। মন্ত্রে আছে—'বীরুৎসু' পদ। ঐ পদের উৎপত্তি-মূলে রুধ বা রুহ ধাতু কল্পনা করা যায়। ভাষ্যকার রুহ ধাতু গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার এক অর্থ—বীজ-জন্ম উৎপত্তি। বলা বাহুল্য সেই অর্থেরই অনুসরণে তিনি ওষধিসমূহকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু ঐ রুহ ধাতুর আর এক অর্থ—প্রাদুর্ভাব স্ফূর্ত্তি, বিস্তৃতি। আমরা সেই অর্থেরই অনুসরণ করি। তদনুসারে অগ্নি যে বীজ জন্মাইয়া থাকেন, আর সেই বীজ-জন্মান হইতে 'ওষধিগণ' অর্থ যে গ্রহণ করা হয়, আমরা তাহা মান্য করি না। পরন্তু জ্ঞানের বিস্তৃতি-হেতু যে শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যায়—এখানে তৎপ্রতিই লক্ষ্য দেখি। এইরূপ 'বি-রোধৎ' পদও 'বিশেষভাবে বিস্তারিত হয়'—অর্থই আসে। 'মহিত্বা' পদে সদ্ভাব-নিবহ অর্থ প্রাপ্ত হই। তাহা হইলে, দেখুন, কি অর্থ সঙ্গত হয়! সেই জ্ঞানদেবতা আত্মবিস্তৃতির সহিত সদ্ভাবনিবহকে বিস্তৃত করেন অর্থাৎ জ্ঞানের বিস্তার হইলেই হৃদয়ে সত্ত্বভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে। 'বীরুৎসু মহিত্বা বি-রোধৎ' পদ কয়েকটিতে তাহাই বুঝাইতেছে। সেই জ্ঞানদেবতার আত্মবিস্তৃতির সহিত যেমন সদ্ভাবনিবহ বিস্তৃত হয়, সেইরূপ আর কি হইয়া থাকে? আর তাহাতে সত্ত্বভাব জাত বা উৎপন্ন হয়। জ্ঞানই যে সত্ত্বভাবের উৎপত্তির কারণ, জ্ঞানই সত্ত্বভাবের পরিবৃদ্ধিকারক, 'উত প্রজাঃ' পদদ্বয়ে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। জ্ঞান-বিস্তারে আর কি হয়? "উত প্রসূষু অন্তঃ"; অর্থাৎ, উৎপত্তিমূল বা জন্মকারণ একবারে লোপ প্রাপ্ত হয়। 'অন্তঃ' পদে এখানে 'শেষ হওয়া' অর্থই সঙ্গত হয়; সাধারণ ব্যাখ্যাদিতে পরিগৃহীত 'মধ্যে' অর্থে আমরা সঙ্গতি দেখি না।

---

* ম্যাক্সমূলার এই অংশের ইংরাজী অনুবাদে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন; যথা,—
"The (burning) pile in the home of waters."

জ্ঞানের প্রাধান্য বিস্তৃত হইলে, উৎপত্তি মূল যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, মানুষকে যে আর জন্ম জরা-মরণ-পথে গতিবিধি করিতে হয় না; অর্থাৎ, জ্ঞান-প্রভাবেই যে মানুষ মোক্ষের অধিকারী হয়; এই অংশে এবংবিধ ভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকি। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম পাদে জ্ঞানদেবতার বিস্তৃতির শুভফল বিবৃত আছে। ওষধির উৎপত্তির কথা এখানে নাই; সুতরাং ব্যাখ্যা উল্টাইয়া গিয়াছে।

জ্ঞানই জ্ঞানের জ্ঞাপয়িতা। আলোক-সাহায্যে যেমন আলোককে আমরা দেখিতে পাই বা লাভ করি; জ্ঞান-সাহায্যে সেইরূপ হৃদয়ে সত্ত্বভাবের বিস্তার হয়। জ্ঞান ও সত্ত্বভাব যে অভিন্ন-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, পূর্ব্বেই তাহা প্রখ্যাত হইয়াছে। 'চিত্তিঃ' পদের 'চেতয়িতা' বা 'উন্মেষক' প্রতিবাক্যও সেই অর্থ ই বিশদীকৃত করিতেছে। 'অপাং' পদে পূর্ব্বাপর আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, ঐ পদে যে সত্ত্বভাবকে বুঝাইয়া থাকে—বলিয়াছি, এখানেও সেই অর্থেরই সঙ্গতি দেখি। বিশ্বপ্রাণভূত সেই জ্ঞানদেবতা হৃদয়ে সত্ত্বভাবের বিকাশ করিয়া দেন,—ইহাই মর্ম্মার্থ।

উপসংহারে মন্ত্রের শেষাংশের "ধীরাঃ সম্মায় সদ্মেব চক্রুঃ" পদ-কয়েকটীর মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া দেখুন। এই অংশের 'সদ্মেব' পদে, গৃহের ন্যায় আশ্রয়-স্বরূপ—এইরূপ অর্থ ই সঙ্গত হয়। যাঁহারা মেধাবী, তাঁহারা জ্ঞানকে আশ্রয়-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ জ্ঞানানুবর্ত্তী হইয়া ইহসংসারে বিচরণ করেন। এই ভাবই ঐ অংশে প্রকাশমান্। গৃহকে পূজা করিয়া গৃহের মধ্যে যে মেধাবিগণ বাস করেন, এ অর্থে আমরা কোনরূপ সঙ্গতি দেখি না। ফলতঃ, জ্ঞানের আশ্রয়ই মনুষ্যকে সর্ব্ববিধ মঙ্গল প্রদান করে, জ্ঞানই মনুষ্যগণের গৃহ-স্বরূপ—এই অর্থ ই সমীচীন বলিয়া মনে করি।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলেই মন্ত্রের ভাব দাঁড়ায় এই যে,—জ্ঞানের বিস্তৃতির সহিত মহত্ত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সত্ত্বভাবের পরিবৃদ্ধি ঘটে, জন্ম জরা মৃত্যুর বিভীষিকা লোপ পায়, এবং জ্ঞানই মানুষের ইহ-পরকালের আশ্রয়-স্থান হয়েন। (১ম—৬৭সূ—৫ঋ)॥

—— • ——

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশোঽনুবাকঃ। অষ্টষষ্টিতমং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ। দ্বাদশো বর্গঃ।

অষ্টষষ্টিতমং সূক্তং।

এই সূক্তের দেবতা ঋষি ও ছন্দঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূক্তেরই ন্যায় পরিদৃষ্ট হয়। মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে সমস্যাও পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূক্তেরই অনুরূপ দেখিতে পাই। এই সূক্তের দ্বিতীয় ঋকের প্রচলিত অর্থে প্রকাশ,—অগ্নি শুষ্ক কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন অর্থাৎ দুই খণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠের সংঘর্ষণে তাঁহার উৎপত্তি হয়।* এইরূপ চতুর্থ মন্ত্রের প্রচলিত অর্থের অনুসরণ করিলে তাঁহাকে মানুষ ভিন্ন অন্য কিছুই মনে করা যায় না। কেন না, সেখানে প্রকাশ,—তিনি মনুর পুত্রগণের হোতা হইয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এইরূপ পঞ্চম মন্ত্রের প্রচলিত অর্থেও তাঁহাকে মানুষ বলিয়া মনে হয়। তাঁহার শাসন, পুত্রের ন্যায় যজমানগণ পালন করেন—এই ভাব সেখানে পরিব্যক্ত। এই প্রকারে, অগ্নিকে কখনও মানুষ, কখনও বা জ্বলন্ত অনল বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে আবার, তিনি অমর, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি সকল ধনের অধিপতি, তিনি আকাশকে নক্ষত্রযুক্ত করিয়াছেন,—দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম ঋকের বিভিন্ন অংশের প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। যাহা হউক, সেই সকল বিরুদ্ধ মতের মধ্যে কি প্রকারে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে, আমাদের ব্যাখ্যায় তৎপক্ষে চেষ্টা পাওয়া যাইতেছে।

---

* এই সূক্তের দ্বিতীয় ঋকের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে উপলব্ধ হইবে,—একই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাবের অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে।

"হে অগ্নি! যৎকালে তুমি নীরস কাষ্ঠ ঘর্ষণে আবির্ভূত হও, তখন ঋত্বিক্‌গণ তোমার নিমিত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। তুমি মৃত্যুরহিত, যাহারা স্তোত্র-মন্ত্রে তোমার অর্চ্চনা করে, তাহারাই দেবতা বলিয়া অভিহিত হয়।"

অষ্টষষ্টিতমসূক্তানুক্রমণিকা।

শ্রীণন্নিতি দ্বৈপদং দশর্চ্চং চতুর্থং সূক্তং। অত্রাধ্যয়নতঃ পঞ্চর্চ্চং। ঋষ্যাদ্যাঃ পূর্ব্ববৎ। বিনিয়োগো লৈঙ্গিকঃ॥ তত্র প্রথমামৃচমাহ॥

• • •

প্রথমমণ্ডলস্য দ্বাদশানুবাকে অষ্টষষ্টিতমং সূক্তং। ঋষ্যাদ্যাঃ পূর্ব্ববৎ॥

• • •

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টষষ্টিতমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

শ্রীণন্নুপ স্থাদ্দিবং ভুরণ্যুঃ

স্থাতুশ্চরথমক্তূন্ব্যূর্ণোৎ।

পরি যদেষামেকো বিশ্বেষাং ভুবদ্দেবো

দেবানাং মহিত্বা॥ ১॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

শ্রীণন্। উপ। স্থাৎ। দিবং। ভুরণ্যুঃ।

স্থাতুঃ। চরথং। অক্তূন্। বি। ঊর্ণোৎ।

পরি। যৎ। এষাং। একঃ। বিশ্বেষাং। ভুবৎ। দেবঃ।

দেবানাং। মহিইত্বা॥ ১॥

অষ্টষষ্টিতমসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'শ্রীণন্' ইত্যাদি দ্বৈপদ দশটী ঋক্‌বিশিষ্ট চতুর্থ সূক্ত (দ্বাদশ অনুবাকের)। অধ্যয়নে ইহা পঞ্চঋক্ বিশিষ্ট। ঋষি প্রভৃতি পূর্ব্ববৎ। বিনিয়োগ লৈঙ্গিক।

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ভুরণ্যুঃ' (হবিষাং শুদ্ধসত্ত্বানাং বা রক্ষকঃ পোষকঃ বা স জ্ঞানদেবঃ) 'শ্রীণন্' (শুদ্ধসত্ত্বেন সহ কর্ম্মাণি মিশ্রয়ন্, সত্ত্বসমন্বিতেন-কর্ম্মণা ইতি ভাবঃ) 'দিবং' (স্বর্গং) উপস্থাৎ (উপতিষ্ঠতি, প্রাপয়তি ইতি ভাবঃ) মনুষ্যান্ ইতি শেষঃ ; জ্ঞানপ্রভাবেন সৎকর্ম্মানুষ্ঠানং কৃত্বা নরঃ স্বর্গস্য অধিকারী ভবতি—ইতি ভাবঃ। স দেবঃ 'স্থাতুঃ চরথং' (স্থাবরজঙ্গমাত্মকং জগৎ, তৎসম্বন্ধিনঃ ইহলোকস্য বা ইতি ভাবঃ) 'অক্তূন্' (অজ্ঞানান্ধকারান্) 'ব্যূর্ণোৎ' (স্বতেজসা বিশেষেণ আচ্ছাদয়তি) ; জ্ঞানসাহায্যেন ইহজগতঃ সর্ব্বা অজ্ঞানতা অপসৃতা ভবতি ইতি ভাবঃ ; 'যৎ' (যস্মাৎ) 'বিশ্বেষাং' (সকলানাং) 'দেবানাং' (দেবভাবানাং, ভগবদ্বিভূতীনাং—মধ্যে ইতি যাবৎ) স জ্ঞানদেবঃ 'একঃ' (অভিন্নঃ) 'দেবঃ' (দ্যোতমানঃ প্রকাশরূপঃ বা) তস্মাৎ 'মহিত্বা' (স্বকীয়েন মাহাত্ম্যেন) 'পরিভূবৎ' (সর্ব্বতো ব্যাপ্নোতি) ; জ্ঞানং হি প্রকাশরূপেণ সর্ব্বত্র ব্যাপ্যং বিদ্যতে - ইতি ভাবঃ। (১ম—৬৮সূ—১ঋ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হবিঃসমূহের অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বভাবের রক্ষক বা পোষক সেই জ্ঞানদেবতা, শুদ্ধসত্ত্বের সহিত কর্ম্মসমূহকে মিশ্রিত করিয়া অর্থাৎ সত্ত্বসমন্বিত কর্ম্মের দ্বারা, মনুষ্যগণকে স্বর্গ প্রাপ্ত করেন ; (ভাব এই যে,—জ্ঞানের প্রভাবে সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া মানুষ স্বর্গের অধিকারী হয়) ; সেই দেবতা স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎকে অর্থাৎ তৎসম্বন্ধীয় (ইহলোকের) অজ্ঞানান্ধকারকে আপন তেজের দ্বারা বিশেষরূপে আচ্ছাদিত করেন ; (ভাব এই যে,—জ্ঞানের সাহায্যে ইহজগতের সকলপ্রকার অজ্ঞানতা অপসারিত হয়) ; যে-হেতু সকল দেবভাবের অর্থাৎ ভগবদ্বিভূতিসমূহের মধ্যে সেই জ্ঞানদেবতা এক অভিন্ন দ্যোতমান্ অর্থাৎ প্রকাশ-রূপ, সেই জন্য আপনার মাহাত্ম্যের দ্বারা তিনি সর্ব্বতঃ ব্যাপিয়া আছেন ; (ভাব এই যে,—জ্ঞানই প্রকাশ-রূপে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছে।) ॥ (১ম—৬৮সূ—১ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ভুরণ্যুর্হবিষাং ভর্ত্তা ধারয়িতা পয়ঃপ্রভৃতিনা শ্রয়ণদ্রব্যেণ সোমমিব তৈর্হবির্ভিঃ শ্রীণন্ মিশ্রয়ন্দিবমুপস্থাৎ। উপতিষ্ঠতি। প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। স্থাতুঃ স্থাবরং চরথং জঙ্গমং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ভুরণ্যুঃ' হবিঃসমূহের ভর্ত্তা অর্থাৎ ধারয়িতা পয়ঃপ্রভৃতি শ্রয়ণ দ্রব্যের দ্বারা সোমের ন্যায় সেই হবিঃসমূহের দ্বারা 'শ্রীণন্' মিশ্র করিয়া 'দিবং উপস্থাৎ' দ্যুলোকে উপস্থিত হন অর্থাৎ পাইয়া থাকেন ; 'স্থাতুঃ' স্থাবরকে 'চরথং' জঙ্গমকে তদুভয়াত্মক জগৎকে 'অক্তূন্' এবং

তত্তদ্ময়াত্মকং জগদক্তুন্ সর্ব্বা রাত্রীশ্চ বৃর্ণোৎ। স্বতেজসা বিশেষেণাচ্ছাদয়তি। হবির্ব্বহনং কুর্ব্বন সর্ব্বমপি জগৎস্বভাসা প্রকাশয়তি স্মেতি ভাবঃ। বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং দেবানাং দানাদিগুণযুক্তানামিন্দ্রাদীনাং মধ্যে দেবো দ্যোতমানঃ। এক এবায়মগ্নিরেষাং পূর্ব্বোক্তানাং স্থাবরাদীনাং মহিত্বা মহত্ত্বানি মাহাত্ম্যানি যদ্‌যস্মাৎ পরিভূষৎ। পরিভবতি। পরিগৃহ্ণাতি। পরিতো ব্যাপ্য বর্ত্ততে। পরিপূর্ব্বো ভবতিঃ পরিগ্রহার্থঃ। যদ্বা। এষাং বিশ্বেষাং স্থাবরাদীনাং মধ্যে বর্ত্তমানোঽয়ং দেবোঽগ্নির্দেবানাং মহত্বানি যদ্‌যদা পরিভূষৎ। পরিতো ব্যাপ্নোতি। তদানীমিতি পূর্ব্বান্বয়ঃ॥

ঊর্ণোৎ। ঊর্ণু্ঞ আচ্ছাদনে। ঊর্ণোর্ব্বিভাষা। পা০ ৭।২।৩। ইতি বৃদ্ধের্ব্বিকল্পঃ॥ ১॥

* * *

প্রথম (৭৭৮) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের দুইটী পদের অর্থে অগ্নি-সম্বন্ধে দুই প্রকার বিপরীত ভাব প্রচারিত আছে। প্রথম পদের প্রচলিত অর্থে অগ্নিকে জ্বলন্ত অগ্নি বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু দ্বিতীয় পদের প্রচলিত অর্থে সে ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। প্রথম পদের প্রচলিত অর্থসমূহে প্রকাশ,—অগ্নিতে হবিরাদি দ্রব্য প্রদত্ত হইলে তৎসমস্ত একীভূত মিশ্রিত বা বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া আকাশে সংবাহিত হয়; এবং অগ্নি রাত্রিতে প্রজ্বলিত হইলে স্থাবর জঙ্গম সকলকে দৃষ্টিগোচর করাইয়া দেন। মন্ত্রের প্রথম পদে এইরূপ ভাবই প্রকাশমান্ বটে; কিন্তু দ্বিতীয় পদ প্রহেলিকাপূর্ণ। তাহার ভাব—অগ্নি দেবগণের মধ্যে দীপ্তিমান্ এবং স্থাবর জঙ্গমকে ব্যাপিয়া আছেন। এই একই ঋকের দুইটী পদের দ্বিবিধ অর্থে অগ্নির স্বরূপ-সম্বন্ধে বিষম সংশয় থাকিয়া যায়।

সকল রাত্রিকে 'বৃর্ণোৎ' আপনার তেজের দ্বারা বিশেষপ্রকারে আচ্ছাদন করেন; ভাব এই যে—হবির্ব্বহন করিয়া সকল জগতে আপনার কিরণ প্রকাশ করেন। 'বিশ্বেষাং' সকল 'দেবানাং' দানাদিযুক্ত ইন্দ্রাদির মধ্যে 'দেবঃ' দ্যোতমান্ 'একঃ সেই একমাত্র অগ্নিই 'এষাং' পূর্ব্বোক্ত স্থাবরাদিসমূহের 'মহিত্বা' মহত্ত্বসমূহকে অর্থাৎ মাহাত্ম্যসকলকে 'যৎ' যেহেতু 'পরিভূষৎ' পরিগ্রহণ করেন; 'পরিতঃ' অর্থাৎ ব্যাপ্তভাবে বিদ্যমান্—এই অর্থে পরিপূর্ব্বক ভূ ধাতুতে পরিগ্রহণ অর্থ বুঝায়। অথবা, 'এষাং' বিশ্বের স্থাবরাদির মধ্যে বর্ত্তমান এই দেব অগ্নি দেবগণের মহত্ত্বসমূহকে 'যৎ' যখন 'পরিভূষৎ' সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত হয়েন, তখন—ইত্যাদি পূর্ব্বের সহিত অন্বয় হইবে।

ঊর্ণোৎ। আচ্ছাদনার্থক ঊর্ণু্ঞ ধাতু। ঊর্ণ হয় অর্থাৎ বিভাসিত হয়—এই অর্থে ঐ পদ ব্যুৎপন্ন। বিকল্পে বৃদ্ধি হইয়াছে। (১ম ৬৭সূ—১ঋ)॥

কিন্তু আমরা যে দৃষ্টিতে অর্থ পরিগ্রহণ করিতেছি, তাহাতে উভয়ত্র সামঞ্জস্য ও অর্থসঙ্গতি লক্ষিত হইবে। মূলে আছে,—'ভুরণ্যুঃ' পদ। তাহা হইতে অর্থ গ্রহণ করা হয়,—হবিঃসমূহের ভর্ত্তা বা ধারয়িতা। ভাব-পক্ষে কেহ বা 'হবির্ব্বাহক' অর্থও গ্রহণ করিয়াছেন। একটী ইংরাজী অনুবাদে ঐ পদে 'রক্ষন করা' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু যে দৃষ্টিতে ঐ সকল অর্থ গৃহীত হয়, তদনুসরণেই আমরা 'সত্ত্বভাবসমূহের রক্ষক বা ধারক' অর্থ গ্রহণ করি। দেবগণ গ্রহণ করেন—সে কোন্ সামগ্রী! তুমি যাহা-কিছু অর্পণ কর না কেন, তাহার কিছুই যথাযথ দেবতার নিকট পৌঁছিতে পারে না। অগ্নিমুখে দেবগণ আহার করেন—'অগ্নিমুখে দেবাঃ খাদন্তি'—এই শাস্ত্র-বাক্যের তাৎপর্য্য কি? অগ্নিতে যাহা কিছু প্রদান করিবে, সকলই ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। যদি কিছু দেবতার নিকট পৌঁছায়, যদি কিছু আকাশে সংবাহিত হইয়া দেবগণের বা পিতৃগণের পূজায় নিয়োজিত হয়, তাহা হবিঃ-প্রদত্ত দ্রব্যের বাষ্পাকারে উত্থিত অংশ মাত্র। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয়,—দ্রব্যের সারভাগ দেবগণ গ্রহণ করেন। কিন্তু সেই সার অংশের সন্ধান করিতে হইলে, 'নেতি নেতি' করিয়া তাহার পশ্চাদনুসরণ করিলে, অবশেষে আমরা কোন্ সামগ্রীকে প্রাপ্ত হই? সে—সেই সত্ত্বভাব নহে কি? অগ্নিতে আহুতি-দান—নিষ্কাম-কর্ম্মের আদিস্তর বলিয়া মনে হয়। যে জন সুপেয় ও সুখাদ্য অমূল্য বস্তু অনলে নিক্ষেপ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়, সংসার-পাশ মায়া-মমতা প্রভৃতির বন্ধন সে জন অনায়াসে ছিন্ন করিয়া ভগবানে সর্ব্বস্ব-সমর্পণে আনন্দলাভ করে। তাহাই ভগবৎপূজা—তাহাই দেবতার উপাসনা। তাহাকেই হবিঃপ্রদান বা দেবোদ্দেশে শুদ্ধসত্ত্ব উৎসর্গীকরণ বলা যাইতে পারে। আমরা 'ভুরণ্যুঃ' পদে সেই শুদ্ধসত্ত্বের রক্ষক বা ধারক জ্ঞানদেবতার প্রতি লক্ষ্য করি। যেন-না সে হবিঃ (শুদ্ধসত্ত্ব) জ্ঞানই রক্ষা করেন, জ্ঞানের দ্বারাই তাহা প্রবর্দ্ধিত হয়। এতদ্বিষয়ের আলোচনা পূর্ব্বেও প্রসঙ্গতঃ খ্যাপন করিয়াছি। এখানেও আভাসে প্রখ্যাত হইল। ঐ 'ভুরণ্যুঃ' পদের সহিত 'শ্রীণন্' পদের সম্বন্ধ বুঝিতে গেলে, কর্ম্মসমূহের সহিত সত্ত্বভাবের মিশ্রণ অর্থই সঙ্গত হয়। এখানে কদাচ সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্যের সহিত শ্রয়ণ দ্রব্য (দধি

প্রভৃতি) নিত্যগণের ভাব মনে আনিতে পারে না। সেই দুইয়ের (সত্ত্ব-ভাবের সহিত কর্ম্মের) মিশ্রণ হইলেই স্বর্গকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। "দিবং উপস্থাৎ" পদদ্বয় সেই তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে।

এখন দেখুন, "স্থাতুঃ চরথং অক্তূন্ ব্যূর্ণোৎ" বাক্যাংশের মর্ম্ম, ঐ দৃষ্টিতে কেমন সহজেই উপলব্ধ হয়! এখানে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের অর্থাৎ ইহলোকের অজ্ঞানান্ধকার-নাশের বিষয়ই প্রখ্যাত দেখি। রাত্রিকে আর স্থাবর-জঙ্গমকে, অগ্নির আলোক কতটুকু প্রকাশ করিতে পারে! যে আলোক বিশেষভাবে সকল আঁধারকে আবৃত করিয়া রাখিতে (দূর করিতে) পারে "ব্যূর্ণোৎ" পদে তাহাকেই বুঝাইয়া থাকে। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম পদে আমরা ভাব প্রাপ্ত হই,—সত্ত্বভাবের সহিত আমাদিগের কর্ম্ম যখন সংযুক্ত হয় তখন অজ্ঞানতা অপসৃত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত ভাবের অনুসরণ করিয়া মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে প্রয়াস পাইলে, দ্বিতীয় পদের (চরণের) অর্থ-সম্বন্ধেও আর কোনরূপ বাধা উপস্থিত হইবে না। দ্বিতীয় পদের আমরা যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, অন্যান্য ব্যাখ্যায়ও প্রায় সেই ভাব পরিগৃহীত। তবে নিগূঢ় তাৎপর্য্য-বিষয়ে একটু পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। অপরাপর ব্যাখ্যায় প্রকাশ—'অগ্নি অন্যান্য দেবগণের মধ্যে দীপ্তিমান্ এবং মহত্ত্বে শ্রেষ্ঠ।' কিন্তু আমাদিগের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে,—জ্ঞান স্বপ্রকাশ এবং আপন মাহাত্ম্যেই সর্ব্বতঃ পরিব্যাপ্ত। পূর্ব্বেই এ বিষয় বিশ্লেষিত হইয়াছে। আলোক সাহায্যে আলোক লাভ—সেই উপমাই এ অংশ বুঝিবার পক্ষে সহায়তা করিবে। অন্যান্য দেবতার বা দেবভাবের বা ভগবদ্বিভূতির সহিত জ্ঞানের পার্থক্য এই যে,—জ্ঞান সকলকেই জানাইয়া দেন, চিনাইয়া দেন, বুঝাইয়া দেন। অপর দেব-ভাবকে বুঝিতে হইলেও জ্ঞানের সাহায্যে তাহা বুঝা প্রয়োজন। সেই তত্ত্বই এখানে প্রকাশমান্। জ্ঞান যে স্বমাহাত্ম্যে সকলকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন, তাঁহার প্রকাশত্বই তাঁহার নিদর্শন। * (১ম—৬৮সূ—১ঋ) ॥

---

* নিম্নে দ্রষ্টব্য ইংরাজী অনুবাদটীতে শেষোক্ত ভাবেরই আভাস পাওয়া যাইবে। যথা,—
"When he the god, alone of all these gods encompassed (the others) by his greatness."

দ্বিতীয়া ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । অষ্টষষ্টিতমং সূক্তং । দ্বিতীয়া ঋক্) ।

আদিত্তে বিশ্বে ক্রতুং জুষন্ত শুষ্কাদ্যদ্দেব

জীবো জনিষ্ঠাঃ ।

ভজন্ত বিশ্বে দেবত্বন্নাম ঋতং সপন্তো

অমৃতমেবৈঃ ॥ ২ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং ।

আৎ । ইৎ । তে । বিশ্বে । ক্রতুং । জুষন্ত । শুষ্কাৎ । যৎ । দেব ।

জীবঃ । জনিষ্ঠাঃ ।

ভজন্ত । বিশ্বে । দেবঽত্বং । নাম । ঋতং । সপন্তঃ ।

অমৃতং । এবৈঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ।

'দেব' (হে ভগবন্) 'তে' (তব, তৎসম্বন্ধিনঃ) 'ক্রতুং' (কর্ম্ম) যে 'জুষন্ত' (সেবন্তে, অনুষ্ঠানং কুর্ব্বন্তি), 'বিশ্বে' (তে সর্ব্বে) 'আদিৎ' (নিশ্চয়ং) 'শুষ্কাৎ' (সত্ত্বপরিশূন্যায়াঃ অবস্থায়াঃ) নবজীবনং লভন্তে ইতি শেষঃ ; 'যৎ' (যস্মাৎ) ত্বদা 'জীবঃ' (জীবনস্বরূপস্ত্বং) 'জনিষ্ঠাঃ' (তেষু প্রাদুর্ভবসি) ; ভগবদারাধনয়া জ্ঞানানুশীলনয়া বা পাপাত্মা এব পুণ্যসঞ্চয়সমর্থঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ । তদা 'বিশ্বে' (সর্ব্বে ভগবৎসেবাপরায়ণাঃ

জনাঃ ইতি ভাবঃ) 'নাম' (নামকং, প্রসিদ্ধং) 'ঋতং' (অবিতথং, সত্যং 'দেবত্বং' (দেবতাত্বং) 'ভজন্ত' (ভজন্তে). তথা 'এবৈঃ' (স্তোত্রৈঃ, স্বকীয়ৈঃ উপাসনাভিঃ) 'অমৃতং' (অমরত্বং) 'সপন্তঃ' (প্রাপ্নুবন্তি); জ্ঞানোদয়েন সহ নরঃ দেবানাং উপাসকো ভূত্বা মোক্ষং প্রাপ্নোতি—ইতি ভাবঃ॥ (১ম—৬৮সূ—২ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনার সম্বন্ধীয় কর্ম্মকে যাঁহারা সেবা করেন (অনুষ্ঠান করেন), তাঁহারা সকলে সত্ত্বপরিশূন্য অবস্থা হইতে নবজীবন প্রাপ্ত হয়েন; যে-হেতু তখন জীবনস্বরূপ আপনি তাঁহাদিগের মধ্যে আবির্ভূত হয়েন; (ভাব এই যে,—ভগবদারাধনায় বা জ্ঞানানুশীলনের দ্বারা পাপাত্মাও পুণ্য-সঞ্চয়ে সমর্থ হয়); তখন তাঁহারা সকলে (ভগবৎসেবাপরায়ণ জনগণ সকলে) প্রসিদ্ধ অবিতথ দেবত্বকে ভজনা করেন এবং আপনাদিগের উপাসনার দ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন; (ভাব এই যে,—জ্ঞানোদয়ে মানুষ দেবগণের উপাসক হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।)॥ (১ম—৬৮সূ—২ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে দেব দ্যোতমানাগ্নে জীবো জীবন্ প্রজ্বলন্ শুষ্কান্নীরসাদরণিরূপাৎ কাষ্ঠাৎ যৎ যদা জনিষ্ঠাঃ। প্রাদুর্ভবসি। মথনেনোৎপদ্যসে। আদিৎ অনন্তরমেব বিশ্বে সর্ব্বে যজমানাস্তে তুভ্যং ক্রতুং কর্ম্ম জুষন্ত। সেবন্তে। অনুতিষ্ঠন্তি। তথানুষ্ঠায় চ বিশ্বে তে সর্ব্বে নাম নামকমৃতমবিতথং দেবত্বাং দেবতাত্বং ভজন্ত। ভজন্তে প্রাপ্নুবন্তি। কিং কুর্ব্বন্তঃ। অমৃতম-মরণং ত্বামেবৈত্বাং গন্তৃভিঃ স্তোত্রৈঃ সপন্তঃ সমবয়ন্তঃ প্রাপ্নুবন্ত ইত্যর্থঃ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'দেব' দ্যোতমান্ অগ্নে। 'জীবঃ' জীবনসম্পন্ন হইয়া অর্থাৎ প্রজ্বলিত হইয়া 'শুষ্কাৎ' নীরস অরণিরূপ কাষ্ঠ হইতে 'যৎ' যখন 'জনিষ্ঠাঃ' প্রাদুর্ভূত হয়েন অর্থাৎ মথনের দ্বারা উৎপন্ন হয়েন; 'আদিৎ' অনন্তর 'বিশ্বে' সকল যজমানগণ 'তে' আপনাকে 'ক্রতুং' কর্ম্ম 'জুষন্ত' সেবা করেন অর্থাৎ আপনার অনুসরণে স্থাপন করেন। সেইরূপ অনুষ্ঠান করিয়া 'বিশ্বে' আপনাদিগের সকল 'নাম' নামক 'ঋতং' অবিতথ 'দেবত্বং' দেবতাত্বকে 'ভজন্ত' ভজন করেন অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়েন। কি করিয়া? 'অমৃতং' অমরণত্ব 'এবৈঃ' আপনাকে গমনশীল স্তোত্রসমূহের দ্বারা 'সপন্তঃ' সমবয় করে অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়।

জুষন্তেত্যাদীনি ত্রীণ্যাখ্যাতানি ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট ইতি বর্ত্তমানার্থানি। এবৈঃ। যন্তি স্তোতব্যাভিমুখ্যেন গচ্ছন্তীত্যেবানি স্তোত্রাণি। ইণশীঙ্ভ্যাং বন্॥ (১ম—৬৮সূ—২ঋ)॥

* * *

দ্বিতীয় (৭৭৯) ঋকের বিশদার্থ।

শুষ্ক কাষ্ঠ জ্বলিয়া যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাদিতে সাধারণতঃ সেই অগ্নির প্রতি লক্ষ্য দেখিতে পাই। দুইটী শুষ্ক কাষ্ঠের ঘর্ষণে সেই অগ্নি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, 'শুষ্কাৎ জনিষ্ঠাঃ' পদদ্বয় উপলক্ষে সেই ভাব গৃহীত হইয়া থাকে। তাহারই পোষকতার পক্ষে 'জীবঃ' পদে 'প্রজ্বলন' অর্থ গৃহীত দেখি। তবে কোনও ব্যাখ্যাতেই প্রথম অংশের ভাবের সহিত শেষ-অংশের অর্থ-সঙ্গতি দেখিতে পাই না। বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশে সে অসঙ্গতি অধিকতর-রূপে পরিলক্ষিত হয়। মন্ত্রের একটী ইংরাজী ও একটী বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে আমাদিগের পূর্ব্বরূপ সিদ্ধান্তের প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

1. "when thou, O god, hadst been born living from the dry (wood), then all (gods and men ?) were pleased with thy wisdom.

They all obtained the name of divinity, of immortality, serving the Rita in due way."

(২) "হে দেব অগ্নি তুমি শুষ্ক কাষ্ঠ হইতে অনস্থ হইয়া প্রাদুর্ভূত হইলে সকল যজমানগণ তোমার কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে। তুমি অমর, স্তোত্র দ্বারা তোমাকে সেবা করতঃ তাহারা সকলে দেবত্ব লাভ করে।"

মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থে বঙ্গানুবাদটীতে বরং একরূপ ভাব-সঙ্গতি আছে। কিন্তু ইংরাজী অনুবাদটীতে তাহার অভাব দেখি। শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে, দেবগণ এবং মনুষ্যগণ তাঁহার জ্ঞানে প্রীত

জুষন্ত। জুষন্ত ইত্যাদি তিনটী পদের বিষয় পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। 'ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ' ইত্যাদি সূত্রে বর্ত্তমান কাল বুঝাইতেছে। এবৈঃ। যায় অর্থাৎ স্তোতব্যের অভিমুখে গমন করে—এই অর্থে 'এবানি' পদে স্তোত্রসমূহকে বুঝায়। 'ইণ্শীঙ্ভ্যাং বন্' ইত্যাদি নিয়মে বন্ প্রত্যয়। (১ম—৫৮সূ ২ঋ)॥

* * *

হয়েন—এতদর্থের কোনই মর্ম্ম উপলব্ধ হয় না। তার পর, 'অমৃতং' প্রভৃতি বিশেষণ-বিষয়ে এবং সেই অগ্নির সেবায় দেবত্ব-লাভ-সম্বন্ধে প্রহেলিকা রহিয়া যায়। যাহা হউক, আমরা যে অর্থ যে ভাব গ্রহণ করি, তাহার যৌক্তিকতার বিষয় একটু বিবেচনা করিয়া দেখুন।

আমরা বলি, এই মন্ত্র জ্ঞানদেবতার মাহাত্ম্য-প্রকাশক। তদনুসারে 'তে ক্রতুং' পদদ্বয়ে তাহার সম্বন্ধীয় কর্ম্মকে বুঝাইতেছে। 'জুষন্ত' ক্রিয়াপদে—যাঁহারা অনুষ্ঠান করেন তাঁহাদিগকে বুঝায়। তদনুসারে "দেব তে ক্রতুং জুষন্ত" পদচতুষ্টয়ে ভাব আসে,—হে দেব! আপনার সম্বন্ধীয় কর্ম্ম যাহারা অনুষ্ঠান করে অর্থাৎ যাহারা জ্ঞানানুশীলনে অথবা ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হয়।' পরবর্ত্তী অংশসমূহে তাহাদিগেরই ক্রমোন্নতির বিষয় প্রখ্যাত হইয়াছে। তাহারা সকলে যদি শুষ্ক অর্থাৎ সত্ত্বপরিশূন্য অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ তাহারা যদি পাপাত্মাও হয়, তাহা হইলেও জ্ঞানানুশীলনের ফলে তাহারা নবজীবন লাভ করিবে। "বিশ্বে আদিৎ শুষ্কাৎ" প্রভৃতি বাক্যাংশে সেই ভাব প্রাপ্ত হই। কিরূপে সে নবজীবন লাভ হয়, "যৎ জীবঃ জনিষ্ঠাঃ" প্রভৃতি বাক্যাংশে তাহা পরিস্ফুট দেখি। কেন না, জীবনস্বরূপ (জীবঃ) আপনি তাহাদিগের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হয়েন (জনিষ্ঠাঃ)। যাহারা জ্ঞানানুশীলন-তৎপর, অথবা যাহারা ভগবদারাধনায় নিযুক্ত-প্রাণ, জ্ঞান তাহাদিগের মধ্যে প্রকটিত হইয়া থাকে। ইহা অবিসম্বাদিত। জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হইলে, কি লাভ করা যায়—"বিশ্বে নাম ঋতং দেবত্বং ভজন্ত" এবং "এবৈঃ অমৃতং সপন্তঃ" প্রভৃতি বাক্যাংশে তাহাই অবগত হই। জ্ঞান প্রকটিত হইলেই দেবত্বের ভজনা আসে অর্থাৎ দেবত্বের সমীপে উপস্থিত হইবার সঙ্কল্প জন্মে; আর, তাহারই ফলে, উপাসনা প্রভৃতির প্রভাবে, মানুষ অমরত্ব প্রাপ্ত হয়।

এইরূপে বুঝিতে পারি, এই মন্ত্রের অন্তর্গত পদসমূহে 'যথা-পর্য্যায় মানুষের গতিমুক্তির একটী পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। সে পক্ষে মন্ত্রের উপদেশ,—'মানুষ! তোমরা জ্ঞানার্জ্জনে প্রবৃত্ত হও। তাহা হইলে, পাপী তোমাদিগের মধ্যেও নূতন জীবন আসিবে,—তোমরাও দেবত্ব লাভ করিয়া মোক্ষপথের পথিক হইতে পারিবে।' (১ম-৬৮সূ—২ঋ)॥

—— • ——

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টষষ্টিতমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

ঋতস্য প্রেষা ঋতস্য ধীতির্বিশ্বায়ুর্বিশ্বে

অপাংসি চক্রুঃ।

যস্তুভ্যং দাশাদ্যো বা তে শিক্ষাত্তস্মৈ

চিকিত্বান্‌রয়িং দয়স্ব ॥ ৩॥

* * *

পদ বিশ্লেষণং।

ঋতস্য। প্রেষাঃ। ঋতস্য। ধীতিঃ। বিশ্বঽআয়ুঃ। বিশ্বে।

অপাংসি। চক্রুঃ।

যঃ। তুভ্যং। দাশাৎ। যঃ। বা। তে। শিক্ষাৎ। তস্মৈ।

চিকিত্বান। রয়িং। দয়স্ব ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ঋতস্য' (সত্যস্য সংকর্ম্মণঃ বা) 'প্রেষাঃ' (প্রেরকঃ পরিবর্দ্ধকঃ বা) 'ঋতস্য' (সত্যস্য সংকর্ম্মণঃ বা) 'ধীতিঃ' (ধারকঃ রক্ষকঃ বা) 'বিশ্বায়ুঃ' (বিশ্বপ্রাণস্বরূপঃ স জ্ঞানদেবঃ) 'বিশ্বে' (সর্ব্বে, সকলানি) 'অপাংসি' (শুদ্ধসত্ত্বানি) 'চক্রুঃ' (ক্রিয়তে, প্রদদাতি ইতি ভাবঃ)।

অথবা,—'ঋতস্য' (সত্যস্য সংকর্ম্মণঃ বা) 'প্রেষাঃ' (প্রেরণাঃ) জ্ঞানাৎ সঞ্জায়ন্তে ইতি ভাবঃ ; তথা 'ঋতস্য' (সত্যস্য সংকর্ম্মণঃ বা) 'ধীতিঃ' (যাগঃ, অনুষ্ঠানং ইতি ভাবঃ) জ্ঞানাৎ সঞ্জায়তে ইতি ভাবঃ ; 'বিশ্বায়ুঃ' (লোকানাং প্রাণস্বরূপঃ স জ্ঞানদেবঃ) 'বিশ্বে' (সর্ব্বালোকে) 'অপাংসি' (শুদ্ধসত্ত্বানি) 'চক্রুঃ' (করোতি, দদাতি) ; যদ্বা—স জ্ঞানদেবঃ 'বিশ্বায়ুঃ' (প্রাণস্বরূপাঃ) ভবতি ইতি শেষঃ ; 'বিশ্বে' (সর্ব্বে উপাসকাঃ ইতি ভাবঃ তস্যানুগ্রহেনৈব 'অপাংসি' (শুদ্ধসত্ত্বানি) 'চক্রুঃ' (কুর্ব্বন্তি, প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ)।

হে ভগবন্! 'যঃ' (যো জনঃ, উপাসকঃ) 'তুভ্যং' (তদর্থং) 'দাশাৎ' (হবীংষি শুদ্ধসত্ত্বানি বা সমর্পয়তি) 'বা' (অথবা) 'যঃ' (যো জনঃ, উপাসকঃ) 'তে' (তব) 'শিক্ষাৎ' (কর্ম্ম কর্তুং ইচ্ছতি, জ্ঞানান্বেষী ভবতি ইতি ভাবঃ) উভয়বিধায় 'তস্মৈ' (উপাসকায়) 'চিকিত্বান্' (তৎকৃতং অনুষ্ঠানং জানন্) ত্বং 'রয়িং' (পরমং ধনং) 'দয়স্ব' (দেহি দদসি বা)। প্রার্থনায়া ভাবঃ হে ভগবন্! তব উপাসকাঃ বয়ং ত্বদীয়ং কর্ম্ম কর্তুং ইচ্ছামঃ, অস্মান তব সমীপং আকর্ষয়। (১ম—৬৮সূ—৩ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সত্যের বা সৎকর্ম্মের প্রেরক বা পরিবর্দ্ধক, সত্যের বা সৎকর্ম্মের ধারক বা রক্ষক, বিশ্বপ্রাণস্বরূপ সেই জ্ঞানদেবতা, সর্ব্বত্র (অথবা সকল) শুদ্ধসত্ত্বকে প্রদান করেন।

অথবা,—সত্যের বা সৎকর্ম্মের প্রেরণাসমূহ জ্ঞান হইতে সঞ্জাত হয়; সত্যের বা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান জ্ঞান হইতে সঞ্জাত হয়; লোকসমূহের প্রাণস্বরূপ সেই জ্ঞানদেবতা সর্ব্বলোকে শুদ্ধসত্ত্বসমূহকে প্রদান করেন; অথবা সেই জ্ঞানদেবতা প্রাণস্বরূপ; সকল উপাসকগণ তাঁহার অনুগ্রহেই শুদ্ধসত্ত্বসমূহকে প্রাপ্ত হয়েন।

হে ভগবন্! যে জন (উপাসক) আপনার জন্য হবিঃসমূহকে অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বসমূহকে সমর্পণ করেন অথবা যে জন (উপাসক) আপনার কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করেন অর্থাৎ জ্ঞানান্বেষী হয়েন, সেই উভয়বিধ উপাসককে জানিয়া আপনি পরম ধন দান করুন বা দান করেন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনার উপাসক আমরা আপনার কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি; আমাদিগকে আপনার নিকট আকর্ষণ করিয়া লউন)॥ (১ম—৬৮সূ—৩ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ঋতস্য গতস্য দেবযজনং প্রাপ্তস্যাগ্নেঃ প্রেষাঃ প্রকর্ষেণেষ্যমাণাঃ স্তুতয়ঃ ক্রিয়ন্তে। ধীতিঃ। ধীয়তে সোমঃ পীয়তেঽস্মিন্নিতি ধীতির্যাগঃ। সোঽপি ঋতস্য দেবযজনদেশং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ঋতস্য' গত দেবযজনপ্রাপ্ত অগ্নির 'প্রেষাঃ' প্রকর্ষের দ্বারা ইষ্যমাণ স্তুতিসমূহ করা হইয়াছিল; 'ধীতিঃ' ধীয়তে অর্থাৎ সোমপান করে উহা—এই অর্থে ধীতিঃ পদে যাগ বুঝায়; সেও 'ঋতস্য' দেবযজনদেশপ্রাপ্ত অগ্নিকেই স্তুতি করে। অতএব, সেই অগ্নি

প্রাপ্তস্যাগ্নেরেব ক্রিয়তে। অতঃ সোঽগ্নির্বিশ্বায়ুঃ। বিশ্বং সর্ব্বমায়ুরন্নং যস্য স তথাবিধো ভবতি। অপি চাস্মৈ বিশ্বে সর্ব্বে যজমানা অপাংসি দর্শপূর্ণমাসাদীনি কর্ম্মাণি চক্রুঃ। কুর্ব্বন্তি। হে অগ্নে তুভ্যং যো দাশাৎ। চরুপুরোডাশাদীনি হবীংষি দদাতি। যো বাপি যোঽন্যো যজমানস্তে শিক্ষাৎ। ত্বদীয়ং কর্ম্ম কর্ত্তুং শক্তো ভূয়াসমিতীচ্ছতি। উভয়বিধায় তস্মৈ যজমানায় চিকিত্বান্ তৎকৃতমনুষ্ঠানং জানংস্ত্বং রয়িং দয়স্ব। ধনং দেহি॥

দাশাৎ। দাশৃ দানে। লেটাডাগমঃ। শিক্ষাৎ। শকল্ শক্তৌ। ইচ্ছার্থে সন্। সনিমীমঘুরভলভশকেত্যাকারস্যেসাদেশঃ। অত্র লোপোঽভ্যাসস্যেত্যভ্যাসলোপঃ। স্কোঃ সংযোগাদ্যোরিতি সকারলোপঃ। পূর্ব্ববল্লেটাডাগমঃ। চিকিত্বান্। কিত জ্ঞানে। লিটঃ ক্বসুঃ। দয়স্ব। দয় দানগতিরক্ষণহিংসাদানেষু॥ (১ম—৭৮সূ ৩ঋ)॥

তৃতীয় (৭৮০) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক্‌টীর অর্থ পরিগ্রহণ-সম্বন্ধে নানা প্রকারের সংশয় উপস্থিত হয়। তদনুসারে এই মন্ত্রের অর্থ-উপলক্ষে ভাষ্যকার বিভিন্ন ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমরা দুইরূপ অন্বয়ে দুই প্রকার অর্থ পরিগ্রহণ করিলাম। প্রথমতঃ কয়েকটী পদের বচন-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়া অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি।

মন্ত্রে আছে—'ঋতস্য প্রেষাঃ' পদদ্বয়। উহার মধ্যে 'প্রেষাঃ' পদ

'বিশ্বায়ুঃ' বিশ্ব অর্থাৎ সর্ব্ব আয়ু অর্থাৎ অন্ন যাঁহার তিনি—তথাবিধ হয়েন। অপিচ, সেই 'বিশ্বে' সকল যজমানসমূহ 'অপাংসি' দর্শপূর্ণমাসাদি কর্ম্মসমূহ 'চক্রুঃ' করেন। হে অগ্নে 'তুভ্যং যঃ দাশাৎ' চরুপুরডাসাদি হবিঃসমূহ যে জন আপনাকে প্রদান করে, 'বা' অথবা 'যঃ' যে অন্য যজমান 'তে শিক্ষাৎ' ত্বদীয় কর্ম্ম করিতে শক্ত হইবার ইচ্ছা করেন, সেই উভয়বিধ 'তস্মৈ' যজমানকে 'চিকিত্বান্' তৎকৃত অনুষ্ঠানকে জানিয়া আপনি 'রয়িং দয়স্ব' ধনকে প্রদান করুন।

দাশাৎ। দানার্থক দাশৃ ধাতু। লেটে অট আগম। শিক্ষাৎ। শক্তি অর্থ জ্ঞাপক শকল্ ধাতু। ইচ্ছার্থে সন প্রত্যয়। 'সনিমীমঘুরভলভশক' ইত্যাদিতে অকার স্থলে ইস্ আদেশ। এখানে 'লোপোঽভ্যাসস্য' ইত্যাদি সূত্রে অভ্যাসের লোপ। 'স্কোঃসংযোগাদ্যোঃ' ইত্যাদি সূত্রে সকারের লোপ। পূর্ব্ববৎ লেটে অট আগম। চিকিত্বান্। জ্ঞানার্থক কিত ধাতু। লিটে ক্বসুঃ। দয়স্ব। দয় ধাতু দান গতি রক্ষা হিংসা প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। (১ম—৬৮সূ—৩ঋ)॥

বহুবচনের দৃট হয়। আমরা ঐ পদটীকে একবচন-রূপে ('প্রেষঃ' রূপে) গ্রহণ করি। তাহা স্বীকার করিলে, ঋতস্য ধীতিঃ' এবং 'বিশ্বায়ুঃ' পদদ্বয় উহার সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু সে পক্ষে 'চক্রুঃ' ক্রিয়া-পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় এবং 'বিশ্বে' পদের বচন-ব্যত্যয় স্বীকার আবশ্যক হয়। প্রথমতঃ আমরা সেই দৃষ্টিতেই মন্ত্রের অর্থ-সঙ্গতি দেখিতেছি। তিনিই 'ঋতস্য প্রেষাঃ' অর্থাৎ সত্যের বা সৎকর্ম্মের প্রেরক বা পরিবর্দ্ধক এবং তিনি 'ঋতস্য ধীতিঃ' অর্থাৎ সত্যের বা সৎকর্ম্মের ধারক বা রক্ষক—এই অর্থই স্বভাবসঙ্গত ও সহজসিদ্ধ। জ্ঞানদেবতার পক্ষে এইরূপ বিশেষণের যে সর্ব্বথা সঙ্গতি আছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তিনি যে বিশ্ব-প্রাণস্বরূপ (বিশ্বায়ুঃ), তাহা পূর্ব্বেই প্রখ্যাত হইয়াছে।

তেমন যে তিনি, তিনি কি করেন ? 'বিশ্বে অপাংসি চক্রুঃ' পদত্রয়ে তাঁহার সেই ক্রিয়ার ভাব আমরা প্রাপ্ত হই। 'অপাংসি' পদে যে 'শুদ্ধ-সত্ত্বকে' বুঝায়, তাহা আমরা বহুস্থলে বিবৃত করিয়াছি। 'বিশ্বে' পদটীকে 'বিশ্বানি' রূপে গ্রহণ করি ; অথবা ঐ পদকে সপ্তমীর পদ বলিয়া স্বীকার করা যায়। 'চক্রুঃ' পদে বর্ত্তমান কালের একবচনের অর্থ গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম চরণের ভাব গ্রহণ করিতে পারি,—'সেই যে জ্ঞান, যিনি সত্যের প্রেরক, যিনি সত্যের রক্ষক, যিনি বিশ্বের প্রাণস্বরূপ, তিনি সর্ব্বত্র বা সকল শুদ্ধসত্ত্বকে প্রদান করেন। অর্থাৎ, জ্ঞানেরই অনুসরণে আমরা শুদ্ধসত্ত্বকে পাইয়া থাকি।'

দ্বিতীয় প্রকার অর্থের ভাব মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতে 'অথবা' অভিধায়ে প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতে কোনও পদেরই বচন ব্যত্যয় বা বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিতে হয় না। কেবল 'প্রেষাঃ' পদের ও 'ধীতিঃ' পদের উপযোগী দুইটী ক্রিয়া-পদ অধ্যাহার করা প্রয়োজন হয় মাত্র। কিন্তু ঐ দুই পদের উপযোগী দুই ক্রিয়া-পদ যথাক্রমে 'সঞ্জায়ন্তে' ও 'সঞ্জায়তে' হওয়াই সঙ্গত। সৎকর্ম্মে যে প্রেরণাসমূহ আসে, জ্ঞান হইতেই তাহা সমুদ্ভূত ; আবার সৎকর্ম্মের জন্য যে অনুষ্ঠান—তাহারও মূল জ্ঞান। "ঋতস্য প্রেষাঃ" এবং "ঋতস্য ধীতিঃ" বাক্যাংশদ্বয় জ্ঞানদেবতার সেই মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছে। অবশিষ্ট এখন—

"বিশ্বায়ুঃ বিশ্বে অপাংসি চক্রুঃ" পদচতুষ্টয়। এই অংশের ব্যাখ্যা দ্বিবিধ প্রকারে নিষ্পন্ন করা যায়। প্রথমতঃ, 'বিশ্বে' পদে সপ্তমী বিভক্তি আছে মনে করা যায়। সে পক্ষে 'চক্রুঃ' ক্রিয়া পদে বিভক্তি ব্যত্যয় স্বীকার-পূর্ব্বক যদি উহার প্রতিবাক্যে 'করোতি' বা 'দদাতি' পদ গ্রহণ করি, তাহা হইলে সুন্দর অর্থ পাওয়া যায়। সে অর্থের ভাব হয়,—বিশ্বের প্রাণস্বরূপ সেই জ্ঞানদেবতা সর্ব্বলোক শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহকে স্থাপন করেন বা প্রদান করেন; অর্থাৎ, জ্ঞানের প্রভাবে সর্ব্বলোকে সর্ব্বত্র শুদ্ধসত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় প্রকার অন্বয়ে 'বিশ্বে' পদকে বহুবচনের পদ স্বীকারে সকল উপাসকগণ (সর্ব্বে উপাসকাঃ) উহার অর্থ গ্রহণ করিলে, তাঁহার অর্থাৎ সেই জ্ঞানদেবতার অনুগ্রহের দ্বারাই (তস্যানুগ্রহেনৈব) পদ অধ্যাহার করিলেই সুষ্ঠু, সঙ্গত অর্থ লাভ করা যায়। তাহাতে ভাব প্রাপ্ত হই,—'সেই জ্ঞানদেবতার অনুগ্রহেই ভগবান্ উপাসকগণ শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হয়েন।' এইরূপে সকল প্রকার অর্থেই মন্ত্রের প্রথম চরণে একই ভাব প্রাপ্ত হই। ঐ চরণের ভাব এই যে,—'জ্ঞানই সত্যের বা সৎকর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও রক্ষক, তিনিই সকল লোকের শ্রেয়ঃসাধক সত্ত্ব-বিধায়ক।'

দ্বিতীয় চরণটী সেই জ্ঞানদেবতার নিকট প্রার্থনামূলক। এই অংশের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে অগ্নি-সম্বোধনে মন্ত্রটী প্রযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তদনুসারে অগ্নিকে যেন সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'হে অগ্নি! যে তোমাকে হব্য দান করে বা যে তোমার (কর্ম্ম করিতে) শিক্ষা করে তুমি তৎকৃত অনুষ্ঠান অবগত হইয়া তাহাকে ধন প্রদান কর।' কিন্তু এই অংশের আমাদিগের ভাব এই যে,—'যে উপাসক জ্ঞান-দেবতাকে জানেন অর্থাৎ জ্ঞানদেবতার মাহাত্ম্য মর্ম্মে মর্ম্মে অনুধাবন করিয়া তদনুসারী হইতে পারিয়াছেন, তাঁহাকে তিনি ধন প্রদান করেন; অর্থাৎ, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের ক্ষমতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের সাহায্যে হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধিত হয়।' প্রার্থনার পক্ষে এখনকার মর্ম্ম এই যে,—'হে ভগবন্! আমরা তোমার কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিতেছি; তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর।' (১ম—৬৮সূ—৩ঋ)॥

—•—

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টষষ্টিতমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

হোতা নিষত্তো মনোরপত্যে স চিন্ন্বাসাং

পতী রয়ীণাং।

ইচ্ছন্ত রেতো মিথস্তনূষু সং জানত

স্বৈর্দক্ষৈরমূরাঃ ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

হোতা। নিঽসত্তঃ। মনোঃ। অপত্যে। সঃ। চিৎ। নু। আসাং।

পতিঃ। রয়ীণাং।

ইচ্ছন্ত। রেতঃ। মিথঃ। তনূষু। সং। জনাত।

স্বৈঃ। দক্ষৈঃ। অমূরাঃ ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে জ্ঞানদেব! 'মনোঃ অপত্যে' (সর্ব্বে মনুষ্যে, নরলোকে ইতি ভাবঃ) ত্বং 'হোতা' (দেবানাং আহ্বাতা, দেবভাবানাং প্রবর্ত্তকঃ সন্) 'নিষত্তঃ' (নিষণ্ণঃ, অবস্থিতঃ ভবসি), 'স চিৎ নু' (স এব ত্বং, দেবভাবানাং প্রদাতাঃ প্রসিদ্ধস্ত্বং) 'আসাং' (লোকানাং) 'রয়ীণাং' (ধনানাং—পরমার্থরূপাণাং) 'পতিঃ' (পালকঃ রক্ষকঃ বা) অসি ইতি শেষঃ। যে 'অমূরাঃ' (অমূঢ়া, সুবুদ্ধিসম্পন্নাঃ জনাঃ) 'তনূষু' (আত্মীয়েষু দেহেষু, আত্মজীবনেষু ইতি যাবৎ) 'মথঃ' (মিলনং, তব মিলনরূপং) 'রেতঃ' (বীর্য্যং, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং)

'ইচ্ছন্ত' (অভিলষন্তি) তে 'স্বৈঃ' (স্বকীয়ৈঃ) 'দক্ষৈঃ' (কর্ম্মপ্রভাবৈঃ) 'সংজানত' (সম্যক অবগচ্ছন্তি—ত্বাং ভগবন্তং বা ইতি যাবৎ)। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানং হি মনুষ্যেষু দেবভাবানাং উন্মেষকং; যে জ্ঞানাভিলাষিণঃ সন্তঃ সৎকর্ম্মসাধনায় প্রবুদ্ধাঃ ভবন্তি তে ভগবন্তং প্রাপ্নুবন্তি॥ (১ম—৬৮সূ—৪ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! সকল মনুষ্যে অর্থাৎ নরলোকে আপনি দেবভাব-সমূহের প্রবর্ত্তক হইয়া অবস্থিত আছেন; দেবভাবসমূহের প্রদাতা প্রসিদ্ধ সেই আপনি লোকসমূহের পরমার্থ-রূপ ধনের পালক ও রক্ষক হয়েন; যে সকল সুবুদ্ধিসম্পন্ন জন আপনদিগের দেহে (আত্মজীবনে) আপনার মিলন-রূপ বীর্য্য অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আপনাদিগের কর্ম্মপ্রভাবে আপনাকে (অথবা ভগবানকে) সম্যগ্‌রূপে অবগত হয়েন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানই মনুষ্যগণের দেব-ভাবের উন্মেষক; যাঁহারা জ্ঞানের অভিলাষী হইয়া সৎকর্ম্মসাধনে প্রবুদ্ধ হয়েন, তাঁহারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হন।)॥ (১ম—৬৮সূ—৪ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে ত্বং মনোরপত্যে যজমানস্বরূপায়াং প্রজায়াং হোতা দেবানামাহ্বাতা সন্ নিষত্তো নিষণ্ণঃ। মানব্যো হি প্রজা ইতি হি ব্রাহ্মণং। স চিন্নু স এব ত্বমাসাং প্রজানাং রয়ীণাং গবাদীনাং ধনানামপি পতিঃ স্বামী। অতস্তাঃ প্রজাস্তনূষ্বাত্মীয়েষু শরীরেষু মিথঃ সংসৃষ্টমেকী-ভূতং পুত্ররূপেণ পরিণতং রেতো বীর্য্যমিচ্ছন্ত। ঐচ্ছন্ তদনুগ্রহেণ পুত্রমলভন্তেতি যাবৎ। লব্ধপুত্রাশ্চ তাঃ প্রজা অমূরা অমূঢ়াঃ সত্যঃ স্বৈঃ স্বকীয়ৈঃ দক্ষৈঃ সমর্থৈঃ পুত্রৈঃ সহ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নে। আপনি 'মনোঃ' মনুর 'অপত্যে' যজমান-স্বরূপ প্রজাগণের জন্য 'হোতা' দেবগণের আহ্বানকারী হইয়া 'নিষত্তঃ' নিষণ্ণ। মনুর অপত্যগণই প্রজাঃ—ইহাই ব্রাহ্মণে উক্ত আছে। 'স চিৎ নু' সেই আপনি 'আসাং' প্রজাসমূহের 'রয়ীণাং' গবাদিধনসমূহেরও 'পতিঃ' স্বামী। অতএব, সেই প্রজার 'তনুষু' আত্মীয় শরীরসমূহে 'মিথঃ সংসৃষ্ট একীভূত পুত্ররূপে পরিণত 'রেতঃ' বীর্য্যকে 'ইচ্ছন্ত' ইচ্ছা করিয়াছিলেন—আপনার অনুগ্রহে পুত্র লাভ হইয়াছিল—ইহাই ভাবার্থ। এবং লব্ধপুত্র প্রজাসমূহ 'অমূরাঃ' অমূঢ় হইয়া 'স্বৈঃ' স্বকীয় 'দক্ষৈঃ' সমর্থ পুত্রসমূহের সহিত 'সংজানত' সম্যগ্‌রূপে অবগত হয়েন অর্থাৎ চিরকাল জীবিত

সংজানত। সম্যগবগচ্ছন্তি। চিরকালং জীবন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা দক্ষশব্দঃ প্রাণবাচী। প্রাণো বৈ দক্ষোঽপানঃ ক্রতুরিতি শ্রুতেঃ। স্বৈঃ দক্ষৈঃ স্বকীয়ৈঃ প্রাণৈরমূরাঃ সঙ্গতাস্তৈরেব সর্বং জানন্তি॥

ইচ্ছন্ত। ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। জানত। ছান্দসো লঙ্। ঝস্যাদেশে শ্লাভ্যস্তয়োরাত ইত্যাকারলোপঃ। অমূরাঃ মূরা অমূ রিত্যেব যাস্ক এবং ব্যাচখ্যৌ। মূঢ়া বয়ং স্মোঽমূঢ়স্ত্বমসি। নি০ ৬৮। ইতি। অত্রাপ্যমূরশব্দেনামূঢ়ত্বমুচ্যতে। বর্ণব্যাপত্ত্যাঢকারস্থ রেফঃ। যদ্বা মূর্চ্ছামোহসমুচ্ছ্রায়য়োঃ। অস্মাৎ সম্পদাদিলক্ষণো ভাবে ক্বিপ। রাল্লোপ ইতি ছলোপঃ মতুবর্থীয়ঃ। ন মূরা অমূরা। অথবা অম গত্যাদিষু। অম্যাদৌণাদিক ঊরন্প্রত্যয়ঃ॥ (১ম—৭৭সূ—৪ঋ)॥

* * *

চতুর্থ (৭৮১) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত "মনোঃ অপত্যে", "রেতঃ মিথঃ তনুষু" এবং 'সংজানত স্বৈঃ দক্ষৈঃ" প্রভৃতি বাক্যাংশে মন্ত্রের অর্থ অন্যমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আছে। 'মনোঃ অপত্যে' বলিতে মনু নামক কোনও ঋষি-বিশেষের পুত্রের প্রতি লক্ষ্য আসে। তদনুসারে অগ্নি নামক কোনও ঋষি মনুর পুত্রের যজ্ঞে হোতার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন—এইরূপ অর্থ সাধারণতঃ পরিকল্পিত হয়। তার পর 'মিথঃ' ও 'রেতঃ' প্রভৃতি পদ উপলক্ষে পুত্র উৎপাদনের জন্য বীর্য্য-লাভের ইচ্ছা প্রভৃতি অর্থ আসিয়া

থাকেন। অথবা, দক্ষশব্দ প্রাণ-বাচক। এইরূপ শ্রুতি আছে—'প্রাণোবৈ দক্ষোঽপানঃ ক্রতুঃ' ইত্যাদি। 'স্বৈঃ দক্ষৈঃ' স্বকীয় প্রাণসমূহের দ্বারা 'অমূরা' আপনাতে সঙ্গত হইয়া সকলকে জানিতে পারেন।

ইচ্ছন্ত। ব্যত্যয়ের দ্বারা আত্মনেপদ। জানত। ছান্দসে লঙ। ঝসের আদেশে 'শ্লাভ্যস্তয়োরাতঃ' ইত্যাদি সূত্রে আকারের লোপ। অমূরাঃ। 'মূরা অমূঃ' ইত্যাদি সম্বন্ধে যাস্ক এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন,—'মূঢ়া বয়ং স্মোঽমূঢ়স্ত্বমসি' (নি০ ৬৮) ইতি। অতএব এখানে অমূঢ় শব্দের দ্বারা অমূঢ়ত্ব কথিত হইতেছে। বর্ণ-ব্যত্যয়ের দ্বারা ঢ-কারের স্থানে র-কার হইয়াছে। মূর্চ্ছামোহসমুচ্ছ্রায় প্রভৃতিতে সম্পদাদি-লক্ষণ-হেতু ভাবে ক্বিপ। 'রাল্লোপঃ' ইত্যাদি সূত্রে ছকারের লোপ। র মত্বর্থীয়। নমূরা স্থলে অমূরা। অথবা অমগত্যাদিতে ঔণাদিকে ঊরন্ প্রত্যয়। (১ম—৬৮সূ—৪ঋ)॥

* * *

থাকে। এই প্রকারে মন্ত্রের যে অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, ভাষ্যে তাহা আভাস আছে। অধিকন্তু একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

"হে অগ্নি! তুমি মনুর অপত্যগণের মধ্যে দেবগণের আহ্বানকারী-রূপে অবস্থিতি কর; তুমি তাহাদের ধনের স্বামী, তাহারা স্বীয় শরীরে পুত্রোৎপাদনার্থ শক্তি ইচ্ছা করিয়াছিল, এবং মোহ ত্যাগ করিয়া পুত্রগণের সহিত চিরকাল জীবিত থাকে।"

মন্ত্রটীর বিশেষতঃ শেষ পাদের পদবিন্যাস বড়ই জটিলতাপূর্ণ। মন্ত্রের যে ইংরাজী অনুবাদ দৃষ্ট হয় তাহাতে আর এক ভাবে অর্থটী গ্রহণ করা হইয়াছে দেখি। মন্ত্রের সেই ইংরাজী অনুবাদটী; যথা,—

"He who sits down as the Hotri among the offspring of Manu he verily is the master of all these riches.

They longed together for the seed in their bodies and the wise ones were concordant among each other in their minds".

বলা বাহুল্য, পূর্ব্বোক্ত বঙ্গানুবাদে এবং ইংরাজী অনুবাদে বেশ একটু পার্থক্য লক্ষিত হয়। আমাদিগের ব্যাখ্যা আবার এই উভয় প্রকার ব্যাখ্যা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথ পরিগ্রহণ করিয়াছে। মনু শব্দে পূর্ব্বাপর আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, এখানেও সে ভাবের সঙ্গতি দেখি। * 'মনোঃ অপত্যে' বলিতে এখানে 'মনুষ্যলোকের' অর্থ আসিতেছে। ইহজগতে মনুষ্যগণের হৃদয়ে যে দেবভাবের বিকাশ পায়, জ্ঞানই তাহার প্রধান কারণ নহে কি? হৃদয়ে দেবভাব প্রকাশ করিয়া জ্ঞান ইহজগতে বিদ্যমান্ রহিয়াছে—এই তত্ত্বই মন্ত্রের প্রথম অংশে পরিব্যক্ত। দ্বিতীয় অংশে, জ্ঞান-সাহায্যে পরমার্থ ধন যে মানুষের অধিগত হয়, তাহাই প্রখ্যাত দেখি। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম পাদের ভাব অধ্যাহৃত হয়,—জ্ঞানই লোকের দেবভাবের প্রবর্ত্তক; জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ পরমার্থ লাভ করে। কোথায় অর্থ চলিয়া আসিতেছিল—মনুর

---

* 'মনোঃ অপত্যে' পদদ্বয়ে 'মনুর পুত্রে' অর্থেই এই ভাব গ্রহণ করা যায়। স্মরণ করিতে হইবে;—কত নামে কাল-চক্রে কত মনু প্রবর্ত্তিত আছেন। সে দৃষ্টিতেও ঐ পক্ষে মনু মনুষ্যমাত্রকেই বুঝাইবে। বিশ্লেষণ বাহুল্য মাত্র।

পুত্রের সঙ্গে অগ্নি হোতার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন; আর কোথায় অর্থ দাঁড়াইল—জ্ঞানই পরমার্থ-প্রাপক।

এখন মন্ত্রের শেষাংশ (দ্বিতীয় চরণ) কি ভাব প্রকাশ করিতেছে, বুঝিয়া দেখুন। এখানে একটী 'অমূরাঃ' পদ আছে। ঐ পদের ভাব—মূঢ়গণ অর্থাৎ সুবুদ্ধিসম্পন্ন গণ। যাঁহারা অমূঢ় অর্থাৎ মোহাচ্ছন্ন নহেন, এখানে তাঁহাদিগেরই কথা কথিত হইতেছে। তাঁহারা যে আপনাদিগের দেহে (আত্মজীবনে) সৎকর্ম্ম সাধনের সামর্থ্য-রূপ বীর্য্য অভিলাষ করেন, তাহা বলাই বাহুল্য। যাহারা মোহগ্রস্ত, তাহারাই পুত্রোৎপাদন-রূপ কার্য্যের অভিলাষী হয়। কিন্তু যাঁহারা মোহপাশ ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা যে বীর্য্যের আকাঙ্ক্ষা করেন—তাহা অন্য প্রকারের এখানে সেই ভাবই প্রকাশমান্। 'দৈঃ দক্ষৈঃ সংজানত'—এই বাক্যাংশ তাহা দ্যোতনা করিতেছে। উহার শব্দগত অর্থ,—আপনার দক্ষতার (কর্ম্মপ্রভাবের) দ্বারা তাঁহারা সম্যগ্রূপে অবগত হয়েন। কিন্তু অবগত হয়েন—সে কোন্ বস্তু? এখানে দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করিতে পারি। প্রথমতঃ, ঐ পদে সেই সম্বোধ্য জ্ঞানদেবতাকে বুঝাইতে পারে; দ্বিতীয়তঃ, ঐ পদে তদুপলক্ষিত ভগবানকেও বুঝাইতে পারে। এই দুই অর্থই এখানে পরিগ্রহণ করিতে পারি। আমরা তাই ব্যাখ্যা-উপলক্ষে, 'সংজানত' পদের প্রতিবাক্যে 'অবগচ্ছন্তি—ত্বাং ভগবন্তং বা' পদানি গ্রহণ করিয়াছি। এ পক্ষে জ্ঞানদেবতার সম্বোধনেও বলা যায়,—'হে দেব! সুবুদ্ধিসম্পন্ন যাঁহারা আপনাদিগের দেহে আপনার অর্থাৎ জ্ঞানের মিলন রূপ বীর্য্য অভিলাষ করেন, তাহারা আপনাকে (জ্ঞানদেবতাকে) অথবা ভগবানকে সর্ব্বথা প্রাপ্ত হয়েন।' ভাব এই যে, জ্ঞানানুসারী জন সৎকর্ম্মসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া ভগবানকে প্রাপ্ত হয়, অথবা পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হয়। আমরা মনে করি, মন্ত্রাংশের ইহাই নিগূঢ় তাৎপর্য্য।

এক্ষণে সমগ্র মন্ত্রার্থের আলোচনায়, মন্ত্রটীর কি অর্থ প্রচলিত ছিল, আর কি অর্থ পরিগৃহীত হইল,—এই দুই বিভিন্ন বিপরীত ভাবের সঙ্গতির বিষয় সুধীগণই বিচার করিয়া দেখুন। (১ম—৬৮সূ—৪ঋ)॥

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টষষ্টিতমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্)।

পিতুর্ন পুত্রাঃ ক্রতুং জুষন্ত শ্রোষন্যে

অস্য শাসং তুরাসঃ।

বি রায় ঔর্ণোদ্দুরঃ পুরুক্ষুঃ পিপেশ

নাকং স্তৃভির্দমূনাঃ ॥ ৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

পিতুঃ। ন। পুত্রাঃ। ক্রতুং। জুষন্ত। শ্রোষন্। যে।

অস্য। শাসং। তুরাসঃ।

বি। রায়ঃ। ঔর্ণোৎ। দুরঃ। পুরুক্ষুঃ। পিপেশ।

নাকং। স্তৃভিঃ। দমূনাঃ ॥ ৫ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যে' (জনাঃ উপাসকাঃ) 'পিতুঃ ন পুত্রাঃ' (পিতৃকার্য্যসম্পাদনার্থ পুত্রবৎ, পুত্রাঃ যথা পিত্রাদেশপালনতৎপরাঃ ভবন্তি তদ্বৎ) 'তুরাসঃ' (ত্বরমাণাঃ সন্তঃ) 'অস্য' (জ্ঞানদেবস্য) 'শাসং' (শাসনং, আদেশং) 'শ্রোষন্' (শৃণ্বন্তি, জ্ঞানানুসারিণঃ ভবন্তীতি ভাবঃ), তথা 'ক্রতুং' (সৎকর্ম্ম—জ্ঞানসহযুতং ইতি যাবৎ) 'জুষন্ত' (সেবন্তে); 'পুরুক্ষুঃ' (বহুধনোপেতঃ স জ্ঞানদেবঃ) তেভ্যঃ 'দুরঃ' (দ্বারাণি, সৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তকানি দ্বারস্বরূপাণি ইতি ভাবঃ) 'রায়ঃ' (ধনানি—পরমার্থরূপাণি) 'বি-ঔর্ণোৎ' (বিশেষেণ বিস্তারয়তি, প্রদদাতি); অপিচ, 'দমূনাঃ' (সৎকর্ম্মণাকৃষ্টঃ স জ্ঞানাদনঃ) 'স্তৃভিঃ' (জ্যোতির্ভিঃ, জ্যোতির্ব্বিচ্ছুরণৈঃ, স্বকীয়ৈঃ প্রভাবৈঃ ইতি যাবৎ) 'নাকং' (স্বর্গং) 'পিপেশ' (অবয়বীকরোতি স্থাপয়তি—ইহজগতি ইতি ভাবঃ)। জ্ঞানিনাং অতিশয়েন ইহজগত্যেব স্বর্গরূপং পরিগৃহ্নাতি—ইতি ভাবঃ। (১ম—৬৮সূ—৫ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

যে উপাসকগণ, পিতৃকার্য্যসম্পাদনার্থ পুত্রের ন্যায় (অর্থাৎ পুত্র যেরূপ পিতৃ আদেশ পালনে তৎপর হয় সেইরূপ) ত্বরমাণ হইয়া, সেই জ্ঞানদেবের শাসনকে শ্রবণ করেন অর্থাৎ জ্ঞানানুসারী হয়েন ; বহুধনোপেত সেই জ্ঞানদেব, সৎকর্ম্ম প্রবর্ত্তক দ্বার-স্বরূপ ধন মূহকে (জ্ঞানরূপ ধনসমূহ) তাঁহাদিগকে প্রদান করেন ; আর, সৎকর্ম্মের দ্বারা আকৃষ্ট সেই জ্ঞানদেবতা, আপনার জ্যোতিঃ বিচ্ছুরণের দ্বারা অর্থাৎ স্বকীয় প্রভাবে, স্বর্গকে ইহজগতে স্থাপন করেন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণের আতিশয্যে এই জগতই স্বর্গরূপ পরিগ্রহণ করে।)॥ (১ম—৬৮সূ—৫ঋ)॥

সায়ণ ভাষ্যং।

অস্যাগ্নেঃ শাসং শাসনং তুরাস্ত্বরমাণাঃ সন্তো যে যজমানাঃ শ্রোষন্ শৃণ্বন্তি তে সর্ব্বে তেনানুশিষ্টং ক্রতুং কর্ম্ম জুষন্ত। সেবন্তে। তত্র দৃষ্টান্তঃ। পিতুর্ন পুত্রাঃ। যথা পুত্রাঃ পুৎ নরকং তস্মাৎ ত্রায়কাঃ পুন্নাম্নো নরকাদ্রক্ষকাস্তনয়াঃ পিতুরাজ্ঞাং কুর্ব্বন্তি তদ্বৎ। পুত্রঃ পুরু ত্রায়তে নিপরণাদ্বা পুৎ নরকং ততস্ত্রায়ত ইতি বা। নি০ ২।১১। ইতি যাস্কঃ। পুরুক্ষুঃ। ক্ষু ইত্যন্ননাম। বহ্বন্নঃ সোঽগ্নিরেষাং যজমানানাং দুরো দ্বারাণি যজ্ঞস্য দ্বারভূতানি রায়ো ধনানি ব্যোর্ণোৎ। বিবৃণোতি প্রকাশয়তি দদাতীতি যাবৎ। অপিচ দমূনাঃ দমে যজ্ঞগৃহে মনো যস্য সোঽগ্নিঃ। নাস্মিন্নকং দুঃখমস্তীতি নাকো দ্যুলোকঃ তং। স্তৃভিরিতি নক্ষত্রনাম। স্তৃভির্নক্ষত্রৈঃ পিপেশ অবয়বীচকার। নক্ষত্রযুক্তং করোদিত্যর্থঃ॥

শ্রোষন্। শ্রু শ্রবণে। লেটোঽড়াটৌ। সিব্বহুলং লেটীতি সিপ্। বহুলং ছন্দসীতি

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অস্য' সেই অগ্নির 'শাসং' শাসনকে 'তুরাসঃ' ত্বরমাণ হইয়া 'যে' যজমানগণ 'শ্রোষন্' শ্রবণ করে, তাহারা সকলে তাঁহার দ্বারা অনুশিষ্ট 'ক্রতুং' কর্ম্মকে 'জুষন্ত' সেবা করে। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত,—'পিতুর্ন পুত্রাঃ' পুত্রগণ যেমন পুৎ অর্থাৎ নরকদায়ক পুন্নাম নরক হইতে রক্ষাকারী অর্থাৎ তনয়গণ পিতার আজ্ঞা যেরূপ ভাবে পালন করে তদ্বৎ। পুত্রশব্দ-বিষয়ে যাস্কের নিরুক্তে (নি০ ২।১১) এইরূপ উক্ত আছে—পুরু ত্রায়তে' ইত্যাদি। 'পুরুক্ষুঃ' ক্ষু শব্দ অন্ননাম বাচক। অন্নবাহক সেই অগ্নি এই যজমানগণের 'দুরঃ' দ্বারস্বরূপ যজ্ঞদ্বারভূত 'রায়ঃ' ধনসমূহকে 'ব্যোর্ণোৎ' বিবৃত করেন, প্রকাশ করেন, প্রদান করেন—ইহাই ভাব। অপিচ, 'দমূনাঃ' দমে অর্থাৎ যজ্ঞগৃহে যাহার মন, সেই অগ্নি। ইহাতে নক অর্থাৎ দুঃখ নাই—এই অর্থে নাক পদে দ্যুলোক বুঝায়। তাহাকে (নাকং) 'স্তৃভিঃ'। এই পদ নক্ষত্র নামবাচক। অর্থাৎ নক্ষত্রসমূহের দ্বারা 'পিপেশ' অবয়বীকৃত করা হইয়াছিল ; অর্থাৎ নক্ষত্রযুক্ত করা হইয়াছিল।

শ্রোষন। শ্রবণার্থক শ্রু-ধাতু। লেটে অট আগম। 'সিব্বহুলং লেটি' ইত্যাদি

বিকরণস্থ লুক্। ইত্যশ্চ লোপ ইতীকারলোপঃ। সংযোগান্তস্থ লোপঃ। পিপেশ।
পিশ অবয়বে। (১ম—৬৮সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্থ পঞ্চমে দ্বাদশো বর্গঃ॥

• • •

পঞ্চম (৭৮২) ঋকের বিশদার্থ।

— • —

এই মন্ত্রে কয়েকটী অধুনা-অপ্রচলিত পদ আছে। সেইজন্য ভাষ্যাদির অনুসরণে মন্ত্রার্থে সর্ব্বথা সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (ভাষ্যের মতে)—শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড হইতে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, মন্ত্রের সম্বোধনে সেই অগ্নির প্রতি নির্দ্দেশ আছে। কিন্তু 'স্তৃভিঃ' পদে 'নক্ষত্র সমূহের দ্বারা' অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক এখানে বলা হইতেছে,—সেই অগ্নি নক্ষত্রগণের দ্বারা আকাশকে অবয়বীকৃত করিয়াছেন। এই দুই ভাবের সঙ্গতি করা যায় না। এইরূপ জ্বলন্ত অগ্নি-পক্ষে অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে, তাঁহার শাসন মান্য করাই বা কিরূপ ব্যাপার, তাহাও উপলব্ধ হয় না। এই মন্ত্রের একটী ইংরাজী এবং একটী বাঙ্গালা অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহার কোনটীতেই এখানে আর অগ্নিকে দৃশ্যমান্ জ্বলন্ত অনল বলিয়া মনে হইবে না। সেই দুই প্রকারের অনুবাদ; যথা,—

(১) "পুত্রে যেরূপ পিতার আজ্ঞা পালন করে, যজমানগণ সত্বর হইয়া সেইরূপ অগ্নির শাসন শ্রবণ করে ও তাঁহার আদিষ্ট কর্ম্ম করে। প্রভূত অন্নযুক্ত অগ্নি যজমানদিগকে যজ্ঞের দ্বারভূত ধন প্রদান করে। অগ্নি যজ্ঞরত গৃহে আসক্ত এবং আকাশকে নক্ষত্রযুক্ত করিয়াছেন।"

"They took pleasure in his will, as sons (take pleasure) in their fathers (will), the quiok ones who pave listened to his command.

He who is rich in food has opened the gates of wealh. The householder (Agni) has adorned the sky with stars."

সূত্রে সিপ্। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বিকরণের লোপ। 'ইতশ্চলোপঃ' ইত্যাদি সূত্রে ইকারের লোপ। সংযোগান্তের লোপ। পিপেশ। পিশ ধাতু অবয়বার্থক॥ ৫॥

প্রথম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বাদশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১৫।১২॥

এই সূক্তের পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋকের অর্থের সহিত এই ঋকের অর্থের কি অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয়, তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে। সুতরাং তদ্বিষয়ে আলোচনা করা বাহুল্য মাত্র। এতৎপ্রসঙ্গে কেবল আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থেরই সামান্য পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বাপর আমরা জ্ঞানদেবতার (জ্ঞানের) সম্বোধনে মন্ত্রগুলি প্রযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছি। এখানেও সেই সিদ্ধান্তেরই সার্থকতা দেখি। ঐ দেবতার শাসন বা আদেশ (শাসং) শ্রবণ করার অর্থ কি? অর্থ—জ্ঞানানুসারী হওয়া নহে কি? 'পিতুঃ ন পুত্রাঃ' উপমায় বেশ একটী সুন্দর ভাব প্রাপ্ত হই। শৈশবে বাল্যকালে—মানুষ যখন স্বাধীনতা লাভ না করে, উচ্ছৃঙ্খল হইতে না পারে, তখন সর্ব্বতোভাবে তাহারা পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকে। পিতামাতা পুত্রের মঙ্গল-সাধনে নিয়োজিত থাকেন। তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তিতায় পুত্রের কখনই অমঙ্গল সাধিত হয় না। তখন পুত্র যেমন পিতার একান্তানুবর্ত্তী আজ্ঞাবহ থাকে, তখন সুমঙ্গলও তাহার সেরূপ অধিগত হয়। এখানে উপমায় সেই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। বলা হইয়াছে,—মানুষ যখন জ্ঞানের একান্তানুবর্ত্তী হয়, জ্ঞানের শাসন মান্য করে সঙ্গে সঙ্গে সৎকর্ম্মে অনুষ্ঠানপরায়ণ হয়; তখন মানুষ কি অবস্থায় উপনীত হইতে পারে, কি সুখ সমৃদ্ধি লাভ করে।

জ্ঞানের দ্বারা সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তনা আসে;—পরমার্থ রূপ ধনের গৃহ-দ্বার উন্মুক্ত হয়। আর, তাহার ফলে অর্থাৎ মানুষের সৎকর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া, সেই জ্ঞানদেবতা ইহজগতে আপন প্রভাব বিস্তার করেন। ফল হয় এই যে, তখন এই সংসারই স্বর্গে পরিণত হইয়া আসে। এ পক্ষে 'দমুনাঃ' পদে সৎকর্ম্মে আকৃষ্ট-মন জ্ঞানদেবতাকে বুঝায়। 'স্তুভিঃ' পদে তাঁহার জ্যোতিঃবিচ্ছুরণের প্রতি লক্ষ্য আসে। 'নাকং পিপেশ' পদদ্বয়ে এই সংসারকে (স্বর্গরূপে অবয়বীকৃত করার) স্বর্গে পরিণত করার ভাব প্রাপ্ত হই। জ্ঞানের সাহায্যে, জ্ঞানীর সমবায়ে, ইহসংসারই যে স্বর্গে পরিণত হয়, তাহা বুঝাইবার আবশ্যক করে না। 'স্তুভিঃ নাকং পিপেশ' বাক্যাংশে সেই ভাবই এখানে প্রকাশ পাইতেছে। (১ম—৬৮সূ—৫ঋ)॥

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশোঽনুবাকঃ। উনসপ্ততিতমং সূক্তং।
প্রথমোঽষ্টকঃ। পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ। ত্রয়োদশো বর্গঃ।

উনসপ্ততিতমং সূক্তং।

একই দেবতা। একই ঋষি। একই ছন্দঃ। একইরূপ সমস্যাসঙ্কুল অর্থসমূহ প্রচারিত। মন্ত্রার্থের লক্ষ্যস্থল নির্ণয় করার পক্ষে অন্তরায়ের অন্ত নাই।

প্রথম মন্ত্রের প্রথম পদের একটী অংশ—"পপ্রা সমীচো দিবো ন জ্যোতিঃ।" উহার প্রচলিত অর্থ—'তুমি প্রজ্বলিত হইয়া সমস্ত জগৎ প্রকাশ কর।' এখানে জ্বলন্ত অগ্নি সম্বন্ধেই লক্ষ্য দেখা গেল। কিন্তু ঐ মন্ত্রেরই দ্বিতীয় পদে আছে—"ভুবো দেবানাং পিতা পুত্রঃ সন্।" এখানে আর সঙ্গতি রক্ষিত হইল না। এই অংশের প্রচলিত অর্থ এই যে,—'তুমি পুত্র হইয়া দেবগণের পিতা হও।' সাধারণ অগ্নি-সম্বন্ধে এ অর্থের কোনই সার্থকতা দেখা যায় না।

এইরূপ দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রেও বিসদৃশ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। কখনও বলা হইয়াছে—'তিনি গাভীর দুগ্ধ-দানের ন্যায় সুস্বাদু অন্নদান করেন।' কখনও বলা হইয়াছে—'তিনি যজ্ঞক্ষেত্রে আসিয়া সকলকে আনন্দ-দান করিয়া থাকেন।' দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যুগপৎ এই দুই ভাব প্রচলিত। দেববৃন্দের দেবত্ব অগ্নিতে বিদ্যমান, আবার সেই অগ্নি রাক্ষসগণকে দূর করিবার জন্য মরুদ্গণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের পশ্চাদনুসরণ করেন;—তৃতীয় ও চতুর্থ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় এইরূপ ভাব প্রকাশিত দেখি। পঞ্চম মন্ত্রে তাঁহাকে সৃষ্টির আদিকারণ বলা হইয়াছে; অথচ উপসংহারে তাঁহার দীপ্তি বা রশ্মি আকাশে উত্থিত হইতেছে—এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

বলা বাহুল্য, সকল অর্থে সকল ভাবেই রূপকের সম্বন্ধ লক্ষিত হয়; এবং বস্তুপক্ষে অগ্নির অতীত সামগ্রীর প্রতিই দৃষ্টি পড়ে। আমরা সেই দৃষ্টিতেই মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশন-পক্ষে প্রয়াস পাইয়াছি। যৌক্তিকতার বিষয় ব্যাখ্যামুখেই প্রতিভাত দেখিবেন।

ঊনসপ্ততিতমং সূক্তানুক্রমণিকা।

শুক্র ইতি দ্বৈপদং দশর্চমধ্যয়নতঃ পঞ্চর্চং পঞ্চমং সূক্তং পরাশরস্যার্ষমাগ্নেয়ং। শুক্র ইত্যনুক্রান্তং। বিনিয়োগো লৈঙ্গিকঃ॥ অত্র প্রথমামৃচমাহ।

* * *

প্রথমমণ্ডলস্য দ্বাদশানুবাকে ঊনসপ্ততিতমং সূক্তং। ঋষ্যাদ্যাঃ পূর্ব্ববৎ।

* * *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ঊনসপ্ততিতমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

শুক্রঃ শুশুক্বাঁ উষো ন জারঃ পপ্রা

সমীচী দিবো ন জ্যোতিঃ।

পরি প্রজাতঃ ক্রত্বা বভূথ ভুবো দেবানাং

পিতা পুত্রঃ সন্॥ ১॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

শুক্রঃ। শুশুক্বান্। উষঃ। ন। জারঃ। পপ্রা।

সমীচী ইতি সং২ঈচী। দিবঃ। ন। জ্যোতিঃ।

পরি। প্র২জাতঃ। ক্রত্বা। বভূথ। ভুবঃ। দেবানাং।

পিতা। পুত্রঃ। সন্॥ ১॥

ঊনসপ্ততিতমসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'শুক্র' ইত্যাদি দ্বৈপদ দশঋকবিশিষ্ট অধ্যয়নতঃ পঞ্চঋকসমন্বিত পঞ্চম সূক্ত (দ্বাদশ অনুবাকের)। ইহার ঋষি—পরাশর এবং দেবতা—অগ্নি। 'শুক্র' ইত্যাদি অনুক্রান্ত আছে। বিনিয়োগ লৈঙ্গিক। তাহার প্রথমা ঋক কথিত হইতেছে।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শুক্রঃ' (শুভ্রঃ, জ্যোতিঃস্বরূপঃ সর্ব্বপ্রকাশকঃ স জ্ঞানদেবঃ) 'উষঃ ন জারঃ' (উষসঃ জরয়িতা সূর্য্য ইব, উষসঃ প্রকাশকঃ সূর্য্যবৎ) 'শুশুকান্' (সর্ব্বস্য প্রকাশয়িতা) ভবতি ইতি শেষঃ; তথা 'সমীচী' (সঙ্গতে দ্যাবাপৃথিব্যৌ সমভাবেন স্বর্গমর্ত্ত্যৌ উভয়লোকৌ) 'দিবঃ ন জ্যোতিঃ' (দ্যোতমানস্য সূর্য্যস্য জ্যোতিরিব, যদ্বা—দ্যুলোকঃ ইব দ্যুতিসম্পন্নঃ) 'পপ্রা' (সতেজসা পূরয়িতা প্রকাশয়িতা বা) ভবতি ইতি শেষঃ; জ্ঞানপ্রভাবেন দ্যুলোকো ভূলোকশ্চ সমপর্য্যায়ভুক্তঃ ভবতি ইতি ভাবঃ। হে জ্ঞানদেব! 'ক্রত্বা' (সৎকর্ম্মণা—অস্মাকং ইতি যাবৎ) 'প্রজাতঃ' (প্রাদুর্ভূতঃ সন্—অস্মাকং হৃদি ইতি যাবৎ) 'পরি বভূথ' (অস্মান্ পরিতো ব্যাপয়); অস্মাকং কর্ম্মণা সহ অস্মদভ্যন্তরে আবির্ভূতঃ সন্ অস্মান্ সর্ব্বথা পরিচালয় ইতি ভাবঃ; ত্বং 'দেবানাং' (দেবভাবানাং দীপ্তিদানাদিগুণানাং) 'পুত্রঃ' 'সন্' (উৎপদ্যমানঃ সন, (দেবভাবেভ্য উৎপন্নঃ সন্ ইতি ভাবঃ) পুনরপি 'পিতা' (পালকঃ, জনকঃ, দেবভাবানাং উৎপাদকঃ রক্ষকঃ বা) 'ভুবঃ' (ভবসি)। অয়ং ভাবঃ—সত্ত্বাৎ জ্ঞানং সঞ্জায়তে; পুনঃ জ্ঞানাৎ সত্ত্বং প্রাদুর্ভবতি। (১ম—৬৯সূ—১ঋ) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

জ্যোতিঃস্বরূপ সর্ব্বপ্রকাশক সেই জ্ঞানদেবতা ঊষার প্রকাশক সূর্য্যের ন্যায় সকলের প্রকাশক হয়েন; আর, সমভাবে স্বর্গ-মর্ত্ত্য উভয় লোককে, দ্যোতমান্ সূর্য্যের জ্যোতির ন্যায়, আপনার তেজের দ্বারা প্রকাশিত করেন; (ভাব এই যে,—জ্ঞানের প্রভাবে দ্যুলোক ও ভূলোক সমপর্য্যায়ভুক্ত হয়)। হে জ্ঞানদেব! আমাদিগের সৎকর্ম্মের দ্বারা আমাদিগের হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া সর্ব্বতোভাবে আমাদিগকে ব্যাপিয়া রহুন; (ভাব এই যে,—আমাদিগের কর্ম্মের দ্বারা আমাদিগের অভ্যন্তরে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে সর্ব্বথা পরিচালন করুন);, আপনি দেবভাবসমূহের অর্থাৎ দীপ্তিদানাদিগুণসমূহের, পুত্র হইয়া অর্থাৎ দেবভাব-সমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়া, পুনরায় দেবভাবসমূহের উৎপাদক বা রক্ষক হয়েন; (ভাব এই যে,—সত্ত্ব হইতে জ্ঞান সঞ্জাত হয়, আবার জ্ঞান হইতেই সত্ত্ব প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে।) ॥ (১ম—৬৯সূ—১ঋ) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

শুক্রঃ শুভ্রবর্ণোঽয়মগ্নিরুষসো ন জারঃ উষসো জরয়িতা সূর্য্য ইব শুশুকান্ শোচয়িতা সর্ব্বস্য প্রকাশয়িতা ভবতি। তথা সমীচী সঙ্গতে দ্যাবাপৃথিব্যৌ দিবো ন জ্যোতির্দ্যোতমানস্য সূর্য্যস্য জ্যোতিরিব পপ্রা। স্বতেজসা পূরয়িতা। হে অগ্নে! অতস্ত্বং প্রজাতঃ প্রাদুর্ভূতঃ সন্ ক্রত্বা কর্ম্মণা যদ্বা জ্ঞানহেতুনা প্রকাশেনোক্তপ্রকারেণ সর্ব্বং জগৎ পরিবভূথ। পরিতো ব্যাপ্নোষি। দিব্যন্তীতি দেবা ঋত্বিজঃ। তেষাং পুত্রঃ সন্ পুন্নাম্নো নরকাত্ত্রায়কঃ সন্ পিতা ভুবঃ। পালয়িতা ভবসি। যদ্বা দেবানামিন্দ্রাদীনামেব পুত্রঃ সন্ পুত্র ইব দূতো ভূত্বা পিতা হবির্ভিঃ পালয়িতা ভবসি॥

শুশুকান্। শুচ দীপ্তৌ। লিটঃ কসুঃ। ব্যত্যয়েন কুত্বং। পপ্রা। পৃ পালনপূরণয়োরিত্যস্মাদাদৃগমহনজন ইতি কিপ্রত্যয়ঃ। সুপাং সুলুগিতি সোর্ডাদেশঃ। সমীচী। সম্পূর্ব্বাদঞ্চতেশ্চ ঋত্বিগিত্যাদিনা কিপ্। সমঃ সমি। পা০ ৬।৩।৯৩। ইতি সম্যাদেশঃ। অঞ্চতেশ্চেতি ব্যক্তব্যমিতি ঙীপ্। অচ ইত্যকারলোপে চাবিতি দীর্ঘত্বং। উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ ঙীপ্ উদাত্তত্বং। বা ছন্দসীতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্বং। যদি তু সম্ ঈচীঃ ইতি পদবিভাগঃ ক্রিয়তে। উদ্রুদি-ঈৎ। পা০ ৭।২।৬৪। ইতি বিধীয়মানমীত্বং সম উত্তরস্যাপি দ্রষ্টব্যং বভূথ। বভূথাততন্থ। পা০ ৭।২।৬৪। ইতি নিপাতনাদিডভাবঃ॥ ১॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'শুক্র' শুভ্রবর্ণ এই অগ্নি 'উষঃ ন জারঃ' উষার জরয়িতা সূর্য্যের ন্যায় 'শুশুকান্' শোচয়িত অর্থাৎ সকলের প্রকাশয়িত হয়েন। আর, 'সমীচী' সঙ্গত দ্যাবাপৃথিবীকে 'দিবঃ ন জ্যোতিঃ' দ্যোতমান সূর্য্যের জ্যোতির ন্যায় 'পপ্রা' আপনার তেজের দ্বারা পূরয়িত হয়েন। হে অগ্নে! অতএব স্বয়ং 'প্রজাতঃ' প্রাদুর্ভূত হইয়া 'ক্রত্বা' কর্ম্মের দ্বারা অথবা জ্ঞানহেতু প্রকাশের দ্বারা উক্ত প্রকারে সর্ব্বজগৎ 'পরিবভূথ' পরিতো ব্যাপ্ত হয়েন। তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক দীপ্ত হয়, এই অর্থে—'দেবা' পদে ঋত্বিগ্‌গণকে বুঝায়। তাঁহাদিগের 'পুত্রঃ সন্' পুত্র হইয়া পুন্নামক নরক হইতে পরিত্রায়ক হইয়া 'পিতা-ভুবঃ' পালয়িতা হয়েন; অথবা 'দেবানাং' ইন্দ্রাদিরই 'পুত্রঃ সন্' পুত্রের ন্যায় দূত হইয়া 'পিতা' হবিঃসমূহের দ্বারা পালয়িতা হয়েন।

শুশুকান্। শুচ ধাতু দীপ্তি-অর্থ-মূলক। লিটে কসুঃ প্রত্যয়। ব্যত্যয়ের দ্বারা কুত্ব। পপ্রা। পালন ও পূরণার্থক পৃ ধাতু। তাহাতে 'আদৃগমহনজনঃ' ইত্যাদি সূত্রে কি-প্রত্যয়। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে সির স্থানে ডা আদেশ হইয়াছে। সমীচী সং পূর্ব্বহেতু অঞ্চ ধাতু। 'ঋত্বিক' ইত্যাদি হেতু ক্বিপ। 'সমঃ সমি' (পা০ ৬।৩।৯৩) ইত্যাদিতে সম্যাদেশ। 'অঞ্চতেশ্চেতি বক্তব্যং' ইত্যাদি সূত্রে ঙীপ্। 'অচঃ' ইত্যাদি সূত্রে অকারলোপে 'চৌ' ইত্যাদি নিয়মে দীর্ঘ হইয়াছে। উদাত্ত-নিবৃত্তি স্বরের দ্বারা ঙীপের উদাত্তত্ব 'বা ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্ব-সবর্ণের দীর্ঘত্ব। যদিও 'সম্ ঈচীঃ' ইত্যাদি পদবিভাগ করা হয়, তথাপি 'উদ ঈৎ' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৬।৪।১৩৯) বিধীয়মান ঈত্ব। সম উত্তরেরও দ্রষ্টব্য। বভূথ। 'বভূথাততন্থ' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৭।২।৬৪) নিপাতনহেতু ইটের অভাব। (১ম—৬৯সূ—১ঋ)।

প্রথম (৭৮৩) ঋকের বিশদার্থ।

——:০:——

এই ঋক যে ভগবানের জ্ঞান-রূপ বিভূতির মহিমা প্রকাশ করিতেছে, তাহা স্বতঃই বোধগম্য হয়। জ্বলন্ত অগ্নি-সম্বন্ধেও এ ঋকের অর্থ-সঙ্গতি সুসিদ্ধ হয় না; আবার অগ্নি-নামধেয় ঋষি-বিশেষও এ ঋকের প্রতিপাদ্য হইতে পারে না। * উপমায় "উষঃ ন জারঃ" বাক্যাংশের প্রয়োগ দেখি। তদ্দ্বারা 'উষার প্রণয়ীর ন্যায়' অর্থ হইতে 'সূর্য্যের ন্যায়' অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। এবংবিধ বাক্য জ্বলন্ত অনল-পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে বটে; কিন্তু পরক্ষণেই যে আবার "দিবঃ ন জ্যোতিঃ", "ক্রত্বা প্রজাতঃ", "দেবানাং পুত্রঃ সন্ পিতা ভুবঃ" প্রভৃতি বাক্যাংশ দেখিতে পাই, তাহাতে আর জ্বলন্ত অগ্নি-পক্ষে ভাবসঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। 'ক্রত্বা প্রজাতঃ' বাক্যাংশে 'যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন অনল' অর্থ গ্রহণ করিয়া এক রকমে ভাব রাখিতে পারা যায় বটে; কিন্তু তাহাও বড় কষ্টকল্পনাসাধ্য। কেন-না, যজ্ঞের অনলই যে কেবল জ্যোতিঃ বিচ্ছুরণ করে, তাহা নহে—

---

* ঋকের যে অর্থ আছে, তাহার দুইটী আদর্শ (একটী ইংরেজী ও একটী বাঙ্গালা) নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। তদ্দ্বারা মন্ত্রার্থের সঙ্গতি ও অসঙ্গতি বোধগম্য হইবে। দুই প্রকারের প্রচলিত দুইটী ব্যাখ্যা; যথা;—

(১) "Bright, flaming, like the lover of the Dawn, he has, like the light of the sky, filled the two (worlds of Heaven and Earth) which are turned towards each other."

"As soon as thou wert born thou hast excelled by thy power of mind; being the son of the gods thou hast become their father."

(২) "শুভ্রবর্ণ অগ্নি উষার প্রণয়ী (সূর্য্যের) ন্যায় সকল পদার্থের প্রকাশক; এবং দ্যুতিমান্ (সূর্য্যের) জ্যোতির ন্যায় স্বতেজে (দ্যাবাপৃথিবী) একত্রে পরিপূরিত করেন। হে অগ্নি! তুমি প্রাদুর্ভূত হইয়া কর্ম্মের দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত কর; তুমি দেবগণের পুত্র হইয়াও তাহাদের পিতা।"

যে অর্থ ই প্রচারিত দেখি, তাহাতেই রূপক ভিন্ন অন্য কিছুই মনে হয় না।

সকল অনলেই দীপ্তি প্রকাশ পায়। সুতরাং ঐ ভাব সর্ব্বথা পরিরক্ষণীয় নহে। অপিচ, তৎপক্ষে "দিবঃ ন জ্যোতিঃ" এবং "দেবানাং পুত্রঃ সন্ পিতা ভুবঃ" বাক্যাংশের কোনও সার্থকতা প্রতিপন্ন হয় না। পরন্তু এই অগ্নি আবার দ্যুলোকের ন্যায় জ্যোতিঃ বিস্তার করিবেনই বা কি? আর, দেবগণের পুত্র হইয়া পিতা হইবেনই বা কি প্রকারে?

পক্ষান্তরে কিন্তু দেখুন, আমরা যে পথে যে ভাবে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে কোনই অসামঞ্জস্যের সম্ভাবনা নাই। যে অংশ সর্ব্বাপেক্ষা সমস্যামূলক, সেই অংশের বিশ্লেষণ করিলেই ভাব পরিস্ফুট হইবে। জ্ঞান যে দেবগণের পুত্র, দেবভাবসমূহ (সত্ত্বভাবসমূহ) হইতেই যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহা অবিসংবাদিত। পুনশ্চ, সকল-দেবভাব-সমষ্টিই যে ভগবৎখ্যাপক, তাহাও আমরা পুনঃপুনঃ প্রমাণ করিয়া আসিয়াছি। অতএব, এখানে বুঝিতে পারি, 'দেবানাং পুত্রঃ' বাক্যাংশে দেবভাবসমুহের শুদ্ধসত্ত্বনিবহের অর্থাৎ ভগবানের অংশে সমুদ্ভূত জ্ঞানই এখানকার লক্ষ্য। এই দৃষ্টিতেই পুত্র হইয়াও পিতৃত্বের ভাবসঙ্গতি রক্ষিত হয়। যে দেবভাব (সত্ত্বভাব) হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি, জ্ঞানের দ্বারা আবার সেই দেবভাব উৎপন্ন ও পরিপুষ্ট হয়। ফল আর বৃক্ষ—এই দুইয়ের মধ্যে যেমন ফল আগে কি বৃক্ষ আগে নির্ণীত হয় না; সেইরূপ দেবত্ব (শুদ্ধসত্ত্ব) আর জ্ঞান—এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টী যে আদিভূত, তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না। পুত্রত্বের ও পিতৃত্বের পর্য্যায় নির্দ্দেশ অসম্ভব বলিয়াই "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" ইত্যাদি উক্তি শাস্ত্র-বাক্যে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। দীপ হইতে দীপ প্রজ্বালিত হয়—এতদ্বাক্যের যেরূপ সার্থকতা, এখানেও জ্ঞান-সম্পর্কে সেই সার্থকতাই উপলব্ধ হয়।

শেষাংশের অনুসরণে এখন মন্ত্রের প্রথমাংশের ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা বিচার করিয়া দেখুন। 'দিবঃ' পদে স্বর্গ (দ্যুলোক) অর্থ আসে; আবার 'দিবঃ' পদে ভাষ্যানুমোদিত সূর্য্য অর্থও গ্রহণ করা যায়। আমরা ঐ দুই প্রকার অর্থে একই ভাব গ্রহণ করিয়াছি। জ্ঞান ভিন্ন সে অন্য আর কি হইতে পারে,—যাহা স্বর্গ মর্ত্ত্যকে সমভাবে প্রকাশ করে! জ্ঞানীর দৃষ্টিতে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য অভিন্ন; দুইকেই তিনি সমদৃষ্টিতে দর্শন করিয়া থাকেন। দেবতাকে এখানে সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশক বলা হইয়াছে।

সত্যই তাই। জ্ঞানের দ্বারাই সকল পদার্থ আমাদিগের প্রত্যক্ষীভূত হয়। জ্ঞানের দ্বারাই স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ পায়। যাহা হউক, এইরূপে বুঝা যায়,—এখানে জ্ঞানের মাহাত্ম্য-তত্ত্বই পরিব্যক্ত হইয়াছে, সাধারণ অগ্নির বা ঋষি-বিশেষের সম্বন্ধ এখানে প্রখ্যাত নহে। (১ম—৬৯সূ—১ঋ)॥

দ্বিতীয় ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ঊনসপ্ততিতমং-সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

বেধা অদৃপ্তো অগ্নির্বিজানন্নূধর্ন গোনাং

স্বাদ্মা পিতূনাং।

জনে ন শেব আহূর্য্যঃ সন্মধ্যে নিষত্তো

রণ্বো দুরোণে ॥ ২ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

বেধাঃ। অদৃপ্তঃ। অগ্নিঃ। বিহজানন্। ঊধঃ। ন। গোনাং।

স্বাদ্মঃ। পিতূনাং।

জনে। ন। শেবঃ। আহহূর্য্যঃ। সন্। মধ্যে। নিহসত্তঃ।

রণ্বঃ। দুরোণে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বেধাঃ' (বিধাতা, লোকানাং অদৃষ্টবিধায়কঃ) 'অদৃপ্তঃ' (গর্ব্বহীনঃ, নির্ব্বিকারঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'বিজানন্' (লোকানাং হিতাহিতং অবগচ্ছন্) 'গোনাং' (গাভীনাং, যদ্বা—জ্ঞানকিরণানাং) 'উধঃ' (পয়সঃ আশ্রয়স্থানং, স্তননিঃসৃতং দুগ্ধং ইতি ভাবঃ, যদ্বা—রক্ষকঃ) 'ন' (ইব) 'পিতূনাং' (অন্নানাং, যদ্বা—পরিত্রাণোপায়ানাং) 'স্বাদ্ম' (রসযিতা, যদ্বা—রক্ষাকর্ত্তা) ভবতি ইতি শেষঃ। তথা স দেবঃ 'জনে' (লোকে, জগতি) 'ন শেবঃ' (সুখস্বরূপ, আনন্দবৎ) ভবতি ইতি শেষঃ; উপাসকৈঃ 'আহূর্য্য' (আহূতঃ) 'সন' (ভূত্বা) 'মধ্যে' (হৃদয়মধ্যে) 'দুরোণে' (নির্ম্মলবেদিকায়াং—সত্ত্বরূপায়াং ইতি যাবৎ) 'নিষত্তঃ' (নিষণ্ণঃ, অবস্থিতিপূর্ব্বকং ইতি ভাবঃ) স 'রণ্বঃ' (রসযিতা, আনন্দপ্রদায়কঃ) ভবতি ইতি শেষঃ। জ্ঞানং হি আনন্দপ্রদং পরিত্রাণকারকঞ্চ ইতি ভাবঃ। (১ম—৬৯সূ—২ঋ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

লোকসমূহের অদৃষ্টবিধায়ক, গর্ব্বহীন অথবা নির্ব্বিকার জ্ঞানদেব, মনুষ্যগণের হিতাহিত অবগত হইয়া, জ্ঞানকিরণসমূহের রক্ষাকারীর ন্যায় (অথবা—গাভীগণের স্তনের অর্থাৎ স্তননিঃসৃত দুগ্ধের ন্যায়) পরিত্রাণোপায়সমূহের (অন্ন-সমূহের) রক্ষাকর্ত্তা (স্বাদয়িতা) হয়েন। আর, সেই দেবতা জগতে সুখস্বরূপ আনন্দবৎ হয়েন; উপাসকগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া, হৃদয়-মধ্যে সত্ত্বরূপ নির্ম্মল বেদিকায় অবস্থিতি-পূর্ব্বক, তিনি আনন্দপ্রদায়ক হয়েন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানই আনন্দদাতা, জ্ঞানই পরিত্রাণ-কারক।) ॥ (১ম—৬৯সূ—২ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বেধাঃ। মেধাবিনামৈতৎ। মেধাবী যদ্বা বিধাতা সর্ব্বস্য কর্ত্তা দৃপ্তো দর্পরহিতো বিজানন্ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিভাগং জানন্নগ্নির্গোনাং গবামূধন্ গোসম্বন্ধিপয়স আশ্রয়ভূতং স্থানমিব পিতূনামন্নানাং স্বাদ্ম স্বাদয়িতা রসয়িতা। যথা গোরূধঃ পয়ঃপ্রদানেন সর্ব্বাণ্যন্নানি স্বাদূনি করোতি তদ্বদগ্নিরপি সম্যক্‌পাকেন সর্ব্বাণ্যন্নানি স্বাদূনি করোতীত্যর্থঃ। অপিচ,

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'বেধাঃ' (এই পদ মেধাবী নামবাচক) মেধাবী অথবা বিধাতা সকলের কর্ত্তা 'অদৃপ্তঃ' দর্পরহিত 'বিজানন্' কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিভাগকে অবগত 'অগ্নিঃ' অগ্নিদেব 'গোনাং' গাভীসমূহের 'উধঃ ন' গো-সম্বন্ধী দুগ্ধের আশ্রয়ভূত স্থানের ন্যায় 'পিতূনাং' অন্নসমূহের 'স্বাদ্ম' সাদয়িত রসয়িতা; গাভীর স্তন (পালান) যেমন দুগ্ধ প্রদানের দ্বারা অন্ন সকলকে স্বাদযুক্ত করে, তদ্বৎ অগ্নিও সম্যকপাকের দ্বারা অন্ন-সকলকে স্বাদযুক্ত করেন—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।

এবম্ভূতোঽগ্নির্জ্জনে ন শেবঃ । জনপদে লোকসুখকরঃ পুরুষ ইব মধ্যে যজ্ঞেষু মধ্য আহূর্য্য আহ্বাতব্যঃ সন্ দুরোণে যজ্ঞগৃহে নিষত্তো নিষণ্ণো রণ্বঃ রমযিতা স্তত্যো বা ভবতি ॥

গোনাং। গোঃ পদান্তে। পা০ ৭.১.৫৭। ইত্যপাদান্তেঽপি নুট্ স্বাদ্ম। স্বদ আস্বাদনে। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাদস্মেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি মনিন্। সুপাং সুলুগিতি সোলুক্। পিতুনাং। নামন্যতরস্যামিতি নাম উদাত্তত্বং। আহূর্য্যঃ। আঙ্পূর্ব্বাৎ হ্বয়তেরচো যদিতি যৎ। বহুলং ছন্দসীতি সম্প্রসারণং। হল ইতি দীর্ঘঃ। রেফোপজনশ্ছান্দসঃ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং ॥ (১ম—৬৯সূ—২ঋ)॥

* * *

দ্বিতীয় (৭৮৪) ঋকের বিশদার্থ।

সাধারণতঃ জ্বলন্ত অগ্নির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কর্ষ হইয়া থাকে। তদনুসারে "ঊধঃ ন গোনাং" উপমা অংশের অর্থ নিষ্পন্ন করা হয়,—'অগ্নি গোসমূহের স্তনের (পালনের) ন্যায়।' তাহা হইতে ভাব গ্রহণ করা হয়,—গাভীগণের স্তন অর্থাৎ তন্নিঃসৃত গো-দুগ্ধ যেমন স্বাদকারক, অগ্নিও সেইরূপ পাকাদি-কার্য্যের দ্বারা আহার্য্য-দ্রব্যের স্বাদ বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। আহার্য্য-দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ-মিশ্রণে তাহার যেরূপ স্বাদ বৃদ্ধি হয়, অগ্নির সাহায্যে পাকাদি ক্রিয়ার দ্বারা ভক্ষ্যদ্রব্য সেইরূপ স্বাদবিশিষ্ট হইয়া থাকে। উপমায় এখানে এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে—ইহাই সাধারণতঃ প্রখ্যাত দেখি। তদনুসারে 'পিতুনাং' পদ 'অন্নানাং' প্রতিবাক্য প্রাপ্ত হয়। এ পক্ষে অগ্নির দ্বারা পাচ্য অন্নাদি সুসেব্য হয়,

---

অপিচ, এবম্ভূত অগ্নি 'জনে ন শেবঃ' জনপদে লোকসুখকর পুরুষের ন্যায় 'মধ্যে' যজ্ঞসমূহের মধ্যে 'আহূর্য্যঃ' আহ্বাতব্য 'সন্' হইয়া 'দুরোণে' যজ্ঞগৃহে 'নিষত্তঃ' নিষণ্ণ 'রণ্বঃ' রমযিত বা স্তুত্য হয়েন।

গোনাং। 'গোঃ পদান্তে' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৭.১.৫৭) অপাদান্তেও নুট্। স্বাদ্ম। আস্বাদনার্থক স্বদ ধাতু। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ-হেতু 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' ইত্যাদি সূত্রে মনিন্। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে শির লোপ। পিতুনাং 'নামন্যতরস্যাং' ইত্যাদি সূত্রে নামের উদাত্তত্ব আহূর্য্যঃ আঙ্পূর্ব্ব-হেতু হ্বে ধাতু অচ্। তাহাতে 'যদিত' ইত্যাদি সূত্রে যৎ। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে সম্প্রসারণ। 'হলঃ' ইত্যাদি সূত্রে দীর্ঘ। ছান্দস-হেতু রেফের উপজন। 'যতোঽনাবঃ' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। (১ম—৬৯সূ—২ঋ)॥

* * *

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির ইহাই অভিপ্রায়। মন্ত্রের প্রথম পদের এরূপ অর্থ প্রচলিত বটে; এই প্রকার অর্থে অগ্নি-সম্বোধনে জ্বলন্ত অনলের প্রতিই লক্ষ্য আসে বটে; কিন্তু দ্বিতীয় পদের অর্থের সহিত এ অর্থের কোনই সঙ্গতি থাকে না। কেন-না, সে অর্থ সম্পূর্ণ বিভিন্নভাবাপন্ন। সে অর্থে অগ্নিকে আর জ্বলন্ত অগ্নি বলিয়া মনে হয় না; পরন্তু তাঁহাকে মনুষ্যবিশেষ বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। ঐ অংশের প্রচলিত অর্থ এই যে,—"জনপদে লোকহিতকর পুরুষের ন্যায় অগ্নি যজ্ঞে আহুত হইয়া এবং যজ্ঞস্থলে উপবেশন করতঃ প্রীতি দান করেন।" অন্যান্য ভাষার অনুবাদেও প্রায় এই একই ভাব প্রচলিত। * যজ্ঞস্থলে তিনি উপবেশন করেন (sitting in the midst)—এতদ্বাক্যে, মনুষ্য বা মনুষ্যপ্রকৃতিসম্পন্ন ভিন্ন তাঁহাকে আর কি বলা যাইতে পারে?

আমরা কিন্তু মনে করি, জ্ঞানপক্ষে এ মন্ত্রের সঙ্গতি সর্ব্বথা পরিলক্ষিত হয়। "গোনাং ঊধঃ ন পিতুনাং স্বাদ্ম"—এই কয়েকটী পদে দ্বিবিধ অর্থ সূচনা করা যায়। উপমায় গাভীর স্তননিঃসৃত দুগ্ধের ন্যায় অন্নসমূহের স্বাদয়িতা হয়েন,—এরূপ অর্থেও সঙ্গতি থাকে; আবার জ্ঞানকিরণসমূহের রক্ষাকারীর ন্যায় পরিত্রাণোপায়সমূহের রক্ষাকর্ত্তা হয়েন—এবম্প্রকার অর্থেও সুসঙ্গতি থাকে। অন্নের সহিত দুগ্ধ মিশ্রিত হইলে, জীবন-রক্ষার মূলীভূত অন্ন যেমন সুস্বাদু হয়; তেমনি মানুষের কিবা ইহলোক কিবা

---

* ম্যাক্সমূলারের সংস্করণে ওল্ডেনবর্গের ইংরাজী অনুবাদে অগ্নিকে ঠিক জ্বলন্ত অনল বলিয়া মনে করা যায় না। পরন্তু অগ্নি-নামধেয় কোনও ঋষির প্রতি লক্ষ্য আসে। ওল্ডেনবর্গের সেই ইংরাজী অনুবাদটি নিম্নে প্রকাশিত হইল। তাহা এই;—

"(Agni is) a worshipper (of the gods), never foolish, always) discriminating; (he is) like the under of the cows; (he is) the sweetness of food—

Like a kind friend to men, not to be led astray, sitting in the midst, the lovely one, in the house."

মন্ত্রের অন্তর্গত 'আহূর্য্যঃ' পদে 'আহ্বাতব্যঃ' 'আহুতঃ' প্রভৃতি অর্থ সাধারণতঃ গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশীয় বেদালোচক বোথ্লিং ও রোথ ঐ পদের অর্থে বিপথগামী ভাব গ্রহণ করেন। তদনুসারে দ্বিতীয় চরণের 'ন' পদে 'না' অর্থ পরিকল্পিত হয়। ওল্ডেনবর্গ ঐ মতেরই অনুসরণ করিয়া "not to be led astray" প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন।

পরলোক উভয়লোকে রক্ষার উপায়-স্বরূপ যে কর্ম্ম, তাহার সহিত জ্ঞান মিশ্রিত হইলে, সে কর্ম্ম সুকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হয়। এক পক্ষে উপমায় এই ভাবই প্রাপ্ত হই। তাৎপর্য্য এই যে,—জ্ঞানহীন কর্ম্ম অকর্ম্ম মধ্যে গণ্য হয়; অকর্ম্ম—অসুখের ও অনর্থের মূলীভূত; কিন্তু সুকর্ম্ম সুখের নিলয়-স্বরূপ; সুকর্ম্মই পরিত্রাণের বা মোক্ষের বিধায়ক। এই দৃষ্টিতেই 'গোনাং ঊধঃ' পদদ্বয়ে 'গাভীসমূহের স্তননিঃসৃত দুগ্ধ' অর্থের সার্থকতা দেখিতে পাই। পক্ষান্তরে আবার, 'গোনাং' পদে 'জ্ঞানকিরণসমূহের' অর্থ গ্রহণ করা যায়; এবং 'ঊধঃ' পদে 'রক্ষাকারী' ভাব গ্রহণ করিতে পারি। 'পিতুনাং' পদে 'পরিত্রাণোপায়সমূহের' অর্থ অধ্যাহৃত হয়। 'স্বাদ্ম' পদে রক্ষাকর্ত্তার ভাব আসে। তাহাতে, জ্ঞানদেবতাই যে হৃদয়ে জ্ঞানকিরণসমূহকে বিস্তার করেন, আর তৎসমুদায়ের রক্ষক হয়েন, সেই এক ভাব এখানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞানের দ্বারাই জ্ঞান বিস্তৃত হয়,—জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞানতা নাশ প্রাপ্ত হয়। এই রূপে মন্ত্রের প্রথম পদে ভাব প্রাপ্ত হই—জ্ঞানের দ্বারাই জ্ঞান পরিস্ফুট হইয়া থাকে। জ্ঞানই যে 'বেধাঃ' বিধাতা অর্থাৎ লোকের অদৃষ্টবিধায়ক এবং জ্ঞানই যে অদৃপ্তঃ' অর্থাৎ গর্ব্বহীন নিরহঙ্কার; আর জ্ঞানের দ্বারাই যে সকল মঙ্গলামঙ্গল অবগত. হওয়া যায়; তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু জ্বলন্ত অনল-পক্ষে 'বিধাতা' ও 'গর্ব্বহীন' বাক্যদ্বয়ের সার্থকতা ক্বচিৎ উপলব্ধ হয়।

এই দৃষ্টিতে দর্শন করিলে, মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের অর্থ স্বতঃই প্রস্ফুট হইয়া আসে। জ্ঞানদেব যে সুখস্বরূপ আনন্দবর্দ্ধক, এবং আহূত হইলে তিনি যে হৃদয়ে আনন্দের নির্ঝর প্রবাহিত করিয়া দেন, মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদে তাহাই প্রখ্যাত রহিয়াছে। জ্ঞানের অনুশীলনই তাঁহার আহ্বান। জ্ঞান-সাহায্যে যে ভগবানের আনন্দময় ধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, পরমানন্দময় তাঁহার সহিত মিলনের যে সামর্থ্য আসে, তাহা সহসাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। এ পক্ষে প্রতি শব্দের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনাবশ্যক। অনুধ্যানেই নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যক্ত করিবে। (ম-৬৯সূ—২ঋ)॥

—•—

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। উনসপ্ততিতমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্)।

পুত্রো ন জাতো রণ্বো দুরোণে বাজী ন

প্রীতো বিশো বি তারীৎ।

বিশো যদহ্বে নৃভিঃ সনীলা অগ্নির্দেবত্বা

বিশ্বান্যশ্যাঃ ॥ ৩ ॥

* . *

পদ-বিশ্লেষণং।

পুত্রঃ। ন। জাতঃ। রণ্বঃ। দুরোণে। বাজী। ন।

প্রীতঃ। বিশঃ। বি। তারীৎ।

বিশঃ। যৎ। অহ্বে। নৃঽভিঃ। সঽনীলাঃ। অগ্নিঃ। দেবঽত্বা।

বিশ্বানি। অশ্যাঃ ॥ ৩ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

স দেবঃ 'পুত্রঃ ন জাতঃ' (পুত্র ইব উৎপন্নঃ, নবজাতঃ পুত্রবৎ আনন্দদায়কঃ, যথা—পুত্রো যথা জাতমাত্রেণ পুন্নামনরকাৎ পিতরং ত্রায়তে, জ্ঞানং তদ্বৎ হৃদি উৎপন্নমাত্রেণ লোকান্ ত্রায়তি); স দেবঃ 'দুরোণে রণ্বঃ' (হৃদ্রূপে গৃহে আনন্দস্বরূপঃ) ভবতি ইতি শেষঃ ; স দেবঃ 'বাজী ন প্রীতঃ' (সৎকর্ম্মবৎ প্রীতিদায়কঃ আনন্দপ্রদো বা) ভবতি ইতি শেষঃ ; সৎকর্ম্ম যথা লোকান্ সদানন্দং দদাতি জ্ঞানং তদ্বৎ নিত্যানন্দময়ং ভবতি ইতি ভাবঃ ; তথা স দেবঃ 'বিশঃ' (প্রজাঃ, লোকান্ ইতি ভাবঃ) 'বিতারীৎ' (বিশেষেণ ত্রায়তি); 'যৎ (যদা) 'নৃভিঃ' (নেতৃভিঃ জ্ঞানিভিঃ—সহেতি যাবৎ) 'সনীলাঃ' (সম্মিলিতাঃ সন্তঃ)

'বিশঃ' (প্রজাঃ, লোকাঃ) 'অহ্বে' (উপাসন্তে, জ্ঞানানুসারিণো ভবন্তি ইতি ভাবঃ), তদা 'অগ্নিঃ' (স জ্ঞানদেবঃ) 'দেবত্বা' (দেবত্বেন, সত্ত্বভাবেন) 'বিশ্বানি' (সর্ব্বাণি, সকলান্ লোকান্) 'অশ্যাঃ' (অশ্নুতে, ব্যাপ্নোতি ইতি ভাবঃ)। জ্ঞানানুসারিতয়া সহ জগতি সত্ত্বভাবস্য পরিবৃদ্ধির্জ্জায়তে তথা নরঃ পরাগতিং লভতে ইতি ভাবঃ। (১ম—৬৯সূ—৩ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সেই দেবতা পুত্রের ন্যায় উৎপন্ন অর্থাৎ নবজাত পুত্রের ন্যায় আনন্দ-দায়ক; অথবা, পুত্র যেমন জাত-মাত্র পুন্নাম নরক হইতে পিতাকে পরিত্রাণ করে, জ্ঞান সেইরূপ হৃদয়ে উৎপন্ন মাত্র লোকসমূহকে ত্রাণ করেন; সেই দেবতা হৃদয়-রূপ গৃহে আনন্দস্বরূপ হয়েন; সেই দেবতা সৎকর্ম্মের ন্যায় প্রীতিদায়ক বা আনন্দপ্রদ হয়েন; (ভাব এই যে, সৎকর্ম্ম যেমন মনুষ্যগণকে সদানন্দ প্রদান করে, জ্ঞানও সেইরূপ নিত্যানন্দপ্রদ); আর, সেই দেবতা প্রজা সমূহকে বিশেষভাবে ত্রাণ করেন; যখন নেতৃস্থানীয় জ্ঞানিগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া মনুষ্যগণ তাঁহার উপাসনা করে অর্থাৎ জ্ঞানানুসারী হয়, তখন সেই জ্ঞানদেবতা সত্ত্বভাবের দ্বারা লোকসমূহকে ব্যাপ্ত করেন; (জ্ঞানানুসারিতার সহিত সংসারে সত্ত্বভাবের পরিবৃদ্ধি ঘটে এবং মানুষ পরাগতি প্রাপ্ত হয়—ইহাই ভাবার্থ।) ॥ (১ম—৬৯সূ—৩ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

পুত্রো ন পুত্র ইব জাতঃ প্রাদুর্ভূতোঽগ্নির্দুরোণে গৃহে রণ্বো রময়িতা ভবতি। **বাজী ন অশ্ব ইব প্রীতো** হর্ষযুক্তঃ সন। **বিশঃ** সংগ্রামে বর্ত্তমানাঃ শত্রুভূতাঃ প্রজাঃ **বিতারীৎ**। বিশেষেণ তরতি। অতিক্রামতি। **অপিচ নৃভিঃ** ঋত্বিগ্‌লক্ষণৈর্ম্মনুষ্যৈঃ সহিতোঽহং **সনীলাঃ** সমাননিবাসস্থানাঃ **বিশো দৈবীঃ** প্রজা **যদ্‌যদা অহ্বে**। আহ্বয়ামি। **তদানীময়মগ্নির্ব্বিশ্বানি** সর্ব্বাণি **দেবত্বা**

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'পুত্রঃ ন' পুত্রের ন্যায় 'জাতঃ' প্রাদুর্ভূত অগ্নি 'দুরোণে' গৃহে 'রণ্ব' রময়িত হয়েন; 'বাজী ন' অশ্বের ন্যায় 'প্রীতঃ' হর্ষযুক্ত হইয়া 'বিশঃ' সংগ্রামে বর্ত্তমান শত্রুভূত প্রজাসমূহকে 'বিতারীৎ' বিশেষপ্রকারে তরণ করেন—অতিক্রম করেন। অপিচ, 'নৃভিঃ' ঋত্বিগ্‌লক্ষণ মনুষ্যগণের সহিত আমি 'সনীলাঃ' সমাননিবাসস্থানবিশিষ্ট 'বিশঃ' দৈবী প্রজাসমূহকে 'যৎ' যখন 'অহ্বে' আহ্বান করি, তদানীং এই 'অগ্নিঃ' অগ্নিদেব 'বিশ্বানি' সকল 'দেবত্বা'

দেবত্বানি অশ্যাঃ অশ্নুতে প্রাপ্নোতি। স্বয়মেব তত্তদ্দেবতারূপো ভবতীত্যর্থঃ। তথা চ মন্ত্রান্তর-মাম্নাস্থতে—ত্বমগ্নে বরুণো জায়সে যত্বং মিত্রো ভবসি যৎসমিদ্ধ ইত্যাদি॥

অশ্যাঃ। অশু ব্যাপ্তৌ। লিঙি ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদমধ্যমৌ বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্ত লুক্॥ (১ম—৬৯সূ—৩ঋ)॥

* * *

তৃতীয় (৭৮৫) ঋকের বিশদার্থ।

——:•:——

এই ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যা সকল বৈচিত্র্যসম্পন্ন; অথচ, পরস্পর বিপরীত-ভাব-যুক্ত। অগ্নির জন্মমাত্র, গৃহে পুত্রসন্তানের জন্মগ্রহণের ন্যায় আনন্দ প্রকাশ পায়। আবার সেই অগ্নি, অশ্বের ন্যায় হর্ষযুক্ত হইয়া, যেন হ্রেষা রব করিয়া সংগ্রামে শত্রুগণকে অতিক্রম করেন। মন্ত্রের এক অংশে এই ভাব প্রকাশমান; আবার অপর অংশের ভাব এই যে,—'আমি অর্থাৎ উপাসনাকারী যখন মনুষ্যগণের সহিত মিলিত হইয়া এক-স্থানবাসী দেবতাগণকে আহ্বান করি, অগ্নি তখন সকল দেবতার দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েন।' সে পক্ষে, যেন আমার আহ্বানের উপরই অগ্নির দেবত্ব নির্ভর করিতেছে। যাঁহার যেরূপ রীতি-প্রকৃতি বা মনোভাব, যিনি যেরূপ সমাজ-ধর্ম্মের বা পারিপার্শ্বিক ব্যাপার-পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছেন; বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যায়, তাঁহার সেই অবস্থার সেই ভাবের প্রতিচ্ছবি কেমন যেন আপনিই প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে। মন্ত্রের একটী ইংরাজি ও একটী বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। পাশ্চাত্যের ও প্রাচ্যের বিবিধ অবস্থায়, বেদ-ব্যাখ্যাকারীর মানসপুত্রকে তাহাতে স্বতঃমূর্ত্তিমান্ দেখিতে পাইবেন।

দেবতাসমূহকে 'অশ্যাঃ' প্রাপ্ত হন;—স্বয়ং তদ্দেবতারূপ প্রাপ্ত হন—ইহাই ভাবার্থ। এ বিষয়ে মন্ত্রান্তরে এইরূপ আম্নাত আছে,—'ত্বমগ্নে বরুণো জায়সে যত্বং মিত্রো ভবসি যৎ সমিদ্ধ' ইত্যাদি।

অশ্যাঃ। ব্যাপ্ত্যর্থক অশ্ ধাতু। লিঙের ব্যত্যয়ে পরস্মৈপদ। মধ্যমপুরুষে 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি নিয়মে বিকরণের লোপ। (১ম—৬৯সূ—৩ঋ)।

* * *

কি ভাবের মন্ত্রে কি প্রকার অর্থ প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা তাহাও বিশদীকৃত হইবে। দুই প্রকারের দুইটী ব্যাখ্যা ; যথা,—

1. "Like a child when born, he is delightful in the house; like a race-horse which is well cared for, he has wandered across the clans.

When I call (to the sacrifice) to the clans who dwell in the same nest with the heroes, may Agni then attain all divine powers."

(২) "যদ্রূপ পুত্র জন্মিলে মানবেরা আহ্লাদিত হয় তদ্রূপ অগ্নিও গৃহে আনন্দ দান করেন, এবং অশ্বসদৃশ বিক্রম প্রকাশ করতঃ যুদ্ধস্থলে শত্রুদিগকে ব্যতিব্যস্ত করেন। যৎকালে সমস্ত আর্য্যজাতির সহিত সম্মিলিত হইয়া স্বর্গনিবাসী দেববৃন্দকে আহ্বান করি, তৎকালে হে অগ্নি। সমস্ত দেববৃন্দের দেবত্ব তোমাতেই অধিষ্ঠান করে।"

এবম্প্রকার অর্থে যে কি ভাব প্রকাশ পায়, তাহা বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। পাশ্চাত্য-দেশে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার প্রাধান্য দৃষ্ট হয়; সুতরাং তাঁহারা 'বাজীঃ ন প্রীতঃ' উপমায়, 'ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার ন্যায়' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এ দেশে, বিশেষতঃ পূর্ব্বকালে, ঘোড়দৌড়ের বড় প্রচলন ছিল না; সুতরাং এখানকার ব্যাখ্যাকারগণ 'অশ্বের ন্যায় হর্ষযুক্ত' এই মাত্র অর্থ লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। এইরূপ 'অহ্বে' ক্রিয়া-পদটী উপলক্ষ করিয়া অস্মৎ শব্দের উত্তম পুরুষের একবচনের কর্ত্তৃপদ সকলেই অধ্যাহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন; আর তাহাতে, এই ভাবের অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—'আমি যখন দেবগণকে আহ্বান করি, অগ্নির তখন মহিমা বৃদ্ধি পায়।' অর্থাৎ,—আমার আহ্বানের বা পূজা-উপাসনার উপরই যেন দেবতার মাহাত্ম্য নির্ভর করিতেছে।

যাহা হউক, প্রধানতঃ তিনটী বিষয়ে প্রচলিত অর্থের সহিত আমাদিগের মত-পার্থক্য ঘটিয়াছে। আমাদিগের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনুধাবন করিলে সে তত্ত্ব অধিগত হইবে। মন্ত্রের প্রথম চরণটীকে (পদটীকে) আমরা চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছি। উহার প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের অর্থ প্রায়ই অপরিবর্ত্তিত দৃষ্ট হইবে। 'পুত্রঃ ন জাতঃ' উপমার এবং 'রণ্বঃ দুরোণে' অংশের ভাব আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদেই প্রকাশ পাইয়াছে। পুত্রের জন্মমাত্র পিতৃপুরুষ যেমন পুন্নাম নরক

হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন, হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ মাত্র মানুষ সেইরূপ পরিত্রাণের পথে অগ্রসর হয়। এই উপমার সাদৃশ্য স্বতঃই অনুভূত হইতে পারে। তার পর, হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষই যে আনন্দের পরিবৃদ্ধি-সাধক, 'দুরোণে রণ্বঃ' পদদ্বয় তাহাই প্রকাশ করিতেছে। এই অংশের অর্থে, শব্দগত না হইলে ভাবগত, ঐক্য নিশ্চয়ই লক্ষিত হইবে। 'দুরোণে' পদে 'যজ্ঞগৃহের' স্থলে 'হৃদয়ে' অর্থই সুসঙ্গত। সেই অর্থেই মন্ত্রের ভাব সুরক্ষিত হয়। কিন্তু 'বাজী ন প্রীতঃ' উপমার এবং 'বিশঃ বিতারীত' অংশের অর্থে সম্পূর্ণ অন্য ভাব গ্রহণ করা যায়। 'বাজী' পদে সৎকর্ম্ম বুঝায়। সৎকর্ম্ম যে আনন্দস্বরূপ আনন্দপ্রদ, উপমায় তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। এখানে 'বিশঃ' পদে দ্বিতীয়ার বহুবচনে 'প্রজাঃ' বা 'লোকান্' প্রতিবাক্য গ্রহণ করি। 'বিতারীৎ' ক্রিয়া-পদে ত্রাণ করার ভাব প্রাপ্ত হই। জ্ঞান যে মনুষ্যগণকে পরিত্রাণ করে, জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ যে শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করে, 'বিশঃ বিতারীৎ' পদদ্বয়ে সেই ভাবই ব্যক্ত হইতেছে।

অতঃপর দ্বিতীয় চরণের অর্থ-সঙ্গতির বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। এই অংশের 'অহ্বে' ক্রিয়া-পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করি। এখানে আমরা 'বিশঃ' পদকে কর্তৃপদ মধ্যে গণ্য করিয়া, তাহার ক্রিয়া-রূপে 'অহ্বে' পদে 'আহ্বায়ন্তি স্তুবন্তি' ইত্যাদি প্রতিবাক্য গ্রহণ করি।' "নৃভিঃ সনীলাঃ' পদদ্বয় তদনুসারে 'বিশঃ' পদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আর তাহাতেই সুষ্ঠুভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। যখন (যৎ) নেতৃগণের সহিত অর্থাৎ জ্ঞানিগণের সহিত মিলিত হইয়া (নৃভিঃ' সনীলাঃ) সকল মনুষ্য (বিশঃ) জ্ঞানদেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হন অর্থাৎ জ্ঞানানুশীলনে জ্ঞানসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয়েন (অহ্বে), তখন সেই জ্ঞানদেবতা (অগ্নিঃ) দেবত্বের দ্বারা (দেবত্বা) মনুষ্য-সকলকে বিশ্বের উপাসকগণকে (বিশ্বানি) ব্যাপ্ত করেন (অশ্যাঃ); অর্থাৎ মনুষ্য যখন জ্ঞানানুসন্ধিৎসু হয়, তখনই দেবভাবের দ্বারা তাহারা বিভূষিত ও দেবত্ব-মণ্ডিত হইয়া থাকে। দেবত্ব-প্রাপ্তিই মুক্তির মূলীভূত। এই মন্ত্রে আমরা এইরূপ ভাবই গ্রহণ করি। (১ম—৬৯সূ—৩ঋ)॥

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ঊনসপ্ততিতমং-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

নকিষ্ট এতা ব্রতা মিনন্তি নৃভ্যো

যদেভ্যঃ শ্রুষ্টিং চকর্থ।

তত্তু তে দংসো যদহনৎসমানৈর্নৃভির্যদ্যুক্তো-

বিবে রপাংসি ॥ ৪ ॥

* . *

পদ-বিশ্লেষণং।

নকিঃ। তে। এতা। ব্রতা। মিনন্তি। নৃঽভ্যঃ।

যৎ। এভ্যঃ। শ্রুষ্টিং। চকর্থ।

তৎ। তু। তে। দংসঃ। যৎ। অহন্। সমানৈঃ। নৃঽভিঃ। যৎ। যুক্তঃ।

বিবেঃ। রপাংসি ॥ ৪ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে জ্ঞানদেব। 'যৎ' (যদা) 'তে' (তব সম্বন্ধীনি) 'এতা' (এতানি, পরিদৃশ্যমানানি, প্রসিদ্ধানি) 'ব্রতা' (ব্রতানি, সৎকর্ম্মাণি) 'নকিঃ' (পাপরূপান্ বাধকান, অসদ্বৃত্তীঃ ইতি ভাবঃ) 'মিনন্তি' (হিংসন্তি, নশ্যন্তি); 'তৎ' (তদা) 'এভ্যঃ' (সৎকর্ম্মসু বর্তমানেভ্যঃ) 'নৃভ্যঃ' (নেতৃভ্যঃ জ্ঞানিভ্যঃ) 'শ্রুষ্টিং' (কর্ম্মফলরূপং সুখং) 'চকর্থ' (কৃতবানসি, প্রদদসি); তথা 'যৎ' (যদা) 'তে' (তব সম্বন্ধীনি কর্ম্ম) 'দংসঃ' (সৎকর্ম্মবাধকান শত্রূন্) 'অহন্' (হন্তি, নাশয়তি), 'যৎ' (যদা) নরঃ 'সমানৈঃ' (ভবতা সহ সমশক্তিসম্পন্নৈঃ,

অশেষবন্দ্যৈতৈঃ) 'নৃভিঃ' (নেতৃভিঃ জ্ঞানিভিঃ—সহেতি যাবৎ) 'যুক্ত' (সম্মিলিতঃ) ভবতি, 'তৎ তু' (তদানীং এব) ত্বং 'রপাংসি' (শত্রূন) 'বিবেঃ' (তাড়য়সি, নাশয়সি)। অয়ং ভাবঃ—সৎকর্ম্মানুষ্ঠানেন তথা জ্ঞানিভিঃ সহ মিলনেন জ্ঞানাবির্ভাবে সতি সর্ব্বে শত্রবো নাশপ্রাপ্তা ভবন্তি॥ (১ম—৬৯সূ—৪ঋ)॥

* *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! যখন আপনার সম্বন্ধীয় পরিদৃশ্যমান্ সৎকর্ম্মসমূহ পাপরূপ বাধাসকলকে অর্থাৎ অসদ্বৃত্তিনিবহকে নাশ করে, তখন আপনি সেই সৎকর্ম্মের মধ্যে বিদ্যমান্ অর্থাৎ সৎকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুত নেতৃগণকে অর্থাৎ জ্ঞানিগণকে কর্ম্মফল-রূপ সুখ প্রদান করেন; আর, যখন আপনার সম্বন্ধীয় কর্ম্ম, সৎকর্ম্মবাধক শত্রুগণকে হনন করে এবং যখন নুম্য আপনার সহিত সমশক্তিসম্পন্ন জ্ঞানিগণের সহিত সম্মিলিত হয়েন, তখন আপনিই শত্রুগণকে বিতাড়িত করেন—নাশ করেন। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে এবং জ্ঞানিগণের সহিত মিলনে, জ্ঞানাবির্ভাবে সকল শত্রু নাশপ্রাপ্ত হয়।)॥ (১ম—৬৯সূ—৪ঋ)॥

* *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে তে তব সম্বন্ধীনি এতা ব্রতা। এতানি পরিদৃশ্যমানানি দর্শপূর্ণমাসাদীনি কর্ম্মাণি নকিঃ মিনন্তি। রাক্ষসাদয়ো বাধকাঃ ন হিংসন্তি। যদ্যস্মাত্ত্বমেভ্যঃ কর্ম্মসু বর্ত্তমানেভ্যো নৃভ্যো যজ্ঞস্য নেতৃভ্যো যজমানেভ্যঃ শ্রুষ্টিং। শ্রাশ্বশ্নুতে ব্যাপ্নোতীতি শ্রুষ্টির্যজ্ঞফলরূপং সুখং। তচ্চকর্থ। কৃতবানসি। সতি হি তব ব্রতানাং বাধকে এতন্নোপপদ্যতে। অতোঽকাম্যতে তব ব্রতানাং হিংসকাঃ ন সন্তীতি। হে অগ্নে তে ত্বদীয় তত্তু বংসস্তদেব কর্ম্ম যদ্যদি রাক্ষসাদিরহন্। হন্তি নাশয়তি। তদানীং সমানৈঃ সপ্তগণরূপেণ সদৃশৈর্নৃভির্নৈতৃভির্মরুদ্ভিঃ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নে! 'তে' আপনার সম্বন্ধীয় 'এতা ব্রতা' এই সকল পরিদৃশ্যমান দর্শপূর্ণমাসাদি কর্ম্মসমূহ 'নকিঃ মিনন্তি' রাক্ষসাদির বাধাসমূহকে হিংসা করে; 'যৎ' যেহেতু আপনি 'এভ্যঃ' কর্ম্মসমূহের মধ্যে বর্ত্তমান 'নৃভ্যঃ' যজ্ঞের নেতা যজমানগণকে 'শ্রুষ্টিং' (সু অর্থাৎ আশু অশ্নুতে অর্থাৎ ব্যাপ্ত করে—এই অর্থে শ্রুষ্টিঃ) যজ্ঞফল-রূপ সুখকে 'তৎ চকর্থ' প্রদান করেন; তাহা প্রদান করিয়া আপনার ব্রতকারিগণের বাধাকে দূর করেন, অতএব আপনার ব্রতকারিগণের প্রতি হিংসাকারিগণ তিষ্ঠিতে পারে না। হে অগ্নে! তে আপনার 'তত্তু বংসঃ' সেইরূপ কর্ম্ম 'যৎ' যদি রাক্ষসাদি 'অহন্' নাশ করে, তদানীং 'সমানৈঃ'

যুক্তস্ত্বং রপাংসি বাধকানি রাক্ষসাদীনি যদ্যস্মাত্ত্বং বিবেঃ। গময়সি পলায়নং প্রাপয়সি। তত্তস্মাত্তব ব্রতানি ন হিংসন্তীতি যোজ্যং॥

মি৲ন্তি। মীঞ হিংসায়াং। ক্রৈয়াদিকঃ। প্বাদীনাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বং। বিবেঃ। ছন্দসি লুঙলঙলিট ইতি বর্ত্তমানে লঙ্। বী গত্যাদিষু। সিপ্যদাদিত্বাচ্ছপো লুকি প্রাপ্তে বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ॥ (১ম—৬৯সূ—৪ঋ)॥

* * *

চতুর্থ (৭৮৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তদ্দারা কাল-বিশেষের ঘটনা-বিশেষের প্রতি লক্ষ্য আসে। 'রাক্ষসগণ তোমার ব্রত বা যজ্ঞ নষ্ট করে না; কেন-না, তুমি যজমানগণকে যজ্ঞফল প্রদান কর'—মন্ত্রের প্রথম পাদে প্রধানতঃ এইরূপ অর্থই পরিকল্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় পাদের প্রচলিত অর্থ এই যে,—'যদি রাক্ষসেরা তোমার যজ্ঞ নষ্ট করে, তাহা হইলে তুমি মরুদ্গণের সহায়তা লইয়া যজ্ঞের বাধাকারী সেই রাক্ষসগণকে বিতাড়িত কর।' দুই চরণের এই যে দুই প্রকার অর্থ প্রচলিত, তাহাতে একটী নির্দ্দিষ্ট লোকের ও কালের বিষয়ই মনে আসে। * ঋষিগণ তখন যজ্ঞ করিতেন; রাক্ষসেরা তাঁহাদিগের যজ্ঞ-

---

সপ্তগণরূপে সদৃশ 'নৃভিঃ' নেতৃস্থানীয় মরুদ্গণের দ্বারা 'যুক্তঃ' যুক্ত হইয়া আপনি 'রপাংসি' বাধক রাক্ষসাদিকে 'যৎ' যেহেতু আপনি 'বিবে' গমন করান, পলায়ন করিতে বাধ্য করেন; সেই হেতু আপনার ব্রতসমূহকে তাহারা হিংসা করিতে পারে না—ইহাই যোজ্য।

মিনন্তি। মীঞ্ ধাতু হিংসার্থক। ক্র্যাদিগণীয়। 'প্বাদীনাং হ্রস্বঃ' ইত্যাদি সূত্রে হ্রস্বত্ব। বিবেঃ। 'ছন্দসি লুঙলঙলিটঃ' ইত্যাদি সূত্রে বর্ত্তমানকালে লঙ্। বীগত্যাদি বিষয়ে সিপের স্থলে অদাদিত্ব-হেতু শপের লোপ প্রাপ্ত হওয়ায় 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে শপের স্থলে শ্লু। (১ম—৬৯সূ—৪ঋ)॥

---

* মন্ত্রের প্রচলিত ইংরাজী অনুবাদেও এই ভাব প্রকাশমান। তাহাতেও অগ্নিকে মনুষ্য ভিন্ন অন্য কিছু মনে করা যায় না। মন্ত্রের একটী ইংরাজী অনুবাদ; যথা;—

"When thou hast listened to these heroes, no one breaks those laws of thine.

That verily is thy wonderful deed that thou hast killed, with thy companions, (all foes), that, joined by the heroes, thou hast accomplished thy works."

কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিত ; অগ্নি তখন মরুদ্গণের সহায়তা গ্রহণে রাক্ষসগণকে দূরীভূত করিতেন। এতদ্দ্বারা অগ্নিকে মনুষ্যপ্রকৃতিসম্পন্ন দেবতা বলিয়া মনে আসে। এখানে আর জ্বলন্ত অনল সুসিদ্ধ হয় না।

আমরা যে দৃষ্টিতে যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহার একটু বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। মন্ত্র নিত্যসত্য-ভাবপূর্ণ। কোনও কাল-বিশেষের বা ব্যক্তি-বিশেষের সম্বন্ধ ইহার অঙ্গীভূত নহে। মন্ত্রের প্রথম অংশে "যৎ তে এতা ব্রতা নকিঃ মিনন্তি" পদ-কয়েকটিতে এই সত্যতত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে যে জ্ঞানসংযুত সৎকর্ম্মের দ্বারা সকল অসদ্বৃত্তি নাশপ্রাপ্ত হয়, পাপরূপ সকল বাধা অপসারিত হইয়া থাকে। এই অংশের 'নকিঃ' পদের অর্থ—যজ্ঞকর্ম্মে বাধাপ্রদানকারী রাক্ষসাদি। তদুপলক্ষেই সৎকর্ম্মের প্রতিবন্ধক অসদ্বৃত্তিসমূহের প্রতি লক্ষ্য আসে। এইরূপে, অসদ্বৃত্তি নাশ-প্রাপ্ত হইলে, পাপের বাধা অপসারণ করিতে পারিলে, আমরা কি ফল প্রাপ্ত হই ? "তৎ এভ্যঃ নৃভ্যঃ শ্রুষ্টিং চকর্থ" পদ-কয়েকটীতে তাহারই পরিচয় পাই। জ্ঞানদেবতা তখনই, সেই অবস্থাতে, অসদ্বৃত্তি নাশপ্রাপ্ত হইলে, সৎকর্ম্মকারী জ্ঞানিগণকে কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকেন। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম চরণে (পদে) ভাব প্রাপ্ত হই যে,—'জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ যখন পাপকে দূর করিতে পারে, তখনও তাহার সৎকর্ম্মসমূহ পরম সুখ প্রদান করিয়া থাকে।' এই অংশের 'এভ্যঃ' ও 'নৃভ্যঃ' পদদ্বয়ে সৎকর্ম্মকারী নেতৃস্থানীয় জ্ঞানিগণকে বুঝাইয়া থাকে।

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখুন। এই অংশে দুইটী 'যৎ' এবং একটী 'তৎ' পদ আছে। ভাষ্যে ঐ তিন পদের অর্থ অন্যরূপ গৃহীত হইলেও, আমরা 'যদা' অর্থে 'যৎ' পদের এবং 'তদা' অর্থে 'তৎ' পদের সঙ্গতি দেখি। 'দংসঃ' পদে ভাষ্যে ও ব্যাখ্যাসমূহে 'রাক্ষসাদি' ভাব পরিগৃহীত। কিন্তু আমরা বলি, এ রাক্ষসও দেহধারী রাক্ষস নহে, এখানেও সৎকর্ম্মে বিঘ্নোৎপাদক অন্তঃশত্রু রিপুগণকে বুঝাইতেছে। জ্ঞানসম্বন্ধীয় কর্ম্ম যখন সেই শত্রুগণকে নাশ করে ; আর, যখন মনুষ্য জ্ঞানিগণের সহিত মিলিত হয় ; তখন তাহার সকল শত্রুই নাশ-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই ভাবই এই মন্ত্রাংশে প্রকটিত দেখি। এখানে 'সমানৈঃ' 'নৃভিঃ' ও 'যুক্তঃ' পদত্রয়ের মর্ম্ম একটু অনুধাবন করা আবশ্যক।

যাঁহারা নেতৃস্থানীয় জ্ঞানী, তাঁহারা জ্ঞানদেবতার সহিত সমপর্য্যায়সম্পন্ন। ভক্তে এবং ভগবানে যেমন পার্থক্য পরিকল্পিত হয় না, জ্ঞানীতে এবং জ্ঞানদেবতাতেও সেইরূপ অভিন্নত্ব পরিকল্পনা করা যায়। তাই 'সমানৈঃ' পদের সার্থকতা দেখি। সেই 'নৃভিঃ' নেতৃগণ বা জ্ঞানিগণ কীদৃশ? 'সমানৈঃ' অর্থাৎ তাঁহারা জ্ঞানদেবতার সহিত সমপর্য্যায়সম্পন্ন। তেমন যে জ্ঞানী—তাঁহার সহিত অর্থাৎ প্রকৃষ্ট জ্ঞানীর সহিত মানুষের যখন মিলন হয়, তখন জ্ঞানদেবতা আপনিই সকল শত্রুকে বিতাড়িত করেন। এ পক্ষে মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'সৎকর্ম্মে উৎসৃষ্টপ্রাণ হও, জ্ঞানিগণের সঙ্গ লাভ কর, তাহাতেই পরম শ্রেয়ঃ লাভ করিবে।' (১ম—৬৯সূ—৪ঋ)।

—— • ——

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ঊনসপ্ততিতমং-সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

উষো ন জারো বিভাবোস্রঃ

সংজ্ঞাতরূপশ্চিকেতদস্মৈ।

ত্মনা বহন্তো দুরো ব্যৃণ্বন্নবন্ত

বিশ্বে স্ব১ দৃশীকে ॥ ৫ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

উষঃ। ন। জারঃ। বিভাহবা। উস্রঃ।

সংজ্ঞাতহরূপঃ। চিকেতৎ। অস্মৈ।

ত্মনা। বহন্তঃ। দুরঃ। বি। ঋণ্বন্। নবন্ত।

বিশ্বে। স্বঃ। দৃশীকে ॥ ৫ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

স দেবঃ 'উষঃ ন জারঃ' (উষসঃ প্রকাশকঃ সূর্য্যবৎ, জ্ঞানোন্মেষকঃ ইতি ভাবঃ) ভবতি ইতি শেষঃ; 'বিভাবা' (বিশিষ্টপ্রকাশযুক্তঃ, স্বপ্রকাশো লোকপ্রকাশকশ্চ) 'উস্রঃ' (নিবাসয়িতা, আশ্রয়দাতা, মোক্ষপ্রাপকঃ ইতি ভাবঃ) 'সংজ্ঞাতরূপঃ' (স্বরূপজ্ঞাপকঃ, তত্ত্বপ্রদঃ) স দেবঃ 'অস্মৈ' (উপাসকায়, মহ্যং ইতি ভাবঃ) 'চিকেতৎ' (জানাতু, অভিমতফলং দদাতু ইত্যর্থঃ); তদীয় জ্ঞানরশ্ময়ঃ 'ত্মনা' (স্বয়মেব) 'বহন্ত' (সৎকর্ম্মাণি ইহসংসারে ব্যাপয়ন্তঃ) অস্মভ্যং 'স্বঃ' (স্বর্গস্য) 'দুরঃ' (দ্বারাণি) 'ব্যৃণ্বন্' (উদ্ঘাটয়ন্তু); তথা 'দৃশীকে বিশ্বে' (দর্শনীয়ে লোকে, ইহলোকে প্রতি হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'নবন্ত' (উদ্ভাসয়ন্তু)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—জ্ঞানস্য প্রভাবঃ সর্ব্বত্র বিস্তৃতো ভবতু, তেন অয়ং সংসারঃ পরিত্রাণং লভতু। (১ম - ৬৯সূ—৫ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সেই দেবতা উষার প্রকাশক সূর্য্যের ন্যায় অর্থাৎ জ্ঞানোন্মেষক হয়েন; বিশিষ্ট-প্রকাশযুক্ত অর্থাৎ স্বপ্রকাশ ও লোকপ্রকাশক, আশ্রয়দাতা অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপক, স্বরূপজ্ঞাপক অর্থাৎ তত্ত্বপ্রদ সেই দেবতা উপাসককে (আমাকে) অভিমত ফল প্রদান করুন; তাঁহার জ্ঞানরশ্মিসমূহ, আপনা-আপনি সৎকর্ম্ম সকলকে ইহসংসারে ব্যাপ্ত করিয়া, আমাদিগের জন্য স্বর্গের দ্বারসকল উদ্ঘাটন করিয়া দিউন; আর, দর্শনীয় ইহলোকে (প্রতি হৃদয়ে) উদ্ভাসিত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানের প্রভাব সর্ব্বত্র বিস্তৃত হউক, আর তদ্দ্বারা এই সংসার পরিত্রাণ লাভ করুক।)॥ (১ম—৬৯সূ—৫ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

উষো ন জারঃ। জরয়িতাদিত্য ইব বিভাবা বিশিষ্টপ্রকাশযুক্ত উস্রো নিবাসয়িতা সংজ্ঞাতরূপঃ সর্ব্বৈ প্রাণিভিরবগতস্বরূপঃ। দেবতান্তরবদপ্রত্যক্ষো ন ভবতীত্যর্থঃ। এবম্ভূতোঽগ্নিরস্মৈ যজমানায় চিকেতৎ। জানাতু। অভিমতফলং দদাত্বিত্যর্থঃ। যদ্বা বিভক্তিব্যত্যয়ঃ। ইদং সূক্তরূপং স্তোত্রং চিকেতৎ। জানাতু।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'উষঃ ন জারঃ' উষার জরয়িতা আদিত্যের ন্যায় 'বিভাবা' বিশিষ্টপ্রকাশযুক্ত 'উস্রঃ' নিবাসয়িত 'সংজ্ঞাতরূপঃ' সকল প্রাণিগণের দ্বারা অবগতস্বরূপ, অন্য দেবতার ন্যায় অপ্রত্যক্ষ নহেন—ইহাই ভাবার্থ। এবম্ভূত অগ্নি 'অস্মৈ' যজমানকে 'চিকেতৎ' জ্ঞাত হউন; অভিমত ফল প্রদান করুন—ইহাই ভাবার্থ। অথবা বিভক্তি-ব্যত্যয়; 'অস্মৈ'

তথাস্য রশ্ময়ঃ স্বনাত্মনৈব স্বয়মেব বহন্তো হবির্ব্বহনং কুর্ব্বন্তো দুরো যজ্ঞগৃহদ্বারাণি ব্যৃণ্বন্। বিশেষেণ গচ্ছন্তি। ব্যাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। তদনন্তর দৃশীকে দর্শনীয়ে। স্বর্নভসি বিশ্বে সর্ব্বে তে রশ্ময়ো নবন্ত। গচ্ছন্তি। নবতির্গতিকর্ম্মা। দেবান্ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ॥

উস্রঃ। বস নিবাসে। স্ফায়িতঞ্চীত্যাদিনা রক্। যজাদিত্বাৎ সম্প্রসারণং। চিকেতৎ। কিত জ্ঞানে। জোহোত্যাদিকঃ লেট্যডাগমঃ। বহুলং ছন্দসীতি বক্তব্যং। পা০ ৭.৩.৮৭.২ ইতি বচনাদভ্যস্তস্যাচি পিতীতি লঘূপধগুণপ্রতিষেধাভাবঃ। অভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। ঋণ্বন্। ইবিরিবিধিবিগত্যর্থাঃ। ইদিত্বান্নুম্। ছান্দসো লঙ। ব্যত্যয়েন রেফস্য সম্প্রসারণং। যদ্বা ঋণু গতৌ। তনোত্যাদিঃ॥ (১ম—৬৯সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য পঞ্চমে ত্রয়োদশো বর্গঃ॥ ১.৫.১৩॥

* * *

পঞ্চম (৭৮৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যাদি পাঠ করিলে জ্বলন্ত অগ্নি সম্বন্ধে মন্ত্রটী প্রযুক্ত বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়। কিন্তু তাহার মধ্যে 'উস্রঃ সংজ্ঞাতরূপঃ' পদদ্বয়ের অর্থ উপলক্ষে ভাবের একটু অসঙ্গতি থাকিয়া যায়। 'অস্মৈ চিকেতৎ' পদদ্বয় উপলক্ষেও সে অসঙ্গতির পরিবৃদ্ধি দেখি। অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে পারেন; আকাশে তাঁহার শিখা বিস্তৃত হইতে পারে; সূর্য্যের তুল্য জ্যোতির্ম্ময় বলিয়াও জ্বলন্ত অগ্নিকে বিশেষিত করিতে পারি; কিন্তু তিনি আদিকারণ, তিনি 'আমাদিগকে জ্ঞাত হউন,'—এবম্বিধ উক্তির সার্থকতা রক্ষা করা যায় না।

ফলতঃ এখানে জ্ঞানদেবতার (জ্ঞানের) প্রভাবের বিষয়ই পরিকীর্ত্তিত

(ইদং) এই স্তুতিরূপ স্তোত্রকে 'চিকেতৎ' অবগত হউন। আর, সেই রশ্মিসমূহ 'স্বনা' আপনার দ্বারাই স্বয়ংই 'বহন্তঃ' হবির্ব্বহন করিয়া 'দুরঃ' যজ্ঞগৃহের দ্বারসমূহকে 'ব্যৃণ্বন্' বিশেষ প্রকারে গমন করে, ব্যাপ্ত হয়—ইহাই ভাবার্থ। তদনন্তর 'দৃশীকে' দর্শনীয় 'স্বঃ' নভোমণ্ডলে 'বিশ্বে' সকল সেই রশ্মিসমূহ 'নবন্ত' গমন করে ('নবতিঃ' পদে গতিকর্ম্ম বুঝায়) অর্থাৎ দেবগণকে প্রাপ্ত হয়।

উস্রঃ। নিবাসার্থক বস ধাতু। 'স্ফায়িতঞ্চি' ইত্যাদি সূত্রে রক্ প্রত্যয়। যজাদিত্বহেতু সম্প্রসারণ। চিকেতৎ। জ্ঞানার্থক কিত ধাতু। জোহোত্যাদিক। লেটে অট্ আগম। 'বহুলং ছন্দসি বক্তব্যং' ইত্যাদি বচন-হেতু (পা০ ৭.৩.৮৭।২) অভ্যস্তের 'অভ্যস্তস্যাচি পিতি' ইত্যাদি সূত্রে লঘুপধগুণের প্রতিষেধের অভাব। 'অভ্যস্তানামাদিঃ' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। ঋণ্বন্। ইবিরিবিধিবি ধাতুসমূহ গত্যর্থক। ইদিত্ব-হেতু নুং। ছান্দসে লঙ্। ব্যত্যয়ের দ্বারা রেফের সম্প্রসারণ। অথবা ঋণু ধাতু গত্যর্থক। তনাদিগণীয়। (১ম—৬৯সূ—৫ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ে ত্রয়োদশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৫।১৩॥

আছে। প্রথম চরণের কয়েকটী পদে সেই দেবতার মাহাত্ম্য প্রকাশ-পূর্ব্বক তাঁহার নিকট অভিমত-ফল-প্রাপ্তির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। সূর্য্য যেমন অন্ধকার-নাশক, সকল বস্তুর প্রকাশক, জ্ঞান সেইরূপ অজ্ঞানতা-রূপ অন্ধকারের বিনাশক এবং সত্য-তত্ত্বের প্রকাশক। 'উষঃ ন জারঃ' উপমায় এই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। জ্ঞানই যে স্বপ্রকাশে লোকপ্রকাশক অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারাই যে সংসারের সকল সম্বন্ধতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, 'বিভাবা' পদে তাহাই বুঝিতে পারি। জ্ঞান যে আশ্রয়-দাতা অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপক, 'উস্রঃ' পদ তাহাই খ্যাপন করিতেছে। স্বরূপ-জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান যে জ্ঞানের দ্বারাই লাভ হয়, 'সংজ্ঞাতরূপঃ' পদে তাহাই ব্যক্ত হইতেছে। তিনি আমাদিগকে অভিমত ফল প্রদান করুন অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফলের অধিকারী করুন,—'অস্মৈ চিকেতৎ' পদ-দ্বয়ে এইরূপ প্রার্থনার ভাব প্রাপ্ত হই। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম চরণে জ্ঞানের অধিকারী হইয়া পরমপদ লাভের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে, বিভিন্ন ভাবে প্রকটিত, বিভিন্ন কর্ম্মে নিয়োজিত, জ্ঞানের রশ্মিসমূহ আমাতে সমাবিষ্ট হউক অর্থাৎ আমার বিভিন্ন কর্ম্মে জ্ঞানরশ্মিসমূহ বিভিন্ন ভাবে পরিব্যক্ত হউক,—এইরূপ কামনাই প্রকাশমান্ দেখি। এই অংশের কর্তৃপদ অধ্যাহার করিয়া আনার প্রয়োজন হয়। ভাষ্যাদিতে অগ্নির রশ্মিসমূহ পরিকল্পনা করা হইয়াছে। আমরা জ্ঞানদেবতার রশ্মিসমূহকে অর্থাৎ বিভিন্ন কর্ম্মে জ্ঞানের প্রভাবসমূহকে লক্ষ্য করিয়াছি। সেই জ্ঞানরশ্মিসমূহ কি প্রকার, তাহাদিগের দ্বারা আমাদিগের কি কার্য্য সম্পাদিত হইবে, মন্ত্রাংশে তাহাই প্রকটিত দেখি। মন্ত্রে যে 'বহন্তঃ' পদ আছে, তাহার ভাব এই যে,—জ্ঞানই সৎকর্ম্মসমূহকে সংসারে বহন করিয়া আনেন, অর্থাৎ জ্ঞানের সাহায্যে আমরা সৎকর্ম্ম-শীল হই। তেমন যে জ্ঞানকিরণসমূহ, তদ্দ্বারা আমাদিগের জন্য স্বর্গের দ্বারসকল উদ্ঘাটিত হউক;—"স্বঃ দুরঃ ব্যৃণ্বন্" বাক্যাংশ এই তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে; আর ইহলোকে অর্থাৎ প্রতি হৃদয়ে জ্ঞানপ্রভাব-সমূহ উদ্ভাসিত হউক, আমরা প্রত্যেকে জ্ঞানের অধিকারী হই,—দৃশীকে বিশ্বে নবন্ত' পদত্রয়ে এই ভাব প্রকাশমান্। (১ম—৬৯সূ—৫ঋ)॥

ঔ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশোঽনুবাকঃ। সপ্ততিতমং সূক্তং।

প্রথমোঽষ্টকঃ। পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ। চতুর্দ্দশো বর্গঃ।

সপ্ততিতমং সূক্তং।

এই সূক্তেরও ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতা—পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূক্তের অনুরূপ। যে দেবতার উদ্দেশে এই সূক্ত প্রযুক্ত, সেই দেবতার স্বরূপ সম্বন্ধে ব্যাখ্যাদিতে নানারূপ সংশয়-সন্দেহ উপস্থিত করে।

এই সূক্তে ছয়টী মন্ত্র আছে। তাহাতে এগারটী পদ দৃষ্ট হয়। ঐ সকল পদের প্রচলিত অর্থে, অগ্নিকে একবার জলন্ত অনল বলিয়া মনে হয়, একবার বা ব্যক্তি-বিশেষ বলিয়া ধারণা জন্মে, কখনও বা ঐ দুইয়ের অতীত সামগ্রীর প্রতি লক্ষ্য আসে।

প্রথম মন্ত্রে অগ্নির যে পরিচয় পাই, তাহাতে জানিতে পারি, তিনি মনুষ্যের ও দেবতার সকল কার্য্য অবগত হইয়া সেই সকল কার্য্যের মধ্যে বিদ্যমান্ আছেন (বিশ্বানি অশ্যাঃ)। এখানে জলন্ত অগ্নির অতীত সামগ্রীর প্রতিই লক্ষ্য আসে। কিন্তু দ্বিতীয় মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত, তাহাতে জলন্ত অনলে হব্যপ্রদানের ভাব প্রখ্যাত দেখি। আবার চতুর্থ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় দেখি, তিনি দেবযজন-স্থানে উপবিষ্ট আছেন। ষষ্ঠ মন্ত্রে তাঁহাকে "ধানুকীর ন্যায় শূর, শত্রুর ন্যায় ভয়ঙ্কর এবং সংগ্রামে প্রজ্বলিত" এইরূপ বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে পরস্পর-বিভিন্ন-বিপরীত ভাব-প্রকাশক বহু পদাবলী দেখিতে পাই। প্রথম মন্ত্রের "বনেম পূর্ব্বীঃ" পদদ্বয়ের নানাপ্রকার অর্থ প্রকটিত দেখি। 'পূর্ব্বীঃ' পদ উপলক্ষে 'অন্ন' অর্থবোধক স্ত্রীলিঙ্গের 'ইষঃ' পদ অধ্যাহার করা হয়। তাহাতে ঐ দুই পদের অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—"আমরা প্রভূত অন্ন যাচ্ঞা করি।" এই বাক্যাংশেরই আবার ইংরাজী অনুবাদে অন্যরূপ অর্থ দেখি। তাহার মর্ম্ম,—'আমরা যেন পবিত্র চিন্তার অধিকারী হই।' তদনুসারে, 'অর্য্যঃ' পদে 'দীন-দরিদ্র' অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে; 'মনীষা' পদ "মনীষাঃ" মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে; "বনেম পূর্ব্বীরর্য্যো মনীষা" বাক্যাংশের অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—"May we, the poor, succeed in many (pious) thoughts." যাহা হউক, আমরা যে ভাবে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রার্থের ঔচিত্যানৌচিত্য নির্দ্ধারণ করিবেন—ইহাই আকাঙ্ক্ষা।

সপ্ততিতমসূক্তানুক্রমণিকা।

বনেমেতি দ্বৈপদমেকাদশর্চমধ্যয়নতঃ ষড়ৃচং ষষ্ঠং সূক্তং। ঋষ্যাদ্যাঃ পূর্ব্ববৎ। অনুক্রান্তং চ—বনেমৈকাদশেতি। বিনিয়োগো লৈঙ্গিকঃ॥

* * *

প্রথমমণ্ডলস্য দ্বাদশানুবাকে সপ্ততিতমং সূক্তং। ঋষ্যাদ্যাঃ পূর্ব্ববৎ।

* * *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্ততিতমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

বনেম পূর্ব্বীরর্য্যো মনীষা অগ্নিঃ

সুশোকো বিশ্বান্যশ্যাঃ।

আ দৈব্যানি ব্রতা চিকিত্বানা মানুষস্য

জনস্য জন্ম॥ ১॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

বনেম। পূর্ব্বীঃ। অর্য্যঃ। মনীষা। অগ্নিঃ।

সুঃশোকঃ। বিশ্বানি। অশ্যাঃ।

আ। দৈব্যানি। ব্রতা। চিকিত্বান্। আ। মানুষস্য।

জনস্য। জন্ম॥ ১॥

সপ্ততিতমসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'বনেম' ইত্যাদি দ্বৈপদ একাদশটি ঋক্‌বিশিষ্ট, অধ্যয়নতঃ ছয়টী ঋক্‌বিশিষ্ট ষষ্ঠ সূক্ত (অনুবাকের)। ঋষি প্রভৃতি পূর্ব্ববৎ। এতদ্বিষয়ে এইরূপ অনুক্রান্ত আছে;—'বনেমৈকাদশেতি।' বিনিয়োগ লৌকিক।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মনীষা অর্য্যঃ' (সদ্বুদ্ধ্যা প্রাপ্তব্যঃ, যদ্বা—বুদ্ধেঃ স্বামী) 'সুশোকঃ' (জ্যোতিষ্মান্) যঃ 'অগ্নিঃ' (যো জ্ঞানদেবঃ) 'মানুষস্য' (মনুষ্যোচিতস্য) 'দৈব্যানি' (দেবসম্বন্ধীনি, সত্ত্বোৎপাদকানি) 'বিশ্বানি' (সর্ব্বাণি, যাবতীয়ানি) 'ব্রতা' (ব্রতানি, কর্ম্মাণি, অনুষ্ঠানানি) 'আ চিকিত্বান্' (সমন্তাৎ জানন্) 'জনস্য' (জননধর্ম্মপরস্য মনুষ্যস্য) 'জন্ম' (উৎপত্তিরূপং কর্ম্ম) 'অশ্যাঃ' (ব্যাপ্নোতি, যদ্বা—জীবজন্মস্য নিবৃত্তিং পরিবৃদ্ধিং বা বিধায়তি ইতি ভাবঃ); 'পূর্ব্বীঃ' (আদৌ) 'বনেম' (সম্ভজেমহি—বয়ং তং জ্ঞানদেবং ইতি শেষঃ)। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানস্য তারতম্যানুসারেণৈব মনুষ্যাণাং জন্মো মোক্ষো বা সঞ্জায়তে; উপাসকোঽত্র সম্যগ্জ্ঞানলাভায় উদ্বুদ্ধো ভবতি॥ (১ম—৭০সূ—১ঋ)॥

* * *

অথবা,

'মনীষা' (সদ্বুদ্ধ্যা) 'অর্য্যঃ' (প্রাপ্তব্যঃ) যদ্বা 'মনীষয়া অর্য্যঃ' (বুদ্ধিস্বামী বা বুদ্ধিসাক্ষী) 'সুশোকঃ' (শোভনদীপ্তিঃ, জ্যোতিষ্মান্) 'অগ্নিঃ' (যো জ্ঞানদেবঃ) 'দৈব্যানি' (দেবেষু ভবানি) 'ব্রতা' (ব্রতানি, কর্ম্মাণি, দেবকর্ম্মাণীতি যাবৎ) 'আ' (সমন্তাৎ) 'চিকিত্বান্' (জানন্) তথা 'মনুষ্যস্য জনস্য' (মনুষ্যলোকস্য) 'জন্ম' (উৎপত্তিরূপং কর্ম্ম—অবগচ্ছন্ ইতি শেষঃ) 'বিশ্বানি' (সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি) 'অশ্যাঃ' (অশ্নুতে, ব্যাপ্নোতি), তমগ্নিং 'পূর্ব্বীঃ' (প্রভূতাঃ) 'বনেম' (সংভজেমহি)। যোঽগ্নিঃ স্তাবাপৃথিব্যোঃ সম্বন্ধীনি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি অবগচ্ছন্ ব্যাপ্নোতি হি সর্ব্বাণি জগতি তং বয়ং ভজেম ইতি ভাবঃ। (১ম—৭০সূ—১ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সদ্বুদ্ধির দ্বারা প্রাপ্তব্য অথবা বুদ্ধির অধিস্বামী, জ্যোতিষ্মান্ যে জ্ঞানদেবতা, মনুষ্যোচিত দেবসম্বন্ধীয় অর্থাৎ সত্ত্বোৎপাদক যাবতীয় কর্ম্ম-সমূহকে সর্ব্বতোভাবে জানিয়া, মনুষ্যের উৎপত্তি-রূপ কর্ম্মকে ব্যাপিয়া থাকেন; অর্থাৎ,—জীব-জন্মের নিবৃত্তিকে বা পরিবৃদ্ধিকে বিহিত করেন; আমরা প্রথমে সেই জ্ঞানদেবতাকে সম্ভজনা করিতেছি। (ভাব এই যে,—জ্ঞানের তারতম্য অনুসারেই মনুষ্যগণের জন্ম বা মোক্ষ লাভ হয়; এখানে উপাসক সম্যক্ জ্ঞান-প্রাপ্তির জন্য উদ্বুদ্ধ হইতেছেন।)॥ (১ম—৭০সূ—১ঋ)।

* * *

অথবা,

সদ্বুদ্ধির দ্বারা প্রাপ্তব্য অথবা বুদ্ধির স্বামী বা সাক্ষিস্বরূপ, দীপ্তিমান্ বা জ্যোতির্ম্ময়, যে জ্ঞানদেব, দেবলোকের সমস্ত কর্ম্ম পরিজ্ঞাত

হইয়া ও মনুষ্যলোকের উৎপত্তিরূপ কর্ম্ম অবগত থাকিয়া, নিখিল কর্ম্মে পরিব্যাপ্ত আছেন, সেই জ্ঞানদেবকে আমরা প্রভূত ভজনা করি। (ভাব এই যে,—যে জ্ঞানাগ্নি স্বর্গলোকের ও মনুষ্যলোকের যাবতীয় কর্ম্ম অবগত থাকিয়া, সমস্ত জগৎকে ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহাকে আমরা ভজনা করি।)॥ (১ম-৭৯সূ—১ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

পূর্ব্বীঃ প্রভূতা ইষোঽন্নানি বনেম। সম্ভজেমহি। অগ্নিস্তাদৃশান্যন্নানি দদাত্বিত্যর্থঃ। মনীষা। মনীষয়া বুদ্ধ্যার্য্যো গন্তব্যঃ প্রাপ্তব্যঃ। যদ্বা মনীষয়ার্য্যঃ স্বামী। সুশোকঃ শোভনদীপ্তিঃ এবম্ভূতোঽগ্নির্বিশ্বানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণ্যশ্যাঃ। অশ্নুতে ব্যাপ্নোতি। কিং কুর্ব্বন্। দৈব্যানি দেবেষু ভবানি ব্রতা ব্রতানি কর্ম্মাণি চিকিত্বান্ আ। সমস্তাজ্জানন্। তথা মানুষস্য জনস্য মনুষ্যজাতস্য জন্মোৎপত্তিরূপং কর্ম্ম চিকিত্বান্। আভিমুখ্যেন জানন্। দ্যাবাপৃথিব্যোঃ সম্বন্ধীনি যানি কর্ম্মাণি তানি সর্ব্বাণ্যবগচ্ছন্ অবগত্য ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ॥

বনেম। বন ষণ সম্ভক্তৌ। শপি প্রাপ্তে ব্যত্যয়েন শঃ। অনুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে বিকরণস্বরঃ শিষ্যতে। পূর্ব্বীঃ। পুরুশব্দাদ্বোতো গুণবচনাদিতি ঙীষ্। হলি চেতি দীর্ঘঃ। মনীষা। ঈষা অক্ষাদিত্বাৎ প্রকৃতিভাবঃ। সুশোকঃ। শুচ্ দীপ্তৌ। ভাবে ঘঞ্। চজোঃ কু ঘিণ্যতোরিতি কুত্বং। শোভনঃ শোকো যস্য। আদ্যুদাত্তং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'পূর্ব্বীঃ' প্রভূত ইষ অর্থাৎ অন্নসমূহকে 'বনেম' সম্ভজনা করি; অগ্নি তাদৃশ অন্নসমূহকে প্রদান করুন—ইহাই ভাবার্থ। 'মনীষা' মনীষার দ্বারা অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা 'অর্য্যঃ' গন্তব্য প্রাপ্তব্য অথবা মনীষার দ্বারা 'অর্য্য' স্বামী 'সুশোকং' শোভনদীপ্তি, এবম্ভূত 'অগ্নিঃ' (অগ্নিদেব) 'বিশ্বানি' সকল কর্ম্মসমূহকে 'অশ্যাঃ' ব্যাপ্ত করেন। কি করিয়া? 'দৈব্যানি' দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন 'ব্রতা' ব্রতসমূহ কর্ম্মসমূহ 'চিকিত্বান্ আ' সর্ব্বতোভাবে অবগত হইয়া আর 'মনুষস্য' লোকের অর্থাৎ মনুষ্যজাতের 'জন্ম' উৎপত্তিরূপ কর্ম্ম 'চিকিত্বান্' আভিমুখ্যের দ্বারা জানিয়া দ্যাবাপৃথিবী সম্বন্ধীয় যে সকল কর্ম্ম তৎসমুদয়কে অবগত হইয়া অর্থাৎ জানিয়া ব্যাপ্ত হয়েন—ইহাই ভাবার্থ।

বনেম বনষণ ধাতু সম্ভক্তি-অর্থবোধক। 'শপি প্রাপ্তে' ব্যত্যয়ের দ্বারা শঃ; এবং অত্মনেপদ। অনুপদেশ হেতু 'লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্ব' বিকরণস্বর অবশিষ্ট আছে। পূর্ব্বীঃ। পুরু শব্দ-হেতু 'বোতো গুণবচনাৎ' ইত্যাদি সূত্রে ঙীষ। 'হলি চ' ইত্যাদি সূত্রে দীর্ঘ। মনীষা। ঈষা পদে অক্ষাদিত্ব হেতু প্রকৃতি-ভাব। সুশোকঃ। শুচ-ধাতু দীপ্তি অর্থ-বোধক। ভাবে ঘঞ্। 'চজোঃ কু ঘিণ্যতোঃ' ইত্যাদি সূত্রে কুত্ব। শোভন শোক

দ্ব্যচ_ ছন্দসীত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। অশ্যাঃ। দেবত্বা বিশ্বানশ্যা ইতিবৎ। চিকিত্বান্। কিত জ্ঞানে। লিটঃ কসুঃ॥ (১ম—৭০—১ঋ)॥

* * *

প্রথম (৭৮৮) ঋকের বিশদার্থ।

—— ০ ——

দুই প্রকার অন্বয়ে এই ঋকের আমরা দ্বিবিধ অর্থ নিষ্পন্ন করিলাম। তবে ভাব-পক্ষে দুই অর্থই অভিন্ন।

'অগ্নিঃ' পদে যে জ্ঞানদেবতার প্রতি লক্ষ্য আসে, দ্বিবিধ ব্যাখ্যাতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। তবে ঐ ভাবে ব্যাখ্যার পদ্ধতির যে একটু পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে, 'অশ্যাঃ' ক্রিয়া-পদটাকে তাঁহার মূলীভূত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সেই জ্ঞানদেবতা, মানুষের কর্ম্মসমূহ জানিয়া এবং তাহাদিগের উৎপত্তির মূলীভূত কর্ম্মসমূহের বিষয় অবগত হইয়া, সকল কর্ম্মে পরিব্যাপ্ত হয়েন,—মন্ত্রার্থে এই এক ভাব আমরা গ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্রের আর এক ভাব আমরা গ্রহণ করি এই যে,—তিনি মনুষ্যের সত্ত্বভাবোৎপাদক কর্ম্মসমূহকে জানিয়া, মনুষ্যের উৎপত্তি-রূপ কর্ম্মকে ব্যাপিয়া থাকেন; অর্থাৎ, যাহার যেমন কর্ম্ম, তাহাকে তিনি সেই ভাবের অবস্থা প্রদান করেন।

এখানে বিশ্লেষণে দুই প্রকার কর্ম্মের বিষয় লক্ষ্য করা যাইতেছে। এক প্রকার কর্ম্ম—মানুষের সত্ত্বভাবোৎপাদক কর্ম্ম—"মানুষস্য দৈব্যানি ব্রতা" অভিধায়ে অভিহিত হইয়াছে; আর এক প্রকার কর্ম্ম—'জনস্য জন্ম' অর্থাৎ মনুষ্যের উৎপত্তি-রূপ কর্ম্ম-পর্য্যায়ের অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে। এক প্রকার কর্ম্মকে মোক্ষপ্রাপক নিষ্কাম-কর্ম্ম অভিধায়ে অভিহিত করিতে পারি; আর অন্যপ্রকার কর্ম্মকে স্বর্গাপবর্গমূলক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। শ্রী-ভগবদ্গীতায় কর্ম্ম অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম—কর্ম্মের এই ত্রিবিধ পর্য্যায় দেখা যায়। সেই তিন এখানে এই দুইয়েরই

যাহার এই বাক্যে ঐ পদে নিষ্পন্ন। আদ্যুদাত্ত। 'দ্ব্যচ ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে উত্তর পদে উদাত্তত্ব। অশ্যাঃ। 'দেবত্বা বিশ্বান্যশ্যাঃ' ইত্যাদি বৎ। চিকিত্বান্। জ্ঞানার্থক কিত ধাতু। লিটে কসুঃ প্রত্যয়। (১ম—৭০স্—১ঋ)॥

* * *

অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বুঝিতে পারি। এখানে বলা হইয়াছে,—দুই প্রকার কর্ম্মের মধ্যেই জ্ঞানদেবতা ব্যাপিয়া আছেন; অথবা, উৎপত্তি মূল কর্ম্মকে তিনি ব্যাপিয়া থাকেন। তাহার মর্ম্ম কি? প্রথম কর্ম্মে—প্রকৃষ্ট জ্ঞান সংসূচিত হয়; দ্বিতীয় প্রকার কর্ম্মে—সাধারণ জ্ঞান সংশ্লিষ্ট বুঝি। প্রথম প্রকার জ্ঞান হইতে জন্মবৃত্তিমূলক মোক্ষপ্রাপক অবস্থা সঞ্জাত হয়; দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান হইতে উচ্চাবচ স্তরগত জন্মগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে জ্ঞানদেবতার এই দ্বিবিধ মহিমার বিষয়ই প্রখ্যাত রহিয়াছে বুঝিতে পারি। মানুষ যে ভাবে যাদৃশ জ্ঞানের অধিকারী হইবে, সেই ভাবেই সে তাদৃশ অবস্থায় আসিবে। এই দৃষ্টিতেই আমরা, জ্ঞানদেবতা যে জীব-জন্মের নিবৃত্তিকে ও পরিবৃদ্ধিকে বিহিত করেন, তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছি।

জ্ঞানই মানুষকে কর্ম্মাকর্ম্ম বুঝাইয়া দেয়। মানুষ যখন বুঝিতে পারে—জ্ঞানের তারতম্যানুসারেই দুই রূপ অবস্থায় উপনীত হইতে হয়; তখনই তাহারা সম্যগ্‌রূপে জ্ঞানের ভজনায় প্রবৃত্ত হয়, -পূর্ণজ্ঞান লাভের জন্য তাহাদিগের প্রাণে একটা উদ্বোধনা আসে। এই মন্ত্রে আমরা সেই উদ্বোধনার ভাব দেখিতে পাই। জ্ঞানান্বেষী সাধক যখন বুঝিতে পারিলেন যে,—জ্ঞানসম্বন্ধযুত কর্ম্মই দুই প্রকারের আছে; তাহার একবিধ কর্ম্মে "জনস্য জন্ম" অর্থাৎ জন্মগতি লাভ হয়; আর অন্যবিধ কর্ম্মে "মানুষস্য দৈব্যানি ব্রতা" অর্থাৎ সত্ত্বোৎপাদক অনুষ্ঠানসমূহের দ্বারা জন্মগতি রোধ হয়; তখনই তিনি জ্ঞানদেবতার সম্যগ্‌ ভজনায় অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞান লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। 'পূর্ব্বীঃ বনেম' পদদ্বয়ে সেই ব্যাকুলতাই প্রকাশ পাইয়াছে। 'বনেম' ক্রিয়াপদের 'সম্ভজেমহি' প্রতিবাক্যকেও সেই সিদ্ধান্তেই সহায়ক বলিয়া মনে করিতে পারি। 'অশ্যাঃ' পদে জ্ঞানের পরিব্যাপ্তি পূর্ণজ্ঞানোদয়ে মুক্তি অর্থই সংসূচিত হয়। এইরূপে বুঝা যায়,—মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনা-মূলক। সদ্বুদ্ধির দ্বারা প্রাপ্য জ্যোতির্ম্ময় যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান পূর্ণরূপে হৃদয়ে প্রতিভাত হউক,—জন্মজরামরণের পাশ ছিন্ন করিয়া দিউক—ইহাই এখানকার আকাঙ্ক্ষার মর্ম্ম। (১ম—৭০সূ—১ঋ)।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং : সপ্ততিতমং-সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

গর্ভো যো অপাং গর্ভো বনানাং গর্ভশ্চ

স্থাতাং গর্ভশ্চরথাং।

অদ্রৌ চিদস্মা অন্তর্দুরোণে বিশাং ন বিশ্বো

অমৃতঃ স্বাধীঃ ॥ ২ ॥

* . *

পদ-বিশ্লেষণং।

গর্ভঃ। যঃ। অপাং। গর্ভঃ। বনানাং। গর্ভঃ। চ।

স্থাতাং। গর্ভঃ। চরথাং।

অদ্রৌ। চিৎ। অস্মৈ। অন্তঃ। দুরোণে। বিশ্বাং। ন। বিশ্বঃ।

অমৃতঃ। সুঽআধীঃ ॥ ২ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (যো দেবঃ) 'অপাং' (শুদ্ধসত্ত্বানাং) 'গর্ভঃ' (উৎপত্তিনিলয়ঃ) তথা যঃ 'বনানাং (অরণ্যসদৃশানাং হৃদাং, অসদ্বৃত্তীনাং ইতি ভাবঃ) 'গর্ভঃ' (উৎপত্তিনিলয়ঃ) তথা য 'স্থাতাং' (স্থাবরাণাং) 'গর্ভঃ' (উৎপত্তিনিলয়ঃ) 'চ' (এবং) 'চরথাং' (জঙ্গমানাং) 'গর্ভঃ (উৎপত্তিনিলয়ঃ) 'অস্মৈ' (এবম্ভূতায় দেবায়) পূজাং অর্পয়ামঃ ইতি শেষঃ ; জ্ঞানদেব সদসৎসর্ব্বভূতে ক্রিয়াশীলঃ, তদ্বিদিত্বা বয়ং কর্ম্মপরায়ণো ভবাম—ইতি ভাবঃ ; স দেবঃ 'অদ্রৌ চিৎ দুরোণে' (পাষাণবৎ কঠোরেঽপি হৃদয়ে) 'অন্তঃ' (মধ্যগতঃ, অন্তঃসলিলবৎ প্রবাহিত

অন্তঃসংজ্ঞঃ ইতি ভাবঃ); স দেবঃ 'বিশাং ন বিশ্বঃ' (প্রজাপালকো নৃপবৎ রক্ষণশীলঃ), স দেবঃ 'অমৃতঃ' (অমরত্বপ্রদায়কঃ) 'স্বাধীঃ' (সুকর্ম্মপ্রাপকঃ চ); স জ্ঞানদেবঃ পাপিনাং হৃদি বর্ত্তমান সন তান্ সৎকর্ম্মণি উদ্বুদ্ধ করোতি—ইতি ভাবঃ। (১ম—৭০সূ—২ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে দেবতা শুদ্ধসত্ত্বনিবহের উৎপত্তি-স্থান; যিনি অরণ্যসদৃশ হৃদয়সমূহের অর্থাৎ অসদ্বৃত্তিনিবহের উৎপত্তিস্থান; যিনি স্থাবরসমূহের ও জঙ্গমসমূহের উৎপত্তিস্থান; সেই দেবতাকে আমরা পূজা অর্পণ করিতেছি; (ভাব এই যে,—জ্ঞানদেবতা সদসৎ সর্ব্বভূতে ক্রিয়াশীল, তাহা বুঝিয়া আমরা যেন কর্ম্মপর হই); সেই দেবতা পাষাণবৎ কঠোর হৃদয়েও অন্তঃসলিলবৎ প্রবাহিত আছেন; তিনি প্রজাপালক নৃপতির ন্যায় রক্ষণশীল; তিনি অমরত্বপ্রদায়ক ও সুকর্ম্মপ্রাপক। (ভাব এই যে,—সেই জ্ঞানদেবতা পাপিগণের হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া তাহাকে সৎকর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন।)॥ (১ম—৭০সূ—২ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

যোঽগ্নিরপাং গর্ভো গর্ভবদন্তর্ব্বর্ত্তী। অপাংনপাৎসংজ্ঞঃ যশ্চ বনানামরণ্যানাং গর্ভঃ দাবাগ্নিরূপেণ তন্মধ্যে বর্ত্ততে যশ্চ স্থাতাং স্থাবরাণাং কাষ্ঠাদীনাং গর্ভোঽন্তরবস্থাতা। চরথাং চরণবতাং জঙ্গমানাং গর্ভো জঠররূপেণ দেহমধ্যেঽবতিষ্ঠতে। এবম্ভূতায়াস্মা অগ্নয়ে দুরোণে দুস্তর্য্যগৃহেঽদ্রৌ চিৎ পর্ব্বতেঽপ্যন্তর্ম্মধ্যে হবিঃ প্রযচ্ছন্তীতি শেষঃ। সোঽয়মমৃতোঽমরণধর্ম্মোঽগ্নিঃ স্বাধীঃ শোভনকর্ম্মযুক্তঃ শোভনধ্যানো বা। অস্মাকং ভবতীতি শেষঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। বিশ্বো নিবেশয়িতা সুখেনাবস্থাপয়িতা রাজা বিশাং ন। প্রজানাং যথা রক্ষণরূপশোভনকর্ম্মযুক্তো ভবতি তদ্বৎ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'যঃ' যে অগ্নি 'অপাং গর্ভঃ' গর্ভবদন্তর্ব্বর্ত্তী অপাং নপাৎ সংজ্ঞকঃ; আর যে (অগ্নি) 'বনানাং' অরণ্যসমূহের 'গর্ভঃ' দাবাগ্নিরূপে তন্মধ্যে বিদ্যমান্ থাকেন; আর যে (অগ্নি) 'স্থাতাং' স্থাবরসমূহের অর্থাৎ কাষ্ঠাদির 'গর্ভঃ' অন্তরস্থ এবং 'চরথাং' চরণবিশিষ্ট জঙ্গমসমূহের 'গর্ভঃ' জঠররূপে দেহ মধ্যে বিদ্যমান্ আছেন; এবম্ভূত সেই 'অগ্নিকে 'দুরোণে' দুস্তর যজ্ঞগৃহে 'অদ্রৌ চিৎ' পর্ব্বতেও 'অন্তঃ' মধ্যে হবিঃ প্রদান করে—ইহাই ভাব। সেই এই 'অমৃতঃ' অমরণধর্ম্মী অগ্নি 'স্বাধীঃ' শোভনকর্ম্মযুক্ত বা শোভনধ্যানযুক্ত আমাদিগের হউন—ইহাই ভাবার্থ। এতদ্বিষয়ে দৃষ্টান্তঃ—'বিশ্বঃ' নিবাসয়িতা সুখে অবস্থাপয়িতা রাজা 'বিশাং ন' যেমন প্রজাদিগের রক্ষণরূপ শোভনকর্ম্মযুক্ত হয়েন, [illegible]

স্থাতাং। তিষ্ঠতেঃ ক্বিপি ছান্দসস্তুক্। যদ্বা ঔণাদিকস্তুপ্রত্যয়ঃ। আমন্ত্যালোপশ্ছান্দসঃ। চরথাং। শীঙ্শপিরুগমি। উ০ ৩।১১২। ইতি বিধীয়মানোঽথপ্রত্যয়ো বহুলবচনাচ্চরেরপি দ্রষ্টব্যঃ। আগমানুশাসনস্যানিত্যত্বাদামো নুডভাবে সবর্ণদীর্ঘঃ। বিশ্বঃ। বিশ প্রবেশনে। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাদশূপ্রুষীত্যাদিনা কন্প্রত্যয়ঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং ॥ ২ ॥

দ্বিতীয় (৭৮৯) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের একটী বিশেষত্ব এই যে, ইহার মধ্যে কোনও কর্তৃপদ বা ক্রিয়া-পদ নাই; অপিচ, যাঁহার সম্বন্ধে এই মন্ত্রটী প্রযুক্ত, তাঁহাকে কয়েকটী বস্তুর 'গর্ভঃ' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি—'অপাং গর্ভঃ'; তিনি—'বনানাং গর্ভঃ'; তিনি—'স্থাতাং গর্ভঃ;' তিনি—'চরথাং গর্ভঃ।' এইরূপে, তাঁহার পরিচয় উপলক্ষে, সাধারণ-প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে, তাঁহাকে জলের গর্ভ বা অন্তর্ব্বর্ত্তী অগ্নি, বনের গর্ভ বা দাবাগ্নি এবং স্থাবরগণের অভ্যন্তরস্থিত ও জঙ্গমগণের মধ্যে জাঠররূপে বিদ্যমান অগ্নি—প্রভৃতি নানা আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে, একই অন্বয়-মধ্যে 'দুরোণে' 'অদ্রৌ' ও 'চিৎ' পদত্রয় পরিগ্রহণ-পূর্ব্বক, নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—যজ্ঞগৃহে ও পর্ব্বতে মানুষ হবিরর্পণ করিয়া থাকেন। তদুপলক্ষে মনুষ্যগণ (লোকাঃ) হবিরর্পণ করেন (হবিঃ প্রযচ্ছন্তি) ইত্যাদি বাক্য অধ্যাহার করা হয়। তাহাতে মন্ত্রের ঐ অংশের 'গর্ভঃ' হইতে 'দুরোণে' পর্য্যন্ত পদগুলিতে ভাবার্থ প্রকাশ পায়,—'যে অগ্নি জলের মধ্যে আছেন, অরণ্যের মধ্যে আছেন, স্থাবর জঙ্গমের মধ্যে আছেন, সেই অগ্নিকে লোকে যজ্ঞগৃহে বা পর্ব্বতে হবির্দ্দান করিয়া থাকেন।' পরবর্ত্তী অংশের ব্যাখ্যায়ও সেই নিদর্শন প্রাপ্ত হই। উপসংহারে একটী উপমায় ভাব আসে এই যে,—রাজা যেমন প্রজাকে

স্থাতাং। স্থা-ধাতু কিপে ছান্দসে তুক্। অথবা ঔণাদিক তু-প্রত্যয়। ছান্দস-হেতু আমন্ত লোপ। চরথাং। 'শীঙ্শপিরুগমি' (উ০ ৩।১১২) ইত্যাদিতে বিধীয়মান অথ-প্রত্যয়। বহুল-বচন-হেতু 'চরেরপি' দ্রষ্টব্য। আগমানুশাসনের অনিত্যত্ব-হেতু আমের নুটের অভাবে সবর্ণের দীর্ঘ। বিশ্বঃ। প্রবেশার্থক বিশ ধাতু। তাহাতে অন্তর্ভাবিত ণ্যর্থ-হেতু 'অশূপ্রুষি' ইত্যাদি নিয়মে কন্-প্রত্যয়। নিত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। (১ম—৭০সূ-২ঋ)॥

পালন করেন, অগ্নিও সেইরূপ লোককে পালন করিয়া থাকেন। এই অর্থ ই সর্ব্বত্র প্রচলিত। এই ভাবেই মন্ত্রার্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

কিন্তু আমাদিগের অর্থে সম্পূর্ণ ভিন্নভাব প্রকাশ পাইতেছে। আমরা বলি—মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। কর্ত্তৃপদ 'বয়ং' এবং ক্রিয়াপদ 'সমর্পয়ামঃ'—এ ক্ষেত্রে অধ্যাহার করা আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছি। 'অপাং' 'বনানাং' প্রভৃতি পদের যে অর্থ আমরা পূর্ব্বাপর গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, এখানেও সেই অর্থেরই সঙ্গতি দেখিতেছি। যাঁহার উদ্দেশে মন্ত্রটী প্রযুক্ত, 'জ্ঞানদেবতা' ভিন্ন তাঁহাকে অন্য কিছু মনে করা যায় না। জ্ঞানই সত্ত্ব-ভাবসমূহের (অপাং) উৎপত্তি-স্থান (গর্ভঃ); জ্ঞানই অরণ্য-সদৃশ হৃদয়ে অর্থাৎ অসদ্বৃত্তিসমূহের (বনানাং) উৎপাদক (গর্ভঃ);—কেন-না, জ্ঞান যখন কুপথ অবলম্বন করে, তখনই অসদ্বৃত্তিসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ, জ্ঞানই আবার স্থাবর-জঙ্গম-সমূহের উৎপত্তির নিদান ;—কেন-না, জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে জীব বিভিন্ন গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে (স্থাতাং চরথাং গর্ভঃ)। এইখানে জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের বা স্তর-পর্য্যায়ের বিষয় অনুধাবন করা আবশ্যক। নির্ম্মল পূর্ণজ্ঞান—জন্ম-জরা-মৃত্যুর বিনাশ-সাধক—মোক্ষ-প্রদায়ক। এই জ্ঞানেরই আবার তারতম্যানুসারে বিভিন্ন কর্ম্মের দ্বারা জীব বিভিন্ন প্রকার গতি প্রাপ্ত হয়। স্বর্গাপবর্গ-লাভ অথবা বিভিন্ন যোনিতে পরিভ্রমণ—এমন কি উদ্ভিদাদির দেহ পরিগ্রহণ—সকলই জ্ঞানের তারতম্যানুসারে সংসাধিত হয়। সেই যে জ্ঞান—জীবের বিভিন্ন প্রকার অবস্থার মূলীভূত সেই যে দেবতা—তাঁহাকে আমরা পূজা অর্পণ করিতেছি বা অর্চ্চনা করিতেছি (বয়ং পূজাং অর্পয়ামঃ অর্চ্চয়ামঃ বা)। এইরূপ আত্মোদ্বোধনার ভাব, মন্ত্রের প্রথম পাদে, 'গর্ভঃ' হইতে 'চরথাং' পূর্ব্বোক্ত পদ-কয়েকটীতে, আমরা প্রাপ্ত হই। জ্ঞানদেবতার মাহাত্ম্য অনুধাবন-পূর্ব্বক পূর্ণরূপে তাঁহাকে পাইবার কামনাই মন্ত্রাংশে প্রকটিত।

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদটীর 'অদ্রৌ' হইতে 'স্বাধীঃ' পর্য্যন্ত পদ-কয়েকটীর মর্ম্মার্থ অনুধাবন করা যাউক। অর্থ পরিগ্রহণের সুবিধার জন্য, এই অংশকে আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। সেই দেবতা "অদ্রৌ চিৎ দুরোণে অস্তঃ" ; সেই দেবতা—"বিশাং ন বিশ্বঃ" ; আর সেই দেবতা—"অমৃতঃ স্বাধীঃ"। এই তিন অংশে জ্ঞানদেবতার বিবিধ

মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইয়াছে। পাষাণ হৃদয়ে, দুষ্কৃত পাপীর অন্তরে, সময় সময় জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইতে দেখি। পুরাণে, ইতিহাসে, উপাখ্যানে, কিম্বদন্তিতে —কত প্রকারে পাপীর উদ্ধার-কাহিনী প্রকটিত আছে! তাহাদিগের মধ্যে জ্ঞানাগ্নি সহসা প্রজ্বলিত হওয়াতেই—তাহাদের অবস্থান্তর ঘটিয়াছিল। অনল নির্ব্বাপিত-প্রায় ছিল! কি জানি কোন্ মাহেন্দ্র-ক্ষণে তাহাতে ইন্ধন-সংযোগ হয়! পরিশেষে বায়ুর সহকারিতায়, তাহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। "অদ্রৌ চিৎ দুরোণে অন্তঃ" এই অংশে সেই অন্তঃসংজ্ঞ জ্ঞানের পরিকল্পনা করা যায়। ভাবান্তরে, পাষাণ ভেদিয়া যে গিরি-নির্ঝর প্রবাহিত হইয়া থাকে, তত্তত্ত্ব এই অংশের অন্তর্ভুক্ত দেখি। জ্ঞান যে প্রজাপালক নৃপতির ন্যায় রক্ষণশীল (বিশাং ন বিশ্বঃ) অথবা জ্ঞান যে অমরত্ব-প্রদায়ক (অমৃতঃ) এবং সুকর্ম্মপ্রাপক (স্বাধীঃ), তাহা অধিক বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইবার আবশ্যক করে না। দস্যুর উপদ্রব হইতে অথবা বৈদেশিক আক্রমণকারীর অত্যাচার হইতে রাজা যেমন প্রজাগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন, জ্ঞান সেইরূপ কামক্রোধাদি রিপুগণের আক্রমণ হইতে এবং অপকর্ম্মসমূহের প্রভাব হইতে মানুষকে রক্ষা করেন। জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ সুকর্ম্মসাধনে তৎপর হয়। জ্ঞানই মানুষকে অমৃতত্ব প্রদান করে। এই সকল ভাবই এই মন্ত্রে প্রকটিত। সাধারণ অগ্নির সম্বন্ধ এখানে আদৌ উপলব্ধ হয় না। * (১ম—৭০সূ—২ঋ)।

---

* এই মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের "অদ্রৌ দুরোণে" এবং "বিশাং ন বিশ্বঃ" বাক্যাংশ-দ্বয় উপলক্ষে নানা মত প্রচারিত আছে। ওয়েবেনবর্গের অনুবাদে "অদ্রৌ চিৎ" পদে "even in the rock" অর্থ দেখিতে পাই; "দুরোণে" পদে তিনি "in his dwelling" অর্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু লুড্উইগ (Ludwig) সিদ্ধান্ত করেন,—'দুরোণে' পদ 'দুরোণাং' রূপে পাঠ করা উচিত। তদনুসারে "অদ্রৌ চিৎ অস্মৈ অন্তঃ দুরোণে" বাক্যাংশে তিনি অর্থ গ্রহণ করেন,—"within the stone is his dwelling" এবং "বিশাং ন বিশ্বঃ" বাক্যাংশে তিনি উপমার ভাব ('ন' পদ) পরিত্যাগ করেন। ম্যাক্সমূলারের মতে—'অস্মৈ' পদের সহিত 'স্বাধীঃ' ও 'বিশ্বঃ' পদের সম্বন্ধ রহিয়াছে, এবং 'অমৃতঃ' ও 'বিশাং' পদদ্বয় সেই সূত্রেই সংগ্রথিত। ম্যাক্সমূলার ঐ দ্বিতীয় চরণের এইরূপ ইংরাজী অনুবাদ নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন; যথা,—"To him also who dwells in the rock and in the house, every immortal like every one among men is well disposed." সমস্যা সকলেই অনুভব করিয়াছেন; কিন্তু কেহই বিশদ ভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সর্ব্বত্রই লক্ষ্য অনির্দ্দিষ্ট।

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্ততিতমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

স হি ক্ষপাবাঁ অগ্নী রয়ীণাং দাশদ্যো

অস্মা অরং সূক্তৈঃ।

এতা চিকিত্বো ভূমা নি পাহি দেবানাং

জন্ম মর্ত্তাঁশ্চ বিদ্বান্ ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। হি। ক্ষপাঽবান্। অগ্নিঃ। রয়ীণাং। দাশৎ। যঃ।

অস্মৈ। অরং। সুঽউক্তৈঃ ॥

এতা। চিকিত্বঃ। ভূম। নি। পাহি। দেবানাং।

জন্ম। মর্ত্তান্। চ। বিদ্বান্ ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (যো জনঃ) 'সূক্তৈঃ' (যথাশাস্ত্র প্রযুক্তৈর্ম্মন্ত্রৈঃ অনুধ্যানৈঃ বা) 'অস্মৈ' (জ্ঞান-দেবায়) 'অরং' (পর্য্যাপ্তং) স্তোত্রং করোতি—জ্ঞানানুসারী ভবতি ইত্যর্থঃ; 'সঃ' (স জনঃ) 'হি' (নিশ্চিতং) 'ক্ষপাবান্' (রিপুদমনসমর্থঃ) ভবতি ইতি শেষঃ; জ্ঞানী স্বতমেব রিপুজয়ী ভবতি ইতি ভাবঃ; 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) তং রিপুজয়িনং জ্ঞানিনং 'রয়ীণাং' (ধনানি—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপাণি) 'দাশৎ' (প্রযচ্ছতি); জ্ঞানপ্রভাবেন নরঃ সর্ব্বং ধনং প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ। 'চিকিত্বঃ' (হে সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানদেব) ত্বং 'দেবানাং জন্ম'

(দেবভাবানাং উৎপত্তিঃ, দেবত্বোপজনকারণং) 'চ' (তথা) 'মর্ত্তান্' (মরণধর্ম্মাবলম্বিনঃ, তেষাং উৎপত্তিকারণং ইত্যর্থঃ) 'বিদ্বান্' (জানন) 'এতা ভূগ' (এতানি ভূতজাতানি, অস্মদাদিরূপাণি প্রাণিজাতানি ইতি ভাবঃ) 'নি পাহি' (নিতরাং ত্রায়স্ব)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—হে দেব ! অস্মান্ মনুষ্যান্ দেবভাববিমণ্ডিতান্ কৃত্বা পরিত্রায়স্ব। (১ম—৭০সূ—৩ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

যে জন যথাশাস্ত্রপ্রযুক্ত মন্ত্রের দ্বারা বা অনুধ্যানের দ্বারা জ্ঞান-দেবতাকে পর্য্যাপ্ত স্তব করেন অর্থাৎ জ্ঞানানুসারিণী হয়েন ; সে জন নিশ্চয়ই রিপুদমনে সমর্থ হয়েন ; (ভাব এই যে,—জ্ঞানী স্বতঃই রিপুজয়ী হইয়া থাকেন)। জ্ঞানদেবতা সেই রিপুজয়ী জ্ঞানীকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-রূপ ধনসমূহ প্রদান করেন ; (ভাব এই যে,—জ্ঞানপ্রভাবে মানুষ সকল ধন প্রাপ্ত হয়)। হে সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানদেব ! আপনি দেবভাবসমূহের উৎপত্তি অর্থাৎ দেবত্বোপজন-কারণ-সমূহকে এবং মরণধর্ম্মাবলম্বিগণকে অর্থাৎ তাহাদিগের উৎপত্তি-কারণকে জানিয়া, এই ভূতসমূহকে অর্থাৎ অস্মদাদি-রূপ প্রাণিজাতকে নিরন্তর পরিত্রাণ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—এই মনুষ্য আমাদিগকে দেবভাবমণ্ডিত করিয়া পরিত্রাণ করুন।)॥ (১ম—৭০সূ—৩ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

স হ্যগ্নিঃ ক্ষপাবান্। ক্ষপেতি রাত্রিনাম। রাত্রিমান্। আগ্নেয়ী বৈ রাত্রিরিতি শ্রুতেঃ। রাত্রেরগ্নিসম্বন্ধোঽপ্যগ্নির্জ্জ্যোতির্জ্জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহেতি হূয়মানত্বাৎ। যদ্বা রাক্ষসাদীনাং ক্ষপণেন নাশেন যুক্তঃ। এবম্ভূতোঽগ্নিঃ স্তোত্রে যজমানায় রয়ীণাং ধনানি দাশৎ। দাশতি প্রযচ্ছতি। যো যজমানোঽস্মা অগ্নয়ে সূক্তৈঃ সুষ্ঠূক্তৈর্যথাশাস্ত্রং প্রযুক্তৈর্ম্মন্ত্রৈররমলং পর্য্যাপ্তং স্তোত্রং করোতি তস্মা ইত্যর্থঃ। হে চিকিত্বঃ ! চিকিত্বাং-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সেই অগ্নি 'ক্ষপাবান্' (ক্ষপ এই শব্দ রাত্রিনামবাচক) রাত্রিমান্ ; শ্রুতিতে আছে,—'আগ্নেয়ী বৈ রাত্রিঃ' ইত্যাদি। রাত্রির সম্বন্ধও 'অগ্নির্জ্জ্যোতির্জ্জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহা' এই মন্ত্রে হূয়মান-হেতু (আহুতি প্রদত্ত হয় বলিয়া) অথবা রাক্ষসাদির নাশের সহিত যুক্ত এবম্ভূত অগ্নি, স্তোত্রে যজমানদিগকে 'রয়ীণাং' ধনসমূহকে 'দাশৎ' প্রদান করেন। 'যঃ' যে যজমান 'অস্মৈ' এই অগ্নিকে 'সূক্তৈঃ' সুষ্ঠুভাবে উক্ত অর্থাৎ যথাশাস্ত্রপ্রযুক্ত মন্ত্রসমূহের দ্বারা 'অরং' পর্য্যাপ্ত স্তোত্র করেন, তাঁহার উদ্দেশে—ইহাই ভাবার্থ। হে 'চিকিত্বঃ' (চিকিত্বান্ পদে চেতনাবান্

চেতনাবানিতি যাস্কঃ। হে চেতনাবন্ সর্ব্বজ্ঞাগ্নে ত্বং দেবনামিন্দ্রাদীনাং জন্ম জন্মানি মর্ত্তান্মনুষ্যাংশ্চ বিদ্বান্ জানন্নেতৈতানি ভূমা ভূম্যুপলক্ষিতানি ভূতজাতানি নিপাহি। নিতরাং পালয়। যতস্ত্বং দেবমনুষ্যাদীন্ সর্ব্বান্ জানাসি। অত এবমুচ্যত ইত্যর্থঃ॥

রয়ীণাং। ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যমিতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদানত্বাচ্চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী। দাশৎ। দাশৃ দানে। লেটোডাগমঃ। অরং। বাসমূলেত্যাদিনা লত্বিকল্পঃ। সুক্তৈঃ। সুপমানাৎ ক্ত ইত্যুত্তরপদান্তোদাত্তং। চিকিত্বঃ। মতুবসো রুরিতি নকারস্য রুত্বং। ভূমা সুপাং সুলুগিতি ভূমিশব্দাদুত্তরস্যা দ্বিতীয়ায়া ডাদেশঃ। পদকালে হ্রস্বশ্ছান্দসঃ॥ ৩॥

তৃতীয় (৭১০) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের বিভিন্ন রূপ অর্থ প্রচলিত আছে। প্রথমে সেই সকল অর্থের একটু আভাস প্রদান করিতেছি। পরে তৎসম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য বিবৃত করিব। মন্ত্রের অন্তর্গত 'ক্ষপাবান্' আর 'রয়ীণাং' পদ উপলক্ষে নানা বিতর্ক আছে। সায়ণ 'ক্ষপাবান্' পদের দ্বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ, তাঁহার মতে, ঐ পদে 'রাত্রিবিশিষ্ট' অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ঐ পদে তিনি 'রাক্ষসাদির নাশের দ্বারা যুক্ত'—এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা হইতে দুই প্রকার ভাব প্রচারিত হইয়া থাকে। একরূপ ভাবে, রাত্রিতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া অন্ধকার নাশ করে—এই প্রকার অর্থ প্রকাশ পায়; অন্য প্রকার ভাবে, অগ্নির জ্বলনে রাক্ষসাদি ভয় পায় বা বিনাশপ্রাপ্ত হয়—এইরূপ অর্থ সংসূচিত হইতে দেখি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যায় এখানে আর এক বিপরীত অর্থ

যাস্ক—যাস্ক এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন)। হে চেতনাবন সর্ব্বজ্ঞ অগ্নে! 'দেবানাং' ইন্দ্রাদি দেবতাগণের 'জন্ম' জন্মসমূহকে এবং 'মর্ত্তান্' মনুষ্যদিগকে 'চ বিদ্বান্' জানিয়া 'এতা' এই সকল 'ভূমা' ভূমি উপলক্ষিত ভূতজাতকে 'নি পাহি' সর্ব্বথা পালন করুন; যে হেতু আপনি দেব-মনুষ্যাদি সকলকে জানেন, অতএব এই প্রকার কথিত হয়—ইহাই ভাবার্থ।

রয়ীণাং। 'ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যং' ইত্যাদি সূত্রে কর্ম্মের সম্প্রদানত্ব-হেতু চতুর্থীর অর্থে ষষ্ঠী হইয়াছে। দাশৎ। দানার্থক দাশৃ ধাতু। লেটে অট্ আগম। অরং। বালমূল ইত্যাদিতে বিকল্পে লত্ব। সুক্তৈঃ। 'সুপমানাৎ ক্তঃ' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদের অন্তোদাত্ত। চিকিত্বঃ। 'মতুবসোঃ' ইত্যাদি সূত্রে নকারের রুত্ব। ভূম। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে ভূমি শব্দ-হেতু পরের দ্বিতীয়ার ডা আদেশ। ছান্দস-হেতু পদকালে হ্রস্ব॥ (১ম—৭০সূ—৩ঋ)॥

প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহাদিগের অর্থ—'ক্ষপাবান্' পদে 'রক্ষাকারী' বুঝায়। তাহা হইতে 'ধনসমূহের রক্ষাকারী প্রভু' এই অর্থে 'রয়ীণাং ক্ষপাবান্' পদদ্বয় প্রযুক্ত হইয়াছে—প্রতিপন্ন হয়। মন্ত্রের অপরাপর অংশেও এইরূপ বিভিন্ন ভাব প্রকাশমান দেখি।

তৎপক্ষে মন্ত্রের একটী ইংরাজী ও একটী বাঙ্গালা অনুবাদ আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। সে দুই অনুবাদ, যথা;—

(1) "For he, Agni, (shows himself as) an earth-protecting (lord) of riches to the man who satisfies him with well-spoken (prayers).

Protect, O knowing one, these beings, thou who knowest the birth of gods and men." *

(২) "যে যজমান মন্ত্র দ্বারা অগ্নির পর্য্যাপ্ত স্তুতি করে, নিশায় প্রদীপ্ত অগ্নি তাহাকে ধন প্রদান করেন; হে সর্ব্বজ্ঞ অগ্নি! তুমি দেবতাগণের ও মনুষ্যগণের জন্ম অবগত আছ, অতএব সমস্ত ভূতজাতকে পালন কর।"

ইংরাজী ও বাঙ্গালা দ্বিবিধ অনুবাদেই জ্বলন্ত অনলের প্রতি লক্ষ্য দেখিতে পাই। অথচ, সে অর্থে সংশয়েরও বিশিষ্ট কারণ বিদ্যমান্। জ্বলন্ত অনল-পক্ষে অর্থ গ্রহণ করিতে গেলে, সে অনল যে কি প্রকারে দেবগণের ও মনুষ্যগণের জন্মবিষয় অবগত থাকিবে, তাহা উপলব্ধ হয় না। সুতরাং স্বতঃই অগ্নির অতীত সামগ্রীর প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

এখন আমরা যে ভাবে অন্বয় করিয়াছি এবং তাহাতে যে অর্থ গৃহীত হইয়াছে, তদ্বিষয় বিবৃত করা যাইতেছে। মন্ত্রোক্ত 'যঃ' ও 'সঃ' পদে, আমরা বলি, উপাসককে লক্ষ্য করিতেছে। 'অস্মৈ' পদ জ্ঞানদেবতার উদ্দেশে প্রযুক্ত। তৎপক্ষেই 'ক্ষপাবান্' পদের যথা-প্রয়োগ প্রতিপন্ন হয়। 'রাক্ষসের হননকারী' অর্থ গ্রহণ করিলেও ঐ পদে সঙ্গত ভাব প্রকাশ পায়; আবার, 'রক্ষাকারী' অর্থ গ্রহণ করিলেও ঐ পদে সুষ্ঠু ভাব

---

* এই ইংরাজী অনুবাদ উপলক্ষে ওল্ডেন্‌বর্গ সপ্তম মণ্ডলের দশম সূক্তের পঞ্চম ঋক্ লক্ষ্য করিয়াছেন। সেখানে আছে,—"স হি ক্ষপাবান্ অভবং রয়ীণাং।" এই উপলক্ষেই তিনি 'ধনসমূহের রক্ষক' অর্থ গ্রহণ করেন। তিনি আরও বলেন, এই মন্ত্রের 'মর্ত্তান্' পদ "মর্ত্তানাং" হওয়াই সঙ্গত। এ বিষয়ে তাঁহার প্রমাণ—নিম্নলিখিত দুই গ্রন্থ—

"Lanman, Noun-Inflection, 353; Barthlomae, Studien zur indogermanischen Sprachgeschichte, I, 48."

পাইতে পারি। উভয়ত্রই অভিন্ন লক্ষ্য দ্যোতনা করে। রিপুরূপ শত্রুর নাশ, আর তদ্দ্বারা আপনাকে রক্ষা করা—এই দুই ভাবই ঐ পদের ঐ দুই অর্থে যুগপৎ প্রকাশ পায়। 'রয়ীণাং' পদের সহিত ঐ পদের সম্বন্ধ সূচনা করিতে গেলে, আমাদিগের অর্থ একটু পরিবর্ত্তিত হয় বটে; কিন্তু তাহাতেও মর্ম্মার্থ একই দ্যোতনা করে। সে পক্ষেও অর্থ দাঁড়ায়,—যে উপাসক যথাশাস্ত্র জ্ঞানদেবতার অনুসারী হন, সেই উপাসকের জন্য, জ্ঞানদেবতা সর্ব্ববিধ ধন রক্ষা করেন। কিন্তু এ পক্ষেও 'উপাসকের জন্য' এইরূপ ভাবের কোনও পদ অধ্যাহার করার প্রয়োজন হয়। অপিচ, 'রিপুদমনসমর্থ' অর্থ হইতেও ধনদাতৃত্বের ভাব আসিতে পারে। কেন-না, রিপুদমনসামর্থ্য জন্মিলেই মানুষ পরমধনের অধিকারী হইয়া থাকে।

আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় আমরা 'ক্ষপাবান্' পদটীকে প্রার্থনাকারী মনুষ্যের সম্পর্কে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। পক্ষান্তরে, অন্যবিধ অন্বয়ে ঐ পদকে অগ্নি-পদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। সে পক্ষে মন্ত্রের প্রথম চরণের অন্বয় করিতে পারি,—

> 'যঃ' (জনঃ) 'সূক্তৈঃ' (যথাশাস্ত্রপ্রযুক্তৈর্ম্মন্ত্রৈঃ) 'অস্মৈ' (জ্ঞানদেবায়ঃ) 'অরং' (পর্য্যাপ্তং স্তোত্রং—করোতি ইতি শেষঃ); তস্মৈ উপাসকায় 'রয়ীণাং ক্ষপাবান্' (ধনানাং প্রদাতা রক্ষকো বা) 'সঃ' (প্রসিদ্ধ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'হি' (নিশ্চিতং) 'দাশৎ' (ধনানি প্রযচ্ছতি) ॥

এই প্রকার অর্থও ভাব-পক্ষে আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার পরিগৃহীত অর্থেরই অনুরূপ। ফলতঃ, অগ্নি-সম্বন্ধে নহে—জ্ঞানদেবতা সম্বন্ধেই মন্ত্রের প্রযুক্তি সপ্রমাণ হয়।

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটীর বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। এই চরণের অন্তর্ভূত ঐ যে সম্বোধনের পদ 'চিকিত্বঃ', তদ্দ্বারা জ্ঞান-দেবতার সম্বোধনই প্রতিপন্ন হয়। এই অংশের অন্তর্গত 'দেবানাং' ও 'মর্ত্তান্' পদদ্বয়ের বিভক্তি-বিষয়ে কেহ কেহ ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। সে মতে 'মর্ত্তান্' পদ 'মর্ত্তানাং' হইবে। * ভাব-পক্ষে সেই অর্থই আসে বটে। 'মর্ত্তান্' পদের প্রতিবাক্যে 'মরণধর্ম্মাবলম্বিনঃ' পদ গ্রহণ করিয়া 'তেষাং উৎপত্তিকারণং ইত্যর্থঃ' বাক্য লিখিতে আমরা তাই প্রবুদ্ধ

* এই মন্ত্রের ইংরাজী অনুবাদক ওল্ডেনবর্গ এই মত পোষণ করেন।

হইয়াছি। 'এতা ভূম' পদদ্বয়ে 'এই দৃশ্যমান্ ভূতজাতকে' অর্থ হইতে 'আমাদিগের ন্যায় প্রাণিসমূহকে' ভাব আসে। এতদন্তর্গত 'বিদ্বান্' পদে আপনি জানিয়া অর্থাৎ 'আমাদিগের জ্ঞানসাহায্যে আমাদিগকে অবগত করাইয়া'—এইরূপ ভাব পাইতে পারি। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রাংশের প্রার্থনার তাৎপর্য্য দাঁড়ায় এই যে,—'হে জ্ঞানদেব! আমাদিগকে দেবত্বের উৎপত্তির কারণ এবং মনুষ্যজন্মের কারণ-পরম্পরা বিশেষরূপে অবগত করাইয়া আমাদিগকে দেবভাব অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করুন।' (১ম—৭০সূ—৩ঋ)।

—•—

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্ততিতমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

বর্দ্ধান্যং পূর্ব্বীঃ ক্ষপো বিরূপাঃ

স্থাতুশ্চরথমৃতপ্রবীতং।

অরাধি হোতা স্ব১ নিষত্তঃ

কৃণ্বন্বিশ্বান্যপাংসি সত্যা ॥ ৪ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

বর্দ্ধান্। যং। পূর্ব্বীঃ। ক্ষপঃ। বিঽরূপাঃ।

স্থাতুঃ। চ। রথং। ঋতঽপ্রবীতং।

অরাধি। হোতা। স্বঃ। নিঽসত্তঃ।

কৃণ্বন্। বিশ্বানি। অপাংসি। সত্যা ॥ ৪ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

সাধবঃ 'ঋতপ্রবীতং' (সত্যেন পরিবৃতং, সত্যসহযুতং) 'যং' (জ্ঞানদেবং) 'বর্দ্ধান্' (বর্দ্ধয়ন্তি, সর্ব্বথা হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি ইতি ভাবঃ); 'পূর্ব্বীঃ ক্ষপঃ' (পূর্ব্বকর্ম্মানুসারেণ, অদৃষ্টবশেন, তস্য জ্ঞানদেবস্য ক্রিয়ায়াঃ তারতম্যানুসারেণ) প্রাণিনঃ 'স্থাতুশ্চরথং' (স্থাবর-জঙ্গমাদয়ঃ) 'বিরূপাঃ' (বিবিধরূপবিশিষ্টাঃ) সন্তীতি শেষঃ; কিন্তু 'হোতা' (দেবানাং দেবভাবানাং বা আহ্বাতা স জ্ঞানদেবঃ) যদা 'স্বঃ' (সুষ্ঠু অরণীয়ে হৃদয়রূপে দেবযজন-দেশে) 'নিষত্তঃ' (অবস্থিতঃ সন্) 'অয়াধি' (আরাধিতো ভবতি); তদা স দেবঃ 'বিশ্বানি' (সর্ব্বাণি) 'সত্যা' (সত্যানি, অবিতথানি) 'অপাংসি' (শুদ্ধসত্ত্বানি) 'কৃণ্বন্' (হৃদি বর্দ্ধয়তি, উপাসকেভ্যঃ প্রযচ্ছতি)। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানস্য তারতম্যানুসারেণ জীবাঃ ভিন্নগতিং প্রাপ্নুবন্তি, তথা জ্ঞানস্য আরাধনৈব নরঃ শুদ্ধসত্ত্বাবস্থাং লভতে। (১ম—৭০সূ—৪ঋ)।

* * *

অথবা,

'পূর্ব্বীঃ' (বহ্ব্যঃ উষসঃ, সর্ব্বে দিবসাঃ ইতি ভাবঃ) 'ক্ষপঃ' (সর্ব্বা নিশাঃ) তথা 'স্থাতুশ্চরথং' (স্থাবরজঙ্গমাদয়ঃ সর্ব্বে প্রাণিনঃ) 'বিরূপাঃ' (বিবিধরূপাঃ সত্যঃ) 'ঋতপ্রবীতং' (সত্যেন পরিবৃতং, সত্যসহযুতং) 'যং' (জ্ঞানদেবং) 'বর্দ্ধান্' (বর্দ্ধয়ন্তি, পূজয়ন্তি, আত্মসু প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি); 'হোতা' (দেবানাং দেবভাবানাং বা আহ্বাতা স জ্ঞানদেবঃ) 'স্বঃ' (সুষ্ঠু অরণীয়ে, দেবযজনে—হৃদয়রূপে ইতি ভাবঃ) 'নিষত্ত' (নিষণ্ণঃ, উপস্থিতঃ সন্) যদা 'অয়াধি' (আরাধিতো ভবতি), তদৈব 'বিশ্বানি' (সর্ব্বাণি) 'সত্যা' (সত্যানি, সত্যস্বরূপাণি) 'অপাংসি' (শুদ্ধসত্ত্বানি) 'কৃণ্বন্' (করোতি, প্রযচ্ছতি ইতি ভাবঃ)। অয়ং ভাবঃ—সদৈব জ্ঞানানুশীলনপ্রভাবেন জীবঃ শুদ্ধসত্ত্বাবস্থায়াং উপনীতো ভবতি। (১ম—৭০সূ—৪ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধুগণ সত্যপরিবৃত সত্যসহযুত যে জ্ঞান-দেবতাকে সর্ব্বথা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন; পূর্ব্ব-কর্ম্মানুসারে, (অদৃষ্টবশে অর্থাৎ সেই জ্ঞান-দেবতার ক্রিয়ার তারতম্যানুসারে) প্রাণিগণ স্থাবর-জঙ্গমাদি বিবিধ-রূপ-বিশিষ্ট হয়; কিন্তু দেবগণের বা দেবভাবসমূহের আহ্বাতা সেই জ্ঞান-দেবতা যখন হৃদয়-রূপ দেব-যজন-দেশে অবস্থিত হইয়া আরাধিত হয়েন, তখন সেই দেবতা অবিতথ শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়ে পরিবৃদ্ধি করেন, অর্থাৎ উপাসকগণকে প্রদান করেন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানের তারতম্যানুসারে জীব বিভিন্নগতি প্রাপ্ত হয়, এবং জ্ঞানের আরাধনাতেই মনুষ্য শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থা লাভ করে।)॥ (১ম—৭০সূ—৪ঋ)॥

* * *

অথবা,

দিবস-সকল এবং রাত্রি-সকল এবং স্থাবরজঙ্গমাদি প্রাণিগণ, বিবিধ রূপ গ্রহণ-পূর্ব্বক, সত্যপরিবৃত অর্থাৎ সত্যসহযুত যে জ্ঞানদেবতাকে পূজা করে অর্থাৎ আপনাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে; দেবভাবসমূহের আহ্বানকারী সেই জ্ঞানদেবতা, হৃদয়-রূপ দেব-যজন-স্থানে উপস্থিত হইয়া, যখন আরাধিত হয়েন; তখনই সত্যস্বরূপ সকল শুদ্ধসত্ত্বকে প্রদান করেন। (ভাব এই যে,—সদাকাল জ্ঞানানুশীলনের প্রভাবে জীব শুদ্ধসত্ত্বাবস্থায় উপনীত হয়।)॥ (১ম—৭০সূ—৪ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

পূর্ব্বীর্বহ্ব্য উষসঃ ক্ষপো নিশাশ্চ বিরূপাঃ শুক্লকৃষ্ণতয়া বিবিধরূপাঃ সত্যো যমগ্নিং বর্দ্ধান্। বর্দ্ধয়ন্তি। তথা স্থাতুঃ স্থাবরং বৃক্ষাদিকং রথং রমমাণং জঙ্গমং মনুষ্যাদিকং চ ঋতপ্রবীতমৃতেনোদকেন সত্যেন যজ্ঞেন বা প্রকর্ষেণ বেষ্টিতং যমগ্নিং বর্দ্ধয়ন্তি। সোঽগ্নিঃ স্বঃ সুষ্ঠু রণীয়ে দেবযজনে নিষত্তো নিষণ্ণ উপবিষ্টঃ সন্ হোতা দেবানামাহ্বাতারাধি। সংসিদ্ধোঽভূৎ। যদ্বা ঋত্বিগ্‌ভিররাধি। আরাধিত ইত্যর্থঃ। কিং কুর্ব্বন্। বিশ্বানি সর্ব্বাণি সত্যা সৎসু যজমানেষু ভবানি যদ্বা সত্যফলান্যপাংসি কর্ম্মাণি কৃণ্বন্ কুর্ব্বন্॥

বর্দ্ধান্। বৃধের্ণ্যন্তাল্লেটাডাগমঃ। ছন্দস্যুভয়থেতি শপ আর্দ্ধধাতুকত্বাৎ ণিলোপঃ। ইতশ্চ লোপ ইতীকারলোপে সংযোগান্তলোপ। ঋতপ্রবীতং। বোঞ সংবরণে। অস্মাৎ-কর্ম্মণি নিষ্ঠা। বচিস্বপীত্যাদিনা সম্প্রসারণং। কৃদ্‌গ্রহণে গতিকারকপূর্ব্বস্য গ্রহণাৎ-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'পূর্ব্বীঃ' বহু উষাসকল 'ক্ষপঃ' এবং রাত্রিসকল 'বিরূপাঃ' শুক্লকৃষ্ণ-হেতু বিবিধরূপা হইয়া 'যং' যে অগ্নিকে 'বর্দ্ধান্' বৃদ্ধি করে, আর 'স্থাতুঃ' স্থাবর বৃক্ষাদি 'চ' এবং 'রথং' রমমাণ জঙ্গম মনুষ্যাদি 'ঋতপ্রবীতং' ঋতের দ্বারা অর্থাৎ উদকের বা সত্যের বা যজ্ঞের দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে বেষ্টিত যে অগ্নিকে বর্দ্ধন করে, সেই অগ্নি 'স্বঃ' সুষ্ঠু অরণীয় দেবযজনে 'নিষত্তঃ' নিষণ্ণ অর্থাৎ উপবিষ্ট হইয়া 'হোতা' দেবগণের আহ্বানকারী 'অরাধি' সংসিদ্ধ হইয়াছিলেন; অথবা ঋত্বিগ্‌গণের দ্বারা আরাধিত—ইহাই অর্থ। কি করিয়া? 'বিশ্বানি' সকল 'সত্যা' সৎ যজমানসমূহে উৎপন্ন অথবা সত্যফল 'অপাংসি' কর্ম্মসমূহকে 'কৃণ্বন্' করিয়াছিলেন।

বর্দ্ধান্। বৃধ-ধাতু ণ্যন্ত-হেতু লেটে অট্ আগম। 'ছন্দস্যুভয়থা' ইত্যাদি সূত্রে ইকারের লোপঃ। ইকারের লোপে সংযোগান্ত লোপ। ঋতপ্রবীতং। সংবরণার্থক বোঞ ধাতু, তাহাতে কর্ম্মণি-বাচ্যে নিষ্ঠা। 'বচিস্বপি' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা সম্প্রসারণ। পূর্ব্বের গ্রহণ-হেতু কৃৎ গ্রহণে গতিকারক। 'তৃতীয়া কর্ম্মণি' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বরত্ব।

তৃতীয়া কর্ম্মণীতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অরাধি। রাধ সাধ সংসিদ্ধৌ। কর্ত্তরি লুঙি ব্যত্যয়েন চেণ্‌ শিণ্‌॥ (১ম—৭০সূ—৪ঋ)॥

চতুর্থ (৭৯১) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের অর্থ পরিগ্রহণ-পক্ষে যে কয়েকটী গ্রন্থি আছে, প্রথমে তাহারই বিষয় আলোচনা করিতেছি। প্রথম—'পূর্ব্বীঃ' পদ। ভাষ্যে ঐ পদ স্ত্রীলিঙ্গের বহুবচন-রূপে পরিগৃহীত। তাই উহার প্রতিবাক্যে 'বহ্ব্যঃ উষসঃ' পদদ্বয় প্রযুক্ত দেখি। কিন্তু ব্যাকরণের নিয়মানুসারে স্ত্রীলিঙ্গে 'পূর্ব্বীঃ' পদ সুষ্ঠু প্রযুক্ত দেখি না। তার পর, ঐ পদে 'উষসঃ' প্রতিবাক্যই বা কি প্রকারে পরিকল্পনা করা যায়? এইরূপ 'ক্ষপঃ' পদে পুংলিঙ্গের প্রথমা বিভক্তি দেখি। তাহা হইতেই বা বহুবচনান্ত স্ত্রীলিঙ্গের 'নিশাঃ' পদ প্রতিবাক্যে কেমন করিয়া গ্রহণ করিতে পারি? এখানে ঐ দুই পদেরই লিঙ্গ-ব্যত্যয়, বিভক্তি-ব্যত্যয় ও বচন-ব্যত্যয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই সকল কারণেই ঐ দুই পদের অন্য রূপ তাৎপর্য্য আমরা পরিগ্রহণ করি। আমরা বলি 'পূর্ব্বীঃ' পদে 'পুরাতনী পূর্ব্বজন্মানুসারিণী' ভাব আসে। 'ক্ষপঃ' পদ—ক্ষেপণার্থমূলক ক্ষপ্‌ ধাতু নিষ্পন্ন। উহার প্রকৃত মূর্ত্তি—'ক্ষপাঃ'। তাহার ভাব এই যে,—কর্ম্মের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত। তদনুসারে 'পূর্ব্বীঃ ক্ষপঃ' পদদ্বয়ের ভাব পাই এই যে,—পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের দ্বারা অবস্থান্তর-প্রাপ্ত। তাই আমরা ঐ দুই পদের প্রতিবাক্যে 'পূর্ব্বকর্ম্মানুসারেণ' পদ গ্রহণ করিয়াছি। জ্ঞানের তারতম্যানুসারে কর্ম্ম বিভিন্ন-রূপ হয়; সুতরাং কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন অবস্থা ঘটিয়া থাকে। আমরা বলি, সেই ভাবই এখানে প্রকাশমান্‌। ভাষ্যে এবং তদনুসরণে বিভিন্ন দেশের ব্যাখ্যাকারগণ যে ভাবে মন্ত্রাংশের অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন, সে দিক দিয়াও 'অথবা' অভিধায়ে আমরা এক অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি। কিন্তু তাহাতে ভাবের দুর্ব্বোধতাই অটুট রহিয়া যায়।

অরাধি। রাধ সাধ ধাতু—সংসিদ্ধি অর্থবোধক। কর্ত্তৃবাচ্যে লুঙের ব্যত্যয়ে দ্বারা চেণ্‌ শিণ্‌ আদেশ। (১ম—৭০সূ—৪ঋ)॥

দিবস-সকল এবং রাত্রি-সকল এবং স্থাবর-জঙ্গমাদি প্রাণিগণ বিবিধ রূপ গ্রহণ-পূর্ব্বক যে জ্ঞানদেবতার পূজা করে,—তাহা বুঝাইতে গেলে, অনেক বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যার আবশ্যক হয়। সুতরাং প্রথম প্রকারের অন্বয়ে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, সেই অর্থকেই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে করি। কিন্তু এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকার আবার "পূর্ব্বীঃ ক্ষপঃ" পদদ্বয়কে কর্তৃপদ-রূপে গ্রহণ না করিয়া সপ্তমীর পদ-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার ভাব—প্রতি দিবসে ও প্রতি রাত্রিতে। সে পক্ষে কর্তৃপদ— 'স্থাতুশ্চরথং'। ভাব এই যে,—প্রতি দিবারাত্রি স্থাবরজঙ্গম সকলে যাঁহার অর্চ্চনা করিতেছে। *

মন্ত্রের দ্বিতীয় গ্রন্থি—'বিরূপাঃ' পদের সম্বন্ধ-রক্ষায়। এখানে 'অজি' পদের রূপ অধ্যাহার আবশ্যক হয়। ভাষ্য একভাবে সেই পথে অগ্রসর হইয়াছেন; আমরা অন্যভাবে তৎপথ অনুসরণ করিয়াছি। ভাষ্যে 'বর্দ্ধান্' ক্রিয়াপদকে অন্বয় মুখে দুই বার পরিগ্রহণ করিতে হইয়াছে। আমরা দ্বিবিধ অন্বয়ে দ্বিবিধ প্রণালী পরিগ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু দুই রূপ ব্যাখ্যাতেই আমাদিগের মর্ম্ম অক্ষুণ্ণ আছে। আমাদিগের পরিগৃহীত প্রথম প্রকার ব্যাখ্যায় মন্ত্রের প্রথম চরণটীকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি; কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যায়, একই ক্রিয়ায়, একই ভাগে অর্থ-খ্যাপন-পক্ষে প্রয়াস পাইয়াছি। প্রথম প্রকার ব্যাখ্যায় প্রথমে একটী 'সাধবঃ' পদ অধ্যাহার করিতে হইয়াছে, এবং শেষে 'সন্তি' মাত্র ক্রিয়া (ভাষ্যের 'সন্তঃ' স্থলে) প্রযুক্ত হইয়াছে।

এখন, মন্ত্রের লক্ষ্যস্থল সন্ধান করুন দেখি। যাহা নিত্যসত্য, মন্ত্রাংশে সেই তত্ত্বই পরিব্যক্ত দেখিতে পাই। প্রথম প্রকার ব্যাখ্যার মর্ম্ম অনুধাবন করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। ঐ ব্যাখ্যায় প্রকাশ পাইতেছে,—'সত্য-পরিবৃত সত্যসংযুক্ত বা সত্যস্বরূপ জ্ঞানদেবতাকে সাধকগণ আপনাদিগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন।' ভাব এই যে,—'সেখানে

---

* ল্যানম্যানের (Lanman) ব্যাখ্যা এই পথের অনুসারী। তাঁহার ব্যাখ্যায় ইংরাজী অনুবাদ,—"Whom through many nights and mornings all beings worship." ওল্ডেনবর্গ প্রভৃতিরও ভাব এইরূপ। তবে, তাঁহারা রূপান্তরে ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র।

জ্ঞানদেবতা সংস্বরূপে বিদ্যমান্ রহিয়াছেন। সেখানে আর ভেদাভেদ নাই। জ্ঞানময় সত্যময় সাধক সেখানে জ্ঞানের সহিত অভিন্ন হইয়া রহিয়াছেন।' কিন্তু অন্যত্র আবার দেখুন,—'সেই জ্ঞানেরই তারতম্যা-নুসারে প্রাণিগণ স্থাবর-জঙ্গমাদি বিবিধরূপবিশিষ্ট হইয়া বিবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।' সংসারের এই যে অবস্থা-বৈচিত্র্য, পূর্ণজ্ঞান বা অল্পজ্ঞান বা অজ্ঞান—এবম্বিধ অবস্থা-বিপর্য্যয়ের প্রসঙ্গই, এ পক্ষে মন্ত্রের প্রথম চরণে বিবৃত দেখি। দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যাতেও এই ভাবই প্রকাশমান্। বিভিন্নরূপ অবস্থার মধ্য দিয়া জীবসমূহ জ্ঞানানুসন্ধানে যে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, তাহাতেও এই ভাবই প্রাপ্ত হইতে পারি। ফলতঃ, মন্ত্রের প্রথম চরণে সংসারের স্তরপর্য্যায়মূলক একটী অবস্থা পরিবর্ণিত আছে। জ্ঞানের তারতম্যানুসারে মানুষ যে উচ্চাবচ গতি প্রাপ্ত হয়, এখানে তাহাই বিবৃত রহিয়াছে। মন্ত্রার্থে ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

এক্ষণে মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটীর অর্থের বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখুন। এই অংশে একটী বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার আছে। 'অপাংসি' পদের অর্থ ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকারগণ সকলেই এখানে পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বাপর ঐ পদে যে অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, এখানেও তাহারই পরিপোষক মত প্রাপ্ত হইতেছি। এখানে ঐ 'অপাংসি' পদ 'সত্যা' (সত্যানি) পদের দ্বারা বিশেষিত হইতেছে। সুতরাং 'অপাংসি' পদের 'জল' অর্থও টুটিয়া গিয়াছে। এখানে ভাষ্যকার ঐ পদে 'কর্ম্মাণি' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বাপর ঐ পদে যে 'শুদ্ধসত্ত্ব' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, এখানে 'সত্যা' বিশেষণে তাহাই প্রস্ফুট হইতেছে। এইরূপে মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের ভাব দাঁড়াইয়াছে,—'হৃদয়ে যখন জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তখনই মানুষ শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।'* (১ম—১০সূ—৪ঋ)॥

---

* আমাদিগের মতে এই ঋক্—এই অর্থ এই ভাবই দ্যোতনা করে; কিন্তু অন্যান্য প্রচলিত ব্যাখ্যার বৃত্তি অন্যরূপ। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী বাঙ্গালা ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা; (১) "উর্ণা ও আবি ভিন্নরূপ হইয়াও অগ্নিকে বর্দ্ধন্ করেন; স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ [illegible] অগ্নিকে বর্দ্ধন করে। দেবগণের আহ্বানকারী সেই অগ্নি দেবযজন স্থানে [illegible] হইয়া সকল যজ্ঞকর্ম্ম সত্যফলযুক্ত করিয়া আবির্ভূত হয়েন।"

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্ততিতমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

গোষু প্রশস্তিং বনেষু ধিষে ভরন্ত

বিশ্বে বলিং স্বর্ণঃ।

বি ত্বা নরঃ পুরুত্রা সপর্য্যন্ পিতুর্ন

জিব্রের্বি বেদো ভরন্ত ॥ ৫ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

গোষু। প্রঽশস্তিং। বনেষু। ধিষে। ভরন্ত।

বিশ্বে। বলিং। স্বঃ। নঃ।

বি। ত্বা। নরঃ। পুরুঽত্রা। সপর্য্যন্। পিতুঃ। ন।

জিব্রেঃ। বি। বেদঃ। ভরন্ত ॥ ৫ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে জ্ঞানদেব! ত্বং 'নঃ' (অস্মাকং) 'বনেষু' (হৃদরণ্যান্তর্ভূতেষু) 'গোষু' (জ্ঞানকিরণেষু) 'প্রশস্তিং' (প্রশংসনীয়ং ধনং, ভগবৎসম্বন্ধং ইত্যর্থঃ) 'ধিষে' (স্থাপয়সি); অস্মাকং জ্ঞানং ভগবৎসম্বন্ধযুক্তং ভবতু—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা ইতি ভাবঃ। তথা 'স্বঃ' (সুষ্ঠু অরণীয়ং, সুসাধ্যং) 'বলিং' (সৎকর্ম্ম, ভগবৎপূজনং) 'বিশ্বেঃ' (সর্ব্বে লোকাঃ—বয়মিব ইতি যাবৎ) 'ভরন্ত' (আহরন্তু, প্রাপ্নুবন্তু ইত্যর্থঃ); ইহজগতি সর্ব্বে লোকাঃ ভগবৎপূজায়াং সর্ব্বথা প্রবৃত্তো ভবন্তু—ইতি ভাবঃ। হে জ্ঞানদেব! 'নরঃ' (নেতারঃ, জ্ঞানিনঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পুরুত্রা' (বহুষু কর্ম্মসু, সর্ব্বকর্ম্মসু ইতি ভাবঃ) 'বি-সপর্য্যন্' (বিবিধপ্রকারেণ পূজয়ন্তি); বয়মিব মূঢ়া জনাঃ 'পিতুঃ ন জিব্রেঃ' (জ্ঞানপ্রবৃদ্ধাৎ পিতৃসকাশাৎ প্রাপ্যং

ধনমিব) 'বেদঃ' (জ্ঞানং) 'বি-ভরন্ত' (আত্মসু প্রতিষ্ঠাপয়ন্তু) ; অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানিনঃ যথা সর্ব্বেষু কর্ম্মসু জ্ঞানানুসারিণো ভবন্তি, বয়মপি তদ্বৎ পিতৃপরিত্যক্তস্য ধনস্য প্রাপ্তেরিব জ্ঞানাধিকারিণো ভবাম—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা ॥ (১ম—৭০সূ—৫ঋ) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনি আমাদিগের হৃদয়ান্তর্ভূত জ্ঞানকিরণসমূহে প্রশংসনীয় ধনকে অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধকে স্থাপন করুন; (আমাদিগের জ্ঞান ভগবৎসম্বন্ধযুত হউক—ইহাই ভাবার্থ); আর, সুষ্ঠু বরণীয় অর্থাৎ সুসাধ্য সৎকর্ম্মকে অর্থাৎ ভগবানের পূজাকে সকল লোক (আমাদের ন্যায় সকলে) আহরণ করুন—প্রাপ্ত হউন; (ভাব এই যে,—ইহজগতের সকল লোক ভগবৎপূজায় সর্ব্বথা প্রবৃত্ত হউক)। হে জ্ঞানদেব! নেতৃস্থানীয় জ্ঞানিগণ সর্ব্বকর্ম্মের মধ্যে আপনাকে বিবিধ প্রকারে পূজা করিয়া থাকেন; আমাদিগের ন্যায় মূঢ় জনগণ, জ্ঞানপ্রবৃদ্ধ পিতৃসকাশ প্রাপ্য ধনের ন্যায় জ্ঞানকে আপনাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠাপিত করুন; (ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ যেমন সকল কর্ম্মে জ্ঞানের অনুসারী হয়েন, আমরাও সেইরূপ পিতৃপরিত্যক্ত ধন-প্রাপ্তির ন্যায় যেন জ্ঞানের অধিকারী হই।) ॥ (১ম—৭০সূ—৫ঋ) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে ত্বং বনেষু বননীয়েষু সম্ভজনীয়েষু গোষস্মদীয়েষু পশুষু প্রশস্তিং প্রশংসাং ধিষে। দধিষে স্থাপয়সি। অস্মাকং প্রশস্তা গবাদিপশবো ভবন্ত্বিত্যর্থঃ। বিশ্বে সর্ব্বে জনাঃ নোঽস্মভ্যং স্বঃ সুষ্ঠু বরণীয়ং বলিমুপায়নরূপং ধনং ভরন্ত। আহরন্তু। হে অগ্নে ত্বা ত্বাং নরো মনুষ্যাঃ পুরুত্রা বহুষু দেবযজনদেশেষু বিসপর্যন্। বিবিধং পূজয়ন্তি। পূজয়িত্বা চ বেদো ধনং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নে! আপনি 'বনেষু' বননীয় অর্থাৎ সম্ভজনীয় 'গোষু' আমাদিগের পশুসমূহের মধ্যে 'প্রশস্তিং' প্রশংসাকে 'ধিষে' ধারণ করেন—স্থাপন করেন; আমাদিগের প্রশস্ত বা প্রশংসনীয় গবাদি পশুসমূহ হউক—ইহাই ভাবার্থ। 'বিশ্বে' সকল লোক 'নঃ' আমাদিগের জন্য 'স্বঃ' সুষ্ঠু বরণীয় 'বলিং' উপায়ন-রূপ ধনকে 'ভরন্ত' আহরণ করুন। হে অগ্নে! 'ত্বা' আপনাকে 'নরঃ' মনুষ্যগণ 'পুরুত্রা' বহু দেবযজন-দেশে 'বি-সপর্য্যন্' বিবিধ পূজা করেন; এবং পূজা করিয়া 'বেদঃ' ধনকে 'বি-ভরন্ত' আপনার নিকট হইতে বিশেষ-

বিভরন্ত। ভরন্তো বিশেষেণ হরন্তি। গৃহ্ণন্তীত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। জিব্রেজীর্ণাদ্বৃদ্ধাৎ পিতুর্ন। পিতুরিব। যথা পুত্রা বৃদ্ধাৎ পিতুঃ সকাশাদ্ধনং হরন্তি তদ্বৎ॥

ধিষে। ছান্দসো বর্ত্তমানে লিট্। দ্বির্ব্বচনপ্রকরণে ছন্দসি বেতি বক্তব্যমিতি দ্বির্ব্বচনাভাবঃ। ভরন্ত। হৃঞ হরণে। কেবলোঽপি সোপসর্গার্থো দ্রষ্টব্যঃ। ছান্দসো লঙ্। হৃগ্রহোর্ভ ইতি ভত্বং। পুরুত্রা। দেবমনুষ্যপুরুষপুরুমর্ত্ত্যেভ্যাদিনা সপ্তম্যর্থে ত্রাপ্রত্যয়ঃ। জিব্রেঃ। জৄ বয়োহানৌ। জৄশস্তৃজাগৃভ্যঃ ক্বিন্। ঋত ইদ্ধাতো-রিতীত্বং। উণাদয়ো ব্যুৎপন্নানি প্রাতিপদিকানীতি জিব্রিঃ কির্যোনির্যোরিত্যেবমাদিষু দীর্ঘো ন ভবতি। পা০ ৮।২।৭৮।২। ইত্যুক্তত্বাৎ হলিচেতি দীর্ঘত্বাভাবঃ। রেফবকারয়ো-র্ব্বিপর্য্যয়ঃ। উক্তং চ। বর্ণাগমো বর্ণবিপর্যয়শ্চ। পা০ ৬।৩।১০৯।১। ইতি নিত্বাদাদ্যু-দাত্তত্বং। বেদ ইতি ধননাম। বিদ্যতে লভ্যতে ইতি বেদঃ। বিদ্লৃ লাভে। কর্ম্মণ্যসুন্॥ ৫॥

পঞ্চম (৭৯২) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত যে কয়েকটী পদের ও বাক্যাংশের অর্থ উপলক্ষে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার মন্ত্রার্থ বিভিন্ন প্রকারে নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল পদের ও বাক্যাংশের বিষয় প্রথমে আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথম 'বনেষু' পদ। ঐ পদে সাধারণতঃ 'অরণ্যসমূহের মধ্যে' অর্থ পরিগৃহীত হয়। কিন্তু এখানে ভাষ্যকার 'সম্ভজনেষু' প্রতিবাক্য গ্রহণ

ভাবে হরণ অর্থাৎ গ্রহণ করেন—ইহাই ভাবার্থ। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্তঃ—'জিব্রেঃ' জীর্ণ-হেতু অর্থাৎ বৃদ্ধ-হেতু 'পিতুর্ন' পিতার ন্যায়; যেমন বৃদ্ধ-হেতু পিতার নিকট হইতে পুত্রগণ ধন হরণ করে, তদ্বৎ।

ধিষে। ছান্দস-হেতু বর্ত্তমানে লিট। দ্বির্ব্বচন-প্রকরণে 'ছন্দসি বেতি বক্তব্যং' ইত্যাদি সূত্রে দ্বির্ব্বচনের অভাব। ভরন্তঃ। হরণার্থক হৃঞ ধাতু। কেবল উপসর্গের অর্থ দ্রষ্টব্য। ছান্দস-হেতু লঙ্। 'হৃগ্রহোর্ভঃ' ইত্যাদি সূত্রে ভত্ব। পুরুত্রা। দেব মনুষ্য পুরুষ পুরু মর্ত্ত্য ইত্যাদিতে সপ্তমী অর্থে ত্র-প্রত্যয়। জিব্রেঃ। জৄ ধাতু বয়োহানি অর্থবোধক। 'জৄশস্তৃজাগৃভ্যঃ ক্বিন্' এই সূত্রে ক্বিন্ প্রত্যয়। 'ঋত ইদ্ধাতোঃ' ইত্যাদি সূত্রে ইত্ব। উণাদয়-ব্যুৎপন্ন প্রাতিপদিক-হেতু জিব্রিঃ পদ সিদ্ধ। 'কির্যোগির্যো' ইত্যাদিতে দীর্ঘ হয় না—এরূপ উক্ত থাকায়, 'হলি চ' ইত্যাদি সূত্রে দীর্ঘের অভাব। বকারের বিপর্য্যয়ে রেফ। উক্ত আছে 'বর্ণাগমো বর্ণবিপর্যয়শ্চ' ইত্যাদি (পা০ ৬।৩।১০৯।১)। নিত্বহেতু আদ্যুদাত্তত্ব। 'বেদঃ' এই পদ ধননাম বাচক। বিদ্যমান থাকে—লাভ করা যায়—এই অর্থে বেদ-শব্দ হয়। বিদ্লৃ ধাতু লাভার্থক। কর্ম্মণিবাচ্যে অসুন্-প্রত্যয়॥ ৫॥

করিয়াছেন। তদনুসারে তাঁহার অনুসরণকারী ব্যাখ্যাকারগণ ঐ পদে সম্ভজনযোগ্য বা ব্যবহারযোগ্য অর্থ গ্রহণ করেন। কিন্তু কোনও কোনও ইংরাজী অনুবাদে ঐ পদে 'বৃক্ষের উপরে' অর্থ পরিগৃহীত হইতে দেখি। প্রথম প্রকার অর্থে, ঐ পদ 'গোষু' পদের বিশেষণ মধ্যে পরিগণিত হয়। দ্বিতীয় প্রকার অর্থে, উহার স্বতন্ত্রতা রহিয়া যায়। মন্ত্রের আলোচ্য দ্বিতীয় পদ—'গোষু'। ঐ পদে 'গাভীসমূহের' অর্থই সর্ব্বত্র পরিগৃহীত। তদনুসারে 'বনেষু গোষু' পদদ্বয়ে, কেহ বা ভাব গ্রহণ করিয়াছেন,—"ব্যবহারযোগ্য গোসমূহে", কেহ বা অর্থ করিয়াছেন—"গোসমূহে" ও "বৃক্ষাগ্রভাগে"। সেখানে (অগ্নি) কি করেন ? "প্রশস্তিং ধিষে" পদদ্বয় তাহাই প্রকাশ করিতেছে। তদনুসারে প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাব দাঁড়াইয়াছে,—'গাভীসমূহে ও বৃক্ষের উপরিভাগে অথবা ব্যবহারযোগ্য গাভীসমূহে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদন করেন।' ইহাই মন্ত্রের প্রথম পাদের প্রথম অংশের প্রচলিত অর্থ। *

প্রথম চরণের দ্বিতীয় অংশে পাঁচটী পদ আছে। তাহার মধ্যে 'স্বঃ নঃ' পদদ্বয় সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দেখিতে পাই। মূলে দেখি, 'স্বর্ণঃ' পদ আছে। ভাষ্যকার তাহা হইতে 'স্বঃ নঃ' পদদ্বয় পরিকল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু, অপর এক ব্যাখ্যাকার ঐ পদের 'স্বর্ণঃ' রূপই সিদ্ধান্ত করেন। তদনুসারে ঐ পদে নেতৃস্থানীয় সূর্য্যের সম্বোধন প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। ঐ পক্ষে, মন্ত্রার্থ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সায়ণের যে অর্থ—'বিশ্ববাসী লোকসকল আমাদিগের জন্য সুষ্ঠু অরণীয় বা গ্রহণযোগ্য বলি বা উপায়ন-রূপ ধন আহরণ করুন'; এ পক্ষে তাহা উল্টাইয়া গিয়া অর্থ হয়,—'সকল মনুষ্য তোমাকে (হে সূর্য্যদেব) বলি প্রদান করুন।' † বলা বাহুল্য, ভাষ্যের পরিগৃহীত অর্থের অপেক্ষাও এই অর্থের সঙ্গতি দেখা যায়।

* মন্ত্রের কেবল এই অংশের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ এবং একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে; যথা,—

"হে অগ্নি! আমাদিগের ব্যবহারযোগ্য গোসমূহকে উৎকৃষ্ট কর।"

"On the cows, on the trees thou hast conferred excellence."

† এ পক্ষে ওল্ডেনবর্গের গবেষণা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন—'অগ্নির প্রতি বলি প্রযুক্ত হওয়াই সঙ্গত; উপাসকের প্রতি উহার প্রয়োগ সুসিদ্ধ হয় না।' পদ-পাঠে মূলের 'স্বর্ণঃ' পদ 'স্বঃ নঃ' রূপে লিখিত হইয়াছে বটে; কিন্তু উহা 'স্বর্ণঃ' রূপে লিখিত

মন্ত্রের প্রথম চরণের অর্থ-সম্বন্ধে এইরূপ বিভিন্ন মত প্রচারিত আছে। কিন্তু আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিতেছি, পক্ষান্তরে তাহা একটু বিশিষ্টতা-সম্পন্ন বলিয়াই প্রতীতি জন্মিবে। 'বন' এবং 'গো' শব্দে পূর্ব্বাপর আমরা যে ভাব গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, এখানেও সেই ভাবেরই সঙ্গতি দেখি। 'স্বঃ' ও 'নঃ' পদদ্বয়-বিষয়ে আমরা ভাষ্যেরই অনুসরণ করিয়াছি। আমরা মনে করি, এই মন্ত্রটীও যথাপূর্ব্ব জ্ঞানদেবতা সম্বন্ধে প্রযুক্ত। মন্ত্রের প্রথম চরণে তাঁহার নিকট দ্বিবিধ প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। প্রথমতঃ বলা হইয়াছে,—'হে জ্ঞানদেব। আমাদিগের এই যে রিপুসঙ্কুল হৃদয় রূপ অরণ্য, ইহার মধ্যে যে জ্ঞানকিরণ বিচ্ছুরিত হয়, তাহাতে প্রশংসনীয় ধন অর্থাৎ ভগবৎ-সম্বন্ধ আপনিই স্থাপন করেন। সেই আপনি আমাদিগের মধ্যে ভগবৎপূজন-রূপ সৎকর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করুন; আমরা বিশ্ববাসিগণ আপনার কৃপায় যেন সুসাধ্য সৎকর্ম্মসমূহ প্রাপ্ত হই।' এ পক্ষে, 'প্রশস্তিং' 'স্বঃ' ও 'বলিঃ' প্রভৃতি পদ কয়েকটীর মর্ম্ম অনুধাবন করা আবশ্যক। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই তাহার আভাস পাওয়া যাইবে।

অতঃপর দ্বিতীয় চরণের বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। এই অংশের প্রচলিত অর্থ এই যে,—'মনুষ্যগণ অনেকস্থলে তোমার (অগ্নির) পূজা করে; এবং পিতার সম্পত্তি যেমন পুত্রেরা বিভাগ করিয়া লয়, সেইরূপ তোমাকে (অগ্নিকে) লোকে বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে।' এই অংশে 'পিতুঃ ন জিব্রেঃ' উপমায় বৃদ্ধ পিতার সম্পত্তি পুত্রগণ যেমন কাড়িয়া বা বিভাগ করিয়া লয়, অগ্নিকে সেইরূপ নানাস্থানে প্রজ্বলিত করে—এইরূপ ভাব আসে। আমরা এখানে 'নরঃ' পদে 'নেতৃস্থানীয় জ্ঞানিগণ' অর্থ গ্রহণ করি। 'পুরুত্রা' পদে 'সর্ব্বকর্ম্মের মধ্যে' অর্থ

হওয়াই সঙ্গত। 'স্বর্ণৃ' শব্দ সম্বোধনে 'স্বর্ণঃ' রূপ প্রাপ্ত হয়। এখানে সেই রূপই লক্ষ্য করা যায়। উহার অর্থ—'সূর্য্যনেতা'। এইরূপ দৃষ্টিতে ওল্ডেনবর্গ মন্ত্রাংশের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন—"All men have brought tribute to thee, O sun-hero!" অথবা,—"May all men bring us tribute in the sun." এ পক্ষে 'স্বঃ' বা 'স্বর্' পদ সূর্য্য অর্থে পরিগৃহীত; 'স্বর্ণঃ' পদ নেতৃ-স্বরূপ তাঁহারই সম্বোধনে বিহিত।

আসে। 'বি-সপর্য্যন' পদে 'বিবিধ প্রকারে পূজা করা' অর্থ প্রাপ্ত হই। 'বেদঃ' পদে 'জ্ঞান' অর্থ স্বতঃপ্রতিপন্ন হয়। ঐ পদের প্রতিবাক্যে ধন-পদ গ্রহণ করিলেও জ্ঞান-রূপ ধনই তাহার লক্ষ্য বলিয়া বুঝা যায়। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, এই অংশের প্রার্থনার মর্ম্ম দাঁড়ায়,—'জ্ঞানিগণ যেমন তাঁহাদিগের সকল কর্ম্মে জ্ঞানকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন, মূঢ় আমরাও যেন তাঁহাদিগের পদাঙ্কানুসরণে হৃদয়ে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হই।' (১ম—৭০সূ—৫ঋ)।

—— • ——

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

দ্বিপাদাস্বযুক্সংখ্যাসু যাস্ত্যাতিরিচ্যতে সা তথৈব পঠিতব্যেত্যুক্তং। উত্তরা তাদৃশী দ্বিপদা॥

• • •

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্ততিতমং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

সাধুর্ন গৃধ্নুরস্তেব শূরো যাতেব

ভীমস্ত্বেষঃ সমৎসু ॥ ৬ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

সাধুঃ। ন। গৃধ্নুঃ। অস্তাইইব। শূরঃ। যাতাইইব॥

ভীমঃ। ত্বেষঃ। সমৎইসু॥ ৬ ॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

দ্বিপদ ঋক্সমূহের মধ্যে অযুক্সংখ্যাযুক্ত যে ঋক্ আছে, তাহা সেইরূপই পঠিত হইবে—ইহাই উক্ত আছে। পরবর্তী ঋক্টী সেইরূপ দ্বিপদ ছন্দে নিবদ্ধ।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

স জ্ঞানদেবঃ সাধুঃ ন গৃভ্নুঃ' (সাধুবৎ সর্ব্বেষাং গ্রহণকারী আশ্রয়দাতা বা); সাধবঃ যথা সর্ব্বান্ আশ্রয়ং সঙ্গং বা দত্ত্বা পরিত্রায়ন্তি, জ্ঞানং তদ্বৎ লোকানাং পরিত্রাণকারণং ভবতীতি ভাবঃ; স জ্ঞানদেবঃ 'অস্তেব শূরঃ' (মৃত্যুবৎ বলবান্); মৃত্যুঃ যথা সর্ব্বান্ হরতি, জ্ঞানং তদ্বৎ পাপান্ নশ্যতি—ইত্যর্থঃ; স জ্ঞানদেবঃ 'যাতেব ভীমঃ' (হিংসকবৎ অতিভীষণঃ—পাপদমনায় ইতি যাবৎ); পাপকর্ম্মকারিণং কদাচ ন উৎসাহং ন দদাতি ইতি ভাবঃ; স জ্ঞানদেবঃ 'সমৎসু' (সংগ্রামেষু—রিপুপ্রাধান্যভূতেষু) 'ত্বেষঃ' (দীপ্তঃ, সর্ব্বথা জয়যুক্তঃ ইত্যর্থঃ) ভবতীতি শেষঃ; যদ্বা—স জ্ঞানদেবঃ রিপুসংগ্রামেষু অস্মাসু প্রদীপ্তো ভবতু—অস্মাকং রিপুনাশায় তস্য প্রভাবো বিস্তারয়তু ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—৭০সূ—৬ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সেই জ্ঞানদেবতা সাধুবৎ সকলের গ্রহণকারী বা আশ্রয়দাতা হয়েন; (ভাব এই যে,—সাধুগণ যেমন সকলকে আশ্রয় বা সঙ্গ দান করিয়া পরিত্রাণ করেন, জ্ঞান সেইরূপ লোকগণের পরিত্রাণকারণ হয়েন); সেই জ্ঞানদেবতা মৃত্যুবৎ বলবান্; (অর্থাৎ, মৃত্যু যেমন সকলকে হনন করে, জ্ঞান সেইরূপ পাপসমূহ নাশ করেন)। সেই জ্ঞানদেবতা (পাপ-দমন পক্ষে) হিংসকের ন্যায় অতিভীষণ; (পাপকর্ম্মকারীকে তিনি কদাচ উৎসাহ দেন না—ইহাই ভাবার্থ); সেই জ্ঞানদেবতা রিপুপ্রাধান্যভূত সংগ্রামসমূহে দীপ্ত অর্থাৎ সর্ব্বথা জয়যুক্ত হয়েন; অথবা, সেই জ্ঞানদেবতা রিপুসংগ্রামসমূহে আমাদিগের মধ্যে প্রদীপ্ত হউন—আমাদিগের রিপুনাশে তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হউক—ইহাই প্রার্থনা। (১ম—৭০সূ—৬ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়মগ্নিঃ সাধুর্ন সাধক ইব গৃভ্নুর্গৃহীতা। যথা সাধকঃ সাধ্যফলমাশু গৃহ্লাতি তদ্বদগ্নিরপি সর্ব্বং স্বীকরোতীত্যর্থঃ। তথায়মগ্নিরস্তেব শূরঃ। যথেষূণাং ক্ষেপ্তা ধানুষ্কঃ শত্রূন্ প্রেরয়তি তদ্বদগ্নিরপি দহন্ সর্ব্বং প্রাণিজাতং প্রেরয়তি। তথা যাতেব ভীমঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই অগ্নি 'সাধুঃ ন' সাধকের ন্যায় 'গৃভ্নুঃ' গৃহীতা; অর্থাৎ সাধক যেমন সাধ্যফলকে আশু গ্রহণ করেন, অগ্নিও সেইরূপ সকলকে গ্রহণ করিয়া থাকেন। আর সেই অগ্নি 'অস্তেব শূরঃ' ইষুসমূহের ক্ষেপণকারী ধানুষ্কী যেমন শত্রুকে প্রেরণ করে, অগ্নিও সেইরূপ দহন করিয়া সকল প্রাণিজাতকে প্রেরণ করেন। আর 'যাতেব ভীমঃ' যাত্রা

যাতা যাতয়িতা হিংসকো ভীমঃ সর্ব্বেষাং ভয়ঙ্করো ভবতি। তদ্বদগ্নিরপি দৃষ্টমাত্রেণ সর্ব্বেষাং ভয়মুৎপাদয়তি। অত এবম্বিধোঽগ্নিঃ সমৎসু সংগ্রামেষু ত্বেষো দীপ্তঃ সন্ অস্মাকং সহায়ো ভবত্বিত্যর্থঃ ॥

গৃধ্নুঃ। গৃধু অভিকাঙ্ক্ষায়াং। ত্রসিগৃধিধৃষিক্ষিপেঃ ক্নুঃ। শূরঃ। শূ গতৌ। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাদস্মাৎ শুষিচিমীনাং দীর্ঘশ্চেতি ক্রন্॥ (১ম—৭০সূ—৬ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য পঞ্চমে চতুর্দ্দশো বর্গঃ॥ ১৪॥

ষষ্ঠ (৭৯৩) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রচলিত অর্থ-সম্বন্ধেও বিশেষ কোনরূপ মত-পার্থক্য ঘটে নাই। প্রচলিত অর্থে অগ্নি-সম্বন্ধে, আর আমাদিগের অর্থে জ্ঞান-সম্বন্ধে মন্ত্রটী প্রযুক্ত বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই মন্ত্রটীকে পরবর্ত্তী কালের সংযোজনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন।* কিন্তু তৎপক্ষের যুক্তি দৃঢ়ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত নহে।

মন্ত্রের অন্তর্গত পদ-কয়েকটীর অর্থ-বিষয়ে মতান্তর দেখিতে পাই। মূলে 'গৃধ্নুঃ' পদ আছে। তাহা হইতে লোভের বা আকাঙ্ক্ষার ভাব পরিগৃহীত হইয়া থাকে। প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষায় 'অর্থগৃধ্নুঃ' বলিতে যাহা বুঝায়, এখানেও সেই ভাব কেহ কেহ গ্রহণ করেন। কিন্তু অগ্নি-সম্পর্কে তাহার সার্থকতা প্রতিপন্ন হয় না। 'সাধুঃ ন গৃধ্নুঃ' উপমা-

অর্থাৎ যাতয়িতা হিংসক যেমন ভীম অর্থাৎ সকলের ভয়ঙ্কর হয়েন, অগ্নিও সেইরূপ দৃষ্টমাত্রে সকলের ভয় উৎপাদন করেন। অতএব এবম্বিধ অগ্নি 'সমৎসু' সংগ্রামসমূহে 'ত্বেষঃ' দীপ্ত হইয়া আমাদিগের সহায় হউন—ইহাই অর্থ।

গৃধ্নুঃ। গৃধু ধাতু অভিকাঙ্ক্ষা অর্থ বুঝায়। 'ত্রসিগৃধিধৃষিক্ষিপেঃ ক্নুঃ' এই নিয়মে ক্নুঃ প্রত্যয়। শূরঃ। গতি অর্থবোধক শূ ধাতু। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ-হেতু তাহাতে 'শুষিচিমীনাং দীর্ঘশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে ক্রন্ প্রত্যয়। (১ম—৭০সূ—৬ঋ)।

প্রথম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১৪॥

* Bergaigne, Recherches Sur l' Historie de la Samhita, I. 61. ভাষ্যমূলেও এই মতেরই পোষকতা করেন।

বাক্যেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। প্রকৃত যাঁহারা সাধু, তাঁহারা (অর্থ-সম্বন্ধে) ত্যাগী ভিন্ন কখনই 'গৃধ্নুঃ' হইতে পারেন না। সুতরাং এখানে অন্য নিগূঢ় ভাব প্রকাশ পায়। সাধুগণ জগতের হিতের জন্য পাপী তাপী সকলকে কোল দিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের গৃধ্নুত্ব—সংসারের হিতের জন্য। এখানে শব্দার্থ সম্পূর্ণ অন্য ভাব প্রকাশ করিতেছে। সাধুগণ যেমন পাপী তাপীকে গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহাদিগের উদ্ধার-সাধন করেন, জ্ঞান সেইরূপ মানুষের মধ্যে উদয় হইয়া মানুষকে পরিত্রাণ করেন। এই ভাবই এখানে প্রকটিত দেখি। এইরূপ 'অস্তেব শূরঃ' এবং 'যাতেব ভীমঃ' উপমাদ্বয়েও জ্ঞানদেবতারই মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইয়াছে। পাপের সহিত সংগ্রামে মানুষ যে জয়-লাভ করে, জ্ঞানই তাহার মূলীভূত; আবার জ্ঞানের যে ভীষণমূর্ত্তি, পাপ-সম্বন্ধে—পাপকর্ম্ম-কারীর সম্বন্ধেই তাহা প্রকটিত। যে অসাধু, যে চোর, যে পাপকর্ম্ম-পরায়ণ, সেই দেখে—জ্ঞান তাহার সম্বন্ধে ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছেন। দস্যু যখন দস্যুতায় প্রবৃত্ত হয়, চোর যখন চুরি করিতে যায়, প্রথম বিভীষিকা কে তাহাদিগকে প্রদর্শন করে? নিভৃত নির্জ্জন স্থানে, নিদ্রিত প্রহরিপরিশূন্য অবস্থায়,—কেহ যেখানে বাধা দিবার নাই,—কে সেখানে প্রথম ভয়প্রদর্শন করে? সে সেই জ্ঞান বা বিবেকরূপী ভগবান্ নহেন কি? সেখানে সে অবস্থায় জ্ঞান যে ভয়-প্রদর্শন করে, তেমন ভয় আর কেহ দেখাইতে পারে না। জ্ঞানের সেই বিভীষিকায় বিভীত হইয়া, যদি কেহ পাপ-পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে, তবেই সে পরিত্রাণ পাইয়া যায়। নচেৎ, সেই শূরই (জ্ঞানই) তাহাকে বধ করিয়া থাকেন। জ্ঞানের অভাবে, জ্ঞানের অনুশাসন মান্য না করায়, মানুষ যে নিত্য নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহা আর বুঝাইবার আবশ্যক করে না। এইরূপেই বুঝিতে পারি, জ্ঞানের শূরত্ব এবং হিংসকত্ব—পাপনাশ সম্বন্ধেই প্রকাশ পায়।

তেমন যে জ্ঞান—সাধুর ন্যায় যাহা পাপী-তাপীকে কোল দিয়া থাকে; তেমন যে জ্ঞান—বিপথে গমনকালে যাহা হিংসকের ন্যায় ভীষণ হইয়া পাপকর্ম্মে বাধা প্রদান করে; তেমন যে জ্ঞান—পাপনাশ-পক্ষে যাহা মৃত্যুর ন্যায় বলবান্, অর্থাৎ মৃত্যু যেমন সকলকে কবলিত করিতে সমর্থ

হয়, যে জ্ঞান পাপকে সেইরূপভাবে পাপকে বিমর্দ্দিত করিতে সমর্থ হয়; 'দ্বেষঃ সমৎসু' পদদ্বয়ে সেই জ্ঞানদেবতার নিকট রিপুজয়ের কামনাই প্রকাশ পাইয়াছে। সূক্ত-শেষে, প্রার্থনার পর প্রার্থনার পরিসমাপ্তিতে, আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইতেছে,—'হে দেবতা! এ সংসারে রিপুসংগ্রামে আমরা যে অহর্নিশ জর্জ্জরীভূত হইতেছি, তাহা হইতে আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন; প্রার্থনা—রিপুর তাড়নায় আর যেন বিপথগামী না হই; সে সংগ্রামে আপনি আসিয়া সহায় হউন,—আপনার তেজে শত্রু বিনষ্ট হউক।' (১ম—৭০সূ—৬ঋ)॥

একসপ্ততিতমসূক্তানুক্রমণিকা।

উপ প্রেতি দশর্চ্চং সপ্তমং সূক্তং। অত্রানুক্রম্যতে। উপ প্রদশেতি। ঋষিশ্চান্যস্মাদিতি পরিভাষয়া শক্তিপুত্রঃ পরাশর ঋষিঃ। অনাদেশপরিভাষয়া ত্রিষ্টুপ্। পরমাগ্নেয়মৈন্দ্রাদিতি পরিভাষিতত্বাদগ্নির্দ্দেবতা॥ প্রাতরনুবাকস্যাগ্নেয়ে ক্রতৌ ত্রৈষ্টুভে ছন্দসীদমাদীনি ত্রীণি সূক্তানি। অথৈতস্য ইতি খণ্ডে তথৈব সূত্রিতং। উপ প্র জিন্বন্নিতি ত্রীণি কাত উপেতিরিতি সূক্তে। আ০ ৪।১৩। ইতি। আশ্বিনশস্ত্রেঽপি প্রাতরনুবাকাতিদেশাদিদমাদীনি ত্রীণি সূক্তানি। তথৈব সূত্র্যতে। এতস্মাগ্নেয়ং গায়ত্রমুপসন্তনুয়াৎ প্রাতরনুবাকন্যায়েনেতি॥

একসপ্ততিতম সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'উপ প্র' প্রভৃতি দশটী ঋক্‌বিশিষ্ট সপ্তম সূক্ত (দ্বাদশ অনুবাকের)। সে বিষয়ে এইরূপ অনুক্রান্ত আছে;—'উপ প্র দশেতি।' 'ঋষিশ্চান্যস্মাৎ' এই পরিভাষার দ্বারা শক্তিপুত্র পরাশর এই মন্ত্রের ঋষি। অন্য পরিভাষা না থাকায় ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্। 'পরমাগ্নেয়মৈন্দ্রাদিতি' পরিভাষিত-হেতু অগ্নি দেবতা। ত্রৈষ্টুপ্ ছন্দোবিশিষ্ট এই সূক্ত হইতে তিনটী সূক্ত প্রাতরনুবাকের আগ্নেয়-ক্রতুতে প্রযুক্ত। 'অথৈতস্য' এই খণ্ডে এতদ্বিষয়ে এইরূপ সূত্রিত আছে;—'উপ প্র জিন্বন্নিতি ত্রীণি কাত উপেতিরিতি সূক্তে' (আ০ ৪।১৩) ইতি। আশ্বিন-শস্ত্রেও প্রাতরনুবাকাতিদেশ-হেতু এই তিনটী সূক্ত প্রযুক্ত হয়। তদ্বিষয়ে এইরূপ সূত্রিত আছে;—'এতস্মাগ্নেয়ং গায়ত্রমুপসন্তনুয়াৎ প্রাতরনুবাকন্যায়েনেতি।'

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশোঽনুবাকঃ। একসপ্ততিতমং সূক্তং।
প্রথমোঽষ্টকঃ। পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ। পঞ্চদশঃ ষোড়শশ্চ দ্বৌ বর্গৌ।

একসপ্ততিতমং সূক্তং।

ঋষি ও দেবতা একই আছেন; কিন্তু এই সূক্ত হইতে ঋক্-সমাবেশের ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অতঃপর আর পাঁচটী দ্বৈপদ ঋক্ লইয়া সূক্ত গ্রথিত নহে; এখন হইতে এক একটী সূক্তে দশটী করিয়া ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের ঋক সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ত্রিসপ্ততিতম সূক্তে দ্বাদশ অনুবাকের শেষ পর্য্যন্ত ঋক্-সমাবেশের এই নূতন ধারা পরিলক্ষিত হইবে। অর্থাৎ, একসপ্ততিতম সূক্ত হইতে ত্রিসপ্ততিতম সূক্ত পর্য্যন্ত তিনটী সূক্তে ত্রিশটি ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো-বিশিষ্ট মন্ত্র আছে।

এই সূক্তে অগ্নিদেব-সম্বন্ধে যে সকল বিভিন্ন বিপরীত ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে অগ্নিকে প্রধানতঃ মনুষ্য-প্রকৃতি-সম্পন্ন বলিয়াই মনে হয়। এই সূক্তের চতুর্থ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় দেখিতে পাই,—রাজা যেমন প্রবল রাজার নিকট দূত প্রেরণ করেন, ভৃগুঋষি সেইরূপ অগ্নিকে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এইরূপ পঞ্চম মন্ত্রের ব্যাখ্যায় দেখা যায়, বাণনিক্ষেপকারী অগ্নি পলায়মান রাক্ষসগণের প্রতি বাণনিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এইরূপ সপ্তম ও দশম মন্ত্রে দেখিতে পাই, অগ্নিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলা হইতেছে,—'হে অগ্নি! তুমি দেবগণকে আমাদিগের ধনের বিষয় জ্ঞাপন কর; তুমি অতীত বর্ত্তমান সকল অবস্থাই জ্ঞাত আছ; দেবগণের সহিত আমাদিগের পৈত্রিক সম্পত্তি নষ্ট করিও না।' এইরূপে অগ্নিকে মনুষ্য-রূপে বা মনুষ্য-প্রকৃতি-সম্পন্ন দেবতা-রূপে পরিচিত করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে আবার, অঙ্গিরা এবং মাতরিশ্ব প্রভৃতির প্রসঙ্গে অগ্নির উৎপত্তি বা অগ্নি-পূজার প্রবর্ত্তনার বিষয় প্রখ্যাত দেখা যায়। * সে পক্ষে, অগ্নিকে কখনও জ্বলন্ত অনল বলিয়া মনে হয়;

---

* এই সূক্তের তৃতীয় প্রভৃতি ঋকের ব্যাখ্যা উপলক্ষে ঋগ্বেদের ইংরাজী অনুবাদক উইল্‌সন্ সাহেব এ দেশে অগ্নিপূজা-প্রবর্ত্তনার সূত্র অনুসন্ধান করেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—"This and the preceding stanza are corroborative of the share borne by the Angirasas in the organisation, if not in the origination, of the worship of fire." এইরূপ মুইর (Muir) সাহেবের মত এই যে,—ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণই ভারতবর্ষে অগ্নি-পূজা প্রবর্ত্তনা

কখনও বা অগ্নি-সম্বোধনে অন্য এক কল্পনাতীত সামগ্রীর প্রতি লক্ষ্য সঞ্চালিত করে। পরন্তু সকল মন্ত্রের সমভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গেলে, আমরা যে দৃষ্টিতে যাঁহার উদ্দেশে মন্ত্রটী প্রযুক্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছি, তৎপক্ষেই আস্থা জন্মিবে। প্রতি মন্ত্রের ব্যাখ্যা উপলক্ষে আমাদিগের আলোচনা, অনুধাবন করুন; সত্যতত্ত্ব আপনিই অনুভূত হইবে।

প্রথমমণ্ডলস্য দ্বাদশানুবাকে একসপ্ততিতমং সূক্তং। ঋষিঃ দেবতা চ পূর্ব্ববৎ।

আশ্বিনশস্ত্রে প্রাতরনুবাকে বিনিয়োগঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একসপ্ততিতমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

উপ প্র জিন্বন্নুশতীরুশন্তং পতিং ন

নিত্যং জনয়ঃ সনীলাঃ।

স্বসারঃ শ্যাবীমরুষীমজুষ্রঞ্চিত্রমুচ্ছন্তীমুষসং

ন গাবঃ ॥ ১ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

উপ। প্র। জিন্বন্। উষতীঃ। উশন্তং। পতিং। ন।

নিত্যং। জনয়ঃ। সঽনীলাঃ।

স্বসারঃ। শ্যাবীং। অরুষীং। অজুষ্রন্। চিত্রং। উচ্ছন্তীং। উষসং।

ন। গাবঃ ॥ ১ ॥

করিয়াছিলেন; তাহার পূর্ব্বে এদেশের আদিম অসভ্য লোকেরা নাকি অগ্নির ব্যবহার জানিত না। কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন করিয়া অঙ্গিরা প্রভৃতি যশস্বী হইয়াছিলেন,—এবম্বিধ মতসমূহও, পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণের গবেষণার ফলে প্রচারিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, এ সকল কল্পনা যে ভিত্তিশূন্য, তাহা বলা বাহুল্য।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উশতঃ' (কাময়মানাঃ, পত্যা সহ মিলনাভিলাষিণঃ) 'স্বসারঃ' (স্বয়মেব সরন্ত্যঃ, পতিসেবায়াং স্বতোনিয়োজিতাঃ পত্ন্য ইতি ভাবঃ) 'ন' (যথা, ইব) 'উশন্তং' (কাময়মানং) 'পতিং' (স্বামিনং) 'উপ' (উপেত্য) 'নিত্যং' (সদৈব) 'প্রজিন্বন্' (প্রীণয়ন্তি) তমিতি শেষঃ; তদ্বৎ 'সনীলাঃ' (সমানাবস্থাপ্রাপ্তাঃ, সালোক্যাদেঃ মুক্তেরভিলাষিণঃ) 'অনয়ঃ' (লোকাঃ, উপাসকাঃ ইতি ভাবঃ) 'চিত্রং' (বৈচিত্র্যশালিনং জ্ঞানদেবং ভগবন্তং বা) 'অজুষন্' (একান্তেন সেবয়ন্তি); তে এব 'উষসঃ ন গাবঃ' (উষসঃ রশ্মিসম্বন্ধমিব, যথা—জ্ঞানোন্মেষকালে জ্ঞানরশ্মিবিচ্ছুরণবৎ) 'শ্যাবীং' (অজ্ঞানতারূপাং অন্ধকারাচ্ছন্নাং রাত্রিং) 'উচ্ছন্তীং' (তমোবর্জ্জয়ন্তীং) 'অরুষীং' (শুভ্ররূপযুতাং, জ্ঞানরশ্মিসমন্বিতাং) কুর্ব্বন্তি ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—সাধবঃ একান্তেন জ্ঞানান্বেষিণো ভবন্তি; তেষাং আদর্শেন লোকানাং অজ্ঞানতা নশ্যতি॥ (১ম—৭১সূ—১ঋ)॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

পতিসহ মিলনাভিলাষিণী, পতিসেবায় স্বতোনিয়োজিতা পত্নী যেমন, কাময়মান পতিকে প্রাপ্ত হইয়া, নিত্যকাল তাঁহার প্রীতি-সম্পাদন করেন; সেইরূপ, সালোক্যাদি মুক্তির অভিলাষী উপাসকগণ, বৈচিত্র্য-শালী সেই জ্ঞানদেবতাকে বা ভগবানকে একান্তে সেবা করিয়া থাকেন; তাঁহারাই উষার রশ্মিসম্বন্ধের ন্যায় (অথবা—জ্ঞানোন্মেষকালে জ্ঞানরশ্মি-বিচ্ছুরণবৎ) অজ্ঞানতা-রূপা অন্ধকারাচ্ছন্না রাত্রিকে তমোবর্জ্জিত করিয়া, শুভ্ররূপযুত (জ্ঞানরশ্মিসমন্বিত) করিয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—সাধুগণ একান্তে জ্ঞানান্বেষী হয়েন; তাঁহাদিগের আদর্শে সংসারের অজ্ঞানতা নাশপ্রাপ্ত হয়।)॥ (১ম—৭১সূ—১ঋ)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

উষতীরুশত্যঃ কাময়মানাঃ সনীলাঃ। নীলো নিবাসস্থানং। সমাননিবাসস্থানাঃ। এক-পাণ্যবস্থানাৎ। স্বসারঃ। স্বসার ইত্যঙ্গুলিনাম। এবম্ভূতা অঙ্গুলয় উশন্তং কাময়মানমগ্নিং জনয়ো

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'উশতীঃ' (উশত্যঃ) কাময়মান 'সনীলাঃ' (সনীড়াঃ) সমাননিবাসস্থানবিশিষ্ট (এক পাণিতে অবস্থান-হেতু) 'স্বসারঃ' (স্বসার পদ অঙ্গুলিনাম-বাচক) এবম্ভূত অঙ্গুলি-সমূহ 'উশন্তং' কাময়মান অগ্নিকে 'জনয়ঃ' জায়া (রূপে) 'নিত্যং' অসাধারণ 'পতিং'

জায়া নিত্যমসাধারণং পত্তিং ন ভর্তারমিবোপপ্রজিন্বন্। উপ আগত্য হবিঃপ্রদানাদিকর্ম্মণা প্রীণয়ন্তি। প্রীণয়িত্বা চ চিত্রং চায়নীয়ং পূজনীয়ং তমগ্নিমঞ্জলিবন্ধনেনাজুষ্রন্ অসেবন্ত। তত্র দৃষ্টান্তঃ। শ্যাবীং শ্যাববর্ণাং রাত্রিসম্বন্ধাৎ কৃষ্ণাং। তত উচ্ছন্তীং সূর্য্যকিরণসম্বন্ধাত্তমো বর্জ্জয়ন্তীং। অতএবারুষীমারোচমানাং। যদ্বা শুভ্ররূপযুক্তামুষসং ন। উষোদেবতাং গাবো রশ্ময়ো যথা সেবন্তে তদ্বৎ। যথা রশ্ময় উষসা নিত্যসম্বদ্ধাঃ। এবং সর্ব্বেষু যজ্ঞেষগ্নি-পরিচরণেনাঙ্গুলয়ো নিত্যসম্বদ্ধা ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ॥

জিন্বন্। জিবি প্রীণনার্থঃ। ইদিত্বান্নুম্। লেটোডাগমঃ। উষতীঃ। বা ছন্দসীতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্বং। শতুরনুম নদ্যা ইতি উদাত্তত্বং। স্বসারঃ। অসু ক্ষেপণ ইত্যস্মাৎ সুঞ্যসেষ ন্। উ॰ ২।৯২। ইতি ঋন্। ন ষট্স্বস্রাদিভ্যঃ। পা॰ ৪।১।১০। ইতি ঙীপ্ প্রতিষেধঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। শ্যাবীং। শু গতৌ। ইণ্‌শীঙ্‌ভ্যামিতি বাহুলকাদ্বন্। শাঙ্গরবাদিত্বান্ঙীন্। অরুষীং। অরুষমিতি রূপনাম। ঋ গতৌ। ঋহনিভ্যামুষন্। ছন্দসীবনিপাবিতি মত্বর্থীয় ইকারঃ। ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বং। অজুষ্রন্। জুষী প্রীতিসেবনয়োঃ। তৌদাদিকঃ। লঙি ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। রুডিত্যনুবৃত্তৌ বহুলং ছন্দসীত্যন্তাদেশস্য রুডাগমঃ॥ (১ম—৭১সূ—১ঋ)॥

• • •

ন' ভর্তার ন্যায় 'উপ প্রজিন্বন' নিকটে আসিয়া হবিঃপ্রদানাদি কর্ম্মের দ্বারা প্রীতিসম্পাদন করেন; প্রীতি সম্পাদন করিয়া 'চিত্রং' চায়নীয় অর্থাৎ পূজনীয় সেই অগ্নিকে অঞ্জলি-বন্ধনের দ্বারা 'অজুষ্রন্' সেবা করিয়াছিলেন। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত। 'শ্যাবীং' শ্যাববর্ণা রাত্রিসম্বন্ধ হেতু কৃষ্ণবর্ণের পর 'উচ্ছন্তীং' সূর্য্যকিরণ-সম্বন্ধ-হেতু অন্ধকার বর্জ্জন করিয়া অতএব 'অরুষীং' আরোচমানা অথবা শুভ্ররূপযুক্তা 'উষসং ন' উষোদেবতাকে 'গাবঃ' রশ্মিসমূহ যেমন সেবা করে, তদ্বৎ; রশ্মিসকল যেমন উষঃকালের সহিত নিত্যসম্বন্ধবিশিষ্ট, সেইরূপ সকল যজ্ঞের মধ্যে অগ্নি পরিচরণের দ্বারা অঙ্গুলিসমূহে নিত্যসম্বন্ধ—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।

জিন্বন্। জিবি ধাতু প্রীণনার্থক। ইদিত্ব-হেতু নুম্। লেটে অট্ আগম। উষতীঃ। 'বা ছন্দসি' ইত্যাদিতে সবর্ণের দীর্ঘত্ব। 'শতুরনুম নদ্যা' ইত্যাদি সূত্রে উদাত্তত্ব। স্বসারঃ। ক্ষেপণার্থক অসু ধাতু। তাহাতে সুঞ্জি-'অসেঋন্' (উ॰ ২।৬২) ইত্যাদি সূত্রে ঙীপ্ প্রতিষেধ। নিত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। শ্যাবীং। শু ধাতু গত্যর্থক। 'ইণ্‌শীঙ্‌ভ্যাং' ইত্যাদি সূত্রে বাহুলক-হেতু বন্। 'শাঙ্গরবাদিত্ব'-হেতু ঙীন্। অরুষীং। অরুষং এই পদ রূপনামবাচক। ঋ ধাতু গত্যর্থক। 'ঋহনিভ্যাং' এই হেতু উষন্ প্রত্যয়। 'ছন্দসী বনিপৌ' ইত্যাদি সূত্রে মত্বর্থীয় ঈকার। ব্যত্যয়ের দ্বারা আদ্যুদাত্তত্ব। অজুষ্রন্। জুষী ধাতু প্রীতি-সেবন অর্থ বুঝায়। তুদাদিগণীয়। লঙে ব্যত্যয়ের দ্বারা পরস্মৈপদ। রুট্ এই অনুবৃত্তি-হেতু 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে অন্ত্যাদেশে রুট্ আগম। (১ম—৭১সূ—১ঋ)॥

প্রথম (৭৯৪) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত কয়েকটী পদ, তাহাদিগের ভাষ্যানুগত অর্থ উপলক্ষে, মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে বড়ই সমস্যা উপস্থিত করে। সেই সমস্যার মূলীভূত একটী পদ—'স্বসারঃ'। বিভিন্ন স্থানে এই 'স্বসারঃ' পদের ব্যবহার দেখিতে পাই। ভাষ্যকার তাহার কোথাও বা 'ভগিনী' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, কোথাও বা 'অঙ্গুলি' অর্থ খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন। * সেই দৃষ্টিতেই 'সনীলাঃ' পদ 'সমাননিবাসস্থানাঃ' প্রতিবাক্য প্রাপ্ত হইয়াও 'স্বসারঃ' পদের বিশেষণ-রূপে অন্যভাব প্রকাশ করিতেছে। অঙ্গুলি-সকল হস্তপাণিতে একত্র গ্রথিত থাকে। ভাষ্যের মত—তাহাই সমান অবস্থায় অবস্থিতি, তাই—'স্বসারঃ' অঙ্গুলয়ঃ 'সনীলাঃ' সমাননিবাসস্থানাঃ। এই সূত্রে 'জনয়ঃ' পদের প্রতিবাক্যে জায়া-পদ পরিগৃহীত। অঙ্গুলিগণ কেমন? না—সনীলা, উশন্তী ও জায়া। তাঁহারা (সেই অঙ্গুলিগণ) কি করেন? "উশন্তং পতিং ন নিত্যং উপ প্রজিঘ্নন্"—এই কয়েকটী পদ তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। উহাদিগের ভাব এইরূপ প্রকাশ পাইয়াছে যে,—কাময়মান পতির নিকট গিয়া পত্নী যেমন তাঁহার নিত্য সেবা করেন, তদ্রূপ। কিন্তু ঐ অঙ্গুলিগণ সেবা করেন—কাহার? 'চিত্রং' পদটী তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছে। ভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত এই যে, ঐ পদ 'পূজনীয় অগ্নি' সম্বন্ধে প্রযুক্ত। অঙ্গুলিগণ অগ্নির সেবা বা পরিচর্য্যা করেন—এ পক্ষে ইহাই ভাবার্থ। মন্ত্রের অবশিষ্ট অংশ উপমা মধ্যে পরিগণিত। তাহার ভাব,—কৃষ্ণবর্ণ (শ্যাবীং) ও শুভ্রবর্ণ (উচ্ছন্তীং) উষাকে যেমন (উষসং ন) রশ্মিসমূহ (গাবঃ) অরুণবর্ণাভা (অরুষীঃ) প্রদান করেন। মন্ত্রের প্রচলিত একটী বাঙ্গালা ও একটী ইংরাজী অনুবাদ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। বাঙ্গালা অনুবাদে ঋক্‌টীর

---

* প্রথম মণ্ডলের বাষট্টি সূক্তের দশম ঋকে এবং এই ঋকে 'স্বসারঃ' পদ 'অঙ্গুলিগণ' অর্থে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু তৃতীয় মণ্ডলের পঞ্চাশ সূক্তের একাদশ ঋকে এবং অন্যান্য স্থানে ঐ পদ 'ভগিনী' অর্থে প্রযুক্ত দেখি।

ভাষ্যানুসারী অর্থই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ইংরাজী অনুবাদে আর এক ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। উদ্ধৃতাংশেই দুই রূপ অনুবাদের পার্থক্য বোধগম্য হইবে। অনুবাদ দুইটী এই; যথা,—

(১) "স্ত্রী যেরূপ স্বামীকে প্রীত করে সেইরূপ একস্থানবর্ত্তিনী ও আকাঙ্ক্ষিনী ভগিনীগণ (অঙ্গুলীগণ) আকাঙ্ক্ষী অগ্নিকে হব্য প্রদান দ্বারা প্রীত করে। উষা প্রথমে কৃষ্ণবর্ণ তৎপরে শুভ্রবর্ণ; সেই উষাকে রশ্মিগণ যেরূপ সেবা করে সেইরূপে অঙ্গুলিসকল অগ্নির সেবা করে।"

(2) "The loving (women) have (amorously) excited their lover, as wives of the same nest (house) their own husband. The sisters have delighted in the dark and in the red (goddess) as the cows in the brightly shining dawn."

পূর্ব্বে এই ভাবেরই আর একটী ঋক্ (১ম—৬২সূ—১০ঋ) প্রাপ্ত হইয়াছি। সেখানেও 'স্বসারঃ' 'জনয়ঃ' ও 'সনীলাঃ' পদত্রয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেখানে আমরা ঐ সকল পদের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, এখানেও সেই অর্থেরই সঙ্গতি দেখি। আমরা মনে করি, এখানে সাধকের ভগবৎ-উপাসনার একটী স্তরপর্য্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, এই মন্ত্রের 'উশতীঃ' ও 'উশন্তং' পদদ্বয়ের মর্ম্ম অনুধাবন করা আবশ্যক। যিনি 'উশতীঃ' হইয়া অর্থাৎ পতির সহিত মিলনাভিলাষিণী পত্নীর ন্যায় হইয়া এবং 'স্বসারঃ' হইয়া অর্থাৎ পতিসেবায় স্বতোনিয়োজিতা পত্নীর ন্যায় স্বতঃ-সেবাপরায়ণ হইয়া, ভগবানকে অথবা ভগবানের বিভূতিবিশেষকে সেবা করিতে পারেন; তাঁহার প্রতি ভগবান্ বা ভগবদ্বিভূতি আসক্ত হয়—'উশন্তং' পদ তাহাই খ্যাপন করিতেছে।

"ভক্তের দ্বারে বাঁধা হরি—ভক্ত বই আর জানে না।"

অথবা,

"মদ্ভক্তো যত্র তিষ্ঠতি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"

এবম্বিধ বাক্যেরই সার্থকতা 'উশন্তং' পদ প্রতিপন্ন করিতেছে। ভক্তের নিকট ভক্তির ডোরে ভগবান্ যে বাঁধা আছেন; পত্যেকপ্রাণা সহধর্ম্মিণীর ন্যায় সেবাপরায়ণ হইলে, ভগবান্ যে আর না আসিয়া থাকিতে পারে না;—এই মন্ত্রাংশ তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। তুমি যদি "উশতিঃ" হইতে পার, তিনিও "উশন্তং" হইবেন;—ইহাই তাৎপর্য্য।

কিন্তু ভগবানের প্রতি এইরূপ ঐকান্তিক সেবাপরায়ণ হইতে পারেন—সে কোন্ জন? তাহারই পরিচয়—"সনীলাঃ জনয়ঃ।" এখন, বুঝিয়া দেখুন দেখি—"সনীলাঃ" পদে কি ভাব দ্যোতনা করে? সাধারণ অর্থ—'সনীলাঃ সনীড়াঃ সমানাবস্থাপ্রাপ্তাঃ।' কিন্তু সে কি? সে কি সার্ষ্টি-সালোক্য-সারূপ্য-সাযুজ্যাদি মুক্তির এক অবস্থা নহে। 'জনয়ঃ' যে এখানে উপাসকগণকে বুঝায়, তাহা পূর্ব্বেই প্রখ্যাত হইয়াছে। সেই উপাসকগণ—যাঁহারা "সনীলাঃ" হইয়াছেন অর্থাৎ সমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহারা ভক্ত হইতে পারিয়াছেন; "ভক্ত আর ভগবানে, পার্থক্য নাহি যাখানে"—এই অবস্থার বা এই ভাবের যাঁহাদিগের উপজনা আসিয়াছে; কেবল তাঁহাদিগেরই সেই বৈচিত্র্যশালী ভগবানের বা জ্ঞানদেবতার সেবা সমাহিত হয়। এখানে এই ভাবই পরিব্যক্ত। যাঁহারা 'সনীলাঃ', তাঁহারাই 'স্বসারঃ' হইয়া দেবতার সেবায় সমর্থ হয়েন—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। ফলতঃ, মন্ত্রের প্রথম অংশে (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণে) "উশতিঃ" হইতে 'অজুষ্রন্' পর্য্যন্ত পদ-কয়েকটীতে, প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত সাধকের উপাসনা-প্রণালীরই পরিচয় পাই।

মন্ত্রের শেষাংশে, সেই সাধুগণের দ্বারা জগতের যে হিত-সাধিত হয়, তাহাই পরিব্যক্ত দেখি। উষাকালে অরুণ-কিরণ-সম্পাতে অন্ধকার যেমন দূরীভূত হয়; ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের ভগবদুপাসনা-রূপ রশ্মি-দ্যুতি সেইরূপ, মানুষের হৃদয়ের অজ্ঞানতা-রূপ রাত্রির অন্ধকারকে দূরীভূত করিয়া, প্রভাতের সূর্য্যরশ্মিসম্পাতের ন্যায়, তাহাদিগের হৃদয়কে উদ্ভাসিত পুলকিত করে। সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য এইজন্যই প্রখ্যাত আছে। জগতে যদি ভগবৎপরায়ণ একজন সাধুর আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে কোটী পাপী তাপী উদ্ধার পাইয়া যায়। এতদর্থে পদনিবহের ব্যাখ্যা-বিবৃতি নিষ্প্রয়োজন; 'উশসঃ ন গাবঃ' * উপমাই সে তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতেছে। (১ম—৭১সূ—১ঋ)॥

---

* এই মন্ত্রের 'গাবঃ' পদে ভাষ্যকার আর 'গাভীসকল' অর্থ গ্রহণ করেন নাই; এখানে তাঁহার প্রতিবাক্য—'রশ্ময়ঃ।' ওল্ডেনবর্গের অনুবাদ 'স্বসারঃ' পদ 'ভগিনী' অর্থই গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু তিনি রাত্রিকে ও উষাকে পরস্পর ভগিনী বলিয়া খ্যাপন করিয়াছেন। Vide H. Oldenberg's Note on Hymn. 71.1.

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একসপ্ততিতমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

বীলুচিদ্দৃহ্লা পিতরো ন উক্থৈরদ্রিং

রুজন্নঙ্গিরসো রবেণ।

চক্রুর্দিবো বৃহতো গাতুমস্মে অহঃ

স্বর্বিবিদুঃ কেতুমুস্রাঃ ॥ ২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

বীলু। চিৎ। দৃহ্লা। পিতরঃ। নঃ। উক্থৈঃ। অদ্রিং।

রুজন্। অঙ্গিরসঃ। রবেণ।

চক্রুঃ। দিবঃ। বৃহতঃ। গাতুং। অস্মে ইতি। অহরিতি।

স্বঃ। বিবিদুঃ। কেতুং। উস্রাঃ ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অঙ্গিরসঃ' (পরমজ্ঞানসম্পন্নাঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'পিতরঃ' (পিতৃপুরুষাঃ) 'উক্থৈঃ' (স্তোত্রমন্ত্রৈঃ, দেবারাধনাপ্রভাবৈঃ ইতি ভাবঃ) 'বিলুচিৎ দৃহ্লা' (গহ্বরমধ্যস্থিতং [illegible] দৃঢ়াশ্রয়ভূতং) 'অদ্রিং' (পাষাণবৎ কঠোরং রিপুনিবহং) 'রবেণ' (স্তুতিশব্দমাত্রেণ, অনায়াসেন ইতি ভাবঃ) 'রুজন্' (অভঞ্জন, বিচ্ছিন্নং কৃতবন্তঃ); তথা 'অস্মে' (অস্মদর্থং) 'বৃহতঃ' (মহতঃ) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য, স্বর্গস্য) 'গাতুং' (মার্গং) 'চক্রুঃ' (কৃতবন্তঃ); তথা 'স্বঃ' (সুষ্ঠু অরণীয়ং, সুগমনীয়ং, স্বর্গাদিপ্রাপকং) 'অহঃ' (দিবসং, জ্ঞানালোকং)

'বিবিদ্রুঃ' (লব্ধবন্তঃ); তথা তেষাং 'উস্রাঃ' (জ্ঞানকিরণাঃ) 'কেতুং' (চিহ্নং, আদর্শং) রক্ষিতবন্তঃ অস্মদর্থং ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—অস্মাকং পিতৃপুরুষাঃ ভগবদারাধনায় যং আদর্শং রক্ষিতবন্তঃ তদনুসরণং এব অস্মাকং শ্রেয়ঃসাধকং॥ (১ম—৫অ—৭১সূ—২ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমজ্ঞানসম্পন্ন পিতৃপুরুষগণ, দেবারাধনাপ্রভাবে, হৃদভ্যন্তরস্থিত দৃঢ়াশ্রয়যুক্ত পাষাণবৎ কঠোর রিপুনিবহকে অনায়াসে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন; আর, আমাদিগের জন্য মহৎ স্বর্গের পথকে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন; আর, তাঁহারা সুগন্তব্য স্বর্গাদিপ্রাপক যে জ্ঞানালোক লাভ করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞানকিরণসমূহ প্রাপ্তির মূলস্বরূপ আদর্শকে আমাদিগের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। (ভাব এই যে,—আমাদিগের পিতৃপুরুষগণ ভগবদারাধনার যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তদনুসরণই আমাদিগের শ্রেয়ঃসাধক।)॥ (১ম—৫অ—৭১সূ—২ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

নোঽস্মাকং পিতরোঽঙ্গিরস এতৎসংজ্ঞা ঋষয় উকথৈঃ শস্ত্রৈরগ্নিং স্তুত্বা বীলুচিদ্দৃহ্লা। বিড্বিতি বলনাম। বলবন্তং দৃঢ়াঙ্গমপ্যদ্রিমন্তারং পণিনামানমসুরং রবেণ স্তুতিশব্দমাত্রেণৈব রুজন্ অভঞ্জন্। তৈঃ স্তুতোঽগ্নিস্তমসুরং হতবানিত্যর্থঃ কিঞ্চ বৃহতো মহতো দিবো দ্যুলোকস্য গাতুং মার্গমস্মে অস্মাকং চক্রুঃ কৃতবন্তঃ। আবরকস্যাসুরস্যাগ্নিনা হতত্বাৎ। মার্গং কৃত্বা চ স্বঃ সুষ্ঠু অরণীয়মসুররাহিত্যেন সুখেন প্রাপ্যং অহর্দিবসং বিবিদ্রুঃ অজানন্ লব্ধবন্তো বা। তথা কেতুমহ্নাং কেতয়িতারং জ্ঞাপয়িতারমাদিত্যমুস্রাঃ পণিনাপহৃতা গাশ্চ বিবিদুরিত্যনুষঙ্গঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'নঃ' আমাদিগের 'পিতরঃ' পিতৃগণ 'অঙ্গিরসঃ' অঙ্গিরস-সংজ্ঞক ঋষিগণ 'উকথৈঃ' শস্ত্র-মন্ত্রসমূহের দ্বারা অগ্নিকে স্তুতি করিয়া 'বীলুচিদ্দৃহ্লা' (বীলু এই পদ বলনামবাচক) বলবন্ত দৃঢ়াঙ্গ ও 'অদ্রিং' অত্তার (অপহারক) পণি-নামক অসুরকে 'রবেণ' স্তুতিশব্দমাত্রের দ্বারা 'রুজন্' ভঙ্গ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের কর্তৃক স্তুত অগ্নি সেই অসুরকে নিহত করিয়াছিলেন, ইহাই ভাবার্থ। আর, 'বৃহতঃ' মহৎ দিবঃ' দ্যুলোকের 'গাতুং' পথকে 'অস্মে' আমাদিগের 'চক্রুঃ' করিয়াছিলেন। আবরক অসুরের অগ্নির দ্বারা হত হওয়ায়, পথ প্রস্তুত করিয়া এবং সুষ্ঠু অরণীয় অসুররাহিত্যের দ্বারা সুখে প্রাপ্য 'অহঃ' দিবসকে 'বিবিদ্রুঃ' জানিয়াছিলেন, অথবা লাভ করিয়াছিলেন। আর, 'কেতুং' দিবসকে কেতয়িতা বা জ্ঞাপয়িতা আদিত্যকে 'উস্রাঃ' পণিগণ কর্তৃক অপহৃত গাভীসকলকে জানিয়াছিলেন—ইহা ঐ সঙ্গে উক্ত হইবে।

বীলু। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তের্লুক্। দৃহ্লা। দৃঢ়ঃ স্থূলবলয়োরিতি নিপাতিতঃ। সুপাং সুলুগিতি ডাদেশঃ। রুজন্। রুজো ভঙ্গে। তৌদাদিকঃ। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপীত্যড়ভাবঃ। বিবিদ্রুঃ। বিদ্ জ্ঞানে বিদ্‌ল্ লাভে ইতি বা। লিট্যুসিরূপম্॥ (১ম—৭১সূ—২ঋ)।

* * *

দ্বিতীয় (৭১৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদ বিশেষ সমস্যামূলক। তদুপলক্ষে এই মন্ত্রের অর্থের সহিত এক অপূর্ব্ব উপাখ্যানের সমাবেশ হইয়া থাকে। মন্ত্রে 'অঙ্গিরসঃ' ও 'পিতরঃ' পদদ্বয় আছে। তদুপলক্ষে সিদ্ধান্ত করা হয়, অঙ্গিরসবংশীয় ঋষিগণ যেন এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন, এবং তাঁহারা বলিতেছেন,—'অঙ্গিরস-সংজ্ঞক ঋষিগণ (আমাদিগের পিতৃগণ) উক্‌থমন্ত্রসমূহের দ্বারা অগ্নিকে স্তব করিয়া পণি-নামক অসুরকে বধ করিয়াছিলেন।' মন্ত্রে 'বিলুচিদ্দৃহ্লা' পদ আছে। তাহা হইতে উক্ত অসুরের সম্বন্ধ আকর্ষণ করিয়া আনা হয়। মন্ত্রে একটী 'উস্রাঃ' পদ আছে। ঐ পদে 'গাভীসমূহ' অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক, পণিগণ কর্তৃক অপহৃত গাভীসমূহের উদ্ধারমূলক এক উপাখ্যানের অবতারণা করা হয়। অসুরকে নিহত করিয়া গাভীগণকে উদ্ধার করা হইয়াছিল—ইহাই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ। কোন্ পথে কি ভাবে গাভীগণের উদ্ধার-সাধন হয়, "দিবো বৃহতো গাতুমস্মে" বাক্যাংশে তাহাই প্রখ্যাত হইতে দেখি। সায়ণ-ভাষ্যে ও তাহার বঙ্গানুবাদে এতদর্থের আভাস পাওয়া যাইবে। সায়ণের সেই ভাষ্যের অনুসরণে বিভিন্ন ভাষার বেদব্যাখ্যাকারিগণ এই মন্ত্রের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কোনও কোনও ব্যাখ্যায় পণি নামক অসুরগণ কর্তৃক গাভী অপহরণের প্রসঙ্গই অব্যাহত; কোনও ব্যাখ্যায় বা পণির ও গাভীর উপাখ্যান পরিত্যক্ত এবং তৎস্থলে পর্ব্বতের ও ঊষার

বীলু। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির লোপ। দৃহ্লা। দৃঢ় ধাতু স্থূল-বল অর্থজ্ঞাপক। তাহাতে নিপাতনসিদ্ধ। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে ডা-আদেশ। রুজন্। রুজ ধাতু ভঙ্গ অর্থজ্ঞাপক। তুদাদিগণীয়। 'বহুলংছন্দস্যম.ঙ্‌যোগেঽপি' ইত্যাদি সূত্রে অটের অভাব। বিবিদ্রুঃ। বিদ ধাতু জ্ঞানার্থক। অথবা লাভার্থক বিদ্‌ল্ ধাতু। লিটে উসিরূপ॥ (১ম—৫অ—৭১সূ—২ঋ)॥

* * *

প্রসঙ্গ উত্থাপিত। প্রচলিত প্রথম প্রকার অর্থের আদর্শ-স্বরূপ মন্ত্রের একটী বঙ্গানুবাদ এবং শেষোক্ত অর্থের নিদর্শন-স্বরূপ দুইটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। * যথা—

(১) "অঙ্গিরা নামক আমাদের পিতৃগণ মন্ত্র দ্বারা অগ্নির স্তুতি করিয়া বলবান্ ও দৃঢ়াঙ্গ পণি (নামক অসুরকে) স্তুতি শব্দ দ্বারাই বিনাশ করিয়াছিলেন; এবং আমাদের নিমিত্ত মহৎ দ্যুলোকের পথ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহারা সুখকর দিবস ও আদিত্য ও (পণি দ্বারা অপহৃত) গো-সমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

(2) "Our fathers, the Angiras, have broken even the strong fortresses by their hymns, the rock by their shouting. They have opened to us the path of the great heaven; they have obtained day and sun and the shine of the dawn."

(3) "Our sires with lauds burst e'en the firm-set fortress, yea, the Angirases, with roar, the mountain. They made for us a way to reach high heaven, they found us day's light, day's sign, beams of morning."

প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহে যে ভাবই প্রকাশ পাউক না কেন, আমরা যে ভাবে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তদ্বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাইতেছে। আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের সঙ্গতি ও অসঙ্গতি তদ্দ্বারা উপলব্ধ হইবে। "অঙ্গিরসঃ পিতরঃ" পদদ্বয়ে 'পরমজ্ঞানসম্পন্ন পিতৃপুরুষগণ' অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'উকথৈঃ' পদে 'স্তোত্রমন্ত্রসমূহের দ্বারা' অর্থাৎ 'দেবারাধনা প্রভাবে' অর্থ আসে। 'বীলুচিদ্দৃহ্লা' ও 'অদ্রিং' বাক্যাংশদ্বয়ে হৃদভ্যন্তর-স্থিত দৃঢ়াশ্রয়যুত পাষণবৎ কঠোর রিপুনিবহকে বুঝাইয়া থাকে। 'রবেণ' পদে স্তুতিশব্দ মাত্রে অর্থাৎ 'অনায়াসে' ভাব পাওয়া যায়। 'রুজন্' পদে 'বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল' অর্থ প্রাপ্ত হই।

ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে মন্ত্রটীকে আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। তাহার প্রথম ভাগে (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দেখুন) পরম-জ্ঞানসম্পন্ন পিতৃগণের প্রভাবের বিষয় পরিকীর্ত্তিত আছে। দেবারাধনা-প্রভাবে, হৃদয়ে দেবভাবের দৃঢ়সমাবেশ তাঁহারা রিপুগণকে বিমর্দ্দিত

---

* উদ্ধৃত অনুবাদ তিনটীর মধ্যে বঙ্গানুবাদটী রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কৃত। ইংরাজী অনুবাদ দুইটীর প্রথমটী ম্যাক্সমুলারের সম্পাদিত গ্রন্থে ওল্ডেনবর্গের কৃত, এবং শেষোক্তটী গ্রিফিথ্স্ সাহেবের কৃত।

করিয়া গিয়াছেন,—আপনারাও দেবত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই সত্য-তত্ত্ব প্রখ্যাত রহিয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে, আমাদিগের জন্য তাঁহারা কোন্ সামগ্রী বা কি মহান্ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই প্রখ্যাত দেখিতেছি। প্রথম বলা হইয়াছে,—তাঁহারা—"অস্মে বৃহতঃ দিবঃ গাতুং চক্রুঃ"; অর্থাৎ, আমাদিগের জন্য স্বর্গের পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ভাব এই যে, মহৎ যে স্বর্গের পথ, তাঁহাদিগের কৃপাতেই আমরা দেখিতে পাইতেছি। আর, তাঁহারা কি করিয়া গিয়াছেন? তাঁহারা আপনারা—"স্বঃ অহঃ বিবিদুঃ"; অর্থাৎ, দিবালোকের ন্যায় সর্ব্বপ্রকাশক জ্ঞানালোক আপনারা লাভ করিয়া তাহারই আদর্শ আমাদিগের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। 'উস্রাঃ কেতুং' পদদ্বয়ে তাঁহাদিগের রক্ষিত আদর্শ আমাদিগের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, এইরূপ ভাবই প্রাপ্ত হই।

এইরূপে বুঝিতে পারি, এই মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'ভগবদারাধনায় পিতৃগণের পদাঙ্কানুসরণই শ্রেয়ঃসাধক।'

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ তাই ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন,—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"

আবশ্যক—স্বধর্ম্ম পরিগ্রহণ ও পরধর্ম্ম পরিবর্জ্জন। যাহা আত্মধর্ম্ম, ভগবদনুসৃত ধর্ম্ম, তাহাকেই স্বধর্ম্ম বলিতে পারি;—তাহাই পিতৃপিতামহাগত ধর্ম্ম। আর, যাহা ইন্দ্রিয়ানুগত ধর্ম্ম, রিপুগণের পরিচালিত ধর্ম্ম, মোহবিভ্রম উৎপাদন-মূলক ধর্ম্ম, তাহাকেই পর ধর্ম্ম বলিতে পারি। আমি যাহা আছি, তাহাই আমার স্বরূপ। আমি যাহা নহি, যদি সেই ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে যাই; তাহাই আমার পর-ধর্ম্ম-গ্রহণ। স্বরূপই আত্মধর্ম্ম—আবরণই পর-ধর্ম্ম। এই পর-ধর্ম্মের লালসায় আত্মধর্ম্মকে আবরণ করিতে গিয়াই আমরা যত কিছু কষ্টের অধিকারী হই। স্বরূপ-গোপনই কষ্টের হেতুভূত; আবরণের আধিক্যেই মানুষ কষ্টের উপর কষ্ট ভোগ করে।

এই মন্ত্রে সেই স্বধর্ম্মে মতিমান্ হওয়ার—পিতৃদেবগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করার—উপদেশ প্রাপ্ত হই। (১ম—৫অ—৭১সূ—২ঋ)॥

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। একসপ্ততিতমং সূক্তম্। তৃতীয়া ঋক্।)

দধন্নৃতং ধনয়ন্নস্য ধীতিমাদিদর্যো

দিধিষ্বো৩ বিভৃত্রাঃ।

অতৃষ্যন্তীরপসো যন্ত্যচ্ছা দেবাঞ্জন্ম

প্রযসা বর্দ্ধয়ন্তীঃ॥ ৩॥

পদ-বিশ্লেষণম্।

দধন্। ঋতম্। ধনয়ন্। অস্য। ধীতিম্। আৎ। ইৎ। অর্য্যঃ।

দিধিষ্বঃ। বিহভৃত্রাঃ।

অতৃষ্যন্তীঃ। অপসঃ। যন্তি। অচ্ছ। দেবান্। জন্ম।

প্রযসা। বর্দ্ধয়ন্তীঃ॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অর্য্যঃ' (অর্য্যাঃ, সৎপথি গমনশীলাঃ তে পিতৃদেবাঃ) 'ঋতং' (সত্যং) 'দধন্' (অধারয়ন্) তথা 'অস্য' (জ্ঞানদেবস্য, প্রজ্ঞানস্য, জ্ঞানসম্বন্ধিনঃ ইতি ভাবঃ) 'ধীতিং' (কর্ম্ম—আত্মধারণোপযোগিনং) 'ধনয়ন্' (অকুর্ব্বন্—পরমধনপ্রাপ্তয়ে ইতি ভাবঃ); যদা চিত্তবৃত্তয়ঃ 'দিধিষ্বঃ' (একান্তেন পিতৃদেবানামনুসারিণ্যঃ সত্যঃ) 'বিভৃত্রাঃ' (তেষাং পিতৃদেবানাং নির্দ্দিষ্টে কর্ম্মণি বিহরন্ত্যঃ, বিচরণপূর্ব্বকং ইতি ভাবঃ) 'অতৃষ্যন্তীঃ' (বিষয়ত্ষ্ণারহিতাঃ) ভবন্তি, তদা 'অপসঃ' (অপঃ, শুদ্ধসত্ত্বানি) 'যন্তি' (প্রাপ্নুবন্তি); তাঃ চিত্তবৃত্তয়ঃ 'প্রযসা' (আত্মত্যঃ প্রচেষ্টয়া) 'জন্ম' (জাতানাং, মনুষ্যাণাং পারিপার্শ্বিক

জনান্ ইতি ভাবঃ) 'অচ্ছ' (প্রতি, মধ্যে ইতি ভাবঃ) 'দেবান্' (দেবভাবান্) 'বর্দ্ধয়ন্তীঃ' (বৃদ্ধিকারিণ্যঃ) ভবন্তি ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—দেবত্বপ্রাপ্তানাং পিতৄণাং অনুসরণেন আত্মনঃ পারিপার্শ্বিকানাঞ্চ জনানাং শ্রেয়ঃ সাধয়তি॥ (১ম—৫অ—৭১সূ—৩ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎপথে গমনশীল সেই পিতৃদেবগণ সত্যকে ধারণ করিয়াছিলেন, এবং জ্ঞানদেবতার কর্ম্ম অর্থাৎ জ্ঞান-সম্বন্ধীয় আত্মধারণোপযোগী করিয়াছিলেন (পরমধন প্রাপ্তির নিমিত্ত); যখন চিত্তবৃত্তিসমূহ, একান্তে পিতৃদেবগণের অনুসারী হইয়া, তাঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে বিচরণ-পূর্ব্বক বিষয়ান্তরতৃষ্ণারহিত হয়, তখন শুদ্ধসত্ত্বসমূহকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সেই চিত্তবৃত্তিসমূহ আমাদিগের প্রচেষ্টার দ্বারা মনুষ্যগণের (পারিপার্শ্বিক জনগণের) মধ্যে দেবভাবসমূহের বর্দ্ধনকারী হইয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—দেবত্বপ্রাপ্ত পিতৃগণের অনুসরণে আপনার ও পারিপার্শ্বিক জনগণের শ্রেয়ঃ সাধিত হয়।)॥ (১ম—৫অ—৭১সূ—৩ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

ঋতং দেবযজনদেশং প্রাপ্তমগ্নিমঙ্গিরসো মহর্ষয়ো দধন্। গার্হপত্যাদিরূপেণাধারয়ন্। ধারয়িত্বা চাস্যাগ্নের্ধীতিং কর্ম্মাগ্নিহোত্রাদিলক্ষণং ধনয়ন্ ধনমকুর্ব্বন্। যথা পুরুষাঃ ধনং সম্পাদয়ন্তি তদ্বদগ্নিদৈবত্যং কর্ম্মানুতিষ্ঠন্নিত্যর্থঃ। আদিৎ অঙ্গিরসামনুষ্ঠানানন্তরমেবা-র্য্যোঽর্য্যাঃ ধনস্য স্বামিন্যো দিধিষন্তেন ধনেন দিবিধোঽগ্নীনাং ধারণং কুর্ব্বত্যঃ কৃতাগ্ন্যা-ধানা ইত্যর্থঃ। বিভৃত্রাঃ আহিতানগ্নীনগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মণি বিহরন্ত্যোঽতৃষ্যন্তীর্ব্বিষয়ান্তর-তৃষ্ণারহিতাঃ। অতএবাপসোঽপসা কর্ম্মণা যুক্তাঃ। এবম্ভূতা যজমানলক্ষণাঃ প্রজাঃ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ঋতং' দেবযজনদেশপ্রাপ্ত অগ্নিকে অঙ্গিরস-বংশীয় মহর্ষিগণ 'দধন্' গার্হপত্যাদি-রূপের দ্বারা ধারণ করিয়াছিলেন; এবং ধারণ করিয়া 'অস্য' অগ্নির 'ধীতিং' কর্ম্মাগ্নি-হোত্রাদিলক্ষণকে 'ধনয়ন' ধন করিয়াছিলেন; পুরুষগণ যেমন ধনকে সম্পাদন করে, সেইরূপ অগ্নিদেব দেবতার কর্ম্মকে অনুসরণ করিয়াছিলেন—ইহাই ভাবার্থ। 'আদিৎ' অঙ্গিরসগণের অনুষ্ঠানান্তরই 'অর্য্যঃ' (অর্য্যাঃ) ধনের স্বামিনী 'দিধিষঃ' সেই ধনের দ্বারা অগ্নিসমূহকে ধারণ করিয়া অর্থাৎ কৃতাগ্ন্যাধানা হইয়া 'বিভৃত্রাঃ' আহিত অগ্নি-সমূহের অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে বিহরণ করিয়া, 'অতৃষ্যন্তীঃ' বিষয়ান্তরতৃষ্ণারহিতা অতএব 'অপসঃ' (অপসা) কর্ম্মের দ্বারা যুক্তা এবম্ভূতা যজমানলক্ষণা প্রজা প্রবসা হবির্লক্ষণ

প্রযসা হবির্লক্ষণেনান্নেন দেবানিন্দ্রাদীন্ জন্ম জাতান্মনুষ্যাংশ্চ বর্ধয়ন্তীর্বর্ধয়ন্ত্যঃ সত্য এনমগ্নিমচ্ছাভিমুখ্যেন যন্তি। প্রাপ্নুবন্তি। পরিচরন্তীতি যাবৎ।

দধন্। দধ ধারণে। লঙি ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদম্। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপীত্যড়-ভাবঃ। ধনয়ন্। ধনশব্দাত্তৎকরোতীতি ণিচ্। ইষ্ঠবন্নৌ প্রাতিপদিকস্যেতীষ্ঠবত্ত্বাট্টি-লোপঃ। লঙি পূর্ব্ববৎ। অর্য্যঃ। অর্য্যঃ স্বামিবৈশ্যয়োরিতি নিপাতিতঃ। লিঙ্গ-বচন-ব্যত্যয়ৌ। অর্য্যঃ স্বাম্যাখ্যা চেদিত্যন্তোদাত্তত্বম্। দিধিষঃ। ডুধাঞ্ ধারণপোষণয়োঃ। যোঽন্তকর্ম্মণীত্যাভ্যামন্দূদৃভূগৃধৃষ্কফেলূকর্কন্ধূ দিধিষূঃ। উ° ১।৯৩। ইতি কুপ্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। উদাত্তস্বরিতয়োর্যণ ইতি জসঃ স্বরিতত্বম্। বিভৃত্রাঃ। হৃঞ্ হরণে। বিপূর্ব্বাদস্মাদৌণাদিকঃ ত্রন্প্রত্যয়ঃ। হৃগ্রহোর্ভ ইতি ভত্বম্। অতৃষ্যন্তীঃ। ঞিতৃষা পিপাসায়াম্। জসি বা ছন্দসীতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘস্য বিকল্পিতত্বাৎ পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘঃ। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্। অপসঃ। অপস্‌শব্দাদুৎপন্নস্য মত্বর্থীয়স্য বিনো বহুলং ছন্দসীতি বহুলবচনাল্লুক্। পা° ৫।২।১২২। বিন্নন্তস্য ত্রিলিঙ্গত্বেন নব্বিষয়াভাবাৎ প্রাতিপদিকস্বরেণান্তোদাত্তত্বম্। জন্ম। জায়ন্ত ইতি জন্মানো মনুষ্যাঃ। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি মনিন্। সুপাং সুলুগিতি শসো লুক্॥ (১ম—৫অ—৭১সূ—৩ঋ)॥

• • •

অন্নের দ্বারা 'দেবান্' ইন্দ্রাদিকে 'জন্ম' এবং জাতমনুষ্যসকলকে 'বর্দ্ধয়ন্তীঃ' বর্দ্ধিত করিয়া এই অগ্নিকে 'অচ্ছ' আভিমুখ্যে 'যন্তি' প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ পরিচরণ করেন।

দধন্। ধারণার্থক দধ ধাতু লঙ্‌ ব্যত্যয়ের দ্বারা পরস্মৈপদ। 'বহুলং ছন্দস্য-মাঙ্‌যোগেঽপি' ইত্যাদি সূত্রে অটের অভাব। ধনয়ন্। ধন শব্দ হেতু 'তৎকরোতি' ইত্যাদি নিয়মে ণিচ্। 'ইষ্ঠবন্নৌ প্রাতিপদিকস্য' ইত্যাদি নিয়মে, ইষ্ঠবৎ ভাব-হেতু টির লোপঃ। লঙে পূর্ব্ববৎ। ব্যত্যয়ে পরস্মৈপদ। অর্য্যঃ। 'অর্য্যাঃ স্বামীবৈশ্যয়োঃ' ইত্যাদি সূত্রে (পা° ৩।১।১০৩) নিপাতন-সিদ্ধ। লিঙ্গবচনব্যত্যয়। 'অর্য্যং স্বামাখ্যা চ' ইত্যাদি সূত্রে অন্তোদাত্তত্ব। ডুধাঞ্ ধাতু ধারণ ও পোষণার্থক। 'যো অন্ত কর্ম্ম' ইত্যাদিতে 'অন্দূদৃভূজম্বূকফেলূকর্কন্ধূ দিধিষূঃ' ইত্যাদি সূত্রে (উ° ১।৯৩) কু-প্রত্যয়ান্ত নিপাতন-সিদ্ধ। প্রত্যয়ের স্বর। 'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ' ইত্যাদি সূত্রে জসের স্বরিতত্ব। বিভৃত্রাঃ। হৃঞ্ ধাতু হরণার্থক। বি-পূর্ব্বহেতু ইহাতে ঔণাদিক ত্রন্-প্রত্যয়। 'হৃগ্রহোর্ভঃ' ইত্যাদি সূত্রে ভত্ব। অতৃষ্যন্তীঃ। ঞি-তৃষা ধাতু পিপাসার্থক। 'জসি বা ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বসবর্ণের দীর্ঘের বিকল্পিত-হেতু পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘ। অব্যয়পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। অপসঃ। অপস্-শব্দ-হেতু উৎপন্নের মত্বর্থীয়ের বিনের 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে (পা° ৫।২।১২২) বহুলবচন-হেতু লোপ। বিন্ অনন্তের ত্রিলিঙ্গত্বের দ্বারা নব্বিষয়ত্বের অভাব-হেতু প্রাতিপদিকস্বরের দ্বারা অন্তোদাত্তত্ব। জন্ম। জাত হয়—এই অর্থে 'জন্মানঃ' পদে মনুষ্যগণকে বুঝায়। 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' ইত্যাদি সূত্রে মনিন্। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে শসের লোপ। (১ম—৫অ—৭১সূ—৩ঋ)॥

• • •

তৃতীয় (৭৯৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রটী পূর্ব্ব-মন্ত্রেরই দৃঢ়তা সাধক। আমাদিগের পিতৃদেবগণ কেমন অবস্থায় কিরূপ ভাবে দেবত্বের অধিকারী হন, মন্ত্রের প্রথমাংশে "অর্য্যঃ ঋতং দধন্ অস্য ধীতিং ধনয়ন্" বাক্যাংশে, সেই তত্ত্বই প্রাপ্ত হই। 'অর্য্যঃ' পদে সৎপথে গমনের ভাব আসে। তাঁহারা 'অর্য্যঃ' (অর্য্যাঃ) ছিলেন; অর্থাৎ, সৎপথে গমনশীল ছিলেন। তাঁহারা সত্যকে ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন (ঋতং দধন্); অর্থাৎ, সত্যাশ্রয়ী হইয়াছিলেন। আর, তাঁহারা পরমধন প্রাপ্তির জন্য জ্ঞানসম্বন্ধীয় আত্মধারণোপযোগী কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঐ মন্ত্রাংশে সকল ভাবই প্রাপ্ত হই। এ পক্ষে দেবত্বপ্রাপ্ত পিতৃগণের স্বরূপজ্ঞাপক বলিয়া ঐ মন্ত্রাংশকে নির্দ্দেশ করিতে পারি।

অতঃপর দ্বিতীয় অংশের, 'দিধিষ্বঃ' হইতে 'যন্তি' পর্য্যন্ত অংশের, লক্ষ্য অনুধাবন করুন। একান্তে সেই পিতৃদেবগণের অনুসরণকারী হইলে, তাঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে বিচরণ করিতে পারিবে অর্থাৎ তদনুষ্ঠিত কর্ম্মে নিয়োজিত হইলে, বিষয়-তৃষা দূরে যায়,—শুদ্ধসত্ত্বভাবে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া আসে। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ এই সত্যতত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে। মন্ত্রের প্রথম অংশে আদর্শ প্রকটিত; দ্বিতীয় অংশে তদনুসরণে শুভফল প্রখ্যাপিত।

উপসংহারে, মন্ত্রের তৃতীয় অংশের প্রতি লক্ষ্য করুন। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় "প্রযসা জন্ম অচ্ছ দেবান বর্দ্ধয়ন্তীঃ" বাক্যাংশকে ব্যাখ্যামুখে তৃতীয় অংশে স্থাপন করিয়াছি। পিতৃদেবগণের পদাঙ্কানু-সরণে সৎকর্ম্মে ব্রতী হইয়া জ্ঞানার্জ্জনে সমর্থ হইলে, কেবল যে আত্মহিত সাধিত হয়, তাহা নহে; তদ্দ্বারা জগতেরও অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে আছে,—বংশে একজন সাধুর উদ্ভব হইলে, সপ্তকোটী কুল উদ্ধার পায়, পারিপার্শ্বিক জনগণেরও অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। মন্ত্রের তৃতীয় অংশ সেই তত্ত্বই প্রকাশ করিতেছে।

এইরূপে বুঝা যায়, এই মন্ত্রের উপদেশ,—'মানুষ! তোমরা পিতৃ-

পদাঙ্কের অনুসরণ কর, স্বধর্ম্মে মতিমান হও, তদ্দ্বারা তোমাদিগের আপনার এবং সংসারের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।'

অথচ, এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা সম্পূর্ণ অন্যভাবাপন্ন। অন্য কিছু অভিমত প্রকাশ না করিয়া, প্রচলিত দুই প্রকার অর্থ (দুইটী বাঙ্গালা ও দুইটী ইংরাজী অনুবাদ) নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রথমতঃ, সায়ণ-ভাষ্যের অনুসারী বঙ্গানুবাদ; যথা,—

(১) "অঙ্গিরা মহর্ষিগণ যজ্ঞস্বরূপ অগ্নিকে ধনের ন্যায় ধারণ করিয়াছিলেন। পরে যে সকল যজমানের ধন আছে এবং যাঁহারা অন্য বিষয়াভিলাষ ত্যাগ করতঃ অগ্নিকে ধারণ করেন ও অগ্নি সেবায় রত থাকেন, তাঁহারা হব্য দ্বারা দেব ও মনুষ্যগণের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করতঃ অগ্নির অভিমুখে গমন করেন।"

(২) "মহর্ষি অঙ্গিরা মহামূল্য ধন বলিয়া যজ্ঞস্থলে অগ্নিকে ধারণ করিয়াছিলেন; যে ঋত্বিকেরা ধনবান এবং যাঁহারা সমস্ত বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করত অগ্নিকে ধারণ করে ও অগ্নির পরিচর্য্যায় ব্যাপৃত থাকে, তাহারা হব্য প্রদান পূর্ব্বক দেবতা ও মানবগণের মঙ্গলোৎপাদন পূর্ব্বক অগ্নির সমীপে গমন করে।"

দ্বিতীয়তঃ, পাশ্চাত্য-মতের অনুসারী ইংরাজী অনুবাদ; যথা,—

(1) "They founded the Rita; they set into motion the thought of it. Thus then the widely-spread (Prayers) of the poor which seek to obtain (Wealth), which are free from thirst, the active, approach the tribe of the gods, strengthening them by offering them delight."

(2) "They stablished order, made his service fruitful; then parting them among the longing faithful,

Not thirsting after aught, they come, most active, while with sweet food the race of Gods they strengthen."

কি সূত্রে উক্তবিধ ব্যাখ্যা অধ্যাহৃত হয়, ভাষ্যাদির অনুসরণে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। সুতরাং তদ্বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। (১ম—৫অ—৭১সূ—৩ঋ)॥

—•—

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। একসপ্ততিতমং সূক্তম্। চতুর্থী ঋক্।)

মথীদ্যদীং বিভৃতো মাতরিশ্বা গৃহেগৃহে

শ্যেতো জেন্যো ভূৎ।

আদীং রাজ্ঞে ন সহীয়সে সচা সন্না

দূত্যং ভৃগবাণো বিবায় ॥ ৪ ॥

* . *

পদ-বিশ্লেষণম্।

মথীৎ। যৎ। ঈম্। বিহভৃতঃ। মাতরিশ্বা। গৃহেহগৃহে।

শ্যেতঃ। জেন্যঃ। ভূৎ।

আৎ। ঈম্। রাজ্ঞে। ন। সহীয়সে। সচা। সন্। আ।

দূত্যম্। ভৃগবাণঃ। বিবায় ॥ ৪ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিভৃতঃ' (সর্ব্বতো বিহরণশীলঃ, সর্ব্বত্রসঞ্চরণশীলঃ) 'মাতরিশ্বা' (মাতৃস্থানীয়ঃ জ্ঞানাগ্নিঃ, আদিজ্ঞানং ইতি ভাবঃ) 'যৎ' (যদা) 'ঈম্' (এতৎসংসারসম্বন্ধিনং পার্থিবজ্ঞানং, রিপুণা সহ সংশ্লিষ্টং ভ্রান্তিবিজৃম্ভিতং জ্ঞানং ইতি ভাবঃ) 'মথীৎ' (মন্থনমকরোৎ, অশুদ্ধৎ, শুদ্ধাতি ইতি ভাবঃ), তদা 'গৃহে গৃহে' (সর্ব্বস্মিন্ যজ্ঞগৃহে, প্রতিকর্ম্মণি, হৃদয়ে বা) 'শ্যেতঃ' (শুভ্রঃ, অনাবিলঃ, নির্ম্মলঃ সত্যস্ত জ্যোতিরিতি ভাবঃ) 'জেন্যঃ' (প্রাদুর্ভূতঃ, বিচ্ছুরিতঃ) 'ভূৎ' (ভবতি, ভবেৎ); 'আৎ' (তদনন্তরং, যদা নরঃ বিশুদ্ধজ্ঞানং

প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ) 'ঈম্' (তৎ বিশুদ্ধং জ্ঞানং) 'রাজ্ঞে ন সহীয়সে' (নৃপায় অভিভবিত্রে ইব, রিপূণাং বিমর্দ্দকং সৎ আত্মনঃ প্রকাশয়তি ইতি ভাবঃ); অপিচ, তদা 'ভৃগবাণঃ' (পরীক্ষানলোত্তীর্ণঃ উচ্চগতিপ্রাপ্তঃ জনঃ, সাধকঃ ইতি ভাবঃ) 'সচা সন্' (সখা সহায়ঃ বা ভূত্বা) 'দূত্যং' (দূতস্য কর্ম্ম, ভগবৎপ্রাপণরূপং সন্ধিকর্ম্ম, ভগবতা সহ মিলনং ইতি ভাবঃ) 'আ বিবায়' (প্রাপয়মাস, প্রাপয়তি ইতি ভাবঃ)। তাৎপর্য্যার্থঃ—মাতৃস্বরূপং জ্ঞানং যদ্বা জ্ঞানাধারঃ ভগবান্ জগতঃ মোহবিজৃম্ভিতস্য জ্ঞানস্য বিশুদ্ধিতাং সম্পাদয়তি; তেন রিপবঃ বিমর্দ্দিতা সন্তি নরাঃ পরাগতিঞ্চ লভন্তে ॥ (১ম—৭১সূ—৪ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বত্র সঞ্চরণশীল মাতৃস্থানীয় জ্ঞানাগ্নি অর্থাৎ আদিজ্ঞান, যখন এই ইহসংসারের পার্থিক-জ্ঞানকে (অর্থাৎ রিপুগণের সহিত সংশ্লিষ্ট ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত জ্ঞানকে) মন্থন করেন অর্থাৎ বিশুদ্ধ করিয়া দেন; তখন প্রতি কর্ম্মে বা হৃদয়ে শুভ্র অনাবিল নির্ম্মল সত্যের জ্যোতিঃ প্রাদুর্ভূত বা বিচ্ছুরিত হইয়াথাকে; তদনন্তর (অর্থাৎ মানুষ যখন বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়) সেই বিশুদ্ধজ্ঞান রিপুগণের বিমর্দ্দক হইয়া আপনাকে প্রকাশ করে; আর তখন, পরীক্ষানলোত্তীর্ণ উচ্চগতিপ্রাপ্ত জন (সাধুগণ) সখা বা সহায় হইয়া, ভগবৎপ্রাপণরূপ সন্ধিকর্ম্মকে অর্থাৎ ভগবানের সহিত মিলনকে প্রাপ্ত করেন। তাৎপর্য্যার্থ এই যে,—মাতৃস্বরূপ জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানাধার ভগবান্ সংসারের মোহ-বিজৃম্ভিত জ্ঞানের বিশুদ্ধিতা সম্পাদন করেন; তদ্দ্বারা রিপুগণ বিমর্দ্দিত হয় এবং মনুষ্যগণ পরাগতি লাভ করে। (ম—৫অ—১সূ—৪ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

মাতরিশ্বা ব্যানবৃত্তিরূপেণাবস্থিতো মুখ্যপ্রাণঃ ঈমেনমগ্নিং যদ্যদা মথীৎ অমথ্নাৎ। অগ্নের্মন্থনস্য ব্যানবায়ুসাধ্যত্বমথয়ঃ প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ স ব্যান ইত্যুপক্রম্য ছন্দোগৈরা-ম্নাতম্—অতো যান্যন্যানি বীর্য্যবন্তি কর্ম্মাণি যথাগ্নের্মন্থনমাজেঃ সরণং দৃঢ়স্য ধনুষ আযম-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'মাতরিশ্বা' ব্যানবৃত্তিস্বরূপে অবস্থিত মুখ্যপ্রাণ 'ঈম্' এই অগ্নিকে 'যৎ' যখন 'মথীৎ' মন্থন করিয়াছিল; অগ্নির মন্থনে ব্যানবায়ুসাধ্যত্ব; অতএব যাহা প্রাণ ও অপানের সন্ধি, তাহা ব্যান—এইরূপ উপক্রম করিয়া, ছান্দোগ্যগণ বলিয়া থাকেন,—'অতো যান্যন্যানি বীর্য্যবন্তি কর্ম্মাণি যথাগ্নের্মন্থনমাজেঃ সরণং দৃঢ়স্য ধনুষ আযমনমপ্রাণন্নপানংস্তানি

নমপ্রাণন্নপানন্তানি করোতীতি। মন্ত্রান্তরং চ ভবতি—আহং দিবো মাতরিশ্বা জভারা-মথ্নাদন্যং পরি শ্যেনো অদ্রেরিতি। কীদৃশো মাতরিশ্বা? বিভৃতঃ প্রাণিষু প্রাণাপানা-দিপঞ্চবৃত্তিরূপেণ বিহৃতো বিভজ্য স্থিতঃ। তদপি প্রাণসংবাদেতৈবেবাম্নাতম্ তান্বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ। মা মোহমাপদ্যথাহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামীতি। মন্থনেনোৎপন্নোঽয়মগ্নিঃ শ্যেতঃ শুভ্রবর্ণো ভূত্বা গৃহেগৃহে সর্ব্বস্মিন্‌যজ্ঞ-গৃহে যদা জেন্যঃ প্রাদুর্ভূতো ভূৎ। যদ্বা রক্ষসাং জেন্যো জেন্যো জেতাভিভবিতা ভূৎ। তথা চ তৈত্তিরীয়কম্। দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্। তো দেবা বিভ্যতোঽগ্নিং প্রাবিশন্। তস্মাদাহুঃগ্নিঃ সর্ব্বা দেবতা ইতি। তেঽগ্নিমেব বরূথং কৃত্বাসুরাভ্যভবন্নিতি। ঐতরেয়িণোঽপ্যামনন্তি। তে দেবাঃ প্রতিবুধ্যাগ্নিং পুরস্তাৎ প্রাতঃসবনে পর্য্যোহংস্তেঽগ্নিনৈব পুরস্তাৎ প্রাতঃসবনেঽসুররক্ষাংস্যপাঘ্নতেতি। আৎ যজ্ঞগৃহে প্রাদুর্ভাবানন্তরমীমেনমগ্নিং ভৃগবাণঃ। ভৃগুবদৃষি। স ইবাচরন্ যজমানো দূত্যং দূতস্য কর্ম্মাবিবায়। শাস্ত্রমর্য্যাদয়া প্রাপয়ামাস। অত্র দৃষ্টান্তঃ। সচা সন্। সখা ভবন্নন্যো রাজা সহীয়সেঽভিভবিত্রে প্রবলায় রাজ্ঞেন। যথা রাজ্ঞে স্বপুরুষঃ দূতকর্ম্ম প্রাপয়তি তদ্বৎ॥

মথীৎ। মথে বিলোড়নে। লুঙি হ্ম্যান্তক্ষণেতি বৃদ্ধি প্রতিষেধঃ। জেন্যঃ। জনী প্রাদুর্ভাবে। অন্যাদৌণাদিক এন্যপ্রত্যয়ষ্টিলোপশ্চেতি ভট্টভাস্করমিশ্রঃ। যদ্বা জি জয়ে ইত্যস্মাৎকৃত্যল্যুটো

করোতীতি।' এ বিষয়ে মন্ত্রান্তরও আছে—'অন্যাং দিবো মাতরিশ্বা জভারামথ্নাদন্যং পরিশ্যেনো অদ্রেরিতি।' কীদৃশী মাতরিশ্বা? 'বিভৃতঃ' প্রাণিগণের মধ্যে প্রাণ অপান আদি পঞ্চবৃত্তিরূপে বিহৃত অর্থাৎ বিভক্ত হইয়া অবস্থিত। তাহারও প্রাণসংবাদ বিষয়ে এইরূপ উক্ত আছে,—'তান্বরিষ্ঠঃ' প্রাণ বাচ 'মা মোহমাপদ্যথাহমেইবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্বাণমবষ্টভ্য-বিধারয়ামীতি।' মন্থনের দ্বারা উৎপন্ন এই অগ্নি 'শ্যেতঃ' শুভ্রবর্ণ হইয়া 'গৃহে গৃহে' সকল যজ্ঞগৃহে যখন 'জেন্যঃ' প্রাদুর্ভূত 'ভূৎ' হইয়াছিলেন; অথবা রাক্ষসগণের 'জেন্যঃ' জেতা বা অভিভবিতা হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে তৈত্তিরীয়গণের এইরূপ উক্তি আছে—'দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন তে দেবা বিভ্যতোঽগ্নিং প্রাবিশন্ তস্মাদাহুরগ্নিঃ সর্ব্বা দেবতা ইতি তেঽগ্নিমেব বরূথং কৃত্বা সুরা অভ্যভবন্নিতি।' ঐতরেয়িগণও বলিয়া থাকেন—'তে দেবাঃ প্রতিবুধ্যাগ্নিং 'পুরস্তাৎ' প্রাতঃসবনে পর্য্যোহংস্তেগ্নিনৈব পুরস্তাৎ প্রাতঃসবনেঽসুররক্ষাং-স্যপাঘ্নতেতি।' 'আৎ' যজ্ঞগৃহে প্রাদুর্ভাবানান্তর 'ঈং' এই অগ্নিকে 'ভৃগবাণঃ' ভৃগুঋষি অর্থাৎ তাঁহার ন্যায় আচরণকারী যজমান 'দূত্যং' দূত্যের কার্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? অর্থাৎ, শাস্ত্র-মর্য্যাদা অবগত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'সচা সন্' সখা হইয়া অর্থাৎ অন্য রাজার সহিত স খ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, প্রবল রাজাকে অভিভব করার ন্যায়, 'রাজ্ঞে' রাজা যেমন স্বপুরুষকে দূত্যকর্ম্ম প্রাপ্ত হয়েন, সেইরূপ।

মথীৎ। মথী ধাতু বিলোড়নার্থক। 'লুঙে হ্ম্যন্তক্ষণ' ইত্যাদি সূত্রে বৃদ্ধির প্রতিষেধ। জেন্যঃ। জনী ধাতু প্রাদুর্ভাবার্থক। তাহাতে ঔণাদিক এন্য প্রত্যয়ে টির লোপ। ভট্টভাস্কর মিশ্রের ইহাই মত। অথবা, জয়ার্থক জি ধাতু, তাহাতে ল্যুট করিয়া 'বহুলং'

বহুলমিতি বহুলবচনাৎ কর্ত্তর্য্যচো যদিতি যৎ। তস্য দুডাগমশ্চ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যু-দাত্তত্বম্। দূত্যম্। দূতস্য কর্ম্ম দূত্যম্। দূতস্য ভাগকর্ম্মণী ইতি যৎ। তিৎস্বরিত অতি স্বরিতত্বম্। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বম্। স্বনিত্যমিতি বীরবীর্য্যো চেত্যত্র জ্ঞাপিতম্। ভৃগবাণঃ। ভৃগুরিবাচরন্। সর্ব্বপ্রাতিপদিকেভ্যঃ ক্বিব্বক্তব্য ইতি বচনাৎ ক্বিপ্। তদন্তাল্লটো ব্যত্যয়েন শানচ্। অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে প্রত্যয়াস্তধাতোরন্তো-দাত্তত্বে প্রাপ্তে বৃষাদেরাকৃতিগণত্বাদাদ্যুদাত্তত্বম্। বিবায়। বী গত্যাদিষু। অস্মাদন্তর্ভাবি-তণ্যর্থাল্লিট্॥ (১ম—৫অ—১১সূ—৪ঋ)॥

* * *

চতুর্থ (৭৯৭) ঋকের বিশদার্থ।

সায়ণের ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রকাশ পাইয়াছেন, তদ্দ্বারা মন্ত্রটী যে কি উদ্দেশ্যে কাহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত, তাহা নির্ণয় করা যায় না। মূলে 'মাতরিশ্বা' পদ আছে। ঐ পদে কত প্রকার বিভিন্ন ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, সে পরিচয় পূর্ব্বে (১ম—৬৭সূ—১ঋ) বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। সায়ণ ঐ পদে যেখানে 'বায়ুঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; এখানে 'প্রাণঃ' অর্থ গ্রহণ করিলেন। ব্যাখ্যাকারগণের কাহারও মতে 'মাতরিশ্বা' অগ্নির নাম; কেহ বা, আবার ঋষি-বিশেষের নাম 'মাতরিশ্বা' ছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। আমরা 'মাতৃস্থানীয় জ্ঞান' বা 'আদিজ্ঞান' ঐ পদের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি। অন্যান্য ব্যাখ্যার ভাবে প্রকাশ,—মাতরিশ্বা কর্ত্তৃক অগ্নি প্রজ্বালিত হইয়াছিল; সেই বিষয়ই এখানে প্রখ্যাত আছে। মন্ত্রে আর একটী সমস্যামূলক পদ আছে—

ইত্যাদি সূত্রে বহুল-বচন-হেতু কৃত, 'যচো যৎ' ইত্যাদি নিয়মে যৎ হইয়াছে। তাহাতে দুট আগম। 'যতোঽনাবঃ' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। দূত্যম্। দূতের কর্ম্ম দূত্যং। 'দূতস্য ভাগ কর্ম্মণী' ইত্যাদি সূত্রে যৎপ্রত্যয়। 'তিৎস্বরিত' ইত্যাদি সূত্রে স্বরিতত্ব। 'যতোঽনাবঃ' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। 'বীরবীর্য্যো চ' ইত্যাদি সূত্রে অনিত্য জ্ঞাপিত হইয়াছে ভৃগবাণঃ। ভৃগুর ন্যায় আচরণ—এই অর্থে ঐ পদ বিহিত। 'সর্ব্বপ্রাতি-পদিকেভ্যঃ ক্বিব্বক্তব্যঃ' ইত্যাদি বচন-হেতু ক্বিপ্। তাহার পর লটের ব্যত্যয়ে শানচ্। অদুপদেশ-হেতু লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে প্রত্যয়ান্ত ধাতুর অন্তোদাত্তত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় বৃষাদেরা-কৃতিগণত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। বিবায়। বী-ধাতু গত্যাদি অর্থ বুঝায়। তাহাতে অন্ত-র্ভাবিতণ্যর্থ হেতু লিট। (১ম—৫অ—৭১সূ—৪ঋ)॥

* * *

'ভৃগবাণঃ'। তাহা হইতে ভৃগু ঋষির সম্বন্ধ প্রখ্যাপিত হয়। ভৃগু ঋষি অগ্নিকে দৌত্য-কর্ম্মে ব্রতী করিয়াছিলেন, এতাদৃশ এক উপাখ্যানের অবতারণা দেখিতে পাই। তদনুসারে 'রাজ্ঞে ন সহীয়সে' উপমায় যুদ্ধাদির প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। এইরূপভাবে প্রতি পদের বিশ্লেষণ করিয়া মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ বিজ্ঞাপিত করার অপেক্ষা দুইটী ব্যাখ্যা (একটী ইংরাজী ও একটী বাঙ্গালা) নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তদ্দ্বারা, প্রচলিত অর্থ-সমূহে কি সূত্রে কি ভাব পরিগৃহীত হইয়াছে, স্বতঃই উপলব্ধ হইবে। মন্ত্রের দুইটী প্রচলিত ব্যাখ্যা ; যথা,—

(১) "মাতরিশ্বা অগ্নিকে বিলোড়িত করিলে, অগ্নি শুভ্র মূর্ত্তি ধারণ করেন এবং যজ্ঞস্থলে প্রকাশিত হন। যদ্রূপ ভূপতি অন্য ভূপতি সমীপে বিশ্বস্ত দূত প্রেরণ করেন, তদ্রূপ ভৃগুও অগ্নিকে দৌত্য-কর্ম্মে নিয়োজিত করেন।"

(2) "When Matarisvan had produced him by attrition, he, the reddish, the noble one, who was brought to many places has come to every house. Then the Bhrigu-like has undertaken the messenger-ship (for the mortal) as for a mightier king, being attached to him."

সকল প্রকার ব্যাখ্যাতেই বুঝিতে পরা যায়, মন্ত্রের দুইটী চরণে দুই প্রকার স্বতন্ত্র ভাব প্রকাশ পাইয়াছে ; পরন্তু এক চরণের ভাবের সহিত অন্য চরণের ভাবের সম্বন্ধ বা সামঞ্জস্য ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়।

যাহা হউক , আমরা যে দৃষ্টিতে যে পথের অনুসরণে ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার বিশ্লেষণ উপলক্ষে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। এ পক্ষে আমাদিগের কর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণ সর্ব্বথা প্রয়োজন। প্রথম—'বিভৃতঃ' পদ। ঐ পদ 'মাতরিশ্বা' পদের স্বরূপ প্রকাশ করিতেছে। এতদনুসারে, বুঝিয়া দেখুন, 'বিভৃতঃ মাতরিশ্বা' পদদ্বয়ে কি ভাব প্রাপ্ত হই ? মাতৃস্থানীয় সেই যে জ্ঞান, তাহা সর্ব্বত্র বিহরণ বা বিচরণ করিতেছে। তার পর, বুঝিয়া দেখুন সর্ব্বব্যাপী আদি-জ্ঞান বলিতে কি ভাব মনে আসে ? তদ্দ্বারা সেই চৈতন্যময় ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আসে না কি ? যিনি জ্ঞানরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান, 'বিভৃতঃ মাতরিশ্বা' তাঁহাকেই লক্ষ্য করিতেছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। এ পক্ষে এখানেও পূর্ব্ব-মন্ত্রদ্বয়ের সম্বন্ধ অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায়। পিতৃগণ

হইতে আগত স্বধর্ম্ম-সহজাত জ্ঞানকেও এই দৃষ্টিতে 'বিভৃতঃ মাতরিশ্বা' বলিতে পারি। অতঃপর মন্ত্রের আর একটী আলোচ্য পদ—'ঈম্'। ঐ পদের বাঙ্গালা অর্থ—'এই'। তাহা হইতে ইহসংসারের সাধারণ জ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য আসে; অর্থাৎ, রিপুগণের সহিত সংশ্লিষ্ট ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত যে সাংসারিক জ্ঞান, তাহার প্রতি অর্থাৎ মায়ামোহের আবরণ-যুক্ত জ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য আসে। তার পর, 'মথীৎ' পদ। উহার অর্থ মন্থন করে—বিশুদ্ধিতা সম্পাদন করে। সমুদ্র-মন্থনে হলাহল ও অমৃত স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল। এখানেও সেই ভাব প্রকাশমান্। সর্ব্বতঃ সঞ্চরণ-শীল মাতৃস্থানীয় জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানাধার ভগবান্ যখন এই সংসারের ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত মায়া-মোহ, কবলিত জ্ঞানকে মন্থন করেন, আর তদ্দ্বারা যখন সত্যের ও অসত্যের পার্থক্য গোচরীভূত হয়, তখন আমরা কি শুভফল প্রাপ্ত হই? তখনই—"গৃহে গৃহে শ্বেতঃ যেন্যঃ ভূৎ"; অর্থাৎ, আমাদিগের প্রতি কর্ম্মে অথবা হৃদয়ের অভ্যন্তরে সত্যের শুভ্র-জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে। এই এক নিত্য সত্য তত্ত্ব। জ্ঞানাধার ভগবানের অনুকম্পা লাভ করিতে পারিলে, সত্যের স্বরূপ তাঁহার দ্বারা অসত্যের আবরণ দূরীভূত হইলে, হৃদয়ে সত্যই উদ্ভাসিত থাকে। মন্ত্রের প্রথমাংশে 'বিভৃতঃ' হইতে 'ভূৎ' পর্য্যন্ত পদ-সমষ্টিতে এই তত্ত্বই প্রকাশ পাইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে 'আৎ' হইতে 'বিবায়' প্রভৃতি পদসমূহে পূর্ব্বোক্ত অবস্থারই পরবর্ত্তী অবস্থা পরিকীর্ত্তিত রহিয়াছে। এই অংশে 'আৎ' ও 'ঈম্' পদদ্বয়ে, পূর্ব্বোক্ত অবস্থার পর মানুষের যে বিশুদ্ধজ্ঞান সঞ্জাত হয়, তাহারই প্রতি লক্ষ্য আসিয়াছে। সেই জ্ঞান কি করিয়া থাকে? "রাজ্ঞে ন সহীয়সে" এবং "ভৃগবাণঃ সচা সন দূত্যং আ বিবায়" বাক্যাংশে সেই তত্ত্ব অধিগত হয়। রাজা যেমন শত্রুর অভিভবকারী শক্তি প্রাপ্ত হইলে জয়যুক্ত হইয়া থাকেন, "রাজ্ঞে ন সহীয়সে" উপমায় সেই ভাব প্রাপ্ত হই। উহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই যে,—জ্ঞান তখন রিপুগণের বিমর্দ্দক হইয়া আত্মপ্রকাশে সমর্থ হয়। এ পক্ষে স্মরণ করিতে হইবে—হৃদয়রাজ্যে সদসদ্বৃত্তির যে সংগ্রাম অহর্নিশ চলিয়াছে, সেই সংগ্রামে সৎ-পক্ষ শক্তিশালী হইয়া অসৎ-পক্ষকে পর্য্যুদস্ত করিতে সমর্থ হয়। সেই অবস্থাতেই সাধুগণ আসিয়া সহায় হইয়া দৌত্য-কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

ভগবানের সহিত মিলনরূপ সন্ধি-ব্যাপারে 'ভৃগবাণের' অর্থাৎ উচ্চগতি-প্রাপ্ত সাধকের সহায়তাই সর্ব্বথা প্রয়োজন। ভগবৎ-কৃপাতেই সে সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া যায়,—ইহাই মর্ম্মার্থ। এ পক্ষে মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'মানুষ! তুমি জ্ঞানাধার ভগবানের অনুসরণকারী হও; তদ্দ্বারাই তোমার সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়ঃ সংসাধিত হইবে। (১ম—৫অ—৭১সূ—৪ঋ)॥

— * —

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। একসপ্ততিতমং সূক্তম্। পঞ্চমী ঋক্।)

মহে যৎপিত্র ঈং রসং দিবে করবৎসরৎ

পৃশন্যশ্চিকিত্বান্।

সৃজদস্তা ধৃষতা দিদ্যুমস্মৈ স্বায়াং দেবো

দুহিতরি ত্বিষিং ধাৎ॥ ৫॥

* . *

পদ-বিশ্লেষণম্।

মহে। যৎ। পিত্রে। ঈম্। রসম্। দিবে। কঃ। অব। ৎসরৎ।

পৃশন্যঃ। চিকিত্বান্।

সৃজৎ। অস্তা। ধৃষতা। দিদ্যুম্। অস্মৈ। স্বায়াম্। দেবঃ।

দুহিতরি। ত্বিষিম্। ধাৎ॥ ৫॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যদা) 'মহে' (মহতে) 'পিত্রে' (প্রতিপালকায়, রক্ষকায়) 'দিবে' (দ্যোতমানায় দেবায়) 'ঈম্' (ঈদং, প্রসিদ্ধং) 'রসং' (পৃথিব্যাঃ সারভূতং হবিঃ, শুদ্ধসত্ত্বং ইতি ভাবঃ) 'কঃ' (করোতি, সমর্পয়তি ইতি ভাবঃ) উপাসকঃ ইতি শেষঃ; তদানীং 'পৃশন্যঃ' (স্পর্শনকুশলঃ, স্বতঃসংলিপ্তঃ—রিপুগণঃ ইতি ভাবঃ) 'চিকিত্বান্' (শুদ্ধসত্ত্বস্থ জ্ঞানস্থ বা প্রভাবং জানন্) 'অবৎসরৎ' (ভয়াৎ পলায়তে); অপিচ, তদা 'অস্তা' (ইষুক্ষেপকঃ, রিপুনাশকঃ—সত্ত্বভাবঃ জ্ঞানাগ্নিঃ বা) 'ধৃষতা' (ধর্ষকেন বলেন) 'অস্মৈ' (দূরীকৃতায় রিপবে) 'দিদ্যুং' (দীপ্যমানং জ্ঞানরূপং বাণং—প্রয়োগেন ইতি যাবৎ) 'সৃজৎ' (বিসৃজতি); তথা চ 'দেবঃ' (দীপ্যমানঃ, জ্ঞানদেবঃ) 'স্বায়াং' (স্বকীয়ায়াং, আত্মসম্বন্ধীনাং) 'দুহিতরি' (অস্যাং পৃথিব্যাং, তদন্তর্গতে মনুষ্যে ইতি ভাবঃ) 'ত্বিষিং' (স্বকীয়াং দীপ্তিং, জ্ঞানকিরণং ইতি ভাবঃ) 'ধাৎ' (স্থাপয়তি, বিস্তারয়তি)। অয়ং তাৎপর্য্যঃ—উপাসকঃ যদা আত্মনঃ সকলং সৎকর্ম্মানুষ্ঠানং ভগবতি স্থাপয়তি তদা রিপূণাং প্রভাবঃ খর্ব্বো ভবতি তথা চ ইহজগতি জ্ঞানস্থ বিমলা ভাতিঃ প্রকাশয়তি॥ (১ম—৫অ—১১সূ—৫ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

যখন মহৎ প্রতিপালক দ্যোতমান্ দেবতার উদ্দেশে এই প্রসিদ্ধ পৃথিবীর সারভূত হবিকে (অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বকে) উপাসক সমর্পণ করেন, তখন স্বতঃসংলিপ্ত রিপুগণ শুদ্ধসত্ত্বের বা জ্ঞানের প্রভাবকে জানিয়া ভয়ে পলায়ন করে; আর তখন, রিপুনাশক সত্ত্বভাব বা জ্ঞানাগ্নি, ধর্ষক বলের দ্বারা দূরীকৃত রিপুশত্রুকে জ্ঞানরূপ দীপ্যমান্ বাণ-প্রয়োগে বিতাড়িত করেন এবং তখন দীপ্যমান্ জ্ঞানদেব আপনার সম্বন্ধীয় এই পৃথিবীতে (মনুষ্যের মধ্যে) জ্ঞানকিরণ স্থাপন অর্থাৎ বিস্তার করিয়া থাকেন। (তাৎপর্য্য এই যে,—উপাসক যখন আপনার সকল সৎকর্ম্মানুষ্ঠানকে ভগবানে ন্যস্ত করেন, তখন রিপুগণের প্রভাব খর্ব্ব হয়, এবং ইহসংসারে জ্ঞানের বিমল ভাতি প্রকাশ পায়।)॥ (১ম—৫অ—১১সূ—৫ঋ)॥

সায়ণ ভাষ্যম্।

মহে মহতে পিত্রে পালয়িত্রে দিবে দ্যোতমানায় দেবগণায়েমমং, রসং পৃথিব্যাঃ সারভূতং হবির্যদ্যদা যজমানঃ কঃ করোতি। তদানীং পৃশন্যঃ স্পর্শনকুশলো রাক্ষসাদিশ্চকি-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'মহে' মহৎ 'পিত্রে' পালয়িতা 'দিবে' দ্যোতমান দেবগণের জন্য 'ঈম্' এই 'রসং' পৃথিবীর সারভূত হবিঃ 'যৎ' যখন যজমান 'কঃ' করেন (প্রস্তুত করেন) তখন 'পৃশন্যঃ' স্পর্শনকুশল রাক্ষসাদি 'চিকিত্বান্' হবিঃসকলবহনকারী হে অগ্নিদেব! আপনাকে

ত্বান্ হবীংষি বহন্তং হে অগ্নে ত্বাং জানন্ অবৎসরৎ তত্ত্বাৎ পলায়তে। অস্তেষুক্ষেপণশীলোঽগ্নির্ধৃষতা ধর্ষকেণ ধনুষাঽস্মৈ পলায়মানায় রাক্ষসাদয়ে দিদ্যুং দীপ্যমানং বাণং সৃজৎ বিসৃজতি। দেবো দীপ্যমানঃ উষঃকালং প্রাপ্তোঽগ্নিঃ স্বায়াং স্বকীয়ায়াং দুহিতরি দুহিতৃবৎসমনন্তরভাবিন্যামুষসি ত্বিষিং স্বকীয়াং দীপ্তিং ধাৎ স্থাপয়তি। উষঃকালে হি সূর্য্যকিরণাঃ প্রাদুর্ভবন্তি। তৈঃ স্বকীয়ং প্রকাশমেকীকরোতি। তথা চ তৈত্তিরীয়কম্। উদ্যন্তং বাবাদিত্যমগ্নিরনুসমারোহতি তস্মাদ্ধূম এবাগ্নেৰ্দিবা দদৃশ্রে ইতি। (তৈ০ ব্রা০ ২।১।২) অত উষসি দীপ্তিং নিদধাতীত্যুচ্যতে॥

কঃ। করোতের্লুঙি মন্ত্রে ঘসেত্যাদিনা চ্লের্লুক্। ৎসরৎ। ৎসর ছদ্মগতৌ। লেট্যডাগমঃ। ইতশ্চেত্যীকারলোপঃ। পৃশন্যঃ। স্পৃশ সংস্পর্শনে। কৃপৃবৃজীতি বিধীয়মানঃ ক্যুপ্রত্যয়ো বহুলবচনাদস্মাদপি ভবতি। স্পৃশনং স্পর্শঃ। তত্র সাধুরিতি যৎ। সলোপশ্ছান্দসঃ। তিৎস্বরিতমিতি স্বরিতত্বম্। দিদ্যুং। দিদ্যুদিতি বজ্রনামঃ। অন্ত্যলোপশ্ছান্দসঃ। ধাৎ। ছান্দসো বর্ত্তমানে লুঙ॥ (১ম—৫অ—১১সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য পঞ্চমে পঞ্চদশো বর্গঃ॥ ১৫॥

• • •

পঞ্চম (৭৮৯) ঋকের বিশদার্থ।

কীদৃশ কঠিন সমস্যার মধ্য হইতে এই সকল মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিতে হইতেছে, সায়ণের ভাষ্যের সহিত প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সর্ব্বথা আলোচনা করিয়া না দেখাইলে, তাহা সহসা বোধগম্য হইবার নহে।

জানিয়া 'অবৎসরৎ' আপনার ভয়েতে পলায়ন করে। 'অস্তা' ইষুক্ষেপণশীল অগ্নি 'ধৃষতা' ধর্ষক ধনুর দ্বারা 'অস্মৈ' পলায়মান্ রাক্ষসসমূহকে 'দিদ্যুং' দীপ্যমান বাণ 'সৃজৎ' নিক্ষেপ করেন; 'দেবঃ' দীপ্যমান উষঃকালপ্রাপ্ত অগ্নি 'স্বায়াং' স্বকীয় 'দুহিতরি' দুহিতৃবৎ সমন্তরভাবিনী উষাতে 'ত্বিষিং' আপনার দীপ্তিকে 'ধাৎ' স্থাপিত করেন। উষঃকালে সূর্য্যকিরণসমূহ প্রাদুর্ভূত হয়; তদ্দ্বারা আপনার প্রকাশকে একীকরণ করিয়া থাকেন। এতদ্বিষয়ে তৈত্তিরীয়কে উক্ত আছে,—'উদ্যন্তং বাবাদিত্যমগ্নিরনুসমারোহতি তস্মাদ্ধূম এবাগ্নের্দিবা দদৃশ ইতি।' (তৈ০ সং ২।১।২) অতএব উষাতে দীপ্তি ধারণ করেন, ইহাই কথিত হয়।

কঃ। কৃ ধাতু লুঙে 'মন্ত্রে ঘস্' ইত্যাদি সূত্রে চ্লের লোপ। ৎসরৎ। ছদ্ম গতি অর্থে ৎসর ধাতু। লেটে অটের আগম, 'ইতশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে ইকারের লোপ। পৃশন্যঃ। সংস্পর্শনার্থে স্পৃশ ধাতু। 'কৃপৃবৃজি' ইত্যাদি বিধিক্রমে কুপ্রত্যয়ের বহুলবচন-হেতু এইরূপও হয়। স্পৃশনং স্পর্শ অর্থবোধক। 'তত্র সাধুঃ' ইত্যাদি নিয়মে যৎ। ছান্দসহেতু সকারের লোপ। 'তিৎস্বরিতং' ইত্যাদি সূত্রে স্বরিতত্ব। দিদ্যুৎ পদ বজ্রনামবাচক। ছান্দস হেতু অন্ত্যলোপ। ধাৎ। ছান্দস-হেতু বর্ত্তমানকালে লুঙ। (১ম—৫অ—১১সূ—৫ঋ)।

প্রথম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ে পঞ্চদশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১৫॥

মন্ত্রের যে সকল অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে,—'অগ্নিকে যখন প্রজ্বালিত করা হয়, আর তাহাতে যখন হবিঃ নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, রাক্ষসগণ তখন অগ্নির ভয়ে পলায়ন করে; পরন্তু অগ্নি তখন ধনুতে বাণ সংযুক্ত করিয়া পলায়মান রাক্ষসগণের প্রতি নিক্ষেপ করেন; আর, তখন দীপ্তিমান অগ্নি আপনার দুহিতাতে তেজঃ ধারণ করিয়া থাকেন।' এইরূপ ব্যাখ্যার মধ্য হইতে মন্ত্রের যে সকল অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহার চারিটী আদর্শ (দুইটী ইংরাজী ও দুইটী বাঙ্গালা) নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। তদ্দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যাকারের অভিনব কল্পনা এবং মন্ত্রার্থের ভাবগত অসামঞ্জস্য স্বতঃই প্রতিভাত হইবে।

মন্ত্রের দুইটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল; যথা,—

(১) "যৎকালে ঋত্বিক্ দেবোদ্দেশে হব্যরস প্রদান করেন, তখন হে অগ্নি! রাক্ষসেরা তোমাকে হব্যবাহী জানিয়া ভয়ে পলায়ন করে, অগ্নি সেই পলায়িত রাক্ষসগণের প্রতি অক্ষয় ধনুতে বাণ যোজনা করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করেন এবং আপনার দীপ্তি কন্যা উষাকে প্রদান করেন।"

(২) "যজমান যখন মহান্ ও পালনকারী দেবকে হব্যরূপ রস প্রদান করেন, তখন হে অগ্নি স্পর্শনকুশল রাক্ষসাদি (তুমি হবিঃবাহী) জানিয়া পলায়ন করে। ইষুবিক্ষেপী অগ্নি পলায়মান রাক্ষসগণের প্রতি তাঁহার শত্রুবিনাশক ধনু হইতে দীপ্তিমান্ (বাণ) নিক্ষেপ করেন; দীপ্যমান্ অগ্নি স্বীয় দুহিতা (উষাতে) স্বীয় দীপ্তি স্থাপন করেন।"

উপরি উদ্ধৃত দুইটী বঙ্গানুবাদই যেন একই ছাঁচে ঢালা। অতঃপর দুইটী প্রচলিত ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

(3) "When he had created sap to the great father Heaven, the knowing one stealthily apporached the speckled (cows.). The archer fiercely shot an arrow at him. This god turned his impetuous power against his daughter."

(4) "When man poured juice to Heaven, the mighty Father, he knew and freed himself from close embracement.

The archer boldly shot at him his arrow, and the God threw his splendour on his Daughter."

উদ্ধৃত ব্যাখ্যা-চতুষ্টয়ে এবং সায়ণভাষ্যে, মন্ত্রার্থ যে ভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহা বোধগম্য হইবে। অতঃপর কি প্রকারে

আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের সঙ্গতি রক্ষিত হইতে পারে, তাহার আলোচনা করিতেছি।

ব্যাখ্যা-সৌকর্য্যার্থে মন্ত্রটিকে আমরা চারিটী অংশে বিভক্ত করিয়াছি। তাহার প্রথম অংশে, 'যৎ' হইতে 'কঃ' পর্য্যন্ত পদ কয়েকটীতে এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে যে,—'উপাসক যখন আপনার প্রসিদ্ধ পূজাকে বা শুদ্ধসত্ত্বকে দেবতার উদ্দেশে সমর্পণ করেন।' এখানে আমরা 'রসং' পদের 'হবিঃ' প্রতিবাক্য উপলক্ষেই 'শুদ্ধসত্ত্ব' বা 'পূজা' অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। এ পক্ষে এই অংশের মর্ম্ম এই যে,—'মানুষ যখন দেবোদ্দেশে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়।' তখন, কি হইয়া থাকে? মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে, "পৃশন্যঃ চিকিত্বান্ অবৎসরৎ" বাক্যাংশে, তাহাই পরিব্যক্ত; অর্থাৎ, মানুষ স্বতঃসংলিপ্ত—মানুষের নিত্যসহচর রিপুগণ—শুদ্ধসত্ত্বের বা জ্ঞানের প্রভাব জানিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। এখানে 'পৃশন্যঃ' আর 'চিকিত্বান্' পদদ্বয়ের মর্ম্মার্থ অনুধাবন করিলেই ভাব-পরিগ্রহ হইতে পারে। 'পৃশন্যঃ' পদ উপলক্ষে যে কষ্টকল্পনায় রাক্ষসাদির সম্বন্ধ ঘোষণা করা হয়, তদপেক্ষা অল্প আয়াসেই ঐ পদ হইতে রিপুগণের সম্বন্ধ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রিপুগণ যেমন দেহের সহিত নিত্যসম্বন্ধযুত, এমন আর দ্বিতীয় কেহ আছে কি? কামাদি রিপু জন্মসহজাত হইয়াই মানুষকে ঘেরিয়া আছে। তাহারা খর্ব্ব হয় বা পলায়ন করে—সে কখন? হৃদয়ে যখন জ্ঞানের বা শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে। 'চিকিত্বান্' পদে জ্ঞানের বা শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবকে জানার বিষয়ই মনে আসে। রিপুগণ যখন সে প্রভাব দেখিতে পায় বা জানিতে পারে, তখনই তাহারা পর্য্যুদস্ত হইয়া থাকে। অগ্নি দেখিয়া রাক্ষসেরা পলায়ন করে—এবম্বিধ অর্থ অপেক্ষা প্রোক্ত অর্থেই আমরা সঙ্গতি দেখি।

অতঃপর, মন্ত্রের তৃতীয় অংশের 'অস্তা' হইতে 'সৃজৎ' পর্য্যন্ত পদ-কয়েকটীর মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া দেখুন। জ্বলন্ত অনল বলিয়া যাহাকে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে, সে আবার বাণ নিক্ষেপ করিবে কি? সুতরাং সর্ব্বথা প্রতিপন্ন হয়, এখানে রূপকে মনস্তত্ত্বের বিষয়ই বিবৃত আছে। 'অস্তা' পদে রিপুনাশক শুদ্ধসত্ত্ব বা জ্ঞানাগ্নি অর্থ প্রাপ্ত হই। শুদ্ধসত্ত্বের

বা জ্ঞানাগ্নির প্রক্ষিপ্ত বাণ—সে আর অন্য কি হইতে পারে? 'দিদ্যুং' পদে 'দীপ্যমান্ জ্ঞানরূপ বাণকে' লক্ষ্য করে। জ্ঞানের জ্যোতিঃ রূপ সেই যে বাণ, রিপুরূপ শত্রুর প্রতি বিসৃষ্ট হয়, সে কি সে তখনই নহে—যখন মানুষ আপন সকল কর্ম্মকে দেবতার উদ্দেশে বিনিযোজিত করিতে পারে! মন্ত্রের প্রথমাংশের 'যৎ' হইতে 'কঃ' পর্য্যন্ত পদের সম্বন্ধ, এই তৃতীয় অংশের 'অস্তা' হইতে 'সৃজৎ' প্রভৃতি পদসমষ্টিতে—এই ভাবেই সন্ধান করিয়া পাওয়া যায়।

এখন মন্ত্রের অন্তর্গত সর্ব্বাপেক্ষা সমস্যা-মূলক চতুর্থ অংশের ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য করুন। এই অংশের 'দুহিতরি' পদ বড়ই সমস্যা-মূলক। আপনার (স্বায়াং) দুহিতাতে (দুহিতরি) দীপ্তি (ত্বিষিং) স্থাপন করা—সে কিরূপ ব্যাপার, সহজে বোধগম্য হয় কি? এখানে রূপক স্বীকার না করিলে কোনও প্রকারেই অর্থ নিষ্পন্ন হয় না। আমরা মনে করি, এখানে 'দুহিতরি' পদে এই পৃথিবীকে অর্থাৎ পৃথিবীর অধিবাসী মনুষ্যগণের প্রতি লক্ষ্য আসিতেছে। দেবোদ্দেশে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইলে, জ্ঞানদেবত স্বতঃই মনুষ্যের মধ্যে আপনার দীপ্তি বিস্তার করিয়া থাকেন। এই মন্ত্রাংশে এই ভাবই প্রাপ্ত হই। এখানে 'স্বায়াং দুহিতরি' পদদ্বয়ে কি করিয়া 'পৃথিবীতে' (মনুষ্যের) অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, একটু অনুধাবন করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। আমরা 'স্বায়াং' পদে 'আত্মসম্বন্ধীনাং' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে জ্ঞানদেবতার সম্বন্ধীয় স্থানকে 'দুহিতরি' পদে নির্দ্দেশ করে। জ্ঞানাধার ভগবান হইতেই বিশ্বর উৎপত্তি অথবা তিনি বিশ্বরূপে প্রকাশমান্। সৃষ্টির বা পৃথিবীর উৎপত্তি-বিলয়—জ্ঞান-মূলীভূত। সেই দৃষ্টিতেই 'দুহিতরি' পদে 'পৃথিবীতে' অর্থ পাওয়া যায়। ফলতঃ, যেখানে জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ সেখানেই জ্ঞান-কিরণ বিচ্ছুরিত হয়,—ইহাই ভাবার্থ।

এইরূপে বুঝা যায়, এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—মানুষ যখন দেবকার্য্যে ব্রতী হইবে, তখন তাহার রিপুগণ বিমর্দ্দিত ও বিতাড়িত হইবে এবং জ্ঞান-কিরণ-লাভে সে তখন ধন্য হইতে পারিবে। (১ম—৭১সূ—৫ঋ)॥

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। একসপ্ততিতমং সূক্তম্। ষষ্ঠী ঋক্।)

স্ব আ যস্তুভ্যং দম আ বিভাতি নমো

বা দাশাদুশতো অনু দ্যূন্।

বর্ধো অগ্নে বয়ো অস্য দ্বিবর্হা যাসদ্রায়া

সরথং যং জুনাসি ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণম্।

স্বে। আ। যঃ। তুভ্যম্। দমে। আ। বিঽভাতি। নমঃ।

বা। দাশাৎ। উশতঃ। অনু। দ্যূন্।

বর্ধো ইতি। অগ্নে। বয়ঃ। অস্য। দ্বিঽবর্হাঃ। যাসৎ। রায়া।

সঽরথম্। যম্। জুনাসি ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'যঃ' (উপাসকঃ, পুরুষঃ) 'স্বে' (স্বকীয়ে, আত্মনঃ ইতি ভাবঃ) 'দমে' (যজ্ঞগৃহে, হৃদি ইতি ভাবঃ) 'তুভ্যং' (ত্বাং) 'আ' (যথাশাস্ত্রং, পিতৃ পদাঙ্কানুসৃত্য ইতি ভাবঃ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন, সমস্তাৎ) 'বিভাতি' (দীপয়তি, প্রতিষ্ঠাপয়তি ইতি ভাবঃ); 'বা' (অথবা) 'উশতঃ' (কাময়মানায়, লোকহিতসাধনেচ্ছবে— তুভ্যং ইতি যাবৎ) 'অনু দ্যূন্' (অনুদিনং, সর্ব্বদৈব) 'নমঃ' (নমস্কারং, পূজাং ইতি ভাবঃ) 'দাশাৎ' (দদ্যাৎ); 'অস্য' (উপাসকস্য) 'দ্বিবর্হাঃ' (দ্বয়োর্ব্বর্দ্ধিতঃ, ইহলোকে পরলোকে উভলোকে শ্রেয়ঃসাধকঃ ইতি ভাবঃ) ত্বং 'বয়ঃ' (শ্রেয়ঃ, মঙ্গলং) 'বর্ধো' (বর্দ্ধয়সি),

তথা 'সরথং' (রথেন সহিতং, যুযুৎসুং, রিপুদমনাভিলাষিণং) 'যং' (পুরুষং) 'জুনাসি' (যুদ্ধে প্রেরয়সি রিপুদমনায় নিয়োজয়সি) স পুরুষঃ 'রায়া' (পরমার্থেন) 'যাসৎ' (সঙ্গচ্ছতে, ধনী ভবতি ইতি ভাবঃ)। তাৎপর্য্যং—সর্ব্বথা জ্ঞানানুসারী জনঃ হি পরমার্থস্য অধিকারী ভবেৎ। (১ম—৫অ—৭১সূ—৬ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! যে উপাসক তাঁহার আপনার যজ্ঞগৃহে অর্থাৎ হৃদয়ে আপনাকে যথাশাস্ত্র (পিতৃপদাঙ্কানুসরণ করিয়া) সর্ব্বতোভাবে প্রদীপ্ত করে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাপিত করে; অথবা, লোকহিতসাধনেচ্ছু আপনাকে অনুদিন সর্ব্বদা পূজা প্রদান করে; সেই উপাসকের, ইহলোকের ও পরলোকের উভয় লোকের শ্রেয়ঃসাধক আপনি, মঙ্গলবর্দ্ধন করেন; এবং যুযুৎসু রিপুদমনাভিলাষী যে পুরুষকে আপনি রিপু-দমনের জন্য নিয়োজিত করেন, সে জন পরমার্থরূপ ধনের দ্বারা ধনী হইয়া থাকেন। (তাৎপর্য্য এই যে—সর্ব্বথা জ্ঞানানুসারী ব্যক্তিই পরমার্থের অধিকারী হইয়া থাকে)॥ (১ম—৫অ—৭১সু—৬ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে অগ্নে তুভ্যং ত্বাং স্বে দমে স্বকীয়ে যজ্ঞগৃহে যো যজমানঃ। এক আকারো মর্য্যাদায়াং যথাশাস্ত্রমাবিভাতি। আ সমন্তাৎ সমিদাদিভিঃ কাষ্ঠৈঃ প্রজ্বলয়তি। অনুদ্যূন্ অনুদিবসমুশতঃ কাময়মানায় তুভ্যং নমো বা দাশাৎ। হবির্লক্ষণমন্নং বা দদ্যাৎ। অস্য যজমানস্য হে অগ্নে দ্বিবর্হাঃ দ্বয়োর্মধ্যমোত্তমস্থানয়োর্বৃংহিতো বর্দ্ধিতস্ত্বং বয়োঽন্নং বর্ধো বর্দ্ধয়ৈব। সরথং রথেন সহিতং যুযুৎসং যং পুরুষং জুনাসি। যুদ্ধে প্রেরয়সি স পুরুষো রায়া ধনেন যাসৎ। সঙ্গচ্ছতে॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অগ্নে' হে অগ্নিদেব 'তুভ্যং' আপনাকে 'স্বে দমে' স্বকীয় যজ্ঞগৃহে 'যঃ' যে যজমান 'আ' যথাশাস্ত্র মর্য্যাদা সহকারে (একটী আ-কার ঐরূপ অর্থে প্রযুক্ত) 'আ-বিভাতি' সমন্তাৎ সমিদাদি কাষ্ঠসমূহের দ্বারা প্রজ্বালিত করেন, 'অনুদ্যূন্' অনুদিবস 'উশতঃ' কাময়মান আপনাকে 'নমঃ বা দাশাৎ' অথবা হবির্লক্ষণ অন্নদান করেন; অস্য সেই যজমানের হে অগ্নে 'দ্বিবর্হাঃ' দুই অর্থাৎ অধম ও উত্তম স্থানদ্বয়ের বৃংহিত অর্থাৎ বর্দ্ধিত আপনি 'বয়ঃ' অন্নকে 'বর্ধো' বর্দ্ধন কর; 'সরথং' রথের সহিত যুযুৎসু 'যং' যে পুরুষকে 'জুনাসি' যুদ্ধে প্রেরণ করিয়া থাকেন, সেই পুরুষ 'রায়া' ধনের দ্বারা 'যাসৎ' সম্যক্‌রূপে গমন করে অর্থাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

তুভ্যম্। ক্রিয়াগ্রহণং কর্তব্যমিতি কর্মণঃ সম্প্রদানত্বাচ্চতুর্থী। দাশাৎ। দাশৃ দানে। লেট্যাডাগমঃ। উশতঃ। শতুরনুম ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বম। চতুর্থ্যর্থে বহুলং ছন্দসীতি ষষ্ঠী। অনুদ্যূন্। দ্যুরিত্যহর্নাম। লক্ষণেঽনোঃ কর্মপ্রবচনীয়ত্বম্। কর্মপ্রবচনীয়যুক্তে ইতি দ্বিতীয়া। বর্ধো। বর্ধ উ. বৃধের্ণ্যন্তাল্লোটি ছন্দস্যুভয়থেতি শপ আর্দ্ধধাতুকত্বাণ্ণে-রনিটীতি ণিলোপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। উক্রা সহৈকাদেশে উঞঃ। (পা০ ১।১।১৭)। ইতি প্রগৃহ্যত্বম্। যাসৎ। যা প্রাপণে। সিব্বহুলং লেটীতি সিপ্। লেটোঽডাটাবিত্যড়াগমঃ। জুনাসি। জু ইতি গত্যর্থঃ সৌত্রো ধাতুঃ। শপি প্রাপ্তে ব্যত্যয়েন শ্না॥ (১ম—৫অ—১১সূ—৬ঋ)।

•.•

ষষ্ঠ (৭১৯) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রটী সাধারণতঃ জ্বলন্ত অগ্নি-সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলিয়াই অভিহিত হয়। তদনুসারে মন্ত্রের সাধারণ-প্রচলিত অর্থ এই যে,—'যে জন সর্ব্বদা আপনার যজ্ঞগৃহে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাখেন এবং অনুদিন অগ্নির পূজা করিয়া থাকেন, অগ্নি সেই যজমানের অন্ন বৃদ্ধি করিয়া দেন। আর, এই অগ্নি যাঁহাকে যুদ্ধে প্রেরণ করেন, তিনি জয়যুক্ত হইয়া আসেন।' এ পক্ষে প্রথমাংশের অর্থের সহিত শেষাংশের অর্থের একটু অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। জ্বলন্ত অনলে আহুতি প্রদান করা অথবা সেই অনলের উদ্দেশে নমস্কার করা—অসম্ভব নহে। কিন্তু সেই অনল কেমন করিয়া মানুষকে যুদ্ধে প্রেরণ করিবে, তাহা বুঝা যায় না। এ পক্ষে রূপক ভাঙ্গিয়া অন্যরূপ অর্থ

তুভ্যম্। 'ক্রিয়াগ্রহণং কর্তব্যং' ইত্যাদি সূত্রে সম্প্রদান-হেতু কর্মে চতুর্থী হইয়াছে। দাশাৎ। দানার্থক দাশৃধাতু। লেটে আট্ আগম। উশতঃ। 'শতুরনুমঃ' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে চতুর্থীর অর্থে ষষ্ঠী। অনুদ্যূন। দ্যুঃ। এই পদ অহর্নামবাচক। লক্ষণে অনুর অর্থপ্রবচনীয়ত্ব। 'কর্মপ্রবচনীয়যুক্তে' ইত্যাদি সূত্রে দ্বিতীয়া। বর্ধো। বর্ধ উ—বর্ধো। নিজন্ত বৃধ ধাতু লোটে 'ছন্দস্যুভয়থা' ইত্যাদি সূত্রে শপ। শপের আর্দ্ধধাতুকত্ব-হেতু 'ণেরনিটি' ইত্যাদি সূত্রে ণি-লোপ। শপের পিত্ব-হেতু অনুদাত্তত্বে ধাতুর স্বরই অবশিষ্ট থাকে। উক্রের সহিত একাদেশে উঞ—ইহা প্রকৃষ্টরূপে গৃহীত হয়। যাসৎ প্রাপণার্থক যা-ধাতু। 'সিব্বহুলং লেটি' ইত্যাদি নিয়মে সিপ্। 'লেটোঽডাটৌ' ইত্যাদি সূত্রে অট্ আগম। জুনাসি। জুঃ এই পদ গত্যর্থক সৌত্র ধাতু। শপের প্রাপ্তে ব্যত্যয়ের দ্বারা শ্না। (১ম—৫অ—১১সূ—৬ঋ)॥

•.•

করার প্রয়োজন হয়। আমরা তাই বলি, এখানকার সম্বোধন—জ্ঞান-দেবতা। তাঁহার যে যজ্ঞস্থান, তাহা এই হৃদয় ভিন্ন অন্য আর কি হইতে পারে? 'দমে' পদে এই হৃদয়কেই লক্ষ্য করিতেছে। এতদনুসারে মন্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের 'অগ্নে' হইতে 'দাশাৎ' পর্যান্ত পদগুলির ভাব হয় এই যে,—'যে জন আত্মহৃদয়ে জ্ঞানদেবতাকে যথাশাস্ত্র দীপ্যমান্ রাখিতে পারেন, অপিচ যে জন সেই লোকহিতসাধন-ইচ্ছাপরায়ণ জ্ঞানদেবতাকে অনুদিন পূজা করিতে পারেন, জ্ঞানপ্রভাবে তাঁহার মঙ্গল অটুট হইয়া থাকে। আর কি? সেই জ্ঞানদেবতার নিয়োগে অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইয়া, যে জন রিপুদমন-রূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, পরমার্থ-রূপ ধন নিশ্চয়ই তাহার অধিগত হইয়া থাকে। ফলতঃ, এ মন্ত্রে জ্ঞানদেবতার প্রসঙ্গই উত্থাপিত দেখিতে পাই।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত দুইটী 'আ' পদ, 'উশতঃ' এবং 'দিবর্হাঃ' পদদ্বয়, বিশেষভাবে অনুধাবনার বিষয়ীভূত। একটি 'আ' পদে আমরা 'যথাশাস্ত্র পিতৃপদাঙ্কের অনুসরণ করিয়া' ভাব গ্রহণ করি। জ্ঞানদেবতা যে সদাই লোকের হিতসাধন ইচ্ছায় অনুপ্রাণিত, তাহা স্বতঃই উপলব্ধ হয়। যেখানে জ্ঞান, সেখানেই জনহিতসাধনের প্রবৃত্তি প্রবলা হইয়া থাকে। জ্ঞানদেবতার সেই স্বরূপ-তত্ত্বই 'উশতঃ' পদে পরিব্যক্ত। 'উশতঃ' পদের ভাষ্যানুসারী অর্থ—'কাময়মানায়'। কিন্তু সে কামনা কিসের কামনা? দেবতা হবির কামনা করিতেছেন—পূজার কামনা করিতেছেন—এই অর্থই এখানে সাধারণতঃ গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা মনে করি, দেবগণ বা দেবভাবসমূহ মনুষ্যের হিতসাধন-কামনাতেই অনুপ্রাণিত। এতদ্রূপ, 'দিবর্হঃ' পদে ভাষ্যানুসারী অর্থ হইতেই ভাব প্রাপ্ত হই—'যিনি ইহলোকে ও পরলোকে উভয়লোকে শ্রেয়ঃসাধন করিয়া থাকেন।' জ্ঞান যে কেবল এই লোকেই মানুষের সহায়তা করেন, তাহা নহে; পরন্তু জ্ঞান—পরলোকেও হিতসাধক। এ সকল বিষয়ে অধিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। ফলতঃ, জ্ঞানানুসারী জন যে পরমার্থের অধিকারী হইয়া থাকেন, এ মন্ত্রে সেই নিত্য-সত্য-তত্ত্বই প্রখ্যাত হইয়াছে। (১ম—৫অ—৭১সূ—৬ঋ)॥

—•—

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। একসপ্ততিতমং সূক্তম্। সপ্তমী ঋক্।)

অগ্নিং বিশ্বা অভি পৃক্ষঃ সচন্তে সমুদ্রং
ন স্রবতঃ সপ্ত যহ্বীঃ।
ন জামিভির্বি চিকিতে বয়ো নো বিদা
দেবেষু প্রমতিং চিকিত্বান্॥ ৭॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণম্।

অগ্নিম্। বিশ্বাঃ। অভি। পৃক্ষঃ। সচন্তে। সমুদ্রম্।
ন। স্রবতঃ। সপ্ত। যহ্বীঃ।
ন। জামিঽভিঃ। বি। চিকিতে। বয়ঃ। নঃ। বিদাঃ।
দেবেষু। প্রঽমতিম্। চিকিত্বান্॥ ৭॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সপ্ত' (সপ্তলোকানাং, সর্ব্বাঃ ইতি ভাবঃ) 'যহ্বীঃ' (প্রাণভূতাঃ, প্রবলবেগসম্পন্নাঃ) 'স্রবতঃ (নদ্যঃ, স্রোতস্বিন্যঃ) 'সমুদ্রং ন' (যথা সমুদ্রং প্রাপ্নুবন্তি, যথা স্বতমেব সমুদ্রে লীয়ন্তে, তদ্বৎ) 'বিশ্বাঃ' (সর্ব্বাঃ) 'পৃক্ষঃ' (পূজাঃ এব) 'অগ্নিং' (জ্ঞানদেবং, জ্ঞানসম্বন্ধং ইতি ভাবঃ) 'অভি' (আভিমুখ্যেন) 'সচন্তে' (সম্মিলিতা ভবন্তি, লভন্তে ইতি ভাবঃ) ; যদা বয়ং দেবারাধনায়াং প্রবৃত্তা ভবামঃ, তদৈব তদারাধনা জ্ঞানসংযুতা ভবতি ইতি ভাবঃ ; 'জামিভিঃ' (আত্মীয়ৈঃ শত্রুভিঃ, রিপুভিঃ ইতি ভাবঃ) তত্ত্বং 'ন বিচিকিতে' (ন জ্ঞায়তে, অজ্ঞাতং ভবতি ইতি ভাবঃ ; সৎকর্ম্মণা সহ যৎ জ্ঞানং সঞ্জায়তে, শত্রুভিঃ তৎ ন লক্ষ্যতে ইতি ভাবঃ ;

প্রার্থনা—হে জ্ঞানদেব! ত্বং 'দেবেষু' (ধনাধিপতিষু দেবভাবেষু) 'প্রশস্তিং' (প্রকর্ষেণ মননীয়ং, শ্রেষ্ঠং, যদ্বা—প্রকৃষ্টাং ধীং) 'বয়ঃ' (ধনং, পরমার্থং চ) 'চিকিত্বান' (অবগচ্ছন্, প্রাপ্তঃ সন্, জ্ঞাপয়িত্বা ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'বিদাঃ' (লম্ভয়, তৎ প্রাপয় ইতি ভাবঃ); জ্ঞানপ্রভাবেন বয়ং দেবভাবসম্পন্না ভবাম ইতি ভাবঃ। (১ম—৫অ—৭১সূ—৭ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সপ্তলোকের প্রাণভূতা অথবা প্রবলবেগসম্পন্না স্রোতস্বিনী যেমন স্বতঃই সমুদ্রে লীন হয়, সেইরূপ বিশ্বের সকল পূজাই জ্ঞানদেবতার সহিত সম্মিলিত হয়, অর্থাৎ জ্ঞান-সম্বন্ধ লাভ করে; (ভাব এই যে,—আমরা যখন দেবারাধনায় প্রবৃত্ত হই, তখনই সেই আরাধনা জ্ঞানসহযুত হয়); আত্মীয় শত্রুগণ কর্তৃক অর্থাৎ রিপুগণ কর্তৃক সে তত্ত্ব অজ্ঞাত থাকিয়া যায়; (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের সহিত যে জ্ঞান সঞ্জাত হইয়া থাকে, শত্রুগণ কর্তৃক তাহা লক্ষিত হয় না); প্রার্থনা—হে জ্ঞানদেব! আপনি ধনাধিপতি দেবভাবসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনকে (অথবা—প্রকৃষ্ট বুদ্ধিকে এবং পরমার্থকে) অবগত হইয়া (জানাইয়া) আমাদিগকে তাহা প্রাপ্ত করুন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানপ্রভাবেই আমরা দেবভাব-সম্পন্ন হইতে পারি।)॥ (১ম—৫অ—৭১সূ—৭ঋ)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যম্।

বিশ্বাঃ পৃক্ষশ্চরুপুরোডাশাদীনি সর্ব্বাণ্যন্নান্যগ্নিমঙ্গনাদিগুণযুক্তমেনমভিসচন্তে। আভিমুখ্যেন সমবয়ন্তি প্রাপ্নুবন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। স্রবতঃ সমুদ্রং ন। যথা স্রবন্ত্যো নদ্যঃ সমুদ্রমভি-গচ্ছন্তি তদ্বৎ। কীদৃশ্যো নদ্যঃ? সপ্তসংখ্যাকাঃ। ইমং মে গঙ্গ ইত্যস্যামৃচি সপ্ত হি নদ্যঃ প্রাধান্যেন শ্রূয়ন্তে। যহ্বীঃ। মহন্নামৈতৎ। মহত্যঃ। জামিভিঃ। জমন্ত্যেকস্মিন্ পাত্রে সহভুঞ্জত ইতি জাময়ো জ্ঞাতয়ঃ। তৈর্নোঽস্মদীয়ং বয়োঽন্নং ন চিকিতে। ন জ্ঞায়তে।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'বিশ্বাঃ পৃক্ষঃ' চরুপুরোডাশাদিসকল অন্নসমূহ 'অগ্নিং' অঙ্গনাদিগুণযুক্ত এই অগ্নিকে 'অভি সচন্তে' আভিমুখ্যে সংবাহন করে বা প্রাপ্ত হয়। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্তঃ—'স্রবতঃ সমুদ্রং ন'। স্রবন্তী অর্থাৎ নদীসমূহ কি প্রকার? 'সপ্ত'—সপ্তসংখ্যক। 'ইমং মে গঙ্গ ইতি' বাক্যে, এই ঋকের সপ্তনদীর প্রাধান্যের বিষয় কীর্তিত হইতেছে। 'যহ্বীঃ'। ইহা মহৎ নাম বাচক। মহৎ। 'জামিভিঃ'। এক পাত্রে জমা হয়, একত্রে ভোগ করে—এই অর্থে জাময়ঃ পদে জ্ঞাতিগণ বুঝায়। জ্ঞাতিগণের দ্বারা। 'নঃ' আমাদিগের 'বয়ঃ' অন্নকে 'ন চিকিতে' জ্ঞাত হয় না; তাহাদিগকে প্রদান করিতে আমাদিগের মন প্রস্তুত নহে—

তেভ্যো দাতুমস্মাকমন্নং প্রভূত্বং নাস্তীতি ভাবঃ। অতো হে অগ্নে ত্বং দেবেষু। দীব্যন্তীতি দেবাঃ ধনপতয়ঃ। তেষু প্রমতিং প্রকর্ষেণ মননীয়ং ধনং চিকিত্বানবগচ্ছন্ বিদাঃ। অস্মভ্যং লম্ভয়। যদ্বা প্রমতিং প্রকৃষ্টং স্তোত্রং দেবেষু বিদাঃ। বেদয় জ্ঞাপয়॥

পৃক্ষঃ। অন্ননামৈতৎ। পৃচী সম্পর্কে ইত্যস্মাদৌণাদিকঃ কর্ম্মণি ক্বিপ্ ধাতোঃ যুমাগমশ্চ। যদ্বা অন্নুনি সুপাং সুলুগিতি জসো লুক্। স্রাতঃ। স্রু গতৌ স্রবণং। স্রবঃ। তৎকুর্বন্ত। সর্ব্বপ্রাতিপদিকেভ্যঃ ক্বিব্বক্তব্য ইতি ক্বিপ্। এতদন্তাদ্ধাতোঃ ক্বিপ চেতি ক্বিপ্। হ্রস্বস্য পিতীতি তুক্। ক্বিবন্তাদ্ধাতোঃ সতি শিষ্টত্বাদ্ধাতুস্বরেণান্তোদাত্তত্বম্। যহ্বীঃ। পিপ্পল্যাদিভ্যশ্চেতি গৌরাদিষু পঠিতত্বাত্তস্য চাকৃতিগণত্বাদত্রাপি ঙীপ্। বা ছন্দসীতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্বম। চিকিত্বে। ছান্দসো বর্ত্তমানে কর্ম্মণি লিট্। বিদাঃ। বিদল্ লাভে। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাল্লেটোঽডাগমঃ। তুদাদিত্বাচ্ছঃ। আগমানুশাসনস্যানিত্যত্বান্নুমভাবঃ। বিকরণস্বরঃ শিষ্যতে। যদ্বা বিদেজ্ঞানার্থস্য লেটি ব্যত্যয়েন শঃ॥ (১ম—৫অ—৭১সূ—৭ঋ)॥

• • •

সপ্তম (৮০০) ঋকের বিশদার্থ।

—§:০§:—

এই মন্ত্রটীর অর্থ-পরিগ্রহণ-পক্ষে অনেকগুলি গ্রন্থি দৃষ্ট হয়। মন্ত্রে একটী 'সপ্ত' পদ আছে। তাহা হইতে সাতটি নদীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়া থাকে। অপিচ, সেই সাতটি নদী যে কোন কোন্ নদী, তদ্বিষয়েও নানা

ইহাই ভাব। অতএব হে অগ্নে! আপনি 'দেবেষু'। যাঁহারা দীপ্যমান হন, তাঁহারাই দেবগণ অর্থাৎ ধনপতিগণ। তাঁহাদিগের মধ্যে অর্থাৎ ধনপতিগণের মধ্যে 'প্রমতিং' প্রকর্ষের দ্বারা মননীয় ধনকে 'চিকিত্বান্' অবগত হইয়া' বিদাঃ' আমাদিগকে লাভ করান; অথবা, 'প্রমতিং' অর্থাৎ প্রকৃষ্ট স্তোত্রকে দেবেষু' দেবগণের মধ্যে 'বিদাঃ' জ্ঞাপন করুন।

পৃক্ষঃ। ইহা অন্ননামবাচক। পৃচী-ধাতু সম্পর্ক অর্থ বুঝায়। ঔণাদিক। তাহাতে কর্ম্মণিবাচ্যে ক্বিপ্ প্রত্যয়; এবং ঐ ধাতুতে যুং আগম। অথবা অন্নুতে 'সুপাং সুলুক' ইত্যাদি সূত্রে জসের লোপ। স্রু ধাতু গত্যর্থক। স্রবণ বা স্রব করে—এই অর্থে, 'সর্ব্বপ্রাতিপদিকেভ্যঃ ক্বিব্বক্তব্যঃ' ইত্যাদি সূত্রে ক্বিপ্। এতদন্তবিশিষ্ট ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্ চ' ইত্যাদি সূত্রে ক্বিপ্। 'হ্রস্বস্য পিতি' ইত্যাদি সূত্রে তুক্। ক্বিবন্ত-হেতু ধাতু হওয়ায় শিষ্টত্ব-হেতু ধাতুস্বরের দ্বারা অন্তোদাত্তত্ব। যহ্বীঃ। পিপ্পল্যাদিভ্যশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে, গৌরাদি-মধ্যে পঠিত হওয়ায়, তাহার আকৃতিগণত্ব-হেতু এখানেও ঙীপ্। 'বা ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বসবর্ণের দীর্ঘত্ব। চিকিত্বে। ছান্দস-হেতু বর্ত্তমানকালে কর্ম্মণিবাচ্যে লিট্ বিদাঃ। বিদল্ ধাতু লাভার্থক। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ-হেতু লেটে অট্ আগম। তুদাদিত্ব-হেতু শ। আগমানুশাসনের অনিত্যত্ব-হেতু নুমের অভাব। বিকরণস্বর অবশিষ্ট আছে অথবা জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতু লেটের ব্যত্যয়ের দ্বারা শঃ প্রত্যয়। (১ম—৫অ—৭১সূ—৭ঋ)।

• • •

বিতর্ক দেখিতে পাই। * বেদে বহুস্থলে 'সপ্ত' পদ দৃষ্ট হয়। আমরা তাহার অনেক আলোচনা করিয়াছি। তদনুসারে এখানে সপ্ত পদটীতে আমরা 'সপ্তলোকের' বা 'বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের' অর্থ গ্রহণ করি। উহার ভাব—সকল। 'স্রবতঃ' পদটীকে স্রোতস্বিনীসমূহের পরিচায়ক বলিয়া মনে করিলেও, ঐ সপ্ত-পদটীতে সপ্ত-লোকের সকল নদীর প্রতি লক্ষ্য আসে। কেবল যে সাতটী নদী সমুদ্রে লীন হইবার জন্য ছুটিয়াছে, তাহা নহে। ক্ষুদ্র-বড় সকল স্রোতস্বিনীই সাগরের অভিমুখে ধাবমানা। এই নিত্যসত্য-তত্ত্বের অবমাননা করিয়া, কেন আমরা সাতটী নদী-বিশেষের প্রতি মন্ত্রের লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিব? 'যহ্বীঃ' পদে 'প্রাণভূতাঃ' অথবা 'প্রবলবেগসম্পন্নাঃ' অর্থ আসে। এই পদের বিষয়ও পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। এখন, বুঝিয়া দেখুন, মন্ত্রের প্রথমাংশে (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যার অনুসরণে) "সপ্ত" হইতে "সচন্তে" প্রভৃতি পদ-কয়েকটাতে কি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। স্রোতস্বিনীসমূহ যেমন স্বতঃই সমুদ্রের অভিমুখে ধাবমান, বিশ্বের সকল পূজা—সকল সৎকর্ম্ম—সকল শুদ্ধসত্ত্বভাব—সেইরূপ জ্ঞানের সহিত স্বতঃসম্বন্ধযুত। অর্থাৎ, যেখানেই দেবতার পূজায় প্রবৃত্তি দেখিবেন, যেখানেই সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান লক্ষীভূত হইবে; অর্থাৎ, যেখানেই সত্ত্বভাব জাগরিত হইয়া উঠিবে, সেইখানেই বুঝিবেন, জ্ঞানের সহিত তাহাদিগের সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। জ্ঞানোন্মেষ ভিন্ন কখনই দেবতার

---

* এই মণ্ডলেরই ৩২ম সূক্তের দ্বাদশ ঋকে 'সপ্ত' পদ আছে। তদুপলক্ষে এবং দশম মণ্ডলের ৭৫ম সূক্তের পঞ্চমী ঋকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে, সাতটী নদীর পরিকল্পনা করা হয়। ম্যাক্সমূলার বলেন,—সিন্ধু নদকে, তাহার পাঁচটী শাখাকে এবং সরস্বতী নদীকে ঐ সপ্ত নদীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। লাসেন এবং লাডুইগ্ কিন্তু সরস্বতীর পরিবর্ত্তে কুভা নদীকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। রমেশ বাবুর মতে,—ঋগ্বেদে যে সাতটী নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা যে কোন্ সাতটী নদী, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। তিনি বলেন,—পুরাণ ও মহাভারতের অনেক স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সাতটী নদীর নাম করা আছে, কিন্তু সেই গুলি যে বেদের উল্লিখিত সাতটী নদী, তাহা বোধ হয় না। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৭৫ সূক্তের ৫ ঋকে দশটী নদীর নাম আছে; যথা,—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শতুদ্রী, পরুষ্ণী, মরুদ্বৃধা, অসিক্নী, বিতস্তা, আর্জীকীয়া ও সুষোমা। যাস্ক বলেন,—ইহার মধ্যে পরুষ্ণী ইরাবতী নদী, আর্জীকীয়া বিপাশা নদী এবং সুষোমা সিন্ধু নদী।" গ্রিফিথ্স্ প্রভৃতি বেদের ইংরাজী অনুবাদকেরাও এইরূপ মতেরই পোষণ করেন।

পূজায় প্রবৃত্তি আসে না, অথবা সৎকর্ম্মে অনুরাগ জন্মে না। মন্ত্রাংশে এই সত্য-তত্ত্বই প্রখ্যাত দেখি। জ্ঞানে এবং ভগবদর্চ্চনায়—পারস্পারিক সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন। তুমি ভগবানের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হও; জ্ঞান আসিয়া স্বতঃই তোমার সহায় হইবে। আবার, তুমি জ্ঞানের অনুসারী হও; দেবতার অর্চ্চনায় তোমার প্রবৃত্তি আপনিই স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে। এই তত্ত্বই এখানে প্রকটিত।

মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে দ্বিতীয় গ্রন্থি—'জামিভিঃ' পদ। ভাষ্যকার উহার বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়া 'জাময়ঃ' পদে 'জ্ঞাতিগণ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অতঃপর, তাহার সহিত "ন বিচিকিতে" বাক্যাংশ সংযুক্ত হইয়া, অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'জ্ঞাতিগণ আমাদিগের নিকট অন্ন প্রাপ্ত হন না অর্থাৎ আমরা দরিদ্র।' আমরা কিন্তু বিভক্তি-ব্যত্যয়ে ঐরূপ অর্থ পরিগ্রহণের সঙ্গতি আদৌ স্বীকার করি না। আমরা মনে করি, ঐ 'জামিভিঃ' পদে—আত্মীয়গণকে নহে—রিপুগণকে শত্রুগণকে লক্ষ্য করিতেছে। তাহারা যে আত্মসম্বন্ধযুত অর্থাৎ আত্মীয়স্থলাভিষিক্ত হয়, এ বিষয় বুঝাইবার আবশ্যক করে না। আত্মীয়-রূপে হৃদয় অধিকার করিয়াই তো তাহারা সর্ব্বনাশ-সাধন করিয়া থাকে! আত্মীয় অর্থে গ্রহণ করিলেও তাই 'যামিভিঃ' পদে "আত্মীয়ৈঃ শত্রুভিঃ রিপুভির্ব্বা" প্রতিবাক্য গ্রহণ করা যায়। এইরূপে ঐ মন্ত্রাংশের ('যামিভিঃ ন বিচিকিতে' বাক্যাংশের) মর্ম্ম পাইতে পারি,—'সেই রিপুশত্রুগণ কর্ত্তৃক সে তত্ত্ব অজ্ঞাত থাকিয়া যায়।' এ পক্ষে একটী 'তত্তত্ত্বং' পদ অধ্যাহার করার আবশ্যক হয়। সেই তত্ত্ব অর্থাৎ কেমনভাবে জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের সম্বন্ধ হয়—সেই তত্ত্ব শত্রু জানিতে পারে না; সুতরাং সে সম্মিলনে রিপুশত্রুগণ কোনই বিঘ্ন উৎপাদনে সমর্থ হয় না। মানুষ যখন আপনা-আপনি সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, মানুষ যখন আপনাকে দেবারাধনায় নিয়োজিত করিতে পারে; তখন তাহার মধ্যে স্বতঃই জ্ঞানস্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। শত্রুরা তাহা বুঝিবারও অবসর পায় না। এইরূপ আবার, মানুষ যখন আপনা-আপনি জ্ঞানানুসন্ধিৎসু হয়, তখন ভগবদারাধনায় আপনিই তাহার প্রবৃত্তি আসে। সে অবস্থায়ও রিপুগণ কোনও প্রকারেই বাধা-প্রদানে সমর্থ হয় না। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে এই তত্ত্বই প্রাপ্ত হই। এই অংশের নিগূঢ় উপদেশ

এই যে,—কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া মানুষ তুমি দেবারাধনায় বা দেবভাব-সঞ্চারে প্রবৃত্ত হও, তদ্দ্বারাই তুমি জ্ঞানলাভে সমর্থ হইবে। অথবা, তুমি জ্ঞানানুসন্ধায়ী হও; তদ্দ্বারাই তুমি দেবভাব প্রাপ্ত হইতে পারিব।'

মন্ত্রের তৃতীয় অংশ প্রার্থনা-মূলক। ভাষ্যে অগ্নি-সম্বোধনে সে প্রার্থনা প্রখ্যাপিত দেখি। তাহাতে যেন জ্বলন্ত অগ্নিকে আহ্বান করিয়া বলা হইতেছে,—'হে অগ্নে! আপনি প্রকৃষ্ট ধন জানিয়া দেবগণকে জ্ঞাপন করুন; অথবা প্রকৃষ্ট ধন অবগত হইয়া আমাদিগকে তাহা প্রদান করুন।' আমরা এখানে এই প্রার্থনা জ্ঞানদেবতা-সম্বোধনে প্রযুক্ত বলিয়া মনে করি। প্রার্থনায় তাঁহাকে জানান হইতেছে,—"হে দেব! দেবেষু অর্থাৎ দেবভাবসমূহের মধ্যে—যাঁহারা সকল ধনের অধিকারী, তাঁহাদিগের মধ্যে —যে 'প্রমতিং বয়ঃ' আছে, তাহা জানিয়া বা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে তাহা প্রদান করুন।" এখানে ঐ 'প্রমতিং' ও 'বয়ঃ' পদদ্বয় উপলক্ষে আমরা দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করিতে পারি। 'প্রমতিং' পদে প্রকৃষ্টরূপে মননীয় ও শ্রেষ্ঠ অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারি; আবার ঐ পদে প্রকৃষ্টা ধীকে বা প্রজ্ঞাকে লক্ষ্য করা যায়। এইরূপ 'বয়ঃ' পদে 'সাধারণ ধন' ও 'পরমার্থ' অর্থ পাইতে পারি। ভাব-পক্ষে উভয়ত্রই অভিন্ন লক্ষ্য দৃষ্ট হইবে বটে; কিন্তু প্রথমোক্ত অর্থে একটী বস্তুকে (শ্রেষ্ঠ বয়ঃকে) এবং শেষোক্ত অর্থে দ্বিবিধ বস্তুকে (প্রকৃষ্ট বুদ্ধিকে এবং পরমার্থকে) নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এখন, বুঝিয়া দেখুন—প্রার্থনা কি? প্রার্থনা—দেবভাবসমূহের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ ধন আছে, তাহাই আমাদিগকে প্রদান করুন। মর্ম্ম এই যে,—আমাদিগকে দেবভাবসমন্বিত করিয়া তদনন্তর শ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারী করুন। এখানে 'চিকিত্বান্' পদের 'অবগত হইয়া' অর্থ হইতে 'অবগত করাইয়া' ভাব গ্রহণ করিতে পারি। সে দৃষ্টিতে অর্থ হয়,—দেবভাবের মধ্যে কি মহান্ সামগ্রী আছে, তাহা আমাদিগকে জানাইয়া বুঝাইয়া, হে জ্ঞানদেব! আপনি আমাদিগকে প্রকৃষ্ট বুদ্ধি ও পরম ধন প্রদান করুন—ইহাই প্রার্থনা।

এইরূপে বুঝিতে পারি, এই মন্ত্রে তিনটী তত্ত্ব প্রখ্যাত আছে। প্রথমতঃ বুঝান হইয়াছে,—ভগবানের আরাধনার ও জ্ঞানের সম্বন্ধ—পারস্পারিক

ও অবিচ্ছিন্ন। দ্বিতীয়তঃ, বলা হইয়াছে,—রিপুগণ সে সম্মিলনের সন্ধানই প্রাপ্ত হয় না। তৃতীয়তঃ, প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে,—হে জ্ঞানদেব! দেবত্বের স্বরূপ অবগত করাইয়া আপনি আমাদিগকে শ্রেষ্ঠধনের অধিকারী করুন। সৎকর্ম্মসাধনে যেন আমাদিগের প্রবৃত্তি আসে, আমরা যেন জ্ঞানী হইতে পারি, পাপের সম্বন্ধ যেন আমাদিগের মধ্যে বিস্তৃত হইতে না পারে;—প্রার্থনা-পক্ষে মন্ত্রে এবম্বিধ ভাবই প্রকাশমান দেখি। (১ম—৫অ—৭১সূ—৭ঋ)॥

— • —

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। একসপ্ততিতমং সূক্তম্। অষ্টমী ঋক্।)

আ যদিষে নৃপতিং তেজ আনট্ শুচি

রেতো নিষিক্তং দ্যৌরভীকে।

অগ্নিঃ শর্ধমনবদ্যং যুবানং স্বাধ্যং জনয়ৎ সূদয়চ্চ ॥ ৮ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণম্।

আ। যৎ। ইষে নৃঽপতিম্। তেজঃ। আনট্। শুচি।

রেতঃ। নিঃসিক্তম্। দ্যৌঃ। অভীকে।

অগ্নিঃ। শর্ধম্। অনবদ্যম্। যুবানম্। সুঽআধ্যম্। জনয়ৎ। সূদয়ৎ। চ ॥ ৮ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যদা) 'ইষে' (বলপ্রাণপ্রাপণায়) 'নৃপতিং' (নৃপবৎ শ্রেষ্ঠং) 'তেজঃ' (জ্ঞান-কিরণং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'আনট' (ব্যাপ্নোতি), তদা 'দ্যৌঃ' (দ্যোঃ, দ্যুলোকাৎ, স্বর্গাৎ) 'শুচি' (শুদ্ধং, অনাবিলং) 'রেতঃ' (জ্যোতিঃ, জ্ঞানরূপং ইতি ভাবঃ) 'অভীকে' (সমীপে, হৃদভ্যন্তরে, ইহলোকে) 'নিষিক্তং' (নিতরাং প্রবাহিতং বিচ্ছুরিতং বা) ভবতি; যদ্বা—তদা 'দ্যৌঃ' (স্বর্গঃ, স্বর্গবাসী দেবঃ ইতি ভাবঃ) 'শুচি রেতঃ' (বিশুদ্ধং জ্ঞান-জ্যোতিঃ) 'অভীকে' (হৃদভ্যন্তরে) 'নিষিক্তং' (নিতরাং প্রবাহিতং বিচ্ছুরিতং বা) করোতি ইতি শেষঃ; জ্ঞানাধারস্য ভগবতঃ কৃপয়া হৃদি নির্ম্মলং জ্ঞানং আবির্ভবতি ইতি ভাবঃ; 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'শর্দ্ধং' (বলবন্তং, শক্তিমন্তং) 'অনবদ্যং' (অনিন্দিতং) 'যুবানং' (চিরনবীনং) 'স্বাধ্যং' (শোভনকর্ম্মোপেতং, সৎকর্ম্মপরং, সুপ্রাজ্ঞং—পুরুষং ইতি যাবৎ) 'জনয়ৎ' (জনয়তু, উৎপাদয়তি বা) 'চ' (তথা) 'সূদয়ৎ' (তং সৎকর্ম্মসু প্রেরয়তু, সুকর্ম্মপরং করোতি বা)। জ্ঞানপ্রভাবেন নরঃ অনিন্দিতং সুকর্ম্মপরং চিরনবীনং জীবনং লভতে—ইতি ভাবঃ। (১ম—৫অ—৭১সূ—৮ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যখন বলপ্রাণ-প্রদানের জন্য শ্রেষ্ঠ জ্ঞানকিরণ সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত হয়, তখন স্বর্গলোক হইতে অনাবিল জ্ঞানরূপ জ্যোতিঃ নিকটে হৃদভ্যন্তরে অথবা ইহলোকে নিয়ত প্রবাহিত বা বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে; অথবা—তখন স্বর্গ বা স্বর্গবাসী দেবতা বিশুদ্ধ জ্ঞান-জ্যোতিকে হৃদভ্যন্তরে প্রবাহিত বা বিচ্ছুরিত করেন; (ভাব এই যে,—জ্ঞানাধার ভগবানের কৃপায় হৃদয়ে নির্ম্মল জ্ঞানের আবির্ভাব হয়); জ্ঞানদেবতা শক্তিমান্ অনিন্দিত চিরনবীন সৎকর্ম্মপর সুপ্রাজ্ঞ পুরুষকে উৎপন্ন করেন বা উৎপন্ন করুন, এবং তাহাকে সুকর্ম্মপর করিয়া থাকেন বা সৎকর্ম্মে প্রেরণ করুন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানের প্রভাবেই মানুষ অনিন্দিত সুকর্ম্মপর চিরনবীন জীবন লাভ করে।)॥ (১ম—৫অ—৭১সূ—৮ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

অগ্নের্যত্তেজো নৃপতিং নৃণামৃত্বিজাং পালকং যজমানমানট্। জাঠররূপেণ আ সমন্তাদ্ব্যাপ্নোতি। কিমর্থম্। ইষে অন্নায়। কীদৃশম্। শুচি শুদ্ধম্। দ্যোর্দীপ্তম্। তেন

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অগ্নির 'যৎ' যে তেজঃ 'নৃপতিং' নরগণের ঋত্বিগ্‌গণের পালক যজমানকে 'আনট্' জাঠররূপের দ্বারা 'আ' সমন্তাৎ ব্যাপ্ত হয়। কি জন্য? 'ইষে' অন্নের নিমিত্ত। কি

তেজসা পরিপক্বমন্নরসরূপং রেতো বীর্য্যমভীকেঽভ্যক্তেঽভিগতেঽভিপ্রাপ্তে গর্ভস্থানে নিষিক্তং নিতরাং সিক্তমগ্নির্বক্ষ্যমাণগুণবিশিষ্টপুত্ররূপেণ জনয়ৎ জনয়তু। শর্দ্ধং বলবন্তমনবদ্যমবদ্যরহিতং যুবানং তরুণং জরারহিতমিত্যর্থঃ। স্বাধ্যং শোভনকর্ম্মাণং শোভনপ্রজ্ঞং বোৎপন্নং পুত্রং সূদয়চ্চ যাগাদিকর্ম্মসু প্রেরয়তু চ। যদ্বা রেত ইত্যুদকনাম। নিষিক্তং মেঘেন বৃষ্টমুদকমিষেঽন্নায় শস্যাদিনিষ্পত্তয়েঽগ্নের্যত্তেজ আনট্ ব্যাপ্নোৎ। বৃষ্টেনোদকেন ভৌমাগ্নেঃ সংযোগে সতি হি শস্যান্যুৎপদ্যন্তে। কীদৃশং তেজঃ। নৃপতিং নৃণাং রক্ষকম। শুচি দীপ্তম। তাদৃশেন তেজসা যুক্তো দ্যৌর্দীপ্তোঽগ্নিরভীকে আসন্নকাল এব শর্দ্ধাদিগুণবিশিষ্টং পুত্রং জনয়তু তং চ প্রেরয়তু যজ্ঞাদৌ॥

ইষে। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বম্। নৃপতিং পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বম। আনট্। অশূ ব্যাপ্তৌ। লঙি ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদশ্নমৌ। আডাগমঃ। ব্রশ্চাদিষত্বে ষ্টুত্বম্। নিষিক্তম্। ষিচির্ ক্ষরণে কর্ম্মণি নিষ্ঠা। গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বম্। উপসর্গাৎ সুনোতীতি ষত্বম্। অভীকে। অভিপূর্ব্বাদঞ্চতেঃ পচাদ্যচি পৃষোদরাদিত্বাদ্রূপসিদ্ধিঃ। যদ্বা ইণ্ গতাবিত্যস্মাদৌণাদিকঃ কক্প্রত্যয়ঃ। উভয়থাপি দাসীভারাদিত্বাৎ পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্। স্বাধ্যম্। এরনেকাচ ইতি যণাদেশঃ। উদাত্ত-

---

প্রকার? 'শুচি' শুদ্ধ। 'দ্যৌঃ' দীপ্ত। তাহার তেজের দ্বারা পরিপক্ক অন্নরসরূপ 'রেতঃ' বীর্য্যকে 'অভীকে' অভ্যক্তে অভিগত অভিপ্রাপ্ত গর্ভস্থানে 'নিষিক্তং' সর্ব্বদা সিক্ত (করিয়া) 'অগ্নিঃ' বক্ষ্যমাণগুণবিশিষ্ট পুত্ররূপে 'জনয়ৎ' উৎপন্ন করুন। 'শর্দ্ধং' বলবান 'অনবদ্যং' অবদ্যরহিত 'যুবানং' তরুণ জরারহিত ইত্যর্থ; 'স্বাধ্যং' শোভনকর্ম্ম অথবা 'রেতঃ' পদ উদক নামবাচক। 'নিষিক্তং' মেঘের দ্বারা বৃষ্টির জলকে 'ইষে' অন্নের নিমিত্ত শস্যাদি নিষ্পত্তির জন্য অগ্নির 'যৎ' যে তেজঃ 'আনট্' ব্যাপ্ত হউক। বৃষ্টির উদকের দ্বারা ভূ-সম্বন্ধীয় অগ্নির সংযোগ হওয়ায় শস্যসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তেজঃ কি প্রকার? 'নৃপতিং' নরগণের 'শুচি' দীপ্ত। তাদৃশ তেজের দ্বারা যুক্ত 'দ্যৌঃ' দীপ্ত অগ্নি অভীকে আসন্নকালেই শর্দ্ধাদিগুণবিশিষ্ট পুত্রকে উৎপন্ন করুন এবং তাহাকে যজ্ঞাদিতে প্রেরণ করুন।

ইষে। 'সাবেকাচঃ' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। নৃপতিং। 'পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদের আদ্যুদাত্তত্ব। আনট্। ব্যাপ্তি অর্থমূলক অশূ ধাতু। লঙের ব্যত্যয়ের দ্বারা পরস্মৈপদে 'শ্নমৌ'। অটের আগম। ব্রশ্চাদি-সম্বন্ধীয় ষত্বে ষ্টুত্ব। নিষিক্তং। ক্ষরণার্থক ষিচির্ ধাতু। কর্ম্মণি বাচ্যে নিষ্ঠা। 'গতিরনন্তরঃ' ইত্যাদি সূত্রে গম ধাতুর প্রকৃতিস্বরত্ব। উপসর্গ-হেতু 'সুনোতি' ইত্যাদি সূত্রে সু ধাতুতে ষত্ব হইয়াছে। অভীকে। অভি-পূর্ব্বক-হেতু অঞ্চ ধাতু পচাদিগণীয়; তাহাতে পৃষোদরাদিত্ব হেতু ঐ রূপের সিদ্ধি। অথবা গত্যর্থক ইণ্ ধাতু। তাহাতে ঔণাদিক কক্ প্রত্যয়। উভয়েতেই দাসীভারাদিত্ব-হেতু পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বরত্ব। স্বাধ্যং। 'এরনেকাচঃ'

স্বরিতয়োর্যণ ইতি স্বরিতত্বম্। জনয়ৎ। জনের্ণ্যন্তাল্লেট্যডাগমঃ। সুদয়ৎ। ষূদ ক্ষরণে। পূর্ব্ববল্লেট্যডগামঃ॥ (১ম—৫অ—৭১সূ—৮ঋ)॥

• • •

অষ্টম (৮০১) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রটীর একবিধ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া, ভাষ্যকার পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই। অপিচ, অন্যান্য ভাষার ব্যাখ্যাকারগণও ভাষ্যকারের কল্পিত পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথে বিচরণ করিয়াছেন দেখিতে পাই। ভাষ্যের ভাবে প্রকাশ, অগ্নি 'রেতঃ'-রূপে গর্ভে প্রবৃষ্ট হইয়া যজ্ঞ-পরায়ণ সুপুত্র উৎপন্ন করেন। কেহ বা এতদুপলক্ষে বৃষ্টিপাতের সম্বন্ধ ও মরুদাদির প্রসঙ্গ খ্যাপন করিয়াছেন। সায়ণের অভিপ্রায় তাঁহার ভাষ্যে বোধগম্য হইবে। তাঁহার ভাষ্যের অনুসারী বঙ্গানুবাদে মন্ত্রার্থ নিম্নলিখিত রূপে প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে;—

(১) "অগ্নির বিশুদ্ধ ও দীপ্তিমান তেজ অন্নলাভার্থ মনুষ্যপালাকে ব্যাপ্ত হউক; (সেই তেজ দ্বারা) অগ্নি গর্ভনিষিক্ত রেতঃ হইতে বলবান্ অনিন্দনীয় যুবা ও শোভনকর্ম্মা পুত্র উৎপন্ন করুন ও যাগাদি কর্ম্মে প্রেরণ করুন।" অথবা, "মনুষ্যগণের রক্ষক ও দীপ্ত যে তেজ শস্যাদির উৎপত্তির নিমিত্ত মেঘের দ্বারা বর্ষিত জলকে ব্যাপ্ত করে, সেই তেজোযুক্ত দীপ্তিমান্ অগ্নি যথাকালে উক্ত গুণযুক্ত পুত্র উৎপাদিত করুন ও যজ্ঞাদিতে প্রেরণ করুন।"

এই বঙ্গানুবাদ প্রধানতঃ ভাষ্যেরই অনুসারী। দুইটী ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিতেছি। তদ্দ্বারা কি ভাব উপলব্ধ হয়, বুঝিয়া দেখুন।

(1) "When the sharp splendour reached the lord of men to incite him, the bright sperm poured down from Heaven (or, from the god Dyaus), Agni produced and furthered the blamelss, young, well-wishing host." *

ইত্যাদি সূত্রে যণ আদেশ। 'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ' ইত্যাদি সূত্রে স্বরিতত্ব। জনয়ৎ। জন ধাতু ণ্যন্ত-হেতু লেটে অট্ আগম্। সুদয়ৎ। ক্ষরণার্থক ষূদ ধাতু। পূর্ব্ববৎ লেটে অট্ আগম। (১ম—৫অ—৭১সূ—৮ঋ)।

---

* ইংরাজী অনুবাদটী ওল্ডেনবর্গের কৃত। ম্যাক্সমূলারের সম্পাদিত বেদের অনুবাদে ইহা স্থান পাইয়াছে। এই অনুবাদে 'ইষে' পদটীকে অসমাপিকা ক্রিয়া-রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। 'দ্যোঃ' পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় ঘটাইয়া তিনি 'দ্যোঃ' রূপ গ্রহণ করিয়াছেন।

(2) "When light hath filled the Lord of men for increase, straight from the heaven descends the limpid moisture.

Agni hath brought to light and filled with spirit the youthful host blameless and well providing." *

এই সকল অর্থের কোনও অর্থেই অগ্নির স্বরূপ উপলব্ধ হয় না; অগ্নি-সম্বোধনে কাহার প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে, সে রহস্যের উদ্ভেদ করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। যাহা হউক, আমরা যে পথে অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা পাইতেছি, তদ্বিষয় কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

আমাদিগের ভাব-পরিগ্রহণ-পক্ষে আমাদিগের কৃত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা প্রধানতঃ অনুসরণীয়। ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে মন্ত্রটীকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। তাহার প্রথম ভাগে, 'যৎ' হইতে 'নিষিক্তং' পর্য্যন্ত অংশে, দেবতার (জ্ঞানদেবতার) মাহাত্ম্য পরিব্যক্ত। দ্বিতীয় অংশে, "অগ্নিঃ" হইতে "সূদয়ৎ" পর্য্যন্ত পদ-কয়েকটীতে, প্রার্থনার অথবা প্রভাবের ভাব দ্যোতনা করে। মন্ত্রের একটী সমস্যামূলক পদ—'ইষে'। ঐ পদে বিভিন্ন প্রকার অর্থ গৃহীত হইতে দেখিতেছি। কিন্তু ঐ পদে পূর্ব্বাপর আমরা যে ভাব ও যে অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, এখানেও সেই অর্থেরই সঙ্গতি দেখি। ঐ পদের প্রতিবাক্যে তাই 'বলপ্রাণ-প্রাপণায়' পদ গ্রহণ করিয়াছি। প্রারম্ভে 'যৎ' পদে 'যখন' বা 'যে কালে' অর্থ নির্দ্দেশ করিতেছে। যে কালে বা যখন মানুষের প্রতি জ্ঞানদেবতার

তাঁহার মতে ঐ পদ পঞ্চম্যন্ত। তিনি বলেন,—'অভীকে' পদ সেই লক্ষণাই প্রকাশ করে। 'তেজঃ' পদকে তিনি 'রেতঃ' পদের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বলিয়া মনে করেন। অন্যথায়, 'দ্যোঃ' পদকে কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিলে এবং 'আনট্' পদকে তাহার ক্রিয়ারূপে গ্রহণ করিতে হইলে 'তেজঃ' পদ কর্ম্মপদ মধ্যে গণ্য হয়। তখন আবার 'ইষে' অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রতি মাত্র 'নৃপতিং' পদটীর নির্ভরতা রহিয়া যায়। জেল্ডনার (Geldner Ved. Studren, 1 I, 34) শেষোক্ত ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ওল্ডেনবর্গ সে ব্যাখ্যার সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তিনি 'নৃপতিং' ও 'আনট্' পদদ্বয়ের সম্বন্ধ অব্যাহত রাখিতে চাহেন।

* এই ইংরাজী অনুবাদটী গ্রিফিথ্‌স সাহেবের কৃত। 'নৃপতিং' পদ উপলক্ষে সায়ণ যজমানকে লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি ঐ পদে ইন্দ্রকে নির্দ্দেশ করেন। তদনুসারে মরুদ্গণের সম্বন্ধও আসিয়া পড়িয়াছে। 'নৃপতিং' পদের ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—

"The lord of men: according to Sayana. the sacrificer. Perhaps Indra is meant, who comes attended by the youthful host of Maruts."

কৃপা পতিত হয় অর্থাৎ মানুষ যখন জ্ঞানার্জ্জনে সমর্থ হয়, "যৎ ইষে নৃপতিং তেজঃ আ আনট্" পদ-কয়েকটীতে এই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখন দ্বিতীয় তৃতীয় ক্রমে ঐ পদ কয়টীর নিগূঢ় তাৎপর্য্য গ্রহণ করুন। বলা হইয়াছে,—"নৃপতিং তেজঃ।" এখানে আমরা মনে করি, 'নৃপতিং' পদটী 'তেজঃ' পদের মহিমা ব্যক্ত করিতেছে। কি প্রকার তেজঃ? 'নৃপতিং' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। মনুষ্যের যেমন নৃপতি নর-শ্রেষ্ঠ, তেজের বা জ্যোতির মধ্যে জ্ঞান সেইরূপ শ্রেষ্ঠ। এই দৃষ্টিতেই আমরা 'নৃপতিং তেজঃ' ঐ দুই পদের সম্বন্ধ স্বীকার করি। পক্ষান্তরে 'নৃপতিং' পদে দ্বিতীয়া বিভক্তি স্বীকার করিয়া উহার অর্থে 'শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে' অর্থাৎ 'সাধকপ্রধানকে' অর্থ গ্রহণ করিলে, তাহাতেও সুষ্ঠু অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদনুসারে "যৎ নৃপতিং ইষে" ব্যাকাংশে ভাব পাইতে পারি, যখন সাধককে প্রাণ-শক্তি প্রদানের জন্য 'তেজঃ' অর্থাৎ জ্ঞানকিরণ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এইরূপে "যৎ" হইতে "আনট্" পর্য্যন্ত পদ-কয়েকটীতে দ্বিবিধ অর্থ সূচিত হয়। এক অর্থ—যখন সংসারকে প্রাণশক্তি-দানের জন্য শ্রেষ্ঠ তেজঃ ব্যাপ্ত হয়; অন্য অর্থ—যখন সাধককে প্রাণশক্তি দানের জন্য জ্ঞানকিরণ বিচ্ছুরিত হয়। অতঃপর ঐ অংশের পূরক 'দ্যোঃ' হইতে 'নিষিক্তং' পর্য্যন্ত পদ-কয়েকটীর বিষয় বিচার করিয়া দেখুন। এখানেও দ্বিবিধ অর্থে একই ভাব পরিব্যক্ত দেখি। এই অংশের একটী প্রধান আলোচ্য পদ—'দ্যোঃ'। এই পদটির একবার পাঠান্তর "দ্যোৎ" রূপ পরিকল্পনা করিয়া অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি; আর একবার উহার রূপ অপরিবর্ত্তিত রাখিয়াই অর্থ উদ্ধারের সুযোগ পাইয়াছি। 'দ্যু' শব্দের পঞ্চমীতে 'দ্যোঃ' পদ হয়। সেই দৃষ্টিতে অর্থ গ্রহণ করিলে 'শুচি রেতঃ' পদদ্বয় কর্ত্তৃপদ মধ্যে গণ্য হইতে পারে। তদনুসারে মন্ত্রাংশের অর্থ হয়,—'তখন দ্যুলোকের অনাবিল জ্যোতিঃ হৃদভ্যন্তরে অথবা ইহলোকে নিয়ত প্রবাহিত অথবা বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে।' পক্ষান্তরে আবার 'দ্যোঃ' পদকে 'দিব্' শব্দের প্রথমার রূপ মান্য করিয়া উহার অর্থে 'স্বর্গ' বা স্বর্গবাসী দেবতা, পদ গ্রহণ করিলে, পূর্ব্বোক্ত ভাবই বাক্যান্তরে সুপরিস্ফুট হয়। সে অর্থে 'দ্যোঃ' পদটি কর্ত্তৃকারকে এবং 'শুচি রেতঃ' পদদ্বয় কর্ম্মকারকে প্রযুজ্য বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়। এইরূপে মন্ত্রের প্রথমাংশের ভাব প্রাপ্ত

হই এই যে,—'সাধুগণের মধ্যে প্রতিভাত প্রকৃষ্ট জ্ঞানের প্রভাবেই এ সংসার জ্ঞান-কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। জগতে সাধুর সমাবেশ হউক, তাঁহাদিগের জ্ঞানের নবীন আলোকে দিঙ্মণ্ডল আলোকিত হউক।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ প্রার্থনা-মূলক অথবা দেবতার মাহাত্ম্য-প্রকাশক। জ্ঞানদেবতার কৃপায় যে জগতে সৎকর্ম্মপর সাধুজনের উদ্ভব হয়, এই মন্ত্রাংশে সেই ভাবেরই দ্যোতনা দেখি। এ সংসারে জ্ঞানের প্রভাব বিস্তৃত হউক, মানুষ সৎকর্ম্মপর নবজীবন লাভ করুক। এই আকাঙ্ক্ষাই এই মন্ত্রের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রকটিত রহিয়াছে। (১ম—৫অ—৭১সূ—৮ঋ)।

—•—

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। একসপ্ততিতমং সূক্তম্। নবমী ঋক্।)

মনো ন যোঽধ্বনঃ সদ্য এত্যেকঃ সত্রা

সূরো বস্ব ঈশে।

রাজানা মিত্রাবরুণা সুপাণী গোষু

প্রিয়মমৃতং রক্ষমাণা ॥ ৯ ॥

•.•

পদ-বিশ্লেষণম্।

মনঃ। ন। যঃ। অধ্বনঃ। সদ্যঃ। এতি। একঃ। সত্রা।

সূরঃ। বস্বঃ। ঈশে।

রাজানা। মিত্রাবরুণা। সুপাণী ইতি সুঽপাণী। গোষু।

প্রিয়ম্। অমৃতম্। রক্ষমাণা ॥ ৯ ॥

•.•

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ স্বরঃ' (যঃ প্রাজ্ঞজনঃ) 'একঃ' (অসহায়ঃ সন) 'অধ্বনঃ' (সন্মার্গান্, সৎপথি সৎকর্ম্মণি বা ইতি ভাবঃ) 'সদ্যঃ' (আশু, ক্ষিপ্রং, নিঃসংশয়েন ইতি ভাবঃ) 'এতি' (প্রাপ্নোতি, গচ্ছতি); স জনঃ 'মনঃ ন' (মনোগতিরিব, ত্বরয়া ইতি ভাবঃ) 'বস্বঃ' (ধনস্য, ঐশ্বর্য্যস্য, পরমার্থস্য বা) 'সত্রা' (সহ) 'ঈশে' (ইষ্টে, অভীষ্টস্থানে গচ্ছতি ইতি শেষঃ, ইষ্টলাভসমর্থং ভবতি ইতি ভাবঃ); তস্য 'গোষু' (জ্ঞানকিরণেষু, প্রার্থনাবাক্যেষু বা) 'রাজানা' (রাজমানৌ, দীপ্যমানৌ) 'সুপাণী' (শোভনবাহু, পরমদানশীলৌ) 'মিত্রাবরুণা' (মিত্রাবরুণৌ, সুহৃৎস্থানীয়ঃ অভীষ্টবর্ষকঃ চ তৌ দেবৌ) 'প্রিয়ং' (রমণীয়ং, স্পৃহনীয়ং) 'অমৃতং' (মরণরহিতং মোক্ষসম্বন্ধং ইতি ভাবঃ) 'রক্ষমাণা' (রক্ষন্তৌ বর্ত্তেতে)। সৎকর্ম্মপরায়ণায় জ্ঞানিনে দেবাঃ হি মোক্ষস্য মার্গং সুগমং কুর্ব্বন্তি—ইতি ভাবঃ। (১ম—৫অ—৭১সূ—৯ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে প্রাজ্ঞজন অসহায় থাকিয়া সৎপথকে ত্বরায় প্রাপ্ত হন, অথবা সৎপথে বা সৎকর্ম্মে নিঃসংশয়ে গমন করেন; সেই জন মনোগতির ন্যায় ত্বরায় ঐশ্বর্য্যের বা পরমার্থের সহিত অভীষ্টস্থানে গমন করেন অর্থাৎ ইষ্টলাভে সমর্থ হয়েন; তাঁহার জ্ঞান-কিরণসমূহের মধ্যে অথবা প্রার্থনা-বাক্যসমূহের অভ্যন্তরে, দীপ্যমান্ পরমদানশীল মিত্র ও বরুণ দেবদ্বয় (সুহৃৎস্থানীয় ও অভীষ্টপূরক দেবতাদ্বয়) রমণীয় স্পৃহনীয় মরণরহিত মোক্ষ-সম্বন্ধকে রক্ষা করিয়া অবস্থিতি করেন। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মপরায়ণ জ্ঞানীর জন্য দেবতারাই মোক্ষের পথ সুগম করিয়া রাখেন।)॥ (১ম—৫অ—৭১সূ—৯ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

যঃ স্বরঃ সূর্য্য এক একাক্যসহায়ঃ সন্নধ্বনো দিব্যান্মার্গান্ সদ্য এতি। আশু গচ্ছতি। অসহায়ত্বং চ শ্রূয়তে। সূর্য্য একাকী চরতীত্যাহ। অসৌ বা আদিত্য একাকী চরতীতি। শীঘ্রগমনং চ স্মর্য্যতে—যোজনানাং সহস্রে দ্বে দ্বে শতে দ্বে চ যোজনে। একেন নিমিষার্দ্ধেন

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'যঃ' যে 'স্বরঃ' সূর্য্যঃ 'এক' একাকী অসহায় হইয়া 'অধ্বনঃ' দিব্যমার্গসমূহে 'সদ্যঃ এতি' আশু গমন করেন। এই অসহায়ত্ব-বিষয়ে শ্রুতি আছে—'সূর্য্য একাকী চরতীত্যাহ। অসৌ বা আদিত্য একাকী চরতীতি।' শীঘ্র-গমন-বিষয়েও এইরূপ স্মৃতি আছে; 'যোজনানাং সহস্রে দ্বে দ্বে শতে দ্বে চ যোজনে। একেন নিমিষার্দ্ধেন ক্রমমাণনমোঽস্তুত

ক্রমমাণ মহোহস্তত ইতি। শীঘ্রগমনে দৃষ্টান্তঃ। মনো ন। যথা মনঃ শীঘ্রং গচ্ছতি তদ্বৎ। স চ সূর্য্যো বস্বো ধনস্য সত্রা সহৈব যুগপদেবেশে। ঈষ্টে। যো হি শীঘ্রং গচ্ছতি স বহুদেশেষবস্থিতানি ধনানি প্রাপ্নোতি। তথা রাজানা রাজমানৌ সুপাণী শোভনবাহু মিত্রাবরুণা মিত্রাবরুণাবস্মদীয়াসু গোষু প্রিয়াং সর্ব্বেষাং প্রীতিকরমমৃতমমৃতবৎস্বাদুভূতং পয়ো রক্ষোমানা রক্ষন্তৌ বর্ত্তেতে। হে অগ্নে তত্তদ্রূপেণ ত্বমেবৈবং বর্ত্তস ইতি ভাবঃ॥

বস্বঃ। লিঙ্গব্যত্যয়ঃ। জসাদিষু ছন্দসি বা বচনমিতি। ঘেঙিতীতি গুণাভাবে যণাদেশঃ। ঈশে। ঈশ ঐশ্বর্য্যে। লোপস্ত আত্মনেপদেম্বিতি তলোপঃ। মিত্রাবরুণা। দেবতাদ্বন্দ্বে চেতি পূর্ব্বপদস্যানঙাদেশম্। দেবতাদ্বন্দ্বে চেত্যুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্॥ (১ম—৭১সূ—৯ঋ)।

* * *

নবম (৮০২) ঋকের বিশদার্থ।

—§:•§:—

এই মন্ত্রটীর যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহাতে আর্য্য হিন্দুগণের জ্যোতিষ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞতার নিদর্শন প্রকাশ পায়। সূর্য্য কক্ষপথে অতি দ্রুতগতিতে ভ্রাম্যমান্ রহিয়াছেন—এই এক বিসদৃশ অর্থ এই মন্ত্রে অধ্যাহৃত হইয়া আসিতেছে। মন্ত্রে একটী 'সূরঃ' পদ আছে। তাহা হইতে ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহে 'সূর্য্য' অর্থ গৃহীত হইতে দেখি। মন্ত্রে 'একঃ' পদ আছে। তাহা হইতে সূর্য্য যে একাকী ঘুরিতেছেন, অন্যান্য গ্রহগণ যেন ভ্রাম্যমান নহেন,—এইরূপ ভাব গৃহীত হইয়া থাকে। 'মনঃ ন' পদদ্বয় উপলক্ষে সূর্য্যের দ্রুতগতির বিষয় প্রখ্যাপিত হয়। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম চরণটীর অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—"মনের ন্যায় শীঘ্রগামী যে

ইতি।' শীঘ্রগমন-বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'মনঃ ন'; মন যেমন শীঘ্র গমন করে, তদ্বৎ। সেই সূর্য্য 'বস্বঃ' ধনের 'সত্রা' সহিত যুগপৎ 'ঈশে' ইষ্ট-বিষয়ে যে নিশ্চয়ই শীঘ্র গমন করে, সে বহুদেশে অবস্থিত ধনসমূহকে প্রাপ্ত হয়। তথা 'রাজানা' রাজমান 'সুপাণী' শোভনবাহু 'মিত্রাবরুণা' মিত্র ও বরুণ দেবদ্বয় আমাদিগের 'গোষু' গাভীসমূহে 'প্রিয়ং' সকলের প্রীতিকর 'অমৃতং' অমৃতবৎ স্বাদভূত পয়ঃ (দুগ্ধকে) 'রক্ষমাণা' রক্ষা করিয়া বিদ্যমান্ থাকেন। হে অগ্নে! তত্তৎরূপে আপনি বর্ত্তমান হউন, ইহাই ভাবার্থ।

বস্বঃ। লিঙ্গব্যত্যয়। জসাদি মধ্যে 'ছন্দসি বা বচনং' ইত্যাদি হেতু 'ঘেঙিতি' ইত্যাদি সূত্রে গুণের অভাবে যণ আদেশ। ঈশে। ঈশ ধাতু ঐশ্বর্য্যার্থক। 'লোপস্ত আত্মনেপদেষু' ইত্যাদি সূত্রে ত-কারের লোপ। মিত্রাবরুণা। 'দেবতাদ্বন্দ্বে চ' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বপদের আনঙ্ আদেশ। 'দেবতাদ্বন্দ্বে চ' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্ব॥ ৯॥

* * *

সূর্য্য স্বর্গীয় মার্গে একাকী গমন করেন, তিনি সদ্যই অনেক ধন প্রাপ্ত হন।” ভাবের কি অসামঞ্জস্য—ভাষ্যানুসারী ঐরূপ ব্যাখ্যায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার আর বিশ্লেষণ আবশ্যক করে না। সূর্য্যের গতি—তাঁহার ধন-প্রাপ্তি—এবম্প্রকার অর্থের মধ্যে কি তত্ত্ব নিহিত থাকিতে পারে, সুধীগণই বিচার করিবেন।

আমরা বলি, এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'সূরঃ' পদের অর্থ—সূর্য্য নহে; উহার অর্থ—জ্ঞানী, প্রাজ্ঞজন। 'একঃ' পদে, অসহায় হইলেও—সংসারে কাহারও সহানুভূতি না পাইলেও—নানারূপ বিপদপরম্পরায় পরিবেষ্টিত থাকিলেও—ইত্যাদি রূপ ভাব পাওয়া যাইতে পারে। 'অধ্বনঃ' পদে 'সৎপথকে' অথবা 'সৎকর্ম্মে' অর্থ আসে। 'সদ্যঃ' এবং 'এতি' পদদ্বয়ে 'সত্বর প্রাপ্ত হয়েন' বা 'নিঃসংশয়ে গমন করেন'—এইরূপ ভাব আসিয়া থাকে। ধনপ্রাপ্তির উপমা, এ পক্ষে, সেই 'সূরঃ' বা প্রাজ্ঞজন সম্বন্ধেই যথাপ্রযুক্ত দেখি। যিনি অসহায় অবস্থাতেও, পারিপার্শ্বিক শত প্রতি-বন্ধকতা সত্ত্বেও, সত্যের পথে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিঃসংশয়ে অগ্রসর হইতে পারেন,—অবাধে আত্মনিয়োগে সমর্থ হয়েন; তাঁহার কি আর অভীষ্টসাধন-পক্ষে (ঈশে) কোনও বিঘ্ন সঞ্জাত হয়? তিনি যে মনোগতির ন্যায় অতি ত্বরায় পরমধন মোক্ষাদি লাভে সমর্থ হয়েন, তহা বলাই বাহুল্য। মন্ত্রের প্রথমাংশে, “যঃ সূরঃ” হইতে “ঈশে” পর্য্যন্ত পদ-সমষ্টিতে প্রোক্ত তত্ত্বই প্রকাশমান।

অতঃপর, মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের সহিত প্রথম চরণের ভাব-সঙ্গতি লক্ষ্য করুন। ঐ চরণের প্রচলিত অর্থ—সর্ব্বথা সামঞ্জস্যবিহীন। প্রথম চরণে বলা হইয়াছে,—'মনোগতির ন্যায় আকাশে দ্রুতগতিশীল সূর্য্য অনেক ধন লাভ করেন।' দ্বিতীয় চরণের প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে বলা হইয়াছে,—“শোভমান ও সুবাহু মিত্র ও বরুণ আমাদের গাভীগণের প্রীতিকর অমৃতবৎ দুগ্ধ রক্ষা করতঃ অবস্থান করেন।” প্রথম চরণের পূর্ব্বোক্ত অর্থের সহিত দ্বিতীয় চরণের এই অর্থের যে কোনই সঙ্গতি নাই, তাহা সহজেই বুঝা যায় না কি? আমরা বলি, এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'গোষু' পদে 'গাভী-সমূহে' অর্থ গ্রহণ না করিয়া 'জ্ঞানকিরণ-সমূহে' অথবা 'প্রার্থনাবাক্য-সমূহে' অর্থ গ্রহণ করিলেই ভাব-পক্ষে সর্ব্বথা সঙ্গতি থাকে। সেই যে

'সূরঃ' অর্থাৎ প্রাজ্ঞজন, তাঁহার জ্ঞানকিরণ-সমূহের অথবা প্রার্থনা-বাক্য-সমূহের অভ্যন্তরে—এই ভাব, ঐ 'গোষু' পদে নিহিত দেখি। 'গো'-শব্দের 'জ্ঞানকিরণ' এবং 'বাক্য' অর্থ সুপ্রচলিত। বাক্য বা শব্দ বলিতে, স্তোত্রমন্ত্রকে ও প্রার্থনাকেই লক্ষ্য করে। যিনি প্রাজ্ঞ, তিনি জ্ঞান-সংযুত যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, অথবা তিনি ভগবানের উদ্দেশে যে প্রার্থনা-বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা সর্ব্বথা সুফলপ্রদ হয়। দেবতা সুহৃৎস্থানীয় (মিত্র) হইয়া এবং অভীষ্টবর্ষক (বরুণ) হইয়া তাঁহার মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়া দেন। 'প্রিয়ং অমৃতং' বলিতে, রমণীয় স্পৃহনীয় মরণরহিত মোক্ষ-সম্বন্ধকে লক্ষ্য করে। পূর্ব্বকথিত-রূপ সৎকর্ম্মকারী জ্ঞানীরা স্বতঃই পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন; তাঁহাদিগের পক্ষে দেবগণ আপনারাই মোক্ষপ্রদ হইয়া থাকেন। ফলতঃ, এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে সূর্য্যের গতির বা গাভীর দুগ্ধে অমৃতত্বের বৃথা পরিকল্পনা না করাই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। অথচ, প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহে ঐ প্রকার অর্থই অব্যাহত দেখিতে পাই। * (১ম—৫অ—৭১সূ—৯ঋ)

---

* গ্রিফিথস সাহেবের ইংরাজী অনুবাদে সূর্য্যের দ্রুতগমন অর্থই পরিগৃহীত। কিন্তু ওল্ডেনবার্গ একটু ঘুরাইয়া অর্থ-নিষ্কাশনের চেষ্টা পাইয়াছেন। আমরা নিম্নে তাঁহাদিগের দুই জনের দুইটী অনুবাদ (প্রথমে গ্রিফিথ্স সাহেবের এবং শেষে ওল্ডেনবর্গের) উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে তাঁহাদিগের অনুবাদে কোন্ পদে কি অর্থ সূচিত হইয়াছে, বুঝিতে পারিবেন।

(1) "He who like thought goes swiftly on his journey, the Sun, alone is ever Lord of riches.

The kings with fair hands, Varuna and Mitra, protect the precious nectar in our cattle."

(2) "He who traverses the paths quickly like thought, the Sun alone rules over wealth altogether. (There are) the two kings Mitra and Varuna with graceful hands, who watch over the beloved ambrosia in the cows."

উদ্ধৃত উভয় প্রকার ব্যাখ্যাতেই গাভীর সম্বন্ধ অব্যাহত রাখা হইয়াছে। কিন্তু সেবারাধনার ফলে সাধক যে 'অমৃত' লাভ করেন, তাহা যে গাভীর দুগ্ধ নহে—তাহা যে মরণরহিত মোক্ষের অবস্থা, একটু বুঝিবার চেষ্টা করিলেই বোধগম্য হয়।

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। একসপ্ততিতমং সূক্তম্। দশমী ঋক্।)

মা নো অগ্নে সখ্যা পিত্র্যাণি প্র মর্ষিষ্ঠা

অভি বিদুষ্কবিঃ সন্।

নভো ন রূপং জরিমা মিনাতি পুরা

তস্যা অভিশস্তেরধীহি ॥ ১০ ॥

পদ-বিশ্লেষণম্।

মা। নঃ। অগ্নে। সখ্যা। পিত্র্যাণি। প্র। মর্ষিষ্ঠাঃ।

অভি। বিদুঃ। কবিঃ। সন্।

নভঃ। ন। রূপম্। জরিমা। মিনাতি। পুরা।

তস্যাঃ। অভিঽশস্তেঃ। অধিঃ। ইহি ॥ ১০ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'নঃ' (অস্মাকং) 'পিত্র্যাণি' (পিতৃলোকসম্বন্ধীনি, পিতৃ-পিতামহাগতানি) 'সখ্যা' (সখিত্বানি—স্বধর্ম্মপালনরূপাণি ইতি ভাবঃ) 'মা প্রমর্ষিষ্ঠাঃ' (মা বিনাশয়, চিরং রক্ষ ইতি ভাবঃ); যেন বয়ং বিপথগামিনঃ স্বধর্ম্মভ্রংশাঃ বা ন ভবামঃ, অস্মাকং জ্ঞানং তদনুরূপং ক্রিয়াশীলং ভবতু—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা ইতি ভাবঃ; ত্বং 'কবিঃ' (ত্রিকালদর্শী) 'সন্' (ভূত্বা) 'অভি' (অস্মাকং আভিমুখ্যেন) 'বিদুঃ' (সত্যং প্রকাশয়, স্বধর্ম্মং প্রখ্যাপয়); অস্মান্ আত্মধর্ম্মতত্ত্বং জ্ঞাপয়িত্বা সৎপথাবলম্বিনঃ কুরু ইতি প্রার্থনা; 'নভঃ ন রূপং' (অন্ধতমসং যথা নভসি ব্যাপ্নোতি নভোমণ্ডলং আচ্ছাদয়তি বা তদ্বৎ। 'জরিমা' (জরা) 'পুরা' (বহুদিবসাৎ, নিত্যং ইতি ভাবঃ) 'মিনাতি' (হিনস্তি, মাং

আক্রামতি ইতি ভাবঃ); 'অভিশস্তেঃ' (হিংসাহেতোঃ, হিংস্রকাৎ) 'তস্যাঃ' (জরসঃ, জরায়াঃ বা, জরাকবলাৎ) 'অধীহি' (পরিত্রায়স্ব—মাং ইতি শেষঃ); জরানাশেন সহ মহ্যং অমৃতত্বং প্রযচ্ছ—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৫অ—৭১সূ—১০ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আমাদিগের পিতৃপিতামহাগত স্বধর্ম্মপালন-রূপ আপনার সখিত্বকে বিনষ্ট করিবেন না (ভাব এই যে,—আমরা যেন বিপথগামী অর্থাৎ স্বধর্ম্মভ্রষ্ট না হই, আমাদিগের জ্ঞান তদনুরূপ ক্রিয়াশীল হউক—ইহাই আকাঙ্ক্ষা); আপনি ত্রিকালদর্শী হইয়া আমাদিগের অভিমুখে সত্যকে প্রকাশ করুন—স্বধর্ম্মকে খ্যাপন করুন; (প্রার্থনা এই যে,—আমাদিগকে আত্মধর্ম্মতত্ত্ব জানাইয়া সৎপথাবলম্বী করুন); অন্ধকার যেমন নভোমণ্ডলে বিস্তৃত হয় বা নভোমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ জরা বহুদিবস হইতে আমাকে আক্রমণ করিয়াছে; হিংস্র সেই জরার কবল হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন; (প্রার্থনা—আমার জরানাশের সহিত আমায় অমৃতত্ব প্রদান করুন।)॥ (১ম—৫অ—৭১সূ—১০ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে অগ্নে পিত্র্যাণি পিতরং বসিষ্ঠমুপক্রম্যাগতানি সখ্যা সখিত্বানি মা প্রমর্ষিষ্ঠাঃ। মা বিনাশয়। অত্র মৃষ্যতেরুপসর্গবশাদর্থান্তরে বৃত্তিঃ। যতস্ত্বং কবিঃ ক্রান্তদর্শী সন্ অভ্যাভিমুখ্যেন বিদুঃ সর্ব্বং বিদ্বান্। নভো ন রূপম্। যথান্তরিক্ষং রূপবন্তঃ সূর্য্যরশ্ময়ঃ আচ্ছাদয়ন্তি তদ্বদাচ্ছাদয়াত। জরিমা জরা মিনাতি। মাং শুক্তদ্রষ্টারং হিনস্তি। অভিশস্তে-হিংসাহেতোস্তস্যা জরায়াঃ পুরাধীহি। মাং বুধ্যস্ব॥ সা যথা ন প্রাপ্নোতি তথা কুরু। অমৃতত্বং প্রযচ্ছেতি যাবৎ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অগ্নে' হে অগ্নি! 'পিত্র্যাণি' পিতা বসিষ্ঠকে উপক্রম করিয়া আগত 'সখ্যা' সখিত্ব-সমূহকে 'মা প্রমর্ষিষ্ঠাঃ' বিনাশ করিবেন না; এখানে মৃষ ধাতু উপসর্গ-হেতু অর্থান্তরে ব্যক্ত হইয়াছে; যে হেতু আপনি 'কবিঃ' ক্রান্তদর্শী হইয়া 'অভি' আভিমুখ্যে 'বিদুঃ' সকলকে জানেন; 'নভঃ ন রূপং' যেমন অন্তরিক্ষকে রূপবিশিষ্ট সূর্য্যরশ্মিসমূহ আচ্ছাদন করিয়া থাকে, সেইরূপ আচ্ছাদন করিয়া থাকে; 'জরিমা' জরা 'মিনাতি' সূক্তদ্রষ্টা 'মা' আমাকে হিংসা করে; 'অভিশস্তে' হিংসা-হেতু 'তস্যাঃ' সেই জরাতে 'পুরা অধীহি' প্রবুদ্ধ (লিপ্ত) করিও না; সেই জরা যেন আমাকে প্রাপ্ত না হয়, তাহাই করুন; অর্থাৎ, আপনি আমার অমৃতত্ব প্রদান করুন।

সখ্যা। সখ্যুর্ভাবঃ সখ্যম। সখ্যুর্যঃ ইতি যঃ। পিত্র্যাণি। পিতৃভ্য আগতানি। পিতুর্যচ্চ। পা০ ৪৩.৭৯। ইতি যৎপ্রত্যয়ঃ। রীঙৃতঃ। পা০ ৭.৪।২৭। ইতি রীঙাদেশঃ। যস্যেতি চেতীকারলোপঃ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বম্। মর্ষিষ্ঠাঃ। মৃষ তিতিক্ষায়াম্। প্রার্থনায়াং ছান্দসো লুঙ্। ন মাঙ্‌যোগ ইত্যড়ভাবঃ। বিদুঃ। বিদ্ জ্ঞানে। বহুলমন্যত্রাপীত্যুসি-প্রত্যয়ঃ। অতএব বহুলবচনাদ্‌গুণাভাবঃ। ছন্দসি বা প্রাম্রেড়িতয়োরিতি বিসর্জনীয়স্য যত্বম্। নভঃ। নহেদিবি ভশ্চ। উ০ ৪।২১০। ইত্যসুন্। জরিমা। জৄষ্ বয়োহানৌ। ঔণাদিকো ভাব ইমনিচ্ প্রত্যয়ঃ। মিনাতি। মীঞ্ হিংসায়াম্। প্বাদীনাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বম। অভিশস্তেঃ। অভিশস্যতে হিংস্যতেঽনয়েত্যভিশস্তিঃ। করণে ক্তিন্। তাদৌ চেতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বম্। অধীহি। ইক্ স্মরণে। লোট্যদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। হেরপিত্বেন ঙিত্ত্বাদ্‌গুণাভাবঃ॥ (১ম—৫অ—৭১সূ—১০ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য পঞ্চমে ষোড়শো বর্গঃ। ১।৫।১৬॥

* • *

দশম (৮০৩) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'পিত্র্যাণি সখ্যা' পদদ্বয় উপলক্ষে বসিষ্ঠ-প্রমুখ ঋষিগণের সহিত অগ্নি-নামক ঋষির সখিত্বের পরিকল্পনা দেখিতে পাই। এখানে মন্ত্রোচ্চারণকারী ঋষি যেন অগ্নিকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিতেছেন,

---

সখ্যা। সখির ভাব সখ্য। 'সখ্যুর্য্যঃ' ইত্যাদি সূত্রে যঃ-প্রত্যয়। পিত্র্যাণি। পিতৃগণ হইতে আগত। 'পিতুর্যচ্চ' (পা০ ৪।৩।৭৯) ইত্যাদি সূত্রে যৎ-প্রত্যয়। 'রীঙ্ ঋতঃ' (পা০ ৭।৪।২৭) ইত্যাদি সূত্রে রীঙ্ আদেশ। 'যস্যেতি চ' ইত্যাদি সূত্রে ই-কারের লোপ। 'যতোঽনাবঃ' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। মর্ষিষ্ঠাঃ। মৃষ ধাতু তিতিক্ষা অর্থ প্রকাশ করে। প্রার্থনাতে ছান্দসে লুঙ্। 'ন মাঙ্‌যোগে' ইত্যাদি সূত্রে অটের অভাব। বিদুঃ। জ্ঞানার্থক বিদ ধাতু। 'বহুলমন্যত্রাপি' ইত্যাদি সূত্রে উসি প্রত্যয়। অতএব বহুল-বচন-হেতু গুণের অভাব। 'ছন্দসি বাপ্রাম্রেড়িতয়োঃ' ইত্যাদি সূত্রে বিসর্গের স্থানে যত্ব। নভঃ। 'নহেদিবি ভশ্চ' (উ০ ৪।২১০) ইত্যাদি সূত্রে অসুন্। জরিমা। জৄষ্ ধাতু বয়োহানি অর্থজ্ঞাপক। ঔণাদিক। ভাবে ইমনিচ্ প্রত্যয়। মিনাতি। হিংসার্থক মীঞ্ ধাতু। 'প্বাদিনাং হ্রস্বঃ' ইত্যাদি সূত্রে হ্রস্বত্ব। অভিশস্তেঃ। উহার দ্বারা হিংসিত হয়—এই অর্থে অভিশাস্তিঃ পদ হয়। করণে ক্তিন্। 'তাদৌ চ' ইত্যাদি সূত্রে গতির প্রকৃতিস্বরত্ব। অধীহি। স্মরণার্থক ইক্ ধাতু। অদাদিত্ব-হেতু লোটে শপের লোপ। হেরপিত্বের দ্বারা ঙিত্ত্ব-হেতু গুণের অভাব। (১ম—৫অ—৭১সূ—১০ঋ)।

প্রথম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ে ষোড়শ বর্গ সমাপ্ত।১।৫।১৬॥

* • *

—'হে দেব! আপনার সহিত আমাদিগের পিতৃপুরুষ বসিষ্ঠ-প্রমুখ ঋষিগণের যে বন্ধুত্ব ছিল, সে বন্ধুত্বকে আপনি নষ্ট করিবেন না।' এই অর্থে সাধারণতঃ মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধের বিষয়ই মনে আসে। জ্বলন্ত অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করা হইতেছে মনে করিলে, এই পর্য্যন্ত ভাব এখানে প্রাপ্ত হওয়া যায় যে,—বসিষ্ঠ-প্রমুখ ঋষিগণ যেমন অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেন, তাঁহার বংশধর আমরাও যেন সেইরূপভাবে আহুতি-দান-কার্য্যে ব্রতী থাকি। মন্ত্রের প্রথমাংশের "মা নঃ" হইতে "প্র মর্ষিষ্ঠাঃ" পর্য্যন্ত অংশে প্রধানতঃ এই ভাবই প্রচারিত দেখি। তাহাতে এই মন্ত্রটী যে ঋষি-বিশেষের রচনা এবং ঋষি-বিশেষের সহিত যে এই মন্ত্রটীর সম্বন্ধ অব্যাহত, তাহাই প্রকাশ পায়।

তার পর, মন্ত্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশটীকে আমরা যে ভাবে বিভাগ করিয়াছি, ভাষ্যে এবং অপরাপর ব্যাখ্যায় তাহা অন্যভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'সূর্য্যরশ্মিসমূহ যেমন নভঃ-প্রদেশকে আচ্ছাদিত করে, ত্রিকালদর্শী অগ্নি সেইরূপ সকলই অবগত আছেন।' এ পক্ষে "অভি" হইতে "রূপং" পর্য্যন্ত বাক্যাংশ এক সূত্রে গ্রথিত বলিয়া স্বীকার করা হয়। তার পর "জরিমা মিনাতি" পদদ্বয়ে 'জরা আসিয়া আক্রমণ করিতেছে'—এই ভাব ব্যক্ত হয়; এবং "পুরা" হইতে "অধীহি" অংশে, 'আপনি আমাকে উদ্ধার করুন'—এইরূপ ভাব প্রকাশ পায়। ফলতঃ, এই সকল অর্থে মন্ত্রের সম্বোধ্য বস্তু-বিষয়ে স্বতঃই সংশয় আসে। পরন্তু বিশেষণ-নিবহ দৃষ্টে জ্বলন্ত অগ্নির অতীত সামগ্রীর প্রতিই দৃষ্টি সঞ্চালিত হয়।

আমরা পূর্ব্বাপর অগ্নি-সম্বোধনে যাঁহার প্রতি লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছি, এখানেও সেই লক্ষ্য অটুট দেখিতে পাই। পরন্তু এই সূক্তের প্রথম ঋকে স্বধর্ম্মপালন প্রভৃতির সম্বন্ধে যে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, এখানে উপসংহারে তাহারই সার্থকতা দেখিতে পাইতেছি। 'পিত্র্যাণি সখ্যা' পদদ্বয়ে, পিতৃপিতামহগণের আশ্রিত ধর্ম্মের অর্থাৎ স্বধর্ম্মের সহিত সখিত্ব খ্যাপিত হইতেছে। সে পক্ষে মন্ত্রাংশের ভাব এই যে,—'হে আমার জ্ঞান! তুমি যেন বিপথে পরিচালিত হইও না; তোমারই প্রভাবে আমি যেন স্বধর্ম্মে মতিমান্ থাকিতে পারি।' মন্ত্রের

প্রথমাংশে "অগ্নে" হইতে "প্র মবিষ্ঠাঃ" পর্য্যন্ত পদ-কয়েকটীতে আমরা যেন এই শিক্ষাই প্রাপ্ত হইতেছি। তার পর, "কবিঃ সন্ অভি বিদুঃ" এই বাক্যাংশে একটী অভিনব ভাব-কুসুম প্রস্ফুটিত দেখি। এখানে বলা হইয়াছে,—'হে আমার জ্ঞান! তুমি ত্রিকালদর্শী হইয়া, পুরাতন সনাতনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, আমায় স্বধর্ম্মের মহিমা জ্ঞাপন কর; আমি যেন বিভ্রান্ত হইয়া বিপথে গমন না করি।' তার পর, মন্ত্রের তৃতীয় অংশে "নভঃ ন রূপং জরিমা পুরা মিনাতি" পদ-কয়েকটীতে—কি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, বুঝিয়া দেখুন! এখানে সূর্য্য-কিরণের বা জ্যোতির অপেক্ষা অন্ধকারের উপমারই সার্থকতা দেখি। অন্ধকার যেমন ধীরে ধীরে আসিয়া নভঃস্থলকে আচ্ছন্ন করে, জরা আসিয়া সেইরূপ মানুষকে প্রতিনিয়ত আক্রমণ করিতেছে। প্রার্থনাকারীর যেন তৎপ্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। তিনি আত্মগ্লানি-সহকারে কহিতেছেন,—'এতদিন আমি এ কি করিলাম! হেলায় দিন হারাইয়া আসিয়াছি! জরা আসিয়া আক্রমণ করিল! আর উপায় তো কিছুই দেখি না!' এইরূপ আত্মবোধের পরই তিনি যেন জ্ঞানদেবতার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন; উপসংহারে প্রার্থনা জানাইয়া কহিতেছেন,—'অভিশস্তেঃ তস্যাঃ অধীহি।' মন্ত্রের বা সূক্তের ইহাই উপসংহার-বাক্য। মর্ম্ম এই যে,—'হে দেব! হিংস্র জরার কবল হইতে আমাকে রক্ষা করুন—জ্ঞানপ্রভাবে আমি যেন পরমা গতি লাভ করি।' প্রজ্ঞানই মানুষকে অমৃতত্বে লইয়া যায়। পূর্ণজ্ঞানলাভই জরানাশ। স্বধর্ম্মের অনুসরণকারীই পূর্ণজ্ঞানলাভে জরানাশে সমর্থ হয়। আমরা মনে করি, এই মন্ত্রের ইহাই মুখ্য অর্থ। * (১ম—৭১সূ—১০ঋ)॥

---

* আমরা এই অর্থ ই গ্রহণ করিলাম বটে, কিন্তু প্রচলিত কোনও ব্যাখ্যাতেই এ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সায়ণের ভাষ্য পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে; অতঃপর প্রচলিত ব্যাখ্যাদিরও কয়েকটী আদর্শ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। যথা;—

(১) "হে অগ্নি! আমাদিগের পিতৃপিতামহের সহিত তোমার মিত্রতা আছে, এবং তৎসূত্রে আমাদিগের সহিত যে মিত্রতা জন্মিয়াছে, তাহা যেন বিনষ্ট না হয়। তুমি ভূত ও বর্ত্তমান সকল বিষয়ই জ্ঞাত আছ। যদ্রূপ সূর্য্যকিরণ নভোমণ্ডল আচ্ছাদিত করে, তদ্রূপ জরাও আমায় সর্ব্বাঙ্গ আক্রমণ করিতেছে। তুমি এই জরার হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর।"

দ্বিসপ্ততিতমসূক্তানুক্রমণিকা।

নি কাব্যেতি দশর্চমষ্টমং সূক্তং ত্রৈষ্টুভমাগ্নেয়ং পরাশরস্যার্ষম্। অনুক্রান্তং চ। নি কাব্যেতি। প্রাতরনুবাকাশ্বিনশস্ত্রয়োরুক্তো বিনিয়োগঃ॥

* * *

দ্বিসপ্ততিতম সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'নি কাব্যা' ইত্যাদি দশটী ঋক্‌বিশিষ্ট অষ্টম সূক্ত (দ্বাদশ অনুবাকের) ত্রিষ্টুপছন্দবিশিষ্ট। ইহার দেবতা অগ্নি—ঋষি পরাশর। অনুক্রান্ত আছে,—'নি কাব্যা' ইতি। প্রাতরনুবাকে আশ্বিনশস্ত্রে ইহার বিনিয়োগ উক্ত আছে।

* * *

---

(২) "হে অগ্নি! আমাদের পৈতৃক সৌহৃদ্য বিনাশ করিও না; যেহেতু তুমি অতীতদর্শী এবং বর্ত্তমান বিষয়ও জান। সূর্য্যরশ্মি যেরূপ অন্তরিক্ষকে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ জরা আমাকে বিনাশ করিতেছে; বিনাশ হেতু জরা যাহাতে না আসিতে পারে সেইরূপ কর।"

(3) "Do not forget, O Agni, who art a sage possessed of knowledge, our paternal friendship. Old age impairs the appearance (of men) as a cloud (covers the sun or the sky) Before this curse (attains us), think thou (of us)."

(4) "O Agni, break not our ancestral friendship, Sage as thou art, endowed with deepest knowledge.

Old age, like gathering cloud, impairs the body, before that evil become nigh protect me."

এই সকল অর্থের সহিত আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের পার্থক্য-বিচার করিলেই মন্ত্রার্থ সুগম হইয়া আসিবে। সেই উদ্দেশ্যে আমরা প্রচলিত অর্থাদির তুলনায় আলোচনা করিতেছি।

— • —

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

—— § —•—•— § ——

প্রথমং মণ্ডলম্। দ্বাদশোঽনুবাকঃ। দ্বিসপ্ততিতমং সূক্তম্।
প্রথমোঽষ্টকঃ। পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ। সপ্তদশঃ অষ্টাদশশ্চ বর্গৌ।

•.•

দ্বিসপ্ততিতমং সূক্তম্।

—— • ——

সূক্তটি অগ্নি-দেবতা-সম্বন্ধীয়। কিন্তু মন্ত্রার্থে এতই জটিল কুটিল ভাব-সমূহ প্রকাশ পাইয়াছে যে, দেবতার স্বরূপ কিছুই বুঝিবার উপায় নাই।

এই সূক্তে দশটী ঋক্ আছে। কিন্তু তাহার প্রত্যেক ঋক্ দুর্ব্বোধ্য হইয়া রহিয়াছে। যে কোনও ভাষায় যে কোনও অনুবাদের প্রতিই দৃষ্টিপাত করি না কেন, পরস্পর অর্থ-সামঞ্জস্য আদৌ লক্ষিত হইবে না।

পূর্ব্বাপর বহু ঋকেরই প্রচলিত অর্থে জানিতে পারিয়াছি, অগ্নি দেবগণের হবিঃ বহন করেন—তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু এখানে প্রচলিত অর্থাদিতে প্রকাশ,—অগ্নিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধনের অধিপতি; এবং মরুদ্গণ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ অনেক আরাধনা করিয়া—এমন কি জন্ম-জন্মান্তরের আরাধনার ফলে—তাঁহাকে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন (প্রথমাদি ঋকের প্রচলিত অর্থ দেখুন)। দ্বিতীয় ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ,—"সকল অমর দেবগণ ও মোহশূন্য মরুদ্গণ অনেক কামনা করিয়াও অগ্নিকে প্রাপ্ত হন নাই।" ঐরূপ, তৃতীয় ঋকের ব্যাখ্যাতেও প্রকাশ,—'তিন বৎসর পূজা করিয়া এবং উৎকৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করিয়া তবে মরুদ্গণ অগ্নিকে পাইয়াছিলেন।' তার পর, পঞ্চম ঋকের ব্যাখ্যায় প্রকাশ,—'দেবগণ ও তাঁহাদিগের পত্নীগণ নতজানু হইয়া অগ্নির পূজা করিয়াছেন।'

অগ্নির হস্তপদ আছে; দেবগণের ও দেবপত্নীগণেরও হস্তপদ আছে; অথচ, তাঁহারা আকাশে ও পৃথিবীতে গতাগতি করিয়া থাকেন। এ সকল অর্থও এই সূক্তের ঋক্ হইতে অধ্যাহৃত হইয়া থাকে। তার পর, অগ্নি সাতটী নদীকে দ্যুলোক হইতে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন; অসুরেরা দেবগণের গাভী অপহরণ করিয়াছিল এবং অগ্নি তাহার সন্ধান বলিয়া দেন (অষ্টম ঋকের প্রচলিত অর্থ দেখুন);—এ সকল উপাখ্যানও এই সূক্তের মন্ত্রার্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে।

ইহাতে অগ্নিই বা কি—আর অন্যান্য দেবগণই বা কি—তাঁহাদিগের স্বরূপ-সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইব? এই সকল সমস্যার নিরসন-পক্ষে, আমাদিগের ব্যাখ্যায় যথোচিত চেষ্টা করা হইল। সহৃদয়গণ তাহার যৌক্তিকতার বিষয় বুঝিয়া দেখিবেন।

—— * ——

প্রথমমণ্ডলস্য দ্বাদশানুবাকে দ্বিসপ্ততিতমং সূক্তম্। পরাশরঃ ঋষিঃ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। অগ্নিঃ দেবতা। নিকাব্যেতি দশর্চ্চমষ্টমং সূক্তম্। ত্রৈষ্টুভমাগ্নেয়ং পরাশরস্যার্ষম্। অনুক্রান্তশ্চ—নিকাব্যেতি প্রাতরনুবাকাশ্বিনশস্ত্রয়োরুক্তো বিনিয়োগঃ।

* * *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। দ্বিসপ্ততিতমং সূক্তম্। প্রথমা ঋক্।)

নি কাব্যা বেধসঃ শশ্বতস্কর্হস্তে দধানো

নর্যা পুরূণি।

অগ্নির্ভুবদ্রয়িপতী রয়ীণাং সত্রা চক্রাণো

অমৃতানি বিশ্বা ॥ ১ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণম্।

নি। কাব্যা। বেধসঃ। শশ্বতঃ। কঃ। হস্তে। দধানঃ।

নর্যা। পুরূণি।

অগ্নিঃ। ভুবৎ। রয়িঽপতিঃ। রয়ীণাম্। সত্রা। চক্রাণঃ।

অমৃতানি। বিশ্বা ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শশ্বতঃ' (শাশ্বতস্য, নিত্যস্বরূপস্য) 'বেধসঃ' (বিধাতুর্ব্রহ্মণঃ সম্বন্ধীনি) 'কাব্যা' (মন্ত্ররূপাণি স্তোত্রাণি) জ্ঞানদেবঃ 'নি কঃ' (যথানিয়মেন স্বাত্মাভিমুখং করোতি); ভগবতঃ উপাসনায়াং জ্ঞানং স্বতমেব উপাসকানাং সহায়ং ভবতি—ইতি ভাবঃ; যদ্বা—'শশ্বতঃ' (সনাতনস্য) 'বেধসঃ' (বিধাতুঃ, অদৃষ্টজনয়িতুঃ অগ্নেঃ সম্বন্ধীনি) 'কাব্যা' (কাব্যানি, স্তোত্রমন্ত্রাণি) 'নি (যথানিয়মেন নিতরাং) 'কঃ' (কুরু, উচ্চারয়, অনুধ্যায় ইতি ভাবঃ); সদৈব জ্ঞানানুসারী ভব—ইত্যেবং আত্মোদ্বোধনং অত্র সূচ্যতে; স দেবঃ 'নর্য্যা' (নরহিতসাধকানি) 'পুরূণি' (বহূনি ধনানি) 'হস্তে দধানঃ' (হস্তে ধারয়ন্, উপসকায় বিতরণার্থং গৃহীত্বা বিদ্যতে ইতি শেষঃ); জ্ঞানানুসারিণে সতি বহুধনং অধিগম্যতে—ইতি ভাবঃ; 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) হি 'রয়ীণাং রয়িপতিঃ' (ধনানাং মধ্যে উৎকৃষ্টস্য ধনস্য স্বামী) 'ভুবৎ' (ভবতি); জ্ঞানেন শ্রেষ্ঠধনং অধিগতং ভবতি—ইতি ভাবঃ; 'সত্রা' (প্রজ্ঞানেন সহ, যদ্বা—স্তোতৃণাং কর্ম্মণা সহ) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি, সর্ব্বাণি) 'অমৃতানি' (মরণরহিতানি পদানি, মঙ্গলানি ইতি ভাবঃ) 'চক্রাণঃ' (কুর্ব্বন্, সর্ব্বথা প্রযচ্ছন্, প্রদাতুং ইতি ভাবঃ) স দেবঃ বিদ্যতে ইতি শেষঃ; পরমধনবিতরণায় জ্ঞানং ইহজগতি ক্রিয়মাণমস্তি ইতি ভাবঃ। (১ম—৫অ—৭২সূ—১ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শাশ্বত নিত্যস্বরূপ বিধাতা ব্রহ্মের সম্বন্ধীয় মন্ত্র-রূপ স্তোত্রসকল এই জ্ঞানদেবতা যথানিয়মে আপনার অভিমুখী করিয়া লয়েন; (ভাব এই যে,—ভগবানের উপাসনা পক্ষে জ্ঞান আপনিই উপাসকের সহায় হইয়া থাকেন); অথবা,—সনাতন বিধাতা বা অদৃষ্ট-জনয়িতা অগ্নির সম্বন্ধীয় স্তোত্রমন্ত্রসমূহ যথানিয়মে সর্ব্বদা অনুধ্যান কর; (সর্ব্বদা জ্ঞানানুসারী হও,—এইরূপ আত্মোদ্বোধনা এ পক্ষে সূচিত হয়); সেই দেবতা নরহিতসাধক বহুধন হস্তে ধারণ-পূর্ব্বক (উপাসককে বিতরণের জন্য গ্রহণ করিয়া) বিদ্যমান্ রহিয়াছেন; (ভাব এই যে,—জ্ঞানানুসারী হইলেই বহুধন প্রাপ্ত হওয়া যায়); জ্ঞানদেবতাই ধনসমূহের মধ্যে উৎকৃষ্ট ধনের অধিস্বামী হয়েন (ভাব এই যে,—জ্ঞানের দ্বারাই শ্রেষ্ঠধন অধিগত হয়); প্রজ্ঞার সহিত অথবা স্তোতৃগণের কর্ম্মের সহিত সকল মঙ্গল অথবা অমৃতত্ব সর্ব্বথা প্রদান করিবার জন্য সেই জ্ঞানদেবতা বিদ্যমান রহিয়াছেন; (ভাব এই যে,—পরমধন বিতরণের নিমিত্ত জ্ঞান ইহজগতে ক্রিয়মাণ রহিয়াছেন।)॥ (১ম—৫অ—৭২সূ—১ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

শশ্বতঃ শাশ্বতস্য নিত্যস্য বেধসো বিধাতুর্ব্রহ্মণঃ সম্বন্ধীনি কাব্যা কাব্যানি মন্ত্ররূপাণি স্তোত্রাণ্যয়মগ্নির্নিকঃ। নিয়মেন স্বাত্মাভিমুখং করোতি। কিং কুর্ব্বন্। নর্যা নৃভ্যো হিতানি নৃষু সাধূনি বা পুরূণি বহূনি ধনানি হস্তে দধানঃ। হস্তে ধারয়ন্। ঈদৃগ্-ভূতমগ্নিমবলোক্য সর্ব্বে জনাঃ স্তুবন্তীতি ভাবঃ। স্তোতৃভ্যো ধনেষু দত্তেষপ্যগ্নের্ধনং ন ক্ষীয়ত ইত্যাহ—অগ্নিরিতি। অয়মগ্নিঃ রয়ীণাং রয়িপতির্ভুবৎ। ধনানাং মধ্যে যানি ধানাম্যুৎকৃষ্টানি তেষাং স্বামী ভবতি। কিং কুর্ব্বন্। বিশ্বা বিশ্বানি সর্ব্বাণ্যমৃতানি। হিরণ্যনামৈতৎ। অমৃতং বৈ হিরণ্যমিতি শ্রুতেঃ। সর্ব্বাণি হিরণ্যানি স্তোতৃভ্যঃ সত্রা সহৈব চক্রাণঃ কুর্ব্বন্। যুগপৎ প্রযচ্ছন্নিত্যর্থঃ॥

কঃ। করোতেশ্ছান্দসো লুঙ্। মন্ত্রে ঘসেতি চ্লের্লুক্। হল্ঙ্যাব্ভ্যো ইতি তকারলোপঃ। নর্যা। নরশব্দাদ্ধিতার্থে গবাদিলক্ষণো যৎপ্রত্যয়ো দ্রষ্টব্যঃ। যদ্বা তত্র সাধুরিতি যৎ। চক্রাণঃ। করোতের্লটঃ শানচ্। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য শ্লুঃ। নম্বেবং সত্য-ভ্যস্তানামাদ'রভ্যাদ্যুদাত্তত্বং প্রাপ্নোতি। এবম্। তর্হি লিটঃ কানজস্ত্ব। তস্যার্দ্ধধাতুকত্বেন-অভ্যস্ত্যাদ্যুদাত্তত্বা ভাবে চিৎস্বর এব শিষ্যতে। (১ম—৫অ—১২সূ—১শ)॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'শশ্বতঃ' শাশ্বত নিত্য 'বেধসঃ' বিধাতা ব্রহ্মের সম্বন্ধীয় 'কাব্যা' কাব্যসমূহ মন্ত্ররূপ স্তোত্রসকল এই অগ্নি 'নি কঃ' নিয়মের দ্বারা আপনার অভিমুখ করেন। কি করিয়া? 'নর্য্যা' নৃপতিগণের হিতসাধক অথবা মনুষ্যগণের সাধু বা সৎসম্বন্ধীয় 'পুরূণি' বহুবিধ ধন-সমূহকে 'হস্তে দধানঃ' হস্তে ধারণ করিয়া। এবম্ভূত অগ্নিকে অবলোকন করিয়া সকল জনগণ স্তব করেন—ইহাই ভাবার্থ। স্তোতৃগণকে ধনসমূহ প্রদান করিয়াও অগ্নির ধন ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না—'অগ্নিরিতি' অংশে ইহাই বলা হইয়াছে। এই 'অগ্নিঃ' অগ্নি 'রয়িপতিঃ' ধনসমূহের পাত 'ভুবৎ' হয়েন; ধনসমূহের মধ্যে যে সকল ধন উৎকৃষ্ট, তাহাদিগেরই স্বামী হয়েন। কি করিয়া? 'বিশ্বা' বিশ্বের সকল 'অমৃতানি' (অমৃত শব্দ হিরণ্য নাম-বাচক; শ্রুতিতে আছে—'অমৃতং বৈ হিরণ্যম্' ইতি) হিরণ্য-সমূহকে স্তোতৃগণের 'সত্রা' সহিত যুক্ত 'চক্রাণঃ' করিয়াছিলেন, অর্থাৎ, যুগপৎ প্রদান করিয়াছিলেন।

কঃ। কৃ ধাতু ছান্দসে লুঙ্। 'মন্ত্রে ঘস' ইত্যাদি সূত্রে চ্লির লোপ। 'হল্ঙ্যাব্ভ্যঃ' ইত্যাদি সূত্রে ত-কারের লোপ। নর্য্যা। নরশব্দ-হেতু হিতার্থে গবাদিলক্ষণ যে যৎ-প্রত্যয়, তাহা দ্রষ্টব্য। অথবা 'তত্র সাধুঃ' ইত্যাদি সূত্রে যৎ। চক্রাণঃ। কৃ ধাতু লটে শানচ্। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বিকরণের শ্লুঃ। এরূপ না হইলে 'অভ্যস্তানামাদিঃ' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে লিটে কানজ। কিন্তু তাহার আর্দ্ধধাতুকত্বের দ্বারা অভ্যস্তের আদ্যুদাত্তের অভাবে চিৎস্বরই অবশিষ্ট আছে। (১ম—৫অ—১২সূ—১শ)।

* * *

প্রথম (৮০৪) ঋকের বিশদার্থ।

—:*:—

এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ-সমূহের ভাব এই যে,—'অগ্নি উপাসকগণের স্তোত্রসকল আপনার দিকে আকর্ষণ করিয়া লয়েন; তিনি দুই হস্তে ধন ধারণ করিয়া আছেন; আর তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠধন হিরণ্যাদিকে প্রদান করিয়া থাকেন।' এই ভাব লইয়া আপন আপন কল্পনা-অনুসারে ব্যাখ্যাকারগণ মন্ত্রার্থে নানারূপ রঙ্ ফলাইয়া গিয়াছেন। তাহাতে ভাষ্যের অর্থ একরূপ দাঁড়াইয়াছে এবং বিভিন্ন ভাষার ব্যাখ্যাদির ভাব আর একরূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। মন্ত্রে একটী 'অমৃতানি' পদ আছে। তাহা হইতে হিরণ্য-সমূহের সম্বন্ধ টানিয়া আনা হইয়াছে। মন্ত্রান্তর্গত 'কঃ' পদ উপলক্ষে কেহ বা 'করোতি' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ বা 'কুরু' প্রতিবাক্যে সঙ্গতি দেখিয়াছেন। 'শগ্মতঃ' এবং 'বেধসঃ' পদদ্বয় উপলক্ষে কেহ বা অগ্নির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন, কেহ বা পরব্রহ্মের সম্বন্ধ দেখিতে পাইয়াছেন। নিম্নে মন্ত্রটীর দুইটী বাঙ্গালা এবং দুইটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তদ্দ্বারা বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারের পার্থক্য উপলব্ধ হইবে। মন্ত্রের প্রচলিত দুইটী বঙ্গানুবাদ। যথা;—

(১) "জ্ঞানী ও নিত্য (অগ্নির) মন্ত্র আরম্ভ কর, তিনি নরের হিতসাধক ধন হস্তে ধারণ করেন। অগ্নি স্তোতৃগণকে অমৃত প্রদান করিয়া থাকেন; অগ্নিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধনের অধিপতি।"

(২) "নিত্যাবধাতার মন্ত্র অগ্নি স্বয়ং গ্রহণ করেন। তিনি মানবের মঙ্গলপ্রদ ধন হস্তে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, এবং স্তোত্র পাঠকগণকে স্বর্ণ প্রদান করেন। অগ্নি সমস্ত উত্তম ধনের প্রভু।"

উপরি উদ্ধৃত দুইটি অনুবাদে সম্পূর্ণ দ্বিবিধ অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম অনুবাদে 'কঃ' পদে 'আরম্ভ কর' এবং দ্বিতীয় অনুবাদে 'গ্রহণ করেন' অর্থ লক্ষিত হইবে। প্রথম বঙ্গানুবাদটিতে অমৃতই আছে; দ্বিতীয় বঙ্গানুবাদে তাহা স্বর্ণ আখ্যা লাভ করিয়াছে। এইরূপ অন্যান্য অংশেও পার্থক্য লক্ষ্য করুন। অতঃপর মন্ত্রের দুইটি প্রচলিত ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতেও ভাব-পার্থক্য লক্ষ্য করুন।

(1) "He has brought down (i. e. surpassed) the wisdom of many a worshipper, he who hlods in his hand all manly power. Agni has become the lord of treasures, he who brought together all (powers of) immortality."

(2) "Though holding many gifts for men, he humbleth the higher powers of each wise ordainer,
Agni is now the treasure-lord of treasures, for ever granting all immortal bounties."

এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় বিচার করিয়া দেখুন। ব্যাখ্যা উপলক্ষে মন্ত্রটিকে আমরা চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছি। তাহার মধ্যে প্রথম অংশটিতে দ্বিবিধ ভাব লক্ষ্য করিতেছি। মন্ত্রটি যে জ্ঞান-দেবতা-সম্বন্ধে প্রযুক্ত, আর তৎপক্ষেই যে মন্ত্রার্থে সঙ্গতি লক্ষিত হয়, সামান্য অনুধাবন করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। মন্ত্রের প্রথম অংশের "শশ্বতঃ বেধসঃ কাব্যা নি কঃ' পদ-কয়েকটির অর্থ দুই প্রকারে নিষ্পন্ন হইতে পারে। প্রথমতঃ, জ্ঞানকে ব্রহ্ম হইতে—ভগবান্ হইতে—পৃথক মনে করিয়া অর্থ নিষ্পন্ন করিতে পারি। তাহাতে ভাব আসে,—শাশ্বতঃ সনাতন ব্রহ্মের উদ্দেশে যে স্তোত্র-মন্ত্র বিহিত হয়, যথানিয়মে জ্ঞান তাহাকে আত্মাভিমুখী করিয়া থাকেন অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারাই তাহা পরি-চালিত হয়। যেখানে ভগবানের আরাধনা, সেখানেই জ্ঞান-সম্বন্ধ

* দুইটী ইংরাজী অনুবাদের প্রথমটী ওল্ডেনবর্গের এবং শেষোক্তটী গ্রিফিথ্‌স্ সাহেবের। উইলসন্ এবং ম্যাক্সমূলারও এই মন্ত্রের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে দুই অনুবাদ আবার আর এক ভিন্ন পথে প্রধাবিত। উইলসন্ অনেকাংশে সায়ণেরই অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদে মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—"Agni......appropriates the prayers addressed to the creater." উইলসনের অর্থ হইতে গ্রিফিথ্‌স্ ভাব গ্রহণ করেন,—"The meaning appears to be that although Agni bestows many good gifts on men, his flames are at time terrribly destructive." অগ্নি যেমন মানুষের উপকারে আসে, অগ্নির দ্বারা দ্রব্যাদি ভস্মীভূত হওয়ায় সেইরূপ মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ম্যাক্সমূলারের অনুবাদ আর এক প্রকারের; যথা,—"Agni, who holds in his hand all that men desire, conquers (or, wins for himself) the praises of many a wise worshipper. He who brought together all immortal blessings."

অব্যাহত। অজ্ঞান-জন ভগবানের আরাধনায় কখনও ব্রতী হয় না। ভগবদারাধনায় জ্ঞানের যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, তাহা পূর্ব্বাপরই প্রখ্যাত হইয়া আসিয়াছে। পক্ষান্তরে ঐ মন্ত্রাংশকে আত্মোদ্বোধক বলিয়া মনে করিতে পারি। সে পক্ষে মনকে সম্বোধন-পূর্ব্বক যেন বলা হইতেছে,—'হে আমার মন! তুমি জ্ঞানদেবতার আরাধনায় অর্থাৎ জ্ঞানার্জ্জনে প্রবৃত্ত হও; কেন-না, জ্ঞানই ভাগ্যবিধাতা।' এ পক্ষে 'বেধসঃ' পদকে জ্ঞান-সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলিয়াই মনে করা যায়। জ্ঞানই যে অদৃষ্ট-বিধায়ক, জ্ঞানানুমত কর্ম্ম হইতেই যে অদৃষ্ট সঞ্চিত হয়, তাহা বুঝাইবার আবশ্যক করে না।

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অংশের ভাব-সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য করুন। ঐ তিনটি অংশে, জ্ঞানের ত্রিবিধ মাহাত্ম্য-তত্ত্ব প্রকটিত মনুষ্যের হিতসাধক বহু ধন জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে। জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সে ধন লাভ করে। "নর্য্যা পুরূণি হস্তে দধানঃ"—এই বাক্যাংশে প্রোক্ত ভাব প্রকটিত। সকল ধনের শ্রেষ্ঠ ধন যে জ্ঞানের দ্বারাই অধিগত হয়, "রয়ীণাং রয়িপতিঃ" পদদ্বয়ে তাহাই বোধগম্য হয়। এখানে এই মন্ত্রাংশে, 'অগ্নিঃ' পদে 'জ্বলন্ত অনল' অর্থ গ্রহণ করিলে কদাচ ভাব-সঙ্গতি রক্ষিত হয় না। সুতরাং 'অগ্নিঃ' পদে 'জ্ঞানদেব' অর্থই সর্ব্বথা সঙ্গত হয়। উপসংহারে মন্ত্রের চতুর্থ অংশ—"সত্রা বিশ্বা অমৃতানি চক্রাণঃ" পদ-কয়টিতে কি ভাব ব্যক্ত হইতেছে, লক্ষ্য করুন। 'সত্রা' পদের প্রচলিত অর্থ—'সহিত'। 'সহিত' বলিলেই 'কিসের সহিত'—এইরূপ একটা আকাঙ্ক্ষার ভাব প্রকাশ পায়। এখানে আমরা মনে করি, ঐ পদে দ্বিবিধ সামগ্রীর সাহচর্য্যের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। দেবতা যে অমৃতত্ত্ব (বিশ্বানি অমৃতানি) প্রদান করেন, সে কখন?—কোন্ বস্তুর সহিত সংশ্রবযুক্ত হইতে পারিলে? 'সত্রা' পদে তাহারই আকাঙ্ক্ষা খ্যাপন করিতেছে। 'সত্রা' পদের প্রতিবাক্যে তাই এখানে বলা যাইতে পারে,—'প্রজ্ঞানেন সহ' অথবা 'স্তোতৃণাং কর্ম্মণা সহ।' মানুষ যখন প্রজ্ঞানের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে পারে, তখনই পরম (বিশ্বানি অমৃতানি) অধিগত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে এইরূপ মনে করিতে পারি, 'সত্রা' পদে 'স্তোতৃগণের সৎকর্ম্ম

সহিত' অর্থ আসে। ভগবৎপরায়ণ উপাসকগণ যে সকল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহারই সঙ্গে সঙ্গে পরমমঙ্গল-সাধক মরণরহিত পদ মোক্ষ মানুষের অধিগত হইয়া থাকে। এইরূপে, মন্ত্রের যে অর্থ আমরা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে গ্রহণ করিয়াছি, তাহারই সার্থকতা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। (১ম—৫অ—৭২সূ—১ঋ)।

—— : ——

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। দ্বিসপ্ততিতমং সূক্তম্। দ্বিতীয়া ঋক্।)

অস্মে বৎসং পরিষন্তং ন বিন্দন্নিচ্ছন্তো

বিশ্বে অমৃতা অমূরাঃ।

শ্রমযুবঃ পদব্যো ধিয়ন্ধাস্তস্থুঃ পদে

পরমে চার্ব্বগ্নেঃ ॥ ২ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণম্।

অস্মে ইতি। বৎসম্। পরি। সন্তম্। ন। বিন্দন্। ইচ্ছন্তঃ।

বিশ্বে। অমৃতাঃ। অমূরাঃ।

শ্রমঽযুবঃ। পদঽব্যঃ। ধিয়ম্ঽধাঃ। তস্থুঃ। পদে।

পরমে। চারু। অগ্নেঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অস্মে' (অস্মাকং, লোকানাং ইতি ভাবঃ) 'বৎসং' (প্রিয়ং আত্মজবৎ আত্মীয়স্বলাভিষিক্তং, হৃৎস্থং ইতি ভাবঃ) 'পরিষন্তং' (সর্ব্বত্র বর্ত্তমানং—তং জ্ঞানদেবং ইতি যাবৎ) 'ন বিন্দন্' (ন জানন্তি—মনুষ্যাঃ সহসা ইতি ভাবঃ); যদ্যপি জ্ঞানং সর্ব্বব্যাপিনং মনুষ্যাণাং অন্তরেষবস্থিতঞ্চ তথাপি বয়ং কোঽপি তৎসন্ধানং ন লভামহে ইতি ভাবঃ; কিন্তু 'উশন্তঃ' (কাময়মানাঃ, জ্ঞানপিপাসবঃ ইতি ভাবঃ) 'বিশ্বে' (সর্ব্বে) 'অমৃতাঃ' (মরণরহিতাঃ, অমরাঃ) 'অমূরাঃ' (অমূঢ়াঃ, শত্রুভিঃ অনভিভূতাঃ) 'শ্রমযুবঃ' (সৎকর্ম্মসম্পাদনায় সদৈব যুবজনোচিতপরিশ্রমপরায়ণাঃ) 'পদব্যঃ' (পরমপ্রদপ্রাপ্তাঃ) 'ধিয়ন্ধাঃ' (প্রজ্ঞাসম্পন্নাঃ—সন্তঃ ইতি যাবৎ) 'অগ্নেঃ' (জ্ঞানদেবস্য, জ্ঞানাধারস্য ইতি ভাবঃ) 'চারু' (চারুণি, শোভনে) 'পরমে পদে' (উৎকৃষ্টে স্থানে) 'তস্থুঃ' (স্থিতবন্তঃ, চিরবিদ্যমানাঃ); জ্ঞানানুসন্ধিৎসুঃ জনঃ শনৈঃ পরমং পদং প্রাপ্নোতি—ইতি ভাবঃ। (১ম—৫অ—১২সূ—২ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের অর্থাৎ মনুষ্যসমূহের প্রিয় (আত্মজবৎ আত্মীয়স্বলাভিষিক্ত—হৃদিস্থিত) সর্ব্বত্র বিদ্যমান জ্ঞানদেবতাকে মনুষ্যগণ সহসা জানিতে পারে না; (ভাব এই যে,—যদিও জ্ঞান সর্ব্বব্যাপী এবং মনুষ্যগণের অন্তরে অবস্থিত, তথাপি আমরা কেহই তাঁহার সন্ধান লাভ করি না); কিন্তু জ্ঞানপিপাসুগণ সকলে, মরণরহিত, অমূঢ় (শত্রুগণ কর্তৃক অনভিভূত), সৎকর্ম্ম সম্পাদনে সদাকাল যুবজনোচিত পরিশ্রমপরায়ণ, শ্রেষ্ঠপদপ্রাপ্ত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইয়া, জ্ঞানদেবতার মনোহর পরমপদে চিরবিদ্যমান্ রহেন; (ভাব এই যে,—জ্ঞানানুসন্ধিৎসু জন শনৈঃ পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।)॥ (১ম—৫অ—১২সূ—২ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

অস্মে অস্মাকং বৎসং বৎসবদত্যন্তং প্রিয়ম্। যদ্বা বৎসঃ পুত্রঃ পশ্চাদুৎপন্নত্বাৎ। তদ্বদগ্নিরপ্যস্মাকং পুত্রঃ পশ্চাদুৎপন্নত্বাৎ। তথা চাম্নায়তে :—মন্যৈব সম্বহ হব্যাজ্ঞয়ে পুত্রঃ পিত্রে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অস্মে' আমাদিগের 'বৎসং' বৎসবৎ অত্যন্ত প্রিয়। অথবা বৎস পদে পুত্র বুঝায়, পশ্চাৎ উৎপন্ন হেতু। তদ্বৎ অগ্নিও আমাদিগের পুত্র (পশ্চাৎ উৎপন্ন-হেতু)। এ বিষয়ে এইরূপ আম্নাত আছে—'মন্যৈব সম্বহ হব্যাজ্ঞয়ে পুত্রঃ পিত্রে লোককৃজ্জাতবেদঃ' ইতি। 'পরিষন্তং'

লোকরুদ্ধজাতবেদ ইতি। পরিষন্তং পরিতঃ সর্ব্বত্র বর্ত্তমানম্। দেবেভ্যো নির্গত্যাশ্বত্থবেণ্বাদিষু নিলীনং সন্তমিত্যর্থঃ। এবম্বিধমগ্নিমিচ্ছন্তো বিশ্বেঽমৃতাঃ সর্ব্বেঽমরণধর্ম্মাণো দেবাঃ অমূরাঃ অমূঢ়াঃ মরুতশ্চ ন বিন্দন্। তমগ্নিং নালভন্ত। অলভমানাশ্চ তে শ্রমযুবো হব্যবাহনস্যাভাবেন হবিষামভাবাত্তজ্জন্যেন শ্রমেণ ক্লেশেনৈকীভূতাঃ। তস্যাগ্নেরন্বেষণায় পদব্যঃ পাদৈর্গচ্ছন্তঃ। ধিয়ন্ধাঃ ধিয়াঃ অগ্নেঃ শয়নাসনস্থানাদিলক্ষণানাং কর্ম্মণাং ধারয়িতারঃ। এবংবিধাঃ সন্তশ্চারু চারুণি শোভনেঽগ্নেঃ পরম উত্তমেঽস্য পদে। যত্র হ্যগ্নির্নিলীনো বর্ত্ততে তত্রেত্যর্থঃ। তস্মিন্ পদে তস্থুঃ স্থিতবন্তঃ বহুবিধেন প্রয়াসেনাগ্নিং দদৃশুরিত্যর্থঃ।

পরিষন্তম্। উপসর্গপ্রাদুর্ভ্যামস্তির্যচ্পরঃ। পা০ ৮।৩।৮৭। ইতি ষত্বম্। শ্রমযুবঃ। যু মিশ্রণে। শ্রমেণ যুবন্তি ইতি শ্রমযুবঃ। ক্বিবচিপ্রচ্ছীত্যাদিনা বিধীয়মানৌ ক্বিব্দীর্ঘা-বস্মাদপি ধাতোর্ভবতঃ। উবঙাদিত্বাত্তুবঙ্। পদব্যঃ। বী গত্যাদিষু। পাদেন বিয়ন্তি গচ্ছন্তীতি পদব্যঃ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। ধিয়ন্ধাঃ। আতোঽনুপসর্গে ক ইতি কঃ। তৎপুরুষে কৃতি বহুলমিতি বহুলবচনাদ্দ্বিতীয়ায়া অপালুক্। তস্থুঃ। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। চারু। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা লুক্॥ (১ম—৫অ—১২সূ—২ঋ)॥

* * *

পরিতঃ সর্ব্বত্র বর্ত্তমান দেবগণ হইতে নির্গত হইয়া অশ্বত্থ বেণু প্রভৃতিতে নিলীন হইয়া ইত্যর্থ। এবম্বিধ অগ্নিকে ইচ্ছন্তঃ' ইচ্ছাকারী 'বিশ্বে অমৃতাঃ' সকল অমরণ-ধর্ম্ম দেবগণও 'অমূরা' অমূঢ় মরুদ্গণ 'ন বিন্দন' সেই অগ্নিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন না। অপ্রাপ্ত তাঁহারা 'শ্রমযুবঃ' হব্যবাহনের অভাবে হবির অভাব হেতু তজ্জন্য শ্রমের ক্লেশের দ্বারা একীভূত (হইয়া) সেই অগ্নির অন্বেষণের জন্য 'পদব্যঃ পদসমূহের দ্বারা গমনশীল 'ধিয়ন্ধাঃ' ধিয়া অর্থাৎ অগ্নির শয়নাসন-স্থানাদি-লক্ষণ কর্ম্ম সমূহের ধারয়িতা—এবম্বিধ হইয়া, 'চারু' চারুশোভন 'অগ্নেঃ' অগ্নির 'পরমে' উৎকৃষ্ট শেষ 'পাদ' যেখানে অগ্নি নিলীন হইয়া বিদ্যমান্ থাকেন ইত্যর্থ; সেই পদে 'তস্থুঃ' অবস্থিতি করিয়াছিলেন, অর্থাৎ বহুবিধ প্রয়াসের দ্বারা অগ্নিকে দেখিয়াছেন ইহাই ভাবার্থ।

পরিষন্তম্। 'উপসর্গপ্রাদুর্ভ্যামস্তির্যচ্ পরঃ' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৮।৩।৮৭) ষত্ব। শ্রমযুবঃ। যু ধাতু মিশ্রণার্থক শ্রমের দ্বারা যুক্ত মিলিত হয়—এই অর্থে শ্রমযুবঃ। 'ক্বিব্‌চিপ্রচ্ছি' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা বিধীয়মান ক্বিপ্ ও দীর্ঘ এই ধাতুর বিহিত হয়। উবঙাদিত্ব হেতু উবঙ্। পদব্যঃ। গতি প্রভৃতি অর্থে বী ধাতু পদের দ্বারা গমন করে—এই অর্থে পদব্যঃ। 'ক্বিপ্ চ' ইত্যাদি সূত্রে ক্বিপ্। ধিয়ন্ধাঃ 'আতোঽনুপসর্গে কঃ' ইত্যাদি সূত্রে কঃ প্রত্যয়। তৎপুরুষে 'কৃতি বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে বহুল-বচন-হেতু দ্বিতীয়ায়ও য লোপ হয় নাই। তস্থুঃ। পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাতের অভাব। চারু। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে সপ্তমীর লোপ। (১ম—৫অ—১২সূ—২ঋ)॥

* * *

দ্বিতীয় (৮০৫) ঋকের বিশদার্থ।

—§:০§:—

এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যা-উপলক্ষে একটি অদ্ভুত উপাখ্যানের অবতারণা করা হইয়া থাকে। সেই উপাখ্যানের বিষয় পূর্ব্বেও (ম—৬৫সূ—ঋ) আমরা জ্ঞাপন করিয়াছি। সেই উপাখ্যানটি এই যে,—'অগ্নি একবার জলের মধ্যে (মতান্তরে অশ্বত্থবৃক্ষের অভ্যন্তরে) লুক্কায়িত হইয়াছিলেন; তাহাতে যজ্ঞকর্ম্ম পণ্ড হয়; দেবগণ হবিঃ প্রাপ্ত হন না; পরিশেষে দেবগণ অনেক অনুসন্ধান করিয়া অগ্নিকে প্রকাশ করিয়াছিলেন।' * ভাষ্যাদির মতে সেই উপাখ্যানের সম্বন্ধ এখানে এই মন্ত্রে পরিলক্ষিত হয়। এইরূপে মন্ত্রের যে অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহার দুইটি (একটি বাঙ্গালা ও একটি ইংরাজী) নমুনা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। যথা;—

(১) "সকল অমর দেবগণ মোহশূন্য মরুৎগণ অনেক কামনা করিয়াও আমাদিগের প্রিয় ও সর্ব্বস্থানব্যাপী অগ্নিকে প্রাপ্ত হন না; পদব্রজে গমন করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া এবং অগ্নির কার্য্যসমূহ লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা অবশেষে অগ্নির সদনে উপস্থিত হইলেন।"

(2) "All the clever immortals, when seeking did not find the calf though sojourning round about us. The attentive (gods), wearying themselves, following his footsteps, stood at the highest, beautiful standing place of Agni."

মূলে 'বৎসং' পদ আছে। তাহা হইতে 'প্রিয়' বা 'পুত্রবৎ' অর্থ গ্রহণ করা হয়। কোনও কোনও বেদব্যাখ্যাতা আবার ঐ 'বৎসং' পদে 'গোবৎস' অর্থ পরিকল্পনা করিয়া গিয়াছেন। মূলে 'পরিষন্তং' পদ আছে; তাহা হইতে 'সর্ব্বব্যাপী' অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। মূলে 'অমূরাঃ' পদ আছে।

---

* এই উপাখ্যান উপলক্ষে বেদের ইংরাজী অনুবাদকগণ অগ্নিকে চোর-পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া গিয়াছেন। অগ্নি যেন গো-চোরের ন্যায় দেবগণের হবিঃ চুরি করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ব্যাখ্যায় সেই ভাব পরিব্যক্ত। এ বিষয়ে গ্রিফিথ্স সাহেবের উক্তি;—The Gods followed Agni who had fled away, carrying with him the sacrifice as a thief carries off a cow." এইরূপভাবে অগ্নির প্রতি চৌরাপবাদ প্রচলিত প্রায় সকল ব্যাখ্যাতেই দৃষ্ট হয়।

তাহা হইতে মরুদ্গণকে টানিয়া আনা হয়। মূলে 'পদব্যঃ' পদ আছে; তাহা হইতে দেবগণ 'পদব্রজে চলিতে চলিতে' এই অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। মূলে 'শ্রমযুবঃ' পদ আছে; তাহা হইতে 'চলিতে চলিতে শ্রান্ত হইয়া' ভাব অধ্যাহৃত হয়। মূলে 'ধিয়ন্ধাঃ' পদ আছে; তাহা হইতে অগ্নি কোথায় শয়ন উপবেশন ও অবস্থান করেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া বা জানিয়া—এইরূপ ভাব গ্রহণ করা হয়।

উপরি উক্ত আলোচনাতেই প্রচলিত অর্থসমূহের মর্ম্ম বোধগম্য হইবে। এখন, আমদিগের পরিগৃহীত অর্থের যৌক্তিকতা-বিষয়ে কিছু আলোচনা করিতেছি। সে পক্ষে প্রত্যেক পদের মর্ম্ম অনুধাবনীয়। 'অস্মে' পদে 'আমাদিগের' অর্থাৎ 'মনুষ্যসমূহের' অর্থ আসে। 'বৎসং' পদে 'আত্মীয়বৎ আত্মীয়স্থলাভিষিক্ত' হইতে 'হৃদিস্থিত' ভাব প্রাপ্ত হই। 'পরিষন্তং' পদে সর্ব্বব্যাপকতার ভাবই গ্রহণ করা হয়। 'ন বিন্দন্' পদে ভাষ্যে 'ন অলভন্ত' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। আমরা উহার অর্থে 'ন জানন্তি' প্রতিবাক্য গ্রহণ করি। এখানে কর্তৃপদ 'মনুষ্যাঃ' স্বীকার করা যায়। এতদনুসারে ঐ মন্ত্রাংশে, "অস্মে বৎসং পরিষন্তং ন বিন্দন্" পদ-কয়েটীতে এই নিত্যসত্য-তত্ত্ব প্রকাশ পায় যে,—'জ্ঞান সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত—মনুষ্যের হৃদয়ে অবস্থিত থাকিলেও মানুষ সহসা তাহা বুঝিতে পারে না।' কস্তূরিকা আপনার নাভীমূলে সঞ্চিত থাকিলেও মৃগ যেমন বিভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া মরে, জ্ঞানের (জ্ঞানদেবতার) অনুসন্ধানে মানুষেরও সেইরূপ বিভ্রম দেখিতে পাই। এ পক্ষে পিতৃপিতামহাগত স্বধর্ম্ম-অনুস্যূত জ্ঞানের প্রতিই লক্ষ্য আসে। সেই জ্ঞানকে—সেই আত্মধর্ম্মকে—পরিত্যাগ করিয়া, মনুষ্য পরধর্ম্মের অন্বেষণে প্রধাবিত হয়। যাহা নিকটে আছে, যাহা সহসা আত্মগত হইবার সম্ভাবনা, তাহা পরিত্যাগ করিয়া মানুষ স্বতঃই বিপথে ঘুরিয়া বেড়ায়। এখানে মন্ত্রাংশে সেই ভাবই পরিব্যক্ত দেখা যায়।

এক দিকে যেমন ঐ বিভ্রমের অবস্থা, অন্য দিকে আবার লক্ষ্য করুন, যাঁহারা 'ইচ্ছন্তঃ' অর্থাৎ জ্ঞানপিপাসু সাধক, তাঁহারা কি ভাবে কি অবস্থা লাভ করিতে সমর্থ হয়েন! "অমৃতাঃ অমূরাঃ শ্রমযুবঃ পদব্যঃ ধিয়ন্ধাঃ"—এই পদ-কয়েকটী সেই জ্ঞানপিপাসু জনের স্পৃহনীয় অবস্থার বিষয় খ্যাপন

করিতেছে। যাঁহারা জ্ঞানপিপাসু, তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন—অমর হয়েন। শত্রুগণ—রিপুগণ—কদাচ তাঁহাদিগকে অভিভূত করিতে সমর্থ হয় না। অথবা, তাঁহারা কখনও রাগদ্বেষাদিতে মুহ্যমান্ হয়েন না—অমূঢ় হইয়া থাকেন। আর তাঁহারা 'শ্রমযুবঃ' 'পদব্যঃ' ও 'ধিয়ন্ধাঃ' হয়েন। সৎকর্ম্মসম্পাদনে সদাকাল তাঁহাদিগের মধ্যে 'যুবোচিত' পরিশ্রমপরায়ণতা লক্ষিত হয়। তাঁহারা 'পদব্যঃ' হয়েন, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হন; আর তাঁহারা 'ধিয়ন্ধাঃ' হইয়া অর্থাৎ প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইয়া জ্ঞানদেবতার সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট পদে অধিষ্ঠিত হয়েন। ফলতঃ, জ্ঞানানুসারী জন যে ধীরে ধীরে পরমপদ লাভ করেন, এই মন্ত্রে সেই তত্ত্বই প্রখ্যাত আছে। মন্ত্রের উপদেশ,—'তোমার আপনার মধ্যে—তোমার পিতৃপিতামহাগত স্বধর্ম্মের মধ্যে—তোমার মঙ্গল বিদ্যমান্ রহিয়াছে; তুমি তদনুসারী হও; সকল সাফল্য লাভ করিবে। (১ম—৫অ—৭২সূ—২ঋ)।'

— • —

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। দ্বিসপ্ততিতমং সূক্তম্। তৃতীয়া ঋক্।)

তিস্রো যদগ্নে শরদস্ত্বামিচ্ছুচিং ঘৃতেন
শুচয়ঃ সপর্যান্।
নামানি চিদ্দধিরে যজ্ঞিয়ান্যসূদয়ন্ত তন্বঃ সুজাতাঃ ॥ ৩ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণম্।

তিস্রঃ। যৎ। অগ্নে। শরদঃ। ত্বাম্। ইৎ। শুচিম্। ঘৃতেন।
শুচয়ঃ। সপর্যান্।
নামানি। চিৎ। দধিরে। যজ্ঞিয়ানি। অসূদয়ন্ত। তন্বঃ। সুঽজাতাঃ ॥ ৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'শুচয়ঃ, (পবিত্রাঃ, বিশুদ্ধান্তঃকরণসম্পন্নাঃ—সাধবঃ ইতি ভাবঃ) 'যৎ' (যস্মাৎ) 'ত্রিঃ শরদঃ' (ত্রিকালমেব, সদৈব ইতি ভাবঃ) 'শুচিং' (শুদ্ধং, দীপ্যমানং) 'ত্বাং ইৎ' (ত্বামেব উদ্দিশ্য) 'ঘৃতেন' (হবিষা, শুদ্ধসত্ত্বেন) 'সপর্যান্' (সম্পূজয়ন্তি); তস্মাৎ তে 'যজ্ঞিয়ানি' (যজ্ঞযোগ্যানি, পূজার্হানি) 'নামানি' (সংজ্ঞানি, দেবাখ্যানানি ইতি ভাবঃ) 'দধিরে' (ধারয়ন্তঃ, প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ) তথা 'সুজাতাঃ' (পূর্ব্বরূপং পরিত্যজ্য শোভনমমৃতত্বং প্রাপ্তাঃ সন্তঃ) 'তন্বঃ' (স্বকীয়ানি শরীরাণি) 'অসূদয়ন্ত' (স্বর্গং প্রাপিতবন্তঃ, দেবত্বং লভ্যন্তে, অশরীর্য্যাং শুদ্ধসত্ত্বাবস্থায়াং উপনীয়ন্তে ইতি ভাবঃ)। বিশুদ্ধস্য জ্ঞানস্য অনুসরণেনৈব সাধবঃ দেবত্বং প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ। (১ম—৫অ—৭২সূ—৩ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! পবিত্র বিশুদ্ধান্তঃকরণসম্পন্ন সাধুগণ, যে হেতু তিন কালেই (সর্ব্বদাই) শুদ্ধ দীপ্যমান্ আপনাকেই উদ্দেশ করিয়া, হবির দ্বারা—শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা, সম্যগ্‌রূপে পূজা করেন; সেই হেতু তাঁহারা যজ্ঞ-যোগ্য পূজার্হ সংজ্ঞাসমূহ ('দেব' আখ্যা) প্রাপ্ত হয়েন, এবং পূর্ব্ব-রূপ পরিত্যাগ করিয়া শোভন অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগের দেহ-সমূহকে স্বর্গপ্রাপ্ত করেন, অর্থাৎ দেবত্ব লাভ করিয়া থাকেন—অশরীরী শুদ্ধসত্ত্বা-অবস্থায় উপনীত হয়েন। (ভাব এই যে,—বিশুদ্ধ জ্ঞানের অনুসরণেই সাধুগণ দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।)॥ (১ম—৫অ—৭২সূ—৩ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

শুচয়ঃ শোধয়িতারো দীপ্তা বা মরুতো হে অগ্নে শুচিং শুদ্ধং দীপ্যমানং বা ত্বামি-ন্দ্রেবেভ্যো নিগতং ত্বামেবোদ্দিশ্য ত্রিঃ শারদস্ত্রীন্ সংবৎসরান্ ঘৃতেনাজ্যেন যদ্যদা সপর্যান্। পূজাং কুর্য্যুঃ। তদানীং ত্বমাবিরভূঃ। তদনন্তরং তে মরুতস্ত্বয়ানুগৃহীতাঃ সন্তো যজ্ঞিয়ানি যজ্ঞার্হাণি যজ্ঞে প্রয়োক্তুং যোগ্যানি নামানি চিৎ নামান্যপি দধিরে।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'শুচয়ঃ' শোধয়িতা অথবা দীপ্ত মরুদ্গণ 'অগ্নে' হে অগ্নি। 'শুচিং' শুদ্ধ বা দীপ্যমান্ 'ত্বাং ইৎ' দেবগণ হইতে নির্গত আপনাকেই উদ্দেশ করিয়া 'ত্রিঃ শরদঃ' তিনটী সম্বৎসর 'ঘৃতেন' আজ্যের দ্বারা 'যৎ' যখন 'সপর্যান্' পূজা করিয়াছিলেন, তদানীং আপনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন; তদনন্তর সেই মরুদ্গণ আপনা কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়া 'যজ্ঞিয়ানি' যজ্ঞার্হ যজ্ঞে প্রয়োগ-যোগ্য নামানি 'চিৎ' নামসকল 'দধিরে' ধারণ

অধারয়ন্ নামানি চ তৈত্তিরীয়কে সমাম্নায়ন্ত।—ঈদৃঙ্ চান্যাদৃঙ্ চ তাদৃঙ্ চ প্রতিদৃঙ্ চ মিতশ্চ সংমিতশ্চ সভরা ইত্যাদীনি। (তৈ-সং ৪।৬।৫) এতৈর্নামভিরগ্নিচয়নে মারুতাঃ সপ্তকপালা হূয়ন্তে। নামানি ধারয়িত্বা চ সুজাতাঃ পূর্ব্বং রূপং পরিত্যজ্য শোভনমমৃতত্বং প্রাপ্তাঃ সন্তস্তন্বঃ স্বকীয়ানি শরীরাণ্যস্পৃদয়ন্ত। স্বর্গং প্রাপিতবন্তঃ॥

তিস্রঃ; শসি ত্রিচতুরোঃ স্ত্রিয়াং তিসৃচতসৃ ইতি পূর্ব্বসবর্ণ দীর্ঘত্বে প্রাপ্তেঽচিরঋত ইতি রেফাদেশঃ। ত্রিশব্দঃ ফিষ ইত্যন্তোদাত্তঃ। তিস্রাদেশস্যাপি স্থানিবদ্ভাবেনান্তোদাত্তত্ব। উদাত্তয়ণো হল্‌পূর্ব্বাদিতি শস উদাত্তত্বম্। শরদঃ। শৄ হিংসায়াম। শীর্য্যন্তেঽস্যামোষধয় ইতি শরৎসম্বৎসরঃ। শৄদৃভসোঽদিঃ। উ০ ১।১২৭। ইত্যদিপ্রত্যয়ঃ। উভয়ত্র কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে। পা০ ২।৩।৫। ইতি দ্বিতীয়া। সপর্যান সপর পূজায়াম। কণ্ড্বাদিঃ। লেটোঽড়াগমঃ। ইতশ্চলোপ ইতীকারলোপঃ। যজ্ঞিয়ানি। যজ্ঞর্ত্বিগ্‌ভ্যাং ঘখঞাবিত্যর্হার্থে ঘপ্রত্যয়ঃ॥ (১ম—৫অ—৭২সূ—৩ঋ)।

* * *

তৃতীয় (৮০৬) ঋকের বিশদার্থ।

মন্ত্রটীর পদ-বিন্যাস সাধারণতঃ জটিল। ব্যাখ্যাদিতে সে জটিলতা বৃদ্ধি করিয়া তুলিয়াছে। মন্ত্রে একটী 'তিস্রঃ' ও একটী 'শরদঃ' পদ আছে। তাহা হইতে 'তিনটী বৎসর কাল' অর্থ গ্রহণ করা হয়। মন্ত্রের অন্তর্গত 'শুন্দয়ঃ' পদ হইতে 'শোধযিতা' বা 'দীপ্ত' অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক

করিয়াছিলেন। সেই নামসমূহ তৈত্তিরীয়কে এইরূপ আম্নাত আছে;—'ঈদৃঙ্ চান্যাদৃঙ্ চ তাদৃঙ্ চ প্রতিদৃঙ্ চ মিতশ্চ সংমিতশ্চ সভরা ইত্যাদীনি।' এই নামসমূহের দ্বারা অগ্নি-চয়নে মারুতের সপ্তকপাল আহূত হয়। নামসমূহ ধারণ করিয়া 'সুজাতাঃ' পূর্ব্বের রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোভন অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া, 'তন্বঃ' আপনার শরীরসমূহকে 'অস্পৃদয়ন্ত' স্বর্গকে প্রাপ্ত করিয়াছিলেন।

তিস্রঃ। শস্ বিভক্তিতে স্ত্রীলিঙ্গে ত্রিচতুর-স্থলে তিসৃচতসৃ ইত্যাদিতে পূর্ব্বসবর্ণের দীর্ঘত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় 'অচিরঋতঃ' ইত্যাদি সূত্রে রেফ আদেশ হয়। 'ত্রিশব্দঃ ফিষ' ইত্যাদি নিয়মে অন্তোদাত্তত্ব। তিস্র আদেশেরও স্থানিবদ্ভাবের দ্বারা অন্তোদাত্তত্ব। তাহাতে 'উদাত্তয়ণো হলপূর্ব্বাৎ' ইত্যাদি সূত্রে শসের উদাত্তত্ব। শরদঃ। শৄ ধাতু হিংসার্থক। ওষধিসমূহ শীর্য্যত অর্থাৎ কর্ত্তিত হয়—এই সময়ে, এই অর্থে শরৎ সম্বৎসর। 'শৄদৃভসোঽদিঃ' সূত্রে (উ০ ১।১২৩) অদি-প্রত্যয়। উভয় স্থলেই 'কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ২।৩৫) দ্বিতীয়া। সপর্যান্। সপর ধাতু পূজার্থক। কণ্ড্বাদি-হেতু লেটে অট্ আগম। 'ইতশ্চ লোপঃ' ইত্যাদি সূত্রে ইকার লোপ। যজ্ঞিয়ানি। 'যজ্ঞর্ত্বিগ্‌ভ্যাং ঘখঞৌ' ইত্যাদি সূত্রে অর্হার্থে ঘ-প্রত্যয়। ৩॥

* * *

মরুদ্গণকে আকর্ষণ করিয়া আনা হয়। 'ঘৃতেন' পদে 'ঘৃতের দ্বারা' এবং 'সপর্যান' পদে 'পূজা করিয়াছিল'—এইরূপ অর্থ গৃহীত হইতে দেখি। 'যজ্ঞানি নামানি' পদদ্বয়ের সহিত এক উপাখ্যানের অবতারণা করা হইয়া থাকে। মরুদ্গণ 'ঈদৃক্' প্রভৃতি নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন—সেই উপাখ্যানের ইহাই মর্ম্মার্থ। তার পর 'সুজাতাঃ' 'তন্বঃ' ও 'অসদয়ন্ত' প্রভৃতি পদ উপলক্ষে মরুদ্গণের নব জন্ম গ্রহণের বা স্বর্গ প্রাপ্তির ভাব প্রকাশ পায়। ফলতঃ, ঐ সকল পদের ব্যাখ্যা উপলক্ষে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—'মরুদ্দেবগণ তিন বৎসর কাল ঘৃতের দ্বারা অগ্নির পূজা করিয়াছিলেন; পরিশেষে তাঁহারা যজ্ঞে উচ্চারণযোগ্য নামসমূহের অধিকারী হন, এবং উৎকৃষ্ট জন্ম প্রাপ্ত হইয়া দেবত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন। এই প্রকারে মরুদ্গণের সম্বন্ধে নানা সংশয় আসে। যাঁহারা ঝড়ঝঞ্ঝাবাতকে মরুদ্গণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, এ ক্ষেত্রে তাঁহারাও সংশয়ে নিপতিত হয়েন। এই মন্ত্রের সায়ণের ভাষ্যে এবং তদনুসারী ব্যাখ্যাদিতে, মরুদ্গণের প্রসঙ্গ উত্থাপিত থাকিলেও, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাই মরুদ্গণের সম্পর্ক পরিহার-পক্ষে চেষ্টা পাইয়াছেন। মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে কিরূপ মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে—তাহা বুঝাইবার জন্য, একটী বাঙ্গালা ও একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। মন্ত্রার্থ কোথায় কি ভাবে প্রচলিত রহিয়াছে, তদ্দ্বারা তাহার আভাস পাওয়া যাইবে।

"হে প্রদীপ্ত অগ্নি! দীপ্তিশালী মরুদ্গণ পূর্ব তিন বৎসর তোমাকে হব্য দান করিয়াছিলেন; তৎপরে যজ্ঞের উপযুক্ত নাম পরিগ্রহ করিলেন এবং শ্রেষ্ঠ কুলে জন্মগ্রহণ করতঃ মৃত্যুরহিত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।"

"Because with holy oil the pure Ones, Agni, served thee the very pure autumn seasons,
Therefore they won them holy names for worship, and nobly-born they dignified their bodies."

'শুচয়ঃ' পদ হইতে কল্পনা-সাহায্যে মরুদ্গণ অর্থ গ্রহণ করিয়াও তাঁহাদিগের স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে কোনই সহায়তা এই মন্ত্রার্থে প্রাপ্ত হইতে পারিলাম না। পূর্ব্বাপর বুঝিয়া আসিয়াছি, মরুদ্গণ—দেবতা। এখন আবার দেখিতেছি, অগ্নির পূজা না করিলে তাঁহারা দেবতা হইতে পারেন নাই। তিন বৎসর কাল অগ্নির উপাসনা করিয়া পরিশেষে

তাঁহারা দেবতা হইয়াছিলেন। এ পক্ষে কি মনে হয়? ঋভুদেবগণ বলিতে যে ভাব পূর্ব্বে প্রাপ্ত হইয়াছি; এই মানুষই আপনার কর্ম্মপ্রভাবে দেবত্ব লাভ করিয়া যে পূজার্হ হয়েন—বুঝিয়াছি; এখানেও কি তবে সেই ভাবই গ্রহণ করার আবশ্যক হইবে? সে দৃষ্টিতে মন্ত্রার্থ গ্রহণ করিলে, একরূপ ভাব পরিগ্রহ হয় বটে; কিন্তু যখন মরুদ্গণ-সম্বন্ধে মন্ত্রে কোনও উল্লেখ নাই, এবং মরুদ্দেবগণ বলিতে যখন কোনও মনুষ্যের সম্বন্ধ কোথাও লক্ষ্য করি নাই; পরন্তু মরুদ্দেবগণকে বিবেক-রূপী দেবতা বলিয়াই বুঝিয়া আসিয়াছি; তখন সে আলোচনা এখানে বাহুল্য মাত্র। যখন মরুদ্দেবগণের কোনও প্রসঙ্গই এখানে নাই, তখন কেন তাঁহাদিগকে টানিয়া আনি? পরন্তু শব্দানুসারে সরলভাবে যে অর্থ প্রাপ্ত হই, তাহাই পরিগ্রহণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি, এবং তাহারই পরিচয় দিতেছি।

প্রথম 'শুচয়ঃ' পদ। ঐ পদে শুচিসম্পন্ন পবিত্র বিশুদ্ধচিত্ত সাধক-গণকে লক্ষ্য করে। আমরা মনে করি, এই মন্ত্রে সাধুগণের মুক্তির প্রসঙ্গ উত্থাপিত। কিরূপ কর্ম্ম-প্রভাবে তাঁহারা পরম পদ দেবত্ব লাভ করেন, এই মন্ত্রে তাহাই প্রখ্যাত হইয়াছে। এই দৃষ্টিতে মন্ত্রান্তর্গত পদগুলির বিশ্লেষণে প্রযত্নপর হইলে, মর্ম্মার্থ স্বতঃই অধিগত হইবে। এ পক্ষে প্রথম বিবেচনা করিয়া দেখুন—'তিস্রঃ শরদঃ' পদদ্বয়ে কি ভাব প্রাপ্ত হই। 'শরদঃ' পদে যে কেবল শরৎকালসমূহকেই বুঝায়, তাহা মনে করি না। ঐ পদে 'বৎসর'—'কাল' অর্থ পাইতে পারি। তাহাতে 'তিস্রঃ শরদঃ' পদদ্বয়ে, অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান কালত্রয়কে বুঝাইয়া থাকে। যাঁহারা শুচিসম্পন্ন সাধু, তাঁহারা কেবল এক কালে নহেন—সকল কালে সর্ব্বদাই দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত আছেন; জ্ঞানমার্গের অনুসরণে—সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে—কদাচ তাঁহাদিগের ঔদাসীন্য লক্ষিত হয় না। চিরকালই তাঁহারা দেবতার পূজায়—দেবভাব সংরক্ষণে—জ্ঞানার্জ্জনে প্রযত্নপর থাকেন। সেই কারণে, সেই প্রচেষ্টার ফলে, তাঁহারা 'যজ্ঞানি নামানি' প্রাপ্ত হয়েন; অর্থাৎ, 'দেবতা' আখ্যা লাভ করেন। এ স্থলে 'যজ্ঞানি' পদে 'যজ্ঞযোগ্য বা পূজার্হ' অর্থ আসে; অর্থাৎ, মানুষ হইয়া তাঁহারা দেবতার পূজ্য আসন প্রাপ্ত হয়েন। 'নামানি' পদে

'সংজ্ঞা' অর্থ আসে। পূজার্হ যে সংজ্ঞা, তাহা কি প্রকার? সে সংজ্ঞা— দেবতা আখ্যা। দেবতার আরাধনা করিয়া, চিরকাল জ্ঞানানুসন্ধিৎসু থাকিয়া, মানুষ যে দেবত্বের অধিকারী হইয়া থাকে, এই তত্ত্বই এখানে প্রকাশমান্। 'সুজাতাঃ' এবং 'তন্বঃ অসৃদয়ন্ত' পদত্রয়ে সেই তত্ত্বই বিশদ-রূপে ব্যক্ত হইয়াছে বুঝা যায়। * যাঁহারা দেবারাধনায় জীবন ন্যস্ত করেন, তাঁহারা 'সুজাতাঃ' অর্থাৎ নবজীবন প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাদিগের সকল পাপ বিনষ্ট হয়; তাঁহারা সকল প্রকার শ্রেয়ের অধিকারী হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের যে পূর্ব্বরূপ—এই যে মনুষ্য-দেহ—এ রূপের এ দেহের তখনই অবসান হয়। এ দেহের—এ রূপের অবসানে, তাঁহারা নবরূপ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ, জন্ম-জরা-মরণের পথে তাঁহাদিগকে আর গতিবিধি করিতে হয় না; তাঁহারা কর্ম্মগুণে শাশ্বত নবজীবন লাভ করেন। 'তন্বঃ অসৃদয়ন্ত' পদদ্বয়ে তাঁহাদিগের সেই নবজীবনের স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধ হয়। তাঁহারা স্বর্গ প্রাপ্ত হয়েন; দেবত্ব লাভ করেন; অশরীরী শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থায় দেবসংজ্ঞার অধিকারী হইয়া থাকেন। ফলতঃ, এই মানুষই শুচিমান্ হইয়া জ্ঞানের অনুসরণে দেবত্বের অনুধ্যানে যদি জীবন সমর্পণ করিতে পারে, তাহা হইলে এই মানুষই দেবত্ব-লাভে দেবপর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। মানুষের ক্রমোন্নতি-সাধক এই তত্ত্বই এখানে প্রকাশমান্। (১ম—৭২সূ—৩ঋ)।

---

* এই মন্ত্রে এবং পরবর্ত্তী পঞ্চম মন্ত্রে 'তন্বঃ' পদ দৃষ্ট হয় হয়। ঐ পদে প্রথমার বহু-বচনের বিভক্তি আছে। কিন্তু অর্থ-পক্ষে উহাতে দ্বিতীয়ার বহুবচনের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ভাষ্যের অনুসরণে আমরাও দ্বিতীয়ার বহুবচনান্ত পদ-মধ্যে উহাকে গণ্য করিয়া লইয়াছি। 'শুচয়ঃ' পদ উপলক্ষে সায়ণের অনুসরণে যাঁহারা অর্থ করিয়াছেন, তাঁহারা মরুদ্গণকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছেন। ওল্ডেনবর্গ এবং গ্রিফিথ্‌স্ সাহেব যদিও ঐ পদে মরুদ্গণ অর্থ গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু ম্যাক্সমূলার সায়ণেরই রায়ে সায় দিয়াছেন। তিনি বলেন—'সুজাতাঃ' পদেও মরুদ্গণকে বুঝায়। ষষ্ঠ মণ্ডলের অষ্টচত্বারিংশৎ সূক্তের একবিংশতিতম ঋকে এবং অষ্টাশীতি সূক্তের তৃতীয় ঋকে এবং শতাধিকষট্‌ষষ্টিতম সূক্তের দ্বাদশ ঋকে তিনি এই যুক্তিরই পোষকতা দেখিতে পাইয়াছেন। [illegible] (পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কেহ কেহ) সূক্তের পর [illegible] সিদ্ধান্ত করেন। [illegible] Subjunctive Mood, [illegible]

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিসপ্ততিতমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

আ রোদসী বৃহতী বেবিদানাঃ প্র রুদ্রিয়া

জভ্রিরে যজ্ঞিয়াসঃ।

বিদন্মর্ত্তো নেমধিতা চিকিত্বানগ্নিং পদে

পরমে তস্থিবাংসং ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। রোদসী ইতি। বৃহতী ইতি। বেবিদানাঃ। প্র। রুদ্রিয়া।

জভ্রিরে। যজ্ঞিয়াসঃ।

বিদৎ। মর্ত্তঃ। নেমঽধিতা। চিকিত্বান্। অগ্নিং। পদে।

পরমে। তস্থিঽবাংসং ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রুদ্রিয়াঃ' (রুদ্রসম্বন্ধীয়াঃ, রোরুদ্যমানাঃ, যদ্বা—মরণধর্ম্মাবলম্বিনঃ সদাদুঃখমগ্নাঃ মনুষ্যাঃ ইতি ভাবঃ) 'যজ্ঞিয়াসঃ' (সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ সন্তঃ) 'বৃহতী' (মহত্যৌ, বৈচিত্র্যবিশিষ্টে), 'রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দ্যুলোকস্য ভূর্লোকস্য চ রহস্যং ইতি ভাবঃ) 'আ' (সর্ব্বতো-ভাবেন) 'বেবিদানাঃ' (জানন্তঃ, বুদ্ধ্যা, সৃষ্টিরহস্যেন সহ স্রষ্টারং অনুভাব্য ইতি ভাবঃ) 'প্র জভ্রিরে' (প্রকৃষ্টরূপেণ দেবান্ আরাধয়ন্তি, দেবভাবান্ সংগৃহ্ণন্তি আত্মগতান্ কুর্বন্তি ইত্যর্থঃ); এবমেব 'মর্ত্তঃ' (মরণশীলঃ মনুষ্যঃ) 'নেমধিতা' (দিক্কালভবন্ধঃ সন্, আত্মোৎ-

রোপায়ং অনুভূয়া ইতি ভাবঃ, যদ্বা—ইন্দ্রতুল্যঃ ঐশ্বর্য্যসম্পন্নঃ সন) 'পরমে' (উৎকৃষ্টে) 'পদে' (স্থানে, সহস্রারে ইতি ভাবঃ) 'তস্থিবাংসং' (স্থিতবন্তং অবস্থিতং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানদেবং) 'চিকিত্বান্' (জানন্) 'বিদৎ' (তং প্রাপ্নোতি)। সৎকর্ম্মণা জ্ঞানাধিকারী সন্ মরণশীলঃ মনুষ্যঃ অমৃতত্বং লভতে—ইতি ভাবঃ। (১ম—৭২সূ—৪ঋ) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

মরণধর্ম্মাবলম্বী সদাদুঃখমগ্ন মনুষ্যগণ, সৎকর্ম্মপরায়ণ হইয়া, বৈচিত্র্যবিশিষ্ট দ্যাবাপৃথিবীকে অর্থাৎ দ্যুলোকের ও ভূলোকের রহস্যকে, সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে পারিয়া, প্রকৃষ্টরূপে দেবগণের আরাধনা করিয়া থাকেন—দেবভাবসমূহকে আত্মগত করিয়া থাকেন; এইরূপেই, মরণশীল মনুষ্য দিক্‌কালতত্ত্বজ্ঞ হইয়া (আপনার উদ্ধারের উপায় অনুভব করিয়া, অথবা ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া) পরম পদে অবস্থিত জ্ঞানদেবতাকে জানিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানের অধিকারী হইয়া মরণশীল মানুষ অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকে।) ॥ (১ম—৭২সূ—৪ঋ) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

বৃহতী মহত্যৌ রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যাবাবেবিদানা অত্যর্থং জ্ঞাপয়ন্তঃ। কুত্রাগ্নির্ব্বর্ত্তত ইতি পরস্পরং বদন্তো দ্যাবাপৃথিব্যোর্ম্মধ্যে বর্ত্তমান ইত্যর্থঃ। যদ্বা মহত্যোর্দ্যাবাপৃথিব্যোর্ম্মধ্য আবেবিদানা অগ্নিমুপলভমানাঃ। এবম্ভূতা যজ্ঞিয়াসো যজ্ঞার্হা দেবা রুদ্রিয়াঃ। রুদ্রোঽগ্নিঃ। দেবানামসুরৈঃ সহ যুদ্ধসময়ে তৈর্দ্দেবৈঃ স্থাপিতং ধনমপহৃত্য গতবন্তমগ্নিং দেবা আগত্যাপেঃ সকাশাবলেন তদ্ধনমগৃহ্লন্। তদানীং সোঽগ্নিররোদীৎ। তস্মাদ্রুদ্র ইত্যাখ্যায়তে। তথা

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'বৃহতী' মহতী 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিবী 'আ বেবিদানাঃ' অতিশয়রূপে জানাইয়াছিলেন। কোথায় অগ্নি বর্ত্তমান আছেন—এই বিষয় পরস্পর বলিয়াছিলেন; দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে অগ্নি বর্ত্তমান ছিলেন ইহাই অর্থ। অথবা মহতী দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে অগ্নিকে উপলভ্যমান (প্রাপ্ত) হইয়াছিলেন। এবম্ভূত 'যজ্ঞিয়াসঃ' যজ্ঞার্হ দেবগণ 'রুদ্রিয়া'। রুদ্র—অগ্নি। অসুরগণের সহিত দেবগণের যুদ্ধের সময়ে সেই দেবগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত ধনকে অপহরণ-পূর্ব্বক অগ্নি পলায়ন করেন। সেই পলায়িত অগ্নির নিকটে দেবগণ উপস্থিত হইয়া অগ্নির নিকট হইতে বলের সহিত সেই ধন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময় অগ্নি [illegible] হইতে অগ্নি [illegible]

চ তৈত্তিরীয়কং। তদগ্নির্ন্যকাময়ত। তেনাপাক্রামৎ। তদ্দেবা বিজিত্যাবরুরুৎসমানা অম্বায়ন। তদস্য সহসাদিৎসন্ত। সোহরোদীৎ। যদরোদীত্তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বমিতি। তস্য রুদ্রস্যাহানি স্তোত্রাণি প্রজভ্রিরে। প্রজহ্রিরে। চক্রুরিত্যর্থঃ। নেমধিতা। নেমশব্দোঽর্দ্ধবচনঃ। তথা চ যাস্কঃ। ত্বো নেম ইত্যর্দ্ধস্যঃ। নিঃ ৩।২০। ইতি। সর্ব্বেষাং দেবানামর্দ্ধভাগেন ধীয়তে ধার্য্যত ইতি নেমধিত ইন্দ্রঃ। সর্ব্বে দেবা একোঽর্দ্ধঃ। ইন্দ্র এক এবাপরোঽর্দ্ধ ইতি যাবৎ। তথা চ তৈত্তিরীয়কং। যৎসর্ব্বেষামর্দ্ধমিন্দ্রঃ প্রতি তস্মাদিন্দ্রো দেবানাং ভূয়িষ্ঠভাক্তম ইতি। তেনেন্দ্রেণ সহিতো মর্ত্ত্যা মরুদ্গণঃ পরমে উত্তমেঽন্ত্যে পদে স্থানেঽশ্বত্থাদৌ তস্থিবাংসং স্থিতবন্তমগ্নিং চিকিত্বাংসোঽজানন্নিদং। অলভন্ত ॥

বেবিদানাঃ। বিদেজ্ঞানার্থাল্লাভার্থাদ্বা যঙন্তাল্লটঃ শানচ্। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। ছন্দস্যুভয়থেতি শনেচ আর্দ্ধধাতুকত্বাদতোলোপযলোপৌ। অভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। বিদৎ। বিদ্ লাভে। লুঙি লৃদিত্বাৎ চ্লেরঙাদেশঃ। নেমধিতা। দধাতেঃ কর্ম্মণি নিষ্ঠা। সুধিত বসুধিত নেমধিত। পাং ৭।৪।৪৫। ইতি ধিভাব নিপাত্যতে। তৃতীয়া কর্ম্মণীতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সুপাং সুলুগিতি তৃতীয়ায়া আকারঃ। তস্থিবাংসং। তিষ্ঠতের্লিটঃ ক্বসুঃ। বস্বেকাজাদ্ঘসামিতীডাগমঃ ॥ (১ম—৭২সূ—৪ঋ)।

• • •

"তদগ্নির্ন্যকাময়ত"। তেনাপাক্রামৎ। তদ্দেবা বিজিত্যাবরুরুৎসমানা অম্বায়ন্। তদস্য সহসিদৎসন্ত। সোহরোদীৎ। যদরোদীত্তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বমিতি।" সেই রুদ্রের স্তোত্রসমূহ 'প্র-জভ্রিরে' (প্রজহ্রিরে) করিয়াছিল—ইহাই অর্থ। 'নেমধিতা'। নেম-শব্দ অর্দ্ধবচন। এ বিষয়ে যাস্কের উক্তি,—'ত্বো নেম ইত্যর্দ্ধস্য' (নি০ ৩।২০) ইত্যাদি। সকল দেবগণের অর্দ্ধভাগের দ্বারা ধীয়ত অর্থাৎ পূজিত হন—এই অর্থে 'নেমধিত' পদে ইন্দ্রকে বুঝায়। সকল দেবতা—এক অর্দ্ধ। ইন্দ্র অর্দ্ধ. অপর সকল দেবতা আর এক অর্দ্ধ—ইহাই ভাবার্থ। এ বিষয়েও তৈত্তিরীয়কে উক্ত আছে,—"যৎসর্ব্বেষামর্দ্ধমিন্দ্রঃ প্রতি তস্মাদিন্দ্রো দেবানাং ভূয়িষ্ঠভাক্তম ইতি।" সেই ইন্দ্রের সহিত 'মর্ত্ত্যাঃ' মরুদ্গণ 'পরমে' উত্তম অন্ত 'পদে' স্থানে অশ্বত্থ প্রভৃতিতে 'তস্থিবাংসং' অবস্থিত অগ্নিকে 'চিকিত্বান' জানিয়া 'বিদৎ' লাভ করিয়াছিলেন।

• বেবিদানাঃ। বিদধাতু জ্ঞানর্থাক বা লাভার্থক। যঙন্ত-হেতু লটে শানচ। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে শপের লোপ। 'ছন্দস্যুভয়থ' ইত্যাদি সূত্রে শানচের আর্দ্ধধাতুকত্ব-হেতু 'অতোলোপ' এই সূত্রে অতের লোপ। 'অভ্যস্তানামাদিঃ' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। বিদৎ। বিদ্লৃ ধাতু লাভার্থক। লুঙে লৃদিত্ত-হেতু চ্লেরঙ্ আদেশ। নেমধিতা। ধা ধাতু কর্ম্মণি বাচ্যে নিষ্ঠা। 'সুধিত বসুধিত নেমধিত' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৭।৪।৪৫) নিপাতনে ধি-ভাব হয়। 'তৃতীয়া কর্ম্মণি' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে তৃতীয়ায় আকার। তস্থিবাংসং। স্থা ধাতু লিটে ক্বসুঃ প্রত্যয়। 'বস্বেকাজাদ্ঘসাম্' ইত্যাদি সূত্রে অটের আগম। (১ম—৭২সূ—৪ঋ)।

চতুর্থ (৮০৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রটীর অর্থ উপলক্ষে একটী উপাখ্যানের অবতারণা করা হইয়া থাকে। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ বৈচিত্র্যে-বিশিষ্ট হয় বটে; কিন্তু সে অর্থের ভাব-পরিগ্রহ-বিষয়ে বিষম সমস্যা রহিয়া যায়। অগ্নিই বা কে, আর দেবগণই বা কে, তাহাতে কিছুই উপলব্ধি হয় না। মন্ত্রান্তর্গত পদগুলির কি অর্থ গ্রহণ-পূর্ব্বক মন্ত্রার্থে কিরূপ ভাব প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে; আর সেই সকল পদের সঙ্গত অর্থান্তর গ্রহণ-পূর্ব্বক আমরাই বা মন্ত্রার্থে কি ভাব প্রাপ্ত হইতেছি; তাহা সর্ব্বথা অনুধাবনার বিষয়।

যে উপাখ্যানের উপর প্রচলিত অর্থ প্রতিষ্ঠিত, তাহা এই;—দেবাসুরের যুদ্ধের সময়ে দেবগণের হবিঃ অপহরণ-পূর্ব্বক অগ্নি জলমধ্যে অথবা বৃক্ষাদির কোটরে লুক্কায়িত হইয়া ছিলেন; দেবগণ অনেক অনুসন্ধান করিয়া অগ্নিকে বাহির করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক অপহৃত হবিঃ কাড়িয়া লন। ভাষ্যে এবং প্রচলিত অর্থাদিতে প্রকাশ, সেই ঘটনাই এই মন্ত্রে প্রকটিত রহিয়াছে। এতদনুসারে "বৃহতী রোদসী আ বেবিদানাঃ" এবং "যজ্ঞিয়াসঃ" বাক্যাংশে দেবগণকে বুঝাইতেছে,—ভাষ্যানুসারে এবং তদনুগত ব্যাখ্যাদিতে এইরূপ সিদ্ধান্তিত হইয়া থাকে। মন্ত্রে যে 'রুদ্রিয়া' পদটী আছে, ঐ পদটী অগ্নির, দ্যোতক বলিয়া সকলেই সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের সেই সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি এই যে,—দেবগণ যখন অগ্নির নিকট হইতে অপহৃত হবিঃসমুহ বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছিলেন, সেই সময় অগ্নি দেবগণের পীড়নে বা আতঙ্কে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার সেই ক্রন্দন-হেতু (রুদ্র শব্দের উৎপত্তিমুল রুদ ধাতু বলিয়া) রুদ্র শব্দে অগ্নিকে বুঝাইয়া থাকে। রুদ্র শব্দের উৎপত্তিমূলে ভাষ্যাদিতে এইরূপ ভাবই পরিব্যক্ত দেখি। এদিকে আবার যে অগ্নির নিকট হইতে তাঁহাকে কাঁদাইয়া হবিঃসমুহ কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল, দেবগণ আবার তাঁহার উদ্দেশে (ক্রন্দন থামাইবার জন্যই) স্তোত্রসমুহ উচ্চারণ করিয়াছিলেন ('প্র রুদ্রিয়ে')। মন্ত্রের প্রথম চরণে

এইরূপ অর্থ পরিগ্রহণানন্তর, ইন্দ্রের এবং মরুদ্গণের প্রসঙ্গ ভাষ্যাদিতে উত্থাপিত হইতে দেখি। তাহাতে প্রকাশ,—ইন্দ্রের সহিত (নেমধিতা) মরুদ্গণ (মর্ত্ত্যাঃ) শ্রেষ্ঠ স্থানে অগ্নিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেবগণ কর্তৃক অগ্নির উপাসনা এবং ইন্দ্র ও মরুদ্গণ কর্তৃক অগ্নির উৎকৃষ্ট স্থান অবগত হইয়া অগ্নিকে প্রাপ্ত হওয়া,—ইহাই হইল প্রচলিত অর্থ-সমূহের সারনিষ্কর্ষ। হবিঃ অপহরণকারী অগ্নির সন্ধান, তাঁহার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক হবিঃ পুনর্গ্রহণ এবং পরিশেষে তাঁহার পূজা,—এবম্বিধ ব্যাপার-পরম্পরাই এই মন্ত্রার্থে প্রচারিত হইতে দেখি।

এখন, আমরা কি অর্থ গ্রহণ করি, তাহার একটু বিশ্লেষণ করিতেছি। আমরা বলি, 'রুদ্রিয়াঃ' ও 'যজ্ঞিয়াসঃ' পদদ্বয় এখানে এক-পর্য্যায়ভুক্ত, এবং এই মনুষ্যগণের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত। 'রুদ্রিয়াঃ' পদে ('রুদ্রিয়া' পদের বিসর্গ, আমরা বলি, সন্ধিতে লোপ পাইয়াছে) যে মনুষ্যগণের প্রতি লক্ষ্য আসিতেছে, সামান্য আলোচনা করিলেই তাহা বোধগম্য হয়। যদি রোদনের (ক্রন্দনের) সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়াই 'রুদ্রিয়াঃ' পদ সিদ্ধ হয়—স্বীকার করি, সে পক্ষেও আদৌ মনুষ্যের প্রতিই লক্ষ্য আসে। আর কাঁদিয়াছিলেন—এতদ্বাক্যের কি কোনও সার্থকতা আছে? ক্রন্দন যাহার জন্ম-সহজাত, সারা-জীবন দুঃখের দহনে দহিয়া যে রোরুদ্যমান্ রহিয়াছে, মরণেও যাহার যন্ত্রণামূলক ক্রন্দনের অবধি নাই; 'রুদ্রিয়াঃ'—সে নহে তো অন্য আর কে? এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, ক্রন্দনের সহিত যাহার নিত্যসম্বন্ধ, সেই—অর্থাৎ মানুষই 'রুদ্রিয়াঃ'। পক্ষান্তরে আবার, মৃত্যুর অধিপতি-রূপে রুদ্রদেবতার পরি-কল্পনা করিলে, সেই সংহারকের সহিত সম্বন্ধযুক্ত অর্থাৎ মরণধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া মনে করিলে, সে পক্ষেও 'রুদ্রিয়াঃ' পদ 'মনুষ্যাঃ' প্রতিবাক্যেরই দ্যোতক হয়। অতএব, আমরা 'রুদ্রিয়াঃ' পদে 'মরণধর্ম্মাবলম্বী সদা-দুঃখমগ্ন মনুষ্যগণ' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। তার পর, 'যজ্ঞিয়াসঃ' পদে যজ্ঞকর্ম্মরত অর্থাৎ সৎকর্ম্মপরায়ণ অর্থ সহজাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপে 'রুদ্রিয়াঃ যজ্ঞিয়াসঃ' পদদ্বয়ে 'মানুষ যখন সৎকর্ম্মপরায়ণ হয়'—এই অর্থ আসে। তদনুসারে মন্ত্রাংশে ভাব প্রাপ্ত হই,—মরণধর্ম্মাবলম্বী সদাদুঃখার্ণবে নিমগ্ন এই মনুষ্য—তাহারাও এই বৈচিত্র্য-বিশিষ্টা মহতী দ্যাবাপৃথিবীকে অর্থাৎ

সৃষ্টিরহস্যকে বুঝিতে পারে; এবং বুঝিতে পারিয়া আপনার উদ্ধারের উপায়—দেবভাবের আরাধনায়—প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এখানে 'বৃহতী' পদে 'মহতী বৈচিত্র্যবিশিষ্টা' অর্থ আসে; 'দ্যাবাপৃথিবী' যুগ্মপদে দ্যুলোকের ও ভূলোকের রহস্যের (সৃষ্টিরহস্যের) ভাব উপলব্ধ হয়। 'আ বেবিদানাঃ' পদে 'সর্ব্বতোভাবে অবগত হইয়া' অর্থাৎ 'সৃষ্টি-রহস্যের সহিত স্রষ্টাকে জানিয়া' ভাব পাইতে পারি। এখন বুঝুন—'আ বেবিদানাঃ' অর্থাৎ সৃষ্টিরহস্যের সহিত স্রষ্টাকে জানিয়া, তাঁহারা কি করেন? প্রকৃষ্টরূপে দেবভাবসমূহকে আত্মগত করিয়া থাকেন। এইরূপে মন্ত্রের প্রথমাংশে, 'রুদ্রিয়াঃ' হইতে 'প্র জভ্রিরে' প্রভৃতি পদ-কয়েকটীতে, সৎকর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যের সুফললাভের দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করি। ভাব পাইয়া থাকি,—'আমরা, এই দুঃখতাপতপ্ত আমরা, যদি সৎকর্ম্মপরায়ণ হই; তাহা হইলে, সংসার-রহস্য উদ্ভেদ করিতে সমর্থ হইয়া, দেবত্ব-লাভে শান্তিসুখে সুখী হইতে পারি।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে সেই সুফল-লাভের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রখ্যাত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত-রূপ অর্থাৎ সৎকর্ম্মপরায়ণ দেবভাবসম্পন্ন যে মনুষ্য (মর্ত্তঃ), তিনি 'নেমধিতা' হয়েন। 'নেমধিতা' পদে 'দিক্‌কালতত্ত্বজ্ঞ, আত্মোদ্ধারের উপায়জ্ঞ অথবা ইন্দ্রের ন্যায় ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন' ইত্যাদি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই অবস্থায় উপনীত হইয়া, 'নেমধিতা' অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ হইয়া, মানুষ পরম পদে অবস্থিত জ্ঞানদেবতার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞান লাভ করেন। পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হওয়াই অমৃতত্ব-লাভ। তত্ত্বজ্ঞ মনুষ্য এইরূপে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমরা মনে করি, এই তত্ত্বই এখানে পরিব্যক্ত। *

---

* মন্ত্রের আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম এবং ভাষ্যে যে অর্থ গৃহীত হইয়াছে, বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যায় তদ্বিষয়ে মতান্তর দৃষ্ট হয়। এই মন্ত্রের একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তদ্দ্বারা সে মত-পার্থক্য বোধগম্য হইবে। যথা,—

"Acquiring (or, exploring?) for themselves the two great worlds, the worshipful ones brought forward their Rudra-like powers. The mortal, when (beings) were in discord, perceived and found out Agni standing in the highest place."

এইরূপে বুঝা যায়, এ মন্ত্রে এই নিত্যসত্য-তত্ত্ব প্রখ্যাত হইয়াছে যে,—এই মানুষই সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা ক্রমশঃ সংসার-তত্ত্বজ্ঞ হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন। (১ম—৭২সূ—৪ঋ)।

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

বর্ম্মাপ্তিষ্টবে সঞ্জানানা ইত্যেষা। অথোত্তরমিতি খণ্ডে সূত্রিতং। সঞ্জানানা উপ সীদন্নভিজ্ঞু দর্শভির্ব্বিবস্বতঃ। আ০ ৪।৭। ইতি ॥

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিসপ্ততিতমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

সঞ্জানানা উপ সীদন্নভিজ্ঞু পত্নীবন্তো

নমস্যং নমস্যন্।

রিরিক্বাংসস্তন্বঃ কৃণ্বত স্বাঃ সখা

সখ্যুর্নিমিষি রক্ষমাণাঃ ॥ ৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সংঽজানানাঃ। উপ। সীদন্। অভিঽজ্ঞু। পত্নীঽবন্তঃ।

নমস্যং। নমস্যন্নিতি নমস্যান্।

রিরিক্বাংসঃ। তন্বঃ। কৃণ্বত। স্বাঃ। সখা।

সখ্যুঃ। নিঽমিষি। রক্ষমাণাঃ ॥ ৫ ॥

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

বর্ম্মাপ্তিষ্টবে 'সঞ্জানানাঃ' ইত্যাদি ঋক্ প্রযুক্ত। 'অথোত্তরং' ইত্যাদি খণ্ডে এইরূপ [illegible]—'সঞ্জানানা উপসীদন্নভিজ্ঞু দর্শভির্ব্বিবস্বতঃ' ইত্যাদি।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সজ্ঞানানাঃ (তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্নাঃ—সাধবঃ ইতি ভাবঃ) 'পত্নীবন্তঃ' (সদগুণাবলিসমন্বিতাঃ সন্তঃ, যদ্বা—সহধর্ম্মিণীযুতাঃ সন্তঃ) 'উপ সীদন্' (দেবসামীপ্যং ভগবন্তং বা প্রাপ্নুবন্তি) ; তথা 'নমস্যং' (পূজার্হং) 'অভিজ্ঞু' (সমীপস্থং সর্ব্বজ্ঞং তং জ্ঞানময়ং) 'নমস্যন্' (পূজয়ন্তি) ; এতেন তে 'স্বাঃ' (স্বকীয়ানি) 'তন্বঃ' (শরীরাণি) 'রিরিক্বাংসঃ' (রিক্তী-কুর্ব্বন্তঃ, জন্মজরামরণসম্বন্ধাৎ ছিন্নীকরণসমর্থাঃ সন্তঃ) 'সখ্যুঃ' (মিত্রস্য, ভগবতঃ) 'সখা' (সখ্যেন, সখিত্বপ্রভাবেন) 'নিমিষি' (অচিরায়, অবিলম্বেন) 'রক্ষমাণাঃ' (অক্ষরাবস্থা-প্রাপ্তাঃ) 'কৃণ্বত' (কুর্ব্বন্তি) ; যদ্বা—'স্বাঃ তন্বঃ' (তেষাং সাধূনাং স্বকীয়ানি শরীরাণি) 'রিরিক্বাংসঃ' (জন্মজরামরণসম্বন্ধ-ছিন্নীকরণসমর্থানি সন্তি) 'সখ্যুঃ' (মিত্রস্য, ভগবতঃ), 'সখা' (সখ্যেন) 'নিমিষি' (স্পর্দ্ধাসহকারেণ, ত্বরয়া) 'রক্ষমাণাঃ' (মোক্ষপ্রাপ্তানি, সুরক্ষিতানি) 'কৃণ্বত' (কুর্ব্বন্তি—আত্মনঃ ইতি শেষঃ)॥ জ্ঞানিনঃ সাধবঃ সদগুণাবলিনা ভূষিতাঃ সন্তঃ ভগবদারাধনায়াং এতস্য দেহস্য মুক্তিং বিধায়ন্তি। (১ম—৭২সূ—৫ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন সাধুগণ সদ্‌গুণাবলিসমন্বিত হইয়া (অথবা সহধর্ম্মিণী-যুত হইয়া) দেবতার সামীপ্য অথবা ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন ; এবং পূজার্হ সমীপস্থ সর্ব্বজ্ঞ সেই জ্ঞানময়কে পূজা করিয়া থাকেন ; এতদ্দারা তাঁহারা আপনাদিগের দেহসমূহকে জন্ম-জরা-মরণ-সম্বন্ধ হইতে ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়া, ভগবানের সখিত্ব-প্রভাবে, অক্ষর অবস্থা প্রাপ্ত করেন ; অথবা,—সেই সাধুগণের আপনাদিগের দেহসমুহ, জন্ম-জরা-মরণ-সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়া, ভগবানের সখিত্বের দ্বারা ত্বরায় আপনাদিগকে মোক্ষপ্রাপ্ত সুরক্ষিত করিয়া থাকে। (ভাব এই যে,— জ্ঞানী সাধকগণ সদ্‌গুণাবলির দ্বারা ভূষিত হইয়া ভগবদারাধনায় এই দেহের মুক্তি বিধান করেন।)॥ (১ম—৭২সূ—৫ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে ত্বাং সজ্ঞানানাঃ সম্যক্ জানন্তো দেবা উপসীদন্। উপসীদন্তি প্রাপ্নুবন্তি। উপসত্তিং কৃত্বা চ পত্নীবন্তঃ সপত্নীকাঃ সন্তো নমস্যং নমস্কারার্হমভিজ্ঞু আভিমুখ্যেনাবস্থিত-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নে! আপনাকে 'সজ্ঞানানাঃ' [illegible]

[illegible] হয়েন; [illegible]

জানুযুক্তং ত্বাং নমস্যন্। অপূজয়ন্। পূজয়িত্বা চ সখ্যুর্মিত্রস্য তব নিমিষি দর্শনে, নিমিত্তভূতে সতি রক্ষমাণাস্ত্বয়া পরিরক্ষ্যমাণাঃ সখা, সখায়ো দেবাঃ স্বাস্তন্বঃ স্বকীয়ানি শরীরাণি রিরিক্বাংসঃ। অনশনাদিরূপেণ দীক্ষানিয়মেন রিক্তীকুর্বন্তঃ শোষয়ন্তঃ কৃণ্বত। যাগানকুর্বন্। দেবা বৈ যজ্ঞমতন্বতেতি শ্রুতেঃ।

নমস্যন্। নমোবরিবশ্চিত্রঙ ইতি পূজার্থে ক্যচ। লঙি বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপীত্যড়-ভাবঃ। রিরিক্বাংসঃ। রিচির্ বিরেচনে। লিটঃ ক্বসুঃ। নিমিষি। মিষ স্পর্দ্ধায়াং। অত্রোপসর্গবশাদ্দর্শনার্থঃ। সম্পদাদিলক্ষণো ভাবে কিপ্। রক্ষমাণাঃ। কর্ম্মণি লটঃ শানচ্। যকি প্রাপ্তে ব্যত্যয়েন শপ্॥ (১ম—১২সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য পঞ্চমে সপ্তদশো বর্গঃ॥ ১৫।১৭॥

পঞ্চম (৮০৮) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থে প্রকাশ,—'দেবগণ যখন অগ্নিকে জানিতে পারেন, অর্থাৎ হবিঃ অপহরণ করিয়া লুক্কায়িত অগ্নির সন্ধান দেবগণ যখন প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহারা আপন আপন পত্নীগণের সহিত মিলিত হইয়া, অগ্নির পূজায় প্রবৃত্ত হয়েন; এইরূপে অগ্নি সন্তুষ্ট হইলে, দেবগণের রক্ষার উপায় বিহিত হয়; দেবগণ তখন আপনাদিগের দেহ পণ করিয়া, যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়েন।' পূর্ব্ব ঋকের ব্যাখ্যায় 'রুদ্র' পদের বিশ্লেষণে

'অভিজ্ঞু' অভিমুখে অবস্থিত জানুযুক্ত আপনাকে 'নমস্যন্' পূজা করিয়াছিলেন; পূজা করিয়া 'সখ্যুঃ' মিত্র আপনার দর্শনে নিমিত্তভূত হইয়া 'রক্ষমাণাঃ' আপনার কর্তৃক পরিরক্ষিত 'সখা' (সখায়ঃ) দেবগণ 'স্বাঃ তন্বঃ' আপনার শরীরসমূহকে 'রিরিক্বাংসঃ' অনশনাদি-রূপ দীক্ষা-নিয়মের দ্বারা রিক্ত করিয়া অর্থাৎ শোষণ করিয়া 'কৃণ্বত' যাগসমূহ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। শ্রুতিতে আছে,—'দেবা বৈ যজ্ঞমতন্বত' ইত্যাদি।

নমস্যন্। 'নমোবরিবশ্চিত্রঙঃ' ইত্যাদি সূত্রে পূজার্থে ক্যচ। লঙে 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্-যোগেঽপি' ইত্যাদি সূত্রে অটের অভাব। রিরিক্বাংসঃ। রিচির ধাতু বিরেচনার্থক। লিটে ক্বসুঃ প্রত্যয়। নিমিষি। মিষ ধাতু স্পর্দ্ধা অর্থ বুঝায়। এখানে উপসর্গ-হেতু দর্শন অর্থ বুঝাইতেছে। সম্পদাদি লক্ষণ-হেতু ভাবে কিপ্। রক্ষমাণাঃ। কর্ম্মণি বাচ্যে লটে শানচ্। যক্ প্রাপ্ত হওয়ায় ব্যত্যয়ের দ্বারা শপ্॥ (১ম—১২সূ—৫ঋ)।

প্রথম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ের সপ্তদশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১৫।১৭॥

উপাখ্যান দেখিয়াছিলাম,—দেবগণের হবিঃ অপহরণকারী অগ্নিকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে দেবগণ বলপূর্ব্বক হবিঃ গ্রহণ করেন এবং তজ্জন্য অগ্নি রোদন করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে আবার দেখিতেছি,—দেবতারা পত্নীদিগের সহিত নতজানু হইয়া অগ্নির পূজা করিতেছেন, অথবা জানুযুক্ত অগ্নিকে আরাধনা করিতেছেন। কখনও অগ্নির প্রাধান্য প্রখ্যাত হইতেছে, কখনও বা অগ্নি অপ্রধান বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন। এইরূপ দুই বিপরীত ভাব একই সূক্তের পূর্ব্বাপর ঋকে ব্যাখ্যা-মুখে প্রকাশ পাইয়াছে।

মন্ত্রে 'সজ্ঞানানাঃ' পদ আছে। তাহা হইতে 'সম্যক্ জানেন এইরূপ দেবগণ' অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা মনে করি, ঐ পদের সহিত দেবগণের সম্বন্ধ-কল্পনার কোনই কারণ নাই। পরন্তু ঐ পদে 'তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন সাধুগণ' অর্থই সঙ্গত হয়। পূর্ব্বমন্ত্রের (তৃতীয় মন্ত্রের) 'শুচয়ঃ' পদে যে লক্ষ্য যে ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, 'সজ্ঞানানাঃ' পদেও সেই ভাবই অব্যাহত দেখি। উহা উপাসকগণের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত। 'পত্নীবন্তঃ' পদে 'আপনাদের স্ত্রীগণের সহিত যুক্ত হইয়া' অর্থ গৃহীত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু অশরীরী শুদ্ধসত্ত্বাবস্থাপন্ন দেবতার আবার পত্নী কি? এ বিষয় পূর্ব্বেও আমরা আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং আমরা এখানে ঐ পদের ভাবার্থে 'সদ্‌গুণাবলিসমন্বিতাঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিতে চাই। পত্নীকে সহধর্ম্মিণী অর্দ্ধাঙ্গিনী বলা হয়। সেই দৃষ্টিতেই এখানে ভাব আসে—সাধুগণের যাহা সহধর্ম্মিণী, সাধুগণের যাহা অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী, সাধুগণের যাহা সাধুত্বের প্রকাশ, তাহাই তাঁহাদিগের পত্নীস্থানীয়। দেবগণ দেবত্ব লইয়াই পূর্ণত্ব-প্রাপ্ত। সাধুগণ সদ্‌গুণাবলি বা সাধুত্ব লইয়াই শ্রেষ্ঠপদারূঢ়। সদ্‌গুণাবলিযুক্ত হইলেই মানুষ সাধু হয়—দেবসামীপ্য বা ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। "সজ্ঞানানাঃ পত্নীবন্তঃ উপ সীদন্" পদ-কয়েকটীতে সাধুগণের সেই স্বরূপ পরিচয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহারা যে সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াই দেব-সামীপ্য প্রাপ্ত হয়েন—দেবত্ব লাভ করেন,—এই তত্ত্বই ঐ মন্ত্রাংশে পরিব্যক্ত দেখিতে পাই।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে আমরা তিনটী পদ [illegible] করিয়াছি। সেই তিনটী পদ—"[illegible] [illegible], [illegible]"। [illegible]

পদের মধ্যে 'অভিজ্ঞু' পদের প্রতিবাক্যে ভাষ্যে 'আভিমুখ্যেনাবস্থিত-জানুযুক্তং স্যাং' পদ গৃহীত হইয়াছে। উহা হইতে, কেহ বা অগ্নিদেবতাকে জানুযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কেহ বা, তাঁহার পূজাকারী দেবগণ আপনাদের পত্নীগণের সহিত নতজানু হইয়া বসিয়া অগ্নিদেবের উপাসনা করিয়াছিলেন—এবম্বিধ অর্থ গ্রহণ করেন। * আমরা অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যেই ঐ 'অভিজ্ঞু' পদের প্রয়োগ স্বীকার করি। কিন্তু 'জ্ঞা' ধাতু হইতে ঐ পদের উদ্ভব মান্য করিয়া, আমরা ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'সর্ব্বজ্ঞং জ্ঞানময়ং' ইত্যাদি পদ গ্রহণ করি। তাহাতে অগ্নিদেবতাকে (জ্ঞানদেবতাকে) 'জানুযুক্ত' দেবতা না বুঝাইয়া, তিনি যে সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞান-ময়, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। 'নমস্যং' পদ 'পূজার্হং' অর্থে তাঁহারই বিশেষণ মধ্যে গণ্য হয়। সাধুগণ যেমন দেবসামীপ্য লাভ করেন, তাঁহারা সেইরূপ জ্ঞানময়ের আরাধনায় প্রবৃত্ত থাকেন। জ্ঞানের সমীপস্থ—

---

* প্রচলিত দুই প্রকার ব্যাখ্যা (মন্ত্রের একটী বাঙ্গালা ও একটী ইংরাজী অনুবাদ) নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে কোন্ পদে কি অর্থ কি ভাবে গৃহীত হইয়া আসিতেছে, তাহা বোধগম্য হইবে। যথা,—

(১) "হে অগ্নি! দেবগণ তোমাকে সম্যক জ্ঞাত হইয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং পত্নীদিগের সহিত সম্মুখস্থ জানুবিশিষ্ট অগ্নির পূজা করিলেন; পরে সুহৃৎ অগ্নিকে দর্শন করিয়া তোমার দ্বারা রক্ষিত হইয়া সুহৃৎ দেবগণ আপনাদিগের শরীর পোষণ করতঃ যজ্ঞ করিলেন।"

(2) "Being like-minded they reverentially approached him on their knees. Together with their wives they venerated the venerable one. Abandoning their bodies they made them their own, the (one) friend waking when the (other) friend closed his eyes."

উইলসন্ এবং গ্রিফিথ্স্ প্রভৃতির অনুবাদে 'অভিজ্ঞু' পদ উপাসনাকারী দেবগণের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিতে পাই। কিন্তু সায়ণের অনুসারী অনুবাদে ঐ 'অভিজ্ঞু' পদ উপাস্যদেবতা অগ্নি-সম্বন্ধে প্রযুক্ত দেখি। অন্যান্য পদের অর্থ-বিষয়ে ভাষ্যের বা তদনু-সারী অর্থের সহিত ইংরাজী অনুবাদের কি পার্থক্য ঘটিয়াছে, একটু আলোচনা করিলে সহজেই বোধগম্য হইবে।

দেবভাবে সমীপস্থ—হওয়াই সাধুগণের প্রকৃতি। মন্ত্রের প্রথমাংশের 'উপ' এবং দ্বিতীয়াংশের 'অভি' পদদ্বয় সেই সামীপ্য-লাভের ভাবই প্রকাশ করিতেছে। সাধুগণ সদ্‌গুণসমন্বিত হইয়া যেমন দেবত্বের সমীপস্থ হয়েন, তদ্রূপ প্রজ্ঞানেরও অধিকারী হইয়া থাকেন। এই দুই ভাব ঐ মন্ত্রাংশে প্রকটিত দেখি।

অতঃপর, মন্ত্রের তৃতীয় বা শেষ অংশের ভাব-পরিগ্রহণ-পক্ষে চেষ্টা করা যাইতেছে। এই অংশের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে ভাষ্যে 'দেবাঃ' পদ ('সজ্ঞানানাঃ' পদের দ্যোতক-রূপে) অধ্যাহৃত হইয়াছে। সেই অধ্যাহৃত 'দেবাঃ' পদ কর্তৃপদ-রূপে এবং 'স্বাঃ তন্বঃ' পদদ্বয় কর্ম্মপদ-রূপে পরিগ্রহণানন্তর 'কৃণ্বত' ক্রিয়াপদের সহিত উহার সম্বন্ধ সূচনা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, আমরাও সেই পথেই অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি বটে, কিন্তু 'সজ্ঞানানাঃ' পদের মর্ম্মার্থে 'সাধবঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণানন্তর তাহারই প্রতিবাক্য 'তে' পদ কর্তৃপদ-রূপে গ্রহণ করিয়াছি। তদনুসারে, দেবত্বের এবং প্রজ্ঞানের সমীপস্থ হইয়া সাধুগণ যে এই মরদেহের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হয়েন এবং ক্রমশঃ ভগবানের সখিত্ব লাভ করিয়া অমৃতত্বের অধিকারী হয়েন,—এই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। এ পক্ষে 'রিরিক্বাংসঃ' পদের 'রিক্তীকুর্ব্বন্তঃ' প্রতিবাক্য হইতেই জন্ম-জরা-মরণ-সম্বন্ধ ছিন্ন করার ভাব আসে। কর্ম্মপ্রভাবেই সাধুগণ এই মরদেহ—জন্ম-জরা-মরণ-সম্বন্ধ—বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হয়েন এবং ভগবানের সম্বন্ধ লাভ করেন। এই মন্ত্রের 'সখ্যুঃ'-পদে মিত্রের অর্থাৎ লোকসখা ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আসে। এইরূপ, 'সখা' পদে 'সখিত্বের দ্বারা' ভাব প্রাপ্ত হই। ভগবানের সখিত্বের প্রভাবে, তাঁহার করুণার ফলে, সাধুগণ যে 'রক্ষমাণাঃ' অর্থাৎ অক্ষর অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন, মুক্তি লাভ করেন, তাহা স্বতঃই বোধগম্য হয়। দ্বিতীয়তঃ, 'যদ্ব' অভিধায়ে আমরা "স্বাঃ তন্বঃ" পদদ্বয়কে কর্তৃপদ-রূপেই গ্রহণ করিয়াছি; বিভক্তিব্যত্যয় স্বীকার করি নাই। কিন্তু তাহাতেও দেখুন, একই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। বঙ্গানুবাদেই সে অর্থ বিশদীকৃত দেখিবেন। ফলতঃ, সাধুগণ কি প্রকারে পরাগতি লাভ করেন, এই মন্ত্রে তাহারই আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। ([illegible])

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিসপ্ততিতমং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

ত্রিঃ সপ্ত যদ্গুহ্যানি ত্বে ইৎ

পদাবিদন্নিহিতা যজ্ঞিয়াসঃ।

তেভী রক্ষন্তে অমৃতং সজোষাঃ পশূঞ্চ

স্থাতৄঞ্চরথং চ পাহি ॥ ৬ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্রিঃ। সপ্ত। যৎ। গুহ্যানি। ত্বে ইতি। ইৎ।

পদা। অবিদন্। নিঽহিতা। যজ্ঞিয়াসঃ।

তেভিঃ। রক্ষন্তে। অমৃতং। সঽজোষাঃ। পশূন্। চ।

স্থাতৄন্। চরথং। চ। পাহি ॥ ৬ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'ত্রিঃ' (ত্রিকালে, ভূতভবিষ্যৎবর্ত্তমানানি ত্রিকালব্যাপকানি) 'সপ্ত' (সপ্ত-লোকে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, যথা—সপ্তলোকব্যাপকানি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডাধিষ্ঠিতানি) 'ত্বে ইৎ' (ত্বয়ি এব) 'নিহিতা' (স্থাপিতানি) 'যৎ' (যানি) 'গুহ্যানি' (নিগূঢ়ানি, সাধকেন বিনা অন্যৈরজ্ঞাতানি) 'পদা' (পদানি, কর্ম্মাণি—ভগবৎপ্রাপ্তিরূপাণি, যথা—ভগবতঃ স্বরূপ-ভূতানি) [illegible] 'যজ্ঞিয়াসঃ' (সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ সাধবঃ এব) তানি 'অবিদন্' (জানন্তি, [illegible]) [illegible] 'তেভিঃ' (সৎকর্ম্মলক্ষণৈঃ পদৈঃ, আত্মনাং সৎকর্ম্মভিঃ সহ)

'অমৃতং' (অমৃতত্বং, মোক্ষং) 'রক্ষন্তে' (স্থাপয়ন্তি); তেষাং কর্ম্মণা সহ মোক্ষং অবিচ্ছিন্নং তিষ্ঠতি—ইতি ভাবঃ ; 'সজোষাঃ' (সর্ব্বান্ প্রতি সমপ্রীতিসম্পন্নস্বং হে ভগবন্!) 'পশূন্' (পশ্বাদীন্ প্রাণিনঃ, যদ্বা—পশুভাবাপন্নান্ বিমূঢ়ান) 'চ' (তথা) 'স্থাতৄন্' (স্থাবরান্, যদ্বা—সৎকর্ম্মসম্পাদনায় উদ্যমহীনান্) 'চ' (তথা) 'চরথং' (পশ্বতিরিক্তং প্রাণিজাতং, যদ্বা—সৎকর্ম্মপরায়ণং জনং) 'পাহি' (রক্ষ, পালয়); বিশ্বস্য কোঽপি ভবতঃ করুণায়াং বঞ্চিতো ন ভবেৎ—ইতি ভাবঃ। (১ম—৭২সূ—৬ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! তিন কালে অথবা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান ত্রিকালব্যাপক, সপ্তলোকে অথবা সপ্তলোকব্যাপক, আপনাতেই রক্ষিত যে নিগূঢ় (সাধক ভিন্ন অন্যের অজানিত) ভগবৎপ্রাপ্তি-রূপ যে কর্ম্মসমূহ আছে, সৎকর্ম্মপরায়ণ সাধকগণই তৎসমুদায় অবগত হয়েন—জানিয়া থাকেন; তাহা জানিয়াই তাঁহারা আপনাদিগের সৎকর্ম্মসমূহের সহিত অমৃতত্বকে সম্মিলিত রাখিয়া থাকেন; (ভাব এই যে,—তাঁহাদিগের কর্ম্মের সহিতই তাঁহাদিগের মোক্ষ অবিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে); সকলের প্রতি সমান প্রীতিসম্পন্ন হে ভগবন্! পশ্বাদি প্রাণীসমূহকে (অথবা পশু-ভাবাপন্ন মূঢ়গণকে) স্থাবরদিগকে (অথবা সৎকর্ম্মসম্পাদনে উদ্যম-হীনগণকে) এবং পশু ভিন্ন অন্য প্রাণিজাতকে (অথবা সৎকর্ম্মপরায়ণ জনকে) আপনি রক্ষা করুন; (ভাব এই যে,—বিশ্বের কেহ যেন আপনার করুণায় বঞ্চিত না হয়।)॥ (১ম—৭২সূ—৬ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

ত্রিঃ সপ্ত। একবিংশতিসংখ্যাকানি গুহ্যানি রহস্যানি বিবেকসমধিগম্যানি যৎ যানি পদা পদানি। পদ্যন্তে গম্যন্তে স্বর্গ এভিরিতি ব্যুৎপত্ত্যা পদশব্দেনাত্র যজ্ঞা উচ্যন্তে। তে চৈক-বিংশতিসংখ্যাকাঃ। ঔপাসনহোমবৈশ্বদেবাদয়ঃ সপ্তপাকযজ্ঞাঃ। অগ্ন্যাধেয়দর্শপূর্ণমাসাদয়ঃ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ত্রিঃ সপ্ত' একবিংশতিসংখ্যক 'গুহানি' রহস্যসমূহকে জানেন বা অধিগম্য হয় 'যৎ' যে সকল 'পদা' (পদানি) পদসমূহে। তাহাদিগের দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্ত হয়—এই ব্যুৎপত্তিতে পদ-শব্দ দ্বারা এখানে যজ্ঞসমূহকে কথিত হয়। তাহারা একবিংশতি সংখ্যক; [illegible] উপাসনা ও হোমাদি সপ্ত পাকযজ্ঞ; [illegible]

সপ্ত হবির্যজ্ঞাঃ। অগ্নিষ্টোমাত্যগ্নিষ্টোমাদয়ঃ সপ্ত সোমযজ্ঞাঃ। এবমেকবিংশতিসংখ্যাকানি যজ্ঞলক্ষণানি পদানি হে অগ্নে ত্বে ইৎ ত্বয্যেব নিহিতা স্থাপিতানি। তেষাং সর্ব্বেষাং ত্বৎপ্রধানত্বাৎ। ন হ্যগ্নিমন্তরেণ যাগা অনুষ্ঠাতুং শক্যন্তে। যজ্ঞিয়াসো যজ্ঞার্হা অর্থিত্বসামর্থ্য-বৈদুষ্যাদিভিরধিকারহেতুভির্যুক্তাঃ। তথা চোক্তং। অর্থী সমর্থো বিদ্বান্ শাস্ত্রেণাপর্য্যুদস্তঃ কর্ম্মণ্যধিকারীতি। এবম্বিধলক্ষণোপেতা যজমানাস্তানি পদান্যবিদন্। অলভন্ত। লব্ধ্বা চ তেভির্যজ্ঞলক্ষণৈঃ পদৈরমৃতমমরধর্ম্মাণং ত্বাং রক্ষন্তে। পালয়ন্তি। যজন্তীত্যর্থঃ। সজোষাস্তৈর্যজমানৈঃ সমানপ্রীতিস্ত্বং পশূন্ গবাশ্বাদিপশূংশ্চ স্থাতৄন্ ব্রীহ্যাদিস্থাবরাণি চরথং পশুব্যতিরিক্তমন্যদ্যৎপ্রাণিজাতমস্তি তচ্চ পাহি। রক্ষ। তেষু হি রক্ষিতেষু ত্বদীয়া যাগাঃ কর্ত্তুং শক্যন্তে নান্যথা। অতস্ত্বমেবমুচ্যস ইত্যর্থঃ॥

যৎ। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তের্লুক্। গুহানি। গুহায়াং ভবানি। ভবে ছন্দসীতি যৎ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। ত্বে। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যাঃ শে আদেশঃ। অবিদন্। বিদলৃলাভে। লৃদিত্বাদঙ্। পশূন্ স্থাতৄন্। উভয়ত্রোভয়থর্ক্ষ্বিত্যুভয়থা-ভাবান্নকারস্য রুত্বাভাবঃ॥ (১ম—৭২সূ—৬ঋ)॥

• • •

ষ্টোম প্রভৃতি সপ্ত সোমযজ্ঞ; এইরূপ একবিংশতি সংখ্যক যজ্ঞলক্ষণ পদসমূহে। হে অগ্নে! 'ত্বে ইৎ' আপনারই কর্তৃক 'নিহিতা' স্থাপিত। তাহাদিগের সকলের উপর আপনার প্রাধান্য হেতু; অগ্নি ভিন্ন যাগাদির অনুষ্ঠানে সমর্থ হওয়া যায় না—এই জন্য। 'যজ্ঞিয়াসঃ' যজ্ঞার্হ; অর্থিত্ব সামর্থ্য বৈদুষ্য আদি অধিকার-হেতুসমূহযুক্ত। এ বিষয়ে এইরূপ উক্তি আছে;— "অর্থী সমর্থো বিদ্বান্ শাস্ত্রেণাপর্য্যুদস্তঃ কর্ম্মণ্যধিকারীতি।" এবম্বিধ লক্ষণবিশিষ্ট যজমানসকল সেই পদ-সমূহকে 'অবিদন্' লাভ করিয়াছিলেন। লাভ করিয়া 'তেভিঃ' যজ্ঞলক্ষণ-পদসমূহের দ্বারা 'অমৃতং' অমরণ-ধর্ম্মী আপনাকে 'রক্ষন্তে' পালন করেন—যজন করেন ইত্যর্থ। 'সজোষাঃ' সেই যজমানগণের দ্বারা সমান-প্রীতিযুক্ত আপনি 'পশূন্' গরু অশ্ব প্রভৃতি পশু-গণকে 'চ' এবং 'স্থাতৄন্' ব্রীহ্যাদি স্থাবর দ্রব্যসমূহকে 'চ' এবং 'চরথং' পশুব্যতিরিক্ত অন্য যে প্রাণীজাত আছে তাহাদিগকেও 'পাহি' রক্ষা করুন। রক্ষিত সেই সকলে আপনার যাগকর্ম্ম করিতে সমর্থ হয়; অন্যথা হয় না। যে হেতু আপনিই এইরূপ করিয়া থাকেন—ইহাই ভাবার্থ।

যৎ। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির লোপ। গুহানি। গুহাতে অবস্থিত—এই অর্থে 'ভবে ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে যৎ। 'যতোঽনাবঃ' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। ত্বে। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে সপ্তমীতে শে আদেশ। অবিদন্। বিদলৃ ধাতু লাভার্থক। লৃদিত্ব-হেতু অঙ্। পশূন্ স্থাতৄন্। উভয়-স্থলে 'উভয়থর্ক্ষু' ইত্যাদি সূত্রে উভয়থাভাব-হেতু ন-কারের রুত্বের অভাব। (১ম—৭২সূ—৬ঋ)॥

ষষ্ঠ (৮০৯) ঋকের বিশদার্থ।

ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ,—'এই মন্ত্রটী অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। অগ্নির পূজার অর্থাৎ যজ্ঞাদির এক-বিংশতি সংখ্যক প্রক্রিয়া বা পর্য্যায় আছে। যে যজমানগণ সেই এক-বিংশতি নিগূঢ় পথ বা প্রক্রিয়া জানেন এবং তদ্দ্বারা অগ্নির অর্চ্চনা করেন; অগ্নি সেই যজমানগণের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন হইয়া তাঁহাদিগের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষা করিয়া থাকেন। প্রধানতঃ এই ভাবই রূপান্তরে বিবিধ ব্যাখ্যার মুখে প্রকাশ পাইয়া আসিতেছি। মন্ত্রে 'ত্রিঃ সপ্ত' এবং 'গুহ্যানি পদা' প্রভৃতি পদ আছে। তাহা হইতে ঐ এক-বিংশতি সংখ্যক নিগূঢ়কর্ম্মের বা যজ্ঞের সম্বন্ধ সূত্রিত করা হয়। কিন্তু সে কর্ম্ম বা যজ্ঞ যে কি প্রকার, তাহার বিশেষ নিদর্শন মন্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাহা গুহ্যই রহিয়া গিয়াছে—দেখিতে পাই। তবে ভাষ্যকার একবিংশতি সংখ্যক যজ্ঞ-কর্ম্মের একটা নামোল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সেই একবিংশতি যজ্ঞই যে অমৃতত্ব-লাভের একমাত্র উপায়—তদ্ভিন্ন যে উপায়ান্তর নাই, তাহা বলেন নাই। মূলে 'অমৃতং' পদ আছে। ঐ পদটীকে সাধারণতঃ অগ্নির সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়। তার পর 'পশূন্' 'স্থাতৃন্' ও 'চরথং' পদত্রয়ে পশু স্থাবর ও জঙ্গম সংক্রান্ত সম্পত্তিকে লক্ষ্য করা হইয়া থাকে। এইরূপে যে অর্থ অধুনা প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার কয়েকটী (দুইটী ইংরাজী ও দুইটী বাঙ্গালা) আদর্শ নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে। যথা,—

(১) "ঋত্বিকেরা 'তোমাতে একবিংশতিটি যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত আছে' ইহা জ্ঞাত হইয়া তোমার অর্চ্চনা করে। তুমি যজমানগণের প্রতি প্রীত হইয়া তাহাদিগের সমস্ত সম্পত্তি রক্ষা কর।"

(২) "যজমানগণ তোমাতে নিহিত একবিংশতি নিগূঢ় পদ জানিয়াছে, তদ্দ্বারা তোমাকে অর্চ্চনা করে; তুমি যজমানগণের প্রতি স্নেহযুক্ত হইয়া তাহাদিগের পশু স্থাবর জঙ্গম রক্ষা কর।"

(3) "When the worshipful (gods) have discovered the thrice seven [illegible] steps [illegible] places [illegible]

down in thee, they concordantly guard with them immortality. Protect thou the cattle and that which remains steadfast and that which moves."

(4) "Soon as the holy beings had discovered the thrice-seven mystic things contained within thee. With these one-minded, they preserve the Amrit: guard thou the like of all their plants and cattle."

এই চতুর্ব্বিধ ব্যাখ্যায় বিভিন্ন পদের বিভিন্ন রূপ অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। তুলনায় আলোচনা করিয়া দেখিলেই সে তত্ত্ব বোধগম্য হইবে। এখন, আমরা যে দৃষ্টিতে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহার একটু আলোচনা করিতেছি। সে আলোচনায় প্রথম লক্ষ্যস্থল—'ত্রিঃ' ও 'সপ্ত' পদদ্বয়। ঐ দুই পদ বেদের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত হইয়াছি। * ঐ দুই পদে যথাক্রমে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রিকালের এবং সপ্তলোকাধিষ্ঠিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি লক্ষ্য আসে। সকল কালে সকল লোকে সাধুগণ ভগবানের যে উপাসনা-প্রণালী অবগত হইয়া তদনুসারে কার্য্য করেন,—মন্ত্রের প্রথমাংশে 'ত্রিঃ সপ্ত' হইতে 'পদা' পর্য্যন্ত পদসমষ্টিতে সেই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। 'গুহ্যানি' পদের ভাবে বলা হইয়াছে—সাধুগণের সে উপাসনা প্রণালী-নিগূঢ়। এই অর্থে তাহা নিগূঢ় যে, সাধুগণ ভিন্ন অন্যে তাহা ধারণা করিতে পারেন না। যাঁহারা সৎপথাবলম্বী সৎকর্ম্মপরায়ণ সাধু, তাঁহারা স্বতঃই যে পথ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, অন্যের পক্ষে তাহা দুর্লক্ষ্য—দুরধিগম্য—সুতরাং নিগূঢ়। মন্ত্রান্তর্গত 'গুহ্যানি' পদের তাহাই তাৎপর্য্য। তাই আমরা ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'সাধকেন বিনা অন্যৈরজ্ঞানিতানি' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। 'পদা' পদে ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ কর্ম্মকেই—ভগবানের স্বরূপ-তত্ত্বকেই বুঝাইয়া থাকে। যাঁহারা 'যজ্ঞিয়াসঃ' অর্থাৎ সৎকর্ম্মপরায়ণ সাধক, তাঁহারা সেই তত্ত্ব—ভগবানের উপাসনার শ্রেষ্ঠ প্রণালী—অবগত হয়েন, অর্থাৎ সদা কালই অবগত আছেন। সেই যে তত্ত্ব—সেই যে

---

* অথর্ববেদের প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ঐ দুই পদের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে আলোচিত হইয়াছে। [illegible] প্রবন্ধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

উপাসনা-প্রণালী—ভগবানই সাধকগণকে তাহা শিখাইয়া দেন, জ্ঞানের দ্বারাই সে তত্ত্ব সাধকগণের অধিগত হয়। তাই বলা হইয়াছে,—'ত্বে ইৎ নিহিতা।' তাঁহারই স্থাপিত—তাঁহারই প্রদর্শিত—পথ লাভ করিয়া, সেই পথের দ্বারাই, সেই পথে পরিচালিত হইয়াই, সাধুগণ অমৃতত্ব লাভ করেন—আপনাদিগের কর্ম্মের সহিত অমৃতত্ব স্থাপনে সমর্থ হয়েন। এইরূপে "তেভিঃ অমৃতং রক্ষন্তে" পদত্রয়ে সাধুগণের সৎকর্ম্মের সহিত মোক্ষ যে অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতি করে, তাহাই উপলব্ধ হয়। তদনুসারে মন্ত্রের প্রথম অংশটীকে ভগবানের মাহাত্ম্য-খ্যাপক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে, 'সজোষাঃ' হইতে 'পাহি' পর্য্যন্ত পদ-কয়েকটীতে, প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি সকলের প্রতি সমান-প্রীতি-সম্পন্ন; এই জন্যই তিনি 'সজোষাঃ'। যিনি সকলের প্রতি সমান-প্রীতি-সম্পন্ন, তাঁহার নিকট বিভিন্ন স্তরের অধিকারীর বিভিন্ন রূপ প্রার্থনা প্রকাশ পায়। যাহারা ঘোর সংসারী—পশু ভূসম্পত্তি ও লোকজন লইয়াই যাহাদিগের সম্পৎ, তাহারা সেই সকল সম্পদের রক্ষার জন্যই কামনা করিয়া থাকে। সে পক্ষে 'পশূন্' 'স্থাতৃন্' ও 'চরথং' প্রভৃতি পদে পশ্বাদি সম্পত্তির বিষয়ই অর্থ আসিতে পারে। কিন্তু যাঁহারা 'যজ্ঞিয়াসঃ', লোকহিতসাধনেচ্ছু সাধক, তাঁহারা যে জগতের সকলের মঙ্গল-কামনায় অনুপ্রাণিত থাকেন, ঐ সকল পদে অন্য দৃষ্টিতে সেই ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তখন মনে হয়, মন্ত্রে ঐ যে 'পশূন' পদ রহিয়াছে, তাহার ভাব,—'হে ভগবন্! সংসারের এই পশুভাবাপন্ন বিমূঢ়জনগণকে আপনি রক্ষা করুন।' তারপর, মন্ত্রে ঐ যে 'স্থাতৃন্' পদ রহিয়াছে, তাহাতে যেন বলা হইতেছে,—'হে ভগবন্! সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে উদ্যমহীন স্থাবর সদৃশ জনগণকে আপনি রক্ষা করুন।' শেষে বলা হইয়াছে,—'সেই ভাবে রক্ষা করুন, যেমন ভাবে সৎকর্ম্মপরায়ণ জনকে রক্ষা করিয়া থাকেন।' * অথবা, 'পশূন' 'স্থাতৃন্' ও 'চরথং' পদত্রয়ের ভাব এই যে, সংসারের সকলকেই আপনি রক্ষা করুন—

---

* এই অংশের 'চ' শব্দের 'তথা' প্রতিবাক্যের পরিবর্তে 'যথা' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিলে বোধ হয় সর্ব্বথা ভাব-সঙ্গতি রক্ষিত হয়।

আপনার কৃপায় সংসারের সকলেই পরিত্রাণ লাভ করুক। এইরূপ বিশ্বহিতসাধন-আকাঙ্ক্ষা এই মন্ত্রাংশে প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করিতে পারি। (১ম—৭২সূ—৬ঋ)।

—•—

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিসপ্ততিতমং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

বিদ্বাঁ অগ্নে বয়ুনানি ক্ষিতীনাং ব্যানুষক্

শুরুধো জীবসে ধাঃ।

অন্তর্ব্বিদ্বাঁ অধ্বনো দেবযানানতন্দ্রো

দূতো অভবো হবির্ব্বাট্ ॥ ৭ ॥

•.•

পদ-বিশ্লেষণং।

বিদ্বান্। অগ্নে। বয়ুনানি। ক্ষিতীনাং। বি। আনুষক্।

শুরুধঃ। জীবসে ধাঃ।

অন্তঃ৽বিদ্বান্। অধ্বনঃ। দেব৽যানান্। অতন্দ্রঃ।

দূতঃ। অভবঃ। হবিঃ৽বাট্ ॥ ৭ ॥

•.•

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'বয়ুনানি' (অস্মৎসম্বন্ধীনি সর্ব্বাণি জ্ঞাতব্যানি, অস্মাকং কর্ম্মাণি ইতি ভাবঃ, যদ্বা—অস্মাকং চাঞ্চল্যানি, চিত্তচাঞ্চল্যং ইতি ভাবঃ) 'বিদ্বান্' (জানন্ বুদ্ধা ইতি ভাবঃ) 'ক্ষিতীনাং' (লোকানাং, অস্মাকং ইতি ভাবঃ) 'জীবসে' (জীবিতুং

রক্ষণায় ইতি ভাবঃ) 'আনুষক্' (সততং) 'বি' (বিশেষেণ) 'জুহুরাণঃ' (কুটিলং [illegible] সৎকর্ম্মণঃ অন্তরায়ং ইতি ভাবঃ) 'ধাঃ' (ধারয়, অপসারয়); অপিচ, 'অন্তর্বিদ্বান্' (নিগূঢ়ং হৃদগতং অভিপ্রায়ং জানন্, অস্মাকং অন্তরস্থং ভাবং জ্ঞাত্বা ইতি ভাবঃ) তথা 'দেবযানান্' (অস্মদভ্যন্তরে দেবস্য দেবভাবস্য বা গতাগতিমূলকান্) 'অধ্বনঃ' (মার্গান্—জানন্ ইতি যাবৎ) 'অতন্দ্রঃ' (পুনঃপুনঃ, নিরলসভাবেন) 'হবির্বাট্' (হবিষঃ শুদ্ধসত্ত্বস্য বা বহনকারী, ভগবতি অস্মাকং শুদ্ধসত্ত্বং সমর্পয়িতা সন্) 'দূতঃ' (ভগবৎ-প্রাপকঃ, ভগবতি মিলনসাধকঃ) 'অভবঃ' (ভবসি ভব বা)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—হে জ্ঞানদেব! মম অন্তরস্থিতং কলুষকালিমানং অপসৃত্য ভগবতা সহ মম কর্ম্মণঃ আত্মনঃ বা মিলনসাধনং কুরু। (১ম—১২সূ—৭ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আমাদিগের সম্বন্ধীয় সকল জ্ঞাতব্যকে অর্থাৎ আমাদিগের কর্ম্মসমূহকে অথবা আমাদিগের চাঞ্চল্যসমূহকে অর্থাৎ চিত্ত-চাঞ্চল্যকে, অবগত হইয়া (বুঝিয়া), লোকসমূহের অর্থাৎ আমাদিগের রক্ষণের নিমিত্ত, সতত বিশেষপ্রকারে আমাদিগের সৎকর্ম্মের অন্তরায়কে অপসারণ করুন; আর, আমাদিগের অন্তরস্থিতভাব জানিয়া এবং আমাদিগের অভ্যন্তরে দেবতার অর্থাৎ দেব ভাবের গতাগতিমূলক পথসমূহকে জানিয়া, পুনঃপুনঃ শুদ্ধসত্ত্বের বহনকারী অর্থাৎ ভগবানে আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্বের সমর্পয়িতা হইয়া, ভগবানে মিলনসাধক অর্থাৎ আমাদিগের পক্ষে ভগবৎপ্রাপক হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে জ্ঞানদেব! আমার অন্তরের কলুষ-কালিমা অপসারণ করিয়া ভগবানের সহিত আমার কর্ম্মের অর্থাৎ আমার আত্মার মিলন-সাধন করিয়া দিউন।)। (১ম—১২সূ—৭ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে বয়ুনানি। জ্ঞানমাত্রৈতৎ ইহ তু জ্ঞাতব্যো বর্ত্ততে। সর্ব্বাণি জ্ঞাতব্যানি বিদ্বান্ জানংস্তং ক্ষিতীনাং যজমানলক্ষণানাং প্রজানাং জীবনে জীবিতুং [illegible]

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অগ্নে' [illegible] 'বয়ুনানি' [illegible] এই পদ জ্ঞান-নাম [illegible] অর্থে প্রযুক্ত। [illegible] জ্ঞাতব্যকে [illegible]

জীবনে [illegible] 'জুহুরাণঃ' [illegible]

শোধকস্ত রোধস্ত্রিরীস্থিযোহস্নাস্থানুষক অনুষক্তং সততং যথা ভবন্তি তথা বিধাঃ। বিধেহি। কুর্ব্বিত্যর্থঃ। এবং যজমানানমলমৃদ্ধান্ কৃত্বানন্তরং হবির্ব্বাট্ তৈর্দ্দেবেভ্যঃ প্রত্তংহবির্ব্বহন্দূতো-হভবঃ। দেবানাং দূতো ভবসি। কীদৃশস্ত্বং অন্তর্ব্বিদ্বান্। দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যে জানন্। কিং জানন্। অধ্বনঃ। মার্গান্। কীদৃশান্। দেবযানান্। দেবাঃ যৈর্ম্মার্গৈর্যন্তি গচ্ছন্তি তাঞ্জানন্নিত্যর্থঃ। অতন্দ্রঃ। পুনর্হবির্ব্বহনেহপ্যনলসঃ॥

বয়ুনানি। অজ গতিক্ষেপণয়োঃ। অজিযমিশীঙ্ভ্যশ্চ। উ° ৩।৬১। ইতি কর্ম্মণ্যুনপ্রত্যয়ঃ। অজের্ব্যঘঞপোরিতি বীভাবঃ। ক্ষিতীনাং। ক্ষিয়ন্তি নিবসন্তীতি ক্ষিতয়ো মনুষ্যাঃ। ক্তিচ্ক্তৌ চ সংজ্ঞায়ামিতি কর্ত্তরি ক্তিচ্। অন্তোদাত্তাৎহ্রস্বান্তাৎ-ক্ষিতিশব্দাদুত্তরস্য নামো নামন্যতরস্যামিত্যুদাত্তত্বং। শুরুধঃ। শুচং রুন্ধন্তীতি শুরুধঃ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। পূর্ব্বপদস্যান্ত্যলোপঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ॥ (১ম—৭২সূ—৭ঋ)॥

• • •

সপ্তম (৮১০) ঋকের বিশদার্থ।

—§:০◯০:§—

প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতেছি, পদগত অর্থের বিভিন্নতা-হেতু মন্ত্রার্থে বিভিন্ন ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। যে পদের যে অর্থ অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা অনেক স্থলে সে অর্থের পোষকতা করিতে পারিতেছি না। সুতরাং আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের সহিত প্রচলিত অর্থ-সমূহের নানা মতান্তর ঘটিতেছে। আলোচ্য মন্ত্রের কয়েকটী পদ কি অর্থে সাধারণতঃ প্রচলিত আছে এবং সেই সকল পদের কি অর্থ ই

যে রূপে সতত অনুষক্ত হয়, সেইরূপ। 'বিধাঃ' (বিধেহি) করুন—ইত্যর্থ। এইরূপে যজমানগণকে অলমৃদ্ধ করার পর 'হবির্ব্বাট্' সেই দেবগণের প্রতি হবির্ব্বহন 'দূতঃ অভবঃ' দূত হউন; অর্থাৎ, দেবগণের দূত হউন। কীদৃশ আপনি? 'অন্তর্বিদ্বান্' দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে জানেন। কি জানেন? 'অধ্বনঃ' মার্গসমূহকে। কি প্রকার? 'দেবযানান্' যে সকল মার্গে দেবগণ গমন করেন, তাহা জানেন ইত্যর্থ। 'অতন্দ্রঃ' পুনঃপুনঃ হবির্ব্বহনেও অনলস।

বয়ুনানি। অজ ধাতু গতি ও ক্ষেপণার্থক। 'অজিযমিশীঙ্ভ্যশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে (উ° ৩।৬১) কর্ম্মণি বাচ্যে উন্ প্রত্যয়। 'অজের্ব্যঘঞপোঃ' ইত্যাদি সূত্রে বী-ভাব। ক্ষিতীনাং। 'ক্ষিয়ন্তি' অর্থাৎ বাস করে—এই অর্থে 'ক্ষিতয়ঃ' পদে মনুষ্যগণকে বুঝায়। 'ক্তিচ্ক্তৌ চ সংজ্ঞায়াং' ইত্যাদি সূত্রে কর্ত্তৃবাচ্যে ক্তিচ্। অন্তোদাত্ত-হেতু হ্রস্বান্ত হওয়ায় ক্ষিতি শব্দের উত্তরে 'নামো নামন্যতরস্যাং' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। শুরুধঃ। শুচিকে রোধ করে—এই অর্থে শুরুধঃ পদ। 'ক্বিপ্ চ' ইত্যাদি সূত্রে ক্বিপ। পৃষোদরাদিত্ব-হেতু পূর্ব্বপদের অন্ত্যলোপ হইয়াছে। (১ম—৭২সূ—৭ঋ)॥

যা সঙ্গত বলিয়া মনে করিতেছি, তাহার বিচার করিলে মন্ত্রার্থ পরিস্ফুট হইবে। তদনুসারে আমরা প্রথমে কয়েকটী পদের বিশ্লেষণ করিতেছি।

প্রথম—'বয়ুনানি' পদ। গতি ও ক্ষেপণার্থক 'অজ' ধাতু হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন। তদনুসারে ভাষ্যকার ঐ পদে 'জ্ঞাতব্য সকলকে' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ঐ পদে দ্বিবিধ দৃষ্টিতে একই ভাব পরিগ্রহণ করিতেছি। প্রথমতঃ, 'জ্ঞাতব্য সকলকে' বলিতে আমাদিগের সম্বন্ধীয় সকল জ্ঞাতব্যকে অর্থাৎ আমাদিগের কর্ম্মসমূহকে বুঝাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ধাত্বর্থ অনুসরণে গতি ও ক্ষেপণ অর্থ-মূলে, ঐ পদে আমাদিগের চাঞ্চল্যসমূহকে অর্থাৎ চিত্তচাঞ্চল্যকে লক্ষ্য করা যায়। সে পক্ষে প্রার্থনার ভাব হয় এই যে,—'আমাদিগের জ্ঞান যেন সদসৎ কর্ম্মকে এবং চিত্তচাঞ্চল্যকে বুঝিয়া সংযত করেন।' মন্ত্রের 'বিদ্বান্' পদে বুঝিয়া জানিয়া প্রভৃতি ভাব আসে। আমরা যেন মোহপঙ্কে ডুবিয়া না থাকি; অজ্ঞানতা যেন আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলে। 'বয়ুনানি' 'বিদ্বান্' পদদ্বয় সেই তত্ত্ব অধিগত হয়। এ পক্ষে জ্ঞানদেবতাকে অর্থাৎ আপনার অধিষ্ঠাতা জ্ঞানকে যেন বলা হইতেছে,—'হে জ্ঞান! আপনি আমার সকল কর্ম্ম অবগত হউন, সকল চাঞ্চল্য দূর করুন।' কি জন্য? 'ক্ষিতীনাং জীবসে' পদদ্বয়ে সেই তত্ত্ব প্রকাশমান্। প্রজাসমূহের—লোকসমূহের অর্থাৎ আমাদিগের জীবনের জন্য অর্থাৎ রক্ষার নিমিত্ত। এ পক্ষে ভাষ্যার্থের সহিত আমাদিগের অর্থের প্রায়ই ঐকমত্য লক্ষিত হইবে। তার পর, এখন দেখুন, 'শুরুধঃ' পদে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। শোধকের রোধয়িত্রী হইতে ঐ পদে অন্নসমূহকে বুঝাইয়া থাকে। ইহাই ভাষ্যাদির অভিমত। কিন্তু আমরা বলি, অত দূর-অন্বয়ে ঐ পদে 'অন্ন' অর্থ গ্রহণের কোনই আবশ্যকতা নাই। যাহা শোধকের রোধয়িত্রী, শুচিরোধক, তাহাকে সৎকর্ম্মের অন্তরায় ভিন্ন অন্য আর কি বলা যাইতে পারে? আমরা তাই ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'সৎকর্ম্মের অন্তরায়' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'আনুষক্' বা 'বি' পদ সম্বন্ধে মতান্তরের কারণ নাই। কিন্তু 'ধাঃ' পদ উপলক্ষে 'বিধেহি' অর্থ গ্রহণ না করিয়া 'ধারয়' অর্থাৎ 'অপসারয়' প্রতিবাক্য গ্রহণ করি। সৎকর্ম্মের অন্তরায়কে 'বিহিত' করুন—বলা অপেক্ষা, 'অপসারণ করুন' বলাই সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

'বিহিত করুন' বলিতেই 'যথাযোগ্য-রূপে স্থাপন করুন' ভাব প্রাপ্ত হই। এইরূপে, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের বাধাকে 'বিহিত করা' হইতে 'অপসারণ করা' ভাব আসিয়া থাকে। এতদনুসারে মন্ত্রের প্রথম অংশের 'অগ্নে' হইতে 'ধাঃ' পর্য্যন্ত পদ-কয়েকটীর প্রার্থনার মর্ম্মার্থ হয় এই যে,—'হে জ্ঞানদেব! আমাদিগের সকল অবস্থা অবগত হইয়া বা বিচার করিয়া আমাদিগের সৎকর্ম্ম-সম্পাদন-পথের অন্তরায়কে অপসারণ করিয়া দিউন; অর্থাৎ, সৎজ্ঞানের সাহায্যে আমরা যেন সৎকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া যাইতে পারি—ইহাই প্রার্থনা।'

অতঃপর, মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে, 'অন্তর্ব্বিদ্বান' হইতে 'অভবঃ' পর্য্যন্ত মন্ত্রাংশে, কি ভাব পরিব্যক্ত হয়—তাহা বিশ্লেষণ করিতেছি। এই অংশের প্রচলিত অর্থের মর্ম্ম এই যে,—'দেবগণ আকাশ-পথে গুহ্যভাবে গতিবিধি করেন। অগ্নি সেই পথ অবগত হইয়া দেবোদ্দেশে প্রদত্ত হবিসমূহ বহন করিয়া লইয়া যাউন।' কিন্তু আমরা বলি এই অংশের 'অন্তর্ব্বিদ্বান্' পদে অন্তরস্থ ভাব অবগত হওয়ার প্রসঙ্গই প্রখ্যাত আছে। মন্ত্রের প্রথমাংশে 'বয়ুনানি বিদ্বান্' পদদ্বয়ে যাহা সূচনা করা হইয়াছে, এখানে উপসংহারে তাহারই দ্যোতনা দেখিতেছি। নিগূঢ় হৃদগত অভিপ্রায় জানিয়া অর্থাৎ আমাদিগের অন্তরস্থ ভাব জানিয়া,—এইরূপ অর্থ ই ঐ পদে সঙ্গত বলিয়া বুঝিতে পারি। হৃদয়ের মধ্যে কোথায় ত্রুটি বিচ্যুতি আছে, অন্তরের অভ্যন্তরে কোথায় কালকীট আশ্রয় লইয়া আছে, সে সকল অবগত হইয়া, আমাদিগের অভ্যন্তরে দেবভাবের গতাগতিমূলক পথকে অর্থাৎ যদ্দ্বারা হৃদয়ে দেবত্বের বিকাশ হয়, সেই উপায়সমূহকে অধিষ্ঠিত করুন। এখানে 'দেবযানান্ অধ্বনঃ' পদদ্বয়ে, যেরূপে হৃদয়ে দেবভাবের বিকাশ হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য আসে। 'হবির্বাট্' পদে 'হবির্বহণকারী' অর্থ হইতে আমরা 'শুদ্ধসত্ত্বের সমর্পয়িতা' ভাব গ্রহণ করি। 'দূতঃ অভবঃ' পদদ্বয়ে 'ভগবানে মিলন-সাধক অর্থাৎ ভগবৎ-প্রাপক হউন' ভাব আসিয়া থাকে। এইরূপে, 'হে অগ্নি! আপনি অনলসভাবে হোমের ঘৃতকে বা হোমকে দেবতার নিকট বহন করিয়া লইয়া যাউন'—এবম্বিধ প্রার্থনা হইতে (প্রচলিত অর্থানুসারে), আমরা এই অংশের অর্থ নির্দ্দেশ করিতেছি,—

'হে আমাদিগের জ্ঞান (জ্ঞানদেব)! আপনি আমাদিগের অন্তরস্থ ভাব অবগত হইয়া, কোন্ পথে দেবত্বের বিকাশ হয় তাহা বুঝিয়া, আমাদিগের মধ্যে দেবত্বের বিকাশ করিয়া দিউন, আর তদনুসারে আমাদিগের কর্ম্ম ভগবৎপ্রাপক হউক।' (১ম—৭২সূ—৭ঋ)।

—— • ——

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিসপ্ততিতমং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

স্বাধ্যো দিব আ সপ্ত যহ্বী রায়ো দুরো

ব্যৃতজ্ঞা অজানন্।

বিদদ্গব্যং সরমা দৃহ্লমূর্ব্বং যেনা নু

কং মানুষী ভোজতে বিট্॥ ৮॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

সু-আধ্যঃ। দিবঃ। আ। সপ্ত। যহ্বীঃ। রায়ঃ। দুরঃ।

বি। ঋত-জ্ঞাঃ। অজানন্।

বিদৎ। গব্যং। সরমা। দৃহ্লং। ঊর্ব্বং। যেন। নু।

কং। মানুষী। ভোজতে। বিট্॥ ৮॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সপ্ত' (সপ্তলোকানাং, যথা—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে) 'যহ্বীঃ' (প্রাণভূতাঃ) 'স্বাধ্যঃ' (সৎকর্ম্ম-সাধন-প্রচেষ্টাঃ) 'দিবঃ' (দ্যুলোকাৎ, অর্থাৎ, সাযুজ্যলাভায় ইতি ভাবঃ) 'আ' (আয়াতি, আগচ্ছতি); 'ঋতজ্ঞাঃ' (সত্যতত্ত্বজ্ঞাঃ, সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ—সাধকাঃ ইতি ভাবঃ) 'রায়ঃ'

(ধনস্থ—পরমার্থরূপস্য) 'দুরঃ' (দ্বারাণি, প্রাপ্তেরুপায়ানি) 'বি' (বিশেষেণ) 'অজানন্' (জানন্তি, প্রকাশয়ন্তি বা); 'সরমা' (সৎপথি গমনশীলা ভগবদনুরক্তা মাতা বা, মাতৃস্থানীয়া পালনকর্ত্রী, অস্মাকং ধীঃভক্তিঃ শুদ্ধসত্ত্বং বা ইতি ভাবঃ) 'ঊর্বং' (ভবক্ষুধা-নিবারকং, শান্তিপ্রদং) 'দৃহ্লং' (স্থূলং, বহুলং, অক্ষয়ং ইতি ভাবঃ) 'গব্যং' (জ্ঞান-কিরণং, অমৃতং) 'বিদৎ' (লভতে); 'যেন' (গব্যেন, জ্ঞানকিরণেন, অমৃতেন) 'মানুষী বিট্' (মনঃসম্বন্ধিনী প্রজা, অস্মাকং মনোবৃত্তিঃ ইতি ভাবঃ) 'স্থ' (ক্ষিপ্রং, নিশ্চিতং) 'কং' (ব্রহ্মাণং) 'ভোজতে' (ভুঙ্ক্তে, পরমানন্দং প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ)। অয়ং ভাবঃ—সাধবঃ পরমার্থস্য পন্থানং প্রদর্শয়ন্তি; অস্মাকং মতির্যদা তৎপথাবলম্বিনী ভবতি, তদৈব বয়ং পরমানন্দাধিকারিণো ভবামঃ)। (১ম—৭২সূ—৮ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সপ্তলোকের (অথবা—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে) প্রাণভূত সৎকর্ম্মসাধন প্রচেষ্টা দ্যুলোক হইতে (স্বর্গ হইতে—সাধুসংসর্গ হইতে) আসিয়া থাকে; সত্যতত্ত্বজ্ঞ সৎকর্ম্মপরায়ণ সাধুগণ পরমার্থ-রূপ ধনের দ্বারসমূহকে অর্থাৎ প্রাপ্তির উপায়সমূহকে বিশেষরূপে জানেন বা প্রকাশ করেন; সৎপথে গমনশীলা ভগবদনুরক্তা মাতৃস্থানীয়া পালনকর্ত্রী আমাদিগের ধী (ভক্তি অথবা শুদ্ধসত্ত্ব) ভবক্ষুধা-নিবারক শান্তিপ্রদ অক্ষয় জ্ঞানকিরণকে বা অমৃতকে লাভ করে; যদ্দ্বারা (যে জ্ঞানের বা অমৃতের দ্বারা) মনঃসম্বন্ধীয় প্রজা অর্থাৎ আমাদিগের মনোবৃত্তি ব্রহ্মকে উপভোগ করে, অর্থাৎ পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়। (ভাব এই যে,—সাধুগণই পরমার্থের পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন; আমাদিগের মতি যখন তৎপথবর্ত্তিনী হয়, তখনই আমরা পরমানন্দের অধিকারী হইয়া থাকি।)॥ (১ম—৭২সূ—৮ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

স্বাধ্যঃ শোভনকর্ম্মযুক্তা যহ্বীর্মহত্যো মহত্যঃ সপ্ত গঙ্গাদ্যাঃ সপ্ত নদ্যো দিবো দ্যুলোকাদাগত্য ভূম্যাং প্রবহন্তীতি শেষঃ। হে অগ্নে! ঈদৃগ্বিধা নদ্যস্ত্বয়া স্থাপিতাঃ। অগ্নৌ হোমে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'স্বাধ্যঃ' শোভনকর্ম্মযুক্ত 'যহ্বীঃ' (বহ্ব্যঃ) মহৎ 'সপ্ত' গঙ্গাপ্রভৃতি সপ্তনদী 'দিবঃ' দ্যুলোক হইতে আসিয়া ভূতলে প্রবাহিত হইতেছেন—ইহাই অর্থ। হে অগ্নে! এই প্রকার নদীসকল আপনা কর্তৃক স্থাপিত; অগ্নিতে হোম হওয়ায় তদ্দ্বারা তৃপ্ত হইয়া সূর্য্য বৃষ্টি

দতি হি তেন তৃপ্তঃ সূর্য্যো বৃষ্টিং করোতি। তস্মিন্নর্থে স্মৃতিঃ পূর্ব্বমুদাহৃতা। অতো বৃষ্টিদ্বারাগ্নিরেব নদীঃ করোতীত্যুচ্যতে। তথা ঋতজ্ঞা ঋতং যজ্ঞং জানন্তোঽঙ্গিরসো রায়ো বলনাম্নাসুরেণাপহৃতস্য গোরূপস্য ধনস্য দুরো দ্বারাণি গমনমার্গানজানন্। ত্বয়া জ্ঞাতবন্তঃ। ত্বৎসাধ্যেন যাগেন প্রীত ইন্দ্রো গবামন্বেষণায় সরমাং নাম দেবশুনীং প্রেষিতবান্। সা চ সরমা গবাং স্থানমবগত্যেন্দ্রস্যন্ববেদয়ৎ। ইন্দ্রশ্চ তানঙ্গিরসো গাঃ প্রাপয়ৎ। অত এতৎসর্ব্বং ত্বমেব কৃতবান্। অঙ্গিরোভ্যঃ সকাশাদ্গব্যং গাব ভবং দৃহ্লং স্থূলং। বহুল-মিত্যর্থঃ। এবম্বিধং পয়োলক্ষণমূর্ব্বমন্নং সরমা দেবশুনী বিদৎ। অলভত। কমিত্যেতৎ-পদপূরণং। যেন নু যেন হি গব্যেন মানুষী বিট্ মনোঃ সম্বন্ধিনী প্রজা ভোজতে। ইদানীং ভুঙ্‌ক্তে। তদ্‌গব্যমপি পরম্পরয়াগ্নিরেব করোতি।

স্বাধ্যঃ। সুআঙপূর্ব্বাদ্ধীশব্দাজ্জসেরনেকাচ ইতি যণাদেশঃ। যহ্বীঃ। বা ছন্দসীতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্বং। গব্যং। সর্ব্বত্রগোরজাদিপ্রত্যয়প্রসঙ্গে যদ্বক্তব্যমিতি ভাবার্থে যৎ। ঊর্ব্বং। উর্ব্বীহিংসার্থঃ। উর্ব্বতি ক্ষুধং হিনস্তীত্যূর্ব্বমন্নং। পচাদ্যচ্। ভোজতে। ভুজ পালনাভ্যবহারয়োঃ। শ্নমিপ্রাপ্তে ব্যত্যয়েন শপ্॥ (১ম ৭২সূ—৮ঋ)॥

• • •

প্রদান করেন; সেই অর্থে স্মৃতিতে পূর্ব্বে উদাহরণ প্রদত্ত হয়। অতএব বৃষ্টির দ্বারা অগ্নিই নদী সৃষ্টি করেন—ইহাই কথিত হইতেছে। আর, 'ঋতজ্ঞাঃ' ঋত অর্থাৎ যজ্ঞ জানেন অর্থাৎ অঙ্গিরস-গণ 'রায়ঃ' বল-নামক অসুর কর্তৃক অপহৃত গো-রূপ-ধনের 'দুরঃ' দ্বারসমূহ গমনমার্গসমূহ 'অজানন্' জানিয়াছিলেন, অর্থাৎ আপনার কর্তৃক জ্ঞাত হইয়াছিলেন। আপনার কর্তৃক সাধ্যযাগের দ্বারা প্রীত ইন্দ্রদেব গাভীর অন্বেষণের জন্য সরমা-নামক দেবকুক্কুরীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই সরমা কুক্কুরী গরুর স্থান অবগত হইয়া ইন্দ্রের নিকট তাহা জ্ঞাপন করিয়াছিল। ইন্দ্রও সেই অঙ্গিরস-গণকে গাভী উদ্ধার করিয়া দিয়াছিলেন। অতএব এ সকলই আপনা কর্তৃক সাধিত হইয়াছিল। অঙ্গিরস-গণের নিকট হইতে 'গব্যং' গাভীতে উৎপন্ন 'দৃহ্লং' স্থূল অর্থাৎ বহুল এবম্বিধ পয়ঃলক্ষণ 'ঊর্ব্বং' অন্নকে 'সরমা' দেবকুক্কুরী 'বিদৎ' লাভ করিয়াছিলেন। 'কং' এই পদ পাদপূরণে। 'যেন নু' যে গব্যের দ্বারা 'মানুষী বিট্' মনের সম্বন্ধীয় প্রজা 'ভোজতে' এক্ষণে ভোজন করে, সেই গব্যকেও পরম্পরা-রূপে অগ্নিই উৎপন্ন করিয়া থাকেন।

স্বাধ্যঃ। সু ও আঙ পূর্ব্বক ধী শব্দ-হেতু জস্-বিভক্তিতে 'এরনেকাচঃ' ইত্যাদি সূত্রে যণ্ আদেশ। যহ্বীঃ। 'বা ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বসবর্ণের দীর্ঘত্ব। গব্যং। সর্ব্বত্র গো-রজাদি-প্রত্যয়-প্রসঙ্গে 'যদ্বক্তব্যং' ইত্যাদি ভাবার্থে যৎ। ঊর্ব্বং। ঊর্ব্বী ধাতু হিংসার্থক। 'ঊর্ব্বতি' অর্থাৎ ক্ষুধাকে হিংসা করে—এই অর্থে, ঊর্ব্বং পদে অন্ন বুঝায়। পচাদি-হেতু অচ্। ভোজতে। ভুজ ধাতু পালন ও অভ্যবহার অর্থবাচক। [illegible] ব্যত্যয়ের দ্বারা শপ্ হইয়াছে। (১ম—৭২সূ—৮ঋ)।

অষ্টম (৮১১) ঋকের বিশদার্থ।

—§:• ℧ •:§—

এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে এবং আমাদিগের ব্যাখ্যায় যে অর্থ পরিব্যক্ত হইল, এতদুভয়ে আকাশ-পাতাল পার্থক্য লক্ষিত হইবে।

মন্ত্রের যে অর্থ চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে প্রকাশ, অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া যেন বলা হইতেছে,—'হে অগ্নি! শোভনকর্ম্মযুতা যে সাতটী নদী (গঙ্গা প্রভৃতি) দ্যুলোক হইতে নির্গত হইয়াছে, তোমারই কর্তৃক তাহারা প্রতিষ্ঠিত। অসুরেরা অঙ্গিরস-গণের যে গাভী চুরি করিয়াছিল, তোমারই নিকট দেবগণ তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হন। দেবকুক্কুরী সরমা সেই অঙ্গিরস-গণের নিকট হইতে যে গো-দুগ্ধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্দ্বারাই এখন মনুষ্যগণ প্রতিপালিত হইতেছে।'

যে ভাষার যে ব্যাখ্যাই এ পর্য্যন্ত আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সকল ব্যাখ্যাতেই উক্তরূপ অর্থই প্রখ্যাত দেখি। দৃষ্টান্তস্বরূপ মন্ত্রের প্রচলিত দুইটী ব্যাখ্যা (একটী বাঙ্গালা ও একটী ইংরাজী) নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

(১) "শোভনকর্ম্মা মহান্ সপ্ত স্রোতস্বতী দ্যুলোক হইতে প্রবাহিত হইয়াছে, যজ্ঞকর্ম্মে অভিজ্ঞ অঙ্গিরা পণি কর্ত্তৃক অপহৃত গাভীর সংবাদ তোমার নিকট পাইয়াছিলেন। এবং দেবকুক্কুরী সরমা ঋষিগণের নিকট হইতে প্রচুর দুগ্ধ পাইয়াছিল; যে গো-দুগ্ধে মানবেরা পালিত হয়।"

(২) "Knowing the Law, the seven strong floods from heaven, full of good thought, discerned the doors of riches.

Sarama found the cattle's firm-built prison, whereby the race of man is still supported." *

---

* গ্রিফিথসের এই ইংরাজী অনুবাদের সহিত ওল্ডেন্‌বর্গের ইংরাজী অনুবাদে একটু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। তুলনায় সে পার্থক্য লক্ষিত হইবে। সে অনুবাদ; যথা,—

"They who knew the right way and were filled with good intentions, beheld from heaven the seven young (rivers) and the doors of riches. Sarama found the strong stable of the cows from which human clans receive their nourishment."

কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে, ঐ প্রকার প্রচলিত অর্থের একটীর ভাবের সহিত অপরটীর ভাবের আদৌ সামঞ্জস্য নাই; এক কথা বলিতে যেন আর এক কথা আসিয়া পড়িয়াছে! বলা হইতেছিল—সাতটী নদীর কথা। বলিতে বলিতে বলা হইল, তাহারা আসিল—দ্যুলোক হইতে। তার পর উঠিল—গাভী অপহরণের ও তাহার সন্ধান পাওয়ার কথা! তার পর বলা হইল—দেবকুক্কুরী যে দুগ্ধ পাইয়াছিল, তদ্দ্বারা মানুষ পুষ্ট হইতেছে! এইরূপ বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন বিপরীত ভাবই ব্যাখ্যায় প্রকাশ দেখি।

কোন্ পদে কি অর্থ গ্রহণ করিয়া উক্ত প্রকার ভাব অধ্যাহৃত হইয়াছে, সায়ণ-ভাষ্য অনুসরণ করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। তদ্বিষয়ে আর অধিক কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। যাহা হউক, আমরা কিন্তু মন্ত্রের ঐ প্রকার অর্থ গ্রহণ করি না। আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্নভাব-প্রকাশক।

এখন, কি কারণে আমরা ব্যাখ্যান্তরের পরিকল্পনা করিতেছি এবং তাহাতে সঙ্গতি দেখিতেছি, তদ্বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। মন্ত্রে নদী শব্দবাচক কোনও পদ নাই; অঙ্গিরস-গণের দ্যোতক কোনও শব্দও দেখিতে পাই না; অসুরগণ কর্তৃক গাভী অপহরণেরও কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপিত দেখি না। অথচ, ঐ প্রকার একটী উপাখ্যানের অবতারণা করিয়া মন্ত্রার্থে জটিলতা সম্পাদন করা হইয়াছে। এই মন্ত্রের অন্তর্গত সমস্যামূলক যে সকল পদ আছে, তাহার প্রায় সকল পদের বিষয়ই পূর্ব্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি। 'সপ্ত' পদে 'সপ্তলোকের' অথবা 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে' অর্থ পাইতে পারি। 'যহ্বীঃ' পদে 'প্রাণভূত' অর্থ আসে। তদনুসারে 'সপ্ত যহ্বীঃ' পদদ্বয়ে 'সপ্তলোকের প্রাণভূত' অথবা 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা প্রাণস্বরূপে বিদ্যমান্ আছে' তাহাকেই বুঝাইয়া থাকে। সে কোন্ সামগ্রী? সপ্তলোকের বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রাণস্থানীয়—সে কোন্ বস্তু? তাহারই দ্যোতক—'স্বাধ্যঃ' পদ। 'ধী' শব্দ হইতে 'সু' ও 'আ' উপসর্গ-মূলে ঐ পদের ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে। সর্ব্বতোভাবে যাহা শোভনা ধী, তাহাই 'স্বাধী'। [illegible] 'সৎকর্ম্মসাধন-প্রচেষ্টা' ভাব আসে। যে 'ধী' সর্ব্বতোভাবে [illegible]

সৎকর্ম্ম সাধিত হইয়া থাকে। তাই ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'সৎকর্ম্মসাধন-প্রচেষ্টাঃ' পদ গ্রহণ করিয়াছি। ঐ যে 'ধী' অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধন-প্রচেষ্টা, তাহা আমরা কোথা হইতে কি প্রকারে প্রাপ্ত হই? তাহারই উত্তর—'দিবঃ'। 'দিবঃ' পদে 'স্বর্গ হইতে' অর্থ আসে। স্বর্গ বলিতে, যেখানে দেবত্ব দেবভাব অর্থাৎ সাধুগণের অবস্থিতি, তাহাই বুঝাইয়া থাকে। সাধুগণের নিকট হইতেই স্বর্গীয় ভাব দেবত্ব আমরা লাভ করিয়া থাকি। এই যে নিত্যসত্য-তত্ত্ব—সপ্তলোকে (বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের) প্রাণভূত যে সৎ-কর্ম্মসাধন-প্রচেষ্টা, সাধুগণের সংসর্গ হইতেই আমরা তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকি—এই যে স্বর্গীয় বাণী,—মন্ত্রাংশে, "সপ্ত যহ্বীঃ স্বাধ্যঃ দিবঃ আ" পদ-কয়েকটীতে, তাহাই ঘোষণা করিতেছে।

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে "ঋতজ্ঞাঃ" হইতে "অজানন্" পর্য্যন্ত পদ-কয়েকটীতে, কি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে,—বুঝিয়া দেখুন। এখানে অঙ্গিরস-দিগের বা অঙ্গিরোগণের কোনই প্রসঙ্গ নাই। আছে—'ঋতজ্ঞাঃ' পদ। যাঁহারা ঋত বা সত্য জানেন অর্থাৎ সত্যতত্ত্বজ্ঞ সাধু, তাঁহারাই 'ঋতজ্ঞাঃ।' তাঁহাদিগেরই কর্ম্মপ্রসঙ্গ এখানে উত্থাপিত দেখি। তাঁহারা (ঋতজ্ঞাঃ) যে পরমার্থ-রূপ ধনের (রায়ঃ) দ্বারসমূহ অর্থাৎ প্রাপ্তির উপায়-সকল (দুরঃ) বিশেষ প্রকারে জানেন বা প্রকাশ করেন (বি অজানন্);—সেই তত্ত্বই এখানে প্রকটিত। এইরূপে বুঝিতে পারি, মন্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে, "সপ্ত" হইতে "অজানন্" পর্য্যন্ত পদ-সমষ্টিতে, বলা হইয়াছে,—'সৎকর্ম্ম-সাধনের প্রচেষ্টা সাধুগণের সংসর্গেই মানুষ প্রাপ্ত হয়; এবং পরমার্থ-রূপ ধনের সন্ধান সাধুগণই মানুষকে প্রদান করিয়া থাকেন।'

এক্ষণে মন্ত্রের তৃতীয় ও অংশের মর্ম্মার্থ অনুধাবন করিয়া দেখুন। এই অংশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জটিল পদ—'সরমা'। ঐ পদের জটিলতা ভাষ্যাদিতেই পরিবৃদ্ধি করিয়াছে। নিঘণ্টু-নিরুক্তের আলোচনায় ঐ পদের মর্ম্মার্থ আমরা পূর্ব্বেই (১ম—৬২সূ—৩ঋ) প্রকাশ করিয়াছি। ঐ পদে 'সৎপথে গমনশীল ভগবদনুরক্তা বা মাতা' অর্থ সেখানে গৃহীত হইয়াছে। সেখানে ঐ পদ বিশেষণ-রূপে গণ্য করা হইয়াছিল; কিন্তু এখানে উহা বিশেষ্য পদ-মধ্যে পরিগণিত। এখানে ঐ পদের অর্থ দাঁড়াইতেছে—'সৎপথে গমনশীলা ভগবদনুরক্তা মাতা অর্থাৎ মাতৃস্থানীয়া

ধী।" যে 'ধী' আমাদিগকে সৎপথে লইয়া যায়, নামান্তরে যাহাকে 'শুদ্ধসত্ত্ব' বলিয়াই মনে করিতে পারি, এখানে 'সরমা' পদে তৎপ্রতি দৃষ্টি নির্দ্দেশ করিতেছে। সেই যে 'সরমা', সে ক্ষুধাকে (উর্ব্বং) নাশ করে; অর্থাৎ, তদ্দ্বারা ভবক্ষুধার শান্তি হয়, অশেষ অক্ষর অমৃত লাভ করা যায়। ভগবদনুরক্তা সৎপথে গমনশীলা ধী-ই আমাদিগকে শান্তিদান করে—অমৃতত্ব প্রদান করে। এইরূপে "সরমা" হইতে "বিদৎ" পর্য্যন্ত বাক্যাংশে এই ভাব প্রাপ্ত হই যে,—সৎপথানুবর্ত্তিনী ভগবদনুরক্তা আমাদিগের ধী আমাদিগকে পরমপদ মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকে। 'গব্যং' পদে 'জ্ঞানকিরণকে' বা 'অমৃতকে' বুঝায়। এ বিষয় বহুস্থলে আলোচনা করিয়াছি।

উপসংহারে মন্ত্রের চতুর্থাংশে, "যেন" হইতে "ভোজতে" পদ-কয়েকটীতে, কি ভাব প্রকাশ করে, এখন তাহাই আলোচনা করিতেছি। এই অংশের অন্তর্গত 'কং' পদটীকে ভাষ্যকার পাদপূরক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণও ঐ পদটী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি, ঐ পদটীই এই মন্ত্রাংশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় পদ। উহার অর্থ—'ব্রহ্মকে'। 'ক' শব্দে 'ব্রহ্ম' বুঝায়। এখানকার 'কং' পদ সেই ব্রহ্মবাচক 'ক' শব্দের দ্বিতীয়া-বিভক্ত্যন্ত পদ। "মানুষী বিট্" পদদ্বয়ে "মনঃসম্বন্ধিনী প্রজা" অর্থ ভাষ্যেই পরি-গৃহীত। কিন্তু মনঃসম্বন্ধীয় প্রজা বলিতে কাহার প্রতি লক্ষ্য আসে? সে কি মনোবৃত্তি বা ধী নহে? পূর্ব্বে যে ধীর বিষয় আলোচনা করিয়াছি, "মানুষী বিট্" তাহাকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। এখন বুঝিয়া দেখুন—'ভোজতে' পদে কি ভাব পাওয়া যায়? 'ভোজতে' পদে 'ভোজন করে' হইতে 'উপভোগ করে' অর্থ আসে। অতঃপর বিবেচনা করিয়া দেখুন—কাহার দ্বারা কে কি উপভোগ করিতেছে। এক একটী পদের বিশ্লেষণেই সে তত্ত্ব অধিগত হইবে। 'যেন' পদে সেই 'গব্যকে' জ্ঞান-কিরণকে শুদ্ধসত্ত্বকে বা অমৃতকে লক্ষ্য করিতেছে। তাহাতেই অর্থ হয়,—(যেন) জ্ঞানের দ্বারা বা শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে, (মানুষী বিট্) আমাদিগের মনোবৃত্তি বা ধী (ঘু) নিশ্চয়ই সকল (কং) ব্রহ্মকে পরমানন্দকে (ভোজতে) প্রাপ্ত হয়—উপভোগ করে। এইরূপে

বুঝিতে পারি, মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে বলা হইয়াছে,—'সৎপথে গমনশীল ধীই অক্ষয় জ্ঞানকে লাভ করে; আর তদ্দ্বারাই পরমানন্দ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।' (১ম—৭২সূ—৮ঋ)॥

—— • ——

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। দ্বিসপ্ততিতমং সূক্তম্। পঞ্চমী ঋক্)।

আ যে বিশ্বা স্বপত্যানি তস্থুঃ কৃণ্বানাসো

অমৃতত্বায় গাতুম্।

মহ্না মহদ্ভিঃ পৃথিবী বিতস্থে মাতা

পুত্রৈরদিতির্ধায়সে বেঃ ॥ ৯ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণম্।

আ। যে। বিশ্বা। সুঽঅপত্যানি। তস্থুঃ। কৃণ্বানাসঃ।

অমৃতঽত্বায়। গাতুম্।

মহ্না। মহৎঽভিঃ। পৃথিবী। বি। তস্থে। মাতা।

পুত্রৈঃ। অদিতিঃ। ধায়সে। বে রিতি বেঃ ॥ ৯ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যে' (সাধবঃ) 'অমৃতত্বায়' (অমরত্বপ্রাপ্তয়ে, অমরণত্বসিদ্ধয়ে) 'গাতুং' (মার্গং, উপায়ং) 'কৃণ্বানাসঃ' (কুর্ব্বাণাঃ সন্তঃ, বিহিত্বা, প্রদর্শয়িত্বা ইতি ভাবঃ) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি, সর্ব্বাণি) 'স্বপত্যানি' (শোভনানি অপতনহেতুভূতানি, মুক্তিপ্রদানি কর্ম্মাণি ইতি

ভাবঃ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'তস্থুঃ' (কুর্ব্বন্তি, সম্পাদয়ন্তি ইতি ভাবঃ); তৈঃ 'মহদ্ভিঃ' (মহানুভবৈঃ) 'পুত্রৈঃ' (তনয়ৈঃ, সাধুভিঃ ইতি ভাবঃ) 'মাতা' (জননী-স্বরূপিণী) 'পৃথিবী' (ধরিত্রী) 'মহ্না' (মহত্বেন সহ) 'বিতস্থে' (বিশেষেণ তিষ্ঠতি); তেষামেব কর্ম্মণা 'অদিতিঃ' (অনন্তস্বরূপঃ ভগবান্) 'ধায়সে' (লোকানাং রক্ষণায়) 'বেঃ' (উপায়ং বিদধাতি)। সাধুনাং কর্ম্মপ্রভাবেণৈব ধরিত্রী শান্তিং লভতে, তথা লোকাঃ উদ্ধারং প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ। (১ম—৭২সূ—৯ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে সাধুগণ অমরণত্ব-সিদ্ধির জন্য (অমরত্ব-লাভের জন্য) উপায় বিহিত করিয়া (প্রদর্শন করিয়া) অপতনহেতুভূত অর্থাৎ মুক্তিপ্রদ কর্ম্মসকলকে সর্ব্বতোভাবে সম্পাদন করিয়া থাকেন; সেই মহানুভব পুত্রগণের দ্বারা অর্থাৎ সাধুগণের দ্বারা জননীস্বরূপিণী ধরিত্রী মহত্বের সহিত বিশেষভাবে অবস্থিত হয়েন; তাঁহাদিগেরই কর্ম্মের দ্বারা অনন্তস্বরূপ ভগবান্ লোকসমূহের রক্ষণের উপায় বিহিত করেন। (ভাব এই যে,—সাধুগণের কর্ম্মপ্রভাবেই ধরিত্রী শান্তি লাভ করেন এবং লোকসমূহ উদ্ধার প্রাপ্ত হয়।)॥ (১ম—৭২সূ—৯ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

যে আদিত্যাঃ অমৃতত্বায়ামরণত্বসিদ্ধয়ে গাতুং মার্গমুপায়ং কৃণ্বানাসঃ কুর্ব্বাণাঃ সন্তো বিশ্বা বিশ্বানি সর্ব্বাণি স্বপত্যানি শোভনান্যপতনহেতুভূতানি চতুর্দ্দশরাত্রষট্‌ত্রিংশদ্রাত্রাদিত্যানাময়না-দীনি কর্ম্মাণ্যাতস্থুঃ। আস্থিতবন্তঃ কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। তথা চ তৈত্তিরীয়কম্—আদিত্যা অকাময়ন্ত সুবর্গং লোকমিয়ামেতীতি। ত এতং ষট্‌ত্রিংশদ্রাত্রমপশ্যন্। তমাহরন্ত তেনা যজন্তেতি চ। মহদ্ভিরনুষ্ঠানেন মহানুভাবৈঃ তৈঃ পুত্রৈঃ সহিতা মাতা জনয়িত্র্যাদিতিরদীনা পৃথিবী ধায়সে সর্ব্বস্য জগতো ধারণায় মহ্না স্বকীয়েন মহত্বেন বিতস্থে। বিশেষেণ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'যে' আদিত্যগণ 'অমৃতত্বায়' অমরণত্বসিদ্ধিনিমিত্ত 'গাতুং' মার্গকে উপায়কে 'কৃণ্বানাসঃ' (স্থির) করিয়া 'বিশ্বা' (বিশ্বানি) সকল 'স্বপত্যানি' শোভন অপতন-হেতুভূত চতুর্দ্দশ রাত্রি বা ষট্‌ত্রিংশৎ রাত্রি আদিত্যগণের অয়নাদি কর্ম্মসমূহ 'তস্থুঃ' আস্থিত ছিল অর্থাৎ করিয়া-ছিলেন। এ বিষয় তৈত্তীরিয়কে উক্ত আছে,—'আদিত্যা অকাময়ন্ত সুবর্গং লোকমিয়ামে-তীতি; ত এতং ষট্‌ত্রিংশদ্রাত্রমপশ্যন্; তমাহরন্ত তেনা যজন্তেতি চ।' 'মহদ্ভিঃ' অনুষ্ঠানের দ্বারা মহানুভব সেই সকল 'পুত্রৈঃ' পুত্রগণের সহিত 'মাতা' জনয়িত্রী 'অদিতিঃ' অদীনা 'পৃথিবী' ধরিত্রী 'ধায়সে' সকল জগতের ধারণ জন্য 'মহ্না' আপনার মহত্বের দ্বারা 'বিতস্থে'

তিষ্ঠতি। হে অগ্নে যতস্ত্বং বেঃ। আদিত্যৈরনুষ্ঠিতেষু যাগেষু চরুপুরোডাশাদীনি হবীংষ্য ভক্ষয়ঃ। অত এতৎসর্ব্বং জাতমিত্যর্থঃ।

কৃথানাসঃ। কৃবি হিংসাকরণয়োশ্চ। ব্যত্যয়েনাত্মনেপদম্। ধিন্বিকৃণ্ব্যোরচেত্যুপ্রত্যয়ঃ। তৎসন্নিয়োগেনাকারান্তাদেশশ্চ। তস্যাতো লোপে সতি স্থানিবদ্ভাবাদ্‌গুণাভাবঃ। শানচশ্চিত্ত্বাদন্তোদাত্তত্বম্। আজ্জসেরসুক্। মহ্না। মহিম্নেত্যস্য বর্ণলোপশ্ছান্দসঃ। ধায়সে। বহিহাধাঞ্‌ভ্যশ্ছন্দসীতি দধাতের্ভাবেঽসুন্। নিদিত্যনুবৃত্তেরাতো যুক্ চিণ্‌কৃতোরিতি যুক্। বেঃ। বী গতিব্যাপ্তিপ্রজনকান্ত্যসনখাদনেষু। লঙি সিপ্যদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপীত্যড়ভাবঃ। ধায়সে। ইত্যস্য বাক্যান্তরগতত্বাদস্য নিঘাতাভাবঃ॥ ৯॥

নবম (৮-১২) ঋকের বিশদার্থ।

সরল সুষ্ঠু অর্থ-দ্যোতক এই মন্ত্রটী ব্যাখ্যাকারগণের গবেষণার প্রভাবে অপরূপ বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছে। প্রতি পদের মর্ম্মার্থ অবগত হইতে না পারিলে, কি সূত্রে কোন্ ব্যাখ্যায় কি প্রকার অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে, তাহা বোধগম্য হইবে না। সুতরাং প্রথমে সমস্যামূলক পদগুলির বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইতেছি।

প্রথম 'বে' পদ। ভাষ্যকার ঐ পদে 'আদিত্যগণ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্দেশ-প্রচলিত বঙ্গানুবাদ-সমূহে তাহারই অনুসরণ দেখি। প্রচলিত ইংরাজী অনুবাদে ঐ পদ যে প্রকৃত পক্ষে কাহার উদ্দেশে প্রযুক্ত, তদ্বিষয়ে

বিশেষ প্রকারে অবস্থিতি করে। হে অগ্নে! যেহেতু আপনি 'বেঃ' আদিত্যগণের অনুষ্ঠিত যজ্ঞসমূহ চরুপুরোডাশাদি হবিঃসমূহকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন, অতএব এই সকল উৎপন্ন হইয়াছে—ইহাই ভাবার্থ।

কৃথানাসঃ। কৃবি ধাতু হিংসা ও করণার্থক। ব্যত্যয়ের দ্বারা আত্মনেপদ। 'ধিন্বিকৃণ্ব্যোরচ' ইত্যাদি সূত্রে উ-প্রত্যয়। তৎসন্নিয়োগের দ্বারা আকারান্তাদেশ। তাহার 'অতো লোপে' স্থানিবদ্ভাব-হেতু গুণের অভাব। শানচে চিত্ত্ব-হেতু অন্তোদাত্তত্ব। 'আজ্জসেরসুক্' সূত্রে অসুক্ প্রত্যয়। মহ্না। মহিম্না পদের বর্ণলোপ ছান্দসে হইয়াছে। ধায়সে। 'বহিহাধাঞ্‌ভ্যশ্ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে ধা ধাতুতে ভাবে অসুন্। নিদিত্যনুবৃত্তিতে 'আতো যুক্ চিণ্‌কৃতোঃ' ইত্যাদি সূত্রে যুক্। বেঃ। বী ধাতু গতি প্রজনন কান্তি অসন ও খাদন অর্থ বুঝায়। লঙে সিপ; তাহাতে অদাদিত্ব হেতু শপের লোপ। 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপি' ইত্যাদি সূত্রে অটের অভাব। ধায়সে। ইহার বাক্যান্তরগত-হেতু ইহার নিঘাতের অভাব। (১ম—৭২সূ—৯ঋ)॥

সংশয় রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমরা বলি,—ঐ পদের লক্ষ্যস্থল—সাধুগণ; কেন-না, তাঁহাদিগের প্রসঙ্গই পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রে প্রখ্যাপিত দেখিয়াছি। দ্বিতীয়—'অমৃতত্বায়' পদ। ঐ পদ-সম্বন্ধে, প্রায় সকলেই ভাষ্যেরই অনুসরণ করিয়াছেন। এ পক্ষে, ঐ পদের 'অমরত্ব-প্রাপ্তির জন্য' অর্থে, আমাদিগের মতানৈক্য ঘটে নাই। তৃতীয় পদ—'গাতুম্।' ঐ পদে 'পথ' বা 'উপায়' অর্থ সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা তাহার অনুমোদন করি। চতুর্থ পদ—'কৃণ্বানাসঃ'। ঐ পদের অর্থ-বিষয়েও প্রায় ঐকমত্য দেখি। উহার ভাবার্থ—দেখাইয়া—'প্রদর্শয়িত্বা'। পঞ্চম পদ—'বিশ্বা'। ঐ পদে সকলকে (সর্ব্বাণি) বুঝায়। প্রায় সকলেই এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরাও তাহারই অনুসরণ করি। ষষ্ঠ পদ—'স্বপত্যানি'। এই পদ উপলক্ষে নানা মত প্রকাশ পাইয়াছে। সায়ণ এক প্রকার অর্থ লিখিয়া গিয়াছেন; বিভিন্ন দেশের ব্যাখাকারগণ বিভিন্ন প্রকার অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সায়ণের অর্থ—'শোভনানি অপতনহেতুভূতানি কর্ম্মাণি।' তাহা হইতে যজ্ঞবিশেষের প্রতি লক্ষ্য আসিয়াছে। চতুর্দ্দশ রাত্রি বা ষট্‌ত্রিংশৎ রাত্রি সম্বন্ধীয় আদিত্যগণের অয়ন লক্ষ্য করিয়া সেই যজ্ঞ বিহিত হয়। ভাষ্যাভাসে এইরূপ ভাবই প্রাপ্ত হই। কিন্তু প্রচলিত বঙ্গানুবাদে কেহ বা 'পতন-নিবারণের জন্য যে সমস্ত কার্য্য' এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; কেহ বা "উত্থান পতনের যে সমস্ত উপায়" এইরূপ অর্থের সঙ্গতি দেখিয়াছেন; কেহ বা আবার, ঐ পদ হইতে 'পক্ষিগণের আধার বা অবলম্বন' অর্থ কল্পনা করিয়াছেন; অপর কেহ বা 'পক্ষীর সুখের জন্য' ইত্যাদি রূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 'অপতন-হেতুভূত কর্ম্ম'—সায়ণের এই প্রকার ভাষ্য হইতেই ব্যাখ্যাকারগণের কল্পনায় পক্ষীর প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িয়াছে। পক্ষী পতিত হয় না—উড্ডীন হয়—এই দৃষ্টিতেই ঐ ভাব অধ্যাহৃত হইয়াছে। কিন্তু আমরা মনে করি, ঐ 'স্বপত্যানি' পদে 'প্রপতন-হেতুভূত' সুতরাং মুক্তিপ্রদ কর্ম্মসমূহের প্রতি লক্ষ্য আসিতেছে। ভাষ্যের ভাবও তাহাই। ব্যাখ্যাকারগণ কেবল অন্য অর্থের পরিকল্পনা করিয়াছেন। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম অংশের অর্থ প্রচলিত হইয়াছে,—"আদিত্যগণ অমরত্ব পাইবার নিমিত্ত উত্থান পতনের যে সমস্ত উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন";

অথবা, 'পক্ষীর অবলম্বন বা স্বস্তি-সাধন-রূপে তাঁহারা যে অমৃতত্বের পথ প্রস্তুত করিয়াছেন।' কিন্তু আমরা ঐ অংশের অর্থ গ্রহণ করি,— 'অমরত্ব-প্রাপ্তির উপযোগী কর্ম্মসকল সাধুগণের দ্বারাই বিহিত হয়।' মন্ত্রের প্রথম অংশে এইরূপ অর্থান্তরই সুসিদ্ধ।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশটীকে (দ্বিতীয় চরণটীকে) ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। ঐ অংশের প্রচলিত অর্থে নানারূপ জটিল ভাব প্রকাশমান্। কেহ কহিয়াছেন,—পুত্রগণের সহিত অদিতি মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং অগ্নি সেই মহত্ত্ব প্রকাশের কারণ। কেহ বা কহেন,—অদিতি ও তাঁহার পুত্রগণ ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা বলি, 'মহদ্ভিঃ পুত্রৈঃ' পদদ্বয়ে সেই সাধুগণকেই লক্ষ্য করিতেছে। জগতে মহৎ পুত্র কাহারা? সাধুগণই মহৎ পুত্র। তাঁহাদিগেরই কর্ম্মের দ্বারা মাতৃস্বরূপিণী ধরিত্রীর মহত্ত্ব রক্ষিত হয়; আর, তাঁহাদিগেরই কর্ম্মের দ্বারা অনন্তস্বরূপ ভগবান্ লোক-রক্ষার উপায় বিধান করেন। এই অংশের 'অদিতিঃ' পদে দেবমাতা-বিশেষকে নির্দ্দেশ করা হয়; এবং তদ্দ্বারা ব্যক্তিত্বের আরোপ হইতে দেখি। কিন্তু আমরা মনে করি, ঐ পদে অনন্তস্বরূপ ভগবানকে বুঝায়। কি প্রকারে ঐ পদ ভগবানের দ্যোতক হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই খ্যাপন করিয়াছি। ফলতঃ, এই মন্ত্রে সাধুগণের কর্ম্মপ্রভাবের বিষয়ই প্রখ্যাত দেখিতেছি। তাঁহাদিগের কর্ম্মের দ্বারাই পৃথিবীতে শান্তি আসে এবং লোকসমূহ উদ্ধার পায়। আমরা মনে করি, এই ভাবই এই মন্ত্রাংশে প্রকাশিত।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে দেখুন, মন্ত্রার্থে কি ভাবান্তরই প্রকটিত রহিয়াছে! দুইটি ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে অর্থান্তরের পরিকল্পনায় ভাবের জটিলতা যে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা স্বতঃই বোধগম্য হইবে। সেই দুই ইংরাজী অনুবাদ; যথা,—

(1) "The Earth has spread herself far and wide with them who are great in their greatness, the mother Aditi for the refreshment of the bird, with her sons who have assumed all powers of their own dominion preparing, (for themselves) the way to immortality."

(2) They who approached all noble operations making a path that leads to life immortal.

To be the Bird's support, the spacious mother, Aditi, and her great Sons stood in power."

উপরি উদ্ধৃত দুইটী ইংরাজী অনুবাদে, পক্ষিবাচক পদে একজন অগ্নিকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং আর একজন সূর্য্যকে নির্দ্দেশ করিতেছেন। 'অদিতিঃ' পদে একজন 'দেবমাতা অদিতি' অর্থই রাখিয়া গিয়াছেন; অন্য জন 'অনন্ত প্রকৃতির' প্রতি দৃষ্টি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু কোনও অর্থ হইতেই সুষ্ঠু ভাব পাওয়া যায় না। (১ম—৭২সূ—৯ঋ)।

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। দ্বিসপ্ততিতমং সূক্তম্। দশমী ঋক্।)

অধি শ্রিয়ং নি দধুশ্চারুমস্মিন্দিবো যদক্ষী
অমৃতা অকৃণ্বন্।
অধ ক্ষরন্তি সিন্ধবো ন সৃষ্টাঃ প্র নীচীরগ্নে
অরুষীরজানন্॥ ১০॥

পদ-বিশ্লেষণম্।

অধি। শ্রিয়ম্। নি। দধুঃ। চারুম্। অস্মিন্। দিবঃ।
যৎ। অক্ষী ইতি। অমৃতাঃ। অকৃণ্বন্।
অধ। ক্ষরন্তি। সিন্ধবঃ। ন। সৃষ্টাঃ। প্র। নীচীঃ। অগ্নে।
অরুষীঃ। অজানন্॥ ১০॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

সাধবঃ 'অস্মিন' (ইহসংসারে, জগতি) 'চারুং শ্রিয়ং' (শোভনাং শ্রীবৃদ্ধিং, সুমঙ্গলং ইতি ভাবঃ) 'অধি নি দধুঃ' (স্থাপয়ন্তি, প্রদদতি, বিদধতি ইতি ভাবঃ); 'যৎ' (যস্মাৎ, সাধুনাং কৃপয়া ইতি ভাবঃ) 'দিবঃ' (দ্যুলোকাৎ, স্বর্গাৎ) 'অমৃতাঃ' (দেবাঃ, দেবভাবাঃ বা—আগত্য ইতি যাবৎ) 'অক্ষী' (চক্ষুষী, মনুষ্যাণাং সদসদ্দৃষ্টিশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'অকৃণ্বন্' (কুর্ব্বন্তি, প্রদদতি); 'অধ' (তথা, সংসারে সাধুনাং কৃপাবর্ষণেন সহ ইতি ভাবঃ) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'সিন্ধবঃ ন নীচীঃ' (নিম্নাভিমুখিন্যঃ স্যন্দনশীলাঃ নদ্যঃ ইব, নদ্যঃ যথা নিম্নাভিমুখে স্বতঃপ্রবহণশীলাঃ ভবতি তদ্বৎ) তব 'অরুষীঃ' (জ্যোতীংষি, প্রাভাবাঃ ইতি ভাবঃ) 'ক্ষরন্তি' (সঞ্চলন্তি—লোকান প্রতি ইতি যাবৎ); তেনৈব 'সৃষ্টাঃ' (মনুষ্যাঃ, প্রাণিনঃ) 'প্র অজানন্' (প্রকৃষ্টরূপেণ ত্বাং জানন্তি, জ্ঞানকিরণং লভন্তে ইতি ভাবঃ)। সাধুনাং কৃপয়া জগতি শ্রেয়াংসি বিদধাতি, নরশ্চ সকলমঙ্গলাধারং জ্ঞানং লভতে—ইতি ভাবঃ। (১ম—৭২সূ—১০ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধুগণ ইহসংসারে শোভনা শ্রী প্রদান করেন, অর্থাৎ জগতের সুমঙ্গল বিধান করেন; যদ্দ্বারা অর্থাৎ সাধুগণের কৃপাতেই, স্বর্গ হইতে দেবগণ বা দেবভাবসমূহ আসিয়া মনুষ্যের চক্ষুর্দ্বয়কে অর্থাৎ সদসৎ দৃষ্টিশক্তিকে প্রদান করেন; তখন, অর্থাৎ সংসারে সাধুগণের কৃপা বর্ষিত হইলে, হে জ্ঞানদেব! নিম্নাভিমুখী স্যন্দনশীলা নদীর ন্যায় অর্থাৎ নদীসকল যেমন নিম্নাভিমুখে স্বতঃপ্রবহণশীল হয় তদ্বৎ, আপনার জ্যোতিঃসমূহ অর্থাৎ প্রভাব সকল মনুষ্যগণের প্রতি সঞ্চালিত হয়; তদ্দ্বারাই মনুষ্যগণ প্রকৃষ্ট-রূপে আপনাকে জানিতে পারেন অর্থাৎ জ্ঞানকিরণ লাভ করেন। (ভাব এই যে—সাধুগণের কৃপায় জগতে শ্রেয়ঃ বিহিত হয় এবং সকল মঙ্গলাধার জ্ঞানকে মানুষ লাভ করিয়া থাকে।)॥ (১ম—৭২সূ—১০ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

অস্মিন্নগ্নৌ চারুং শোভনাং শ্রিয়ং পরিস্তরণপরিষেচনাদিরূপাং যজ্ঞসম্পদমধিনিদধুঃ। যজমানাঃ স্থাপিতবন্তঃ। নিধায় চ যদা অক্ষী যজ্ঞস্যাজ্যভাগলক্ষণে চক্ষুষী অকৃণ্বন্।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অস্মিন্' অগ্নিতে 'চারুং' শোভন 'শ্রিয়ং' পরিস্তরণ-পরিষেচনাদি-রূপ যজ্ঞসম্পৎকে 'অধি নি দধুঃ' যজমানগণ স্থাপন করিয়াছিলেন; স্থাপন করিয়া 'যৎ' যখন 'অক্ষী' যজ্ঞের

কুর্ব্বন্তি। চক্ষুষী বা এতে যজ্ঞস্য যদাজ্যভাগাবিতি শ্রুতেঃ। তদানীং দিবো দ্যুলোকাদমৃতা অমরণধর্ম্মাণো দেবা যাগসময়ো জাত ইত্যবগম্যাগচ্ছন্তীতি শেষঃ। অধ অথাজ্যভাগানন্তরং সৃষ্টাঃ অগ্নেরুৎপন্নাঃ সিন্ধবো ন শীঘ্রং গচ্ছন্ত্যো নদ্য ইব নীচীর্নিতরাং সর্ব্বাসু দিক্ষু গচ্ছন্তী-ররুষীরারোচমানাঃ। যদ্বা নির্ম্মলরূপাঃ। হে অগ্নে! এবম্ভূতাস্ত্বদীয়া জ্বালাঃ ক্ষরন্তি। সঞ্চলন্তি। সর্ব্বাসু দিক্ষু গচ্ছন্তীত্যর্থঃ। আগতা দেবাশ্চ প্রাজানন্। অস্মাকং হোমায়েদৃশ্যো জ্বালা উৎপন্না ইতি হৃষ্টাঃ সন্তঃ প্রকর্ষেণ জানন্তি॥

অক্ষী। পরত্বান্নুমং বাধিত্বা ঈ চ দ্বিবচনে। পা০ ৭।১।৭৭। ইত্যক্ষিশব্দস্যেকারান্তাদেশঃ। স চোদাত্তঃ। ঈত্বে কৃতে সকৃদ্গতপরিভাষয়া পুনর্নুম্ন ভবতি। সবর্ণদীর্ঘঃ। নীচীঃ। নিপূর্ব্বাদঞ্চতের্ঋত্বিগিত্যাদিনা কিন্। অনিদিতামিতি নলোপঃ। অঞ্চতেশ্চোপসংখ্যানমিতি ঙীপ্। অচ ইত্যকারলোপে চাবিতি দীর্ঘত্বম্। গ্যধী চেতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বম্। অরুষী। অরুষমিতি রূপনাম। ঋহনিভ্যামুষন্নিতি অর্ত্তেরুষচ্। ছন্দসীবনিপাবিতি মত্বর্থীয় ঈকারঃ। (১ম -৭২ সূ—১০ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য পঞ্চমেঽষ্টাদশো বর্গঃ। ১।৫।১৮॥

• • •

আজ্যভাগলক্ষণ চক্ষুকে 'অকৃণ্বন্' করিয়াছিলেন। শ্রুতিতে আছে—'চক্ষুষী বা যজ্ঞের এই যে আজ্যভাগদ্বয় ইত্যাদি।' তদানীং 'দিবঃ' দ্যুলোক হইতে 'অমৃতাঃ' অমরণ-ধর্ম্মী দেবগণ 'যাগসময় হইয়াছে'—ইহা অবগত হইয়া আগমন করেন—ইহাই তাবার্থ। 'অধ' অতঃপর আজ্যভাগানন্তর 'সৃষ্টাঃ' অগ্নি হইতে উৎপন্ন 'সিন্ধবঃ ন' শীঘ্রগমনশীল নদী-সমূহের ন্যায় 'নীচীঃ' সর্ব্বদা সকলদিকে গমনকারিণী 'অরুষীঃ' আরোচমান অথবা নির্ম্মল-রূপ 'অগ্নে' হে অগ্নি! এবম্ভূত আপনার জ্বালা 'ক্ষরন্তি' সঞ্চালিত হয়, অর্থাৎ সকল দিকে গমন করে; এবং আগত দেবগণও 'প্র অজানন্' আমাদিগের হোমের নিমিত্ত এই প্রকার জ্বালাসমূহ উৎপন্ন—এই জন্য হৃষ্ট হইয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন।

অক্ষী। পরত্ব-হেতু নুম্‌কে বাধা দিয়া অর্থাৎ নুম্ না হইয়া 'ঈচ দ্বিবচনে' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৭।১।৭৭) অক্ষিশব্দের ঈকারান্তাদেশ হইয়াছে; এবং তাহা উদাত্ত। ঈত্ব করিয়া সকৃৎ গত পরিভাষার দ্বারা পুনর্ব্বার নুম্ হয় নাই। সবর্ণের দীর্ঘ হইয়াছে। নীচীঃ। নি-পূর্ব্ব-হেতু অঞ্চ ধাতু 'ঋত্বিগ্' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা কিন্। 'অনিদিতাং' ইত্যাদি সূত্রে ন-কারের লোপ। অঞ্চ-ধাতুতে 'উপসংখ্যান" ইত্যাদি নিয়মে ঙীপ্। 'অচ ইত্যকার-লোপে চৌ' ইত্যাদি সূত্রে দীর্ঘত্ব। 'গ্যধী চ' ইত্যাদি সূত্রে গতির প্রকৃতিস্বরত্ব। অরুষীঃ। অরুষ শব্দ রূপনাম-বাচক 'ঋহনিভ্যামুষচ্' ইত্যাদি নিয়মে ঋ ধাতু স্থানে উষচ্ হয়। 'ছন্দসী বনিপৌ' ইত্যাদি সূত্রে মত্বর্থীয় ঈকার। (১ম—৭২সূ—১০ঋ)॥

পঞ্চম অধ্যায়ের অষ্টাদশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৫।১৮॥

• • •

দশম (৮১৩) ঋকের বিশদার্থ।

ব্যাখ্যা-উপলক্ষে এই মন্ত্রটিকে আমরা চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছি। ভাষ্যেও সেই চারি অংশেরই আভাস পাওয়া যায়। তবে মন্ত্রান্তর্গত কোনও কোনও পদের অর্থ বিষয়ে ভাষ্যকার যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, এবং অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ যে মতের পোষণ করেন; আমরা তাহার সর্ব্বথা অনুমোদন করি না। প্রথমতঃ 'অধি নিদধুঃ' ক্রিয়াপদের কর্ত্তৃ-পদ অধ্যাহার বিষয়ে আমরা ভিন্নমত পোষণ করি। ভাষ্যকার যজমান-গণ (যজমানাঃ) পদ কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। কোনও কোনও ব্যাখ্যা-কার ঋত্বিগ্‌গণকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছেন; কেহ বা 'তাহারা,' (তাহারা যে কে, তাহা নির্দ্দেশ না করিয়া) অর্থ-মূলক পদ অধ্যাহার করিয়াই মন্ত্রার্থের সঙ্গতি রাখিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি, এখানে 'সাধবঃ' পদ অধ্যাহৃত হওয়াই সঙ্গত। কেন-না, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রে সাধু-গণের প্রসঙ্গই প্রখ্যাত আছে বুঝিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ—'অস্মিন্' পদ। ঐ পদে ভাষ্যকার 'অগ্নৌ' অর্থাৎ অগ্নিতে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ এ পক্ষে প্রায়ই তাঁহার অনুসরণকারী হইয়াছেন দেখিতে পাই। কিন্তু আমরা বলি, ঐ 'অস্মিন্' পদে ইহসংসারকে এই জগৎকে লক্ষ্য করিতেছে। 'চারুং শ্রিয়ং' পদদ্বয়ে 'শোভনা শ্রী' বা 'সুমঙ্গল' অর্থ আসে। 'অধি নিদধুঃ' ক্রিয়াপদের 'স্থাপন করেন' অর্থই সকলে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরাও সেই অর্থমূলেই 'প্রদান করেন—বিধান করেন' এইরূপ ভাব গ্রহণ করিতে উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছি। এইরূপে, এই মন্ত্রাংশের প্রচলিত অর্থ দাঁড়াইয়াছে—'যজমানগণ বা ঋত্বিগ্‌গণ অগ্নিতে যজ্ঞ-সম্পৎ স্থাপন করেন।' কিন্তু আমাদিগের অর্থ দাঁড়াইতেছে,—'সাধুগণই ইহজগতে সুমঙ্গল আনয়ন করেন।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে "যৎ দিবঃ অমৃতাঃ অক্ষী অকৃণ্বন্" পদ-কয়টি গ্রহণ করিয়াছি। উহার মধ্যে 'অক্ষী' পদ উপলক্ষে ভাষ্যাদিতে 'হবির বা ঘৃতের প্রজ্বলন-রূপ নেত্রদ্বয়' অর্থ গৃহীত হয়। তদনুসারে, সেই জ্বলন বা আলোক রূপ চক্ষুর্দ্বয় অবলম্বনে দেবগণ যজ্ঞস্থলে আসিয়া উপস্থিত হন—

এইরূপ একটা অর্থ ভাবে গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা বলি, এখানে ঐরূপ পরিকল্পনার কোনই কারণ দেখা যায় না। সাদাসিধা ভাবে পদ-কয়টীর অর্থ-গ্রহণ-পক্ষে চেষ্টা পাইলেই মন্ত্রার্থে সঙ্গতি থাকে। প্রথমতঃ, 'যৎ' পদের 'যস্মাৎ' প্রতিবাক্য গ্রহণ-পূর্ব্বক 'সাধুগণের কৃপার দ্বারা' ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। 'দিবঃ' পদে 'স্বর্গ হইতে' অর্থাৎ 'সত্ত্ব-ভাব নিলয় হইতে' অর্থ আসে। 'অমৃতাঃ' পদে দেবগণ বা দেবভাবসমূহ বুঝাইয়া থাকে। সাধুগণের কৃপার দ্বারাই দেবগণ বা দেবভাবসমূহ যে মর্ত্ত্যলোকে আগমন করেন, এতদ্দ্বারা তাহাই সূচিত হয়। 'অক্ষী' পদে 'চক্ষুর্দ্বয়' অর্থ হইতেই 'মনুষ্যগণের সদসৎ দৃষ্টিশক্তি' ভাব প্রাপ্ত হই। এইরূপে এই মন্ত্রাংশে, যেন বলা হইয়াছে বুঝিতে পারি,—'সাধুগণের কৃপার দ্বারাই স্বর্গ হইতে দেবভাবসমূহ আসিয়া মানুষের সদসৎ দৃষ্টি-শক্তি প্রদান করে, অর্থাৎ তাঁহাদিগের কৃপাতেই মানুষ সৎকর্ম্ম-সাধনে সমর্থ হইয়া থাকে।'

অতঃপর মন্ত্রের তৃতীয় অংশে "অধ অগ্নে সিন্ধবঃ ন নীচীঃ অরুষীঃ ক্ষরন্তি" পদ-কয়েকটীতে কি ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, বুঝিয়া দেখুন। এই অংশের প্রচলিত অর্থে, 'অগ্নির জ্যোতিঃসমূহ নদী-সকলের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া থাকে'—এইরূপ ভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু আমরা বলি, এখানে জ্ঞানের মহিমার বিষয় প্রখ্যাত রহিয়াছে। নদীসকল যেমন নিম্নাভি-মুখে স্বতঃই প্রবাহিত হয়, সাধুগণের অনুকম্পায় জ্ঞানও সেইরূপ মানুষের মধ্যে বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে। 'অরুষীঃ' পদে এখানে 'জ্ঞানের প্রভাব-সমূহ' অর্থই আসিয়া থাকে। কিন্তু সাধুগণের অনুকম্পায়, জ্ঞানের প্রভাবে, কি ফল লাভ হয়? মন্ত্রের চতুর্থ অংশে, "সৃষ্টাঃ প্র অজানন্" বাক্যে তাহাই বোধগম্য হইয়া থাকে। সাধুগণের প্রভাবে, জ্ঞানরশ্মির বিচ্ছুরণে, মনুষ্যগণ যে প্রকৃষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন, সেই তত্ত্বই এখানে পরিব্যক্ত। এইরূপে বুঝিতে পারি, সাধুসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে মানুষ যে জ্ঞানের অধিকারী হয়, পরমশ্রেয়ঃ লাভ করে, এখানে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত অর্থে, বেশ বুঝিয়া দেখুন, সে ভাব কিছুই বোধগম্য হয় না। (১ম—৭২সূ—১০ঋ)।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলম্। দ্বাদশোঽনুবাকঃ। ত্রিসপ্ততিতমং সূক্তম্। প্রথমোঽষ্টকঃ।
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ। ঊনবিংশো বিংশশ্চ বর্গৌ।

* * *

ত্রিসপ্ততিতমং সূক্তম্।

এই সূক্তের মন্ত্রদশক অগ্নি-সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলিয়া অভিহিত হয়। ছন্দঃ ও ঋষি প্রভৃতি পূর্ব্বের ন্যায়ই পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রচলিত ক্রিয়া-কর্ম্মে এবং ভাষ্যের ও ব্যাখ্যাদির অর্থানুসারে, জলন্ত অগ্নির প্রতিই মন্ত্রের লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট দেখি; অথচ, জলন্ত অগ্নি-পক্ষে অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে, পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না; পরন্ত বিভিন্ন বিপরীত ভাবই প্রকাশ পায়।

অগ্নি-সংক্রান্ত ঋক্-সমূহের আলোচনায় পূর্ব্বাপর যেরূপ বিভিন্ন বিপরীত ভাবের মধ্য হইতে এক অভিন্ন ভাবের দ্যোতনা দেখিয়াছি, এই সূক্তেরও মর্ম্মানুসরণে সেই তত্ত্বই অধিগত হয়। নচেৎ, কাষ্ঠ জ্বালিয়া যে অগ্নির উৎপত্তি হয় (এই সূক্তের চতুর্থ ঋকের ব্যাখ্যায় প্রকাশ); সেই অগ্নি কেমন করিয়া দারিদ্র্যবিনাশী ধন দান করিবেন (দশম ঋকের অর্থানুসারে), কেমন করিয়াই বা শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় নেতৃত্বে সহায় হইবেন (প্রথম ঋকের ব্যাখ্যানুসারে), কেমন করিয়াই বা মনুষ্যগণকে যজ্ঞকর্ম্মে প্রেরণ করিবেন (অষ্টম ঋকের ব্যাখ্যানুসারে), তাহা বোধগম্য হয় না। এইরূপ পঞ্চম ঋকের ব্যাখ্যায় প্রকাশমান্ দেখি,—'গাভীগণ অগ্নির জন্যই দুগ্ধ দান করে, এবং নদীসমূহ অগ্নির দ্বারাই পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে।' এ প্রকার অর্থেই বা অগ্নি-পক্ষে কি সঙ্গতি থাকে, তাহা বোধগম্য হয় না। যাহা হউক, মন্ত্রার্থের সঙ্গতি-অসঙ্গতির বিষয় এবং মন্ত্রের লক্ষ্যের বিষয় আমাদিগের ব্যাখ্যামুখেই নির্দ্ধারিত হইবে। এখানে তাহার পুনরালোচনা বাহুল্য মাত্র।

ত্রিসপ্ততিতমসূক্তানুক্রমণিকা।

রয়ির্নেতি দশর্চ্চং নবমং সূক্তং পরাশরস্যার্ষং ত্রৈষ্টুভমাগ্নেয়ম্। অনুক্রান্তং চ। রয়ির্নেতি। প্রাতরনুবাকাশ্বিনশস্ত্রয়োরুক্তো বিনিয়োগঃ।

* . *

প্রথমমণ্ডলস্য দ্বাদশানুবাকে ত্রিসপ্ততিতমং সূক্তম্। ঋষ্যাদি পূর্ব্ববৎ।

* . *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। ত্রিসপ্ততিতমং সূক্তম্। প্রথমা ঋক্।)

রয়ির্ন যঃ পিতৃবিত্তো বয়োধাঃ

সুপ্রণীতিশ্চিকিতুষো ন শাসুঃ।

স্যোনশীরতিথির্ন প্রীণানো হোতেব সদ্ম

বিধতো বি তারীৎ॥ ১॥

* . *

ত্রিসপ্ততিতম সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'রয়িঃ ন' ইত্যাদি দশটী ঋক্‌বিশিষ্ট নবম সূক্ত (দ্বাদশ অনুবাকের)। ঋষি—পরাশর। ছন্দঃ—ত্রিষ্টুভ। দেবতা—অগ্নি। এইরূপ অনুক্রান্ত আছে,—'রয়িঃ ন' ইত্যাদি। প্রাতরনুবাকে আশ্বিন-শস্ত্রে ইহার বিনিয়োগ হয়।

* . *

পদ-বিশ্লেষণম্।

রয়িঃ। ন। যঃ। পিতৃঽবিত্তঃ বয়ঃঽধাঃ।

সুঽপ্রণীতিঃ। চিকিতুষঃ। ন। শাসুঃ।

স্যোনঽশীঃ। অতিথিঃ। ন। প্রীণানঃ। হোতাঽইব। সদ্ম।

বিধতঃ। বি। তারীৎ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'পিতৃবিত্তঃ' (পিতৃপিতামহাৎ লব্ধং) 'রয়িঃ ন' (ধনমিবঃ) 'বয়োধাঃ' (অন্নপ্রদঃ, শ্রেয়ঃসাধকঃ) ভবতি ইতি শেষঃ; তথা 'চিকিতুষঃ' (বিদুষঃ, ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞস্য জ্ঞানিনঃ) 'শাসুঃ ন' (শাসনমিব) 'সুপ্রণীতি' (সুষ্ঠুনেতা, সুপরিচালকঃ) ভবতি ইতি শেষঃ; তথা 'স্যোনশীঃ' (যাগাদিসৎকর্ম্মানুষ্ঠানে উপস্থিতঃ) 'অতিথিঃ ন প্রীণানঃ' (অতিথিবৎ তর্পণীয়ঃ সৎকারার্হঃ) ভবতি ইতি শেষঃ; স জ্ঞানদেবঃ 'বিধতঃ' (আত্মনঃ পরিচরতঃ, জ্ঞানানুসন্ধায়িনঃ) 'সদ্ম' (গৃহে—হৃদ্রূপে ইতি যাবৎ) 'হোতেব' (দেবানাং দেবভাবানাং বা আহ্বাতা ইব, দেবত্ববিধায়কঃ ইব) 'বি তারীৎ' (বিশেষেণ দেবত্বং বর্দ্ধয়তি, দেবত্বং প্রদদাতি ইতি ভাবঃ)। সকল শ্রেয়ঃসাধকেন জ্ঞানেনৈব অস্মাসু দেবত্বং বিভাতি ইতি ভাবঃ॥ (১ম—৭৩সূ—১ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে জ্ঞানদেবতা পিতৃপিতামহ হইতে লব্ধ ধনের ন্যায় শ্রেয়ঃসাধক হয়েন, ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানীর শাসনের ন্যায় সুপরিচালক হয়েন, যাগাদি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথির ন্যায় সৎকারার্হ তর্পণীয় হয়েন; সেই জ্ঞানদেবতা তাঁহার পরিচরণকারী অর্থাৎ জ্ঞানানুসন্ধায়ীর হৃদ্রূপ-গৃহে দেবগণের বা দেবভাব-সমূহের আহ্বাতার ন্যায় বিশেষভাবে দেবত্বের বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—সকল শ্রেয়ঃসাধক জ্ঞানের দ্বারাই আমাদিগের মধ্যে দেবত্ব বিকাশ পায়।)॥ (১ম—৭৩সূ—১ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

পিতৃবিত্তঃ পিতুঃ সকাশাল্লব্ধো রয়িধনমিব যোঽগ্নির্বয়োধা অন্নস্য দাতা। যথা পৈতৃকং ধনং বিস্রম্ভেণ ব্যবহ্রিয়মাণং সদন্নপ্রদং ভবতি তদ্বদগ্নিরপি সর্ব্বেষু যজ্ঞেষু বিস্রম্ভেণ ব্যবহৃতঃ সন্ অন্নপ্রদো ভবতীত্যর্থঃ। চিকিতুষো বিদুষো ধর্ম্মশাস্ত্রাভিজ্ঞস্য শাসুঃ ন শাসনমিব সুপ্রণীতিঃ সুখেন প্রণেতব্যঃ। যথা বিদ্বচ্ছাসনং সর্ব্বেষনুষ্ঠেয়েষু তত্তৎসংশয়নির্ণয়ায় নীয়তে। তদ্বদগ্নিরপি সর্ব্বেষু যজ্ঞেষু প্রণীয়তে। যশ্চ স্যোনশীঃ সুখপ্রদে গার্হপত্যায়তনাদৌ শয়ানোঽতিথির্ন সুখাসন উপবেশিতোঽর্ঘ্যপাদ্যাদিভিঃ সংস্কৃতোঽতিথিরিব প্রীণানো হবির্ভিস্তর্পণীয়ঃ সোঽগ্নির্বিধতঃ পরিচরতো যজমানস্য সদ্ম গৃহং বিতারীৎ। প্রবর্দ্ধয়তি দদাতি বা। তত্র দৃষ্টান্তঃ—হোতেব। হোতা হোমকর্ত্তাধ্বর্য্যুস্তত্তৎকর্ম্মকরণেন ফলৈর্যজমানস্য গৃহং যথা বর্দ্ধয়তি তদ্বৎ॥

পিতৃবিত্তঃ। বিদ্লৃ লাভে। কর্ম্মণি নিষ্ঠা। যস্য বিভাষেতীট্। প্রতিষেধঃ। বিভাষা গমহনবিদবিশামিতি ক্বসোরস্য ধাতোরিটো বিকল্পিতত্বাৎ তত্রাপি বিশসাহচর্য্যাত্তৌদাদিক এব বিদিগৃহ্যত ইত্যুক্তম্। বিত্তো ভোগপ্রত্যয়য়োঃ। পা০ ৮,২৫৮। ইতি নিষ্ঠানত্বাভাবো নিপাতিতঃ। বয়োধাঃ। ডুধাঞ্ ধারণপোষণয়োঃ। আতো মনিন্নিতি বিচ্। সুপ্রণীতিঃ। প্রণীয়ত ইতি প্রণীতিঃ। কর্ম্মণি ক্তিন্। তাদৌ চেতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বম্। পুনঃ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'পিতৃবিত্তঃ' পিতার সকাশ হইতে লব্ধ 'রয়িঃ ন' ধনের ন্যায় 'যঃ' যে অগ্নি 'বয়োধাঃ' অন্নের দাতা; যেমন পৈতৃক ধন বিস্রম্ভের দ্বারা ব্যবহ্রিয়মাণ হইয়া অন্নপ্রদ হয়, সেইরূপ অগ্নিও সকল যজ্ঞে বিস্রম্ভের দ্বারা ব্যবহৃত হইয়া অন্নপ্রদ হয়েন—ইহাই অর্থ; 'চিকিত্নুষঃ' বিদ্বান্ ধর্ম্মশাস্ত্রাভিজ্ঞের 'শাসুঃ ন' শাসনবৎ 'সুপ্রণীতি' সুখের দ্বারা প্রাণেতব্য; অর্থাৎ যেমন বিদ্বানের শাসনসকল অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে তত্তৎ সংশয় নির্ণয়ার্থ নীত হয়, তদ্বৎ অগ্নিও সকল যজ্ঞেতে প্রকৃষ্টভাবে নীত হয়েন; এবং যাহা 'স্যোনশীঃ' সুখপ্রদ গার্হপত্যায়তনাদিতে শয়ান (অবস্থিত) 'অতিথিঃ ন' সুখাসনে উপবেশিত অর্ঘ্য-পাদ্যাদির দ্বারা সংকৃত অতিথির ন্যায় 'প্রীণানঃ' হবিঃসমূহের দ্বারা তর্পণীয়, সেই অগ্নি 'বিধতঃ' পরিচরণকারী যজমানের 'সদ্ম' গৃহে 'বিতারীৎ' প্রবর্দ্ধিত হয়েন বা প্রদান করেন। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'হোতেব'; হোতা হোমকর্ত্তা অধ্বর্য্যু তত্তৎ কর্ম্মকরণজনিত ফলসমূহের দ্বারা যজমানের গৃহকে যেমন বর্দ্ধিত করেন, সেইরূপ।

পিতৃবিত্তঃ। বিদ্লৃ ধাতু লাভার্থক। কর্ম্মণিবাচ্যে নিষ্ঠা। 'যস্য বিভাষা' ইত্যাদি সূত্রে ইটের প্রতিষেধ। 'বিভাষা গমহনবিদবিশাং' ইত্যাদি সূত্রে বিহিত ক্বসু; তাহাতে ধাতুর ইটের বিকল্পিতত্ব-হেতু ও বিশের সাহচর্য্য-হেতু, তৌদাদিকেই বিদিঃ গৃহীত হয়—এইরূপ উক্ত আছে। 'বিত্তো ভোগপ্রত্যয়য়োঃ' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৮।২।৫৮) নিষ্ঠানত্বের অভাব নিপাতনসিদ্ধ। বয়োধাঃ। ডুধাঞ্ ধাতু ধারণ ও পোষণার্থক। 'আতো মনিন্' ইত্যাদি সূত্রে বিচ্। সুপ্রণীতিঃ। প্রণীয়ত এই অর্থে প্রণীতিঃ পদ হয়। কর্ম্মণিবাচ্যে

সুশব্দেন সমাসে কৃদগ্রহণে গতিকারকপূর্ব্বস্যাপি গ্রহণাৎকৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্। চিকিতুষঃ লিটঃ ক্বসুঃ। ষষ্ঠ্যৈকবচনে বসোঃ সম্প্রসারণমিতি সম্প্রসারণম্। শাসিবসিঘসীনাং চেতি ষত্বম্। শাসুঃ। শাসু অনুশিষ্টৌ। শৄস্বৃস্নিহীত্যাদিনা বিধীয়মান উপ্রত্যয়ো বহুলবচনাদস্মাদপি দ্রষ্টব্যম্। তত্র নিদিত্যনুবৃত্তেরাদ্যুদাত্তত্বম্। স্যোনশীঃ। স্যোনমিতি সুখনাম। স্যোনে সুখকরে গার্হপত্যাদিস্থানে শেত ইতি স্যোনশীঃ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। প্রীণানঃ। প্রীঞ্ তর্পণে। কর্ম্মণি শানচি ব্যত্যয়েন শ্না। বিধতঃ। বিধ বিধানে। বিধতিঃ পরিচরণকর্ম্মেতি নৈরুক্তাঃ॥ তুদাদিত্বাচ্ছপ্রত্যয়ঃ। শতুরনুম ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বম্॥ ১॥

* * *

প্রথম (৮১৪) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা জ্বলন্ত অগ্নির প্রতি মন্ত্রের লক্ষ্য কোনরূপেই নির্দ্দেশ করা যায় না। মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; তদ্দ্বারাই প্রতীত হইবে যে, ঐ অগ্নির অতীত সামগ্রীর প্রতিই মন্ত্রের লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। যথা,—

(১) "পূর্ব্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত ধনের ন্যায় অগ্নি আমাদিগের অন্নপ্রদাতা, পণ্ডিত ব্যক্তির ন্যায় আমাদিগের পথপ্রদর্শক, গৃহাগত অতিথির ন্যায় ভক্তি-ভাজন, এবং হোতার ন্যায় ঋত্বিক্‌দিগের গৃহ ধনে পরিপূর্ণ করে।"

এই অর্থে কোনও প্রকারেই জ্বলন্ত অগ্নি-সম্বোধনে মন্ত্রের প্রযুক্তি প্রতিপন্ন হয় না। আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থও প্রায়ই ঐ অর্থেরই অনুসারী বটে; তবে আমরা মন্ত্রের শেষ অংশে "বিধতঃ সদ্ম হোতেব

ক্তিন্। 'তাদৌ চ' ইত্যাদি সূত্রে গতির প্রকৃতিস্বরত্ব। পুনরায় সু-শব্দের দ্বারা সমাসে কৃৎ-গ্রহণে গতিকারক পূর্ব্বেরও গ্রহণহেতু কৃদুত্তরপদে প্রকৃতিস্বরত্ব। চিকিতুষঃ। লিটে ক্বসু প্রত্যয়। ষষ্ঠীর একবচনে 'বসঃ সম্প্রসারণং' ইত্যাদি সূত্রে সম্প্রসারণ। 'শাসিবসিঘসীনাঞ্চ' ইত্যাদি সূত্রে ষত্ব। শাসুঃ। শাসু ধাতু অনুশিষ্ট অর্থ দ্যোতক। 'শৄস্বৃস্নিহি' ইত্যাদি সূত্রে বিধীয়মান উ-প্রত্যয়ে বহুলবচন-হেতু ইহা দ্রষ্টব্য; তাহাতে নিদিত্যের অনুবৃত্তি-হেতু উদাত্তত্ব। স্যোনশীঃ। স্যোন শব্দ সুখনামবাচক। স্যোনে অর্থাৎ সুখকর গার্হপত্যাদি স্থানে শয়ন করেন—এই অর্থে স্যোনশীঃ পদ হয়। 'ক্বিপ্ চ' ইত্যাদি সূত্রে ক্বিপ্। প্রীণানঃ। প্রীঞ্ ধাতু তর্পণার্থক। কর্ম্মণিবাচ্যে শানচ্; তাহার ব্যত্যয়ের দ্বারা শ্না। বিধতঃ। বিধ-ধাতু বিধানার্থক। বিধাতঃ পদে পরিচরণকর্ম্ম বুঝায়—নৈরুক্তগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। তুদাদিত্ব-হেতু শপ্ প্রত্যয়। 'শতুরনুমঃ' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব॥ ১॥

* * *

বি তারীৎ" পদ কয়টীতে মন্ত্রের মেরুদণ্ড অবস্থিত আছে বলিয়া মনে করি। যাঁহারা জ্ঞানানুসন্ধায়ী, অর্থাৎ জ্ঞানার্জ্জনে যাঁহাদিগের চিত্ত বিনিবিষ্ট, জ্ঞানদেবতা তাঁহাদিগেরই হৃদয়ে দেবভাবের পরিবর্দ্ধন করিয়া থাকেন। অনুসন্ধানের ফলেই জ্ঞান অধিগত হয়। জ্ঞান হইতেই দেবত্ব বিকাশ পাইয়া থাকে। 'তুমি জ্ঞানার্জ্জনে প্রবৃত্ত হও, দেবত্বের অধিকারী হইবে',—এবম্বিধ শিক্ষাই এই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত দেখিতে পাই।

মন্ত্রটীতে চারিটী অংশ দৃষ্ট হয়। কিন্তু ব্যাখ্যাকারগণ উহার প্রথম অংশের অন্তর্গত 'যঃ' পদটীকে পরিহার করিয়াছেন। সুতরাং 'যঃ' পদের লক্ষ্যস্থল নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, এবং ঐ 'যঃ' পদের আকাঙ্ক্ষিত 'নঃ' পদের প্রতিও কেহ লক্ষ্য করেন নাই। আমরা বলি, ঐ 'যঃ' পদে জ্ঞানাগ্নিকে জ্ঞানদেবতাকে লক্ষ্য করিতেছে। তাহাতে, 'যে জ্ঞানদেবতা পিতৃপরিত্যক্ত ধনের ন্যায় শ্রেয়ঃসাধক, যে জ্ঞানদেবতা ধর্ম্মজ্ঞ জ্ঞানীর ন্যায় সুপরিচালক, যে জ্ঞানদেবতা অতিথির ন্যায় সৎকারার্হ' ইত্যাদি-রূপ ভাব আসিয়া, 'সেই জ্ঞানদেবতা তাঁহার পরিচরণকারীর হৃদয়ে দেবভাবের প্রকাশক হয়েন,—পরিশেষে ইহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। ফলতঃ, মন্ত্রের প্রথম তিনটী অংশকে 'যঃ' পদের দ্যোতক, এবং শেষ অংশটীকে 'সঃ' পদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়াই সিদ্ধান্তিত হয়। অকারণ 'যঃ' পদটীকে পরিহার করাতেই মন্ত্রার্থ অন্য পথে প্রধাবিত হইয়াছে। (১ম—৭০সূ—১ঋ)॥ *

---

* মন্ত্রের অন্তর্গত 'যঃ' পদটীকে পরিহার করায়, যে অর্থ এতদ্দেশে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার একটী আদর্শ উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি। কিন্তু মন্ত্রটীর ইংরাজী অনুবাদে উহার একটু বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। যথা,—

(1) "He who gives vigour like wealth acquired by the fathers, who is a good guide like the instruction of a sage, who is pleased (by worship) like a comfortably resting guest, (Agni) has crossed the (sacrificial) seat of the worshipper like a Hotri."

আর একটী ইংরাজী অনুবাদে, দেখিতে পাই, আর এক ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। তবে উভয়েরই মুখ্য লক্ষ্য অভিন্ন বলিয়া তাহা উদ্ধৃত করা হইল না।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। ত্রিসপ্ততিতমং সূক্তম্। দ্বিতীয়া ঋক্।)

দেবো ন যঃ সবিতা সত্যমন্মা ক্রত্বা

নিপাতি বৃজনানি বিশ্বা।

পুরুপ্রশস্তো অমতির্ন সত্য আত্মেব শেবো

দিধিষায্যো ভূৎ ॥ ২ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণম্।

দেবঃ। ন। যঃ। সবিতা। সত্যঽমন্মা। ক্রত্বা।

নিঽপাতি। বৃজনানি। বিশ্বা।

পুরুঽপ্রশস্তঃ। অমতিঃ। ন। সত্যঃ। আত্মাঽইব। শেবঃ।

দিধিষায্যঃ। ভূৎ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ সবিতা' (জ্ঞানপ্রেরকঃ সুমঙ্গলবিধায়কঃ বা যঃ জ্ঞানদেবঃ) 'দেবঃ ন' (দ্যোতমানঃ প্রকাশস্বরূপঃ) 'সত্যমন্মা' (সত্যস্য ধারয়িতা বর্দ্ধয়িতা বা—ভবতি ইতি শেষঃ), স এব 'ক্রত্বা' (অস্মাকং সৎকর্ম্মণা) 'বিশ্বা' (সর্ব্বান্) 'বৃজনানি' (শত্রূন্) 'নিপাতি' (ছিনত্তি); যদ্বা—'বিশ্বা' (সর্ব্বাণি) 'বৃজনানি' (শত্রুণা সহ সংগ্রামাণি) 'নিপাতি' (অস্মান্ পালয়তি, জয়যুক্তান্ করোতি); 'পুরুপ্রশস্তঃ' (বহুনাং স্তুতঃ সৰ্বব্যাপী বা স দেবঃ) 'অমতিঃ ন সত্যঃ' (রূপমিব প্রকৃতং, বস্তূনাং অস্তিত্বেন সহ রূপস্য সম্বন্ধঃ যথা অবিচ্ছিন্নঃ তদ্বৎ অস্মাভিঃ সহ চিরবিদ্যমানঃ ভবতি), যদ্বা—'অমতিঃ ন' (দুর্ম্মতিঃ ইব, পাপিনঃ ইব, অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্নে হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'সত্যঃ' (অবিতথঃ, সত্যপ্রকাশশীলঃ—ভবতি ইতি শেষঃ); স দেবঃ 'আত্মেব শেবঃ' (আত্মাবৎ সুখকরঃ, দুঃখসম্বন্ধঃ

পরিচ্ছিন্নঃ ইত্যর্থঃ); এবম্ভূতঃ স দেবঃ 'দিধিষায্যঃ ভূৎ' (উপাসকানাং ধরণীয়ঃ ভবতি)। জ্ঞানদেবঃ স্বতমেব জ্ঞানানুসারিণাং অধিগতঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ । (১ম—৭৩সূ—২ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানপ্রেরক অর্থাৎ সুমঙ্গলবিধায়ক যে জ্ঞানদেবতা দ্যোতমান্ প্রকাশ-স্বরূপ সত্যের ধারয়িতা বা বর্দ্ধয়িতা হয়েন, তিনিই আমাদিগের সৎকর্ম্মের দ্বারা সকল শত্রুকে নাশ করিয়া থাকেন, অথবা সকল শত্রু-সমরে আমাদিগকে পালন করেন—জয়যুক্ত করেন; বহুজনের স্তুত অথবা সর্ব্বব্যাপী সেই দেবতা, রূপের ন্যায় প্রকৃত;—অর্থাৎ বস্তুসমূহের অস্তিত্বের সহিত রূপের সম্বন্ধ যেমন অবিচ্ছিন্ন, আমাদিগের সহিত সেইরূপ চিরবিদ্যমান্ আছেন; অথবা—সেই দেবতা দুর্ম্মতি-রূপ (পাপীর ন্যায়) অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়ে অবিতথ সত্যপ্রকাশশীল হয়েন; সেই দেবতা আত্মার ন্যায় সুখকর, অর্থাৎ দুঃখসম্বন্ধপরিচ্ছিন্ন; এবম্ভূত সেই দেবতা উপাসকগণের ধারণীয় হয়েন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানদেবতা স্বতই জ্ঞানানুসারিগণের অধিগত হয়েন।)॥ (১ম—৭৩সূ—২ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

দেবো ন সবিতা দ্যোতমানঃ সর্ব্বস্য প্রেরকঃ সূর্য্য ইব যোঽগ্নিঃ সত্যধর্ম্মা সত্যজ্ঞানো যথার্থদর্শী সোঽগ্নিঃ ক্রত্বাত্মীয়েন কর্ম্মণা বিশ্বা বৃজনানি। বিভক্তিব্যত্যয়ঃ। সর্ব্বেভ্যঃ সংগ্রামেভ্যো নিপাতি। নিতরাং পালয়তি। বর্জ্জ্যন্তে হিংস্যন্তেঽস্মিন্নিতি বৃজনং সংগ্রামঃ। অপিচ পুরুপ্রশস্তঃ পুরুভির্যজমানৈঃ স্তুতোঽগ্নিরমতির্ন। রূপনামৈতৎ। রূপমিব সত্যো বাধরহিতঃ। রূপ্যত ইতি রূপং স্বরূপম্। যথা পৃথিব্যাদেঃ স্বরূপমাগমাপায়িষু বিশেষেষু সৎস্বপি স্বমৈকরূপ্যেণ নিত্যং ভবতি। তদ্বদগ্নিরপ্যুচ্চাবচেষু সর্ব্বেষু কর্ম্মসু

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'দেবঃ ন সবিতা' দ্যোতমান সকলের প্রেরক সূর্য্যের ন্যায় 'যঃ' যে অগ্নি 'সত্যধর্ম্মা' সত্যজ্ঞান যথার্থদর্শী, সেই অগ্নি 'ক্রত্বা' আত্মীয় কর্ম্মের দ্বারা 'বিশ্বা বৃজনানি' (বিভক্তি-ব্যত্যয়) সকল সংগ্রামে 'নিপাতি' সর্ব্বদা পালন করেন। ('বর্জ্জ্যন্তে' হিংস্যন্তেঽস্মিন্'—ইহাতে বর্জ্জিত হিংসিত হয়—এই অর্থে, বৃজন শব্দ সংগ্রাম বুঝায়)। অপিচ 'পুরুপ্রশস্তঃ' পুরুগণের দ্বারা—যজমানগণের দ্বারা—স্তুত অগ্নি 'অমতিঃ ন' (অমতি শব্দ রূপ নামবাচক) রূপের ন্যায় 'সত্যঃ' বাধরহিত (রূপ্যতে ইতি রূপং—এই অর্থে স্বরূপকে বুঝায়); পৃথিব্যাদির যেমন স্বরূপ আগমাপায়িসমূহে বিশেষরূপে বিদ্যমান্ থাকিয়াও স্বীয় একরূপের দ্বারা নিত্য হয়েন, সেইরূপ অগ্নিও উচ্চনীচ সকল কর্ম্মের মধ্যে স্বয়ং একাই ব্যাপিয়া

স্বয়মেক এব ব্যাপ্য বর্ত্ততে। সোঽগ্নিঃ শেবঃ সুখকরঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। আত্মা। পরমপ্রেমাস্পদতয়া নিরতিশয়ানন্দস্বরূপ আত্মা যথা সর্ব্বান্ সুখয়তি। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি। এষ হ্যেবানন্দয়াতীতি চ শ্রবণাৎ। তদ্বদগ্নিরপি স্বর্গাদিফলহেতুতয়া সুখয়তি। এবম্ভূতোঽগ্নির্দিধিষায্যো ভূৎ। সর্ব্বৈর্যজমানৈর্ধারণীয়ো ভবতি। পরিত্যাগে হি বীরহত্যালক্ষণো দোষো ভবতি। তথা চ তৈত্তিরীয়কম্—বীরহা বা এষ দেবানাং যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে ইতি ॥

সত্যমন্মা। মমনং (মননং) মন্ম। মন্ জ্ঞানে। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি মনিন্। সত্যমবিতথং মন্ম যস্য। বহুব্রীহিস্বরঃ। বৃজনানি। বৃজী বর্জ্জনে। কৃপৃবৃজীত্যাদিনা ক্যু-প্রত্যয়ঃ। পুরুপ্রশস্তঃ। তৃতীয়া কর্ম্মণীতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে প্রবৃদ্ধাদীনাং চ। পা০ ৬।২।১৪৭। ইত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বম্। সহ্যাকৃতিগণ ইত্যুক্তম্। অমতিঃ। অমগত্যাদিষু। অমেরতিঃ। দিধিষায্যঃ। দধাতের্দিধিষায্যঃ। উং ৩৯৬। ইতি য্যায্যপ্রত্যয়ান্তো নিপাত্যতে ॥ (১ম—৭৩সূ—২ঋ)॥

দ্বিতীয় (৮১৫) ঋকের বিশদার্থ।

ভাষ্যে এবং তদনুসারী ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটী জ্বলন্ত অগ্নি-সম্বোধনে প্রযুক্ত বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু সে দৃষ্টিতেও যে পদের যে অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে, ভাব-পক্ষে তাহার সঙ্গতি সর্ব্বথা রক্ষা করা যায় না; পরন্তু

বিদ্যমান্ থাকেন। সেই অগ্নি 'শেবঃ' সুখকর। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'আত্মেব' পরমপ্রেমাস্পদ নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ আত্মা যেমন সকলকে সুখী করে, অর্থাৎ এই আনন্দের মাত্রা অন্যান্য ভূতসমূহও উপভোগ করে। শ্রুতিতে আছে—'এষ হ্যেবানন্দয়াতি' ইত্যাদি। তদ্বৎ অগ্নিও স্বর্গাদি ফল-হেতুর দ্বারা সুখবিধান করেন। এবম্ভূত অগ্নি 'দিধিষায্যঃ ভূৎ' সকল যজমানগণের দ্বারা ধারণীয় হয়েন। পরিত্যাগে নিশ্চয়ই বীরহত্যা-লক্ষণ দোষ হয়। এ বিষয় তৈত্তিরীয়কে এইরূপ উক্ত আছে,—'বীরহা বা এষ দেবানাং যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে' ইত্যাদি।

সত্যমন্মা। মন্ম পদ মমন (মনন) বুঝায়। মন্ ধাতু জ্ঞানার্থক। 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' ইত্যাদি সূত্রে মনিন্। সত্য অর্থাৎ অবিতথ মন্ম যাহার—এই অর্থে বহুব্রীহির স্বর। বৃজনানি। বৃজী ধাতু বর্জ্জনার্থক। 'কৃপৃবৃজী' ইত্যাদি সূত্রে ক্যু-প্রত্যয়। পুরুপ্রশস্তঃ। 'তৃতীয়া কর্ম্মণি' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বরত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় 'প্রবৃদ্ধাদীনাং চ' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৬।২।১৪৩) উত্তরপদের অন্তোদাত্তত্ব। 'সহ্যাকৃতিগণে' এইরূপ উক্ত আছে। অমতিঃ। অম ধাতু গত্যাদি বুঝায়। তাহা হইতে 'অমেরতিঃ' পদ হয়। দিধিষায্যঃ। ধা ধাতুতে 'দিধিষায্যঃ' ইত্যাদি সূত্রে (উ০ ৩৯৬) য্যায্য-প্রত্যয়ান্ত নিপাতন-সিদ্ধ। (১ম—৭৩সূ—২ঋ)।

কয়েকটী বাক্যাংশের অর্থ প্রহেলিকার মধ্যেই রহিয়া যায়। মন্ত্র-কথিত দেবতার সম্বন্ধে যে তিনটী উপমা-মূলক বাক্যাংশ প্রযুক্ত দেখি, তাহার প্রত্যেকটীর সম্বন্ধেই অসঙ্গতি অনুভূত হয়। বলা হইয়াছে,—'আত্মেব শেবঃ'; অর্থাৎ, আত্মার ন্যায় সুখকর। তাহা হইতে দুঃখসম্বন্ধ-পরিচ্ছিন্ন অবস্থার বিষয় মনে আসে। অগ্নি কি প্রকারে সেই অবস্থার সহিত তুলনীয় হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এইরূপ, 'অমতিঃ ন সত্যঃ' উপমার অভ্যন্তরেও সেই সমস্যাই অব্যাহত দেখি। অগ্নিকে অগ্নি বলিয়া মনে করিলে, ঐরূপ কোনও অর্থেই সঙ্গতি থাকে না। পরন্তু সকল ব্যাখ্যা-পক্ষেই রূপক-স্বীকারের আবশ্যক হয়।

এইরূপে, অগ্নি-নামে অগ্নির অতীত সামগ্রীর প্রতি যে লক্ষ্য আসে, সকল প্রকার আলোচনাতেই তাহা বুঝিতে পারি। বিশষতঃ, এই মন্ত্রের মধ্যে অগ্নি-বাচক কোনও পদ দৃষ্ট হয় না; এই দ্বিতীয় মন্ত্রেও নহে, ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী (প্রথম ও তৃতীয়) মন্ত্রেও নহে। আমরা অগ্নি-পক্ষে প্রধানতঃ জ্ঞানদেবতার দ্যোতনা পরিকল্পনা করি। তাহাতেই ভাবার্থের সঙ্গতি থাকে। 'যঃ' পদের প্রতিবাক্যে সেই দৃষ্টিতেই আমরা 'জ্ঞানদেবঃ' পদ গ্রহণ করিয়াছি। এক্ষণে তৎপক্ষে মন্ত্রে কি ভাব প্রকাশ পায়, তাহারই আলোচনা করিতেছি।

'সবিতা' পদে ভাষ্যাদিতে 'সূর্য্য' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানের প্রেরক সুমঙ্গলবিধায়ক দেবতার উদ্দেশ্যেও সবিতা-পদের প্রয়োগ পূর্ব্বাপর দেখিয়া আসিয়াছি। এখানে, আমরা মনে করি, ঐ পদ জ্ঞান-দেবতারই দ্যোতক। তিনি 'সবিতা' অর্থাৎ সূর্য্যবৎ প্রকাশশীল; তিনি 'সবিতা' অর্থাৎ জ্ঞানের প্রেরক—সুমঙ্গলবিধায়ক। উক্ত দ্বিবিধ ভাব প্রকাশ-পক্ষেই এখানে জ্ঞানদেবতার সম্বন্ধ অব্যাহত দেখি। 'দেবঃ ন' উপমায় তিনি দ্যোতমান এবং দানাদি-গুণযুক্ত, এই দুই ভাবই প্রকাশ পায়। জ্ঞানের দ্বারা মানুষ যে সুখশান্তি লাভ করে, তাহাই তাঁহার (জ্ঞানের) দাতৃত্ব; আবার জ্ঞানের দ্বারা মানুষ যে অন্তরের বাহিরের সকল বস্তুর প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হইতে পারে, তাহাই তাঁহার (জ্ঞানের) দ্যোতমানত্ব। জ্ঞানের দ্বারাই সত্যের জ্যোতিঃ হৃদয়ে বিচ্ছুরিত হয়, তাই তাঁহাকে 'সত্যমন্মা' বলা হইয়াছে। এইরূপে মন্ত্রের প্রথমাংশে, "যঃ

সবিতা দেবঃ ন সত্যমন্মা" পদ কয়েকটীতে ভাব প্রাপ্ত হই,—'সুমঙ্গল-বিধায়ক স্বপ্রকাশ যে দেবতা সত্যের বর্দ্ধনকারী হয়েন।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে, "ক্রত্বা বিশ্বা বৃজনানি নিপাতি" পদ-কয়েকটীতে সেই দেবতার অর্থাৎ জ্ঞানের কর্ম্ম-প্রভাব দ্যোতিত হইয়াছে। তিনি কি করেন? 'ক্রত্বা' অর্থাৎ আমাদিগের সৎকর্ম্মের দ্বারা আমাদিগকে সৎকর্ম্মান্বিত করিয়া তাহার দ্বারা—আমাদিগের সকল শত্রুগণকে হনন করেন; অথবা, যে শত্রুসমরে আমরা নিয়ত ব্যাপৃত রহিয়াছি, সেই শত্রুসমরে আমাদিগকে তিনি পালন করেন—জয়যুক্ত করেন। এই অংশের কোন্ পদের কি অর্থ সঙ্গত হয়, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই তাহা বোধগম্য হইবে। 'যদ্বা' অভিধায়ে দ্বিবিধ অন্বয়-মুখে ঐ অংশের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তাহাতে সেই দ্বিবিধ ভাবই বোধগম্য হইবে।

উপসংহারে মন্ত্রের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অংশের, "অমতিঃ ন সত্যঃ" "আত্মেব শেবঃ" এবং "দিধিষায্যঃ ভূৎ" উপমার বা পদ-কয়েকটীর বিষয় কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। 'অমতিঃ' পদে 'রূপ' অর্থ ভাষ্যাদিতে পরিগৃহীত। তাহা হইতে ভাব দাঁড়ায়—'রূপ যেমন প্রকৃত'। আমরা মনে করি, উহার মর্ম্ম এই যে,—রূপ দেখিয়া যেমন বস্তুর প্রতি লক্ষ্য আসে; রূপের সহিত বস্তুর যেমন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ; যেখানেই বস্তু, সেইখানেই যেমন রূপ; যেখানেই রূপ, সেইখানেই যেমন বস্তু; এক থাকিলেই অপরকে যেমন থাকিতেই হইবে; জ্ঞানের সহিত সত্যবস্তুর যেন সেই সম্বন্ধ। যেখানেই জ্ঞান, সেখানেই যেন সত্য বিদ্যমান্।' এক ভাবে এই এক অর্থ গৃহীত হইতে পারে; অন্য ভাবে 'যদ্বা' অভিধায়ে যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছি, তদ্দ্বারা বুঝিতে পারি,—জ্ঞানের মহিমায় অজ্ঞান-জনের হৃদয়ও সত্যের আলোকে পরিপূর্ণ হয়। এই ভাবের অর্থ পূর্ব্বেও (১ম—৬৪সূ—৯ঋ) প্রকাশ পাইয়াছে—দেখিতে পাইবেন। তার পর, তাঁহাকে 'আত্মার ন্যায় সুখকারী' বলা হইয়াছে। আত্মা—আনন্দময়—দুঃখসম্বন্ধ-পরিচ্ছিন্ন। জ্ঞানেরও সেই ভাব। যেখানে জ্ঞান, সেখানেই আনন্দ; যেখানে জ্ঞান, সেখানেই দুঃখসম্বন্ধ-পরিচ্ছিন্ন। যাঁহারা উপাসক অর্থাৎ যাঁহারা জ্ঞানের অনুসন্ধানকারী, তাঁহারাই জ্ঞানের অধিকারী হইয়া

থাকেন। 'দিধিষায্যঃ ভূৎ' পদদ্বয়ে এই ভাবই প্রকাশমান। তুমিও জ্ঞানানুসন্ধায়ী হও; জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিবে—সকল শ্রেয়ঃ লাভ করিবে;—মন্ত্রের ইহাই উপদেশ। (১ম—৭৩সূ—২ঋ)॥

—•—

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। ত্রিসপ্ততিতমং সূক্তম্। তৃতীয়া ঋক্।)

দেবো ন যঃ পৃথিবীং বিশ্বধায়া উপক্ষেতি

হিতমিত্রো ন রাজা।

পুরঃসদঃ শর্ম্মসদো ন বীরা অনবদ্যা

পতিজুষ্টেব নারী ॥ ৩।

• • •

পদ-বিশ্লেষণম্।

দেবঃ। ন। যঃ। পৃথিবীম্। বিশ্বঽধায়াঃ। উপক্ষেতি।

হিতঽমিত্রঃ। ন। রাজা।

পুরঃঽসদঃ। শর্ম্মঽসদঃ। ন। বীরাঃ। অনবদ্যা।

পতিজুষ্টাঽইব। নারী ॥ ৩॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্বধায়াঃ' (সর্ব্বস্য জগতঃ ধর্ত্তা, সর্ব্বেষাং রক্ষকঃ) 'যঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'দেবঃ ন' (দ্যোতমানঃ সূর্য্যঃ ইব, দীপ্তিদানাদিগুণযুক্তঃ দেবঃ যথা তদ্বৎ) 'পৃথিবীং' (ধরিত্রীং, ইহ-লোকং) 'উপক্ষেতি' (রক্ষতি, ধারয়তি); তত্র 'পুরঃসদঃ' (সমীপগতাঃ জনাঃ, যঃ

জ্ঞানানুসন্ধায়ী স ইতি ভাবঃ) 'হিতমিত্রঃ ন রাজা, (অনুকূলমিত্রবিশিষ্টঃ নৃপতিঃ ইব, সর্ব্বেষাং সহায়তাপ্রাপ্তঃ নৃপবৎ শক্তিশালী) ভবতি ইতি শেষঃ; যো জনঃ জ্ঞানদেবস্য সামীপ্যং লব্ধবান, স এব সর্ব্বেষামুপরি আধিপত্যং বিস্তারয়িতুং সমর্থো ভবতি ইতি ভাবঃ; স জনঃ 'শর্ম্মসদঃ ন বীরাঃ' (পিতৃগৃহে আশ্রয়প্রাপ্তঃ পুত্রবৎ, অথবা বীরবৎ মঙ্গললাভকারী ভবতি ইতি শেষঃ; বীরাঃ যথা স্বশক্তিপ্রভাবেন শ্রেয়াংসি অধিকর্তুং শক্নুবন্তি, জ্ঞানসামীপ্য-প্রাপ্তঃ জনঃ তদ্বৎ মঙ্গলং লভতে—ইতি ভাবঃ); অপিচ, স জনঃ 'অনবদ্যা' (অনিন্দিতা) 'পতিজুষ্টেব নারী' (পতিসেবাপরায়ণা সহধর্ম্মিণী ইব) সুরক্ষিতঃ ভবতি ইতি শেষঃ; পতিপরায়ণা সাধ্বী যথা স্বামিনা রক্ষিতবতী তদ্বৎ জ্ঞানানুসারিণো জনঃ জ্ঞানেন রক্ষাং প্রাপ্নোতি—ইতি ভাবঃ। (১ম—৭৩সূ—৩ঋ)॥

•.•

বঙ্গানুবাদ।

সকল জগতের ধারণকর্ত্তা অর্থাৎ সকলের রক্ষক যে জ্ঞানদেবতা দ্যোতমান সূর্য্যের ন্যায় অথবা দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত দেবতার ন্যায় ইহ-লোককে রক্ষা করেন—ধারণ করেন; তাঁহার সমীপগত জনগণ (অর্থাৎ যিনি জ্ঞানানুসন্ধায়ী তিনি) অনুকূলমিত্রবিশিষ্ট নৃপতির ন্যায় (অর্থাৎ সকলের সহায়তা-প্রাপ্ত নৃপবৎ) শক্তিশালী হয়েন; (ভাব এই যে,—যে জন জ্ঞানদেবতার সামীপ্য লাভ করিয়াছেন, তিনিই সকলের উপর আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হন); সেই জন পিতৃগৃহে আশ্রয়প্রাপ্ত পুত্রের ন্যায়, অথবা বীরের ন্যায় মঙ্গললাভকারী হয়েন; (ভাব এই যে,—বীরগণ যেমন স্বশক্তি-প্রভাবে শ্রেয়ঃসমূহ অধিকার করিতে সমর্থ হন, জ্ঞানসামীপ্যপ্রাপ্ত জন সেইরূপ মঙ্গলকে প্রাপ্ত হয়েন); আর সেই জন অনিন্দিতা পতিসেবাপরায়ণা সহধর্ম্মিণীর ন্যায় সুরক্ষিত হয়েন, (ভাব এই যে,—পতিপরায়ণা সাধ্বী যেমন পতি কর্তৃক রক্ষিত হয়েন, জ্ঞানানুসারী মনুষ্য সেইরূপ জ্ঞানের দ্বারা রক্ষা-প্রাপ্ত হয়েন।)॥ (ম—৭৩সূ—৩ঋ)॥

•.•

সায়ণ-ভাষ্যম্।

দেবো ন দ্যোতমানঃ সূর্য্য ইব যোঽগ্নি বিশ্বধায়াঃ সর্বস্য জগতো ধর্ত্তা। যথা সূর্য্যো বৃষ্ট্যাদিপ্রদানেন সর্ব্বং জগদ্ধত্তে। এবমগ্নিরপি যজ্ঞাদিসাধনেন কৃৎস্নস্য জগতো ধারয়িতা।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ

'দেবঃ ন' দ্যোতমান সূর্য্যের ন্যায় যঃ' যে অগ্নি 'বিশ্বধায়াঃ' সকল জগতের ধারণকর্ত্তা; সূর্য্য যেমন বৃষ্ট্যাদি-প্রদানের দ্বারা সকল জগৎকে ধারণ করেন, এই অগ্নিও সেইরূপ

সোঽগ্নিঃ পৃথিবী পৃথিব্যামুপক্ষেতি। সর্ব্বেষাং প্রিয়ঃ সন যজ্ঞগৃহাদৌ নিবসতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—হিতমিত্রো ন রাজা। হিতান্যনুকূলানি মিত্রাণি যস্য তাদৃশো রাজা যথা সুখেন নিবসতি তদ্বৎ। যথা সর্ব্বজনমিত্রো রাজা এবমগ্নিরপি সর্ব্বজনমিত্র ইত্যর্থঃ। ন হ্যগ্নিং কশ্চন হিংস্তে যস্যাগ্নেঃ পুরঃসদঃ পুরস্তাৎ সীদন্তঃ উপবিশন্তঃ পুরুষাঃ শর্ম্মসদো ন বীরাঃ পিতৃগৃহে বর্ত্তমানাঃ পুত্রা ইব বর্ত্তন্তে। পিতা পুত্রানিবাগ্নিঃ স্বস্য পরিচারকান্ রক্ষতীতি ভাবঃ। সোঽয়মগ্নিরতিশয়েন শুদ্ধঃ কর্ম্মযোগ্যা ভবতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—অনবদ্যানিন্দিতা পতিজুষ্টেব নারী স্বপতিনা সেবিতা স্বীকৃতা যোষিদিব। সা যথা পাতিব্রত্যেন শুদ্ধা সতী সর্ব্বকর্ম্মযোগ্যা ভবতি। এবমগ্নিরপি॥

বিশ্বধায়াঃ। গতিকারকয়োরপি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চেতি বচনাৎ কারকপূর্ব্বাদপি দধাতের্বহিহাধাঞ্ভ্যশ্ছন্দসীত্যসুন্। ণিদিত্যনুবৃত্তেরাতো যুক্। মরুদ্বৃধাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বম। উপক্ষেতি। ক্ষি নিবাসগত্যোঃ। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। অনবদ্যা। বহুব্রীহৌ নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বম্। পতিজুষ্টেব। তৃতীয়া কর্ম্মণীতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্। নারী নৃনরয়োর্বৃদ্ধিশ্চেতি শার্ঙ্গরবাদিষু পাঠাৎ। ঙীনস্ত আদ্যুদাত্তঃ॥ ৩॥

• • •

যজ্ঞাদি-সাধনের দ্বারা সকল জগতের ধারয়িতা। সেই অগ্নি 'পৃথিবীং' পৃথিবীতে 'উপক্ষেতি' সকলের প্রিয় হইয়া যজ্ঞগৃহাদিতে বাস করেন। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'হিতমিত্রঃ ন রাজা'। হিত অর্থাৎ অনুকূল যাঁহার মিত্র তাদৃশ রাজা যেমন সুখে বাস করেন, সেইরূপ; যেমন সর্ব্বজনের মিত্র রাজা, সেইরূপ অগ্নিও সর্ব্বজনের মিত্র—ইহাই অর্থ। কেহ অগ্নিকে হিংসা করিতে পারে না। যে অগ্নির 'পুরঃসদঃ' সম্মুখে উপবেশনকারী পুরুষগণ 'শর্ম্মসদঃ ন বীরাঃ' পিতৃগৃহে বর্ত্তমান পুত্রের ন্যায় বিদ্যমান থাকেন, পিতা পুত্রগণকে যেরূপ রক্ষা করেন, অগ্নি সেইরূপ আপন পরিচারকগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন—ইহাই ভাবার্থ। সেই এই অগ্নি অতিশয় শুদ্ধ কর্ম্মযোগ্য হয়েন। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'অনবদ্যা' অনিন্দিতা আর 'পতিজুষ্টেব নারী' আপনার পতির দ্বারা সেবিতা বা স্বীকৃতা যোষিতের ন্যায়; সে (পত্নী) যেমন পাতিব্রত্যের দ্বারা শুদ্ধা হইয়া সর্ব্বকর্ম্মযোগ্যা হয়, অগ্নিও সেইরূপ।

বিশ্বধায়াঃ। 'গতিকারকয়োরপি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চ' ইত্যাদি বচন-হেতু এবং কারকপূর্ব্বক-হেতুও ধা-ধাতুতে 'বহিহাধাঞ্ভ্যশ্ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে অসুন্। ণিদিত্য অনুবৃত্তিতে 'আতো যুক্চিণ্কৃতোঃ' ইত্যাদি সূত্রে যুক্। মরুদ্বৃধাদিত্ব-হেতু পূর্ব্বপদের অন্তোদাত্তত্ব। উপক্ষেতি। ক্ষি-ধাতু নিবাস ও গতি অর্থ বুঝায়। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বিকরণের লোপ। অনবদ্যা বহুব্রীহিতে 'নঞ্সুভ্যাং' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদের অন্তোদাত্তত্ব। পতিজুষ্টেব। 'তৃতীয়া কর্ম্মণি' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। নারী। 'নৃনরয়োর্বৃদ্ধিশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে শার্ঙ্গরবাদি মধ্যে পঠিত হওয়ায় ঙীনন্ত আদ্যুদাত্ত (১ম—৭৩সূ—৩ঋ)॥

• • •

তৃতীয় (৮১৬) ঋকের বিশদার্থ।

ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই মন্ত্রের অন্তর্গত উপমামূলক বাক্যাংশ-চতুষ্টয়কে দেবতার দ্যোতক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। আমরা কিন্তু শেষ তিনটী উপমাংশকে জ্ঞানানুসন্ধায়ী উপাসকের পক্ষে প্রযুক্ত বলিয়া মনে করিতেছি। সকল প্রকার অর্থেরই আলোচনা করা যাইতেছে। বিচারে যে অর্থ সুসঙ্গত হয়, সুধীগণ গ্রহণ করিবেন।

ব্যাখ্যা উপলক্ষে মন্ত্রটিকে আমরা চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছি। উহার প্রথমাংশে—'দেবঃ' হইতে 'উপক্ষেতি' পর্য্যন্ত পদ-কয়েকটী—দেবতার মাহাত্ম্য-পরিখ্যাপক। তিনি সূর্য্যের ন্যায় দ্যোতমান্। তিনি দীপ্তিদানাদি গুণযুত। দেবতা বলিতেই যেমন স্বপ্রকাশ ও দাতৃত্বাদি-গুণবিশিষ্ট বলিয়া বুঝা যায়, এখানে যেন সেই বিশেষত্ব খ্যাপন করা হইয়াছে। এখানে বলা হইতেছে,—জ্ঞান সেই দেব-স্বরূপ-সম্পন্ন; অর্থাৎ, যিনি জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিয়াছেন, তিনিই সেই দেবত্ব লাভ করিয়াছেন—ইহাই এখানকার ভাবার্থ। বলা হইয়াছে—জ্ঞান সকল জগতের ধারণকর্ত্তা, এই পৃথিবীকে—আমাদিগকে—তিনিই ধারণ করিয়া আছেন। জ্ঞান ভিন্ন সংসারের আস্তিত্বে বিশৃঙ্খলা ঘটে। তাই তিনি 'বিশ্বধায়াঃ'। মন্ত্রের এই অংশের অর্থ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও মতান্তর ঘটে নাই। মতান্তর কেবল—অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ অগ্নি-পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমরা জ্ঞান-পক্ষে ব্যাখ্যা করিতেছি।

তবে প্রধান মতান্তর ঘটিয়াছে—মন্ত্রের শেষাংশের লক্ষ্য-বিষয়ে! ঐ যে 'হিতমিত্রঃ ন রাজা' উপমা, ঐ উপমা কাহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত? ঐ যে 'শর্ম্মসদঃ ন বীরাঃ' উপমা, ঐ উপমারই বা লক্ষ্যস্থল কোথায়? এইরূপ, 'অনবদ্যা পতিজুষ্টেব নারী'—এই উপমাই বা কাহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত? এই লক্ষ্য বোধগম্য হইলেই মন্ত্রার্থ পরিস্ফুট হইবে। সকলেই বলেন,—অগ্নি-পক্ষেই উহাদিগের প্রযুক্তি সিদ্ধ হয়। কিন্তু আমরা বলি,—উপাসক পক্ষে ঐ সকল উপমা প্রযুক্ত হইয়াছে। 'পুরঃসদঃ' পদ তাহাই দ্যোতনা করিতেছে। অবশ্য 'হিতমিত্রঃ ন রাজা' উপমাটী

জ্ঞানদেবতার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করিলেও মনে করা যাইতে পারে। সে পক্ষে অন্বয়ে "উপক্ষেতি" পদের পর, "সে 'হিতমিত্রঃ ন রাজা' ভবতি" এইরূপ পদ-সমাবেশ করিলেও চলিতে পারিত। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইত,—'সেই যে সকলের রক্ষক দ্যোতমান সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ জ্ঞানদেবতা ইহলোককে রক্ষা করিতেছেন, তিনিই অনুকূল-মিত্রবিশিষ্ট রাজার ন্যায় প্রভাবশালী হয়েন; অর্থাৎ, কামক্রোধাদি সকলেই তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া মিত্রতাচরণে ব্রতী রহিয়াছে।' তার পর, 'তস্য'-যুক্ত 'পুরঃসদঃ' পদের সহিত অন্য উপমা-দ্বয়ের সম্বন্ধ স্বীকার করিলেও চলিতে পারিত। কিন্তু ঐরূপ অর্থ অপেক্ষাও শেষোক্ত তিনটি উপমার সহিতই "পুরঃসদঃ" পদের সম্বন্ধ সূচনা করিলে, মন্ত্রার্থে অধিকতর সঙ্গতি অনুভূত হইতে পারে। * আমরা সেই ভাবেই অন্বয় করিয়াছি।

আমরা বলি,—যাঁহারা 'পুরঃসদঃ' অর্থাৎ জ্ঞানের সমীপাগত হইতে পারিয়াছেন—জ্ঞানদেবতার সামীপ্য-লাভে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই তো 'হিতমিত্রঃ ন রাজা'! জ্ঞানসামীপ্যপ্রাপ্ত জনের সকল ইন্দ্রিয় বশীভূত হয়। সে পক্ষে তিনিই কি অনুকূল মিত্রবিশিষ্ট রাজা নহেন? যিনি বহুকে বশে আনিতে পারেন, বহু যাঁহার বশতাপন্ন, তিনিই তো রাজা। জ্ঞানাধিকারীই সেই রাজ-পদবাচ্য। "শর্ম্মসদঃ ন বীরাঃ" উপমাতেও তাঁহারই প্রভাবের বিষয় প্রখ্যাত দেখি। যিনি জ্ঞানাধিকারী, তিনি যে পিতার নিকট পুত্রের ন্যায় আশ্রয়প্রাপ্ত, অথবা তিনি যে আত্মশক্তি-প্রভাবে শ্রেয়ঃসমূহকে অধিগত করিতে সমর্থ হয়েন, তাহা আর বুঝাইবার আবশ্যক করে না। জ্ঞানবান্ আপনিই আশ্রয়প্রাপ্ত হন, তাঁহার আপনার

---

* আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের সহিত প্রচলিত ব্যাখ্যাদির পার্থক্য বুঝাইবার জন্য প্রচলিত একটী ইংরাজী ও একটী বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

(1) "(Agni) who possessing every refreshment dwells on the earth like a god, king who has made himself (valiant) friends, like heroes who sit in front and under shelter, like a blameless wife beloved by her husband—"

(২) "জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যসদৃশ অগ্নি এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করেন, স্নেহাস্পদ সখাযুক্ত ভূপতির ন্যায় পৃথিবীতে অধিষ্ঠান করেন; পিতৃগৃহে পুত্র যেমন বাস করে, তদ্রূপ মানবেরা অগ্নিসমীপে নির্ভয়ে বাস করে; তিনি পতিব্রতা ও যশস্বিনী মহিলার ন্যায় পবিত্র।"

মঙ্গল আপনিই অধিগত হয়। শেষ উপমা—'অনবদ্যা পতিজুষ্টেব নারী'। এই উপমা জ্ঞানানুসন্ধায়ী জ্ঞানাধিকারী উপাসক সম্বন্ধেই যথা-প্রযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। যিনি জ্ঞানের সেবায় জীবন ন্যস্ত করিয়াছেন, জ্ঞানার্জ্জনে যাঁহার আয়ুঃ পর্য্যবসিত হইতেছে, জ্ঞানই তাঁহাকে রক্ষা করেন। পতিপরায়ণা সাধ্বী সহধর্ম্মিণী পতি কর্ত্তৃক যেমন রক্ষিতা হয়েন, জ্ঞান-সামীপ্যপ্রাপ্ত জন সেইরূপ জ্ঞান কর্ত্তৃক সুরক্ষিত থাকেন। আমরা মনে করি, এ মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ। (১ম—৫অ—৭৩সূ—৩ঋ)॥

—•—

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। ত্রিসপ্ততিতমং সূক্তম্। চতুর্থী ঋক্।)

তন্থা নরো দম আ নিত্যমিদ্ধমগ্নে

সচন্ত ক্ষিতিষু ধ্রুবাসু।

অধি দ্যুম্নং নি দধুর্ভূর্য্যস্মিন্ ভবা

বিশ্বায়ুর্ধরুণো রয়ীণাম ॥ ৪ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণম্।

তম্। ত্বা। নরঃ। দমে। আ। নিত্যম্। ইদ্ধম্। অগ্নে।

সচন্ত। ক্ষিতিষু। ধ্রুবাসু।

অধি। দ্যুম্নম্। নি। দধুঃ। ভূরি। অস্মিন্। ভব।

বিশ্বঽআয়ুঃ। ধরুণঃ। রয়ীণাম্ ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'ধ্রুবাসু ক্ষিতিষু' (নিশ্চিতেষু আবাসস্থানেষু, অচঞ্চলেষু নিত্যেষু আশ্রয়েষু—গন্তুং ইত্যর্থঃ, যদ্বা—মোক্ষপথিষু লোকান্ নেতুং ইত্যর্থঃ) 'নিত্যং' (অবিনশ্বরং) 'ইদ্ধং' (জ্ঞানোন্মেষকং, অনলপ্রজ্বালনায় কাষ্ঠসংযোগকং ইব) 'ত্বং' (প্রসিদ্ধং লোকহিতসাধকং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'নরঃ' (নেতারঃ, সাধবঃ) 'দমে' (আত্মনাং হৃদ্রূপে গৃহে) 'আ সচন্ত' (সর্ব্বতোভাবেন সেবন্তে); অগ্নৌ ইন্ধনসংযোগকারী যথা অগ্নেঃ জ্বলনং দীপ্তিং বা রক্ষতি, সাধবঃ তদ্বৎ লোকান্ মোক্ষপথি নেতুং জ্ঞানদেবতায়াঃ সেবাং কুর্ব্বন্তি—ইতি ভাবঃ; হে দেব। 'অস্মিন্' (ইহসংসারে) 'ভূরি' (প্রভূতং) 'দ্যুম্নং' (জ্ঞানকিরণং) 'অধি নিদধুঃ' (ধারয়, বিস্তারয় ইতি ভাবঃ); 'বিশ্বায়ুঃ' (বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং আয়ুস্বরূপস্ত্বং) 'রয়ীণাং' (ধনানাং, চতুর্ব্বর্গাণাং ফলানাং ইত্যর্থঃ) 'ধরুণঃ' (ধারয়িতা, প্রদাতা ইতি ভাবঃ) 'ভব' (এধি); প্রার্থনায়া ভাবঃ—জ্ঞানদেবতায়াঃ কৃপয়া ইহজগতি জ্ঞানকিরণং বিস্তৃতং ভবতু, তথা মনুষ্যাঃ পরমশান্তিং লভন্তু। (১ম—৭৩সূ—৪ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! নিত্য অচঞ্চল আশ্রয়স্থানসমূহে যাইবার জন্য অথবা মোক্ষপথসমূহে মনুষ্যগণকে পরিচালিত করিবার জন্য, অবিনশ্বর জ্ঞানোন্মেষক (অনলপ্রজ্বালনের নিমিত্ত কাষ্ঠসংযোগকের ন্যায়) প্রসিদ্ধ লোকহিতসাধক আপনাকে, নেতৃস্থানীয় সাধকগণ আপনাদিগের হৃদয়-রূপ গৃহে সর্ব্বতোভাবে সেবা করেন; (ভাব এই যে—অগ্নিতে ইন্ধনসংযোগ-কারী যেমন অগ্নির জ্বলন বা দীপ্ত রক্ষা করেন, সাধুগণ সেইরূপ লোক-সমূহকে মোক্ষপথে লইবার জন্য জ্ঞানদেবতার সেবা করিয়া থাকেন); হে দেব! ইহসংসারে প্রভূত জ্ঞানকিরণ বিস্তার করুন; বিশ্বের আয়ুঃস্বরূপ আপনি, ধনসমূহের অর্থাৎ চতুর্ব্বর্গফলসমূহের প্রদাতা হউন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানদেবতার কৃপায় সংসারে জ্ঞানকিরণ বিস্তৃত হউক এবং মনুষ্যগণ পরমশান্তি লাভ করুক।)॥ (১ম—৫অ—৭৩সূ—৪ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে অগ্নে ত্বং ত্বা পূর্ব্বোক্তগুণবিশিষ্টং ত্বাং নরো যজ্ঞস্য নেতারো যজমানা ধ্রুবাসু ক্ষিতিষু নিশ্চলাসু চলনরহিতাসু ভূমিষু। নিরুপদ্রবেষু গ্রামেষিত্যর্থঃ। দমে স্বকীয়ে যজ্ঞগৃহে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অগ্নে' হে অগ্নি 'ত্বং ত্বা' পূর্ব্বোক্তগুণবিশিষ্ট আপনাকে 'নরঃ' যজ্ঞের নেতা যজমানগণ 'ধ্রুবাসু ক্ষিতিষু' নিশ্চলা চলনরহিতা ভূমিসমূহে অর্থাৎ নিরুপদ্রব গ্রামসমূহে 'দমে' আপনার

নিত্যমিদ্ধমনবরতং সমিদ্ভিঃ প্রজ্বলিতং কৃত্বা সচন্ত। আভিমুখ্যেন সেবন্তে। কিঞ্চ। অস্মিন্নগ্নৌ দ্যুম্নং হবির্লক্ষণমন্নং ভূরি চরুপুরোডাশাদিরূপেণ বহুবিধমধিনিদধুঃ। স্থাপিতবন্তঃ। এবং গুণবিশিষ্টো যোঽগ্নিঃ স ত্বং বিশ্বায়ুরুক্তপ্রকারেণ সর্ব্বান্নো ভূত্বা রয়ীণাং ধনানাং ধরুণো ধারয়িতা ভব। অস্মভ্যং দাতুং ধনানি ধারয়েত্যর্থঃ ॥

সচন্ত। ষচ সমবায়ে। ছান্দসো বর্ত্তমানে লঙ্। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপ্যডভাবঃ। ভব। দ্ব্যচোঽতস্তিঙ্ ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। ধরুণঃ। ধারের্ণিলুকচেত্যুন্‌প্রত্যয়ঃ ॥ ৪ ॥

• • •

চতুর্থ (৮১৭) ঋকের বিশদার্থ।

অগ্নির উপাসকগণ দৃঢ়রক্ষিত গৃহে ইন্ধনাদি সংযোগে অগ্নিকে দীপ্যমান রাখেন এবং তাহাতে মূল্যবান দ্রব্যাদি হবিঃস্বরূপ আহুতি প্রদান করেন। সেই প্রক্রিয়ার বিষয় এই মন্ত্রে প্রখ্যাত আছে, ইহাই প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মর্ম্ম। অপিচ, সেই অগ্নি যে ধনসমূহ দান করেন, মন্ত্রার্থে তাহাও প্রকাশ পাইয়া থাকে। কাষ্ঠের দ্বারা যে অগ্নি প্রজ্বালিত হয়, সেই অগ্নিই ঐরূপ গুণান্বিত অর্থাৎ ধনপ্রদানকারী হয়েন—ইহাই প্রচলিত ব্যাখ্যাদির তাৎপর্য্যার্থ। এই পক্ষের দুইটী ব্যাখ্যা (একটী ইংরাজী ও একটী বাঙ্গালা অনুবাদ) নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

(1) "Thee such in settlements secure, O Agni, our men serve ever kindled in each dwelling.

On him have they laid splendour in abundance : dear to all men, bearer be he of riches."

(২) "হে অগ্নি! লোকে নিরুপদ্রব স্থানে স্বীয় গৃহে অনবরত কাষ্ঠ-দ্বারা প্রজ্বালিত করিয়া তোমাকে সেবা করে; বহু যজ্ঞে অন্ন প্রদান করে; বিশ্বায়ু হইয়া আমাদিগকে ধন প্রদান কর।"

যজ্ঞগৃহে 'নিত্যং ইদ্ধং' অনবরত সমিৎসমূহের দ্বারা প্রজ্বালিত করিয়া 'আ-সচন্ত' অভিমুখে সেবা করেন; আর, 'অস্মিন্' এই অগ্নিতে 'দ্যুম্নং' হবির্লক্ষণ অন্নকে 'ভূরি' চরুপুরোডাশাদি-রূপের দ্বারা বহুবিধ প্রকারে 'অধি নিদধুঃ' স্থাপন করিয়াছিলেন; এইরূপ গুণবিশিষ্ট যে অগ্নি সেই আপনি 'বিশ্বায়ুঃ' উক্ত প্রকারে সকল অন্নবিশিষ্ট হইয়া 'রয়ীণাং' ধনসমূহের 'ধরুণঃ' ধারয়িতা 'ভব' আমাদিগকে প্রদান করিবার জন্য ধনসমূহ ধারণ করুন—এই অর্থ।

সচন্ত। ষচ্ ধাতু সমবায় অর্থজ্ঞাপক। ছান্দসে বর্ত্তমান কালে লঙ্। 'বহুলং ছন্দস্য-মাঙ্‌যোগেঽপি' ইত্যাদি সূত্রে অটের অভাব। ভব। 'দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ' ইত্যাদি সূত্রে সংহিতাতে দীর্ঘ। 'ধরুণঃ'। ণিজন্ত ধৃঙ্ ধাতু 'ণিলুক্ চ' ইত্যাদি নিয়মে উন্‌প্রত্যয়॥ (১ম—৭৩সূ—৪ঋ)॥

মন্ত্রের 'ধ্রুবাসু ক্ষিতিষু' এবং 'দমে' পদ উপলক্ষে 'সুরক্ষিত' অর্থাৎ 'উপদ্রবশূন্য' অর্থ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আমরা মনে করি, এখানকার অর্থ সম্পূর্ণ অন্য ভাব-দ্যোতক। 'ধ্রুব' শব্দে 'সত্য অবিতথ অচঞ্চল' অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'ক্ষিতি' শব্দে নিবাসস্থান অর্থই সাধারণভাবে গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু 'ক্ষিতিষু' পদের সহিত 'ধ্রুবাসু' পদের সংযোগে, সেই বাসস্থানের নিত্যত্ব অচঞ্চলত্ব ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। যে স্থান নিত্য, যেখানে উপস্থিত হইলে আর বিচলিত হইবার—জন্ম-জরা-মরণের কবলগত হইবার—আশঙ্কা থাকে না, 'ধ্রুবাসু ক্ষিতিষু' পদদ্বয়ের লক্ষ্যস্থল তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই মনে আসে না। সেই স্থানে যাইবার অথবা সেই স্থানের পথসমূহ দেখাইবার কর্ত্তাই—জ্ঞান বা জ্ঞানদেবতা। নেতৃস্থানীয় সাধুগণ যে জ্ঞানের অনুসন্ধায়ী আছেন, তাহার কারণ, সেই ধ্রুব নিবাস-স্থানের সন্ধান-লাভ। এ পক্ষে 'দমে' পদে সেই সাধকগণের হৃদয়-রূপ গৃহের প্রতিই লক্ষ্য আসে। যদি ভাষ্যের বা প্রচলিত অর্থ-সমূহের অনুসরণে 'সুরক্ষিত গ্রাম বা স্থানসমূহ' প্রতিবাক্যই ঐ দুই পদে গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে—সেই বা কিরূপ স্থান এবং তাহার সুরক্ষাই বা কিরূপ সুরক্ষা! সে পক্ষেও হৃদয়ের প্রতিই লক্ষ্য আসে। যে হৃদয় কামক্রোধাদি রিপুগণের আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, এতৎপক্ষে সেই হৃদয়ের প্রতিই দৃষ্টি সঞ্চালিত হয়। ফলতঃ, নিভৃত বা দৃঢ়রক্ষিত স্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত করার প্রসঙ্গ হইতেও হৃদয়ের মধ্যেও লোকহিতসাধক জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত করার ভাবই এখানে নিষ্কর্ষ হয়। সেই অর্থই আমরা এখানে সমীচীন বলিয়া মনে করি। সে পক্ষে 'ইদ্ধং' পদে 'জ্ঞানোন্মেষক' অর্থ আসে। কাষ্ঠ যেমন অনল প্রজ্বলনের সহায় হয়, জ্ঞান সেইরূপ মানুষের মুক্তির বিধায়ক হইয়া থাকেন। ফলতঃ, মন্ত্রের প্রথম অংশে, ঋকের প্রথম চরণে, 'অগ্নে' হইতে 'আ সচন্ত' পর্য্যন্ত পদ-কয়েকটীতে, সাধুগণ যে আপনাদিগের এবং সংসারের পরমমঙ্গল-বিধানের জন্য জ্ঞানানুসারী হয়েন—তাহাই প্রখ্যাপিত আছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটীকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। সেই দ্বিবিধ অংশই প্রার্থনামূলক বলিয়া মনে করি। 'অস্মিন্' পদে,

ভাষ্যাদির মতে, অগ্নিকে লক্ষ্য করিতেছে। কিন্তু আমরা বলি, ঐ পদে 'এই সংসারকে' বুঝাইতেছে। 'দ্যুম্নং' পদে অগ্নিতে 'আহুতি-প্রদত্ত সামগ্রী' অর্থ গ্রহণ না করিয়া, আমরা জ্ঞানকিরণ অর্থ গ্রহণ করি। 'অধি নিদধুঃ' বাক্যাংশে ভাষ্যে যে ভাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে অগ্নিতেই 'দ্যুম্নং' স্থাপনের ভাব আসে। কিন্তু আমরা বলি, ঐ পদের প্রতিবাক্যে লোটের ক্রিয়াপদ গ্রহণ করাই সুসঙ্গত। জ্ঞানকিরণ সংসারে বিস্তৃত হউক—এই প্রার্থনাই "অস্মিন্ ভূরি দ্যুম্নং অধি নিদধুঃ" পদ-কয়েকটিতে প্রকাশ পাইয়াছে। উপসংহারে "বিশ্বায়ুঃ রয়ীণাং ধরুণঃ ভব" বাক্যাংশে কি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, বুঝিয়া দেখুন। ধনের প্রার্থনাই এখানে প্রকাশমান্ বটে! কিন্তু সে ধন—এ সামান্য অর্থসম্পৎ নহে। যিনি প্রাণ-স্বরূপ, যাঁহার দ্বারা সকল প্রকার ধন অধিগত হয়, তাঁহার নিকটে কি সামান্য অর্থের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে? কখনই না। এখানে চতুর্ব্বর্গ-ধনের কামনা প্রকাশমান্। এখানে পরমার্থরূপ ধনের প্রার্থনা পরিব্যক্ত। জ্ঞানের সাহায্যে পরমার্থ-রূপ ধন মানুষের অধিগত হউক—ইহাই এখান-কার আকাঙ্ক্ষা। সেই অর্থ ই আমারা গ্রহণ করি। (১ম—৭৩সূ—৪ঋ)।

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। ত্রিসপ্ততিতমং সূক্তম্। পঞ্চমী ঋক্।)

বি পৃক্ষো অগ্নে মঘবানো অশ্যুর্ব্বি সূরয়ো

দদতো বিশ্বমায়ুঃ।

নেম বাজং সমিথেষর্য্যো ভাগং দেবেষু

শ্রবসে দধানাঃ ॥ ৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণম্।

বি। পৃক্ষঃ। অগ্নে। মঘঽবানঃ। অশ্যুঃ। বি। সূরয়ঃ।

দদতঃ। বিশ্বম্। আয়ুঃ।

সনেম। বাজম্। সঽইথেষু। অর্য্যঃ। ভাগম্। দেবেষু।

শ্রবসে। দধানাঃ॥ ৫॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) ত্বং 'মঘবানঃ' (ধনাধিপতিঃ) ভবসি ইতি শেষঃ; ভবৎকৃপয়া 'পৃক্ষঃ' (অন্নানি, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যরূপাণি ধনানি) 'বি-অশ্যুঃ' (বিশেষেণ ব্যাপ্নুবন্তু) মনুষ্যেষু ইতি শেষঃ; তথা 'সূরয়ঃ' (জ্ঞানিনঃ) 'দদতঃ' (প্রযচ্ছন্তঃ, জ্ঞানবিতরকাঃ সন্তঃ ইতি ভাবঃ) 'বি' (ব্যশ্যুঃ, ব্যাপ্নুবন্তু) ইহজগতি ইতি শেষঃ; ভবৎকৃপয়া জ্ঞানিনাং সাহায্যেনৈব ইহজগতি জ্ঞানসহযুতং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং বিস্তারয়তু—ইতি ভাবঃ; 'সমিথেষু' (রিপুসংগ্রামেষু) 'অর্য্যঃ' (শত্রুনাশসম্বন্ধিনং) 'বিশ্বং' (সর্ব্বং, বিশ্বহিতসাধকং) 'আয়ুঃ' (জীবনং) তথা 'বাজং' (সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং) 'সনেম' (সম্ভজেমহি, ত্বদনুগ্রহাৎ বয়ং যেন প্রাপ্নুমঃ তদ্বিধেহি ইতি ভাবঃ); তথা 'শ্রবসে' (শ্রেয়ঃসাধনায়, আত্মমঙ্গলপ্রচেষ্টায়ৈ) 'দেবেষু' (দ্যোতমানেষু, দীপ্তিদানাদিগুণসামীপ্যেষু) 'ভাগং দধানাঃ' (হবির্দ্ধারয়ন্তঃ, আত্মনাং শুদ্ধসত্ত্ব সম্মিলনং সাধয়ন্তঃ) বয়ং যেন শ্রেয়াংসি লভামহে ইতি শেষঃ। ভগবদনুগ্রহেণ অস্মাসু রিপুদমনসামর্থ্যঃ আত্মশ্রেয়ঃসাধনসঙ্কল্পশ্চ উদ্বোধয়তু—ইতি ভাবঃ। (১ম—৭৩সূ—৫ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনি ধনাধিপতি হয়েন; আপনার কৃপায় মনুষ্যগণের মধ্যে সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য-রূপ ধনসমূহ বিশেষভাবে ব্যাপ্ত হউক; এবং জ্ঞানবিতরক হইয়া ইহজগতে পরিব্যাপ্ত রহুক; (ভাব এই যে,—আপনার কৃপায় জ্ঞানিগণের সাহায্যে ইহজগতে জ্ঞানসহযুত সৎকর্ম্মসাধন সামর্থ্য বিস্তৃত হউক); রিপুসংগ্রামসমূহে শত্রুনাশ-সম্বন্ধীয় বিশ্বহিতসাধক আয়ুঃ এবং সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য আপনার অনুগ্রহে আমরা যেন প্রাপ্ত হই; আর, শ্রেয়ঃসাধনের নিমিত্ত—আত্মমঙ্গল প্রচেষ্টার জন্য, দেবসমূহে—দীপ্তিদানাদিগুণসামীপ্যে, হবির্দ্ধারণকারী অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বের সম্মিলন-

সাধনকারী হইয়া, আমরা যেন শ্রেয়ঃ লাভ করি; (ভাব এই যে,—ভগবদনুগ্রহে রিপুদমন-সামর্থ্য এবং আত্মশ্রেয়ঃসাধনসঙ্কল্প আমাদিগের মধ্যে উদ্বোধিত হউক।)॥ (১ম—৭৩সূ—৫ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে অগ্নে মঘবানো হবির্লক্ষণেন ধনেন যুক্তা যজমানাঃ পৃক্ষোঽন্নানি ব্যশ্যুঃ ব্যাপ্নুবন্তু। ত্বয়ানুগৃহীতাঃ সর্ব্বাণ্যন্নানি লভন্তাম্। যে চ সূরয়ো বিদ্বাংসস্ত্বাং স্তুবন্তি দদতঃ যে চ তুভ্যং হবীংষি দদতঃ প্রযচ্ছন্তো বর্ত্তন্তে তে সর্ব্বে বিশ্বমায়ুঃ সর্ব্বং জীবিতং ব্যশ্যুঃ ব্যাপ্নুবন্তু। বয়ং চ সমিথেষু সংগ্রামেষু অর্য্যোঽরেঃ শত্রোঃ সম্বন্ধিনং বাজমন্নং সনেম ত্বদনুগ্রহাৎ সম্ভজেমহি। তদনন্তরং দেবেষু ত্বৎপ্রমুখেম্বিন্দ্রাদিষু শ্রবসে যশসে তদর্থং ভাগং হবির্ভাগং দধানাঃ স্থাপয়ন্তো ভূয়াস্মেতি শেষঃ॥

অশ্যুঃ। অশূ ব্যাপ্তৌ। ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদম্। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। দদতঃ। নাভ্যস্তাচ্ছতুরিতি নুমাগমপ্রতিষেধঃ। অভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বম্। সনেম। বন ষণ-সম্ভক্তৌ ব্যত্যয়েন শঃ। অর্য্যঃ। অরিশব্দাৎ ষষ্ঠ্যেকবচনে জসাদিষু ছন্দসি বাবচনমিতি ঘের্ঙিতীতি গুণাভাবে যণাদেশঃ। অরিশব্দঃ অচ ইরিতি ইপ্রত্যয়ান্তোঽন্তোদাত্তঃ। উদাত্তযণ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বম্। ভাগম্। কর্ষাত্বত ইত্যন্তোদাত্তত্বম্॥ (১ম—৭২সূ—৫ঋ)।

ইতি প্রথমস্য পঞ্চমে একোনবিংশো বর্গঃ। ১।৫ ৯।

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অগ্নে' হে অগ্নি 'মঘবানঃ' হবির্লক্ষণ ধনের দ্বারা যুক্ত যজমানগণ 'পৃক্ষঃ' অন্ন-সমূহকে 'বি-অশ্যুঃ' ব্যাপ্ত করুন; আপনার অনুগৃহীত হইয়া সকল প্রকার অন্ন-সমূহকে লাভ করুন। এবং যে সকল 'সূরয়ঃ' বিদ্বান্ আপনাকে স্তব করেন, এবং 'দদতঃ' যাঁহারা আপনাকে হবিঃসমূহ প্রদান করিয়া বিদ্যমান আছেন, তাঁহারা সকলে 'বিশ্বং আয়ুঃ' সকল জীবিতকে (বি-অশ্যুঃ) ব্যাপ্ত করুন; আমরাও 'সমিথেষু' সংগ্রাম-সমূহে অর্য্যঃ' শত্রুসম্বন্ধীয় 'বাজং' অন্নকে 'সনেম' আপনার অনুগ্রহে সম্ভজনা করি; তদনন্তর 'দেবেষু' আপনি প্রমুখ ইন্দ্রাদিতে 'শ্রবসে' যশের নিমিত্ত 'ভাগং' হবির্ভাগকে 'দধানাঃ' স্থাপনকারী হইয়াছি॥

অশ্যুঃ। অশূ ধাতু ব্যাপ্ত অর্থ বুঝায়। ব্যত্যয়ের দ্বারা পরস্মৈপদ। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বিকরণের লোপ। দদতঃ। 'নাভ্যস্তাচ্ছতুঃ' ইত্যাদি নিয়মে নুম্ আগমের প্রতিষেধ। 'অভ্যস্তানামাদিঃ' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। সনেম। বনষণসম্ভক্তি অর্থ-মূলক ব্যত্যয়ের দ্বারা শঃ। অর্য্যঃ। অরিশব্দ-হেতু ষষ্ঠীর একবচনে জসাদিতে 'ছন্দসি বা বচনম্' ইত্যাদি সূত্রে, 'ঘের্ঙিতি' ইত্যাদি বিধানে, গুণের অভাবে যণ আদেশ। অরি-শব্দ 'অচ ইঃ' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। ভাগম্। 'কর্ষাত্বতঃ' ইত্যাদি নিয়মে অন্তোদাত্তত্ব॥ ৫॥

প্রথম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ে উনবিংশ বর্গ সমাপ্ত। ১।৫।১৯॥

* * *

পঞ্চম (৮।৮) ঋকের বিশদার্থ।

প্রচলিত সকল প্রকার ব্যাখ্যাতেই এই মন্ত্রটী জ্বলন্ত অগ্নির সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিতে পাই। অপিচ, সকল ব্যাখ্যাতেই প্রার্থনার ভাব প্রকাশমান। তবে সে প্রার্থনা আপনার শ্রেয়ঃসাধন-পক্ষে প্রযুক্ত দেখি না;—অপরের (ধনবানের বা পণ্ডিতের) মঙ্গল হউক,—ইহাই সে প্রার্থনার অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়। নিম্নে এই মন্ত্রের দুইটি ইংরাজী ও দুইটী বাঙ্গালা অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তদ্দ্বারা কি ভাবে মন্ত্রার্থ চলিয়া আসিতেছে, তাহা বোধগম্য হইবে। যথা,—

(১) "হে অগ্নি! ধনবান ঋত্বিকেরা অন্ন প্রাপ্ত হউক; যে পণ্ডিতেরা তোমার স্তব করে, তোমার উদ্দেশে হব্য প্রদান করে, তাহারা দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হউক। আমরা যুদ্ধস্থল হইতে যেন শত্রুদিগের অন্ন লাভ করিতে পারি, এবং সংগ্রামে যেন জয়ী হইয়া পরে সেই বিজয়জনিত যশের অংশ দেবগণকে দান করি।"

(২) "হে অগ্নি! ধনযুক্ত যজমানগণ অন্নলাভ করুক; যে বিদ্বানগণ (তোমার স্তব করে) ও হব্য দান করে, তাহারা দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হউক। আমরা সংগ্রামে যেন শত্রুর অন্ন প্রাপ্ত হই, পরে যশের জন্য দেবগণকে তাঁহাদিগের অংশ অর্পণ করি।"

দুইটি বঙ্গানুবাদই যেন এক ছাঁচে ঢালা। এইরূপ, দুই জন ইংরাজ অনুবাদকের দুইটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতেও অভিন্ন-ভাবই প্রত্যক্ষীভূত হইবে। যথা,—

(1) "May the liberal givers, O Agni, attain nourishment, may the rich who bestow gifts (on us) attain to a full span of life. May we win in battles the booty of him who does not give, obtaining a (rich) share before the gods, that we may win glory."

(2) "May thy rich worshippers win food, O Agni, and princes gain long life who bring oblation. May we get booty from our foe in battle, presenting to the Gods their share for glory."

কোন্ পদের কি অর্থ পরিগ্রহণে ঐরূপ ভাব অধ্যাহৃত হইয়াছে, ভাষ্যাদির অনুসরণে তাহা বোধগম্য হইবে। কিন্তু আমরা এই মন্ত্রের

যে অর্থ ও যে ভাব পরিগ্রহণ করি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণে তাহার ঔচিত্যানৌচিত্য অনুধাবন করিয়া দেখুন। আমরা মনে করি, মন্ত্রটী ভগবন্মহিমাখ্যাপক, এবং এই মন্ত্রে সংসারের সকলের ও আপনার মঙ্গল-কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। যাঁহারা ধনবান্ ঋত্বিক্ বা যজমান, তাঁহারা অন্ন বা ধন প্রাপ্ত হউন,—প্রার্থনাকারী অপরে সে প্রার্থনা কেন জানাইবেন? যাঁহারা ধনী, তাঁহারা অন্নবান বা ধনবান হউন,—তাঁহাদিগের সম্পর্কে এরূপ প্রার্থনারও কোনই যৌক্তিকতা দেখা যায় না। তার পর, হব্যদাতা পণ্ডিতেরা দীর্ঘায়ু লাভ করুন,—সে প্রার্থনাই বা অন্যে জ্ঞাপন করিবেন কেন? এইরূপে সহজ-দৃষ্টিতেই বুঝিতে পারা যায়, মন্ত্রের অর্থ কখনই ঐরূপ ভাবের প্রকাশক নহে।

আমরা তাই মনে করি, মন্ত্রের অন্তর্গত 'মঘবান্' পদটী দেবতারই মহিমা-দ্যোতক। তিনি মঘবান্—ধনাধিপতি; তাই তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানান হইতেছে—আপনার কৃপায় আপনার ধনসমূহ ইহলোকে বিস্তৃত হউক। তাহাতে ভাব আসে,—সকলে যেন সে ধন প্রাপ্ত হয়—আমরা যেন সে ধনের অধিকারী হইতে পারি। যাঁহারা ধনবান, তাঁহাদিগের জন্য এ প্রার্থানার সঙ্গতি প্রতিপন্ন হয় না। এইরূপ, "সূরয়ঃ দদতঃ বি" পদ-কয়েকটীতে, জ্ঞানিগণই জ্ঞানবিতরক হইয়া ইহসংসারে ব্যাপৃত হউন অর্থাৎ জ্ঞানিগণের জ্ঞানপ্রভা সর্ব্বথা বিচ্ছুরিত হউক—এই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে মনে করি। তাঁহাদিগের দীর্ঘায়ুর কামনা—এই মন্ত্রাংশের লক্ষ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম চরণের 'অগ্নে' হইতে 'দদতঃ' পর্য্যন্ত পদ কয়েকটীতে দেবতার মাহাত্ম্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কৃপায় মনুষ্যগণের মধ্যে সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্য প্রকাশ পাউক এবং জ্ঞানিগণ সংসারে জ্ঞানবিতরক হউন,—এবম্বিধ ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে।

ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে মন্ত্রের অবশিষ্ট অংশকে আমরা দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছি। উহার প্রথম অংশে রিপু-সংগ্রামে বিশ্বহিতসাধক আয়ুর এবং সৎকর্ম্ম সাধন-সামর্থ্যের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। দ্বিতীয় অংশে, দেবভক্তের জন্য—আত্মশ্রেয়ঃ-সাধনের জন্য, উদ্বোধনা পরিদৃষ্ট হয়। মন্ত্রের অন্তর্গত 'সমিথেষু' পদে 'শত্রুগণের সহিত সংগ্রামসমূহে' অ

প্রকাশ পায় বটে! কিন্তু সে শত্রুগণ বাহ্যশত্রু নহে;—আমাদিগের অন্তরস্থিত কামক্রোধাদি রিপুগণকেই সেই শত্রু-পর্য্যায়ের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া মনে করি। শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে অন্নলাভ আর সেই যুদ্ধে জয়লাভ করিলে, দেবগণকে পূজা-প্রদানের প্রলোভন,—এরূপ অর্থের পরিকল্পনা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। পরন্তু, আপনার শ্রেয়ঃসাধনের জন্য, আপনার হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্বের সহিত দেবগণের সম্মিলন-সাধন,—ইহাই এই মন্ত্রের প্রার্থনার লক্ষ্যস্থল। প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের পরিগৃহীত ব্যাখ্যার তুলনায় আলোচনা করিলেই এই সকল তত্ত্ব অধিগত হইবে। (১ম—৭৩সূ—৫ঋ)।

—— • ——

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। ত্রিসপ্ততিতমং সূক্তম্। ষষ্ঠী ঋক্।)

ঋতস্য হি ধেনবো বাবশানাঃ স্মদূধ্নীঃ

পীপয়ন্ত দ্যুভক্তাঃ।

পরাবতঃ সুমতিং ভিক্ষমাণা বি সিন্ধবঃ

সময়া সস্রুরদ্রিম্ ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণম্।

ঋতস্য। হি। ধেনবঃ। বাবশানাঃ। স্মৎঽঊধ্নীঃ।

পীপয়ন্ত। দ্যুঽভক্তাঃ।

পরাঽবতঃ। সুঽমতিম্। ভিক্ষমাণাঃ। বি। সিন্ধবঃ।

সময়া। সস্রুঃ। অদ্রিম্ ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ধেনবঃ' (জ্ঞানরশ্ময়ঃ) 'ঋতস্য' (সত্যস্য, সৎকর্ম্মণঃ) 'বাবশানাঃ' (কাময়মানাঃ, অভিলাষিণ্যঃ) 'হি' (নিত্যং—ভবন্তি ইতি শেষঃ); জ্ঞানং নিত্যমেব সৎকর্ম্মানুসরণশীলং ভবতি —ইতি ভাবঃ; 'স্মদূধ্নীঃ' (সদাহবিঃপ্রদানশীলাঃ, নিত্যোপাসনাপরায়ণাঃ ইত্যর্থঃ) 'দ্যুভক্তাঃ' (স্বর্গাভিলাষিণঃ, সত্ত্বানুসারিণঃ জনঃ ইত্যর্থঃ) 'পীপয়ন্ত, (সত্ত্বপানশীলাঃ সত্ত্বসঞ্চয়কারিণঃ বা—নিত্যং ভবন্তি ইতি ভাবঃ); ভগবৎপরায়ণঃ সত্ত্বানুসারী জনঃ নিতং সত্ত্বসঞ্চয়শীলঃ ভবতি —ইতি ভাবঃ; যদ্বা—'ধেনবঃ' (জ্ঞানরশ্ময়ঃ) 'হি' (নিত্যং) 'ঋতস্য বাবশানাঃ' (সত্যস্য সৎকর্ম্মণঃ বা কাময়মানাঃ) তথা 'স্মদূধ্নীঃ' (সদাহবিঃপ্রদানশীলাঃ, নিত্যোপাসনাপরায়ণাঃ ইত্যর্থঃ) তথা 'দ্যুভক্তাঃ' (স্বর্গাভিলাষিণ্যঃ, সত্ত্বানুসারিণ্যঃ ইত্যর্থঃ) সত্যঃ 'পীপয়ন্ত' (সত্ত্বপালনশীলাঃ ভবন্তি); জ্ঞানেন সহ সত্যস্য সৎকর্ম্মণঃ বা নিত্যসম্বন্ধঃ অস্তি—ইতি ভাবঃ; 'সিন্ধবঃ' (স্যন্দনশীলাঃ নদ্যঃ, সমুদ্রাভিলাষিণ্যঃ স্রোতস্বিন্যঃ) 'অদ্রিং সময়া' (পর্ব্বতং ভিত্বা, পর্ব্বতসমীপাৎ) 'পরাবতঃ' (দূরদেশাৎ) 'বি সস্রুঃ' (বিশেষণ যথা প্রবহন্তি), তথা 'সুমতিং' (দেবাত্মিকাং সুবুদ্ধিং) 'ভিক্ষমাণাঃ' (যাচমানাঃ, প্রাপ্তেরভিলাষিণঃ জনাঃ ইতি ভাবঃ) নিত্যমেব ভগবদনুসারিণঃ ভবন্তি ইতি শেষঃ। নদ্যঃ যথা স্বতমেব সমুদ্রাভিমুখং প্রবহন্তি সুবুদ্ধিপরায়ণঃ মনুষ্যঃ তদ্বৎ স্বতমেব ভগবতঃ অনুসারী ভবতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৭৩সূ—৬ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানরশ্মিসমূহ সত্যের অথবা সৎকর্ম্মের নিশ্চয়ই অভিলাষী হয়; (ভাব এই যে,—জ্ঞান নিত্যই সৎকর্ম্মের অনুসারী); সদা-হবিঃপ্রদানশীল অর্থাৎ নিত্য-উপাসনাপরায়ণ, স্বর্গাভিলাষী অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বানুসারিগণ, নিত্যসত্ত্বপানশীল অর্থাৎ সত্ত্বসঞ্চয়কারী হয়েন; (ভগবৎপরায়ণ সত্ত্বানুসারী জন নিত্যসত্ত্বসঞ্চয়শীল হয়েন—ইহাই ভাবার্থ); অথবা—জ্ঞানরশ্মিসমূহ নিত্যকাল সত্যের বা সৎকর্ম্মের কামনাকারী, সর্ব্বদা হবিঃপ্রদানশীল অর্থাৎ নিত্য-উপাসনাপরায়ণ, স্বর্গাভিলাষী অর্থাৎ সত্ত্বানুসারী হইয়া, সত্ত্বপানশীল হয়েন; (ভাব এই যে,—জ্ঞানের সহিত সত্যের ও সৎকর্ম্মের নিত্যসম্বন্ধ); সমুদ্রাভিলাষী স্যন্দনশীল স্রোতস্বিনীসমূহ যেমন পর্ব্বত ভেদ করিয়া দূরদেশ হইতে প্রবাহিত হয়, সেইরূপ দেবাত্মিকা সুবুদ্ধি প্রাপ্তির অভিলাষী জনগণ—নিত্যই ভগবানের অনুসারী হয়েন। (ভাব এই যে,—নদীসমূহ যেমন স্বতঃই সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হয়, সুবুদ্ধিপরায়ণ মনুষ্য সেইরূপ স্বতঃই ভগবানের অনুসারী হইয়া থাকেন।)॥ (১ম—৭৩সূ—৬ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

ঋতস্য হি ঋতং দেবযজনদেশং প্রাপ্তমগ্নিমেব ধেনবোঽগ্নিহোত্রাদিহবিষাং দোগ্ধ্র্যো গাবঃ পীপয়ন্ত। ক্ষীরাদিলক্ষণং গব্যমপাপয়ন্। কীদৃশ্যো গাবঃ? বাবশানাঃ অগ্নিং পুনঃপুনঃ কাময়মানাঃ। স্মদূধ্নীঃ। স্মচ্ছব্দো নিত্যশব্দসমানার্থঃ। নিত্যমূধসা যুক্তাঃ। সর্ব্বদা পয়সঃ প্রদাত্র্য ইত্যর্থঃ। দ্যুভক্তাঃ দিবাপ্রকাশেন সম্ভক্তাঃ সংশ্লিষ্টাঃ। তেজস্বিন্য ইত্যর্থঃ। অপিচ সিন্ধবঃ স্যন্দনশীলাঃ নদ্যঃ সুমতিমস্যাগ্নেঃ শোভনামনুগ্রহাত্মিকাং বুদ্ধিং ভিক্ষমাণাঃ যাচমানাঃ সত্যোঽদ্রিং সময়াদ্রেঃ পর্ব্বতস্য সমীপে পরাবতো দূরদেশাদ্বিসস্রুঃ। বিশেষেণ গচ্ছন্তি প্রবহন্তি। অগ্নয়ে দাতব্যানাং হবিষাং নিষ্পত্তয়ে প্রবহন্তীত্যর্থঃ॥

ঋতস্য। ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যমিতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদানত্বাচ্চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী। বাবশানাঃ। বশ কান্তৌ। যঙন্তাচ্ছানচ্। ন বশ ইতি সংপ্রসারণপ্রতিষেধঃ। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। ছন্দস্যুভয়থেতি শানচ আর্দ্ধধাতুকত্বাদতো লোপ যলোপৌ। অতএব লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বাভাবে চিৎস্বর এব শিষ্যতে। স্মদূধ্নীঃ। স্মং নিত্যান্যূধাংসি যাসাং তাঃ। উধসোঽনঙ্। পা০ ৫।৪।১৩১। ইত্যনঙাদেশঃ সমাসান্তঃ। সংখ্যাব্যয়াদের্ঙীপ্। পা০ ৪।১।২৬। ইতি ঙীপ্। ভসংজ্ঞায়ামল্লোপো ন ইত্যলোপঃ। ঙীপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বে বহুব্রীহিস্বর এব শিষ্যতে। পীপয়ন্ত। পা পানে। অস্মাদ্ধেতুমতি ণিচ। শাচ্ছাসাহ্বেতি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ঋতস্য হি' দেবযজনদেশপ্রাপ্ত অগ্নিকেই 'ধেনবঃ' অগ্নিহোত্রাদি হবিসমূহে দোহনীয় গাভীসকল 'পীপয়ন্ত' ক্ষীরাদিলক্ষণ গব্যকে পান করাইয়াছিল। কীদৃশী গাভীসকল? 'বাবশানাঃ' পুনঃপুনঃ কাময়মানা, 'স্মদূধ্নীঃ' (স্মং শব্দ নিত্য শব্দের সমর্থক) নিত্য উধঃযুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বদা দুগ্ধপ্রদাত্রী, 'দ্যুভক্তাঃ' দিবা-প্রকাশের দ্বারা সম্ভক্তা অর্থাৎ সংশ্লিষ্টা তেজস্বিনী, অপিচ 'সিন্ধবঃ' স্যন্দনশীল নদীসমূহ 'সুমতিং' এই অগ্নির শোভন-অনুগ্রহাত্মিকা বুদ্ধিকে 'ভিক্ষমাণাঃ' যাচমানা হইয়া 'অদ্রিং সময়া' পর্ব্বতের সমীপে 'পরাবতঃ' দূরদেশ হইতে 'বি সস্রুঃ' বিশেষপ্রকারে গমন করে—প্রবাহিত হয়, অর্থাৎ অগ্নিকে প্রদানের নিমিত্ত হবিঃসমূহের উৎপত্তির জন্য প্রবাহিত হয়।

ঋতস্য। 'ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যং' ইত্যাদি সূত্রে কর্ম্মে সম্প্রাদন-হেতু চতুর্থীর স্থলে ষষ্ঠী হইয়াছে। বাবশানাঃ। বশ ধাতু কান্তি-অর্থ জ্ঞাপক। যঙন্ত হেতু শানচ্। 'ন বশ' ইত্যাদি সূত্রে সম্প্রসারণের প্রতিষেধ। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে শপের লোপ। 'ছন্দস্যুভয়থ' ইত্যাদি সূত্রে শানচে আর্দ্ধধাতুকত্ব-হেতু 'অতোলোপঃ য লোপৌ' ইত্যাদি নিয়মে অতের লোপ। অতএব লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বের অভাবে চিৎস্বরই অবশিষ্ট আছে। স্মদূধ্নীঃ। স্মাং নিত্যানি উধাংসি যাসাং তাঃ—এই বাক্যে 'উধসোঽনঙ্' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৫।৪।১৩১) নঙ্ আদেশ। সমাসান্ত। 'সংখ্যা ব্যয়াদের্ঙীপ্' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৪।১।২৬) ঙীপ্। 'ভসংজ্ঞায়ামল্লোপোঽনঃ' ইত্যাদি সূত্রে অ-লোপ। পিত্ব-হেতু অনুদাত্তত্বে বহুব্রীহিস্বরই অবশিষ্ট আছে। পীপয়ন্ত। পা ধাতু পানার্থক। তাহাতে 'হেতুমতি' ইত্যাদি সূত্রে ণিচ্। 'শাচ্ছাসাহ্ব' ইত্যাদি সূত্রে যুক্। ণ্যন্ত হেতু 'লুঙে চেঙ্শ্চঙাদেশ

যুক্। গাস্তাম্নু ভি চে্েশ্চাঙাদেশাদি। চঙান্তরস্যামিতি চঙঃ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বম্। হি চেতি নিঘাত-প্রতিষেধঃ। পরাবতঃ। পরাগতাৎ দূরং হি পরাগতং ভবতি। অস্মিন্ ধাত্বর্থে গম্যমানে উপসর্গাচ্ছন্দসি ধাত্বর্থে। পা০ ৫।১।১১৮। ইতি বতিঃ॥ (১ম—৭৩সূ—৬ঋ)॥

* * *

ষষ্ঠ (৮১৯) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

এই মন্ত্রের দুইটী চরণে অগ্নির মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক দুইটী ভাব প্রচলিত আছে। ইহাই সাধারণতঃ প্রখ্যাত দেখি। তদনুসারে প্রচলিত অর্থ-সমূহে মন্ত্রের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে,—'অগ্নির জন্যই গাভীগণ দুগ্ধ দান করিতেছে, এবং অগ্নির জন্যই নদীসকল প্রবহমান রহিয়াছে।'

মন্ত্রের প্রচলিত দুইটী ব্যাখ্যা (একটী বাঙ্গালা ও একটী ইংরাজী অনুবাদ) নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে কি ভাবে মন্ত্রার্থ প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা বোধগম্য হইবে। যথা,—

(১) "নিত্যদুগ্ধদায়িনী পয়স্বিনী গাভীগণ যজ্ঞপ্রাঙ্গণে অগ্নিকে দুগ্ধ দান করে, স্রোতস্বতীগণ তোমার প্রসাদে পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া দেশদেশান্তরে গমন করে।"

(২) "The lowing milch-cows of Rita, asigned by Heaven, were exuberant with their full udders. The rivers imploring the favour (of the gods) from afar have broken through the midst of the rock with their floods."

ব্যাখ্যা-উপলক্ষে মন্ত্রের প্রথম চরণটীকে আমরা দুই প্রকারে অন্বিত করিয়াছি। প্রথম অন্বয়ে চরণটী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। সে পক্ষে ঐ চরণে জ্ঞানের মহিমা প্রকাশ পায়, এবং সত্ত্বানুসারী উপাসক-গণের কার্য্যপ্রণালীর আভাস পাইতে পারি। তদনুসারে "ধেনবঃ ঋতস্য বাবশানাঃ হি" পদ কয়েকটীতে—'জ্ঞানরশ্মিসমূহ যে নিত্যকাল সত্যের বা সৎকর্ম্মের অনুসরণকারী হয়', তাহাই বুঝিতে পারি। আর, তদনুসারে

প্রভৃতি। 'চঙান্তরস্যাম্' ইত্যাদি সূত্রে চঙ্। পূর্ব্বের স্বর উদাত্তত্ব। 'হি চ' ইত্যাদি সূত্রে নিঘাতের প্রতিষেধ। পরাবত। পরাগত হেতু দূরই পরাগত হয়। তাহাতে ধাত্বর্থে গম্যমান উপসর্গ হেতু 'ছন্দসি ধাত্বর্থে' ইত্যাদি সূত্রে বতি-প্রত্যয়। (১ম—৭৩সূ—৬ঋ)।

* * *

"স্বদুঘাঃ দ্যুভক্তাঃ পীপয়ন্ত" পদ-কয়েকটীর ভাব হয় এই যে,—'স্বর্গাভিলাষী উপাসনাপরায়ণ জনগণ নিত্যকালই শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চয়কারী হইয়া থাকেন।' এ পক্ষে মন্ত্রার্থে দ্বিবিধ নিত্যসত্য-তত্ত্ব প্রকাশ পায়। কিন্তু ঐ প্রথম চরণটীকে যদি একই 'পীপয়ন্ত' ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া মনে করি, তাহাতে 'ধেনবঃ' পদের বিশেষণ-রূপে অন্যান্য পদ-কয়েকটীকে গ্রহণ করিতে পারি। তদনুসারে 'ধেনবঃ' অর্থাৎ জ্ঞানকিরণসমূহ সত্যের অথবা সৎকর্ম্মসমূহের কামনাকারী (ঋতস্য বাবশানাঃ), সদা-হবিঃপ্রদানকারী অর্থাৎ উপাসনাপরায়ণ (স্বদুঘাঃ), স্বর্গাভিলাষী অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বানুসারী (দ্যুভক্তাঃ) প্রভৃতি গুণ-বিশেষণে পরিচিত হইয়া থাকে। তাহাতে ঐ চরণের ভাবার্থ প্রাপ্ত হই,—ঐ সকল গুণসম্পন্ন যে জ্ঞানরশ্মিসমূহ তাহারা নিয়ত শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চয়কারী হয়। এ পক্ষে জ্ঞানরশ্মিসমূহই যে উক্তরূপ গুণসম্পন্ন, তাহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় চরণে একটী সুষ্ঠু উপমার ভাব প্রাপ্ত হই 'সিন্ধবঃ' পদ 'অদ্রিং' পদ এবং 'পরাবতঃ' পদ—আমাদিগের হৃদয় রাজ্যের অবস্থা-বিশেষের সাদৃশ্য জ্ঞাপন করে। কঠোর প্রস্তরখণ্ডের মধ্য হইতে গিরি-গহ্বর ভেদ করিয়া নির্ঝরিণী প্রবাহিত হয়। কোন্ দূরদূরান্ত হইতে আসিয়া সাগর-সঙ্গমে সে আপনাকে বিলীন করে। হৃদয়ের কঠোর ভাব-সমূহের মধ্য হইতে—কামক্রোধাদি-রিপুগণ-পরিবেষ্টিত দুর্ভেদ্য হৃদগহ্বর হইতে, ভক্তির স্বচ্ছনির্ঝরিণী—প্রেমের পীযূষধারা প্রবাহিত হইয়া থাকে; আর, সেই প্রেমের ধারা ভগবানে গিয়া আপনিই লীন হয়। এই তত্ত্ব-কথাই ঐ উপমায় প্রকাশমান্ দেখিতে পাই। যাঁহারা 'সুমতিং' অর্থাৎ সদ্বুদ্ধির—দেবাত্মিকা ধীর—কাময়মান হয়েন, তাঁহাদিগের হৃন্নিহিত ভক্তির স্রোত—'প্রেমের মন্দাকিনী-ধারা' আপনিই যে ভগবানে গিয়া মিলিত হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে এই ভাবই পরিব্যক্ত দেখি। (১ম—৭৩সূ—৬ঋ)। *

---

* এই ঋকের মূলাংশে এবং পদ-বিশ্লেষণ-অংশে পাঠান্তর এবং স্বরচিহ্নের ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। গ্রন্থ-বিশেষে প্রথম চরণের 'স্বদুঘাঃ' পদের পাঠে 'স্বদুঘাঃ' পদ দেখিতে পাই। পদ-পাঠে বা পদ-বিশ্লেষণে গ্রন্থান্তরে 'মতেং উস্রাঃ' পদ দৃষ্ট হয়। মূলের 'বাবশানাঃ' পদের শ-কার ও ন-কার নিয়মেব অর্থাৎ অনুদাত্ত আছে।

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। ত্রিসপ্ততিতমং সূক্তম্। সপ্তমী ঋক্।)

ত্বে অগ্নে সুমতিং ভিক্ষমাণা দিবি

শ্রবো দধিরে যজ্ঞিয়াসঃ।

নক্তা চ চক্রুরুষসা বিরূপে কৃষ্ণং চ

বর্ণমরুণং চ সন্ধুঃ ॥ ৭ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণম্।

ত্বে ইতি। অগ্নে। সুঽমতিম্। ভিক্ষমাণাঃ। দিবি।

শ্রবঃ। দধিরে। যজ্ঞিয়াসঃ।

নক্তা। চ। চক্রুঃ। উষসা। বিরূপে ইতি বিঽরূপে। কৃষ্ণম্। চ।

বর্ণম্। অরুণম্। চ। সম্। ধুরিতি ধুঃ ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'সুমতিং' (দেবাত্মিকাং সুবুদ্ধিং) 'ভিক্ষমাণাঃ' (যাচমানাঃ, শ্রেয়োঽভিলাষিণঃ) 'যজ্ঞিয়াসঃ' (সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ জনাঃ, সাধবঃ ইত্যর্থঃ) 'দিবি' (দ্যোতমানে, প্রকাশস্বরূপে) 'ত্বে' (ত্বয়ি এব) 'শ্রবঃ' (মঙ্গলং) 'দধিরে' (স্থাপয়ন্তি, প্রার্থয়ন্তি ইতি ভাবঃ); জ্ঞানানুশীলনেন সহ সকলং মঙ্গলং বিন্দন্তে ইতি তত্বং সাধবঃ অনুভূয়ন্তে—ইতি ভাবঃ; 'চ' (তথা) সাধবঃ 'উষসা' (জ্ঞানোন্মেষেণ) 'নক্তা' (রাত্রিং, অজ্ঞানান্ধকারং) 'বিরূপে' (রূপান্তরে, দূরীভূতং ইতি ভাবঃ) 'চক্রুঃ' (কুর্ব্বন্তি, স্থাপয়ন্তি

ইত্যর্থঃ); 'চ' (তথা) তে হি 'কৃষ্ণং বর্ণং' (অজ্ঞানতারূপং অন্ধকারং) 'অরুণং চ' (জ্যোতিঃসম্পন্নং, জ্ঞানপ্রভাবিতং চ) 'সন্ধুঃ' (সম্যক্ কুর্ব্বন্তি ইতি ভাবঃ); সাধুনাং প্রচেষ্টয়া জগতঃ অজ্ঞানতা দূরীভবতি—ইতি ভাবঃ॥ (১ম—৫অ—৭৩সূ—৭ঋ)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! দেবাত্মিকা সুবুদ্ধিকে প্রাপ্তির অভিলাষী সৎকর্ম্ম-পরায়ণ জনগণ অর্থাৎ সাধুগণ দ্যোতমান্ আপনাতেই মঙ্গল দেখিতে পান; (ভাব এই যে,—জ্ঞানানুশীলনের সহিত সকল মঙ্গল যে বিদ্যমান আছে, এ তত্ত্ব সাধুগণ অনুভব করিয়া থাকেন); এবং সাধুগণ জ্ঞানোন্মেষের দ্বারা অজ্ঞানান্ধকারকে দূরীভূত করেন; আর তাঁহারাই অজ্ঞানতা-রূপ অন্ধকারকে সম্যক্‌রূপে জ্ঞানপ্রভাবিত করিয়া থাকেন; (ভাব এই যে,—সাধুগণের প্রচেষ্টার দ্বারাই সংসারের অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়।)॥ (১ম—৫অ—৭৩সূ—৭ঋ)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে অগ্নে সুমতিং শোভনামনুগ্রহাত্মিকাং বুদ্ধিং ভিক্ষমাণাঃ যাচমানাঃ যজ্ঞিয়াসো যজ্ঞার্হাঃ সর্ব্বে দেবা দিবি দ্যোতমানে ত্বে ত্বয়ি শ্রবো হবির্লক্ষণমন্নং দধিরে অস্থাপয়ন্। অগ্নির্দেবানাং মন্দ্র ইতি শ্রুতেঃ। তদনন্তরং তাদৃশে হবির্যুক্তায়ানুষ্ঠানায় বিরূপে বিবিধরূপে উষসা উষঃ কালোপলক্ষিতমহর্নক্তা চ নক্তং চ রাত্রিং চ চক্রুঃ অকুর্ব্বন্। এতদেব স্পষ্টয়তি। কৃষ্ণং চ বর্ণং রাত্র্যাং শ্যামলবর্ণমন্ধকারমহন্যারুণমারোচনং শ্বেতবর্ণং তেজশ্চ সন্ধুঃ। সম্যক্ স্থাপিতবন্তঃ। ত্বে সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যাঃ শে আদেশঃ। নক্তা। তেনৈব দ্বিতীয়ায়া ডাদেশঃ। উষসা।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'অগ্নে' অগ্নি! 'সুমতিং' শোভনা অনুগ্রহাত্মিকা বুদ্ধিকে 'ভিক্ষমাণাঃ' যাচমান 'যজ্ঞিয়াসঃ' যজ্ঞার্হ সকল দেবগণ 'দিবি' দ্যোতমান 'ত্বে' আপনাতে 'শ্রবঃ' হবির্লক্ষণ অন্নকে 'দধিরে' অবস্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রুতিতে আছে,—'অগ্নির্দ্দেবানামন্দ্রঃ' ইত্যাদি। তদনন্তর তাদৃশ হবির্যুক্ত অনুষ্ঠানের নিমিত্ত 'বিরূপে উষসা' উষঃকাল-উপলক্ষিত দিবসকে 'নক্তা চ' (নক্তং চ) এবং রাত্রিকে 'চক্রুঃ' করিয়াছিলেন। এই বিষয় স্পষ্টীকৃত হইতেছে,—'কৃষ্ণং চ বর্ণং' রাত্রিতে শ্যামলবর্ণ অন্ধকারকে এবং দিবসে 'অরুণং' আরোচন শ্বেতবর্ণ তেজকে 'চ সন্ধুঃ' সম্যক্ প্রকারে স্থাপন করিয়াছিলেন।

ত্বে। 'সুপাংসুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে সপ্তমীতে শে আদেশ। নক্তা। পূর্ব্বোক্ত সূত্রে

তেনৈব বিভক্তেরাকারঃ। ধুঃ। ডুধাঞ্ ধারণপোষণয়োঃ লুঙি গাতিস্থেতি সিচো-লুক্। আত ইতি ঝেরুসাদেশঃ। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপীত্যড়ভাবঃ॥ (১ম—৭৩সূ—৭ঋ)।

• • •

সপ্তম (৮২০) ঋকের বিশদার্থ।

—— • : • ——

প্রচলিত কি প্রকার অর্থের পরিবর্তে আমাদিগের ব্যাখ্যায় কি প্রকার অর্থ পরিগৃহীত হইল, তাহা বুঝাইবার জন্য সামান্য মাত্র আলোচনা করা যাইতেছে।

মন্ত্রে 'যজ্ঞিয়াসঃ' পদ আছে। তাহা হইতে 'দেবগণ' অর্থ সাধারণতঃ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। "সুমতিং ভিক্ষমাণাঃ" বাক্যাংশ সেই দেবগণের বিশেষণ-মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। তদনুসারে ঐ তিন পদে 'অগ্নির অনুগ্রহপ্রার্থনাকারী যজ্ঞার্হ দেবগণ' অর্থ পরিগৃহীত হইতে দেখি। তার পর, "দিবি ত্বে শ্রবঃ দধিরে" বাক্যাংশে, 'দ্যোতমান্ অগ্নিতে তাঁহারা অন্ন বা হবিঃ স্থাপন করিয়াছিলেন'—এইরূপ অর্থ আসে। এ পক্ষে মন্ত্রের প্রথম চরণে অগ্নিকে সম্বোধন-পূর্ব্বক যেন বলা হইতেছে,—'হে প্রদীপ্ত অগ্নি! যজ্ঞকারী দেবগণ আপনার অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া আপনাতে হবিঃ স্থাপন করিয়াছিলেন।'

প্রথম চরণের ঐ প্রকার অর্থই সাধারণতঃ প্রচলিত দেখি। অথচ, দ্বিতীয় চরণের প্রচলিত অর্থের সহিত উহার কোনরূপ সম্বন্ধ লক্ষ্য করা যায় না। "নক্তা চ চক্রুঃ উষসা বিরূপে" এই কয়েকটী পদ উপলক্ষে অর্থ করা হয়—'রাত্রিকে ও উষাকে বিভিন্ন রূপে স্থাপন করিয়াছিলেন।' এইরূপ, "কৃষ্ণং বর্ণং অরুণং চ সন্ধুঃ" বাক্যাংশের অর্থ করা হয়,—'রক্তবর্ণ

দ্বিতীয়ায় ডা আদেশ। উষসা। পূর্ব্বোক্ত সূত্রে বিভক্তিতে আকার আদেশ। ধুঃ। ডুধাঞ্ ধাতু ধারণ ও পোষণার্থ। লুঙে 'গাতিস্থ' ইত্যাদি সূত্রে সিচের লোপ। 'আতঃ' ইত্যাদি সূত্রে ঝেরুসাদেশ। 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপি' ইত্যাদি সূত্রে অটের অভাব। (১ম—৭৩সূ—৭ঋ)।

• • •

ও কৃষ্ণবর্ণ করা হইয়াছিল।' মন্ত্রের একটী বাঙ্গালা ও একটি ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া প্রচলিত অর্থের আভাস দিতেছি। যথা'—

(১) "হে প্রদীপ্ত অগ্নি। যজ্ঞার্হ দেবগণ তোমার প্রসাদ আকাঙ্ক্ষী হইয়া তোমাতে হব্যস্থাপন করিয়াছেন এবং উষা ও রজনী পৃথক মূর্ত্তি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা উষাকে—রক্তবর্ণ ও রাত্রিকে—কৃষ্ণবর্ণ করিয়াছেন।"

(২) "Agni, with thee, soliciting thy favour, the holy ones have gained glory in heaven.

They made the Night and Dawn of different colours, and set the black and purple hues together."

এখন, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখুন। আমরা বলি, 'যজ্ঞিয়াসঃ' পদে—যাঁহারা যজ্ঞকারী তাঁহাদিগকে অর্থাৎ সৎকর্ম্মকারী সাধুগণকে বুঝাইয়া থাকে। 'সুমতিং ভিক্ষমাণাঃ' বিশেষণ দেবগণের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না। দেবগণ—অশরীরী শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ দেবগণ—সুমতির জন্য ভিক্ষার্থী হইবেন, ইহা কল্পনা করাও যায় না। 'যজ্ঞিয়াসঃ' পদও দেবতার দ্যোতক হইতে পারে না। যাঁহারা দেবত্ব-প্রাপ্ত (দেবগণ), তাঁহারা আবার যজ্ঞ করিবেন কি? 'দিবি ত্বে' পদদ্বয়ে জ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য আসে। জ্ঞান যে স্বতঃপ্রকাশসম্পন্ন, 'দিবি' পদে তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছে। 'শ্রবঃ' পদে 'মঙ্গল' অর্থ বহুত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানেও সেই অর্থেরই সঙ্গত দেখি। 'দধিরে' পদে স্থাপন করার ভাব আসে। এখন, 'দেবগণ অগ্নিতে অন্ন স্থাপন করেন' অথবা 'সৎকর্ম্মকারী সাধুগণ জ্ঞানের মধ্যেই সকল মঙ্গল দর্শন করেন'—ইহার কোন্ অর্থ সঙ্গত, সুধীগণ তাহা বুঝিয়া দেখুন। 'শ্রবঃ দধিরে' পদদ্বয়ে 'মঙ্গল স্থাপন করিয়াছিলেন'—এই অর্থ হইতেই 'মঙ্গল দর্শন করেন বা প্রাপ্ত হয়েন'—ভাব আসে। তার পর, 'উষসা' পদের তৃতীয়া বিভক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া 'জ্ঞানোন্মেষের দ্বারা' অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। জ্ঞানোন্মেষ হইলে, কি শুভফল লাভ হয়? অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়। 'নক্তা বিরূপে চক্রুঃ' পদত্রয়ে সেই ভাব প্রাপ্ত হই। 'কৃষ্ণং বর্ণং' পদদ্বয়ে অজ্ঞানতা-রূপ অন্ধকারকে বুঝায়। "অরুণং চ সন্ধুঃ" বাক্যাংশে 'জ্ঞান-প্রভান্বিত করার' ভাব আসে। 'কৃষ্ণবর্ণকে অরুণ বর্ণ সমন্বিত করা হইয়াছিল বলিতেই' অজ্ঞানতাকে দূরীভূত করিয়া জ্ঞানজ্যোতিঃ বিকিরণ

করা হইয়াছিল—এই ভাব প্রাপ্ত হই। ফলতঃ, জ্ঞানানুশীলনের দ্বারাই যে সকল মঙ্গল সাধিত হয় এবং সাধুগণই যে জগতের অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন—এই ভাবই এই মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। (১ম—৭৩সূ—৭ঋ)।

—·—

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। ত্রিসপ্ততিতমং সূক্তম্। অষ্টমী ঋক্।)

যান্ রায়ে মর্ত্তান্ৎসুষ্দো অগ্নে তে স্যাম

মঘবানো বয়ং চ।

ছায়েব বিশ্বং ভুবনং সিসক্ষ্যাপপ্রিবান্

রোদসী অন্তরিক্ষম্॥ ৮॥

·.·

পদ-বিশ্লেষণম্।

যান্। রায়ে। মর্ত্তান্। সুসূদঃ। অগ্নে। তে। স্যাম।

মঘঽবানঃ। বয়ম্। চ।

ছায়াঽইব। বিশ্বম্। ভুবনম্। সিসক্ষি। আপপ্রিঽবান্।

রোদসী ইতি। অন্তরিক্ষম্॥ ৮॥

·.·

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'যান্ মর্ত্তান্' (যান্ এতান্ মনুষ্যান্, অস্মান্ ইতি ভাবঃ) 'রায়ে' (ধনায়—পরমার্থরূপায়) 'সুষূদঃ (সুকর্ম্মসু সৎকর্ম্মসাধনায় বা প্রেরয়সি নিয়োজয়সি বা) 'তে বয়ং চ' (তাদৃশা বয়ং হি) 'মঘবানঃ' (ধনাধিকারিণঃ, পরমার্থপ্রাপ্তাঃ ইত্যর্থঃ) 'স্যাম' (ভবেম) ; যদা বয়ং জ্ঞানানুসারিণঃ ভবামঃ তদা পরমার্থং প্রাপ্নুমঃ ; 'আপপ্রিবান্' (সতেজসা দীপ্যমানস্ত্বং) 'ছায়েব' (ছায়াবৎ, নিত্যসহচরঃ ইব) 'বিশ্বং' (সর্ব্বং) 'ভুবনং' (জগৎ) ব্যাপ্নোসি ইতি শেষঃ ; তথা 'রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) 'অন্তরিক্ষং' (ব্যোমপ্রদেশং শূন্যলোকং, সর্ব্বলোকং ইতি ভাবঃ, যদ্বা—নরকং) 'সিসক্ষি' (সেবসে, পালয়সি ইত্যর্থঃ) ; জ্ঞানপ্রভাবেনৈব সর্ব্বে লোকাঃ রক্ষাঃ প্রাপ্নুবন্তি—ইতি ভাবঃ। (১ম—৭৩সূ—৮ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! এই যে মনুষ্য—আমাদিগকে—পরমার্থ-রূপ ধনের নিমিত্ত আপনি সুকর্ম্মসমূহে অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধনে প্রেরণ করেন, নিযুক্ত করেন ; সেই আমরা নিশ্চয়ই পরমার্থ প্রাপ্ত হই ; (ভাব এই যে,—যখন আমরা জ্ঞানানুসারী হই, তখনই পরমার্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকি), আপনার তেজের দ্বারা দীপ্যমান আপনি, ছায়ার ন্যায়—নিত্যসহচরের ন্যায়, সকল ভুবন ব্যাপিয়া আছেন, এবং দ্যাবাপৃথিবীকে ও অন্তরিক্ষকে অর্থাৎ সকল লোককে আপনি পালন করেন ; (ভাব এই যে,—জ্ঞানপ্রভাবেই সকল লোক রক্ষা প্রাপ্ত হয়।) ॥ (১ম—৭৩সূ—৮ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে অগ্নে যান্মর্ত্তান্মনুষ্যানস্মান্রায়ে ধনায় সুষূদঃ। অগ্নিহোত্রাদিষু কর্ম্মসু প্রেরয়সি। তে তাদৃশা বয়ং চ মঘবানো ধনিনঃ স্যাম। ভবেম। রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যাবন্তরীক্ষং চাপপ্রিবান্ স্বতেজসা বৃষ্ট্যুদকেন বাপূরিতবাংস্ত্বং চ বিশ্বং ভুবনং সর্ব্বং জগৎ। সিসক্ষি। সেবসে।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'অগ্নে' অগ্নি। 'যান্ মর্ত্তান্' যে মনুষ্যগণকে অর্থাৎ আমাদিগকে 'রায়ে' ধনের নিমিত্ত 'সুষূদঃ' অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসমূহে প্রেরণ করেন, 'তে' তাদৃশ 'বয়ং চ' আমরা 'মঘবানঃ' ধনবান 'স্যাম' হই ; 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিবীকে 'অন্তরিক্ষং' এবং অন্তরিক্ষকে 'আপপ্রিবান্' আপনার তেজের দ্বারা অথবা বৃষ্টির জলের দ্বারা আপূরিতবান্ আপনি 'বিশ্বং ভুবনং' সকল জগৎকে 'সিসক্ষি' সেবা করেন—অনুগ্রহ করিয়া সকলকে রক্ষা করেন, ইহাই ভাবার্থ।

অনুগৃহ্য সর্ব্বং রক্ষণীয়ার্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। ছায়েব। যথা ছত্রাদিশ্ছায়াতপাদিজনিতং ক্লেশং নিবার্য্য রক্ষতি তদ্বৎ।

রায়ে। উড়িদমিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বম্। সুষূদঃ। ষূদপ্রেরণে। লেট্যডাগমঃ বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। অভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বম্। যদ্বৃত্তান্নিত্য'মিতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। সিসক্তি। ষচ সমবায়ে। বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। ইদিত্যানুবৃত্তৌ বহুলং ছন্দসীত্যভ্যাসস্যেত্বম্। আপপ্রিবান্। প্রা পূরণে। লিটঃ ক্বসুঃ। বস্বেকাজাদ্ঘসামিতীডাগমঃ। আতো লোপ ইটি চেত্যাকারলোপঃ। দ্বির্ব্বচনেঽচীতি স্থানিবদ্ভাবাৎ দ্বির্ভাবাদি ॥ ৮।

• • •

অষ্টম (৮-২১) ঋকের বিশদার্থ।

— — • — —

এই মন্ত্রের প্রথম চরণের প্রচলিত অর্থে অগ্নিকে সম্বোধন পূর্ব্বক যেন বলা হইয়াছে,—'তুমি যে সকল মনুষ্যকে ধনলাভের জন্য অগ্নি-হোত্রাদি যজ্ঞকর্ম্মে প্রেরণ কর, তাহারা এবং আমরা সে ধন প্রাপ্ত হই।' ইহাই এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ। বলা বাহুল্য, এই প্রকার অর্থে কোনই ভাব গ্রহণ করিতে আমরা সমর্থ হইলাম না। ঐ জ্বলন্ত অগ্নি আবার মানুষকে সৎকর্ম্মে প্রেরণ করিবে কি? সুতরাং একটু অনুধাবন করিলেই প্রতিপন্ন হয়, এখানে অগ্নি-সম্বোধনে অগ্নির অতীত কোনও বস্তুর অর্থাৎ জ্ঞানদেবতার প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে। জ্ঞানই মনুষ্যকে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। জ্ঞান-প্রবর্ত্তিত সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারাই মানুষ শুভফল প্রাপ্ত হয়। আমরা যে পরমার্থ-রূপ ধনের অধিকারী

তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'ছায়েব'; যেমন ছত্র প্রভৃতির ছায়া আতপাদিজনিত ক্লেশকে নিবারণ করিয়া রক্ষা করে, সেইরূপ।

রায়ে। 'উড়িদং' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। সুষূদঃ ষূদ ধাতু প্রেরণ অর্থ-জ্ঞাপক। লেটে অট্ আগম। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে শপের স্থানে শ্লু। 'অভ্যস্তানামাদিঃ' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। যদ্বৃত্ত-হেতু 'নিত্যং' ইত্যাদি সূত্রে নিঘাতের প্রতিষেধ। সিসক্তি। ষচ ধাতু সমবায়ার্থক। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে শপের স্থানে শ্লু। ইদিত্যের অনু-বৃত্তিতে 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে অভ্যাসের এত্ব। আপপ্রিবান্। প্রা ধাতু পূরণার্থক। লিটে ক্বসুপ্রত্যয়। 'বস্বেকাজাদ্ঘসাং' ইত্যাদি সূত্রে ইট্ আগম। 'আতোলোপ ইটি চ' ইত্যাদি সূত্রে আকারের লোপ। 'দ্বির্ব্বচনে চ' ইত্যাদি সূত্রে স্থানিবদ্ভাব-হেতু দ্বির্ভাবাদি। ৮ ॥

• • •

হই, সে কাহার সাহায্যে? জ্ঞান আমাদিগকে সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করে; আর, সেই সৎকর্ম্মের শুভফলস্বরূপ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল আমরা লাভ করিয়া থাকি। এইখানে সেই নিত্যসত্য-তত্ত্বই প্রকটিত।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে কতকগুলি সমস্যা-মূলক পদ আছে। 'আপ-প্রিবান্' পদে, 'আপন প্রভায় আপনিই সমুজ্জ্বল'—এবম্বিধ ভাব প্রাপ্ত হই। জ্ঞান যে স্বপ্রকাশ, ঐ পদে তাহাই উপলব্ধ হয়। 'বিশ্বং ভুবনং' পদদ্বয়ে 'সর্ব্বজগৎ' অর্থাৎ 'নিখিলব্রহ্মাণ্ড' ভাব আসে। 'ছায়েব' উপমায় 'ছায়ার ন্যায় বিদ্যমান্' অর্থাৎ 'নিত্যসহচর-রূপে অবস্থিত' অর্থ প্রাপ্ত হই। ছায়া যেমন মনুষ্যের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যমান্ থাকে—বিচরণ-করে, জ্ঞানাধিকারীর জ্ঞানও সেইরূপ আপদে সম্পদে সদাকাল সহচর-রূপে বিদ্যমান থাকিয়া হিতসাধন করে। এখানে আমরা 'ব্যাপ্নোসি' ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করিয়াছি। তাহার প্রধান কারণ—'রোদসী' ও 'অন্তরিক্ষং' পদদ্বয়ের অর্থ-সঙ্গতি রক্ষার প্রচেষ্টা। জ্ঞান যেমন সকল জগতে সহচর-রূপে বিদ্যমান্ থাকেন, সেইরূপ পৃথিবীতে ও স্বর্গে এবং অন্তরিক্ষে মানুষকে প্রতিপালন বা রক্ষা করিয়া থাকেন। জ্ঞানের প্রভাব কোথায় নাই? তিন লোকেই যে জ্ঞানের প্রভাব বিদ্যমান্, জ্ঞান যে তিন লোকেই মানুষকে রক্ষা করে, "রোদসী অন্তরিক্ষং পিপর্ষি' বাক্যাংশে সেই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। রোদসী' পদে 'দ্যুলোককে' ও 'ভূলোককে' বুঝাইয়া থাকে। 'অন্তরিক্ষং' পদে 'ব্যোমপ্রদেশকে শূন্যস্থানকে' বুঝাইতে পারে। ঐ পদের অর্থে—কোথাও বা নরক বুঝাইয়াছে। তদনুসারে, স্বর্গ মর্ত্ত্য নরক—এই তিন স্থানের প্রসঙ্গ আসিতে পারে। কেহ বা 'অন্তরিক্ষং' পদে 'পাতাল' অর্থ গ্রহণ করেন। তদনুসারে, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল—এই তিন লোকেই জ্ঞানের ক্রিয়া অব্যাহত আছে বলিয়া বুঝিতে পারি। 'শূন্যলোক' অর্থ গ্রহণ করিলেও ভাব-পক্ষে অসঙ্গতি থাকে না। ফলতঃ, সকল লোকের রক্ষা যে জ্ঞানের দ্বারা সাধিত হয়, তাহাই এই মন্ত্রাংশে বিবৃত হইয়াছে বুঝিতে পারি। কিন্তু প্রচলিত অর্থাদিতে প্রকাশ, অগ্নিকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এই মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে যেন বলা হইয়াছে,—'হে অগ্নি! তুমি আকাশ পৃথিবী অন্তরিক্ষকে অথবা স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালকে ধনে পূর্ণ করিয়াছ, এবং সমস্ত

এবং সমস্ত জগৎ ছায়ার ন্যায় রক্ষা করিতেছে।' বাহুল্য-ভয়ে অপর কোনও ব্যাখ্যা আমরা উদ্ধৃত করিলাম না। ভাষ্যের অনুসরণে আমাদিগের ব্যাখ্যার আলোচনা করিলেই ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম হইবে। (১ম—৭৩সূ—৮ঋ)।

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। ত্রিসপ্ততিতমং সূক্তম্। নবমী ঋক্।)

অর্ব্বদ্ভিরগ্নে অর্ব্বতো নৃভির্নৄন্ বীরৈর্বীরান্
বনুয়ামা ত্বোতাঃ।
ঈশানাসঃ পিতৃবিত্তস্য রায়ো বি সূরয়ঃ
শতহিমা নো অশ্যুঃ॥ ৯॥

পদ-বিশ্লেষণম্।

অর্ব্বৎ২ভিঃ। অগ্নে। অর্ব্বতঃ। নৃ২ভিঃ। নৄন্। বীরৈঃ। বীরান্।
বনুয়াম। ত্বা২উতাঃ।
ঈশানাসঃ। পিতৃ২বিত্তস্য। রায়ঃ। বি। সূরয়ঃ।
শতহিমাঃ। নঃ। অশ্যুঃ॥ ৯॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'ত্বোতাঃ' (ত্বয়া রক্ষিতাঃ সন্তঃ বয়ং) 'অর্ব্বদ্ভিঃ' (পাপনাশকৈঃ কর্ম্মভিঃ, সৎকর্ম্মসাধনৈঃ ইত্যর্থঃ) 'অর্ব্বতঃ' (পাপকর্ম্মাণি, অসৎপ্রবৃত্তীন্ ইতি ভাবঃ) 'বনুয়াম' (হন্যাম, নাশয়াম); তথা 'নৃভিঃ' (স্বকীয়ৈঃ মনুষ্যত্বপ্রভাবৈঃ) 'নৄন্' (নেতৃস্থা-

বীরান্ পাপান্, প্রবলাঃ অসদ্বৃত্তীঃ ইতি ভাবঃ) বনুয়াম ইতি শেষঃ; তথা 'বীরৈঃ' (আত্মীয়ৈঃ বলৈঃ, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যৈঃ) 'বীরান্' (প্রবলবাধকান্, সৎকর্ম্মসাধনে অন্তরায়ান্) বনুয়াম ইতি শেষঃ; অতঃ 'পিতৃবিত্তস্য' (পিতৃপিতামহাদিপরম্পরয়া প্রাপ্তস্য, পিতৃপিতামহাগতস্য) 'রায়ঃ' (পরমধনস্য) 'ঈশানাসঃ' (স্বামিনঃ, অধিকারিণঃ, স্বধর্ম্মানুসারিণঃ ইতি ভাবঃ) 'সূরয়ঃ' (জ্ঞানিনঃ, সাধবঃ ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'শতহিমাঃ' (অশেষপাপতমাংসি, অজ্ঞানান্ধকারান্) 'বি অশ্যুঃ' (বিশেষেণ নাশয়ন্তু, বিনশ্যতাং); অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানদেবতায়াঃ কৃপয়াঃ সর্ব্বাঃ আপদাঃ দূরীভবন্তি, ততঃ সাধবঃ অস্মান্ জ্ঞানাধিকারিণঃ কুর্ব্বন্তি। (১ম—৭৩সূ—৯ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনার কর্তৃক রক্ষিত হইয়া আমরা, পাপনাশক কর্ম্মসমূহের দ্বারা অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা, পাপকর্ম্মসমূহকে (অসৎ প্রবৃত্তিদিগকে) যেন বিনাশ করি; এবং আমাদিগের মনুষ্যত্ব-প্রভাবে নেতৃস্থানীয় পাপসমূহকে (প্রবল অসদ্বৃত্তিনিবহকে) যেন বিনাশ করি; এবং আমাদিগের বলের দ্বারা অর্থাৎ সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্যের দ্বারা প্রবল বাধাসমূহকে অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধনের অন্তরায়সমূহের যেন বিনাশ করি; অতঃপর, পিতৃপিতামহাগত পরমধনের অধিস্বামী অর্থাৎ স্বধর্ম্মানুসারী জ্ঞানিগণ, আমাদিগের অশেষ পাপতমকে অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকারসমূহকে বিশেষ প্রকারে বিনাশ করুন; (ভাব এই যে,—জ্ঞানদেবতার কৃপায় সকল আপৎ দূরীভূত হয়; তাহাতে সাধুগণ আমাদিগকে জ্ঞানাধিকারী করেন।)॥ (১ম—৭৩সূ—৯ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে অগ্নে ত্বোত ত্বয়া রক্ষিতাঃ সন্তো বয়মর্ব্বদ্ভিরস্মদীয়ৈরশ্বৈরর্ব্বতঃ শত্রুসম্বন্ধিনোঽশ্বান্ নৃভিরস্মদীয়ৈর্ভটৈর্নৃন্ শত্রোর্ভটান্। বীর্য্যাজ্জায়ন্ত ইতি বীরাঃ পুত্রাঃ। তৈর্বীরান্ শত্রুপুত্রাংশ্চ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'অগ্নে' অগ্নি! 'ত্বোতাঃ' আপনার কর্তৃক রক্ষিত হইয়া, আমরা 'অর্ব্বদ্ভিঃ' আমাদিগের অশ্বসমূহের দ্বারা 'অর্ব্বতঃ' শত্রুসম্বন্ধীয় অশ্বসকলকে, 'নৃভিঃ' আমাদিগের সৈন্যগণের দ্বারা 'নৃন্' শত্রুর সৈন্যগণকে এবং 'বীরৈঃ' (বীর্য্য হইতে উৎপন্ন হয়—এই অর্থে বীরাঃ পদে পুত্রগণ অর্থ হয়, তাহাদিগের দ্বারা—বীরৈঃ) পুত্রগণের দ্বারা 'বীরান্' শত্রুর পুত্রগণকে 'বনুয়াম'

বনুযাম। হন্যাম। বনুষ্যতির্হন্তিকর্ম্মা নবগতসংস্কারো ভবতি। নিং ৫।২। ইতি যাস্কঃ। পিতৃবিত্তস্য। পিত্রাদিপরম্পরয়া লব্ধস্য রায়ো ধনস্যেশানাসঃ স্বামিনঃ সূরয়ো বিদ্বাংসো নোঽস্মাকং পুত্রাঃ শতহিমাঃ শতঃসম্বৎসরান্ জীবন্তঃ সন্তো ব্যশ্যুঃ। বিশেষেণ ভুঞ্জতাম্। অস্মদীয়ানাং পুত্রাণামারোগ্যং দীর্ঘমায়ুশ্চ ভবত্বিত্যর্থঃ।

ত্বোতাঃ। ত্বয়োতাঃ। প্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চেতি মপর্য্যন্তস্য ত্বাদেশঃ। ব্যত্যয়েনাত্বম্। তৃতীয়া কর্ম্মণীতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্। শতহিমাঃ। অত্র হিমশব্দেন তদ্বান্ হেমন্তো লক্ষ্যতে। ব্রাহ্মণং চ ভবতি। শতং হিমা ইত্যাহ। শতং ত্বা হেমন্তানিন্ধিষীয়েতি বাবৈতদাহেতি। (তৈ০ সং ১।৫.৭) শতং হিমাঃ শতং হেমন্তর্ত্তবো যেষাং তে শতসম্বৎসরজীবিন ইত্যর্থঃ। অশ্যুঃ। অশ ভোজনে। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্॥ (১ম—৭৩সূ—৯ঋ)।

* * *

নবম (৮২২) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত অধিকাংশ পদ মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে সমস্যা আনয়ন করিয়াছে। মন্ত্রে দুইটী ক্রিয়াপদ আছে। সেই দুইটী পদই জটিলতার হেতুভূত। 'বনুযাম' ক্রিয়াপদে 'হন্যাম' প্রতিবাক্য ভাষ্যে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ঐ পদের প্রতিবাক্যে যদি 'বর্দ্ধয়াম' পদ গ্রহণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে মন্ত্রের আর এক সুষ্ঠু ভাব নিষ্কাশিত হইত। এইরূপ 'ব্যশ্যুঃ' (বি অশ্যুঃ) পদে 'ভোগ করুক' (ভুঞ্জতাং) অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা ঐ পদের 'নাশ করুক' (বিনশ্যতাং)

হনন করিব। বনুষ্যতি পদে হননকর্ম্ম অবগত সংস্কার হয়—যাস্কের (নি০ ৫ ২ (ইহাই মত। 'পিতৃবিত্তস্য' পিত্রাদিপরম্পরায় লব্ধ 'রায়ঃ' ধনের 'ঈশানাসঃ' অধিপতি 'সূরয়ঃ' বিদ্বান্ 'নঃ' আমাদিগের পুত্রগণ 'শতহিমাঃ' শত সম্বৎসর জীবিত থাকিয়া 'ব্যশ্যুঃ' বিশেষ প্রকারে ভোগ করুক; আমাদিগের পুত্রগণের আরোগ্য ও দীর্ঘায়ু হউক—ইহাই ভাবার্থ।

ত্বোতাঃ। ত্বয়া উতাঃ—তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিত—এই অর্থে ঐ পদ ব্যুৎপন্ন। 'প্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে ম-পর্য্যন্তের ত্বা আদেশ। ব্যত্যয়ের দ্বারা আত্ব। 'তৃতীয়া কর্ম্মণি' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। শতহিমাঃ। এখানে হিম শব্দের দ্বারা তদ্বিশিষ্ট হেমন্তকে লক্ষ্য করে। ব্রাহ্মণে আছে—"শতং হিমা ইত্যাহ শতং ত্বা হেমন্তানিন্ধিষীয়েতি বাবৈতদাহেতি।" শত-হেমন্ত-বিশিষ্ট ঋতু যাহাদের তাহারা অর্থাৎ শতসম্বৎসরজীবী—এই অর্থে শতং হিমাঃ পদদ্বয় ব্যবহৃত হয়। অশ্যুঃ। অশ্ ধাতু ভোজনার্থক। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বিকরণের লোপ। (১ম—৭৩সূ—৯ঋ)।

* * *

প্রতিবাক্যের সঙ্গতি দেখি। 'বনুযাম' ক্রিয়াপদের অন্য অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে, ব্যাকরণের আশ্রয়ে ভাষ্য হইতে অনেক দূরে যাইতে হয়। সুতরাং উহার প্রতিবাক্যে ভাষ্যানুসারী পদই গ্রহণ করিলাম। কিন্তু খাদনার্থক 'অশ' ধাতু-মূলে যে 'অশ্যাঃ' পদ ('বি' উপসর্গ-যোগে) তাহাতে 'নাশ করুক' অর্থেরই সর্ব্বথা সঙ্গতি দেখিতেছি। যাহা হউক, আমাদিগের মতে, এই দুই ক্রিয়াপদের অর্থ—ভাষ্যার্থের বিপরীত ভাব-মূলক। যথাক্রমে মন্ত্রের দুইটি চরণের ব্যাখ্যাদির বিষয় আলোচনা করিতেছি। তদ্দ্বারা মন্ত্রার্থের জটিলতা ভঙ্গ হওয়ার আশা করা যায়।

'অর্ব্বদ্ভিঃ' ও 'অর্ব্বতঃ', 'নৃভিঃ' ও 'নৄন্' এবং 'বীরৈঃ' ও 'বীরান্' প্রভৃতি পদ-সম্বন্ধে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহাতে 'বনুযাম' ক্রিয়াপদের অর্থ ভাষ্যানুমতই রক্ষিত হইল। অন্যথা, ক্রিয়াপদটির অর্থ প্রকৃতিপ্রত্যয়াদির অনুসরণে পরিবর্ত্তিত করার প্রয়োজন হইত। 'অর্ব্বদ্ভিঃ' ও 'অর্ব্বতঃ' পদের অর্থের বিষয় বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। ভাষ্যে 'অর্ব্বদ্ভিঃ' পদে 'ঘোটকসমূহের দ্বারা' অর্থ আসে, এবং 'অর্ব্বতঃ' পদে ঘোটকসমূহকে' নির্দ্দেশ করে। তদনুসারে, ঘোটকের দ্বারা ঘোটক হনন করি—এই অর্থ হইতে, অশ্বারোহী সৈন্যের দ্বারা অশ্বারোহী সৈন্য-গণকে হনন করার ভাব পাওয়া যাইতে পারে। 'নৃভিঃ' পদে 'আপনা-দিগের সৈন্যের দ্বারা' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে; 'নৄন্' পদে 'শত্রুর সৈন্যগণকে' অর্থ গ্রহণ করা হয়। 'বীরৈঃ' পদে 'আপনার পুত্রগণের দ্বারা' এবং 'বীরান্' পদে 'শত্রুর পুত্রগণকে' অর্থ ভাষ্যে গ্রহণ করা হইয়াছে। এইরূপে ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের প্রথম চরণের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হে অগ্নি! তোমার দ্বারা রক্ষিত হইয়া, আমাদিগের অশ্বের দ্বারা আমরা শত্রুর অশ্ব বধ করি, আমাদিগের যোদ্ধার দ্বারা আমরা শত্রুর সৈন্যগণকে সংহার করি, এবং আমাদিগের পুত্রগণের দ্বারা আমরা শত্রুর পুত্রগণকে সংহার করি।' ভাষান্তরে বা রূপান্তরে এই অর্থই আমরা প্রচলিত দেখিতে পাই।

এইরূপে, মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের যে অর্থ সাধারণতঃ প্রচলিত রহিয়াছে, কোন্ কোন্ পদের কিরূপ প্রতিবাক্য উপলক্ষে সে অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে, তাহার পরিচয় পাইলেই ঐ অংশেরও অর্থ-সঙ্গতি বোধগম্য

হইবে। মূলে একটি 'নঃ' পদ আছে। ঐ পদ উপলক্ষে 'পুত্রাঃ' পদ অধ্যাহার করা হয়। মূলে একটি 'শতহিমাঃ' পদ আছে। তাহাতে শতবৎসর আয়ুর (শত শীতকাল জীবিত থাকার) কামনা প্রকাশ পায়। তদনুসারে "নঃ শতহিমাঃ বিঅশ্যুঃ" বাক্যাংশে 'আমাদিগের পুত্রগণ শতশীতকাল অর্থাৎ শতবৎসর জীবিত থাকুক'—অগ্নির নিকট এইরূপ প্রার্থনা প্রকাশ পায়। কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার 'নঃ' পদের প্রতিবাক্যে 'আমাদিগের পুত্র' অর্থ গ্রহণ না করিয়া অন্য ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপে মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—'পিতৃপিতামহাগত ধনের দ্বারা ধনী হইয়া আমাদিগের পুত্রগণ (কাহারও বা মতে রাজপুত্রগণ, কাহারও বা মতে দাতা ধনিগণ) শতবৎসর আয়ুলাভ করুন।' মন্ত্রার্থে এইরূপ সকল ভাবই দাঁড়াইয়া গিয়াছে। প্রথম চরণের 'অর্ব্বতঃ' পদ হইতে কেহ বা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার জয় পরাজয় অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ বা ঘোটকে ঘোটকে সংঘর্ষ দেখিয়াছেন, কেহ বা দস্যুর সহিত যুদ্ধে জয়লাভ অর্থ কল্পনা করেন। মন্ত্রের একটি ইংরাজী এবং একটি বাঙ্গলা অনুবাদ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতেই সকল ভাবের আভাস পাইবেন।

(১) "হে অগ্নি! তোমা কর্তৃক সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষিত যে আমরা, আমাদিগের অশ্বের দ্বারা দস্যুদিগের অশ্ব, যোদ্ধার দ্বারা শত্রুগণের যোদ্ধা এবং বীরপুরুষ দ্বারা শত্রুগণের বীর্য্যকে বিনষ্ট করিব, আমাদিগের সন্তানেরা সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকুক।"

(৭) "May we, O Agni, guarded by thee, conquer with our racers the racers, with our men the men, with our heroes the heroes (of our enemies). Being masters of the riches which their fathers have conquered, may our rich (givers) reach a hundred winters."

এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় একটু আলোচনা করিতেছি। 'অর্ব্বদ্ভিঃ' ও 'অর্ব্বতঃ' পদে পরস্পর বিপরীত দ্বিবিধ ভাব প্রাপ্ত হই। এই ঋগ্বেদেরই বিভিন্ন স্থানে (১ম—২৭সূ—৯ঋ, ১ম—৪৩সূ—৬ঋ, ১ম—৬৩সূ—৫ঋ, ১ম—৬৪সূ—১৩ঋ প্রভৃতিতে) এবং

সামবেদেও ঐ পদ প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহাতে ঐ শব্দে ঐ দুই বিপরীত অর্থেরই সঙ্গতি দেখিয়াছি। এখানে সেই দুই অর্থেরই অনুসরণ করিলাম। ক্রিয়াপদের অর্থ পরিবর্তন করিলে, 'বনুযাম' পদে 'বর্দ্ধয়াম' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিলে, 'অর্ব্বদ্ভিঃ' ও 'অর্ব্বতঃ' পদদ্বয়ে অভিন্ন অর্থেরই সঙ্গতি থাকিত। সে পক্ষে মন্ত্রাংশের ভাব হইত—'পাপনাশক কর্ম্ম-সমূহের দ্বারা অর্থাৎ সৎকর্ম্মের দ্বারা সৎকর্ম্মের পরিবৃদ্ধি সাধিত করি; মনুষ্যত্বের দ্বারা মনুষ্যত্ব এবং বীরত্বের বা সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা বীরত্বকে বা সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যকে বর্দ্ধিত করি।' কিন্তু এখানে, 'বনুযাম' ক্রিয়াপদের ভাষ্যানুসারী অর্থ পরিগ্রহণে, পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট পদদ্বয়ে বিপরীত ভাবই গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তবে তাহাতেও যে সুষ্ঠু ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহাতে অর্থ পাইয়াছি,—'জ্ঞানের দ্বারা রক্ষিত হইলে অর্থাৎ জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিলে, সৎকর্ম্ম সাধনের দ্বারাই (অর্ব্বদ্ভিঃ) অসৎকর্ম্মকে বা অসৎ-প্রবৃত্তিকে (অর্ব্বতঃ) বিনাশ করিতে পারি (বনুযাম)।' এইরূপ 'নৃভিঃ' অর্থাৎ আপনার মনুষ্যত্ব-প্রভাবে 'নৄন্' অর্থাৎ প্রবল অসদ্বৃত্তিসমূহকে নিহত করিতে সমর্থ হই; এবং 'বীরৈঃ' অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যের দ্বারা অসৎকর্ম্মের প্রাধান্যকে হনন করিতে পারি। 'বনুযাম' পদে হনন করা অর্থ গ্রহণ-পূর্ব্বকই ঐরূপ ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকি। এইরূপ, দ্বিতীয় চরণের 'অশ্যুঃ' ক্রিয়াপদের 'নাশ করুন' অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক আমাদিগের অর্থ সম্পূর্ণ অন্য ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। 'পিতৃবিত্তস্য' পদে 'পিতৃপিতামহ হইতে প্রাপ্ত' অর্থই গ্রহণ করি। রায়ঃ ঈশানাস' পদদ্বয়ে 'পরম ধনের অধিকারী' অর্থ আসিয়া থাকে। এইরূপে "পিতৃ-বিত্তস্য রায়ঃ ঈশানাসঃ" পদত্রয়ে 'স্বধর্ম্মের (পিতৃধর্ম্মের) অনুসারী' অর্থ প্রাপ্ত হই। 'সুরয়ঃ' পদে জ্ঞানিগণ বা সাধুগণ অর্থ আসে। 'নঃ' পদটিকে আমরা 'শতহিমাঃ' পদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া মনে করি। এখানে 'নঃ' পদের সহিত 'পুত্রগণ' বা অন্য কোনও পদ অধ্যাহার করিয়া আনার আবশ্যক দেখি না। 'শতহিমাঃ' পদ 'নঃ' পদের সম্বন্ধের বিষয় প্রকাশ করে। আমরা বলি, 'শতহিমাঃ' পদের অর্থে 'অশেষ পাপতমঃ-সমূহকে অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকারকে' বুঝাইয়া থাকে। 'হিমাঃ' পদ নিরুক্তে

তমঃ-পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত আছে। 'শত' শব্দে অসংখ্য ভাব প্রকাশ পায়। এতদনুসারে 'শতহিমাঃ' পদে শত সম্বৎসর (শত হেমন্তকাল) অর্থের সঙ্গতি দেখি না। 'আমাদিগের পুত্রগণ শত সম্বৎসর জীবিত থাকুক'—এরূপ অর্থের পরিবর্ত্তে, 'জ্ঞানিগণ আমাদিগের অজ্ঞানতা নাশ করুন'—এইরূপ অর্থই এখানে সঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া, এই মন্ত্রের ভাব পাইতেছি,—'জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিলে, আমরা সৎকর্ম্মের দ্বারা অসৎকর্ম্মকে নাশ করিয়া, মনুষ্যত্ব-প্রভাবে অসৎ-প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া, সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যের দ্বারা সৎপথে গমনের সকল অন্তরায়কে দূর করিতে পারি; তাহাতেই জ্ঞানিগণের সংসর্গে আমাদিগের সকল অজ্ঞানান্ধকার নাশ-প্রাপ্ত হয়।' (১ম—৭৩সূ—৯ঋ)।

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। ত্রিসপ্ততিতমং সূক্তম্। দশমী ঋক্।)

এতা তে অগ্ন উচথানি বেধো জুষ্টানি

সন্তু মনসে হৃদে চ।

শকেম রায়ঃ সুধুরো যমং তেঽধি

শ্রবো দেবভক্তং দধানাঃ॥ ১০॥

পদ-বিশ্লেষণম্।

এতা। তে। অগ্নে। উচথানি। বেধঃ। জুষ্টানি।

সন্তু। মনসে। হৃদে। চ।

শকেম। রায়ঃ। সুঽধুরঃ। যমম্। তে। অধি।

শ্রবঃ। দেবঽভক্তম্। দধানাঃ॥ ১০॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বেধঃ' (মেধাবিন্, যদ্বা—ধিয়াঃ শক্ত্যাঃ বা প্রদাতঃ,) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'তে' (তব সম্বন্ধীনি, জ্ঞানানুসরণমূলকানি) 'এতা' (এতানি, অস্মদুচ্চারিতানি) 'উচথানি' (স্তোত্রাণি) 'মনসে' (অস্মাকং মনোবৃত্তয়ে—হিতসাধনায় ইতি ভাবঃ) 'চ' (তথা) 'হৃদে' (অন্তঃকরণায়—বিশুদ্ধিতাসম্পাদনায় ইতি ভাবঃ) অস্মাকং ভবতঃ বা 'জুষ্টানি' (প্রিয়াণি) 'সন্তু' (ভবন্তু); অপিচ, 'তে' (তব সম্বন্ধিনঃ) 'সুধুরঃ' (সুষ্ঠুকর্ম্মণঃ নির্ব্বাহকস্য, যদ্বা—দুঃখনাশকস্য) 'রায়ঃ' (ধনস্য, পরমার্থস্য) 'যমং' (নিয়মনং কর্তুং) 'শকেম' (শক্তা ভূয়াস্ম); তথা 'দেবভক্তং' (দেবানুগতং, দেবভাবাৎ প্রাপ্তং ইত্যর্থঃ) 'শ্রবঃ' (মঙ্গলং কর্ম্মফলং বা, যদ্বা—হবিঃ শুদ্ধসত্ত্ব-রূপং) 'অধি' (ভগবন্তং প্রতি) 'দধানাঃ' (ধারয়ন্তঃ, সমর্পয়ন্তঃ) শকেম ইতি শেষঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—জ্ঞানানুশীলনায় অস্মাকং ঐকান্তিকী প্রবৃত্তিঃ ভবতু, তথা জ্ঞানান্বিতা সন্তঃ বয়ং অস্মাকং কর্ম্মফলং ভগবতি সমর্পয়িতুং সমর্থা ভবেম। (১ম—৭৩সূ—১০ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মেধাবিন্ অথবা ধীর বা শক্তির প্রদাতা হে জ্ঞানদেব! আপনার সম্বন্ধীয় অর্থাৎ জ্ঞানানুসরণমূলক আমাদিগের উচ্চারিত এই স্তোত্রসমূহ, আমাদিগের মনোবৃত্তির হিতসাধনের জন্য এবং অন্তঃকরণের বিশুদ্ধতা সম্পাদনের জন্য, (অথবা আপনার) আমাদিগের প্রিয় হউক; আর, আপনার সম্বন্ধীয় সুষ্ঠু কর্ম্মের নির্ব্বাহক অথবা দুঃখনাশকে পরমার্থ-রূপ ধনের নিয়মন করিতে অর্থাৎ প্রাপ্তির উপায় বিধান করিতে আমরা যেন সমর্থ হই; এবং দেবানুগত অর্থাৎ দেবভাব হইতে প্রাপ্ত মঙ্গলকে বা কর্ম্মফলকে অথবা শুদ্ধসত্ত্ব-রূপ হবিঃকে ভগবানের প্রতি সমর্পণ করিতে আমরা যেন সমর্থ হই। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানানুশীলনে আমাদিগের ঐকান্তিকী প্রবৃত্তি হউক, এবং জ্ঞানান্বিত হইয়া আমরা যেন আমাদিগের কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ করিতে সমর্থ হই।)॥ (১ম—৭৩সূ—১০ঋ)।

* *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে বেধঃ। মেধাবিনামৈতৎ। মেধাবিন্নগ্নে এতোচথান্যেতানীদানীমস্মাভিঃ প্রযুক্তানি স্তোত্রাণি তে তব মনসে মনোবৃত্তয়ে হৃদে তদ্বৃত্তিমতেঽন্তঃকরণায় চ জুষ্টানি সন্তু। প্রিয়াণি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'বেধঃ' (বেধঃ পদ মেধাবী নাম-বাচক) মেধাবিন্ 'অগ্নে' অগ্নি! 'এতা উচথানি' এই সকল ইদানীং আমাদিগের কর্তৃক প্রযুক্ত স্তোত্র-সমূহ 'তে' আপনার 'মনসে' মনোবৃত্তিকে এবং 'হৃদে' সেই বৃত্তিবিশিষ্ট অন্তঃকরণের নিমিত্ত 'জুষ্টানি সন্তু' প্রিয় হউক; 'তে' আপনার

ভবন্তু। তে তব সখ্যিনঃ সুধুরঃ সুষ্ঠুনির্ব্বাহকস্য। যদ্বা শোভনং ধূর্ব্বতি দারিদ্র্যং হিনস্তীতি সুধুঃ। তাদৃশস্য রায়ো ধনস্য যমং নিয়মনং কর্তুং শকেম। শক্তা ভূয়াস্ম। কিং কুর্ব্বন্তঃ। দেবভক্তং দেবৈঃ সম্ভজনীয়ং শ্রবো হবির্লক্ষণমন্নমধিদধানাঃ। অগ্নেরুপরি ধারয়ন্তঃ। অগ্নৌ হবির্ভির্হোমং কুর্ব্বন্ত ইত্যর্থঃ।

উচথানি। বচ পরিভাষণে। রুদিবিদিভ্যাং কিদিতি বিধীয়মানোহথপ্রত্যয়ঃ কিত্বং চ। বহুলবচনাদস্মাদপি ভবতি। ব্রশ্চাদিনা সম্প্রসারণম্। জুষ্টানি। জুষ্টার্পিতে চ ছন্দসি নিত্যং মন্ত্রে। পাং ৬।১।২০৯-২১০। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বম্। হৃদে। পদ্দন্নিত্যাদিনা হৃদয়শব্দস্য হৃদাদেশঃ। শকেম। শক্ল শক্তৌ। লিঙ্যাশিষ্যঙ্। সুধুরঃ। ধুর্ব্বী হিংসার্থঃ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। রাল্লোপ ইতি বকারলোপঃ। ন পূজনাদিতি সমাসান্তপ্রতিষেধঃ। দেবৈর্ভক্তং দেবভক্তম্। তৃতীয়াকর্ম্মণীতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্॥ (১ম—৭৩সূ—১০ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য পঞ্চমে বিংশো বর্গঃ॥

ইতি প্রথমে মণ্ডলে দ্বাদশোহনুবাকঃ॥

• • •

দশম (৮২৩) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের প্রথম চরণের প্রধান বাক্য—"উক্‌থানি জুষ্টানি সন্তু" অর্থাৎ 'স্তোত্রসমূহ প্রিয় হউক।' কিন্তু কাহার প্রিয় হইবে? সুতরাং দেখা প্রয়োজন,—কাহার প্রিয় হইবে! তার পর, মন্ত্রে আছে—কি জন্য প্রিয় হইবে, এবং স্তোত্রসমূহই বা কি প্রকার?

সখ্যৌ 'সুধুরঃ' সুষ্ঠু নির্ব্বাহক অথবা শোভন (ধূর্ব্বতি অর্থাৎ দারিদ্র্যকে নাশ করে—এই অর্থে সুধুঃ পদ হয়, তাদৃশের) দারিদ্র্যনাশক 'রায়ঃ' ধনের 'যমং' নিয়ম করিতে 'শকেম' শক্ত হই; কি করিয়া? 'দেবভক্তং' দেবগণের দ্বারা সম্ভজনীয় 'শ্রবঃ' হবির্লক্ষণ অন্নকে 'অধি দধানাঃ' অগ্নির উপরে ধারণ করিয়া—অগ্নিতে হবির দ্বারা হোম করিয়া ইত্যর্থ।

উচথানি। বচ ধাতু পরিভাষণ অর্থ-বোধক। 'রুদিবিদিভ্যাং কিৎ' ইত্যাদি সূত্রে বিধীয়মান অথ-প্রত্যয় এবং কিত্ব। বহুল-বচন-হেতু এরূপও হয়। ব্রশ্চাদির দ্বারা সম্প্রসারণ। জুষ্টানি। 'জুষ্টার্পিতে চ ছন্দসি' এবং 'নিত্যং মন্ত্রে' ইত্যাদি সূত্রে (পাং ৬।১।২০৯-২১০) আদ্যুদাত্তত্ব। হৃদে। 'পদ্দন্' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা হৃদয় শব্দের স্থলে হৃদাদেশ। শকেম। শক্ল ধাতু শক্তি অর্থ বুঝায়। লিঙে আশিষ্যঙ্ হইয়াছে। সুধুরঃ। ধুর্ব্বী ধাতু হিংসার্থক। 'ক্বিপ্ চ' ইত্যাদি সূত্রে ক্বিপ্। 'রাল্লোপ' ইত্যাদি সূত্রে বকার লোপ। 'ন পূজনাৎ' ইত্যাদি সূত্রে সমাসান্তের প্রতিষেধ। দেবভক্তম্। দেবগণের দ্বারা ভক্ত—এই বাক্যে ঐ পদ সিদ্ধ। 'তৃতীয় কর্ম্মণি' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। (১ম—৭৩সূ—১০ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ের বিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৫।২০॥

প্রথম মণ্ডলের দ্বাদশ অনুবাক সমাপ্ত॥

• • •

কাহার প্রিয় হউক বলা হইয়াছে?—এই প্রশ্নের উত্তরে আপনার (দেবতার) অথবা আমাদিগের (প্রার্থনাকারিগণের)—এই দুইয়ের যে কোনও একের প্রিয় হউক, অর্থ আসিতে পারে। বলিতে পারি, এখানে বলা হইয়াছে,—'দেবতার প্রিয় হউক'; আবার বলিতে পারি, এখানে বলা হইয়াছে,—'আমাদিগের প্রিয় হউক।' দুই ভাবেই অর্থ-সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারা যায়।

এখন দেখা যাউক, কি জন্য 'প্রিয় হউক' বলা হইয়াছে। তাহা দেখিতে পারিলে, কাহার সম্বন্ধে প্রিয় হইয়াছে, তাহাও বোধগম্য হইবে। এ পক্ষে মনসে' ও হৃদে' পদদ্বয় সহায়ক বলিয়া মনে করি। ভাষ্যে এবং প্রায় সকল ব্যাখ্যাতেই ঐ দুই পদে ষষ্ঠী অর্থে চতুর্থী বিভক্তি স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হে অগ্নি! মন্ত্রসমূহ তোমার হৃদয়ে ও মনের প্রিয় হউক।' কিন্তু ঐ দুই পদে চতুর্থী বিভক্তি অব্যাহত রাখিতে গেলে, এ পক্ষে ভাবান্তর উপস্থিত হয়। আমরা তাই মনে করি, এখানে প্রার্থনাকারিগণ আপনাদিগের অন্তরের ও মনের বিশুদ্ধতা সম্পাদনের জন্য জ্ঞান-দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। এই ভাবই সমীচীন হয়। জ্ঞান-সংযুত হইলে, হৃদয় ও মন বিশুদ্ধ হয় এবং তদ্দ্বারা আত্মহিত সাধিত হইয়া থাকে। প্রার্থনাকারী এখানে জ্ঞানদেবতার নিকট সেই প্রার্থনাই জ্ঞাপন করিতেছেন বলিয়া মনে আসে। এই অর্থের সঙ্গতি পক্ষে 'ত্বে' ও 'এতা' পদদ্বয়ের সার্থকতা উপলব্ধ হয়! 'ত্বে' পদে 'আপনার সম্বন্ধীয়' অর্থাৎ 'জ্ঞানানুসরণমূলক' এবং 'এতা' পদে 'আমাদিগের উচ্চারিত' এইরূপ ভাব প্রাপ্ত হই। এতদনুসারে মন্ত্রের প্রথম চরণের প্রার্থনার ভাব হয় এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের উচ্চারিত জ্ঞানানুসরণমূলক এই স্তোত্রমন্ত্রসমূহ আমাদিগের হৃদয়ের ও মনের উৎকর্ষ-সাধনের নিমিত্ত আমাদিগের প্রিয় হউক; অর্থাৎ, আমাদিগের অন্তরকে উৎকর্ষসম্পন্ন করিবার জন্য আমরা যেন জ্ঞানের অনুসারী হই।' যদি বলি, এখানে বলা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের এই স্তোত্র আপনার প্রিয় হউক'; তাহাতেও ভাবের ব্যত্যয় ঘটে না। তাহাতে মর্ম্মানুধাবন করা যাইতে পারে,—'আমরা যেন এমনভাবে এমন সৎকর্ম্মপর হইয়া মন্ত্র উচ্চারণে

সমর্থ হই, যাহা আপনার প্রিয় হয়।' ফলতঃ, পূর্ব্বোক্ত-রূপ দুরূহ অর্থেই ভাবসঙ্গতি থাকে।

তার পর, ঐ প্রথম চরণের অন্তর্গত 'বেধঃ' পদের 'মেধাবিন' প্রতিবাক্য উপলক্ষে, সম্বোধ্য 'অগ্নে' পদে যে জ্বলন্ত অগ্নিকে বুঝায় নাই, তাহা বেশ প্রতিপন্ন হয়। জ্বলন্ত অনল আবার মেধাবী হইবে কি প্রকারে? পরন্তু 'বেধঃ' পদের বিশ্লেষণে উহা হইতে ধীর বা শক্তির প্রদাতা অর্থাৎ পাওয়া যাইতে পারে। জ্ঞান হৃদয়ে প্রবেশ করিলে, বিদ্ধ হইলে, সুফল লাভ হয়—এই ভাব ঐ পদে প্রাপ্ত হই। তার পর, 'মনসে' ও 'হৃদে' পদদ্বয় উপলক্ষে অগ্নির 'মন' ও 'হৃদয়' পরিকল্পনায়ও, এখানকার 'অগ্নে' সম্বোধনে অগ্নির অতীত বস্তুর প্রতি লক্ষ্য আসে। আমরা যে 'অগ্নে' পদের প্রতিবাক্যে 'হে জ্ঞানদেব' পদ গ্রহণ করিয়াছি, এই দৃষ্টিতেই তাহার সার্থকতা উপলব্ধ হয়।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের অন্তর্গত 'শ্রবঃ' ও 'দধানাঃ' পদদ্বয় উপলক্ষে অগ্নিতে হবিঃ স্থাপন অর্থ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। এ পক্ষে 'দেবভক্তং' পদে 'দেবগণের সম্ভজনীয়' অর্থ গ্রহণ করা হয়; অর্থাৎ, দেবগণের উপভোগ-যোগ্য হবিঃ আমরা যেন অগ্নিতে স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়া দুঃখনাশক ধনের (সুধুরঃ রায়ঃ) নিয়মন বা সংস্থান করিতে সমর্থ হই (যমং শকেম)—এই ভাব আসে। তাহাতে সেই জ্বলন্ত অগ্নির প্রসঙ্গই প্রকট হয় এবং অগ্নিতে হবিঃ স্থাপন করিলেই ধনবান্ হওয়া যায়, এই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু আমরা মনে করি, এখানকার প্রার্থনার ভাব অন্য প্রকার। জ্ঞানের সাহায্যে আমরা যেন আমাদিগের দুঃখনাশক পরমার্থ-রূপ ধনের নিয়ামক হইতে পারি, অর্থাৎ সে ধন প্রাপ্তির উপায় বিধান করিতে সমর্থ হই; এবং আমাদিগের দেবানুগত হবিকে অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বকে অথবা মঙ্গলকে অর্থাৎ কর্ম্মফলকে (দেবভক্তং হবিঃ) যেন ভগবানে সমর্পণ করিতে সমর্থ হই। এই ভাবই এই অংশে প্রকাশমান বলিয়া আমরা মনে করি। এখানে অগ্নিতে আহুতি-দানে নিষ্কাম কর্ম্মের লক্ষণা দেখা যায়। 'দেবভক্তং' পদে 'দেবতার অনুগত অথবা দেবভাব হইতে প্রাপ্ত' অর্থ আসে। 'শ্রবঃ' পদে মঙ্গল অথবা মঙ্গলজনক কর্ম্মফল ভাব প্রাপ্ত হই। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, এই মন্ত্রের

তাৎপর্য্য-পক্ষে এই ভাব নিষ্কাশিত হয় যে,—আমরা আমাদিগের অন্তরের বিশুদ্ধিতা সম্পাদন করিয়া আমাদিগের সকল কর্ম্মফল যেন ভগবানে সমর্পণ করিতে সমর্থ হই। তাহাতেই আমাদিগের শ্রেয়ঃ নির্ভর করিতেছে। এ বিষয়ে অধিক বিশ্লেষণ বাহুল্য মাত্র। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণে প্রতি পদের মর্ম্ম অনুধাবন করিলেই ভাবার্থ পরিস্ফুট হইবে। (১ম—৭৩সূ—১০ঋ)॥

— • —

চতুঃসপ্ততিতম সূক্তানুক্রমণিকা।

ত্রয়োদশেঽনুবাকে একাদশসূক্তানি। তত্রোপপ্রয়ন্ত ইতি নবর্চং প্রথমং সূক্তম্। তত্রানুক্রম্যতে। উপপ্রয়ন্তো নব গোতমো রাহূগণো গায়ত্রং ত্বিতি। অস্যায়মর্থঃ। রহূগণনামা কশ্চিদৃষিঃ। তস্য পুত্রো গোতমোঽস্য সূক্তস্য ঋষিঃ। গায়ত্রং ত্বিত্যুক্তত্বাদিদমুত্তরং চ গায়ত্রচ্ছন্দস্কম্। পরমাগ্নেয়মৈন্দ্রাদিতি পরিভাষিতত্বাদগ্নির্দেবতা।

প্রাতরনুবাকস্যাগ্নেয়ে ক্রতৌ গায়ত্রে ছন্দস্যেতদাদিকে দ্বে সূক্তে। সূত্রিতং চ। আপো রেবতীঃ ক্ষয়থা হি বস্ব উপপ্রয়ন্ত ইতি সূক্তে। আ০ ৪।১৩ ইতি। আশ্বিনশস্ত্রেপ্যেতে সূক্তে প্রাতরনুবাকন্যায়েনেত্যতিদেশাৎ।

পৃষ্ঠ্যষড়হস্য প্রথমেঽহন্যেতদেব সূক্তমাজ্যশস্ত্রম্। সূত্রিতং চ। উপপ্রয়ন্ত ইতি তু প্রথমেঽহন্যাজ্যম্। আ০ ৭।১০। ইতি।

* * *

চতুঃসপ্ততিতমসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

ত্রয়োদশ অনুবাকে একাদশটী সূক্ত আছে। তাহার মধ্যে 'উপপ্রয়ন্তঃ' ইত্যাদি নয়টী ঋক্‌-বিশিষ্ট প্রথম সূক্ত। তদ্বিষয়ে এইরূপ অনুক্রম আছে,—'উপপ্রয়ন্তো নব গোতম রাহূগণো গায়ত্রং ত্বিতি'। উহার অর্থ এইরূপ। রহূগণ নামক কশ্চিৎ ঋষি; তাঁহার পুত্র গোতম এই সূক্তের ঋষি। 'গায়ত্রং ত্বিতি' উক্ত হেতু ইহা এবং ইহার পরবর্ত্তী সূক্তটি গায়ত্রীছন্দোযুক্ত। 'পরমাগ্নেয়মৈন্দ্রাৎ' ইত্যাদি পরিভাষিত-হেতু অগ্নি দেবতা।

প্রাতরনুবাকের আগ্নেয় ক্রতুতে গায়ত্রী ছন্দের ইহার আদি দুইটী সূক্ত ব্যবহৃত হয়। এবিষয় এইরূপ সূত্রিত আছে,—'আপো রেবতীঃ ক্ষয়থা হি বস্ব উপপ্রয়ন্ত' ইতি সূক্তে (আ০ ৩।১৩) ইতি। আশ্বিন শস্ত্রে এই সূক্তে প্রাতরনুবাক ন্যায়ের দ্বারা প্রযুজ্য এইরূপ আদেশ আছে।

পৃষ্ঠষড়হের প্রথম দিবসে এই সূক্ত আজ্যশস্ত্র-রূপে প্রযুক্ত হয়। সূত্রিত আছে,—'উপপ্রয়ন্ত ইতি তু প্রথমেঽহন্যাজ্যম্' (আ০ ৭।১০) ইতি।

* * *

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথম মণ্ডলম্। দ্বাদশোঽনুবাকঃ। চতুঃসপ্ততিতমং সূক্তম্। প্রথমোঽষ্টকঃ।
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ। একবিংশো দ্বাবিংশশ্চ বর্গৌ।

চতুঃসপ্ততিতমং সূক্তম্।

এই চতুঃসপ্ততিতম সূক্তে ছন্দের ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু দেবতা সেই অগ্নিই আছেন। এই সূক্তে নয়টী ঋক্ আছে। কিন্তু সেই নয়টী ঋকের প্রচলিত অর্থে অগ্নি-সম্বন্ধে কোনও বিশিষ্ট ধারণা নির্দ্দিষ্ট হয় না। এই সূক্তের নয়টী ঋকের একটীতে অগ্নি-সম্বোধনে জ্বলন্ত অগ্নিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বুঝিতে পারি। অপরাপর ঋক্গুলির প্রচলিত অর্থে, কোথাও বা তাঁহাকে মানুষ বলিয়া মনে হয়, কোথাও বা তিনি মনুষ্যের অতীত বস্তু মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন।

অগ্নি স্তোত্র শ্রবণ করেন (প্রথম ঋকের অর্থে); অগ্নি যুদ্ধে শত্রুধন জয় করেন (তৃতীয় ঋকের অর্থে); অগ্নি দূত-রূপে গমন করেন (সপ্তম ঋকের অর্থে); অগ্নি ধন দান করেন (নবম ঋকের অর্থে) এই সকল ভাব মন্ত্রার্থে প্রচলিত আছে। আবার অগ্নিকে 'বলের পুত্র' বলা হইয়াছে (পঞ্চম ঋকের অর্থে); তিনি দেবগণকে ভোজনের জন্য হবিঃপ্রদান করেন (ষষ্ঠ ঋকের অর্থে); তাঁহার রথ অশ্বাবিশিষ্ট (সপ্তম ঋকের অর্থে);—এইরূপ সকল ভাবও মন্ত্রার্থে প্রচলিত রহিয়াছে। তাহাতে কি বস্তুকে যে কি ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

জ্বলন্ত অগ্নি-পক্ষে, মনুষ্য পক্ষে এবং ঐ দুইয়ের অতীত সামগ্রীর পক্ষে,—তিন প্রকারেই মন্ত্রগুলির অর্থ নিষ্পন্ন করা যায়। যে দৃষ্টিতে যে পথে যিনি অর্থ নিষ্কর্ষের প্রয়াস পাইবেন, সেই ভাবই তিনি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। তবে আমাদিগের পরিগৃহীত পথ ভিন্ন অন্য পথে অর্থ নিষ্কাশন করিতে গেলে, সামঞ্জস্য-রক্ষা অসম্ভব হয়। আমরা তাই মনে করি, যে পথে আমরা অগ্রসর হইয়াছি, সেই পথই সমীচীন। জ্ঞান-রূপ দেবতার সম্বন্ধে মন্ত্রের প্রযুক্তি স্বীকার করিলে, কোথাও অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইবে না। যাহা হউক, আমাদিগের ব্যাখ্যায় সঙ্গে সঙ্গে যথারীতি সকল তথ্যই নিষ্কাশিত হইবে আশা করি।

প্রথমমণ্ডলস্য ত্রয়োদশানুবাকে চতুঃসপ্ততিতমং সূক্তম্। রাহূগণঃ
গোতমঃ ঋষিঃ। ছন্দঃ গায়ত্রম্। অগ্নির্দ্দেবতাঃ। আশ্বিন-
শস্ত্রে প্রাতরনুবাকে বিনিয়োগঃ।

• • •

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। চতুঃসপ্ততিতমং সূক্তম্। প্রথমা ঋক্)।

উপপ্রযন্তো অধ্বরং মন্ত্রং বোচেমাগ্নয়ে।

আরে অস্মে চ শৃণ্বতে॥ ১॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণম্।

উপ১প্রযন্তঃ। অধ্বরম্। মন্ত্রম্। বোচেম। অগ্নয়ে।

আরে। অস্মে ইতি। চ। শৃণ্বতে॥ ১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অধ্বরং' (হিংসাপ্রত্যবায়রহিতং যজ্ঞং, সৎকর্ম্ম ইতি ভাবঃ) 'উপপ্রযন্তঃ' (উপেত্য, অনুষ্ঠানং কৃত্বা ইত্যর্থঃ) 'অগ্নয়ে' (জ্ঞানদেবায়) 'মন্ত্রং' (স্তোত্রং) বয়ং 'বোচেম' (ব্রবাম, উচ্চারয়াম); সৎকর্ম্মণা সহ বয়ং জ্ঞানার্জ্জনায় প্রবৃত্তা ভবাম—ইতি ভাবঃ; 'আরে চ' (দূরে অবস্থিতে সতি অপি) স দেবঃ 'অস্মে' (অস্মাকং প্রার্থনাং) 'শৃণ্বতে' (শৃণোতি); অজ্ঞানা বয়ং যদিচেৎ জ্ঞানাৎ দূরে অবস্থিতা ভবামঃ, কিন্তু অস্মাকং স কর্ম্মসাধনেন জ্ঞানেং সমাপবর্ত্তিনং ভবতি—ইতি ভাবঃ॥ (১ম—৭৪সূ—১ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হিংসাপ্রত্যবায়রহিত যজ্ঞকে সমীপে প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, জ্ঞানদেবতার নিমিত্ত মন্ত্রকে আমরা যেন উচ্চারণ করি; (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত আমরা যেন জ্ঞানার্জ্জনে প্রবৃত্ত হই); দূরে অবস্থিত থাকিয়াও তিনি আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করেন; (ভাব এই যে,—অজ্ঞান আমরা যদিও জ্ঞান হইতে দূরে

অবস্থিত হই, কিন্তু আমাদিগের সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা জ্ঞান আমাদিগের সমীপবর্ত্তী হয়েন।)॥ (১ম—৭৪সূ—১ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্।

অধ্বরং হিংসাপ্রত্যবায়রহিতমগ্নিষ্টোমাদিযজ্ঞমুপপ্রয়ন্ত উপেত্য প্রকর্ষেণ যজ্ঞো গচ্ছন্তঃ প্রাপ্যাবিচ্ছেদেন সম্যগনুতিষ্ঠন্ত ইত্যর্থঃ। তাদৃশা বয়মগ্নয়েঽঙ্গনাদিগুণযুক্তায় দেবায় মন্ত্রং মননসাধনমেতৎসূক্তরূপং স্তোত্রং বোচেম বক্তারো ভূয়াস্মেত্যাশাস্মহে। কীদৃশায়াগ্নয়ে। আরেঽস্মে চ শৃণ্বতে। চ শব্দোঽপ্যর্থে আরেশব্দাৎ পরো দ্রষ্টব্যঃ। আরে চ দূরেঽপি স্থিত্বাস্মাকং স্তুতীঃ শৃণ্বতে। অস্মাসু প্রীত্যতিশয়েন সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তমানোঽগ্নিরস্মদীয়মেব স্তোত্রং শৃণোতীতি ভাবঃ।

বোচেম। ব্রুবো বচিঃ। লিঙ্যাশিষ্যঙ্। বচ উমিত্যুমাগমঃ। শৃণ্বতে। শতুরনুম ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বম্॥ (১ম ৭৪সূ—১ঋ)॥

• • •

প্রথম (৮২৪) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

অগ্নি দূরে অবস্থিত থাকিয়াও আমাদিগের স্তোত্রমন্ত্র শুনিতে পান; যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া আমরা যে স্তোত্র উচ্চারণ করি, তাহা তাঁহার শ্রবণগোচর হয়। মন্ত্রার্থে এইরূপ ভাবই প্রচলিত আছে। এ অর্থে যে অসঙ্গতি দেখি, তাহা আমরা বলিতেছি না। তবে এই অর্থ হইতেই বোধগম্য হয় যে,—জ্বলন্ত অনলের প্রতি এই মন্ত্রের লক্ষ্য নহে—অগ্নির অতীত বস্তুই ইহার লক্ষ্যস্থল।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ

'অধ্বরং' হিংসাপ্রত্যবায়রহিত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞকে 'উপপ্রয়ন্তঃ' সমীপে প্রাপ্ত হইয়া প্রকর্ষের দ্বারা তাহার নিকটে যাইয়া অর্থাৎ যজ্ঞে গমনশীল। (যজ্ঞকে) পাইয়া অবিচ্ছেদে সম্যক অনুবর্ত্তী হইয়া অবস্থিত ইত্যর্থ। তাদৃশ আমরা 'অগ্নয়ে' অঙ্গনাদিগুণযুক্ত দেবতার নিমিত্ত 'মন্ত্রং' মনন সাধন এই সূক্ত-রূপ স্তোত্রকে 'বোচেম' উচ্চারণ করিব—ইহাই আশা করিতেছি। কীদৃশ অগ্নিকে? 'আরে অস্মে চ শৃণ্বতে'। 'চ' শব্দ অপি অর্থক। 'আরে' শব্দহেতু পর দ্রষ্টব্য। 'আরে চ' দূরে অবস্থিতি করিয়া আমাদিগের স্তুতিসকল 'শৃণ্বতে' আমাদিগের অতিশয় প্রীতিযুক্ত হইয়া সর্ব্বত্র বর্ত্তমান অগ্নি আমাদিগের স্তোত্রকে শ্রবণ করেন—ইহাই ভাবার্থ।

বোচেম। ব্রুবো স্থানে বচ। 'লিঙ্যাশিষ্যঙ্' ইত্যাদি সূত্রে এবং 'বচ উম্' ইত্যাদি সূত্রে উম আগম। শৃণ্বতে। 'শতুরনুম' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। (১ম—৭৪সূ—১ঋ)॥

• • •

মন্ত্রার্থে আমরা ভাষ্যেরই অনুসরণ করিয়াছি; তবে মন্ত্রের দুই অংশে যে দ্বিবিধ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, আমাদিগের ব্যাখ্যায় তাহাই বিশ্লেষিত হইয়াছে মাত্র। সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ে জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। 'অগ্নয়ে' অর্থাৎ জ্ঞানদেবতার উদ্দেশে, আমরা যেন মন্ত্রোচ্চারণ করি—এই সঙ্কল্প হইতেই জ্ঞানার্জ্জনে প্রবৃত্ত হওয়ার ভাবই প্রকাশ পায়। দেবতার পূজায়—দেবভাব অধিগত করাই বুঝাইয়া থাকে। দেবী সরস্বতীর আরাধনায় বিদ্যার্জ্জন অর্থই সংসূচিত হয়। এই দৃষ্টিতেই আমরা বুঝিতে পারি, প্রার্থনাকারী এখানে জ্ঞানার্জ্জনেই সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছেন; অপিচ, তিনি বুঝিয়াছেন,—অজ্ঞানতা-নিবন্ধন আমরা যদি দূরে পড়িয়া থাকি, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, জ্ঞান আমাদিগের নিকটস্থ হয়েন। 'শৃণ্বতে' পদে 'শ্রবণ করেন' অর্থ হইতেই, জ্ঞান আমাদিগের সান্নিধ্যে আসেন—আমরা জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারি—এই ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপে বুঝিতে পারি, এই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ এই যে,—'আমরা যতই অজ্ঞান হই না কেন, জ্ঞান হইতে আমরা যতই দূরে আসিয়া পড়ি না কেন, জ্ঞানানুসারী হইলেই আমরা জ্ঞানের অনুকম্পা-লাভে সমর্থ হই, জ্ঞানাধিকারী হইতে পারি।' (১ম—৭৪সূ—১ঋ)।

—•—

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। চতুঃসপ্ততিতমং সূক্তম্। দ্বিতীয়া ঋক্।)

যঃ স্নীহিতীষু পূর্ব্ব্যঃ সংজগ্মানাসু কৃষ্টিষু।

অরক্ষদ্দাশুষে গয়ম্ ॥ ২ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণম্।

যঃ। স্নীহিতীষু। পূর্ব্ব্যঃ। সংঽজগ্মানাসু। কৃষ্টিষু।

অরক্ষৎ। দাশুষে। গয়ম্ ॥ ২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্নীহিতীষু' (শত্রুণা আক্রান্তেষু, বধকারিণীষু. যদ্বা—সর্ব্বান্ প্রতি ভগবন্তং প্রতি বা প্রীতিসম্পন্নেষু) তথা 'সংজগ্মানাসু' (সঙ্গতাসু, দেবসামীপ্যাগতাসু) 'ক্ষিতিষু' (আত্মোৎকর্ষ-সাধনসম্পন্নেষু সাধকেষু) 'যঃ' (প্রসিদ্ধঃ দেবঃ) 'পূর্ব্ব্যঃ' (সনাতনঃ, নিত্যকালং) 'অরক্ষৎ' (আত্মানঃ রক্ষয়তি স্থাপয়তি বা), যস্ত দেবস্ত অনুকম্পয়া তদনুরাগী জনঃ রক্ষাং প্রাপ্নোতি ইতি ভাব; স দেবঃ 'দাশুষে' (উপাসকায়) 'গয়ং' গতিকারকং ধনং, রক্ষোপায়ং ইত্যর্থঃ) বিদধাতি ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং দেবমাহাত্ম্যপ্রকাশকঃ; দেবানুরক্তা জনা যদি শত্রুণা আক্রান্তা ভবন্তি, দেবা হি তান্ রক্ষন্তি তেষাং শ্রেয়াংসি চ সাধয়ন্তি—ইতি ভাবঃ। (১ম—৭৪সূ—২ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ

শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত (অথবা—সকলের প্রতি অথবা ভগবানের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন) দেবসামীপ্যাগত সাধকগণের মধ্যে যে দেবতা নিত্যকাল আপনাকে রক্ষা করেন (অর্থাৎ যে দেবতার অনুকম্পায় তাঁহার অনুরাগী জন রক্ষা প্রাপ্ত হয়); সেই দেবতা উপাসকের নিমিত্ত রক্ষার উপায় বিধান করিয়া রাখিয়াছেন। (এই মন্ত্রটী দেবতার মাহাত্ম্য-প্রকাশক; দেবানুরক্ত জনগণ যদি শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়েন, দেবগণই তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন এবং তাঁহাদিগের শ্রেয়ঃসাধন করিয়া থাকেন।) ॥ (১ম—৭৪সূ—২ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্।

পূর্ব্ব্যশ্চিরন্তনো যোঽগ্নিঃ স্নীহিতীষু বধকারিণীষু ক্ষিতিষু শত্রুভূতাসু প্রজাসু সঞ্জগ্মানাসু সঙ্গতাসু সতীষু দাশুষে হবীংষি দত্তবতে যজমানায় গয়ং ধনমরক্ষৎ। রক্ষতি। তস্মৈ মন্ত্রং বোচেমেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধ।

স্নীহিতীষু। স্নিহ স্নেহনে। চুরাদিঃ। স্নেহয়তীতি বধকর্ম্মসু পঠিতঃ। স্নেহয়ন্তে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'পূর্ব্ব্যঃ' চিরন্তন 'যঃ' যে অগ্নি 'স্নীহিতীষু' বধকারিণী 'ক্ষিতিষু' শত্রুভূতা প্রজাগণের মধ্যে 'সংজগ্মানাসু' সঙ্গত হইয়া 'দাশুষে' হবির্দ্দানকারী যজমানের জন্ত 'গয়ং' ধনকে 'অরক্ষৎ' রক্ষা করেন; তাঁহার উদ্দেশ্যে মন্ত্র উচ্চারণ করি—এইরূপ পূর্ব্বের সহিত সম্বন্ধ।

স্নীহিতিষু। স্নিহ ধাতু স্নেহনার্থক। চুরাদিগণীয়। স্নেহয়তি-পদ বধকর্ম্মসমূহের মধ্যে

হিংসন্তে প্রজা আভিরিতি স্নেহিতয়ঃ। করণে ক্তিন্। ক্তিতুত্রেষগ্রহাদীনামিতি বক্তব্যমিতি বচনান্নিগৃহীতিভির্নিপঠিতিরিতিবদিডাগমঃ। ব্যত্যয়েনৈকারস্যেকারাদেশঃ। ক্তিনো দীর্ঘশ্চ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বম্। সঞ্জগ্মানাসু। সমো গম্যৃচ্ছীত্যাত্মনে পদে লিটঃ কনচ্। গমহনেত্যাদি-নোপধালোপঃ। অরক্ষৎ। ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট ইতি বর্ত্তমানে লঙ্। (১ম—৭৪সূ—২ঋ)।

• • •

দ্বিতীয় (৮২৫) ঋকের বিশদার্থ।

——‡•‡——

মন্ত্রটী সরলভাবাপন্ন হইলেও ব্যাখ্যাদির জটিলতায় মন্ত্রার্থে জটিলতা আনয়ন করিয়াছে। মন্ত্রের অন্তর্গত "স্নীহিতীষু সংজগ্মানাসু কৃষ্টিষু" পদ-তিনটীতে অর্থ গ্রহণ করা হয়,—'শত্রুর কবলগত প্রজাসমূহে (কৃষক-সমূহে), অর্থাৎ প্রজাদিগের মধ্যে শত্রু সঙ্গত হইলে।' তখন কি হয়? "যঃ পূর্ব্ব্যঃ দাশুষে গয়ং অরক্ষৎ" বাক্যাংশে তাহাই প্রকাশমান্। অর্থাৎ, 'যে পূর্ব্ব (সনাতন অগ্নি) যজমানগণের ধনকে রক্ষা করেন।' এই প্রকারে পদ-সমষ্টির অর্থ নিষ্কাশনে মন্ত্রের যে ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহার দুইটী আদর্শ নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে। যথা;—

(১) "আমাদিগের প্রাণবিনাশার্থে শত্রুগণ একত্রিত হইলেই সনাতন অগ্নি আমাদিগের নিমিত্ত ধন রক্ষা করেন।"

(২) "Who, from of old, in carnage, when the people gathered hath preserved
His household for the worshipper."

বঙ্গানুবাদে 'যঃ' পদ পরিত্যক্ত। ইংরাজী অনুবাদ ভাষ্যের অনুসারী নহে। এইরূপ অন্যান্য ব্যাখ্যায় দেখিতে পাই;—কেহ বা 'স্নীহিতীষু'

পঠিত হয়। স্নেহন্তে অর্থাৎ হিংসিত হয় প্রজা শত্রুর দ্বারা—এই অর্থে 'স্নেহিতয়' পদ হয়। করণে ক্তিন্। ক্তিতুত্রসমূহে গ্রহাদি-মধ্যে 'ব্যক্তব্যং' ইত্যাদি বচন-হেতু 'নিগৃহীতির্নি-পঠিতিঃ' ইত্যাদি-বৎ ইট্ আগম। ব্যত্যয়ের দ্বারা একারের স্থানে ঈকার আদেশ এবং ক্তিনের দীর্ঘ। নিত্বহেতু আদ্যুদাত্তত্ব। সঞ্জগ্মানা। 'সমো গম্যৃচ্ছি' ইত্যাদিতে আত্মনে পদ। লিটে কানচ্। 'গমহন' ইত্যাদিতে উপধার লোপ। অরক্ষৎ। 'ছন্দসি লুঙ্লঙ্-লিটঃ' ইত্যাদি সূত্রে বর্ত্তমানে লঙ্। (১ম—৭৪সূ—২ঋ)।

* * *

পদটী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; কেহ বা 'দাশুষে' পদের ভাবে 'হব্যদাতা যজমানের নিমিত্ত' অর্থে সঙ্গতি দেখিয়াছেন। সকলেই জ্বলন্ত অগ্নি-সম্বোধনে মন্ত্রের অর্থ পরিগ্রহণ-পক্ষে চেষ্টা পাইয়াছেন; কিন্তু শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে জ্বলন্ত অগ্নি যে কি প্রকারে হব্যদাতার ধন রক্ষা করিতে পারেন, কেহই তাহার মর্ম্মানুধাবনে প্রযত্নপর হয়েন নাই।

আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের মর্ম্ম আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই অধিগত হইবে। 'স্নীহিতীষু' পদে আমরা দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করি। প্রথমতঃ, ঐ পদে 'শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি; দ্বিতীয়তঃ ঐ পদে 'সকলের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন, অর্থ পরিগ্রহণের সঙ্গতি দেখিতেছি। 'কৃষ্টিষু' পদের ভাবার্থ বহুত্র প্রকাশ পাইয়াছে। 'কৃষ্টি' শব্দে আত্মোৎকর্ষসাধক সাধুকে বুঝাইয়া থাকে। 'সংজগ্মানাসু' পদে 'দেবসামীপ্যে উপনীত' অর্থই সঙ্গত বলিয়া বুঝিতে পারি। এখন, অনুধাবন করিয়া দেখুন, 'কৃষ্টিষু' পদের সম্বন্ধে ঐ দুই পদের অর্থে কেমন সঙ্গতি থাকে! যদি 'স্নীহিতীষু' পদে 'শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত' অর্থই গ্রহণ করা যায়, তাহাতেও সঙ্গতি দেখি; আবার ঐ পদকে যদি স্নেহভাব প্রকাশক বলিয়া মনে করি, তাহাতেও ভাবের অসঙ্গতি হয় না। সে পক্ষে 'স্নিহ্'ধাতুই ঐ পদের জনয়িতা বলিয়া মনে করি। 'স্নিহ্' ও স্নিহ্' 'উভয় ধাতুই প্রীতি-অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'স্নিহ' ধাতুতে হিংসা অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রীত্যর্থেও ঐ ধাতুর প্রয়োগ বিরল নহে। এখন, বিবেচনা করিয়া দেখুন— 'কৃষ্টিষু' কি প্রকার? 'স্নীহিতীষু সংজগ্মানাসু'। এইরূপে, সকলের প্রতি—সংসারের সর্ব্বজীবে—প্রীতিসম্পন্ন দয়াবান অথবা ভগবানে ন্যস্তচিত্ত সাধকগণের অভ্যন্তরে জ্ঞান যে নিত্যকাল বিদ্যমান থাকেন,—মন্ত্রের প্রথম অংশে এই ভাব প্রাপ্ত হই। উহার দ্বিতীয়াংশে, জ্ঞান যে জ্ঞানানুসারী সাধকের শ্রেয়ঃ সাধন করেন, তাহাই বুঝিতে পারি। মন্ত্র জ্ঞান-মাহাত্ম্য-প্রকাশক। সাধুগণ বিপদে পড়িলে জ্ঞানই তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন, অথবা লোকানুরাগসম্পন্ন ভগবৎ-প্রীতি-পরায়ণ সাধকের সংরক্ষণ যে জ্ঞানদেবতার অনুকম্পাতেই সাধিত হয়,—এবম্বিধ ভাবপরম্পরাই এই মন্ত্রে পরিব্যক্ত। (৭ম—৭৪সূ—২ঋ)॥

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

অগ্নিমন্থনে জাতায়ানুক্রান্তীত্যুক্ত উত ব্রুবন্ত্বিত্যেষানুবচনীয়া। প্রাতর্বৈশ্বদেব্যামিতি খণ্ডে সূত্রিতম্। শিষ্টেনোত্তরামুত ব্রুবন্তু জন্তবঃ। আ০ ২।১৬। ইতি। তথা সাকমেধেষু মরুদ্ভ্যঃ ক্রীড়িভ্যঃ পুরোডাশমিত্যস্যামিষ্টাবেষৈব প্রথমাজ্যভাগানুবাক্যা। সূত্রিতঞ্চ। মরুদ্ভ্যঃ ক্রীড়িভ্যঃ উত্তরোত ব্রুবন্তু জন্তব ইতি॥

* * *

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। চতুঃসপ্ততিতমং সূক্তম্। তৃতীয়া ঋক্।)

উত ব্রুবন্তু জন্তব উদগ্নির্বৃত্রহাজনি।

ধনঞ্জয়ো রণেরণে ॥ ৩ ॥

* * *

অথ পদ-পাঠঃ।

উত। ব্রুবন্তু। জন্তবঃ। উৎ। অগ্নি। বৃত্রঽহা। অজনি॥

ধনংঽজয়ঃ। রণেঽরণে ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উত' (অপিচ) 'বৃত্রহা' অজ্ঞানতারূপস্য শত্রোঃ নাশকঃ) 'রণেরণে' (সর্ব্ববিধে সংগ্রামে, বহিরান্তরবিপ্লবে) 'ধনঞ্জয়ঃ' (শত্রূণাং 'ধনাধিকারী' শত্রুজেতা ইত্যর্থঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'অজনি' (অস্মাকং হৃদি উৎপন্নঃ, সৎকর্ম্মণা সহ সঞ্জাতঃ—

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

অগ্নিমন্থনে 'জাতায়ানুক্রান্তি' ইত্যাদি উক্তিতে 'উত ব্রুবন্তু' ইত্যাদি ঋক্ অনুবচনীয়। 'প্রাতর্বৈশ্বদেব্যাং' ইত্যাদি খণ্ডে সূত্রিত আছে 'শিষ্টেনোত্তরামুত ব্রুবন্তু জন্তবঃ' (আ০ ২।১৬) ইতি। আর, সাকমেধ-যজ্ঞসমূহে 'মরুদ্ভ্যঃ ক্রীড়িভ্যঃ পুরোডাশং' ইত্যাদি— উহার ইষ্টিতে (যাগে) এই প্রথম আজ্যভাগের অনুবাক্য। এ বিষয়ে এরূপ সূত্রিত আছে,—'মরুদ্ভ্যঃ ক্রীড়িভ্যঃ উত্তরোত ব্রুবন্তু জন্তব ইতি।'

* * *

সর্ব্বেষাং হৃদি বা ইতি যাবৎ) ভবতু ইতি শেষঃ ; 'উৎ' (তথা) 'জন্তবঃ' (অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্নাঃ মনুষ্যাঃ অপি) 'ক্রবন্ত' (তং স্তবন্ত, পূজয়ন্ত বা, জ্ঞানান্বেষিণঃ ভবন্ত ইত্যর্থঃ)। জ্ঞানোৎপত্তিনা সহ নরঃ জ্ঞানানুসারী ভবতু—বয়ং জ্ঞানানুসারিণঃ ভবাম ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৭৪সূ—৩ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আর, অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুর নাশকারী, সর্ব্ববিধ সংগ্রামে অর্থাৎ বহিরান্তরবিপ্লবে শত্রুজয়কারী, জ্ঞানদেবতা আমাদিগের হৃদয়ে উৎপন্ন হউন, অথবা সৎকর্ম্মের সহিত সকলের হৃদয়ে সঞ্জাত হউন ; এবং অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন মনুষ্যগণও তাঁহাকে স্তব করুক—তাঁহার পূজা করুক, অর্থাৎ জ্ঞানানুসারী হউক। (ভাব এই যে,—জ্ঞানোৎপত্তির সহিত মনুষ্য জ্ঞানানুসারী হউক—আমরা যেন জ্ঞানানুসারী হই—ইহাই প্রার্থনা। (১ম—৭৪সূ—৩ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

অগ্নিরুদজনি। অরণ্যোঃ সকাশাদুৎপন্নঃ। উতানন্তরং জন্তবো জাতাঃ সর্ব্বে ঋত্বিজো ব্রুবন্ত। তমগ্নিং স্তুবন্ত। কীদৃশোঽগ্নিঃ। বৃত্রহা। বৃত্রাণামাবরকাণাং শত্রূণাং হন্তা। রণেরণে সর্ব্বেষু সংগ্রামেষু ধনঞ্জয়ঃ শত্রুধনানাং জেতা॥

ধনঞ্জয়ঃ। সংজ্ঞায়াং ভৃতৃবৃজীতি। পা০ ৩।২।৪৬। খচ্। অরুর্দ্বিষদজন্তস্য। পা০ ৬।৩।৬৭। ইতি মুম্। তিৎস্বরেণান্তোদাত্তত্বম্। রণেরণে। রণ শব্দার্থঃ। রণন্তি দুন্দুভয়োঽস্মিন্নিতি রণঃ সংগ্রামঃ। বশিরণ্যোরুপসংখ্যানম্। পা০ ৩।৩।৫৮।৩। ইত্যপ্। নিত্যবীপ্সয়োরিতিদ্বির্বচনম্। আম্রেড়িতানুদাত্তত্বম্॥ (১ম—৭৪সূ—৩ঋ)॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নিরুদজনি' অরণির সকাশ হইতে উৎপন্ন 'উত' অনন্তর 'জন্তবঃ' জাত সকল ঋত্বিগ্‌গণ ব্রুবন্ত' সেই অগ্নিকে স্তব করুন। কীদৃশ অগ্নি ? 'বৃত্রহা' বৃত্র অর্থাৎ আবরক শত্রুগণের হননকারী। 'রণেরণে' সকল সংগ্রাম-মধ্যে 'ধনঞ্জয়' শত্রুধনসমূহের জয়কারী।

ধনঞ্জয়ঃ। 'সংজ্ঞায়াং ভৃতৃবৃজি' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৩।২।৪৬) খচ্-প্রত্যয়। 'অরুর্দ্বিষদজন্তস্য, (পা০ ৬।৩।৬৭) ইত্যাদি সূত্রে মুম্। তিৎস্বরের দ্বারা অন্তোদাত্তত্ব। রণেরণে। রণ ধাতু শব্দার্থক। রণন্তি অর্থাৎ ইহাতে দুন্দুভি-নাদ হয়—এই অর্থে রণ-শব্দে সংগ্রাম বুঝায়। 'বশিরণ্যোরুপসংখ্যানং' (পা০ ৩,৩।৫৮।৩) ইত্যাদি সূত্রে অপ্ প্রত্যয়। 'নিত্যবীপ্সয়োঃ' ইত্যাদি সূত্রে দ্বির্বচন। 'আম্রেড়িতং' ইত্যাদি সূত্রে অনুদাত্তত্ব। (১ম—৭৪সূ—৩ঋ)।

* * *

তৃতীয় (৮২৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের এক বিচিত্র অর্থ প্রচলিত রহিয়াছে। 'জন্তবঃ' এবং 'ক্রবন্ত' পদদ্বয় সেই অর্থের প্রজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'অগ্নি উৎপন্ন হইলে (অগ্নিঃ অজনি) মনুষ্যগণ স্তব করুক (মনুষ্যা ক্রুবন্ত)';—ইহাই হইল এই মন্ত্রের মুখ্য অর্থ।

অন্যান্য পদ অগ্নির গুণদ্যোতক। সেই অগ্নি কেমন? তাহাতে বলা হইয়াছে—তিনি বৃত্রাসুরের হননকারী এবং শত্রুর ধন জয় করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে ইন্দ্রই বৃত্রের হননকারী বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিয়াছেন। সাধারণতঃ ইন্দ্রকেই 'বৃত্রহা' বলিয়া লোকে অবগত আছে। কিন্তু এখানে অগ্নি হইলেন—বৃত্রের হননকারী। পূর্ব্বেও দুই এক স্থলে এই ভবে দেখিয়াছি। ইহা হইতে বৃত্রের ও অগ্নির স্বরূপ সম্বন্ধে সন্ধান পাওয়া যায়। 'বৃত্র' শব্দে কোথাও 'বৃত্রাসুর' অর্থ দেখিতে পাইয়াছি, কোথাও বা 'মেঘ' অর্থ পরিকল্পিত হইয়াছে, কোথাও বা সাধারণ 'আবরক' অর্থ পরিগৃহীত। কিন্তু আমরা পূর্ব্বাপরই অজ্ঞানতাকে 'বৃত্র' বলিয়া অভিহিত করিয়া আসিয়াছি। আমাদিগের দৃষ্টিতে, অগ্নি বলিতে—জ্ঞানাগ্নি অর্থই সুসিদ্ধ হয়; 'বৃত্র' বলিতে. অজ্ঞানতাকে বুঝায়। তদনুসারে, এই মন্ত্রের প্রতি পদে মর্ম্মার্থ অনুধাবন করুন। তাহাতেই বুঝিতে পারিবেন,—অগ্নি প্রজ্বলিত হইলেই মনুষ্যগণ অগ্নিকে স্তব করুন—এরূপ ভাব এ মন্ত্রের অন্তর্নিহিত নহে।

এই মন্ত্রের সরল অর্থ এই যে, জ্ঞান আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউক, জ্ঞানানুশীলনের জন্য আমরা সকলেই যেন প্রবৃত্ত হই। 'রণেরণে' পদে বহিঃসংঘর্ষের এবং অন্তরস্থ বিপ্লবের বিষয় সিদ্ধান্তিত হয়। হৃদয়ের মধ্যে, রিপুগণের সংঘর্ষে, যে বিপদ উপস্থিত হয়, এবং বাহির হইতে—বাহ্যশত্রু হইতে—যে সকল বিপদ আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে; জ্ঞানের সাহায্যে তাহাদিগের সকলকেই আমরা দূর করিতে সমর্থ হই। তাই প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে;—'অজ্ঞানতানাশকারী সেই দেবতা

আমাদিগের কর্ম্মের দ্বারা উৎপন্ন হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন।' সৎকর্ম্মসহজাত যে জ্ঞান সকল বিপদনাশে সমর্থ, সেই জ্ঞান আমাদিগে সমাবিষ্ট হউক—ইহাই প্রার্থনার মর্ম্ম। (১ম—৭৪সূ—৩ঋ)।

—•—

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। চতুঃসপ্ততিতমং সূক্তম্। চতুর্থী ঋক্।)

যস্য দূতো অসি ক্ষয়ে বেষি হব্যানি বীতয়ে।

দস্মৎ কৃণোষ্যধ্বরম্ ॥ ৪ ॥

• • •

অথ পদ-পাঠঃ

যস্য। দূতঃ। অসি। ক্ষয়ে। বেষি। হব্যানি। বীতয়ে।

দস্মৎ। কৃণোষি। অধ্বরম্ ॥ ৪ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে জ্ঞানদেব! ত্বং 'যস্য' (উপাসকস্য) 'ক্ষয়ে' (মোক্ষপ্রাপ্তয়ে, পাপনাশায় বা) 'দূতঃ (ভগবতা সহ সম্মিলনসাধকঃ) 'অসি' (ভবসি); তস্য 'বীতয়ে' (রক্ষণায়, পরিত্রাণায়, যদ্বা—ভগবৎপ্রাপণায় হব্যানি ইতি ভাবঃ) 'হব্যানি' (পূজাঃ, শুদ্ধসত্ত্বানি) 'বেষি' (গময়সি, ভগবন্তং নিলীয়সে ইত্যর্থঃ; তথা 'অধ্বরং' (তস্য যাগাদিসৎকর্ম্মং) দস্মৎ' (দর্শনীয়ং, ভগবৎপ্রাপকং ইত্যর্থঃ) 'কৃণোষি' (করোষি)। জ্ঞানং হি মোক্ষবিধায়কং সকলমঙ্গলসাধকঞ্চ; জ্ঞানেন সহ মনুষ্যাণাং কর্ম্ম ভগবতি সন্ন্যস্তং ভবতি—ইতি ভাবঃ। (১ম ৭৪সূ—৪ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনি যে উপাসকের মোক্ষপ্রাপ্তির বা পাপনাশের নিমিত্ত দূত অর্থাৎ ভগবানের সহিত মিলনসাধক হয়েন; তাহার রক্ষণের বা পরিত্রাণের নিমিত্ত (অথবা ভগবানের প্রাপ্তির নিমিত্ত) তাহার

পূজাসমূহকে বা শুদ্ধসত্ত্বকে ভগবানে লীন করেন; এবং তাঁহার যাগাদি-সৎকর্ম্মকে ভগবানের দর্শনীয় বা প্রাপক করিয়া দেন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানই মোক্ষবিধায়ক এবং সকল মঙ্গলসাধক; জ্ঞানের সহিত মনুষ্যগণের কর্ম্ম ভগবানে সংন্যস্ত হয়।)॥ (১ম—৭৪সূ—৪ঋ)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে অগ্নে যস্য যজমানস্য ক্ষয়ে দেবযজনলক্ষণে গৃহে দেবানাং দূতস্ত্বমসি। ভবসি। যস্য চ হব্যানি চরুপুরোডাশাদীনি হবীংষি বীতয়ে দেবানাং ভক্ষণায় বেষি গময়সি। যস্য চাধ্বরং যজ্ঞং দস্মৎ সর্ব্বদর্শনীয়ং কৃণোষি করোষি। তমিৎ সুহব্যমিত্যুত্তরয়া সম্বন্ধঃ।

বেষি। বী গত্যাদিষু। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাল্লট্। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। দস্মৎ। দসি দংশনদর্শনয়োঃ। ইষিযুধীন্ধীত্যাদিনা মক্ দস্মমিত্যত্র মকারস্য বর্ণব্যত্যয়েন তকারঃ। কৃণোষি। কৃবি হিংসাকরণয়োশ্চ। ধিন্বিকৃণ্ব্যোরচেত্যু প্রত্যয়ঃ। তৎসন্নিয়োগেন বকারস্যাকারঃ। তস্যোতো লোপে সতি স্থানিবদ্ভাবাল্লঘূপধগুণাভাবঃ। যস্যেত্যনুষঙ্গান্নিঘাতাভাবঃ॥ (১ম—৭৪সূ—৪ঋ)॥

* . *

চতুর্থ (৮২৭) ঋকের বিশদার্থ।

—•:‡§×(:)×§‡:•—

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'যস্য' পদের সহিত পরবর্ত্তী মন্ত্রের 'তং' পদের সম্বন্ধ সূচনা করা হয়। তদনুসারে এই মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'যে উপাসকের গৃহে (ক্ষয়ে) অগ্নি দূতরূপে অবস্থিত

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নে। 'যস্য' যজমানের 'ক্ষয়ে' দেবযজনলক্ষণ গৃহে দেবগণের 'দূতঃ' দূত আপনি 'অসি' হয়েন; এবং যাঁহার 'হব্যানি' চরুপুরডাশাদি হবিঃসমূহকে 'বীতয়ে' দেবগণের ভক্ষণের নিমিত্ত 'বেষি' গমন করান; এবং যাঁহার 'অধ্বরং' যজ্ঞকে 'দস্মৎ' সকলের দর্শনীয় 'কৃণোষি' করেন; 'তমিৎ সুহব্যং' ইত্যাদি উত্তর ঋকের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট।

বেষি। বী ধাতু গত্যাদি বুঝায়; তাহাতে অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ-হেতু লট্। অদাদিত্ব-হেতু শপের লোপ। পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাতের অভাব। দস্মৎ। দসি ধাতু দংশন ও দর্শনার্থক। 'ইষিযুধীন্ধি' ইত্যাদি সূত্রে মক্। দস্মৎ। এখানে মকারের বর্ণব্যত্যয়ের দ্বারা তকার। কৃণোষি। কৃবি ধাতু হিংসা ও করণ অর্থ-বোধক। 'ধিন্বিকৃণ্ব্যোরচ' ইত্যাদি সূত্রে উ-প্রত্যয়। তৎসন্নিয়োগের দ্বারা বকারের স্থানে আকার। তাহার 'অতো লোপে' স্থানিবদ্ভাবহেতু লঘু উপধা গুণের অভাব। 'যস্য' ইত্যাদি অনুষঙ্গ-হেতু নিঘাতের অভাব। (১ম—৭৪সূ—৪ঋ)।

* . *

আছেন, এবং যে উপাসকের হবিঃ তিনি দেবতাগণকে ভক্ষণ করান' ইত্যাদি। তাহার পর, পরবর্ত্তী মন্ত্রের 'তমিৎ' পদে যজমানকেই অর্থ গ্রহণ-পূর্ব্বক ভাব নিষ্কাশন করা হয়। তাহাতে অর্থ দাঁড়ায়—সেই যজমানকেই লোকে শোভনহব্যযুক্ত, শোভনদেবত্বযুক্ত ও শোভন-বর্হিযুক্ত বলা হয়।' এ পক্ষে, প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহের মর্ম্ম এই যে,—'যাঁহাদিগের গৃহে সর্ব্বদা অগ্নি জ্বলে, হোম হয়, তাঁহারাই প্রকৃত দেবত্বযুক্ত হয়েন।' পূর্ব্বাপর দুইটী মন্ত্রে (চতুর্থ ও পঞ্চম ঋকে) উক্ত ভাবই গ্রহণ করা হইয়া থাকে। *

আমাদিগের ব্যাখ্যায় আমরা দুইটী মন্ত্রকে স্বতন্ত্রভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি। প্রথমতঃ, এই মন্ত্রের 'যস্য' পদের আকাঙ্ক্ষিত 'তস্য' পদ এই মন্ত্রের পদাবলির সহিতই সম্বন্ধবিশিষ্ট আছে বলিয়া আমরা মনে করি। 'ক্ষয়ে' পদে 'মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য—পাপনাশের জন্য' অর্থ আসে। 'ক্ষয়' শব্দে যে গৃহকে বুঝায়, সেই গৃহ যে এই সাধারণ ভোগায়তন গৃহ নহে, ইহাই আমরা সিদ্ধান্ত করি। এ গৃহ—সংসার-বন্ধনের মূলীভূত ক্ষয়—বন্ধনমোচক। ক্ষয়ের সম্বন্ধ এ গৃহে অল্পই আছে। পাপক্ষয়

---

* এই মন্ত্রের এবং ইহার পরবর্ত্তী মন্ত্রের যে সকল ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহার দুইটী আদর্শ নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা,—

(1) "The man in whose home thou art a messenger, and to whose sacrificial food thou eagerly comest for feasting, to whose worship thou impartest wonderful power—

(2) Such a man the people call a giver of good oblations, O Angiras, a friend of the gods, O son of strength, and a possessor of a good Barhis (or sacrificial grass)."

(৩) "হে অগ্নে! যে যজমানের যজ্ঞগৃহে তুমি দেবগণের দূত হইয়া তাহাদের ভোজনার্থে হব্য বহন কর এবং যজ্ঞ শোভনীয় কর।"

(৪) "হে বলের পুত্র অঙ্গিরা! সেই যজমানকেই সকল মনুষ্য শোভনদেবত্বযুক্ত শোভনহব্যযুক্ত ও শোভনযজ্ঞযুক্ত কহিয়া থাকেন।"

এই মর্ম্মেরই অর্থ, রূপান্তরে বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যায় প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে। উদ্ধৃত ইংরাজী ও বাঙ্গালা দুই ব্যাখ্যাতেই 'অঙ্গিরা' মনুষ্য-মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু সায়ণ ঐ পদে অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়াছেন।

হইলে যে স্থানে জীব অবস্থিত হয়, সেই স্থান সেই গৃহই ক্ষয় বা মোক্ষ শব্দের বাচ্য। 'দূতঃ' পদে মিলনসাধক অর্থ প্রকাশ পায়।

এইরূপে মন্ত্রের অন্তর্গত 'যস্য দূতঃ অসি' পদত্রয়ে জ্ঞানদেবতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলা হইয়াছে,—'হে জ্ঞানদেব! যে উপাসকের পাপ-নাশের বা মোক্ষপ্রাপ্তির বিষয়ে আপনি দূত হয়েন, অর্থাৎ ভগবানের সহিত তাহার কর্ম্মের মিলনকর্ত্তা হয়েন।' তিনি যে কি অবস্থা প্রাপ্ত হন, তাঁহার পক্ষে জ্ঞানদেবতা আর যে কি হিতসাধক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, "বীতয়ে হব্যানি বেষি" এবং "অধ্বরং দস্মৎ কৃণোষি" বাক্যাংশ-দ্বয়ে তাহাই প্রখ্যাত হইয়াছে বুঝিতে পারি। যাঁহাদিগের জ্ঞান মোক্ষপথের পথিক হইয়া ভগবানের অনুসারী হয়, তাঁহাদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত, তাঁহাদিগের জ্ঞান, তাঁহাদিগের পূজাকে ভগবানের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়, তাঁহাদিগের যাগাদিক র্ম্মকে ভগবৎপ্রাপক করিয়া দেয়। সৎপথাবলম্বী ভগবদনুসারী জ্ঞানীর কর্ম্ম ভগবানেই পৌঁছাইয়া থাকে। আমরা বলি, মন্ত্র এই নিত্যসত্য-তত্ত্বই প্রকাশ করিতেছে। সে পক্ষে মন্ত্রের উপদেশ,—'মানুষ! তুমি জ্ঞানী হইতে প্রযত্নপর হও; তোমার জ্ঞানকে সর্ব্বতোভাবে ভগবানের অনুসারী কর।' (১ম—১-সূ—৪ঋ)।

—•—

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। চতুঃসপ্ততিতমং সূক্তম্। পঞ্চমী ঋক্।)

তমিৎ সুহব্যমঙ্গিরঃ সুদেবং সহসো যহো।

জনা আহুঃ সুবর্হিষম্ ॥ ৫ ॥

• • •

অথ পদ-পাঠঃ।

তম্। ইৎ। সুহহব্যম্। অঙ্গিরঃ। সুহদেবম্। সহসঃ। যহো ইতি।

জনাঃ। আহুঃ। সুহবর্হিষম্ ॥ ৫ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সহসো যহো' (শক্তেরাশ্রয়, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যপ্রজনক) 'অঙ্গিরঃ' (অঙ্গনাদি-গুণযুক্ত, সর্ব্বতঃ ব্যাপ্ত, জ্ঞানদেব ইত্যর্থঃ) 'তং' (পূর্ব্বোক্তং তব উপাসকং) 'ইৎ' (এব) 'জনাঃ' (লোকাঃ, সর্ব্বে ইত্যর্থঃ) 'সুহব্য'' (সুষ্ঠুহবির্যুক্তং, শুদ্ধসত্ত্বান্বিতং) 'সুদেবং' (সুষ্ঠুদেবভাবযুতং, দেবত্বসমন্বিতং) 'সুবর্হিষং' শোভনহৃদয়বিশিষ্টং, সদন্তঃকরণং) 'আহুঃ' (বদন্তি, ভাষয়ন্তে, মন্যতে ইত্যর্থঃ); জ্ঞানী উপাসকঃ এব লোকানাং আদর্শঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ। (১ম—৭৪সূ—৫ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

শক্তির আশ্রয় (সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্যের জনয়িতা) অঙ্গনাদি-গুণযুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বতঃ ব্যাপ্ত হে জ্ঞানদেব! পূর্ব্বোক্ত আপনার উপাসককেই সকল লোকে শুদ্ধসত্ত্বান্বিত সুষ্ঠুদেবভাবযুত সদন্তঃকরণবিশিষ্ট বলিয়া থাকে অর্থাৎ মনে করে। (ভাব এই যে,—জ্ঞানী উপাসকই লোকের আদর্শ হয়েন)॥ (১ম—৭৪সূ—৫ঋ)!

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে সহসো যহো। বলস্য পুত্র। অঙ্গিরঃ। অঙ্গনাদিগুণযুক্তাগ্নে। যো যজমানঃ পূর্ব্বমুক্তস্তমিৎ তমেব যজমানং সুহব্যং শোভনহবিষ্কং সুদেবং শোভনদৈবতং সুবর্হিষম্। বর্হিরিতি যজ্ঞনাম। শোভনযজ্ঞং চ জনাঃ সর্ব্বে মনুষ্যাঃ আহুঃ কথয়ন্তি।

সুহব্যমিত্যাত্র নঞ্ সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বম্॥ সহসো যহো। সুবামন্ত্রিত ইতি পরাঙ্গবদ্ভাবাৎ ষষ্ঠ্যামন্ত্রিতে সমুদায়স্যাষ্টমিকমামন্ত্রিতানুদাত্তত্বম্॥ (১ম—৭৪সূ—৫ঋ)।

ইতি প্রথমস্য পঞ্চমে একবিংশো বর্গঃ॥ ১।৫।২১॥

হে 'সহসো যহো' বলের পুত্র। 'অঙ্গিরঃ' অঙ্গনাদিগুণযুক্ত অগ্নি। যে যজমান পূর্ব্বকথিত, 'তমিৎ' সেই যজমানকেই 'সুহব্যং, শোভনহবিঃবিশিষ্ট 'সুদেবং' শোভনদৈবত 'সুবর্হিষং' (বর্হিঃপদ যজ্ঞ-নামবাচক) এবং শোভনযজ্ঞকারী—'জনাঃ, সকল মনুষ্যগণ 'আহুঃ' কহিয়া থাকেন।

সুহব্যং। সুহব্যং ইত্যাদিতে 'নঞ্ সুভ্যাং' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদের অন্তোদাত্তত্ব। সহসো যহো। 'সুবামন্ত্রিতে' ইত্যাদি সূত্রে পরাঙ্গভাব-হেতু ষষ্ঠী আমন্ত্রিত হওয়ায়, সমুদায় আষ্টমিক আমন্ত্রিতের অনুদাত্তত্ব। (১ম—৭৪সূ—৫ঋ)।

প্রথম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ের একবিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৫।২১॥

পঞ্চম (৮২৮) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের 'তং' পদ পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের সম্বন্ধ সূচনা করে। সেই যে উপাসক—যাঁহার জ্ঞান মোক্ষ-পথের পথিক হইয়াছে, সেই যে উপাসক—যাঁহার কর্ম্ম ভগবানের প্রতি ন্যস্ত হইয়াছে, 'তং' পদ সেই উপাসককে নির্দ্দেশ করিতেছে। সেই উপাসকই জগতের (লোকের) নিকট সাধু বলিয়া অভিহিত হয়েন; তিনিই 'সুহব্য' অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত; তিনিই 'সুদেব'—যথার্থ সুষ্ঠুদেবভাবযুক্ত; তিনিই 'সুবর্হিষং' অর্থাৎ সদন্তঃকরণ-সম্পন্ন। লোকে সেই ভাবেই তাঁহাকে দেখিয়া থাকেন; সেই ভাবেই তিনি লোকগণের আদর্শ হয়েন। এইরূপে বুঝিতে পারি, এই মন্ত্রে জ্ঞান-সম্পন্ন ভগবানে ন্যস্তচিত্ত সাধকের প্রভাবের বিষয় পরিব্যক্ত হইয়াছে। এ অর্থে প্রায় কোনও ব্যাখ্যাকারের মধ্যেই মতান্তর ঘটে নাই।

মন্ত্রার্থে মতান্তর ঘটিয়াছে—কেবল "সহসো যহো" ও "অঙ্গিরঃ" বাক্যাংশ-সম্বন্ধে। ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ,—কাষ্ঠদ্বয়ের সংঘর্ষণে অর্থাৎ বলের দ্বারা যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, 'সহসো যহো' পদদ্বয়ে সেই অগ্নিকে বুঝাইয়া থাকে। ফলতঃ, দৃশ্যমান্ জ্বলন্ত অনল ভিন্ন অন্য কোনও ভাবই মন্ত্রার্থে কেহ গ্রহণ করেন না। অপিচ, 'অঙ্গিরঃ' পদের অর্থ এখানে বদলাইয়া গিয়াছে দেখিতে পাই। পূর্ব্বে অঙ্গিরা পদে ঋষি-বিশেষ অর্থ ভাষ্যে গৃহীত হইয়াছিল। এখানে ব্যাখ্যাদিতে উহা অগ্নির দ্যোতক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

'সহসো যহো' ও 'অঙ্গিরঃ' বিশেষণদ্বয় জ্বলন্ত অগ্নির দ্যোতক বলিয়া সকল ব্যাখ্যাতেই প্রকাশমান্ বটে; কিন্তু আমরা সে ভাব গ্রহণ করিতে পারিলাম না। পূর্ব্বেও ঐ দুই পদের প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়াছি। তদনুসারে 'সহসো যহো' পদদ্বয়ে, যাহা শক্তির আশ্রয়, যাহা সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্যের জনয়িতা, সেই জ্ঞানকেই বুঝাইয়া থাকে। এইরূপ, 'অঙ্গিরঃ' পদে 'সর্ব্বতঃ ব্যাপ্ত জ্ঞান' অর্থই সংসূচিত হয়। ফলতঃ, এই মন্ত্র জ্ঞানদেবতার সম্বোধনে প্রযুক্ত। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানানুসারী জন যে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন, এতদর্থে তাহারই অধ্যাস দেখি। প্রচলিত অর্থের

আদর্শ পূর্ব্বমন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গেই প্রকাশ করিতেছি। তদ্বিষয়ে অধিক আলোচনা এখানে বাহুল্য মাত্র। (১ম—৭৪সূ—৫ঋ)।

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। চতুঃসপ্ততিতমং সূক্তম্। ষষ্ঠী ঋক্।)

আ চ বহাসি তাঁ ইহ দেবাঁ উপ প্রশস্তয়ে।

হব্যা সুশ্চন্দ্র বীতয়ে ॥ ৬ ॥

অথ পদ-পাঠঃ।

আ। চ। বহাসি। তান্। ইহ। দেবান্। উপ। প্রঽশস্তয়ে।

হব্যা। সুঽচন্দ্র। বীতয়ে ॥ ৬ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুশ্চন্দ্র' (হে শোভনচন্দ্রবৎ স্নিগ্ধজ্যোতিঃসম্পন্ন, আহ্লাদস্বরূপ) 'প্রশস্তয়ে' (পূজায়ৈঃ, অস্মাকমনুসরণায় ইতি ভাবঃ) 'তান্' (প্রসিদ্ধান, লোকহিতসাধকান্) 'দেবান্' (দেবভাবান্, দীপ্তিদানাদিগুণান্) 'ইহ' (অস্মাকং কর্ম্মণি) 'উপ' (সমীপে) 'আ বহাসি' (সর্ব্বতঃ প্রাপয়, আনয়); 'চ' (তথা) 'বীতয়ে' (অস্মাকং রক্ষণায়, ভগবন্তং গ্রহণায় বা) 'হব্যা' (হব্যানি, অস্মাকং প্রদত্তানি হবীংষি, শুদ্ধসত্ত্বাণি ইতি ভাবঃ) তস্মিন্ সংবাহয় ইতি শেষঃ। সজ্জ্ঞানপ্রভাবেন অস্মাকং কর্ম্মাণি দেবত্বযুক্তানি ভবন্তু কর্ম্ম-ফলঞ্চ ভগবন্তং প্রাপ্নোতু—ইতি ভাবঃ। (১ম—৭৪সূ—৬ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে শোভনচন্দ্রবৎ স্নিগ্ধজ্যোতিঃবিশিষ্ট (আহ্লাদ-রূপ)! আমাদিগের পূজার নিমিত্ত অর্থাৎ আমাদিগের অনুসরণের জন্য, লোকহিতসাধক প্রসিদ্ধ দেবভাবসমূহকে (দীপ্তিদানাদি-গুণসকলকে) আমাদিগের

কর্ম্ম সমীপে সর্ব্বতোভাবে আনয়ন করুন; এবং আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত অথবা ভগবানের গ্রহণের নিমিত্ত, আমাদিগের প্রদত্ত হবিঃ-সমূহকে (শুদ্ধসত্ত্বকে) তাঁহাতে সংবাহন করুন। (ভাব এই যে,—সদ্‌জ্ঞানপ্রভাবে আমাদিগের কর্ম্মসমূহ দেবত্ব-যুত হউক এবং কর্ম্মফল ভগবানকে প্রাপ্ত হউক।)॥ (১ম—৭৪সূ—৬ঋ)॥

•.•

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে সুশ্চন্দ্র শোভনাহ্লাদনাগ্নে তান্দেবানিহাস্মিন্ কর্ম্মণ্যুপাস্মৎ সমীপং প্রশস্তয়ে স্তুতয় আবহাসি চ। আবহ প্রাপয় চ। আগতেভ্যস্তেভ্যো হব্যা হব্যানি চরুপুরোডাশাদীনি হবীংষি বীতয়ে ভক্ষণায় প্রাপয়েত্যর্থঃ।

বহাসি। বহ প্রাপণে লেট্যাডাগমঃ। প্রশস্তয়ে। শংসু স্তুতৌ। ভাবে ক্তিন্। তিতুত্রেত্যীট্ প্রতিষেধঃ। অনিদিতামিতি নলোপঃ। তাদৌ চেতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বম্। সুশ্চন্দ্র। হ্রস্বাচ্চন্দ্রোত্তরপদে মন্ত্র ইতি সুট্॥ (১ম—৭৪সূ—৬ঋ)॥

•.•

ষষ্ঠ (৮২৯) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের সম্বোধনের পদ—'সুশ্চন্দ্র'। তাহা হইতে 'জ্যোতির্ম্ময় জ্বলন্ত অগ্নি' অর্থ গ্রহণ করা হয়। মন্ত্রে 'প্রশস্তয়ে' পদ আছে। তাহা হইতে 'স্তুতি গ্রহণের জন্য' অর্থ গৃহীত হইতে দেখি। মন্ত্রে 'বীতয়ে' পদ আছে। তাহা হইতে ভক্ষণের জন্য অর্থ পরিগৃহীত হয়। ঐ সকল পদের

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'সুশ্চন্দ্র' শোভনাহ্লাদন অগ্নে! 'তান্ দেবান্ ইহ' সেই দেবগণকে এই কর্ম্মে 'উপ' আমাদিগের সমীপে 'প্রশস্তয়ে' স্তুতির নিমিত্ত 'আ বহাসি চ' আনয়ন করাও—প্রাপ্ত করাও, আগত তাঁহাদিগের 'হব্যা' (হব্যানি) চরুপুরডাশাদি হবিঃসমূহকে 'বীতয়ে' ভক্ষণের নিমিত্ত প্রাপ্ত করাও ইত্যর্থ।

বহাসি। বহ ধাতু প্রাপণার্থক। লেটে অট্ আগম। প্রশস্তয়ে। শংসু ধাতু স্তুতি অর্থ বুঝায়। ভাবে ক্তিন্। 'তিতুত্রে' ইত্যাদি সূত্রে ইটের প্রতিষেধ। 'অনিদিতাম্' ইত্যাদিতে নকারের লোপ। 'তাদৌ চ' ইত্যাদি সূত্রে গতির প্রকৃতিস্বরত্ব। সুশ্চন্দ্র। হ্রস্ব-হেতু চন্দ্র শব্দের উত্তরপদে 'মন্ত্রে' ইত্যাদি সূত্রে সুট্ প্রত্যয়। (১ম—৭৪সূ—৬ঋ)।

•.•

ঐ প্রকার অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক মন্ত্রার্থ নিষ্পন্ন করা হয়,—'হে জ্যোতির্ম্ময় অগ্নি! স্তুতির জন্য এবং সেই দেবগণের ভক্ষণের জন্য হবিঃসমূহকে তুমি তাঁহাদিগের নিকট বহন কর।' অগ্নিতে আহুত দ্রব্যাদি অগ্নি কর্তৃক দেবগণের নিকট সংবাহিত হয়,—এতদর্থেই এই মন্ত্র প্রবর্ত্তিত বলিয়া সাধারণতঃ প্রকাশ পায়।

আমরা মন্ত্রান্তর্গত পদসমূহের অর্থ প্রায়ই অপরিবর্ত্তিত রাখিয়াছি। কেবল কোন্ পদ কাহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত, তদ্বিষয়ে ভাষ্যাদির সহিত আমাদিগের মতান্তর ঘটিয়াছে। 'সুশ্চন্দ্র' পদে 'শোভনচন্দ্র' প্রতিবাক্য পরিগৃহীত হয়। তাহা হইতে 'স্নিগ্ধ জ্যোতিঃসম্পন্ন আহ্লাদস্বরূপ' ভাব প্রাপ্ত হই। জ্ঞানের জ্যোতিঃ তীব্র নহে—স্নিগ্ধ। সেখানে অনলের জ্বালা নাই; আছে—চন্দ্রের আহ্লাদন। এই হইতেই জ্ঞানদেবতার সম্বোধনে জ্ঞানসম্পর্কে যে এই মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এইরূপ, 'প্রশস্তয়ে' ও 'বীতয়ে' পদদ্বয়কে প্রার্থনাকারীর সম্বন্ধেই প্রযুক্ত বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করি। অর্থান্তরে (ভাষ্যানুসারে) 'বীতয়ে' পদটীকে ভগবানের সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলিয়াও মনে করা যায়। অতঃপর, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণে যথাপর্য্যায় পদগুলির বিশ্লেষণে কি মর্ম্মার্থ প্রকাশ পায়, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখুন। 'প্রশস্তয়ে' পদের প্রতিবাক্যে 'পূজায়ৈ' পদ হইতে 'আমাদিগের পূজার বা অনুসরণের জন্য' ভাব প্রাপ্ত হই। তজ্জন্যই জ্ঞানদেবতার নিকট কি প্রার্থনা করা হইয়াছে, বুঝিতে পারা যায়। বলা হইয়াছে,—'প্রসিদ্ধ দেবগণকে (দেবভাবসমূহকে) আমাদিগের কর্ম্মের সমীপে সর্ব্বতোভাবে আনয়ন করুন।' মর্ম্ম এই যে,—'আমাদিগের কর্ম্মসমূহ সর্ব্বথা দেবভাবসমন্বিত হউক।' তার পর, 'বীতয়ে' পদে 'ভগবানের ভক্ষণের বা গ্রহণের নিমিত্ত' অর্থ গ্রহণ করা যায়; আবার ঐ পদে 'আমাদিগের রক্ষণের নিমিত্ত' ভাবও প্রাপ্ত হইতে পারি। দ্বিবিধ অর্থেই, হব্যসমূহকে—শুদ্ধসত্ত্বকে অথবা কর্ম্মফলকে ভগবানে সংবাহিত করুন—এবম্বিধ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইতে পারে। জ্ঞানের সাহায্যে কর্ম্ম দেবসামীপ্য প্রাপ্ত বা দেবত্বে বিভূষিত হয়; আবার জ্ঞানসামীপ্যেই হব্য বা শুদ্ধসত্ত্ব বা কর্ম্মফল ভগবানে পৌঁছিয়া থাকে, অথবা আমাদিগের রক্ষা-বিধায়ক হয়। এইরূপে বুঝিতে পারি, এই মন্ত্রে

প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হে জ্ঞানদেব! আপনার কৃপায় আমাদিগের কর্ম্ম দেবত্বযুত হউক এবং ভগবানকে প্রাপ্ত হউক।' (১ম—১৪সূ—৬ঋ) ॥

—— • ——

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। চতুঃসপ্ততিতমং-সূক্তম্। সপ্তমী ঋক্।)

ন যোরুপব্দিরশ্ব্যঃ শৃণ্বে রথস্য কচ্চন

যদগ্নে যাসি দূত্যম্ ॥ ৭ ॥

• • •

অথ পদ-পাঠঃ।

ন। যোঃ। উপব্দিঃ। অশ্ব্যঃ। শৃণ্বে। রথস্য। কৎ। চন।

যৎ। অগ্নে। যাসি। দূত্যম্ ॥ ৭ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'যৎ' (যদা) ত্বং 'দূত্যং' (দূতত্বং, ভগবতা দেবভাবেন বা সহ অস্মাকং মিলনসাধকত্বং) 'যাসি' (প্রাপ্নোসি, গৃহ্লাসি); যদা ত্বং অস্মান্ দেবভাব-সম্পন্নান্ ভগবতা সহ সম্মিলিতান বা করোষি ইতি ভাবঃ; 'কচ্চন' (তদানীং) 'যোঃ' (গচ্ছতঃ, ভগবৎসমীপে গমনশীলস্য) 'রথস্য' (অস্মাকং হৃৎসম্বন্ধিনঃ, হৃদি স্থিতস্য, যদ্বা—সৎকর্ম্মণা জাতস্য ইতি ভাবঃ) 'অশ্ব্যঃ' (জ্ঞানকিরণনিবহঃ) 'উপব্দিঃ' (শব্দায়মানঃ, বাহ্যপ্রকাশশীলঃ ইত্যর্থঃ) 'ন শৃণ্বে' (ন শৃণুতে, ন জ্ঞাতঃ ভবতি ইতি ভাবঃ); ভগবতা সহ হৃদি স্থিতস্য জ্ঞানস্য সম্মিলনং অন্যেষাং অলক্ষ্যেণ সম্পাদিতং ভবতি; অপরৈঃ তৎ ন লক্ষ্যতে—ইতি ভাবঃ। (১ম—৭৪সূ—৭ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনি যখন দূতত্ব প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ ভগবানের বা দেবভাবের সহিত আমাদিগের মিলনসাধকত্ব গ্রহণ করেন; (ভাব এই যে,—যখন আপনি আমাদিগকে দেবভাবসম্পন্ন অথবা ভগবানের সহিত

সম্মিলিত করেন); তখন ভগবৎসমীপে গমনশীল আমাদিগের হৃদিস্থিত (অথবা সৎকর্ম্মের দ্বারা উৎপন্ন) জ্ঞানকিরণনিবহ শব্দায়মান্ অর্থাৎ বাহ্যপ্রকাশশীল হয় না। (ভাব এই যে,—ভগবানের সহিত হৃদিস্থিত জ্ঞানের সম্মিলন অপরের অলক্ষ্যে সম্পাদিত হয়, অন্যে তাহা লক্ষ্য করিতে পারে না।॥ (১ম—৭৪সূ—৭ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে অগ্নে! যত্ত্বদা দূত্যং দেবানাং দূতত্বং যাসি। প্রাপ্নোষি। কচ্চন কদাচন তদানীং সর্ব্বদাপি যোর্গচ্ছতস্তব রথস্যাশ্ব্যাঽশ্বৈরুৎপাদিত উপব্দিঃ শ্রবণার্হঃ শব্দো ন শৃণ্বে ন শ্রূয়তে। রথস্য শীঘ্রগমনেনাস্মাভিঃ শব্দো নোপলভ্যত ইত্যর্থঃ।

যোঃ। যা প্রাপণ ইত্যস্মাৎ যো দ্বে চ। উ০ ১৷২১। ইত্যৌণাদিকঃ ডুপ্রত্যয়ঃ। বহুলবচনাদ্দ্বিভাবাভাবঃ। উপব্দিরিত্যেতৎ শ্রোতুমর্হস্য শব্দস্যাখ্যা। তথা চ তৈত্তিরীয়াণাং প্রাতিশাখ্যং—সশব্দমুপব্দিমৎ। তৈ০ ব্রা০ ২৷১১। ইতি। শৃণ্বে। শ্রু শ্রবণে। কর্ম্মণি লটি শ্রুবঃ শৃ চেতি ব্যত্যয়েন শ্নুঃ শৃভাবশ্চ। লোপস্ত আত্মনেপদেষ্বিতি তলোপঃ। হুশ্নুবোঃ সার্ব্বধাতুক ইতি যণাদেশঃ॥ (১ম—৭৪সূ—৭ঋ)॥

সপ্তম (৮৩০) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'রথস্য অশ্ব্যঃ' পদদ্বয় মন্ত্রার্থকে বিপরীত পথে লইয়া গিয়াছে। তাহা হইতে অগ্নি অশ্বসংযুক্ত রথে আরোহণ করেন—এই ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তিনি যখন রথে চড়িয়া গমন করেন,

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'অগ্নে' অগ্নি! 'যৎ' যখন 'দূত্যং' দেবগণের দূতত্বকে 'যাসি' আপনি প্রাপ্ত হয়েন; 'কচ্চন' কদাচন তদানীং সর্ব্বদাও 'যোঃ' গমনকারী আপনার 'রথস্য অশ্ব্যঃ' অশ্বসমূহের দ্বারা উৎপাদিত 'উপব্দিঃ' শ্রবণার্হ শব্দ 'ন শৃণ্বে' শ্রুত হয় না; রথে শীঘ্র গমনের দ্বারা আমাদিগের কর্ত্তৃক রথের শব্দ উপলব্ধ হয় না—ইহাই ভাবার্থ।

যোঃ। যা ধাতু প্রাপণার্থক। তাহাতে 'যো দ্বে চ' (উ০ ১৷২১) ইত্যাদি ঔণাদিক সূত্রে ডু প্রত্যয়। বহুল-বচন-হেতু দ্বিত্বভাবের অভাব। উপব্দিঃ। ইহা শ্রবণযোগ্য শব্দের আখ্যা। তৈত্তিরীয়গণের প্রাতিশাখ্যে এইরূপ উক্ত আছে;—'সশব্দমুপব্দিমৎ' (তৈ০ ব্রা০ ২৷১১) ইতি। শৃণ্বে। শ্রু ধাতু শ্রবণার্থক। কর্ম্মণি বাচ্যে লটে 'শ্রুবঃ শৃ চ' ইত্যাদি সূত্রে ব্যত্যয়ের দ্বারা শ্নুঃ এবং শৃ ভাব। 'লোপস্ত আত্মনেপদেষু' ইত্যাদি সূত্রে তকারের লোপ। 'হুশ্নুবোঃ সার্ব্বধাতুকে' ইত্যাদি সূত্রে যণ্ আদেশ। (১ম—৭৪সূ-৭ঋ)।

তখন সে রথ-চলন শব্দ লোকের শ্রুতি-গোচর হয় না। "উপব্দিঃ ন শৃণ্বে" বাক্যাংশে 'রথের শব্দ শুনা যায় না'—এই অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে।

এখন বুঝিয়া দেখুন, অগ্নি বলিতে কোন্ বস্তুকে বুঝাইয়া থাকে! যিনি অশ্বসংযুক্ত রথে আরোহণ করিবেন, তিনি কি ঐ জ্বলন্ত অনল? অথবা, তিনি কি মনুষ্য? অথবা, তিনি কি অন্য কিছু? কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব যে অর্থ প্রকাশমান্, তাহাতে কি মনে হয়? দুই প্রকার ব্যাখ্যা (একটী ইংরাজী ও একটী বাঙ্গালা অনুবাদ) নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে কোন্ লক্ষ্য লইয়া মন্ত্র প্রবর্তিত আছে, স্বতঃই তৎপ্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।

(১) "হে অগ্নি। যখন তুমি দেবগণের দূতরূপে গমন কর, তখন তোমার গমনশীল রথের অশ্বের শব্দ শ্রুত হয় না।"

(২) "No noise of the horses of the moving chariot is heard any way, when thou goest on thy messengership, O Agni."

জ্বলন্ত অনল বলিয়া মনে হয় না, আবার মনুষ্য বলিয়াও মনে হয় না;—ব্যাখ্যাসমূহে সম্বোধ্য দেবতা-সম্বন্ধে এবম্বিধ সংশয়ই আনয়ন করে। কিন্তুঃ দেখুন, যদি জ্ঞানদেবতা সম্বন্ধে ঐ মন্ত্রের প্রযুক্তি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ভাবার্থে কোনই দ্বিধা উপস্থিত হয় না। ভগবানের সহিত বা দেবভাবের সহিত মিলনসাধন (দূত্যং) কাহার দ্বারা সাধিত হয়? জ্ঞানই কি সৎকর্ম্মসাধনে মনুষ্যকে উদ্বুদ্ধ করিয়া দেবত্বের অধিকারী—ভগবৎ-সামীপ্য প্রাপ্ত করে না? আমরা তাই মনে করি, মন্ত্রের প্রথম অংশের "অগ্নে যৎ দূত্যং যাসি" পদ-চতুষ্টয়ের ভাব এই যে,—'জ্ঞান যখন আমাদিগকে দেবভাব-সমন্বিত বা ভগবানের সহিত সম্মিলিত করেন।' তখন, কি হয়? "কচ্চন যোঃ রথস্য অশ্ব্যঃ উপব্দিঃ ন শৃণ্বে"—এই বাক্যাংশে তাহাই প্রকাশমান্। এই অংশের 'রথস্য' ও 'অশ্ব্যঃ' পদদ্বয়ের ভাব আমরা অন্যরূপ গ্রহণ করি। যেখানেই 'রথ' শব্দের ব্যবহার দেখিয়াছি, সেখানেই 'হৃদয়' বা 'সৎকর্ম্ম' অর্থের সঙ্গতি দেখিয়াছি। এখানেও 'রথস্য' পদে সেই ভাবেরই দ্যোতনা দেখা যায়। 'অশ্ব্যঃ' শব্দে 'জ্ঞানকিরণ' বুঝায়। তাহাও আমরা পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ

করিয়াছি। এখানেও সেই অর্থেরই সঙ্গতি দেখি। 'উপব্দিঃ' পদে 'শব্দায়মান্' প্রতিবাক্য হইতেই 'বাহ্যপ্রকাশশীল' ভাব প্রাপ্ত হই। 'যোঃ' পদের 'গচ্ছতঃ' প্রতিবাক্য হইতেই ভগবানের প্রতি গমনশীল ভাব গ্রহণ করা যায়। এইরূপে, ঐ মন্ত্রাংশে, "কচ্চন" হইতে "ন শৃণ্বে" বাক্যাংশে, ভাব প্রাপ্ত হই,—আমাদিগের হৃদিস্থিত অথবা সৎকর্ম্ম হইতে সঞ্জাত জ্ঞান নীরবে আমাদিগকে ভগবৎ-সান্নিধ্যে লইয়া যায়; সে পক্ষে কোনরূপ আস্ফালন বা আড়ম্বর প্রকাশ পায় না।' সুতরাং সমগ্র মন্ত্রের মর্ম্ম হয় এই যে,—'জ্ঞান দূতত্ব গ্রহণ করিলে নীরবে ভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।' (১ম—৭৪সূ—৭ঋ)।

—•—

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্) চতুঃসপ্ততিতমং সূক্তম্। অষ্টমী ঋক্।)

ত্বোতো বাজ্যহ্রয়োঽভি পূর্ব্বস্মাদপরঃ।
প্র দাশ্বা অগ্নে অস্থাৎ॥ ৮॥

•••

অথ পদ-পাঠঃ।

ত্বাঽউতঃ। বাজী। অহ্রয়ঃ। অভি। পূর্ব্বস্মাৎ। অপরঃ।
প্র। দাশ্বান্। অগ্নে। অস্থাৎ॥ ৮॥

•••

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) যঃ জনঃ 'পূর্ব্বস্মাৎ' (বহুদিবসাৎ, জন্মাবধি ইতি ভাবঃ) 'অপরঃ' (নিকৃষ্টঃ) 'অহ্রয়ঃ' (লজ্জারহিতঃ, পাপকর্ম্মপরঃ ইতি ভাবঃ) সোঽপি 'ত্বোতঃ' (ত্বয়ারক্ষিতঃ সন্, জ্ঞানসম্বন্ধযুক্তে সতি ইত্যর্থঃ) 'বাজী' (সৎকর্ম্মপরঃ) 'দাশ্বান' (ভগবন্তং পূজাপরায়ণঃ, ভগবন্তং হবীংষি শুদ্ধসত্ত্বং বা দাতা—ভূত্বা ইতি যাবৎ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য—ভগবন্তং

প্রতি ইতি ভাবঃ) 'প্র অস্থাৎ' (প্রকৃষ্টরূপেণ তিষ্ঠতি, উৎকৃষ্টাং গতিং প্রাপ্নোতি ইত্যর্থং)। জ্ঞানসম্বন্ধযুতে সতি মনুষ্যাণাং পূর্ব্বকৃতং পাপং নশ্যতে—ইতি ভাবঃ। (১ম—৭৪সূ—৮ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! যে জন বহুদিবস হইতে নিকৃষ্ট লজ্জারহিত অর্থাৎ পাপকর্ম্মপরায়ণ, সেও আপনা কর্তৃক রক্ষা প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ জ্ঞান-সম্বন্ধযুক্ত হইলে, সৎকর্ম্মপর, ভগবানের পূজাপরায়ণ (ভগবানকে হবিঃ বা শুদ্ধসত্বের দাতা) হইয়া, ভগবানের প্রতি লক্ষ্য করতঃ, প্রকৃষ্টরূপে অবস্থিতি করে অর্থাৎ উৎকৃষ্টগতি প্রাপ্ত হয়। (ভাব এই যে,—জ্ঞানসম্বন্ধযুত হইলে মনুষ্যগণের পূর্ব্বকৃত পাপ নাশপ্রাপ্ত হয়।)॥ (১ম—৭৪সূ—৮ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

যঃ পুরুষঃ পূর্ব্বস্মাদস্মাদধিকারাদপরো নিকৃষ্টো ভবতি। হে অগ্নে। স ইদানীং দাশ্বান্ ত্বদর্থং হবীংষি দাতা সন্ ত্বোতস্ত্বয়াতো রক্ষিতা বাজ্যন্নবান্ অহ্রয়ো লজ্জারহিতঃ। এবম্ভূতঃ সন্ অভি প্রাস্থাৎ। ঐশ্বর্য্যমভিপ্রাপ্য প্রতিতিষ্ঠতি। সর্ব্বোৎকৃষ্টো ভবতীত্যর্থঃ।

অহ্রয়ঃ। হ্রী লজ্জায়াং। জিহ্রেতীতি হ্রয়ঃ। ন হ্রয়োঽহ্রয়ঃ। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্। দাশ্বান্। দাশৃ দানে। দাশ্বান্ সাহ্বানিতি ক্বসুপ্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। (১ম—৭৪সূ—৮ঋ)॥

* * *

অষ্টম (৮৩১) ঋকের বিশদার্থ।

বিভিন্ন চিত্তে বেদ-মন্ত্র যে বিভিন্ন ভাবে প্রতিভাত হয়, এই মন্ত্রের বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা দৃষ্টে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। সায়ণাচার্য্যের ভাষ্যের অনুসরণ করিয়া যাঁহারা এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন,

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে পুরুষ 'পূর্ব্বস্মাৎ' এই অধিকার হইতে 'অপরঃ' নিকৃষ্ট হয়, হে 'অগ্নে' অগ্নি! সেই জন ইদানীং 'দাশ্বান্' আপনার নিমিত্ত হবিঃসমূহের দাতা হইয়া এবং 'ত্বোতঃ' আপনার কর্তৃক রক্ষিত 'বাজী' অন্নবান 'অহ্রয়ঃ' লজ্জারহিত এবম্ভূতঃ হইয়া 'অভি প্রাস্থাৎ' ঐশ্বর্য্য অভিপ্রাপ্ত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়—সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয় ইত্যর্থ।

অহ্রয়ঃ। হ্রী ধাতু লজ্জা অর্থ বুঝায়। 'জিহ্রেতি' ইত্যাদি বাক্যে 'হ্রয়ঃ' পদ হয়। হ্রয় নহে—এই অর্থে অহ্রয়। অব্যয়পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বরত্ব। দাশ্বান্। দাশৃ ধাতু দানার্থক। 'দাশ্বান্ সাহ্বান' ইত্যাদি সূত্রে ক্বসু প্রত্যয়ান্ত নিপাতিতঃ। (১ম-৭৪সূ—৮ঋ)।

* * *

তাঁহাদিগের ব্যাখ্যায় একরূপ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে; এবং অন্যরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া যাঁহারা ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের ব্যাখ্যা আর এক অভিনব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আছে। মন্ত্রের দুই প্রকার ব্যাখ্যা (একটী ইংরাজী ও একটী বাঙ্গালা অনুবাদ) নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তদ্দ্বারা পরস্পর কি দুই বিপরীত ভাব মন্ত্রার্থে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সহজে বোধগম্য হইবে। যথা,—

(১) "যে পুরুষ পূর্ব্ব হইতে নিকৃষ্ট, সে তোমাকে হব্য দান করিয়া, তোমার দ্বারা রক্ষিত ও অন্নযুক্ত হইয়া লজ্জারহিত (অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যশালী) হয়।"

(2) "When guarded by thee the racer becomes fearless; the worshipper, O Agni, who is behind, gains the advantage over who is ahead."

সাধে কি আর বলি,—দৃষ্টিশক্তির তারতম্যানুসারেই মন্ত্রের অর্থ বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে! এক ব্যাখ্যায় অর্থ হইল—'অগ্নিতে আহুতিদান করিলে নিকৃষ্ট জনও ঐশ্বর্য্যশালী হয়।' অন্য ব্যাখ্যায় ভাব দাঁড়াইল—'অগ্নির দ্বারা রক্ষিত হইলে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া নির্ভয় হয়, এবং সেই ঘোড়ার ন্যায় পশ্চাতের জন পূর্ব্ববর্ত্তী জনকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যায়।'

মূলে একটী 'বাজী' পদ আছে। তাহা হইতে ভাষ্যে 'অন্নবান্' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে; ইংরাজী অনুবাদে 'ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া' অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে।' কিন্তু দুই প্রকার ব্যাখ্যারই মর্ম্ম অনুধাবন করা সুকঠিন। নিকৃষ্ট ব্যক্তি অগ্নিতে আহুতি দান করিয়া উৎকৃষ্ট গতি পাইতে পারে;—এই প্রকার অর্থে, দেবতার পূজাপরায়ণ হইয়া, এরূপ ভাব পরিগ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার সহিত সম্বন্ধ সূচনা করা যায় না। আমাদিগের পরিগৃহীত ব্যাখ্যাকে ভাষ্যের বিশ্লেষণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। দেবতার সেবাপরায়ণ হইলে, মানুষ যে শ্রেয়ঃলাভ করে, তাহা স্বতঃই প্রতিপন্ন হয়। সেই ভাবই এখানে প্রকাশমান্ দেখিতে পাই।

এক্ষণে, কোন্ পদে আমরা কি ভাব গ্রহণ করিয়াছি, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখুন। অগ্নিকে অর্থাৎ জ্ঞানকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলা হইয়াছে 'ত্বোতঃ'—তোমা কর্তৃক রক্ষিত হইয়া। ভাব এই যে,—জ্ঞানসম্বন্ধযুত

বা জ্ঞানান্বিত হইলে।' তাহাতে কি হয়? তাহারই উত্তর পরবর্ত্তী অংশে প্রখ্যাত দেখি। "পূর্ব্বস্মাৎ অপরঃ অভ্রয়ঃ" পদত্রয়কে সমপর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া আমরা মনে করি। ঐ তিনটী পদ সেই মনুষ্যকে বুঝায়—জন্মাবধি যে নিকৃষ্ট লজ্জারহিত বা পাপকর্ম্মরত। জ্ঞানের দ্বারা রক্ষিত বা জ্ঞানের কৃপা প্রাপ্ত হইলে, সেজন সৎকর্ম্মপর বা ভগবানের পূজাপরায়ণ হইয়া থাকে। 'বাজী' পদে 'সৎকর্ম্মপর' অর্থ আসে। যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মই বাজশব্দের দ্যোতক। 'দাশ্বান্' পদে 'হবির্দ্দানকারী ভগবানের পূজাপরায়ণ' ভাব প্রাপ্ত হই। 'অভিঃ' পদের 'অভিলক্ষ্য' প্রতিবাক্য হইতে 'ভগবানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া—ভগবৎপরায়ণ হইয়া' ভাব আসে। তাহাতে, তদ্দ্বারা উচ্চগতি প্রাপ্তির সম্বন্ধ সূত্রিত হয়। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের ভাব প্রাপ্ত হই,—'জ্ঞানের সম্বন্ধ লাভ করিয়া মানুষ ভগবানের পূজাপরায়ণ হয় ও সদ্গতি পাইয়া থাকে।' (১ম—৭৪সূ—৮ঋ)।

নবমী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলম্। চতুঃসপ্ততিতমং সূক্তম্। নবমী ঋক্।)

উত দ্যুমৎ সুবীর্য্যং বৃহদগ্নে বিবাসসি।

দেবেভ্যো দেব দাশুষে ॥ ৯ ॥

অথ পদ-পাঠঃ।

উত। দ্যুইমৎ। সুইবীর্য্যম্। বৃহৎ। অগ্নে। বিবাসসি।

দেবেভ্যঃ। দেব। দাশুষে ॥ ৯ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উত' (অপিচ) 'দেব' (দ্যোতমান্) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'দেবেভ্যঃ' (দীপ্তিদানাদিগুণেভ্যঃ, দেবতাভ্যঃ) 'দাশুষে' (হবির্দত্তবতে, আত্মানং উৎসর্গীকৃতায়,

উপাসকায় ইতি ভাবঃ) 'বৃহৎ' (মহৎ) 'দ্যুমৎ' (দীপ্তং, অনাবিলং) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যোপেতং, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যযুতং—ধনং ইতি ভাবঃ) 'বিবাসসি' (প্রাপয়সি, প্রদদসি ইত্যর্থঃ)। দেবভাবেষু আত্মোৎসৃষ্টঃ সৎকর্ম্মপরায়ণঃ জনঃ জ্ঞানাধিকারী সন্ পরমধনং লভতে—ইতি ভাবঃ। (১ম—৭৪সূ—৯ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

আর, দ্যোতমান্ (দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত) হে জ্ঞানদেব! দীপ্তি-দানাদিগুণসমূহে (দেবভাবসমূহে) আত্মোৎসর্গকারী উপাসকের নিমিত্ত মহৎ দীপ্ত (অনাবিল) শোভনবীর্য্যোপেত (সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যযুত) ধনকে আপনি প্রাপ্ত করেন—প্রদান করেন। (ভাব এই যে,—দেব-ভাবসমূহে আত্মোৎসর্গকারী সৎকর্ম্মপরায়ণ জন, জ্ঞানাধিকারী হইয়া, পরম ধন লাভ করেন)॥ (১ম—৭৪সূ—৯ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যম্।

উত অপিচ হে দেব দ্যোতমানাগ্নে দেবেভ্যো দাশুষে চরুপুরোডাশাদীনি হবীংষি দত্তবতে তস্মৈ যজমানায় বৃহৎ প্রৌঢ়ং ধনং বিবাসসি। গময়িতুমিচ্ছসি প্রাপয়সীতি যাবৎ। কীদৃশম্। দ্যুমৎ। অতিশয়েন দীপ্তম্। সুবীর্য্যম্। শোভনবীর্য্যোপেতম্।

সুবীর্য্য। বীরবীর্য্যৌ চেত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বম্। বিবাসসি। বা গতিগন্ধনয়োঃ। সনি দ্বির্ভাবে সন্যত ইতীত্বম্। দাশুষে। চতুর্থ্যেকবচনে বসোঃ সংপ্রসারণমিতি সংপ্রসারণম্। শাসিবসিঘসীনাং চেতি ষত্বম্॥ (১ম—৭৪সূ—৯ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'উত' অপিচ হে 'দেব' দ্যোতমান অগ্নে! 'দেবেভ্যঃ দাশুষে' (দেবগণকে) চরুপুরোডাশাদি হবিঃসমূহ প্রদানকারী সেই যজমানের নিমিত্ত 'বৃহৎ' প্রৌঢ় ধনকে 'বিবাসসি' গমন করাইতে ইচ্ছা করেন; প্রাপ্ত করান—ইহাই ভাবার্থ। কীদৃশ (ধন)? 'দ্যুমৎ' অতিশয় দীপ্ত, 'সুবীর্য্যং' শোভনবীর্য্যোপেত।

সুবীর্য্যম্। 'বীরবীর্য্যৌ চ' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদের আদ্যুদাত্তত্ব। বিবাসসি। বা ধাতু গতি ও গন্ধন অর্থ বুঝায়। 'সনি দ্বির্ভাবে সন্যত' ইত্যাদি সূত্রে ইত্বম্। দাশুষে। চতুর্থীর একবচনে 'বসো সম্প্রসারণ' ইত্যাদি সূত্রে সম্প্রসারণ। 'শাসিবসিঘসীনাং। চ' ইত্যাদি সূত্রে ষত্বম্। (১ম—৭৪সূ—৯ঋ)।

নবম (৮-৩২) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের ভাব সরল ও সহজবোধ্য। 'দেবেভ্যঃ' ও 'দাশুষে' পদদ্বয়ের মর্ম্ম অনুভূত হইলেই মন্ত্রের ভাব অধিগত হয়। 'দেবেভ্যঃ পদে—'দেবগণের নিমিত্ত' অর্থ আসে। তাহা হইতে ভাব প্রাপ্ত হই—'দীপ্তিদানাদিগুণসমূহের জন্য—দেবত্বপ্রাপ্তির কামনায়।' 'দাশুষে' পদে 'হবির্দ্দানকারী অর্থাৎ উপাসকদিগকে' অর্থ আসে। তদনুসারে ঐ দুই পদের ভাব প্রাপ্ত হই—'দীপ্তিদানাদি-গুণ অর্থাৎ দেবত্ব প্রাপ্ত হইবার জন্য ভগবানের পূজাপরায়ণ যে উপাসক, তাঁহাদিগকে।' সেইরূপ তাঁহাদিগকে অগ্নি যে কোন্ বস্তু প্রদান করেন, "বৃহৎ দ্যুমৎ সুবীর্য্যং বিবাসসি" পদচতুষ্টয়ে তাহাই পরিব্যক্ত দেখি। তাহাতে শ্রেষ্ঠ কলঙ্করহিত সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যযুত ধনকে তিনি প্রদান করেন—এই ভাব বুঝাইয়া থাকে। তবে ভাষ্যাদির অর্থে, সে ধন অগ্নিই প্রদান করেন। কিন্তু আমাদিগের ব্যাখ্যা এই যে,—'জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ সেই ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে।' প্রচলিত অর্থে প্রকাশ,—"হে দীপ্তিশালী অগ্নি! যে ঋত্বিক্ তোমার উদ্দেশে হব্য দান করেন, তুমি তাহাকে বীরত্ব ও ধন দান কর।" মন্ত্রের একজন ইংরাজী অনুবাদক, এখানেও ঘোটকের সম্বন্ধ আছে অনুমান করেন। * কিন্তু আমাদিগের ব্যাখ্যার মর্ম্ম আর এক অন্য ভাবের দ্যোতক। আমাদিগের মতে, মন্ত্রের ভাবার্থ এই যে,—'যাঁহারা দেবত্বের অভিলাষী হইয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানপরায়ণ থাকেন, জ্ঞান-সাহায্যে তাঁহাদিগের অভীষ্ট পূর্ণ হয়।' (১ম—৭৪সূ—৯ঋ)।

---

* পূর্ব্বমন্ত্রের যে ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার সহিত নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিয়া দেখুন। তাহাতেই অনুবাদকের ভাব বোধগম্য হইবে। যথা,—

"And thou winnest, O Agni brilliant, high bliss in strong heroes from the gods, O god, for the worshipper."

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলম্। ত্রয়োদশোঽনুবাকঃ। পঞ্চসপ্ততিতমং সূক্তম্। প্রথমোঽষ্টকঃ।
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ। ত্রয়োবিংশো বর্গঃ॥

পঞ্চসপ্ততিতমং সূক্তম্।

এই সূক্তে পাঁচটী ঋক্ আছে। পূর্ব্ব সূক্তের ন্যায় এই সূক্তেরও ঋষি—রহূগণের পুত্র গোতম। ছন্দঃ—গায়ত্রী।

এই সূক্তের পাঁচটী মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে অগ্নিকে মানুষ বলিয়াই মনে হয়। কেবল একটী মন্ত্রে (তৃতীয় মন্ত্রে) সামান্য সংশয় আসে। আমরা এই সূক্তের পাঁচটী ঋকের প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতে অগ্নি সম্পর্কে কি ভাব মনে আসে—বুঝিতে পারিবেন।

(১) "হে অগ্নি! মুখে হব্য গ্রহণ করিয়া দেবগণের অতিশয় প্রীতিকর ও অতি বিস্তীর্ণ অস্মদীয় স্তোত্র গ্রহণ কর।"

(২) "হে অঙ্গিরা কুলের শ্রেষ্ঠ ও মেধাবী কুলের শ্রেষ্ঠ অগ্নি! আমরা তোমার আহ্লাদায়ক ও গ্রহণের উপযুক্ত স্তোত্র দান করি।"

৩। "হে অগ্নি! মানবগণের মধ্যে তোমার উপযুক্ত সখা কে? এবং কেবা তোমার উপযুক্ত যজ্ঞ করিতে সমর্থ হয়? তুমি কে? কোথাই বা অধিষ্ঠান কর?"

৪। "হে অগ্নি! তুমি মানবগণের বন্ধু, প্রিয়তম মিত্র, এবং সখাগণেরও স্তুতিপ্রিয় সখা।"

(৫) "হে অগ্নি! আমাদিগের মঙ্গলার্থ মিত্র ও বরুণকে পূজা কর, এই সুবৃহৎ যজ্ঞ নির্ব্বাহ কর, এবং আপনার গৃহে প্রতিগমন কর।"

দুই জনের বঙ্গানুবাদ হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইল। উভয় ব্যাখ্যাই যেন একই ছাঁচে ঢালা। মন্ত্রের যে ইংরাজী অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা সমভাব-দ্যোতক। মন্ত্রার্থ আলোচনার সময়ই তাহার আভাস প্রাপ্ত হইবেন।

এই সূক্তের এবং ইহার পূর্ব্ব সূক্তের মন্ত্রগুলি তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে শতপথ-ব্রাহ্মণে তৈত্তিরীয়-সংহিতায় এবং বাজসনেয়ি-সংহিতায় দৃষ্ট হয়। তাহার কোথাও বা অগ্নি মনুষ্য

মধ্যে পরিগণিত, কোথাও বা অনন্ত অগ্নি সংজ্ঞায় অভিহিত। যাহা হউক, বিবিধ ভাবেই মন্ত্রার্থ পরিগৃহীত হইতে পারে। কিন্তু, সকল ভাবের সারভূত—জ্ঞানাগ্নির বা জ্ঞানদেবতার সম্বোধন। আমরা সেই দৃষ্টিতেই সঙ্গতি লক্ষ্য করিয়াছি।

পঞ্চসপ্ততিতম সূক্তানুক্রমণিকা।

জুষস্বেতি পঞ্চর্চং দ্বিতীয়ং সূক্তম্। অনুক্রান্তং চ—জুষস্ব পঞ্চেতি। ঋষ্যাদ্যাঃ পূর্ব্ববৎ। প্রাতরনুবাকাশ্বিন শস্ত্রয়োঃ পূর্ব্বসূক্তেন সহোক্তঃ সূক্তবিনিয়োগঃ। পশৌ স্তোকানুবচন আদ্যা বিনিযুক্তা। সূত্রিতং চ—প্রেষিতঃ স্তোকেভ্যোঽন্বাহ জুষস্ব সপ্রথস্তমম্। আ০ ৩।৪। ইতি॥

* * *

প্রথমমণ্ডলস্য ত্রয়োদশানুবাকঃ। পঞ্চসপ্ততিতমং সূক্তম্। ঋষ্যাদ্যাঃ পূর্ব্ববৎ। প্রাতরনুবাকাশ্বিনশস্ত্রয়োঃ বিনিয়োগঃ।

* * *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। পঞ্চসপ্ততিতমং সূক্তম্। প্রথমা ঋক্)।

জুষস্ব সপ্রথস্তমং বচো দেবপ্সরস্তমম্।

হব্যা জুহ্বান আসনি॥ ১॥

* * *

অথ পদ-পাঠঃ।

জুষস্ব। সপ্রথঃ২তমম্। বচঃ। দেবপ্সরঃ২তমম্।

হব্যা। জুহ্বানঃ। আসনি॥ ১॥

* * *

পঞ্চসপ্ততিতম সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'জুষস্ব' ইত্যাদি পঞ্চঋক্-বিশিষ্ট দ্বিতীয় সূক্ত (ত্রয়োদশ অনুবাকের)। এইরূপ অনুক্রান্ত আছে,—'জুষস্ব পঞ্চেতি।' ঋষি প্রভৃতি পূর্ব্ববৎ। প্রাতরনুবাক আশ্বিন শস্ত্রে পূর্ব্বসূক্তের সহিত উক্ত সূক্তের বিনিয়োগ। 'পশৌস্তোকানুবচনে' আদি ঋক্ বিনিযুক্ত হয়। তদ্বিষয় এইরূপ সূত্রিত আছে,—'প্রেষিতঃ স্তোকেভ্যোঽন্বাহ জুষস্ব সপ্রথস্তমম্। (আ০ ৩।৪) ইতি।'

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে জ্ঞানদেব! 'তে' (তব) 'আসনি' (আস্যে, আত্মনি ইত্যর্থঃ) 'হব্যা' (হবীংষি শুদ্ধসত্ত্বানি, অস্মাকং কর্ম্মাণি ইতি ভাবঃ) 'জুহ্বানঃ' (গৃহ্লানঃ') অস্মাকং কর্ম্ম জ্ঞানসমন্বিতং দেবত্বমণ্ডিতং' বা কৃত্বা ইতি ভাবঃ; 'সপ্রথস্তমং' (শ্রেষ্ঠং, লোকহিতসাধকং ইতি ভাবঃ) তথা 'দেবপ্সরস্তমং' (দেবানাং প্রীণয়িতৃতমং, শ্রেষ্ঠদেবভাবপ্রদাতরং) 'বচঃ'' (স্তোত্রং, অস্মদুচ্চারিতং ইমং বেদমন্ত্রং, পূজা ইতি ভাবঃ) 'সেবস্ব' (গৃহাণ)। অস্মদুচ্চারিতং স্তোত্রং সৎকর্ম্মসহযুতং ভূত্বা দেবতায়াঃ প্রাপকং ভবতু—ইতি ভাবঃ। (১ম—৭৫সূ—১ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ

হে জ্ঞানদেব! আপনার আস্যে অর্থাৎ আপনাতে আমাদিগের হব্যসমূহ অর্থাৎ কর্ম্মসকল গ্রহণ-পূর্ব্বক (ভাব এই যে,—আমাদিগের কর্ম্মকে জ্ঞানসমন্বিত বা দেবত্ব-মণ্ডিত করিয়া), আমাদিগের উচ্চারিত শ্রেষ্ঠলোকহিতসাধক শ্রেষ্ঠদেবভাবপ্রদাতা এই মন্ত্রকে (পূজাকে) আপনি গ্রহণ করুন। (ভাব এই যে,—আমাদিগের উচ্চারিত স্তোত্র সৎকর্ম্মসহযুত হইয়া দেবতার প্রাপক হউক।)॥ (১ম—৭৫সূ—১ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে অগ্নে! সপ্রথস্তমমতিশয়েন বিস্তীর্ণং বচঃ স্তোত্রলক্ষণমস্মদীয়ং বচনং জুষস্ব সেবস্ব। কীদৃশম্। দেবপ্সরস্তমম্। দেবানাং প্রীণয়িতৃতমম্। কিং কুর্ব্বন্। আসনি তবাস্যে হব্যা হব্যানি স্তোকলক্ষণানি হবীংষি জুহ্বানঃ প্রক্ষিপন্। ইমানি স্তোকলক্ষণানি হবীংষি বৃথা মা ভুবন্। তৎ সর্ব্বং ত্বদীয়েন মুখেন স্বীকুর্ব্বিত্যর্থঃ॥

দেবপ্সরস্তমম্। প্সু প্রীতিচলনয়োঃ। দেবান্ প্সুণোতি প্রীণয়তীতি দেবপ্সরাঃ। গতিকারকয়োরপি পূর্ব্বপদ প্রকৃতিস্বরত্বং চ। সকারপকারয়োঃ স্থানবিপর্য্যয়ঃ। অতিশয়েন

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নে। 'সপ্রথস্তমং' অতিশয়রূপে বিস্তীর্ণ 'বচঃ' স্তোত্রলক্ষণ আমাদিগের বাক্যকে 'জুষস্ব' সেবন করুন। কি প্রকার (বাক্যকে)? 'দেবপ্সরস্তমং' দেবগণের প্রীণয়িতৃতম (শ্রেষ্ঠপ্রীতিউৎপাদক)। কি করিয়া? 'আসনি' আপনার মুখে 'হব্যা' (হব্যানি) স্তোকলক্ষণ হবিঃসমূহকে 'জুহ্বানঃ' প্রক্ষিপ্ত করিয়া। এই সকল স্তোত্রলক্ষণ হবিঃসমূহ বৃথা না হয়। সে সকল আপনার মুখে স্বীকার করুন—গ্রহণ করুন ইহাই ভাবার্থ।

দেবপ্সরস্তমং। প্সু ধাতু প্রীতি ও চলন অর্থক। দেবগণকে প্সুণোতি অর্থাৎ প্রীত করা হয়—এই অর্থে 'দেবপ্সরাঃ' পদ নিষ্পন্ন হয়। 'গতিকারক' ইত্যাদি সূত্রে উপপদ হেতু কৃৎ এবং পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। সকারের ও পকারের স্থান-বিপর্য্যয়। অতিশয়

দেবপ্সরা দেবপ্সরস্তমঃ। জুহ্বানঃ। জুহোতের্ব্যত্যয়েন শানচ্। অভ্যস্তনামাদিরিত্যাদ্যু-দাত্তত্বম্। আসনি। পদন্নিত্যাদিনাস্য শব্দস্যাসন্ আদেশঃ॥ (১ম—৭৫সূ—১ঋ)॥

* . *

প্রথম (৮৩৩) ঋকের বিশদার্থ।

—•:‡§ × (:) × §‡:•—

এই মন্ত্রের অন্তর্গত "আসনি হব্যা জুহ্বানঃ" পদত্রয় উপলক্ষে, 'অগ্নি যে মুখে হব্যাদি গ্রাস করেন'—এই প্রকার অর্থ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। 'হবিঃ' বলিতে সাধারণতঃ ঘৃতাদি হবনীয় দ্রব্য উপলক্ষিত হয়। 'জুহ্বানঃ' পদে 'হোম করার বা অগ্নিতে প্রক্ষেপ করার' অর্থ আসে। সুতরাং অবাধে মন্ত্রের অর্থ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে,—'হে অগ্নি! আপনি হবিঃ ভক্ষণ করিয়া অর্থাৎ আহুত দ্রব্যাদি ভস্মসাৎ করিয়া আমাদিগের স্তোত্র সেবা করুন (গ্রহণ করুন),' স্তোত্র কি প্রকার? তাহারই পরিচায়ক-রূপে 'সপ্রথস্তমং' ও 'দেবপ্সরস্তমং, পদদ্বয় প্রযুক্ত দেখি। ঐ দুই পদের প্রচলিত অর্থে যথাক্রমে 'অতিবিস্তীর্ণ ও 'অতীশয় প্রীতিকর' অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। 'অতিবিস্তীর্ণ' হইতে উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত অর্থ আসিয়া থাকে। কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার আবার ঐ দুই বিশেষণের একটীকে ('সপ্রথস্তমং' পদটীকে) 'বচঃ' পদের বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং 'দেবপ্সরস্তমং' পদ হইতে 'দেবগণের সুখাদ্য' অর্থ আমনন করিয়া গিয়াছেন। মন্ত্রের দুইটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে কোন্ পদের কি অর্থ কি ভাবে গৃহীত হইয়া আসিতেছে, তাহা বোধগম্য হইবে।

(1) "Accept gladly our most widely-sounding speech, the most agreeable to the gods, thou who, in thy mouth, offerest the sacrificial food (to the gods)."

(2) "Accept our loudest-sounding hymn, food most delightful to the Gods,
Pouring our offerings in thy mouth."

রূপে দেবপ্সরাঃ—এতদ্বাক্যে 'দেবপ্সরাস্তম' পদ সিদ্ধ হয়। জুহ্বানঃ। হু ধাতু ব্যত্যয়ের দ্বারা শানচ্। 'অভ্যস্তানামাদিঃ, ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। আসনি। 'পদন্ন' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা আস্য শব্দের স্থানে আসন আদেশ। (১ম—৭৫সূ—১ঋ)।

• . •

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-উপলক্ষে দুইটী বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ, আমরা মনে করি, এই মন্ত্রের অন্তর্গত "আসনি হব্যা জুহ্বানঃ" পদত্রয়ে একটী রূপক অলঙ্কার প্রকাশ পাইয়াছে। অগ্নি-পক্ষে অর্থ-নিষ্কাশন করিতে গেলে, অগ্নির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, অগ্নির মুখ-রূপ কোনও অঙ্গ লক্ষ্য করা যায় না। প্রক্ষিপ্তহবিঃ তাঁহার সকল অঙ্গই মুখনামের বাচ্য। অতএব, ঐ দৃষ্টি উপলক্ষ্য করিয়াই 'আসনি' পদের প্রতিবাক্যে আমরা 'আত্মনি' পদ গ্রহণ করিয়াছি। তাঁহার আপনাতে তিনি হবিঃ গ্রহণ করেন—এই ভাবই 'আসনি' পদ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'হবিঃ' বা 'হব্যঃ' পদে 'সৎকর্ম্ম' বা 'শুদ্ধসত্ত্ব' অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ বিষয়ে আমরা বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। পুনরালোচনা বাহুল্যমাত্র। 'জুহ্বানঃ' পদে আহুতি-রূপে গ্রহণ করা—অঙ্গে অঙ্গে মিশাইয়া লওয়া—ভাব আসে। এ পক্ষে এখানে রূপক বিশ্লেষণ করিয়া মর্ম্ম পাইতে পারি,—'অগ্নি যেমন আহুত দ্রব্যাদিকে আত্মস্থ করিয়া লয়েন, সেইরূপ জ্ঞান যখন আমাদিগের কর্ম্মসমূহকে অঙ্গীভূত করিয়া লয়েন।' সেইরূপ হইলে অর্থাৎ জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের সম্মিলন সাধিত হইলে, যে অবস্থা হয়, এখানে "আসনি হব্যা জুহ্বানঃ" পদত্রয়ে সেই অবস্থারই কামনা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে,—'হে জ্ঞান! তুমি আমার কর্ম্ম-সমূহকে আত্মগত করিয়া লও; অর্থাৎ, আমার কর্ম্ম জ্ঞান-সমন্বিত হউক। কর্ম্মকে জ্ঞান-সমন্বিত করিয়া, তিনি কি করিবেন? আমাদিগের উচ্চারিত সেই মন্ত্রকে বা পূজাকে গ্রহণ করিবেন। মন্ত্র বা পূজা কিরূপ? 'সপ্রথস্তমং' ও 'দেবপ্সরস্তমং' পদদ্বয়ে তাহাই দ্যোতিত হইয়াছে। উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত মন্ত্র অথবা সুস্বাদু খাদ্য—ঐ দুই পদের দ্যোতক বলিয়া কখনই মনে করা যায় না। আমরা মনে করি, 'সপ্রথস্তমং' পদে 'প্রখ্যাত শ্রেষ্ঠলোকহিতসাধক' অর্থ আসে। ধাত্বর্থের বিশ্লেষণে তাহা বোধগম্য হয়। এইরূপ, 'দেবপ্সরস্তমং' পদে 'শ্রেষ্ঠ দেবভাবপ্রদাতা' ভাব প্রাপ্ত হই। মন্ত্র বা পূজা—আমাদিগকে দেবভাব-সমন্বিত করে। মন্ত্র বা পূজা—আমাদিগের পরমহিতসাধক। এতদ্বিষয়ে অধিক বিশ্লেষণ অনাবশ্যক। ফলতঃ, এই মন্ত্রের ভাব এই যে,—'আমাদিগের কর্ম্ম যখন জ্ঞানসমন্বিত হয়, আমাদিগের মন্ত্র বা পূজা তখন শ্রেষ্ঠদেবভাবপ্রদাতা ও

লোকহিতসাধক হয়; দেবতা সেই পূজাই গ্রহণ করিয়া থাকেন।' এই মন্ত্রের উপদেশ,—'মানুষ! তোমার কর্ম্মকে জ্ঞানানুসারী কর, এবং সেই কর্ম্মের সহিত তোমার পূজাকে দেবতার প্রতি ন্যস্ত করিতে অর্থাৎ দেবভাব-সমন্বিত করিতে প্রবৃত্ত হও। তাহাই তোমার শ্রেয়ঃসাধক হইবে।' (১ম—৭৪সূ—১ঋ)।

—— • ——

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। পঞ্চসপ্ততিতমং সূক্তম্। দ্বিতীয়া ঋক্।)

অথা তে অঙ্গিরস্তমাগ্নে বেধস্তম প্রিয়ম্।

বোচেম ব্রহ্ম সানসি ॥ ২ ॥

• • •

অথ পদ-পাঠঃ।

অথ। তে। অঙ্গিরঃস্তম। অগ্নে। বেধঃস্তম। প্রিয়ম্।

বোচেম। ব্রহ্ম। সানসি ॥ ২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অঙ্গিরস্তম' (শ্রেষ্ঠব্যাপক, চৈতন্যরূপেণ সর্ব্বত্রবিদ্যমন্) 'বেধস্তম' (শ্রেষ্ঠমেধাবিন্) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'অথ' (অনন্তরং, ভবতঃ কৃপাপ্রাপ্তঃ সন্তঃ বয়ং ইতি ভাবঃ) 'তে' (তব) 'সানসি' (সম্ভজনীয়ং, আনন্দপ্রদং) 'প্রিয়ং' (প্রীতিকরং) 'ব্রহ্ম' (ব্রহ্মরূপং মন্ত্রং, স্বয়ং ব্রহ্ম বা) 'বোচেম' (উচ্চারয়াম, অনুধ্যায়েম)। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ; উপাসকঃ জ্ঞানানুসরণায় উদ্বুদ্ধঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ। (১ম—৭৫সূ—২ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

শ্রেষ্ঠব্যাপক (চৈতন্য-রূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান্) শ্রেষ্ঠ মেধাবিন্ হে জ্ঞানদেব! অনন্তর (আপনার কৃপা প্রাপ্ত হইয়া) আপনার সম্ভজনীয়

(আনন্দপ্রদ) প্রীতিকর ব্রহ্মরূপ মন্ত্রকে (অথবা স্বয়ং ব্রহ্মকে) আমরা যেন অনুধ্যান করি। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক; উপাসক জ্ঞানানুসারী হইবার জন্য আপনাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন—ইহাই ভাব।)॥ (১ম—৭৫সূ—২ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে অঙ্গিরস্তম। অতিশয়েনাঙ্গনাদিগুণযুক্ত। যদ্বা অঙ্গিরসাং বরিষ্ঠ। বেধস্তম। বেধা ইতি মেধাবিনাম। অতিশয়েন মেধাবিন্নগ্নে। অথানন্তরং তে তুভ্যং সানসি সম্ভজনীয়ং প্রিয়ং প্রীতিকরং ব্রহ্ম স্তোত্রং বোচেম। বক্তারো ভূয়াস্ম॥

বোচেম। লিঙ্যাশিষ্যঙ্। বচ উমিত্যুমাগমঃ। সানসি। বনষণসম্ভক্তৌ। সানসিবর্ণসীত্যাদাবসিচ্প্রত্যয়ান্তো নিপাত্যতে। (১ম—৭৫সূ—২ঋ)॥

* * *

দ্বিতীয় (৮৩৪) ঋকের বিশদার্থ।

—— : * : ——

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'অঙ্গিরস্তম' ও 'বেধস্তম' পদদ্বয় উপলক্ষে প্রচলিত সকল প্রকার ব্যাখ্যাতেই অগ্নিকে 'মানুষ' বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। 'অঙ্গিরস্তম' পদে 'অঙ্গিরঃ-বংশীয় ঋষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ' অর্থ সাধারণতঃ গৃহীত হইয়া থাকে। 'বেধস্তম' পদে 'শ্রেষ্ঠ মেধাবী' বলিয়া উল্লিখিত হয়। যিনি অঙ্গিরঃ-বংশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যিনি শ্রেষ্ঠ মেধাবী, তিনি কি ঐ জ্বলন্ত অনল? তাহা কখনই মনে আসে না। এ পক্ষে, রূপক ভাঙ্গিয়া, অগ্নিকে মনুষ্য-পর্য্যায়েরই অন্তর্নিবিষ্ট করিতে হয়। কিন্তু, তাহাতে পূর্ব্বাপর ব্যাখ্যার সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। মনুষ্যের প্রীতিকর আনন্দপ্রদ বাক্য আমরা উচ্চারণ করিতে পারি; কিন্তু অন্যান্য কর্ম্ম

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'অঙ্গিরস্তম' অতিশয়রূপে অঙ্গনাদিগুণযুক্ত অথবা অঙ্গিরসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'বেধস্তম' (বেধা এই পদ মেধাবিনামবাচক) অতিশয়রূপে মেধাবিন্। 'অগ্নে' হে অগ্নি। 'অথ' অনন্তর 'তে' আপনার সম্বন্ধে 'সানসি' সম্ভজনীয় 'প্রিয়ং' প্রীতিকর 'ব্রহ্ম' স্তোত্রকে 'বোচেম' আমরা উচ্চারণ করিব।

বোচেম। 'লিঙ্যাশিষ্যঙ্' এবং 'বচ উমিং' ইত্যাদি সূত্রে উম্ আগম। সানসি। বন-ষণ ধাতু সম্ভক্তি অর্থ বুঝায়। 'সানসি' বর্ণসি' ইত্যাদি অসিচ্ প্রত্যয়ান্ত এবং নিপাতন দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। (১ম—৭৫সূ—২ঋ)।

* * *

যাহা অগ্নির দ্যোতক বলিয়া পূর্ব্বাপর প্রকাশ পাইয়া আসিয়াছে, মনুষ্য-রূপ অগ্নিতে তাহা কখনই সম্ভবপর নহে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া এবং মন্ত্রান্তর্গত সমস্যা-মূলক প্রোক্ত পদদ্বয়ের বিশ্লেষণে মর্ম্মার্থ অনুধাবন করিয়া, আমরা 'অঙ্গিরস্তম' পদে 'শ্রেষ্ঠব্যাপক' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। যে জ্ঞান সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, চৈতন্য-রূপে যাহা সংসারে সর্ব্বত্র ক্রিয়াশীল রহিয়াছে, 'অঙ্গিরস্তম' পদে সেই জ্ঞানকে নির্দ্দেশ করে। 'অঙ্গিরঃ' পদ যে জ্ঞানাঙ্গ-দ্যোতক, তাহা আমরা বহুত্র নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছি। জ্ঞান যে শ্রেষ্ঠ মেধা-বিশিষ্ট, তাহার বিশ্লেষণ বাহুল্য মাত্র। ফলতঃ, জ্ঞানপক্ষে জ্ঞানাধার ভগবানের বিভূতির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সম্বোধ্য ঐ দুই বিশেষণ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। এই দৃষ্টিতে অর্থ নিষ্পন্ন করিলে, অন্যান্য পদের ভাব-পরিগ্রহণ পক্ষে আর কোনই দ্বিধা উপস্থিত হয় না। জ্ঞানের সম্ভজনীয় ও প্রীতিকর মন্ত্রকে আমরা উচ্চারণ করি বা অনুধ্যান করি,—মন্ত্রের এই যে সঙ্কল্প, এতদ্দ্বারা 'জ্ঞানানুসরণে—ভগবানের উপাসনায় আমরা যেন প্রবৃত্ত হই' এইরূপ আত্মোদ্বোধনা প্রকাশ পায়।

এ পক্ষে, মন্ত্রের অন্তর্গত 'ব্রহ্ম' পদটী বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। ঐ পদে 'মন্ত্র' অর্থ পরিগৃহীত হয়। কিন্তু আমরা বলি, সে মন্ত্র—ব্রহ্ম-রূপ মন্ত্র। যাঁহারা জ্ঞানী, ব্রহ্মই (পরমেশ্বরই) তাঁহাদিগের সম্ভ-জনীয় ও প্রীতির সামগ্রী। তাই 'সানসি' ও 'প্রিয়ং' পদদ্বয় 'ব্রহ্ম' পদের দ্যোতক-রূপে প্রযুক্ত দেখি। এ পক্ষে 'অথ' পদের মর্ম্মানুধাবন আবশ্যক বলিয়া মনে করি। ঐ পদের 'অনন্তর' অর্থ হইতে ভাব প্রাপ্ত হই,—'জ্ঞানের কৃপা প্রাপ্ত হইয়া।' তদনুসারে সমগ্র মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব দাঁড়ায়,—'হে জ্ঞানদেব! আপনার কৃপা প্রাপ্ত হইয়া আপনার সম্ভজনীয় প্রিয় সেই ব্রহ্মকে আমরা যেন উপাসনা করিতে পারি।' মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য এইরূপ বলিয়াই, অর্থাৎ ব্রহ্মের উপাসনায় জ্ঞানই প্রধান সহায়—মন্ত্রে এই তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াই, আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (১ম—৭০সূ—২ঋ)।

—•—

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। পঞ্চসপ্ততিতমং সূক্তম্। তৃতীয়া ঋক্।)

কস্তে জামির্জ্জনানামগ্নে কো দাশ্বধ্বরঃ।

কো হ কস্মিন্নসি শ্রিতঃ॥ ৩॥

* * *

অথ পদ-পাঠঃ।

কঃ। তে। জামিঃ। জনানাম্। অগ্নে। কঃ। দাশুঽঅধ্বরঃ।

কঃ। হ। কস্মিন্। অসি। শ্রিতঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'জনানাং' (মনুষ্যাণাং মধ্যে) 'তে' (তব) 'জামিঃ' (শত্রুঃ প্রতিদ্বন্দ্বী বা) 'কঃ' (কো বিদ্যতে); জ্ঞানস্য প্রতিযোগী কোঽপি নাস্তি ইতি ভাবঃ; তথা 'দাশ্বধ্বরঃ' (সৎকর্ম্মপ্রাপকঃ—ভবৎসদৃশঃ) 'কঃ' (কো বিদ্যতে); জ্ঞানাৎ শ্রেষ্ঠঃ সৎকর্ম্মপ্রাপকঃ কোঽপি নাস্তি ইতি ভাবঃ; তথা 'হ' (হন্তা স্বরূপশক্তিসম্পন্নঃ বা) 'কঃ' (কো বিদ্যতে); জ্ঞানস্য হন্তা সমশক্তিসম্পন্নঃ বা কোঽপি নাস্তি ইতি ভাবঃ; অতঃ 'কস্মিন্' (স্থানে কর্ম্মণি বা) 'শ্রিতঃ' (আশ্রিতঃ, অবস্থিতঃ) 'অসি' (ভবসি) তৎ অনুসর্ত্তব্যং ইতি শেষঃ। জ্ঞানস্য প্রভাবং অনুভূত্বা জ্ঞানানুসরণায় সর্ব্বেষাং অনুরাগ-সম্পন্নতা কর্ত্তব্যা—ইতি ভাবঃ। (১ম—৭৫সূ—৩ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! মনুষ্যগণের মধ্যে আপনার শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী কে আছে? (ভাব এই যে—জ্ঞানের প্রতিযোগী কেহই নাই); আর, আপনার সদৃশ সৎকর্ম্মপ্রাপকই বা কে আছে? (ভাব এই যে,—জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সৎকর্ম্মপ্রাপক কেহই নাই); আর, আপনার হন্তা বা স্বরূপশক্তিসম্পন্ন কে আছে? (ভাব এই যে,—জ্ঞানের হন্তা বা

আপনি অবস্থিত আছেন, তাহা অনুসরণ করা আবশ্যক। (ভাব এই যে,—জ্ঞানের প্রভাব অনুভব করিয়া জ্ঞানের অনুসরণে সকলের অনুরাগ-সম্পন্ন হওয়া কর্ত্তব্য।)॥ (১ম—৭৫সূ—৩ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে অগ্নে! জনানাং মনুষ্যাণাং মধ্যে তে তব কো জামিঃ! কো বন্ধুঃ। ত্বং সর্ব্বৈর্গুণৈ-রাধিকো অসি। তবানুরূপ বন্ধুর্নাস্তীতি ভাবঃ। কো দাশ্বধ্বরঃ। দাশুর্দত্তোঽধ্বরো যজ্ঞো যেন স তথোক্তঃ। ত্বাং যষ্টুমপি সমর্থঃ কোঽপি নাস্তীত্যর্থঃ। কো হ ত্বং কথম্ভূতস্ত্বমীদৃগ্‌রূপ ইতি সর্ব্বৈর্ন জ্ঞায়স ইত্যর্থঃ। কস্মিন্ স্থানে শ্রিত আশ্রিতোঽসি বর্ত্তসে তৎস্থানমপি ন কেনচিৎ জ্ঞায়তে। অতস্ত্বমস্মাভির্ম্মাংসদৃষ্টিভিঃ কথমুপলব্ধব্যঃ ইত্যগ্নিঃ প্রশস্যতে॥

দাশ্বধ্বরঃ। দাশৃ দানে। উণাদয়ো বহুলমিতি বহুলবচনাৎ কর্ম্মণ্যুণ্ প্রত্যয়ঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্। যণাদেশ উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ। স্বরিতোঽনুদাত্ত-স্যেতি স্বরিতত্বম্॥ (১ম—৭৫সূ—৩ঋ)।

* * *

তৃতীয় (৮৫৩) ঋকের বিশদার্থ।

—‡•‡—

এই মন্ত্রের ভাব আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে প্রকাশ করিয়াছি। তথাপি কি সূত্রে কি ভাব আমরা গ্রহণ করিয়াছি, তাহার একটু আলোচনা করা যাইতেছে। মন্ত্রে একটী 'জামিঃ'

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'অগ্নে' অগ্নি! 'জনানাং' মনুষ্যগণের মধ্যে 'তে' আপনার 'কঃ জামিঃ' কে বন্ধু? আপনি সকল গুণের দ্বারা শ্রেষ্ঠ হয়েন, আপনার অনুরূপ বন্ধু নাই—ইহাই ভাব। 'কঃ দাশ্বধ্বরঃ' (দাশু শব্দে দত্ত এবং অধ্বর শব্দে যজ্ঞ বুঝায়; যাঁহার দ্বারা যজ্ঞ দত্ত হয় তিনিই দাশ্বধ্বর) আপনাকে যজন করিতে সমর্থ কেহই নাই—ইহাই ভাবার্থ। 'কঃ হ' আপনি কি প্রকার? আপনার এই প্রকার রূপ—ইহা সকলে জানেন না ইত্যর্থ। 'কস্মিন্' কোন্ স্থানে 'শ্রিতঃ' আশ্রিত আছেন—বর্ত্তমান থাকেন, সে স্থানও কেহই জানেন না। অতএব আপনি আমাদিগের মাংসদৃষ্টিসমূহের দ্বারা (এই চক্ষুর দ্বারা) কি প্রকারে উপলব্ধব্য? ইত্যাদি বাক্যে অগ্নির স্তুতি করা হইয়াছে।

দাশ্বধ্বরঃ। দাশৃ ধাতু দানার্থক। উণাদিগণীয়। 'বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে বহুল বচন-হেতু কর্ম্মণি-বাচ্যে উণ্-প্রত্যয়। বহুব্রীহিতে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। যণাদেশে 'উদাত্ত-স্বরিতয়োর্যণঃ স্বরিতোঽনুদাত্তস্য' ইত্যাদি সূত্রে স্বরিতত্ব। (১ম—৭৫সূ—৩ঋ)।

* * *

পদ আছে। ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে ঐ পদে 'মিত্রঃ' অর্থ গ্রহণ করা হয়। পূর্ব্বে 'জামিঃ' (জাময়ঃ) পদে ভাষ্যে 'ভগ্নী' অর্থ পরিগৃহীত হইতে দেখিয়াছি। এখানে 'বন্ধুঃ' প্রতিবাক্য দেখিলাম। আমরা কিন্তু ঐ পদে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব 'শত্রুঃ' অর্থ গ্রহণ করি। কি প্রকারে ঐ পদে 'শত্রুঃ' অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্বিষয় পূর্ব্বেই আলোচনা করা গিয়াছে। এখানেও সেই প্রতিবাক্যেরই সঙ্গতি দেখা যায়। জ্বলন্ত অগ্নি-পক্ষে অর্থ করিতে গেলে, অগ্নির মিত্র বা শত্রু সন্ধান করিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু জ্ঞানের শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী সংসারে কে আছে? এ পক্ষে, "জনানাং তে জামিঃ কঃ" পদ-কয়েকটীর ভাব এই যে,—'জ্ঞানের প্রতিদ্বন্দ্বী এ সংসারে কেহই নাই।' পূর্ব্বে ভাষ্যকার 'জামিঃ' পদে যে 'ভগ্নী' অর্থ গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, সে দৃষ্টিতে 'ভগ্নী' বা 'সহজাতা' হইতে জ্ঞান যে পৃথক নহে, এই ভাবই মনে আসে। কেন-না, জ্ঞানের 'ভগ্নী' বা 'সহজাতা' বলিতে 'ভক্তির' প্রতিই দৃষ্টি পড়ে। কিন্তু তাহাতে 'কঃ' পদের ভাব-সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। সুতরাং 'জামিঃ' পদের 'শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী' অর্থ ই আমরা সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করি।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ—"দাশ্বধ্বরঃ কঃ"। ঐ অংশের 'দাশ্বধ্বরঃ' পদের ভাষ্যানুসারী প্রতিবাক্য হইতেই 'সৎকর্ম্মপ্রাপক' ভাব প্রাপ্ত হই। জ্ঞানের দ্বারা যেরূপ সৎকর্ম্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তেমন আর অন্য কিছুতেই নহে। তাই প্রশ্ন দেখিতে পাই—'দাশ্বধ্বরঃ কঃ'। অর্থাৎ, জ্ঞানের ন্যায় সৎকর্ম্মসাধক এ সংসারে কে আছে? মন্ত্রের তৃতীয় অংশ—'হ কঃ'। 'হ' পদে 'হন্তা বা স্বরূপশক্তিসম্পন্ন' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিতে পারি।' জ্ঞানকে হনন করিতে পারে, অথবা জ্ঞানের সহিত সমশক্তিসম্পন্ন, এমন আর দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না। তাই বলা হইয়াছে;— 'হ কঃ'। মন্ত্রের চতুর্থ অংশ—"কস্মিন্ শ্রিতঃ অসি"। উহার অর্থ— 'জ্ঞান কোথায় অবাস্থিতি করেন।' ভাব এই যে,—'তাহা অবগত হইয়া জ্ঞানের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।' আমাদিগের মনে হয়, এই শেষোক্ত প্রশ্নের মধ্যেই মন্ত্রের মেরুদণ্ড অবস্থিত। কিরূপে জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারি? কোন্ পথে অগ্রসর হইলে জ্ঞানের আশ্রয়-স্থান দেখিতে পাই? সেই পথ মানুষ যখন সন্ধান করিয়া পায়, তখনই

তাহার শ্রেয়ঃ অধিগত হয়। সে পথ কি আর এখানে নির্দ্দেশ করার প্রয়োজন হয়? সে পথ—সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানের মধ্যে, সে পথ—ভগবানের উপাসনার মধ্যে বিস্তৃত রহিয়াছে। যাঁহারা সে পথ দেখিতে পান, সেই পথের অনুসারী হইয়া জ্ঞানার্জ্জনে প্রবৃত্ত হন, শ্রেয়ঃ তাঁহাদিগেরই অধিগত হইয়া থাকে। এই মন্ত্রের ভাবে ও শিক্ষায় সেই তত্ত্বই পরিজ্ঞাত হই। (১ম—৭৫সূ—৩ঋ)।

—•—

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। পঞ্চসপ্ততিতমং সূক্তম্। চতুর্থী ঋক্।)

ত্বং জামির্জনানামগ্নে মিত্রো অসি প্রিয়ঃ।

সখা সখিভ্য ঈড্যঃ ॥ ৪ ॥

* • *

অথ পদ-পাঠঃ।

ত্বম্। জামিঃ। জানানাম্। অগ্নে। মিত্রঃ। অসি। প্রিয়ঃ।

সখা। সখিহভ্যঃ। ঈড্যঃ ॥ ৪ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'ত্বং' (পূর্ব্বোক্তগুণশক্তিসম্পন্নত্বং) 'জনানাং' (লোকানাং—বিষয়িনাং কুটিলানাং পক্ষে ইতি ভাবঃ) 'জামিঃ' (শত্রুঃ) তথা 'জনানাং' (সরলচিত্তানাং সাধুনাং পক্ষে ইতি ভাবঃ) 'প্রিয়ঃ' (প্রীতিসাধকঃ) 'মিত্রঃ' (সুহৃৎ) 'অসি' (ভবসি); তথা ত্বং 'সখিভ্যঃ' (অনুরক্তেভ্যঃ) 'ঈড্যঃ' (স্তুত্যঃ, পূজ্যঃ) 'সখা' (অত্যন্তপ্রিয়ঃ) অসি ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—যে জ্ঞানানুসারিণঃ সন্তি জ্ঞানং তেষাং হিতসাধনং করোতি, তথা জ্ঞানোন্মেষেণ সহ পাপিনঃ অনুতপ্তাঃ ভবন্তি। (১ম—৭৫সূ—৪ঋ)॥

* • *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! পূর্ব্বোক্তগুণশক্তিসম্পন্ন আপনি মনুষ্যগণের অর্থাৎ বিজয়ী কুটিলগণের শত্রু এবং সরলচিত্ত সাধুজনগণের প্রিয় মিত্র হয়েন; আর অনুরাগসম্পন্ন জনগণের পূজ্য সখা অর্থাৎ অত্যন্ত প্রিয় হয়েন। (ভাব এই যে,—যাঁহারা জ্ঞানের অনুসারী, জ্ঞান তাঁহাদিগের হিতসাধন করেন, এবং জ্ঞানোন্মেষের সহিত পাপিগণ অনুতপ্ত হয়।) ॥ (১ম—৭৫সূ—৪ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে অগ্নে! ত্বমুক্তপ্রকারেণাচিন্ত্যরূপোঽপ্যনুগ্রহীতৃতয়া সর্ব্বেষাং জনানাং জামির্বন্ধুরসি। তথা প্রিয়ঃ প্রীণয়িতা ত্বং যজমানানাং মিত্রঃ প্রমীতেস্ত্রায়কোঽসি। ঈড্যঃ স্তুতিভিঃ স্তুত্যস্ত্বং সখিভ্যঃ সমানাখ্যানেভ্যঃ ঋত্বিগ্ভ্যঃ সখা সখিবদত্যন্তং প্রিয়োঽসি ॥

জামিঃ। জমু অদনে। জমন্তি সহৈকস্মিন্পাত্রেঽদন্তীতি জাময়ো বন্ধবঃ। জনিঘসিভ্যামিণ্। উ০ ৪।১৩১। ইতি বিধীয়মান ইণ্ বহুলবচনাদস্মাদপি দ্রষ্টব্যঃ। ঈড্যঃ। ঈড স্তুতৌ। ঈডবন্দবৃশংসদুহাং ণ্যৎ ইত্যাদ্যুদাত্তত্বম্॥ (১ম—৭৫সূ—৪ঋ)॥

* * *

চতুর্থ (৮৩৬) ঋকের বিশদার্থ।

—————:*:—————

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা উপলক্ষে 'জনানাং' পদটীকে আমরা দুই বার গ্রহণ করিয়াছি; এবং তাহাতে ঐ পদ দুইরূপ বিপরীত ভাব প্রকাশক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তদ্দ্বারা আমরা 'জামিঃ' ও 'মিত্রঃ' পদদ্বয়ের

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'অগ্নে' অগ্নি! 'ত্বং' উক্ত প্রকারে অচিন্ত্যরূপ আপনার অনুগৃহীত সকল 'জনানাং' লোকসমূহের আপনি 'জামিঃ' বন্ধু হয়েন; আর 'প্রিয়ঃ' প্রীণয়িতা আপনি যজমানগণের 'মিত্রঃ' প্রমীত অর্থাৎ ত্রায়ক 'অসি' হয়েন; 'ঈড্যঃ' স্তুতিসমূহের দ্বারা স্তুত্য আপনি 'সখিভ্যঃ' সমানাখ্যান ঋত্বিগ্‌গণের 'সখা' সখিবৎ অত্যন্ত প্রিয় হয়েন।

জামিঃ। জমু ধাতু অদনার্থক। একপাত্রে একসঙ্গে ভক্ষণ করে—এই অর্থে জাময়ঃ পদে বন্ধুগণকে বুঝায়। 'জনিঘসিভ্যামিণ্' ইত্যাদি সূত্রে (উ০ ৪।১৩১) বিধীয়মান 'ইণ্'। বহুলবচন-হেতু ইহাও দ্রষ্টব্য। ঈড্যঃ। ঈড ধাতু স্তুতি অর্থক। 'ঈডবন্দবৃশংসদুহাং ণ্যতঃ' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। (১ম—৭৫সূ—৪ঋ)।

* * *

ভাব-সঙ্গতি রক্ষার পক্ষে চেষ্টা পাইতেছি। ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'জামিঃ' পদ মিত্র-পর্য্যায়ের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে একই ভাব-প্রকাশক দুই পদের প্রয়োগ পুনরুক্তি-দোষ দুষ্ট বলিয়া মনে হয়। 'মিত্র' ও 'জামিঃ' পদদ্বয়ের যুগপৎ ব্যবহারে, আমরা তাই মনে করি, এখানে জ্ঞান-সম্বোধনে বলা হইয়াছে,—জ্ঞান মনুষ্যের শত্রু এবং জ্ঞান মনুষ্যের মিত্র।

জ্ঞান কাহাদিগের পক্ষে শত্রু এবং জ্ঞান কাহাদিগের পক্ষে মিত্র—তাহা বুঝিতে গেলে, পাপী কুটিলগণের প্রতি এবং সরল সাধুগণের প্রতি যুগপৎ দৃষ্টি পড়ে। পাপিগণের পক্ষে জ্ঞান দুই প্রকারে শত্রু বা শত্রুর ন্যায় কষ্টদায়ক হয়। জ্ঞান-সান্নিধ্যে আসিয়া পাপীর যে অনুতাপ, এক দৃষ্টিতে তাহাকে 'জামির' কার্য্য বলা যাইতে পারে; অন্য দৃষ্টিতে আবার বিকৃত পথে পরিচালিত হইয়া জ্ঞান (বিকৃত জ্ঞান) যে অনিষ্ট সাধন করে, তাহাতেও 'জামির' কার্য্য বলিয়া লক্ষ্য করিতে পারি। সৎজ্ঞান প্রভাবে সাধুগণ যে আনন্দ লাভ করেন, তাহাই মিত্রের কার্য্য। যখন সরল সাধুদিগের হৃদয়ে তাহার বিকাশ দেখিতে পাই, জ্ঞানকে তখনই 'প্রিয়ঃ মিত্রঃ' বলিয়া অভিহিত করা যায়। এই বিষয়ই মন্ত্রের শেষ চরণে "সখা সখিভ্যঃ ঈড্যঃ" পদ-কয়েকটীতে পরিস্ফুট দেখি। যাঁহারা সখিবৎ জ্ঞানের প্রতি অনুরাগসম্পন্ন, জ্ঞান তাঁহাদিগের পূজনীয় সখা-স্বরূপ অর্থাৎ অত্যন্ত প্রিয় হয়েন। এইরূপে জ্ঞানোন্মেষে কুটিল পাপিগণের কষ্ট এবং সরল সাধুগণের আনন্দ—ইহাই প্রতিপন্ন হয়। এ পক্ষে মন্ত্রে উপদেশ,—'মানুষ! তোমরা সরল সাধু হও, জ্ঞান তোমাদিগের সখার ন্যায় হিতকারী হইবেন।' * (১ম—৭৫সূ—৪ঋ)।

---

* এই মন্ত্রের আমরা যে ব্যাখ্যা করিলাম, সে ব্যাখ্যার সহিত প্রচলিত ব্যাখ্যাদির পার্থক্য বুঝাইবার জন্য নিম্নে মন্ত্রের একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"Thou, O Agni, art the kinsman, the dear friend ('Mitra') of men, a friend who is to be magnified by his friends."

উক্ত ইংরাজী অনুবাদে 'যামিঃ' পদে আত্মীয় (kinsman) অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে এবং 'মিত্রং' পদটীকে মিত্রদেবতার দ্যোতক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী মন্ত্রে মিত্রাবরুণের প্রসঙ্গ আছে; এখানে মিত্রদেবতার সম্বন্ধ সূচনা নিরর্থক।

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। পঞ্চসপ্ততিতমং সূক্তম্। পঞ্চমী ঋক্।)

যজা নো মিত্রাবরুণা যজা দেবাঁ ঋতং বৃহৎ।

অগ্নে যক্ষি স্বং দমম্ ॥ ৫ ॥

• • •

অথ পদ-পাঠঃ।

যজ। নঃ। মিত্রাবরুণা। যজ। দেবান্। ঋতম্। বৃহৎ।

অগ্নে। যক্ষি। স্বম্। দমম্ ॥ ৫ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব! হে অস্মাকং জ্ঞানং ইতি ভাবঃ) ত্বং 'নঃ' (অস্মদর্থং, অস্মাকং হিতসাধনায় ইত্যর্থঃ) 'মিত্রাবরুণাঃ' ('মিত্রাবরুণৌ দেবৌ, মিত্রস্বরূপং হিতসাধকং তথা অভীষ্টবর্ষকরূপং শ্রেয়ঃবিধায়কং দেবদ্বয়ং) 'যজ' (পূজয়, অস্মান্ প্রাপয় ইতি ভাবঃ); তথা দেবান্ (দীপ্তিদানাদিগুণান, সর্ব্বান্ দেবভাবান্) 'যজ' (পূজয়, অস্মান্ প্রাপয় ইত্যর্থঃ); তথা · 'বৃহৎ' (শ্রেষ্ঠং) 'ঋতং' (সত্যং, সৎকর্ম্মং) তথা 'স্বং' (স্বকীয়ং, অস্মানং) 'দমং' (আবাসস্থানং, যদ্বা—শাসনং, কুকর্ম্মণঃ মনোনিবৃত্তিং) 'যক্ষি' (পূজয়, প্রাপয় ইতি শেষঃ)। অস্মাকং জ্ঞানং অস্মান্ দেবভাবসম্পন্নান্ সৎকর্ম্মাণি নিয়োজিতান্ তথা কুকর্ম্মণঃ প্রতিনিবৃত্তান্ করোতু—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা ইতি ভাবঃ। (১ম—৭৫সূ—৫ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব (হে আমাদিগের জ্ঞান)! আপনি আমাদিগের জন্য অর্থাৎ আমাদিগের হিতসাধনের নিমিত্ত, মিত্র ও বরুণ দেবতাদ্বয়কে (অর্থাৎ মিত্রস্বরূপ হিতসাধক এবং অভীষ্টবর্ষক-রূপ শ্রেয়ঃবিধায়ক দেবদ্বয়কে) পূজা করুন অর্থাৎ আমাদিগকে প্রাপ্ত করুন; এবং দীপ্তিদানাদি গুণসমূহকে অর্থাৎ সকল দেহভাবকে পূজা করুন অর্থাৎ আমাদিগকে প্রাপ্ত করুন; এবং শ্রেষ্ঠ সত্যকে বা সৎকর্ম্মকে আর আপনার

আবাস-স্থানকে (অথবা শাসনকে—কুকর্ম্ম হইতে মনের নিবৃত্তিকে) পূজা করুন অর্থাৎ আমাদিগকে প্রাপ্ত করুন। (ভাব এই যে,—আমাদিগের জ্ঞান আমদিগকে দেবভাব-প্রদানে, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে ও কুকর্ম্মের নিবৃত্তিতে আমাদিগকে নিয়োজিত করুক।)॥ (১ম—৭৫সূ—৫ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে অগ্নে নোঽস্মদর্থং মিত্রাবরুণা এতৎসংজ্ঞৌ দেবৌ যজ। হবিষা পূজয়। তথা দেবানিন্দ্রাদীন যজ পূজয়। ঋতং সত্যং যথার্থফলং যজ্ঞং চ যজেত্যেব তদর্থং বৃহৎ প্রৌঢ়ং স্বকীয়ং দমং যজ্ঞগৃহং যক্ষি। যজ সঙ্গচ্ছস্ব ত্বয্যন্তর্বিদ্যমানে সতি হি যজ্ঞগৃহং পূজ্যতে॥

যজা। দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘত্বং। দেবান্। দীর্ঘাদটি সমানপাদ ইতি সংহিতায়াং নকারস্য রুত্বম্। আতোঽটি নিত্যমিত্যনুনাসিক আকারঃ। যত্বলোপৌ। যক্ষি। যজের্বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। (১ম—৭৫সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য পঞ্চমে ত্রয়োবিংশো বর্গঃ॥ ১।৫।২৩॥

* * *

পঞ্চম (৮৩৭) ঋকের বিশদার্থ।

———:•:———

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'যজ' ও 'যক্ষি' পদদ্বয়ের মর্ম্মানুধাবন করিলেই মন্ত্রার্থ বিশদ হইয়া আসে। সুতরাং ঐ দুই পদের বিশ্লেষণ উপলক্ষে দুই এক কথা আলোচনা করিতেছি। ঐ দুই পদ 'পূজা' অর্থেই ব্যবহৃত হয়। 'পূজা' বলিতে—অনুসরণ বা তত্তদ্ভাব প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'অগ্নে' অগ্নি! 'নঃ' আমাদিগের জন্য 'মিত্রাবরুণা' এতৎসংজ্ঞক দেবদ্বয়কে 'যজ' হবিদ্বারা পূজা করুন; আর 'দেবান্' ইন্দ্রাদিকে 'যজ' পূজা করুন; 'ঋতং' সত্যকে এবং যথার্থফল যজ্ঞকে যজনা করুন—এতদর্থে, 'বৃহৎ' প্রৌঢ় 'স্বং' আপনার 'দমং' যজ্ঞগৃহকে 'যক্ষি' যজনা করুন—সম্যক্-রূপে তথায় গমন করুন; আপনার অন্তর্বিদ্যমানে যজ্ঞগৃহকেও পূজা করা যায়।

যজা। 'দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ' ইত্যাদি সূত্রে দীর্ঘত্ব। দেবান্। 'দীর্ঘাদটি সমানপাদে' ইত্যাদি সূত্রে ও সংহিতাতে নকারের রুত্ব। 'আতোঽটি নিত্যং' ইত্যাদি সূত্রে অনুনাসিক আকার। যত্বের লোপ। যক্ষি। যজ ধাতু 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে শপের লোপ॥ ৫॥

প্রথম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ের ত্রয়োবিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৫।২৩॥

* * *

পায়। আমরা যে দেবগণের পূজা করি, তাহাতে কিছু-না-কিছু প্রাপ্তির প্রার্থনা সর্ব্বত্রেই বিদ্যমান্ থাকে। দেবতা যাহার অধিকারী, দেবতাতে যাহা পূর্ণরূপে অধিষ্ঠিত, মানুষ তাহাই প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করে। সেই দৃষ্টিতেই পূজা অর্থে অনুসরণ বা প্রাপ্তির ভাব দ্যোতিত হয়।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই মন্ত্রের 'যক্ষ' ও 'যক্ষি' পদদ্বয়ের মর্ম্ম, ব্যাখ্যা-পক্ষে কেমন সুষ্ঠু ভাব ব্যঞ্জনা করে। মিত্র ও বরুণদেবতা-দ্বয়কে আমাদিগের জ্ঞান অনুসরণ করুক,—মন্ত্রের প্রথমাংশে এই প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। এ পক্ষে মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে আমাদিগের জ্ঞান! তোমার সাহায্যে আমরা যেন মিত্রদেবতাকে ও বরুণদেবতাকে প্রাপ্ত হই। অর্থাৎ, যিনি সুহৃৎরূপে হিতসাধন করেন, আর যাঁহার দ্বারা সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, সেই দুই দেবতার কৃপা আমাদিগের মধ্যে বর্ষিত হউক।' মিত্র ও বরুণদেবতা বলিতে কি ভাব প্রকাশ পায়, নানাস্থানে আমরা তাহার আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। এখানে পুনরালোচনা বাহুল্য মাত্র।

এখন, "দেবান্ যক্ষ" পদদ্বয়ে কি ভাব ব্যক্ত করিতেছে—বুঝিয়া দেখুন। সকল ব্যাখ্যাতেই প্রকাশ,—'দেবান্ যক্ষ' পদদ্বয়ে এখানে অগ্নিকে বলা হইয়াছে,—'হে অগ্নি! তুমি দেবগণকে পূজা কর।' * কিন্তু আমাদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, জ্ঞানদেবতাকে সম্বোধন করিয়া এখানে বলা হইয়াছে,—'জ্ঞানের অধিকারী হইয়া আমরা যেন দেবোচিত গুণগ্রামে বিভূষিত হই,—জ্ঞানের সাহায্যে আমরা যেন সকল দেবভাবের অধিকারী হই।' আমরা বলি, এতদর্থ ই এখানে প্রকাশ পাইতেছে। 'বৃহৎ ঋতং' পদদ্বয়ে 'শ্রেষ্ঠ সত্যকে' বা সৎকর্ম্মকে প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান। জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ সত্যকে বা সৎকর্ম্মকে আনয়ন করে। তাই সেই আকাঙ্ক্ষা। 'দমং'

---

* প্রচলিত প্রায় সকল অর্থেই অগ্নি-সম্বোধনে বলা হইয়াছে,—'হে অগ্নি! তুমি মিত্রবরুণকে আনিয়া দাও, তোমার গৃহে লইয়া যাও।' মন্ত্রের একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতেই সে ভাব উপলব্ধ হইবে। যথা,—

"Bring to us Mitra, Varuna, bring the Gods to mighty sacrifice.

Bring them, O Agni, to thine home."

ঋক্—(১২২ নং সং ১৷৷)—২

পদে আমরা দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করি। ঐ পদের এক অর্থ—'আবাস-স্থান'; অন্য অর্থ—'শাসন' বা 'কুকর্ম্ম হইতে মনের প্রতিনিবৃত্তি।' ভাষ্যে ও প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'আবাসস্থান' অর্থই পরিগৃহীত হইয়াছে। আমরা দুই প্রকার অর্থেই ভাব-সঙ্গতি দেখিতে পাই। জ্ঞানের আবাস-স্থানের আকাঙ্ক্ষায়, 'আমাতে জ্ঞানের আবাস-স্থান হউক' বলায়, 'আমার মধ্যে জ্ঞানোন্মেষ হউক—আমি যেন সৎ-জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারি' এইরূপ প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। পক্ষান্তরে, 'আমার জ্ঞান আমায় যেন কুকর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত করে'—'দমং যক্ষি' পদদ্বয়ে সেই ভাব প্রকাশ পায়। এইরূপে বুঝিতে পারি, এই মন্ত্রে আপনাকে দেবভাব-সমন্বিত করিবার এবং কুকর্ম্মে প্রতিনিবৃত্ত করাইবার কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রটীকে আত্মোদ্বোধনামূলক বলিয়া মনে করিতে পারি। জ্ঞানের সাহায্যে দেবত্ব-প্রাপ্তিই মন্ত্রের সঙ্কল্প। (১ম—৭৫সূ—৫ঋ)।

—•—

ষট্সপ্ততিতম সূক্তানুক্রমণিকা।

কা ত ইতি পঞ্চর্চং তৃতীয়ং সূক্তম্। কা ত ইত্যনুক্রান্তম্। রাহূগণো গোতম ঋষিঃ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। অগ্নির্দেবতা। প্রাতরনুবাকস্যাগ্নেয়ে ক্রতৌ ত্রৈষ্টুভেছন্দসীদমাদিকে দ্বে সূক্তে। সূত্রিতং চ। উপ প্রজিন্বন্নিতি তিস্রো কা ত উপেতিরিতি সূক্তে। আ০ ৪।১৩। ইতি। আশ্বিনশস্ত্রেঽপ্যেতে প্রাতরনুবাকাতিদেশাৎ।

• • •

ষট্সপ্ততিতমসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'কা তে' ইত্যাদি পাঁচটী ঋকবিশিষ্ট তৃতীয় সূক্ত (ত্রয়োদশ অনুবাকের)। 'কা তে' ইত্যাদি অনুক্রান্ত আছে। রাহূগণের পুত্র গোতম-ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। অগ্নি দেবতা। প্রাতরনুবাকের আগ্নেয় ক্রতুতে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোবিশিষ্ট ইহার আদি দুইটী সূক্ত প্রযুক্তব্য। তদ্বিষয় এইরূপ সূত্রিত আছে,—'উপ প্রজিন্বন্নিতি তিস্রো কা ত উপেতিরিতি সূক্তে।' আ০ ৪।১৩। ইতি। আশ্বিনশস্ত্রেও প্রাতরনুবাকাতিদেশহেতু প্রযুক্ত হয়॥

• • •

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলম্। ত্রয়োদশোঽনুবাকঃ। ষট্‌সপ্ততিতমং সূক্তম্। প্রথমোঽষ্টকঃ।
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ। চতুর্বিংশঃ বর্গঃ।

ষট্‌সপ্ততিতমং সূক্তম্।

এই নূতন সূক্তে ছন্দের পরিবর্তন হইল; কিন্তু ঋষি ও দেবতা অভিন্ন রহিলেন। এই সূক্তেরও প্রচলিত অর্থে অগ্নিকে সাধারণতঃ মনুষ্য বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু দুই এক স্থলে সে বিষয়ে সংশয় আনয়ন করিবে।

সূক্তে পাঁচটী ঋক্ আছে। তাহার প্রথম ঋক্‌টী প্রশ্নমূলক। দ্বিতীয় ঋকের প্রচলিত অর্থে কেহ বা 'যজ্ঞস্থলে' কেহ বা 'যজ্ঞকুণ্ডে' অগ্নির আগমন কল্পনা করিয়াছেন। তদ্দ্বারা অগ্নির মনুষ্য-পর্য্যায়-সম্বন্ধে প্রমাণ আনয়ন করে। এই অগ্নি মুখের দ্বারা দেবগণের নিকট হব্য বহন করেন (চতুর্থ ঋকের প্রচলিত অর্থে)—এবম্প্রকার ব্যাখ্যাতেও তাঁহার মনুষ্য-প্রকৃতি-সম্বন্ধে সংশয়ের নিরাস করে। পক্ষান্তরে আবার দেখুন, তিনি দেবগণকে আহ্বান করিয়া যজ্ঞক্ষেত্রে উপবেশন করেন (দ্বিতীয় ঋকে প্রচলিত ব্যাখ্যাক্রমে), ইন্দ্রকে অশ্বদ্বয়ের সহিত যজ্ঞে আনয়ন করেন (তৃতীয় ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে), তিনি মনুর যজ্ঞে দেবগণের পূজা করিয়াছিলেন (পঞ্চম ঋকের ব্যাখ্যাক্রমে);—এবম্প্রকার তাঁহার কর্ম্মের বিষয় স্মরণ করিলেও, তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। তাঁহার মনস্তুষ্টির উপায় অন্বেষণ, তাঁহার সুখকর স্তুতির প্রয়োগ, তাঁহার ক্ষমতার পর্য্যাপ্ত যজ্ঞ, তাঁহাকে হব্যপ্রদানোপযোগী বুদ্ধির কামনা—তাঁহাতে মনুষ্যত্বের আরোপ করিয়াই আসিতেছে। এইরূপে এই সূক্তে অগ্নি প্রধানতঃ মনুষ্য-মধ্যেই পরিগণিত হয়েন। যাহা হউক, আমাদিগের দৃষ্টি অনুসারে মন্ত্রার্থে কি তথ্য সন্ধান করিয়া পাওয়া যায়, ব্যাখ্যা-উপলক্ষে তাহারই সন্ধান করা যাইবে। এখানে অধিক আলোচনা বাহুল্য মাত্র।

প্রথমমণ্ডলস্য ত্রয়োদশানুবাকঃ। ষট্‌সপ্ততিতমং সূক্তম্। ঋষিঃ দেবতা চ পূর্ব্ববৎ। প্রাতরনুবাকস্যাগ্নেয় ক্রতৌ বিনিয়োগঃ।

* . *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। ষট্‌সপ্ততিতমং-সূক্তম্। প্রথমা ঋক্।)

কা ত উপেতির্ম্মনসো বরায় ভুবদগ্নে

শন্তমা কা মনীষা।

কো বা যজ্ঞৈঃ পরিদক্ষং ত আপ কেন

বা তে মনসা দাশেম ॥ ১ ॥

* . *

অথ পদ-পাঠঃ।

কা। তে। উপ২ইতিঃ। মনসঃ। বরায়। ভুবৎ। অগ্নে।

শং২তমা। কা। মনীষা।

কঃ। বা। যজ্ঞৈঃ। পরি। দক্ষম্। তে। আপ। কেন।

বা। তে। মনসা। দাশেম ॥ ১ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'বরায়' (শ্রেষ্ঠায়) 'তে' (তুভ্যং—প্রাপ্তয়ে ইতি যাবৎ) 'মনসঃ' (অন্তঃকরণে, হৃদি ইতি ভাবঃ) 'কা' (কীদৃশী) 'উপেতিঃ' (গতিঃ—ত্বদনুসারিণী ইতি যাবৎ) 'ভুবৎ' (ভবেৎ); হে দেব! ত্বং প্রাপ্তেরুপায়ং মমৈব প্রদর্শয়—ইতি ভাবঃ;

হে দেব। 'কা' (কীদৃশী) 'মনীষা' (স্তুতিঃ, প্রজ্ঞা) তব 'শন্তমা' (সুখকরী) ভবেৎ ইতি শেষঃ; তব পূজাং অনুসরণোপায়ং বা ত্বমপি প্রদর্শয়—ইতি ভাবঃ; হে দেব। 'কঃ বা' (কো অন্যো বা) 'তে' (তব সম্বন্ধিভিঃ) 'যজ্ঞৈঃ' (সৎকর্ম্মভিঃ) 'দক্ষং' (আত্মশক্তিং, অসদ্বৃত্তেঃ প্রভাবদমনসামর্থ্যং) 'পর্য্যাপ' (পর্য্যাপ্নোৎ) ; ভবদনুগ্রহং বিনা কোঽপি অসদ্বৃত্তিদমনসমর্থঃ ন ভবতি—ইতি ভাবঃ; অতঃ হে দেব। 'কেন মনসা বা' (কীদৃশ্যা বুদ্ধ্যা বা) 'তে' (তুভ্যং) 'দাশেম' (বয়ং পূজেম—অনুসরেম) ; তব পূজাবিধিং ত্বমেব অস্মান্ প্রদর্শয়—ইতি ভাবঃ। (১ম—৭৬সূ—১ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ

হে জ্ঞানদেব! শ্রেষ্ঠ আপনাকে প্রাপ্তির জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আপনার অনুসারিণী কি গতি হইবে? (ভাব এই যে,—হে দেব! আপনার প্রাপ্তির উপায় আপনিই প্রদর্শন করুন)। হে দেব! কীদৃশী স্তুতি বা প্রজ্ঞা আপনার সুখকরী হইবে? (ভাব এই যে,—আপনার পূজা বা অনুসরণের উপায় আপনিই প্রদর্শন করুন)। হে দেব! কোন্ জনই বা আপনার সম্বন্ধীয় সৎকর্ম্মসমূহের দ্বারা আত্মশক্তিকে—অসদ্বৃত্তির প্রভাবদমনসামর্থ্যকে প্রকৃষ্টরূপে প্রাপ্ত হয়? (ভাব এই যে,—আপনার অনুগ্রহ ভিন্ন কেহই অসদ্বৃত্তির দমনে সমর্থ হয় না)। অতএব, হে দেব! কীদৃশী বুদ্ধির দ্বারা আপনাকে আমরা পূজা করিব—আপনার অনুসরণ করিব? (ভাব এই যে,—আপনার পূজাবিধি আপনিই আমাদিগকে প্রদর্শন করুন।)॥ (১ম—৭৬সূ—১ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে অগ্নে তে তব মনসো বরায় নিবারণায়াস্মাস্ববস্থাপনায় কোপেতির্ভূবৎ। কীদৃশমুপগমনং ভবেৎ। ন ক্যাপ্যস্তি। তবোচিতমুপগমনং বয়ং কর্ত্তুং ন শক্নুম ইতি ভাবঃ। মনীষা স্তুতিঃ শন্তমা তবাতিশয়েন সুখকরী কা কীদৃশী ভবেৎ। তবোচিতা স্তুতিরপি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'অগ্নে' অগ্নি! 'তে' আপনার 'মনসঃ বরায়' নিবারণের জন্য আমাদিগের মধ্যে অবস্থাপনের জন্য 'কা উপেতিঃ ভুবৎ' কি প্রকার উপগমন (গতি) হইবে? কোনই গতি নাই; আপনার যোগ্য অনুগমন করিতে আমরা শক্ত নহি—ইহাই ভাব; 'মনীষা' স্তুতি 'শন্তমা' আপনার অতিশয়রূপে সুখকরী 'কা' কিরূপ হইবে? আপনার উচিত স্তুতিও

নাস্তীত্যর্থঃ। কো বা যজমানো যজ্ঞৈস্তব সম্বন্ধিভির্যাগৈর্দক্ষং বৃদ্ধিং বলং বা পর্য্যাপ। পর্য্যাপ্নোৎ। ন কোঽপীত্যর্থঃ। তবোচিতান্যাগাননুষ্ঠায় তৈঃ ফলং প্রাপ্যত ইত্যেতদপি দুর্ঘটমেবেতি ভাবঃ। উপগমনাদিকান্তাবদাস্তাম্। তস্য সর্ব্বস্য সাধনভূতং মন এবাস্মাকং দুর্ল্লভমিত্যাহ। কেনেতি। হে অগ্নে তে তুভ্যং কেন মনসা কীদৃশ্যা বুদ্ধ্যা দাশেম। হবীংষি প্রযচ্ছাম। তবোপগমনাদ্যনুরূপং মনোঽস্মাকং নোৎপন্নত ইত্যর্থঃ॥

উপেতিঃ। তাদৌ চেতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বম্। বরায়। বৃঞ্ বরণে। অন্তর্ভাবিত-ণ্যর্থাদ্গ্রহবৃদনিশ্চিগমশ্চেত্যপ্। তস্য পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। ভুবৎ। লেট্যডাগমঃ। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। ভূসুবোস্তিঙীতি গুণপ্রতিষেধঃ। দক্ষম্। দক্ষ বৃদ্ধৌ ভাবে করণে বা ঘঞ্। ঞিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বম্॥ (১ম—৭৬সূ—১ঋ)।

* . *

প্রথম (৮৩৮) ঋকের বিশদার্থ।

—•:‡§×(:)×§‡:•—

আলোক সাহায্যে যেমন আলোক দৃষ্টিগোচর হয়, জ্ঞানের সাহায্যে সেইরূপ জ্ঞানের পরিবৃদ্ধি ঘটে। এই মন্ত্রের প্রশ্নমূলে সেই তত্ত্ব বিবৃত দেখি। ভাষ্যের এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত এই মন্ত্রের অর্থ-সম্পর্কে আমাদিগের বিশেষ কোনও মতান্তর ঘটে নাই। প্রশ্নপক্ষে যদিও বিভিন্ন ব্যাখ্যায় ভাবান্তর দৃষ্ট হয়, কিন্তু মর্ম্মপক্ষে অনৈক্য দৃষ্ট হইবে না। তবে প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে জ্বলন্ত অগ্নি সম্বন্ধে মন্ত্রের

নাই—ইহাই অর্থ। 'কঃ বা' অথবা কোন্ যজমান 'যজ্ঞৈঃ' আপনার সম্বন্ধীয় যাগসমূহ 'দক্ষং' বুদ্ধিকে অথবা বলকে 'পরি আপ' (পর্য্যাপ) পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাইবে? কেহই নহে—ইহাই অর্থ; আপনার উচিত যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠানে—তাহাদিগের দ্বারা ফল প্রাপ্তি হয়—ইহাও দুর্ঘট এই ভাব। উপগমনাদি সকলই তাঁহার অন্তর্গত। তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সাধনভূত মন আমাদিগের দুর্ল্লভ—ইহাই বলা হইয়াছে। কেন, তাহা বলা হইতেছে। হে অগ্নে! 'তে' আপনাকে 'কেন মনসা' কীদৃশ বুদ্ধির দ্বারা 'দশেম' হবিঃসমূহ আমরা প্রদান করিব? আপনার উপগমনাদির অনুরূপ মন আমাদিগের উৎপন্ন হয় নাই—ইহাই অর্থ।

উপেতিঃ। 'তাদৌ চ' ইত্যাদি সূত্রে গতির প্রকৃতিস্বরত্ব। বরায়। বৃঞ্ ধাতু বরণার্থক। তাহাতে অন্তর্ভাবিত ণ্যর্থ-হেতু 'গ্রহবৃদনিশ্চিগমশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে অপ্-প্রত্যয়। তাহার পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্তত্বে ধাতুস্বর অবশিষ্ট আছে। ভুবৎ। লেটে অট্ আগম। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে শপের লোপ। 'ভূসুবোস্তিঙি' ইত্যাদি সূত্রে গুণের প্রতিষেধ। দক্ষং। দক্ষ ধাতু বৃদ্ধি অর্থ জ্ঞাপক। ভাবে করণে বা ঘঞ্। ঞিত্ত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। (১ম—৭৬সূ—১ঋ)॥

* . *

প্রযুক্তি স্বীকার করা হইয়াছে বটে, কিন্তু তৎসমুদায়ের ভাবে মনুষ্য-রূপ অগ্নির প্রতিই নির্দ্দেশ আসিয়া পড়িয়াছে। মন্ত্রের দুইটী প্রচলিত ব্যাখ্যা (একটী ইংরাজী ও একটী বাঙ্গালা অনুবাদ) নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তদ্দ্বারা কাহার সম্বোধনে কোন্ পক্ষের অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে, তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে। যথা,—

(১) "হে অগ্নি! তোমার মনস্তুষ্টি করিবার কি উপায় আছে? তোমার সুখকর স্তুতি বা কীদৃশ? তোমার ক্ষমতার পর্য্যাপ্ত যজ্ঞ কে করিতে পারে? কীদৃশ বুদ্ধির দ্বারাই বা তোমাকে হব্য প্রদান করিব?"

(2) "What supplication is to thy mind's taste? What (pious) thought may be, O Agni, most agreeable to thee? Or who has won for himself thy wisdom by sacrifices? Or with what thoughts may we worship thee?"

এই প্রকার অর্থে মনুষ্য-প্রকৃতি-বিশিষ্ট বস্তুর প্রতিই লক্ষ্য আসে। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিতে গেলে, সে পক্ষে সর্ব্বত্র অর্থ-সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। আমাদিগের মতে, মন্ত্রের প্রার্থনা জ্ঞানদেবতার সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে। তদনুসারে মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের অর্থ-বিষয়ে ভাষ্য এবং প্রচলিত ব্যাখ্যা-সমূহ হইতে আমরা একটু মতান্তর পোষণ করিয়াছি। আমরা 'মনসঃ' পদে সপ্তমী বিভক্তি স্বীকার করি, কিন্তু অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বিভক্তি-ব্যত্যয়ে ঐ পদকে চতুর্থীর পদ বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন। * 'বরায়' পদে আমরা যে ভাব যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, অন্যে সে ভাব গ্রহণ করেন নাই। 'উপেতিঃ' পদে 'অনুসরণ বা গতি' অর্থ হইতেই জ্ঞানার্জ্জনের বিষয় মনে আসে। এইরূপে বুঝিতে পারি কিরূপ মন, কিরূপ বুদ্ধি, কিরূপ শক্তি প্রাপ্ত

---

* নানারূপ গবেষণার পর মন্ত্রের ইংরাজী অনুবাদকারী ওল্ডেনবর্গ লিখিয়া গিয়াছেন,— "All this tends to raise the supposition that in our passage also we should read Manase Varaya, which datives seem to depend on samtama." ইঁহার মতে মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের 'তে' পদটি 'তুভ্যং' হওয়া উচিত ছিল।

হইলে আমরা জ্ঞানবান্ হইতে পারি, এই মন্ত্রে তাহারই কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। পক্ষান্তরে এই মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক ; উপাসক আপনাকে জ্ঞানানুসারী করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। (১ম—৭৬সূ—১ঋ)।

—•—

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। ষট্সপ্ততিতমং সূক্তম্। দ্বিতীয়া ঋক্।)

এহ্যগ্ন ইহ হোতা নিষীদাদব্ধঃ সু

পুরএতা ভবা নঃ।

অবতাং ত্বা রোদসী বিশ্বমিন্বে যজামহে

সৌমনসায় দেবান্॥ ২॥

• • •

অথ পদ-পাঠঃ।

আ। ইহি। অগ্নে। ইহ। হোতা। নি। সীদ। অদব্ধঃ। সু।

পুরঃ৽এতা। ভব। নঃ।

অবতাম্। ত্বা। রোদসী ইতি। বিশ্বমিন্বে ইতি বিশ্বং৽ইন্বে।

যজ। মহে। সৌমনসায়। দেবান্॥ ২॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব, জ্ঞানং ইতি ভাবঃ) 'এহি' (আগচ্ছ, অধিতিষ্ঠ—মযি ইতি যাবৎ); 'ইহ' (অস্মিন্ মম কর্ম্মণি) 'হোতা' (দেবতাবানাং আহ্বাতা সন্) 'নিষীদ'

(উপবিশ, নিবস ইত্যর্থঃ); তথা 'অদব্ধঃ' (অসদ্‌বৃত্তিভিঃ অনাক্রান্তঃ সন্) 'নঃ' (অস্মাকং) 'পুরএতা' (পুরতঃ গন্তা, পথপ্রদর্শকঃ) 'সু ভব' (সুষ্ঠুরূপেণ এধি); তথা 'বিশ্বমিন্বে (সর্ব্বং ব্যাপ্নুবত্যৌ, সর্ব্বজীবাশ্রয়ভূতে) 'রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অবতাং' (প্রাপ্নুতাং, সর্ব্বত্র সর্ব্বে জ্ঞানাধিকারিণঃ ভবন্তু ইতি ভাবঃ); হে মম মনঃ! 'মহে' (মহত্যৈ) 'সৌমনসায়' (সুবুদ্ধিপ্রাপ্তয়ে, সজ্জ্ঞানলাভায় ইতি ভাবঃ) 'দেবান্' (দীপ্তিদানাদিগুণান্, দেবভাবান্) 'যজ' (পূজয়, অনুসরয়)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ; জ্ঞানং আহূয় আত্মনি প্রতিষ্ঠাপয়িতুং সঙ্কল্পঃ অত্র প্রকাশ্যতে। (১ম—৭৬সূ—২ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আগমন করুন—আমাতে অধিষ্ঠিত হইন; আমার এই কর্ম্মে দেবভাবসমূহের আহ্বানকারী হইয়া আপনি অবস্থান করুন, এবং অসদ্‌বৃত্তিসমূহ কর্ত্তৃক অনাক্রান্ত হইয়া সুষ্ঠুরূপে আমাদিগের পথপ্রদর্শক হউন; আর, সর্ব্বজীবের আশ্রয়ভূত দ্যুলোক ও ভূলোক আপনাকে প্রাপ্ত হউক, অর্থাৎ সর্ব্বত্র সকলে জ্ঞানাধিকারী হউক। হে আমার মন! মহৎ সৎ জ্ঞান-লাভের জন্য দীপ্তিদানাদিগুণসমূহকে অর্থাৎ দেবভাবনিবহকে অনুসরণ কর। (মন্ত্র আত্মোদ্বোধনমূলক; জ্ঞানকে আহ্বানপূর্ব্বক আপনাতে প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প এই মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে।)॥ (১ম—৭৬সূ—২ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে অগ্নে। এহি। আগচ্ছ। ইহাস্মিন্ যজ্ঞে হোতা দেবানামাহ্বাতা সন্নিষীদ। উপবিশ। নোঽস্মাকং পুরএতা পুরতো গন্তা সু ভব। সুষ্ঠু ভব। যস্মাত্ত্বমদব্ধঃ। রাক্ষসাদিভিরহিংস্যোঽসি। তাদৃশং ত্বাং বিশ্বমিন্বে সর্ব্বং ব্যাপ্নুবত্যৌ রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ ত্বা ত্বামবতাম্। রক্ষতাম্। আগত্যোপবিশ্য চ দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং রক্ষিতশ্চ সন্ মহে মহতে সৌমনসায় সৌমনস্যায় দেবান্ দানাদিগুণযুক্তান্ ইন্দ্রাদীন্ যজ। হবির্ভিঃ পূজয়।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'অগ্নে' অগ্নি! 'এহি' অগমন করুন; 'ইহ' এই যজ্ঞে 'হোতা' দেবগণের আহ্বানকারী হইয়া 'নিষীদ' উপবেশন করুন; উপবেশন করিয়া, 'নঃ' আমাদিগের 'পুরএতা' সম্মুখে গমনকারী 'সু ভব' সুষ্ঠুরূপে হউন; যেহেতু আপনি 'অদব্ধঃ' রাক্ষসাদির দ্বারা 'অহিংস্য' হয়েন; তাদৃশ আপনাকে 'বিশ্বমিন্বে' সকল ব্যাপক 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিবী 'ত্বা' আপনাকে 'অবতাং' রক্ষা করুন; আসিয়া উপবেশন-পূর্ব্বক দ্যাবাপৃথিবী কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া 'মহে' মহৎ 'সৌমনসায়' সৌমনস্য 'দেবান্' দানাদিগুণযুক্ত ইন্দ্রাদিকে 'যজ' হবিসমূহের দ্বারা পূজা করুন।

নিষীদ। সদেরপ্রতেরিতি ষত্বম্। সৌমনসায়। সুমনসো ভাবঃ সৌমনসম্। তস্যেদমিতি সম্বন্ধসামান্য ইত্যণ্ প্রত্যয়ঃ। স চাত্র ভাবলক্ষণে সম্বন্ধবিশেষে পর্য্যবস্যতি। যদ্বা হায়নান্ত যুবাদিভ্যোঽণ্। পা০ ৫।১।১৩০। ইতি ভাবেঽণ্। যুবাদিষস্য পাঠো দ্রষ্টব্যঃ॥ ২।

* * *

দ্বিতীয় (৮৩৭) ঋকের বিশদার্থ।

—:*:—

আমাদিগের ব্যাখ্যায় এই মন্ত্রটী পাঁচ অংশে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের অর্থ বিষয়ে প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত বিশেষ কোনই মতান্তর উপস্থিত হয় নাই। তবে প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহের ভাব এই যে, মন্ত্রের ঐ অংশে অগ্নিকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলা হইয়াছে,—'হে অগ্নি! আপনি আসুন; এই যজ্ঞে উপবেশন করুন।' এইরূপ আহ্বানে অগ্নি-সম্বোধনে কি ভাব প্রকাশ পায়, সুধীগণ বুঝিয়া দেখুন। আমরা বলি, এখানে হৃদয়ে জ্ঞানসঞ্চারের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। আমাতে আসিয়া জ্ঞান অধিষ্ঠিত হউন, আমাতে দেবভাবের সমাবেশ করিয়া জ্ঞান আমাতে প্রতিষ্ঠিত হউন,—এবম্বিধ কামনাই, আমরা মনে করি, মন্ত্রের ঐ দুই অংশে প্রকাশ পাইয়াছে।

এখন আমাদিগের পরিগৃহীত মন্ত্রের তৃতীয় অংশের ভাব পরিগ্রহণ করুন। তৃতীয় অংশটী ভাষ্যে দুই ভাগে বিভক্ত আছে। তাহাতে 'অদব্ধঃ' পদটীকে উপলক্ষ্য করিয়া অর্থ গৃহীত হইয়াছে,—'আপনি রাক্ষসগণ কর্তৃক অহিংসিত হয়েন।' কিন্তু আমরা বলি, ঐ 'অদব্ধঃ' পদের ভাব—'অসদ্বৃত্তিসমূহ কর্তৃক অনাক্রান্ত হইয়া।' আমার জ্ঞানার্জ্জন-পক্ষে আমার হৃদয়ে রাক্ষস-রূপ যে সকল অসদ্বৃত্তি বিঘ্ন উৎপাদন করিবে, তাহারা যেন আপনাকে স্পর্শ করিতে না পারে—ঐ পদে এইরূপ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এই অংশের 'পুরএতা' পদ, অগ্রে

নিষীদ। 'সদেরপ্রতেঃ' ইত্যাদি সূত্রে ষত্ব। সৌমনসায়। সুমনের ভাব—সৌমনস। 'তস্যেদং' ইত্যাদি সূত্রে 'সম্বন্ধসামান্যে' ইত্যাদি নিয়মে অণ্-প্রত্যয়। তাহা এখানে ভাব-লক্ষণে সম্বন্ধ-বিশেষে পর্য্যবসিত হইয়াছে। অথবা 'হায়নান্ত যুবাদিভ্যোঽণ্' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৫।১।১৩০) ভাবে অণ্-প্রত্যয়। যুবাদির মধ্যে উহার পাঠ দ্রষ্টব্য। (১ম—৭৬সূ—২ঋ)।

* * *

গমনের পথ-প্রদর্শনের ভাব প্রকাশ করে। তদনুসারে ঐ মন্ত্রাংশের "অদব্ধঃ নঃ পুরএতা সু ভব" বাক্যসমূহে ভাব প্রাপ্ত হই এই যে,—'হে জ্ঞান্! আমাদিগের অসদ্‌বৃত্তিসমূহ কর্তৃক অনাক্রান্ত থাকিয়া আপনি আমাদিগকে গন্তব্য পথ প্রদর্শন করুন।' সে পক্ষে এই অংশ সর্ব্বথা প্রার্থনামূলক।

অতঃপর মন্ত্রের চতুর্থ অংশের ভাব-সঙ্গতির বিষয় লক্ষ্য করুন। প্রচলিত সকল প্রকার অর্থ হইতেই আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ এখানে সম্পূর্ণ অন্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রচলিত সকল প্রকার অর্থেরই ভাব এই যে, এখানে অগ্নিকে সম্বোধন-পূর্ব্বক যেন বলা হইয়াছে,—'হে অগ্নি! সর্ব্বব্যাপক দ্যাবাপৃথিবী আপনাকে রক্ষা করুন।'* ইহা হইতে কেহ কেহ ভাব পরিগ্রহ করেন যে, এখানে যজ্ঞাদির জ্বলন্ত অনলকে দ্যুলোক ও ভূলোক দ্বারা সর্ব্বত্র রক্ষার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু আমাদিগের মত এই যে,—'অবতাং' পদের প্রতিবাক্য এখানে 'রক্ষতাং' না হইয়া 'প্রাপ্নুতাং' হওয়াই সঙ্গত। অব-ধাতুর উনিশ প্রকার অর্থ সাধারণতঃ প্রচলিত দেখি। তাহার মধ্যে—প্রাপ্তি, যাচন, আদান প্রভৃতি অর্থের প্রসিদ্ধি আছে। সুতরাং 'দ্যাবাপৃথিবী তোমাকে রক্ষা করুক'—

---

* এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহার দুইটী ব্যাখ্যা (একটী ইংরাজী ও একটী বাঙ্গালা অনুবাদ) নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তদ্দ্বারা মন্ত্রার্থ কি ভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহা বোধগম্য হইবে। যথা,—

(১) "হে অগ্নি! এই যজ্ঞে আগমন কর; দেবগণকে আহ্বান করতঃ উপবেশন কর; তুমি আমাদের পুরোগামী হও; কেন না তোমাকে কেহ হিংসা করিতে পারে না; সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী তোমাকে রক্ষা করুন; এবং তুমি দেবগণকে অত্যন্ত প্রীত করিবার জন্য পূজা কর।"

(২) "Come hither, Agni, sit down near as a Hotri. Become our undeceivable leader. May Heaven and Earth, the all-embracing, protect thee. Offer the sacrifice to the gods that they may be highly gracions to us."

এইরূপ ব্যাখ্যাই সাধারণতঃ প্রচলিত। কিন্তু একটী ব্যাখ্যায় গ্রিফিথ্‌সের অনুবাদে 'অবতাং' পদের প্রতিবাক্যে তাদ বাসুক (love) পদ গৃহীত হইয়াছে।

এরূপ না বলিয়া, 'দ্যুলোক ভূলোক সর্ব্বলোক তোমাকে প্রাপ্ত হউক, সকলেই জ্ঞানাধিকারী হউক'—এই মর্ম্মই এখানে সুসঙ্গত বলিয়া আমার মনে করি।

উপসংহারে মন্ত্রের পঞ্চম অংশ—"মহে সৌমনসায় দেবান্ যক্ষ্ব" পদ কয়টী—কি ভাব প্রকাশ করিতেছে, বুঝিয়া দেখুন। ভাষ্যের মর্ম্ম এই যে, এখানে যেন অগ্নিকে বলা হইতেছে,—'হে অগ্নি! তুমি সকল দেবগণকে পূজা কর।' অগ্নি অভিধায়ে যদি জ্বলন্ত অনলকে আহ্বান করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে অনল কেমন করিয়া দেবগণকে পূজা করিবেন? চর্ম্মচক্ষের দৃষ্টিতে এ ভাবে সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায় না। এখানে সে পক্ষে 'অগ্নি' বলিতে 'মনুষ্য' অর্থ কেহ কেহ গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা বলি, ঐ অংশে উপাসক সৎ-জ্ঞান-লাভের জন্য আপনাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। মনঃসম্বোধনে বা আত্মসম্বোধনে ঐ অংশের প্রযুক্তি স্বীকার করিতে হয়। 'সৌমনসায়' পদ তদ্ভাবের পোষকতা করে।

যথাপর্য্যায় মন্ত্রের বিভাগ-পঞ্চক অনুধাবন করিলে, আমাদিগের পরিগৃহীত ব্যাখ্যার ভাব-সঙ্গতি সর্ব্বথা পরিলক্ষিত হইবে। প্রথমতঃ, জ্ঞানকে আপনার মধ্যে অধিষ্ঠিত করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বলা হইয়াছে—সে অধিষ্ঠান কিরূপে সম্ভবপর? কর্ম্ম যদি জ্ঞানসমন্বিত হয়, তাহাতে যদি দেবভাবসমূহের সমাবেশ থাকে, তাহা হইলেই জ্ঞানের আবির্ভাব সার্থক হয়। তৃতীয়তঃ, তৃতীয় অংশে সেই সার্থকতার আভাস আছে। অসদ্বৃত্তিসমূহের দ্বারা প্রতিহত না হইলেই জ্ঞান সৎপথের প্রদর্শক হইয়া থাকে। ঐ প্রার্থনায় সেই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে। চতুর্থতঃ, চতুর্থ অংশের আকাঙ্ক্ষা—বিশ্বের সর্ব্বত্র সজ্‌জ্ঞানের বিকাশ। পঞ্চমতঃ, অর্থাৎ উপসংহারে আপনার মনকে বা আত্মাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে,—'মহে সৌমনসায়' অর্থাৎ, মহৎ সৎ-জ্ঞান-লাভের জন্য 'দেবান্' দেবভাবসমূহকে 'যক্ষ' অনুসরণ কর।

দেবভাবের অনুসারী হইলে, হৃদয় দীপ্তিদানাদি-গুণসমন্বিত হইলে, জ্ঞান আপনাই উদ্ভাসিত হয়। মন্ত্রে তাই আপনাকে উদ্বুদ্ধ করা হইতেছে,—'আমি যেন দেবভাবের অনুসারী হই; তাহা হইলেই

আমাতে জ্ঞানের বিকাশ পাইবে।' মন্ত্র এবম্বিধ ভাবপরম্পরাই প্রকাশ করিতেছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (১ম—৭৬সূ—২ঋ)।

— • —

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। ষট্‌সপ্ততিতমং সূক্তম্। তৃতীয়া ঋক্।)

প্র সু বিশ্বান্ রক্ষসো ধক্ষ্যগ্নে ভবা

যজ্ঞানামভিশস্তিপাবা।

অথা বহ সোমপতিং হরিভ্যামাতিথ্যমস্মৈ

চকৃমা সুদাব্নে ॥ ৩ ॥

* • *

অথ পদ-পাঠঃ।

প্র। সু। বিশ্বান্। রক্ষসঃ। ধক্ষি। অগ্নে। ভব।

যজ্ঞানাম্। অভিশস্তিঽপাবা।

অথ। আ। বহ। সোমঽপতিম্। হরিঽভ্যাম্। আতিথ্যম্। অস্মৈ।

চকৃম। সুঽদাব্নে ॥ ৩ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'বিশ্বান্' (সর্ব্বান্) 'রক্ষসঃ' (অসদ্বৃত্তিরূপান্ রাক্ষসান্) 'প্র সু ধক্ষি' (প্রকৃষ্টরূপেণ সুষ্ঠুভাবেন দহ, বিনাশয় ইত্যর্থঃ); তথা 'যজ্ঞানাং' (অস্মদনুষ্ঠিতানাং সৎকর্ম্মাণাং) 'অভিশস্তিপাবা' (হিংসয়াঃ রক্ষিতা, বিঘ্নবিনাশকঃ ইত্যর্থঃ) 'ভব' (এধি); 'অথ' (অনন্তরং) 'সোমপতিং' (শুদ্ধসত্ত্ব-পালকং, দেবতাবং

ইত্যর্থঃ, যদ্বা—ভক্তিং) 'হরিভ্যাং' (জ্ঞানকর্ম্মরূপাভ্যাং বাহকাভ্যাং) 'আবহ' (আনয় অস্মান্ প্রাপয়, যদ্বা—সংযোজয়); অস্মাসু জ্ঞানকর্ম্মভক্তি সম্মিলিতা ভবতু ইতি ভাবঃ; অতঃ এতৎকর্ম্মসাধনায় 'সুদাবে' (শোভনফলস্য দাত্রে) 'অস্মৈ' (জ্ঞানদেবায়) 'আতিথ্যং' (অতিথ্যর্হং সৎকারং, পূজাং অনুসরণং বা) বয়ং 'চকৃম' (কুর্ম্মঃ করবাম বা)। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ; ভাবঃ যথা—জ্ঞানং হি সকলবিঘ্নবিনাশকং সকলসদ্ভাবমূলং চ; অতঃ বয়ং সর্ব্বতোভাবেন জ্ঞানার্জ্জনায় সঙ্কল্পবদ্ধা ভবাম। (১ম—১৬সূ—৩ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! সকল অসদ্বৃত্তিরূপ রাক্ষসগণকে প্রকৃষ্টরূপে সুষ্ঠুভাবে বিনাশ করুন; এবং আমাদিগের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মসমূহের বিঘ্নবিনাশক হউন; অনন্তর শুদ্ধসত্ত্বের পালক দেবভাবকে, জ্ঞানকর্ম্ম-রূপ বাহকদ্বয়ের দ্বারা আনয়ন করুন; অথবা আমাদিগের মধ্যে জ্ঞানকর্ম্মভক্তি সম্মিলিত হউক—ইহাই ভাবার্থ; অতএব, এতৎকার্য্য সাধনের জন্য, সুষ্ঠুফলদাতা এই জ্ঞানদেবের জন্য আমরা যেন অতিথির ন্যায় সৎকার বা পূজা করি অর্থাৎ তাঁহার অনুসরণ করি। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক; ভাব এই যে,—জ্ঞানই সকল বিঘ্নবিনাশক এবং সকল সদ্ভাবের মূল; অতএব, আমরা সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানার্জ্জনে সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছি।)॥ (১ম—১৬সূ—৩ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে অগ্নে বিদ্বান্ সর্ব্বান্ রক্ষসো রাক্ষসান্ প্রসুধক্ষি। প্রকর্ষেণ দহ। দগ্ধ্বা চ যজ্ঞানামস্মাভিরনুষ্ঠেয়ানাং যাগানামভিশস্তিপাবাভিশস্তের্হিংসায়াঃ পাতা রক্ষিতা ভব। অথানন্তরং সোমপতিং সর্ব্বেষাং সোমানাং পালকমিন্দ্রং হরিভ্যাং তদীয়াশ্বাভ্যামাবহ। অস্মদ্যজ্ঞং প্রাপয়। আগতায়াস্মৈ সুদাবে শোভনস্য ফলস্য দাত্রে ইন্দ্রায়াতিথ্যমতিথ্যর্হং সৎকারং চকৃম। কুর্ম্মঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'অগ্নে' অগ্নি 'বিদ্বান্' সকল 'রক্ষসঃ' রাক্ষসদিগকে 'প্রসুধক্ষি' প্রকৃষ্টরূপে দগ্ধ করুন; এবং দগ্ধ করিয়া 'যজ্ঞানাং' আমাদিগের কর্তৃক অনুষ্ঠীয়মান যাগসমূহের 'অভিশস্তিপাবা' অভিশাস্ত অর্থাৎ হিংসার পাতা অর্থাৎ রক্ষিতা হউন, 'অথ' অনন্তর 'সোমপতিং' সকল সোমসমূহের পালক ইন্দ্রকে 'হরিভ্যাং' তাঁহার অশ্বদ্বয়ের দ্বারা 'আবহ' আমাদিগের যজ্ঞকে প্রাপ্ত করুন; আগত 'অস্মৈ' উঁহাকে 'সুদাবে' শোভন ফলের দাতা ইন্দ্রের নিমিত্ত 'আতিথ্যং' অতিথির যোগ্য সৎকার 'চকৃম' আমরা করি।

ধক্ষি। দহ ভস্মীকরণে। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্‌। ঢত্বভষ্‌ভাবকত্বষত্বানি। অভিশস্তিপাবা। শসু হিংসায়াম্‌। অস্মাদভিপূর্ব্বাদ্ভাবে ক্তিন্‌। অভিশস্তেঃ পাতীত্যভিশস্তিপাবা। পা রক্ষণে। আতো মনিন্নিতি বনিপ্‌। সোমপতিম্‌। পত্যাবৈশ্বর্য্য ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্‌। সুদাবে। পূর্ব্ববদ্দদাদের্ব্বনিপ্‌। অল্লোপোঽন ইত্যকারলোপঃ॥ (১ম—৭৬সূ—৩ঋ)।

* • *

তৃতীয় (৮৪০) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাবিষয়ে আমাদিগের মত প্রায়ই ভাষ্যের অনুসারী আছে। তবে আমরা যথাসাধ্য রূপক ভাঙ্গিবার চেষ্টা পাইয়াছি। প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহের সম্বোধন অগ্নি-সম্পর্কেই লক্ষ্য হয়। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হে অগ্নি! আপনি রাক্ষসগণকে দগ্ধ করুন; যজ্ঞের বিঘ্ন হইতে যজ্ঞকে রক্ষা করুন; সোমের অধিপতি ইন্দ্রকে হরি-নামক অশ্বদ্বয়ের দ্বারা বহন করিয়া আনুন; এবং আমরা অতিথির ন্যায় তাঁহাকে সৎকার করি।' ঐ প্রকার মন্ত্রার্থ কি ভাবে প্রচলিত আছে, তাহার আদর্শস্বরূপ দুইটী ব্যাখ্যা (একটী ইংরাজী ও একটী বাঙ্গালা অনুবাদ) নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা,—

(১) "হে অগ্নি! রাক্ষসগণকে দগ্ধ কর, এবং ঐ যজ্ঞবিঘ্নকারিগণের উৎপাৎ হইতে যজ্ঞ রক্ষা কর; সোমপায়ী ইন্দ্রকে হরিনামক অশ্বযুগলের সহিত এই যজ্ঞে আনয়ন কর, যে হেতু আমরা এই যজ্ঞে শুভফলদাতা ইন্দ্রকে অতিথি-স্বরূপ প্রার্থনা করি।"

(2) "Burn down all sorcerers, O Agni; become a protector of the sacrifices against imprecations. And conduct hither the lord of Soma (Indra) with his two bay horses. We have prepared hospitality for him, the good giver."

ধক্ষি। দহ ধাতু ভস্মীকরণ অর্থ বুঝায়। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে শপের লোপ। ঢত্ব ভষ্‌ভাবকত্ব ও ষত্ব। অভিশস্তিপাবা। শসু ধাতু হিংসার্থক। তাহাতে অভি-পূর্ব্ব-হেতু ক্তিন্‌। অভিশস্তির পাতি—এই অর্থে অভিশস্তিপাবা। পরক্ষণে 'আতো মনিন্‌' ইত্যাদি সূত্রে বনিপ্‌। সোমপতিম্‌। 'পত্যাবৈশ্বর্য্যে' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বপদের প্রকৃতি-স্বরত্ব। সুদাবে। পূর্ব্ববৎ সূত্রে দা-ধাতুতে বনিপ্‌ প্রত্যয়। 'অল্লোপোঽনঃ' ইত্যাদি সূত্রে অকারের লোপ। (১ম—৭৬সূ—৩ঋ)।

* • *

আমাদিগের মতে মন্ত্রের সম্বোধন জ্ঞানদেবতা সম্বন্ধে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'রক্ষসঃ' পদে, আমরা মনে করি, অসদ্বৃত্তিসমূহের প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে। জ্ঞানের সাহায্যেই আমাদিগের অসদ্বৃত্তিসমূহ নাশ প্রাপ্ত হয়। তাই জ্ঞানকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'হে জ্ঞানদেব! আমাদিগের হৃদয়ের অসদ্বৃত্তিসমূহকে আপনি বিনাশ করুন।' ইহাই মন্ত্রের প্রথম প্রার্থনার—"বিশ্বান্ রক্ষসঃ প্র সু ধক্ষি" পদ-কয়েকটীর মর্ম্ম।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ—"যজ্ঞানাং অভিশস্তিপাবা ভব"। সৎকর্ম্মে নানা বিঘ্ন বিদ্যমান। জ্ঞানের সাহায্য লাভ করিতে পারিলে সে সকল বিঘ্ন বিদূরিত হয়। এখানে সেই বিঘ্ন-বিদূরণের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। সৎকর্ম্মসাধনে বিঘ্ন দূরীভূত হইলে, দেবভাবের অধিকারী হওয়া যায়। মন্ত্রের তৃতীয় অংশের 'অথ' পদ, সেই অবস্থার দ্যোতনা করিতেছে। এই তৃতীয় অংশের অন্তর্গত 'সোমপতিং' ও 'হরিভ্যাং' পদদ্বয়ের মর্ম্ম অনুধাবন-যোগ্য। ঐ দুই পদের সাহায্যে ভাষ্যাদিতে ইন্দ্রকে এবং তাঁহার বাহন অশ্বদ্বয়কে আকর্ষণ করিয়া আনা হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি, 'সোমপতিং' পদে শুদ্ধসত্ত্বের পালককে বা দেবভাবকে অথবা অর্থান্তরে ভক্তিকে লক্ষ্য করা যায়। 'সোম' শব্দের তাৎপর্য্য আমরা বিশদভাবে বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। 'হরি' শব্দের তাৎপর্য্যও নানাস্থানে প্রকটন করিয়াছি। সেই সকল বিষয় অনুধাবন করিলে, মন্ত্রের তৃতীয় অংশে—"অথ সোমপতিং হরিভ্যাং আবহ" পদ-কয়টীতে ভাব প্রাপ্ত হই,—'আমাদিগের জ্ঞানকর্ম্ম-রূপ বাহকদ্বয় আমাদিগের মধ্যে যেন দেবভাবকে বহন করিয়া আনেন, অথবা আমাদিগের জ্ঞান ও কর্ম্মের সহিত আমাদিগের ভক্তির সম্মিলন হউক।' মন্ত্রের চতুর্থ বা শেষাংশে জ্ঞানদেবতার কৃপা-প্রাপ্তির বিষয়ে—জ্ঞানার্জ্জনের সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে। ভাব এই যে,—'সুষ্ঠু ফলের দাতা জ্ঞানদেবতাকে আমরা যেন পূজা করি—সর্ব্বতোভাবে আমরা যেন জ্ঞানানুসারী হই।' মন্ত্রের প্রথম তিনটী অংশ, জ্ঞানসম্বন্ধে প্রার্থনামূলক। চতুর্থ অংশ আত্মোদ্বোধনমূলক। ঐ চতুর্থ অংশে উপসংহারে আপনাকে জ্ঞানানুসারী করিবার জন্য উদ্বোধনা দেখা যায়। (১ম—৭৬সূ—৩ঋ)।

—— • ——

চতুর্থী ঋক্‌।

(প্রথমং মণ্ডলম্‌) ষট্‌সপ্ততিতমং সূক্তম্‌। দ্বিতীয়া ঋক্‌।)

প্রজাবতা বচসা বহ্নিরাসা চ হুবে নি

চ সৎসীহ দেবৈঃ।

বেষি হোত্রমুতপোত্রং যজত্র বোধি।

প্রযন্তর্জনিতর্বসূনাম্‌ ॥ ৪ ॥

* . *

অথ পদ-পাঠঃ।

প্রজাঽবতা। বচসা। বহ্নিঃ। আসা। আ। চ। হুবে। নি।

চ। সৎসি। ইহ। দেবৈঃ।

বেষি। হোত্রম্‌। উত। পোত্রম্‌। যজত্র। বোধি।

প্রঽযন্তঃ। জনিতঃ। বসূনাম্‌ ॥ ৪ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'প্রজাবতা' (ফলপ্রদেন) 'বচসা' (স্তোত্রেণ—স্তুতঃ সন্‌) 'বহ্নিঃ' (সত্ত্বানাং দেবভাবানাং বা বাহকঃ, জ্ঞানদেবঃ ইত্যর্থঃ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন, যথা—আত্মানং) 'আস' (আসে, হৃদি উপবিশতি, তিষ্ঠতি ইত্যর্থঃ, যথা—প্রক্ষিপতি, প্রতিষ্ঠাপয়তি ইত্যর্থঃ); পূজয়া অনুসরণেন বা জ্ঞানং অস্মাকং অধিগতং ভবতি ইতি ভাবঃ; অতোঽহং তং 'আ চ হুবে' (আহ্বয়ামি, অনুসরামি, জ্ঞানার্জ্জনায় সঙ্কল্পবদ্ধঃ ভবামি ইত্যর্থঃ); প্রার্থনা—হে দেব! ত্বং 'ইহ' (অস্মিন্‌ কর্ম্মণি, অস্মাকং কর্ম্মমাত্র ইতি ভাবঃ) 'দেবৈঃ' (দীপ্তিদানাদিগুণৈঃ, সর্ব্বৈঃ দেবভাবৈঃ সহ) 'নি-সৎসি' (নিষীদ, নিরন্তরং তিষ্ঠ ইত্যর্থঃ); অস্মাকং কর্ম্ম সর্ব্বথা জ্ঞানসংযুতং ভবতু—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা ইতি ভাবঃ; 'যজত্র' (অস্মাকং যজনীয় অনুসরণীয় বা হে জ্ঞানদেব) 'হোত্রং উত পোত্রং' (অস্মাকং অনুষ্ঠীয়মানং দেবাহ্বানমূলকং

তথা পবিত্রকারকং কর্ম্ম) ত্বং 'বেষি' (কাময়স্ব, অস্মাসু স্থাপয় ইত্যর্থঃ) ; জ্ঞানসাহায্যেন বয়ং যেন সৎকর্ম্মানুষ্ঠানসমর্থাঃ ভবাম—ইতি ভাবঃ ; 'জনিতঃ' (সর্ব্বস্য মঙ্গলস্য জনয়িতঃ হে জ্ঞানদেব) 'বসূনাং' (ধনানাং—নির্বাসমূলকানাং মোক্ষপ্রদানাং ইত্যর্থঃ) 'প্রযন্তঃ' (প্রকর্ষেণ নিয়ন্তঃ, বসূনি অস্মদায়ত্তানি কুর্ব্বন্) 'বোধি' (অস্মান্ বোধয়, সৎকর্ম্মসাধনায় জ্ঞানার্জ্জনায় বা উদ্বোধয় ইত্যর্থঃ)। জ্ঞানদেবঃ অস্মাকং জ্ঞানদাতা ভবতু—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৭৬সূ—৪ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ফলপ্রদ স্তোত্রের দ্বারা স্তুত হইয়া, সত্ত্বভাবসমূহের অর্থাৎ দেবভাব-নিবহের বাহক জ্ঞানদেব, সর্ব্বতোভাবে হৃদয়ে অবস্থিতি করেন, অথবা আপনাকে আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন; পূজার অর্থাৎ অনুসরণের দ্বারা জ্ঞান আমাদিগের অধিগত হয়, ইহাই ভাবার্থ; অতএব, আমি তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছি অর্থাৎ জ্ঞানার্জ্জনে সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছি; প্রার্থনা—হে দেব! আপনি আমাদিগের কর্ম্মমাত্রে নিরন্তর অবস্থিতি করুন; (ভাব এই যে,—আমাদিগের কর্ম্ম সর্ব্বথা জ্ঞানসংযুত হউক); আমাদিগের যজনীয় অনুসরণীয় হে জ্ঞানদেব! আমাদিগের অনুষ্ঠীয়মান দেবাহ্বানমূলক এবং পবিত্রকারক কর্ম্মকে আপনি কামনা করুন, অর্থাৎ আমাদিগের মধ্যে স্থাপন করুন; (ভাব এই যে,—জ্ঞানের সাহায্যে আমরা যেন সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে সমর্থ হই); সকল মঙ্গলের জনয়িত হে জ্ঞানদেব! নির্বাসমূলক মোক্ষপ্রদ ধনসমূহের প্রকৃষ্টরূপে প্রাপক করিয়া অর্থাৎ সেই ধনসমূহকে আমাদিগের আয়ত্তাধীন করিয়া, আমাদিগকে আপনি সৎকর্ম্মসাধনে—জ্ঞানার্জ্জনে উদ্বুদ্ধ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানদেবতা আমাদিগের জ্ঞানদাতা হউন।)॥ (১ম—৭৬সূ—৪ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

প্রজাবতা যজমানেভ্যো দাতব্যাপত্যাদিফলোপেতেন বচসা স্তোত্রেণ স্তুতঃ সন্ যোঽগ্নিরাসাস্থানীয়য়া জ্বালয়া বহ্নির্দেবেভ্যো হবিষাং বোঢ়া তমগ্নিমা চ হুবে। আহ্বয়ামি।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'প্রজাবতা' যজমানগণের জন্য দাতব্য অপত্যাদিফলোপেত 'বচসা' স্তোত্রের দ্বারা স্তুত হইয়া যে অগ্নি 'আসা' আস্যস্থানীয় জ্বালার দ্বারা 'বহ্নিঃ' দেবগণের নিমিত্ত হবিঃসমূহের বহনকারী সেই অগ্নিকে 'আচহুবে' আহ্বান করি; আহূত হইয়া, আপনি 'ইহ' এই কর্ম্মে

আহুত সন্ ত্বমিহাস্মিন কর্ম্মণি দেবৈরন্যৈঃ সহ নিসৎ সি চ। নিষীদ চ। নিষদ্য চ হে যজত্র যজনীয়াগ্নে হোত্রং হোত্রা ক্রিয়মাণং কর্ম্ম উত অপিচ পোত্রং পোত্রা কৃতং কর্ম্ম চ বেষি। কাময়স্ব। বস্বনাং ধনানাং প্রযন্তঃ। প্রকর্ষেণ নিয়ন্ত। বস্বস্মদায়ত্তানি কুর্ব্বন। জনিতঃ। আহুতি দ্বারা সর্ব্বস্য জনয়িতরগ্নে বোধি। অস্মান্ বোধয়।

আসা। পদ্দন্নিত্যাদিনাস্য শব্দস্যাসন্নাদেশঃ। সুপাং সুলুগিতি তৃতীয়া ডাদেশঃ। টিলোপ উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ বিভক্তেরুদাত্তত্বম্। হ্বয়ে। হ্বেঞো লটি বহুলং ছন্দসীতি সম্প্রসারণম্। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। চবাযোগে প্রথমেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। বোধি। বুধ অবগমনে। অস্মাণ্ণ্যন্তাচ্ছন্দস্যুভয়থেতি হেরার্দ্ধধাতুকত্বাণ্ণেরনিটীতি ণিলোপঃ। হুঝল্‌ভ্যো হের্ধিঃ। ধাতোরন্ত্যলোপশ্ছান্দসঃ। হেরপিত্ত্বাত্তস্যৈব স্বরঃ শিষ্যতে ॥ ৪ ॥

• • •

চতুর্থ (৮৪১) ঋকের বিশদার্থ।

—‡•‡—

এই মন্ত্রের পদবিন্যাসে বিশেষরূপ জটিলতা লক্ষিত হয়। মন্ত্রে একটী 'প্রজাবতা' পদ আছে। তাহা হইতে দ্বিবিধ অর্থ পরিগৃহীত হইতে দেখি। ভাষ্যে এবং ভাষ্যানুসারী ব্যাখ্যায় ঐ পদ 'বচসা' পদের বিশেষণ। 'যে মন্ত্র অপত্যাদি ফল প্রদান করে, সেই মন্ত্রের দ্বারা'—এবম্প্রকার অর্থ বুঝাইবার উদ্দেশে, 'প্রজাবতা বচসা' পদদ্বয় প্রযুক্ত হইয়াছে,—ভাষ্যানুসারী ব্যাখ্যাসমূহের ইহা সিদ্ধান্ত। কিন্তু, কোনও

'দেবৈঃ' অন্যান্য দেবগণের সহিত 'নিসৎসি চ' উপবেশন করুন; উপবেশন করিয়া, হে 'যজত্র' যজনীয় অগ্নে! 'হোত্রা' হোত্রক্রিয়মাণ-কর্ম্মকে 'উত' আর 'পোত্রং' এবং পোত্রা কৃত কর্ম্মকে 'বেষি' কামনা করুন; 'বস্বনা' ধনসমূহের 'প্রযন্তঃ' প্রকর্ষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া অর্থাৎ ধনসমূহকে আমাদিগের আয়ত্তাধীন করিয়া 'জনিতঃ' আহুতির দ্বারা সকলের জনয়িত হে অগ্নে! 'বোধি' আমাদিকে উদ্বুদ্ধ করুন।

'আসা'। 'পদ্দন্' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা আস্য শব্দের স্থানে আসন্ আদেশ। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে তৃতীয়ায় ডা আদেশ। টিলোপ। উদাত্তনিবৃত্তিস্বরের দ্বারা বিভক্তির উদাত্তত্ব। হ্বয়ে। হ্বেঞ ধাতু লটে 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে সম্প্রসারণ। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে শপের লোপ। 'চবাযোগে প্রথমা' ইত্যাদি সূত্রে নিঘাতের প্রতিষেধ 'বোধি' বুধ ধাতু অবগমনার্থক। তাহাতে ণ্যন্ত-হেতু 'ছন্দস্যুভয়থ' ইত্যাদি সূত্রে হেরার্দ্ধ-ধাতুকত্ব হেতু 'ণেরনিটি' ইত্যাদি সূত্রে ণি-লোপ। 'হুঝল্‌ভ্যো হের্ধিঃ' ইত্যাদি সূত্রে। ধাতুর অন্ত্য লোপ—ছান্দসে। হেরপিত্ব-হেতু তাহারই স্বর অবশিষ্ট আছে। (১ম—৭৬সূ—৪ঋ)।

• • •

কোনও ব্যাখ্যাকার 'পুত্রাদির সহিত উচ্চারিত মন্ত্রের দ্বারা' অর্থ গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। আমরা ঐ 'প্রজাবতা বচসা' পদদ্বয়ে সাধারণ-ভাবে 'ফলপ্রদ মন্ত্রের দ্বারা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ-ফল যে স্তোত্রের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই ঐ দুই পদের তাৎপর্য্য। 'বহ্নিঃ' পদে দেবগণের নিকট 'হবিসমূহের বহনকারী অর্থ হইতে অগ্নিকে লক্ষ্য করা হয়। আমাদিগের সিদ্ধান্ত এই যে,—ভগবৎ সমীপে শুদ্ধসত্ত্বের বহনকারী বলিয়াই এখানে 'বহ্নিঃ' পদ জ্ঞান-দেবতা-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। জ্ঞানই ভগবৎ-সমীপে আমাদিগের পূজা বহন করিয়া লইয়া যায়,—জ্ঞানোন্মেষের ফলেই আমরা ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হই। 'বহ্নিঃ' পদের 'বাহক' অর্থ এই ভাবই দ্যোতনা করে।

এই মন্ত্রাংশের সর্ব্বাপেক্ষা সমস্যামূলক পদ—'আসা'। ঐ পদটীকে তৃতীয়া বিভক্তির পদ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'মুখের দ্বারা'। অগ্নির জ্বলনই মুখস্বরূপ পরিকল্পিত হয়। সেই মুখের দ্বারা অগ্নি হবিসমূহ ভক্ষণ করেন—এতদর্থই 'আসা' পদে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা বলি, ঐ 'আসা' পদের রূপ—'আস+আ'। উপবেশন-অর্থমূলক আস্ ধাতুর লিটে 'আস' পদ বুৎপন্ন হয়। এখানে লটের অর্থে ঐ লিটের প্রযুক্তি স্বীকার করিতে পারি। তদনুসারে, 'উপবেশন করেন'—এই অর্থে, 'উপবিশতি' বা 'তিষ্ঠতি' প্রতিবাক্য গ্রহণ করা যায়। অথবা, প্রক্ষেপণ অর্থ-মূলক 'অস্' ধাতু হইতেও ঐ 'আস' পদের ব্যুৎপত্তি স্বীকার করিতে পারি। তাহাতে 'প্রক্ষিপতি' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। এইরূপে 'আস্' বা 'অস্' ধাতু হইতে ঐ 'আস' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে মনে করিয়া, উহার সহিত সংযুক্ত 'আ' পদে 'সর্ব্বতোভাবে' বা 'আপনাকে' অর্থ গ্রহণ সঙ্গত হয়। আমরা তাই 'আ' পদে সর্ব্বতোভাবেন' ও 'আত্মনং' প্রতিবাক্য গ্রহণ-পূর্ব্বক একই ভাবমূলক দুই প্রকার সদর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এইরূপে, "প্রজাবতা বচসা বহ্নিঃ আসা" পদ-চতুষ্টয়ে আমরা অর্থ গ্রহণ করিতে পারিয়াছি,—(১) ফলপ্রদ স্তোত্রের দ্বারা স্তুত হইয়া শুদ্ধসত্ত্বের বহনকারী জ্ঞানদেবতা সর্ব্বতোভাবে হৃদয়ে অবস্থিতি করেন; অথবা, (২) ফলপ্রদ স্তোত্রের দ্বারা স্তুত হইলে দেবভাবের সংবাহক জ্ঞানদেবতা আপনাকে স্তুতিকারীর

হৃদয়ে প্রক্ষিপ্ত বা প্রতিষ্ঠিত করেন। ভাব এই যে,—স্তোত্র-মন্ত্রাদির অনুধ্যানে যদি আমরা জ্ঞানের অনুসারী হই, তাহা হইলে জ্ঞানদেবতা সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়েন; অর্থাৎ, ভগবানের পূজায় বা উপাসনায় বিনিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের পরিবৃদ্ধি সাধিত হয়।

তাই দেখুন, পূর্ব্ববর্ত্তী অংশে যেন সঙ্কল্প করা হইতেছে,—'আ চ হুবে'। তাই দেখুন, পরবর্ত্তী অংশে যেন প্রার্থনা জানান হইতেছে,—"ইহ দেবৈঃ নিসৎসি"। এই দুই বাক্যাংশে, মন্ত্রার্থে সাধারণতঃ প্রকাশ পাইয়াছে—এখানে অগ্নিকে আহ্বান করা হইয়াছে এবং উপবেশন করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি, ঐ দুই অংশের ভাব এই যে,—'ফলপ্রদ মন্ত্রের দ্বারা আহ্বান করিলে জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়; জ্ঞানার্জ্জনে সঙ্কল্পবদ্ধ আমি সেইমত জ্ঞানের অনুসরণ করিতেছি।' আমার প্রার্থনা—সকল দেবভাবের সহিত জ্ঞান আসিয়া আমাতে অধিষ্ঠিত হউন। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম চরণের অগ্নি-সম্বোধনে মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত ছিল, আমাদিগের ব্যাখ্যায় তাহা অন্য মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিল। মন্ত্রের এই প্রথম চরণের প্রচলিত ব্যাখ্যা,—"যে অগ্নি মুখে হব্য বহন করেন, আমরা পুত্রাদির সহিত স্তোত্রমন্ত্র দ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করি; হে অগ্নি! তুমি দেবমণ্ডলীর সহিত উপবেশন কর।" * কিন্তু আমাদিগের অর্থ দাঁড়াইল,—"দেবভাবের সংবাহক জ্ঞান, অনুসরণের ফলে, হৃদয়স্থ হয়েন, আমরা সেই জ্ঞানের অনুসরণে সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছি; আমাদিগের কর্ম্মমাত্র জ্ঞানসম্বন্ধযুত হউক।" ভাব এই যে,—'অজ্ঞানতানিবন্ধন আমরা যেন কখনও কোনও অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত না হই।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটী, ব্যাখ্যা-উপলক্ষে দুই ভাগে বিভক্ত হয়। আমরাও সেই দুই ভাগেই বিভক্ত করিয়াছি। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে

---

* সমগ্র মন্ত্রটীর একটী ইংরাজী অনুবাদও নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতেই বা কি ভাব পরিগৃহীত হইয়াছে, বুঝিয়া দেখুন;—

"Thou Priest with lip and voice that bring us children hast been invoked. Here with the Gods be seated.

Thine is the task of Cleanser and Presenter: waken us, Wealth bestower and Producer."

সেই দুই অংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—"হে যজনীয় অগ্নি! তুমি হোতার কার্য্য সম্পাদন কর, এবং আমাদিগের ধনদাতা ও প্রতিপালয়িতা হইয়া আমাদিগকে প্রতিপালন কর।" কিন্তু আমাদিগের অর্থ একটু স্বতন্ত্র ভাবের প্রকাশক হইতেছে। আমরা "যজত্র হোত্রং উত পোত্রং বেষি" এবং "জনিতঃ বসূনাং প্রযন্তঃ বোধি" এইরূপ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দ্বিতীয় চরণটীর ব্যাখ্যা করিয়াছি। যিনি যজনীয় বা অনুসরণীয়, তাঁহারই সম্বোধন 'যজত্র' পদ প্রাপ্ত হই। জ্ঞান—সকলেরই অনুসরণীয়। সুতরাং এখানে জ্ঞান-সম্বোধনে ঐ পদ প্রযুক্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। 'হোত্রং উত পোত্রং' পদত্রয়ে, 'হোতার ও পোতার কার্য্য'—এবম্প্রকার অর্থ হইতে, দেবাহ্বানমূলক পবিত্রকারক কর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য আসে। জ্ঞান কর্ত্তৃক সেই কর্ম্ম—দেবভাবের পরিবর্দ্ধক ও পবিত্রকারক কর্ম্ম—আমাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হউক,—ইহাই এই অংশের প্রার্থনার তাৎপর্য্য। 'জনিতঃ' পদে সকল মঙ্গলের জনয়িতা যে জ্ঞান, তাঁহারই সম্বোধন প্রতিপন্ন হয়। 'বসূনাং' পদে নিবাসস্থানমূলক ধনসমূহের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালিত হইয়া থাকে। মোক্ষপ্রদ স্থানই মানুষের শ্রেষ্ঠ নিবাসস্থান। জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ সেই স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই স্থান অর্থাৎ মোক্ষাদি প্রাপ্তির পক্ষে সৎকর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে জ্ঞান আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করুন,—ইহাই এই অংশের প্রার্থনার মর্ম্ম। (১ম—৭৬সূ—৪ঋ)।

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

একাদশিনস্থাগ্নেয়স্য পশোর্যথা বিপ্রস্যেত্যেষা পশু পুরোডাশস্য যাজ্যা। সূত্রিতং চ প্রদানানামিতি খণ্ডে। যথা বিপ্রস্য মনুষো হবির্ভিঃ প্র কারবো মনসা বচ্যমানাঃ। আ০ ৩,৭। ইতি।

* * *

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'একাদশিনস্থাগ্নেয়স্য পশোর্যথা বিপ্রস্য' ইত্যাদি উক্তিতে এই ঋক্ পশুপুরোডাশের যজনীয়া। 'প্রদানানাং' ইতি খণ্ডে এইরূপ সূত্রিত আছে,—'যথা বিপ্রস্য মনুষো হবির্ভিঃ প্র কারবো মনসা বচ্যমানাঃ'। (আ০ ৩।৭)। ইতি।

* * *

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। ষট্‌সপ্ততিতমং সূক্তম্। পঞ্চমী ঋক্)।

যথা বিপ্রস্য মনুষো হবির্ভির্দ্দেবাঁ অযজঃ

কবিভিঃ কবিঃ সন্।

এবা হোতঃ সত্যতর ত্বমদ্যাগ্নে মন্দ্রয়া

জুহ্বা যজস্ব ॥ ৫ ॥

* * *

অথ পদ-পাঠঃ।

যথা। বিপ্রস্য। মনুষঃ। হবিঃহভিঃ। দেবান্। অযজঃ।

কবিহভিঃ। কবিঃ। সন্।

এব। হোতরিতি। সত্যহতর। ত্বম্। অদ্য। অগ্নে। মন্দ্রয়া।

জুহ্বা। যজস্ব ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'যথা' (যেন প্রকারেণ) 'কবিঃ সন্' (ক্রান্তদর্শী সন্, লোকানাং মনোবৃত্তিং বিদিত্বা ইতি ভাবঃ) 'কবিভিঃ' (জ্ঞানিভিঃ—প্রযুক্তৈঃ ইতি যাবৎ, জ্ঞানিভিঃ উপদিষ্টৈঃ ইত্যর্থঃ। 'হবির্ভিঃ' (পূজাভিঃ, ভগবতি শুদ্ধসত্ত্ববিনিয়োগেন ইত্যর্থঃ) 'বিপ্রস্য' (জ্ঞানিনঃ, মেধাবিনঃ, জ্ঞানসম্বন্ধবিশিষ্টস্য, সাধুসঙ্গপ্রাপ্তস্য ইতি ভাবঃ) 'মনুষঃ' (জনস্য, উপাসকস্য—কর্ম্মিনঃ ইতি যাবৎ) 'দেবান্' (দীপ্তিদানাদিগুণান্, দেবভাবান্) 'অযজঃ' (পূজয়সি, আনয়সি

ইতি ভাবঃ); জ্ঞানসম্বন্ধাৎ নরঃ যথা দেবত্বং প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ; 'এব' (তথা) 'হোতা' (দেবানাং দেবভাবানাং বা আহ্বাতঃ) 'সত্যতর' (অতিশয়েন সৎসু সাধো, ইহলোকানাং সর্ব্বেষাং শ্রেষ্ঠ) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'ত্বং অদ্য' (ত্বং নিত্যকালং) 'মন্দ্রয়া' (আনন্দপ্রদেন) 'জুহ্বা' (ভগবৎসম্বন্ধিনা অস্মাকং কর্ম্মণা ইতি ভাবঃ) 'যজস্ব' (ভগবন্তং সেবস্ব, তথা তেন অস্মান্ ত্রায়স্ব ইতি ভাবঃ)। ভাবার্থঃ—সাধুনাং সংসর্গেণ সজ্জ্ঞানং লব্ধ্বা মনুষ্যাঃ যথা পরিত্রায়ন্তি, তদ্বৎ অজ্ঞানাং অস্মাকং কর্ম্মাণি ভগবৎসম্বন্ধযুতানি কৃত্বা হে দেব! অস্মান্ ত্রায়স্ব ইতি প্রার্থনা। (১ম—৭৬সূ—৪ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! যে প্রকারে, আপনি ক্রান্তদর্শী হইয়া অর্থাৎ লোকসমূহের মনোবৃত্তি জানিয়া, জ্ঞানিগণ কর্তৃক প্রযুক্ত অর্থাৎ জ্ঞানিগণের উপদিষ্ট পূজাসমূহের দ্বারা—ভগবানে শুদ্ধসত্ত্ব বিনিয়োগের দ্বারা, জ্ঞানী মেধাবিগণের সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থাৎ সাধুসঙ্গপ্রাপ্ত মনুষ্যের (উপাসকের) কর্ম্মসমূহের মধ্যে, দীপ্তিদানাদিগুণসমূহকে (দেবভাবকে) আনয়ন করেন; (অর্থাৎ, জ্ঞানসম্বন্ধ-হেতু মানুষ যেমন দেবত্ব প্রাপ্ত হয়); সেইরূপ, দেবগণের বা দেবভাবসমূহের আহ্বানকারী, ইহলোকের সকলের শ্রেষ্ঠ, হে জ্ঞানদেব! আপনি নিত্যকাল আনন্দপ্রদ ভগবৎসম্বন্ধীয় আমাদিগের কর্ম্মের দ্বারা ভগবানকে সেবা করুন, আর তদ্দ্বারা আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। (ভাব এই যে,—সাধুগণের সংসর্গে জ্ঞানলাভে মনুষ্যগণ যেমন পরিত্রাণ পায়, সেইরূপ অজ্ঞ আমাদিগের কর্ম্মসকলকে ভগবৎসম্বন্ধযুত করিয়া, হে দেব, আপনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।)॥ (১ম—৭৬সূ—৪ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

কবিঃ ক্রান্তদর্শী সন্ কবিভির্ম্মেধাবিভির্ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহ বিপ্রস্য মেধাবিনো মনুষো মনোর্যজ্ঞে হবির্ভিশ্চরুপুরোডাশাদিভির্হে অগ্নে যথা দেবান্ অযজঃ। এবমেব হোতর্হোম-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'কবিঃ' ক্রান্তদর্শী হইয়া 'কবিভিঃ' মেধাবী ঋত্বিগ্‌গণের সহিত 'বিপ্রস্য' মেধাবী 'মনুষঃ' মনুর যজ্ঞে 'হবির্ভিঃ' চরুপুরোডাশাদি দ্বারা হে 'অগ্নে' অগ্নি যেমন 'দেবান্' দেবগণকে 'অযজঃ' যজনা করিয়াছিলেন, 'এব' এইরূপ হোতঃ হোমনিষ্পাদক 'সত্যতর'

নিষ্পাদক সত্যতয়াতিশয়েন সৎসু সাধো অগ্নে ত্বমস্মিন্‌ যজ্ঞে মন্দ্রয়া হর্ষয়িত্র্যা জুহ্বা হোমসাধনভূতয়া স্রুচা যজস্ব। দেবান্‌ হবির্ভিঃ পূজয় ॥

মনুষঃ। মন জ্ঞানে। বহুলমন্যত্রাপীতি মনেরুসিন্‌প্রত্যয়ঃ ॥ (১ম—৭৬সূ—৫ঋ)) ॥

ইতি প্রথমস্য পঞ্চমে চতুর্বিংশো বর্গঃ ॥ ২৪ ॥

* • *

পঞ্চম (৮৪২) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'মনুষঃ' পদ উপলক্ষে ভাষ্যাদিতে 'মনুর যজ্ঞে' অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। তদনুসারে এক দূর অতীতের সম্বন্ধ এই মন্ত্রের সহিত সূত্রিত করা হয়। "কবিভিঃ কবিঃ সন্‌"—মেধাবিগণের মধ্যে মেধাবী হইয়া অর্থাৎ ঋত্বিগ্‌গণের প্রধান স্থান গ্রহণ-পূর্ব্বক, অগ্নি ঋষি, মনু মহারাজের যজ্ঞ সমাপন করিয়াছিলেন,—এইরূপ এক উপাখ্যান এতৎসহ সংযোজিত হইয়া আছে। তার পর, মনুর যজ্ঞকারী সেই অগ্নিকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এই মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে যেন বলা হইয়াছে,—'হে সেই অগ্নি! আপনি স্রুক্‌ (হবিঃক্ষেপণ পাত্র) লইয়া দেবগণের উদ্দেশে পূজা করুন।' বলা বাহুল্য, এরূপ ব্যাখ্যায় ব্যক্তি-বিশেষের ও কাল-বিশেষের সম্বন্ধ এই মন্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই ঐ পথে অগ্রসর হইয়াছেন।

আমাদিগের পরিগৃহীত ব্যাখ্যার পন্থা অন্যরূপ। আমরা মনে করি, জ্ঞানদেবতা সম্বোধনে, হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষ সম্পর্কে, এই মন্ত্রের ভাবসঙ্গতি সুসিদ্ধ হয়। আমরা 'মনুষঃ' পদে মনুষ্যকে—উপাসককে বুঝাইতেছে বলিয়া নির্দ্দেশ করি। তাই "বিপ্রস্য মনুষঃ" পদদ্বয়ে 'মেধাবী মনুর যজ্ঞে' অর্থ গ্রহণ না করিয়া, আমরা 'সাধুসঙ্গ-প্রাপ্ত উপাসকের কর্ম্মসমূহে'

অতিশয়রূপে সৎসমূহের সাধু হে অগ্নি। আপনি 'অস্য' এই যজ্ঞে 'মন্দ্রয়া' হর্ষয়িত্রী 'জুহ্বা' হোমসাধনভূতা স্রুকের দ্বারা 'যজস্ব' দেবসমূহকে হবিসমূহদানে পূজা করুন।

মনুষঃ। মন ধাতু জ্ঞানার্থক। 'বহুলমন্যত্রাপি' ইত্যাদি সূত্রে মন ধাতুতে উসিন্‌ প্রত্যয়। (১ম—৭৬সূ—৫ঋ)।

প্রথম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্বিংশ বর্গ সমাপ্ত ॥ ১।৫।২৪ ॥

* • *

ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছি। "কবিভিঃ কবিঃ সন্" বাক্যাংশে আমাদিগের ব্যাখ্যা অন্য পথে প্রচালিত হইয়াছে। আমরা বলি, 'কবিভিঃ' পদের সহিত 'হবির্ভিঃ' পদের সম্বন্ধ বিদ্যমান। তাহাতে মনুর যজ্ঞে অগ্নি ঋষির অধিষ্ঠানের কল্পনা লোপ প্রাপ্ত হইয়া যায়। পরন্তু জ্ঞানই যে জ্ঞানের প্রদাতা, সেই অর্থই প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্ঞান যে সর্ব্বদর্শী, জ্ঞানের সাহায্যে যে সকল মনোবৃত্তির সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়, 'কবিঃ সন্' পদদ্বয় সেই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। 'কবিভিঃ হবির্ভিঃ' পদদ্বয়ে 'জ্ঞানিগণের প্রযুক্ত বা উপদিষ্ট পূজাসমূহের অর্থাৎ ভগবানে শুদ্ধসত্ত্ব সমর্পণের' ভাব প্রাপ্ত হই। এইরূপে, মন্ত্রের প্রথম চরণটীতে কি অর্থ পাওয়া যায়, তাহা বুঝিয়া দেখুন। এখানে জ্ঞান সম্বোধনে যেন বলা হইতেছে,—'সাধুগণের সঙ্গপ্রাপ্ত জ্ঞানিগণের উপাদেশানুসারে পরিচালিত ব্যক্তি যেমন আপনার কৃপা পাইয়া দেবভাবের অধিকারী হয়; অজ্ঞান এই আমাদিগের প্রতি তদ্রূপ কৃপাপরায়ণ হউন।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটীতে সেই জ্ঞান-লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশমান দেখিতে পাই। মনুষ্য কি ভাবে জ্ঞানসান্নিধ্য লাভ করে, প্রথম চরণে তাহা খ্যাপন করিয়া, দ্বিতীয় চরণে তদনুগ্রহ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। 'হোতঃ' 'সত্যতর' ও 'অগ্নে' পদত্রয় এই অংশের সম্বোধন-মূলক। তাহাতে ঐ দেবতাই যে দেবভাবসমূহের আহ্বানকারী, তিনিই যে সত্যের মধ্যে উচ্চতর স্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাহাই বুঝা যায়। এ দৃষ্টিতে 'অগ্নে' পদে 'জ্বলন্ত অনল' অর্থ কদাচ সমীচীন হয় না। যাহা হউক, এখন দেখুন, মন্ত্রের প্রার্থনা কি? না—'মন্দ্রয়া জুহ্বা যজস্ব'—আনন্দপ্রদ জুহ্বার দ্বারা যজনা করুন। সে কি প্রকার? চিরানন্দময় যে ভগবৎসম্বন্ধীয় কর্ম্ম, আমরা মনে করি, 'মন্দ্রয়া জুহ্বা' পদদ্বয়ে 'সেই কর্ম্মের দ্বারা' অর্থই সঙ্গত হয়। 'জুহ্বা' বা 'স্রুকের' দ্বারা হবিঃ নিক্ষিপ্ত হয়;—এই হইতেই 'ভগবৎসম্বন্ধীয় কর্ম্ম' অর্থ প্রাপ্ত হই। কোন্ কর্ম্ম আনন্দপ্রদ? ভগবানের সম্বন্ধীয় কর্ম্ম নহে কি? তাই বলা হইয়াছে,—'হে আমার জ্ঞান! তুমি ভগবৎসম্বন্ধীয় কর্ম্মে বিনিযুক্ত হও।' (১ম—৭৬সূ—৫ঋ)॥

— · —

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

—:•:—

প্রথমং মণ্ডলম্। ত্রয়োদশোঽনুবাকঃ। সপ্তসপ্ততিতমং সূক্তম্। প্রথমোঽষ্টকঃ। পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ। পঞ্চবিংশো বর্গঃ।

• • •

সপ্তসপ্ততিতমং সূক্তম্।

—•:○:•—

এই সূক্তে পাঁচটী ঋক্ আছে। ছন্দ ও দেবতা পূর্ব সূক্তেরই অনুরূপ। যথাপূর্ব্ব এই সূক্তের আরাধ্য অগ্নি-সম্বন্ধেও বিবিধ সমস্যা-সংশয় আনয়ন করে। ব্যাখ্যাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, কখনও মনে হয়, অগ্নি নামক ঋষির প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপিত হইয়াছে; আবার কখনও বা মনে হয়, এখানে জ্বলন্ত অগ্নির বিষয়ই প্রখ্যাত আছে। অপিচ, অগ্নির অতীত সামগ্রীর এবং জ্ঞানাগ্নির বিষয় এই সূক্তের মন্ত্রগুলির অর্থ-উপলক্ষে মনে আসিয়া থাকে।

তৃতীয় ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যায় "জগতের সংহর্ত্তা" বলিয়া তাঁহাকে খ্যাপন করা হইয়াছে। আবার ঐ ঋকেরই পদ-বিশেষের অর্থে তিনি "জগতের উৎপাদয়িতা" বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এই দুই প্রকার অর্থের কোনও অর্থেই তাঁহাকে মনুষ্য বা ঐ জ্বলন্ত অনল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু 'অগ্নি সখার ন্যায় ধনদান করেন' (ঐ ঋকেরই দ্বিতীয় চরণের অর্থে), আর 'গোতম ঋষিকে তিনি উত্তম সোমরস ও সুস্বাদু অন্ন প্রদান করিয়াছিলেন'—এবম্প্রকার অর্থে তাঁহাকে মনুষ্য ভিন্ন অন্য কিছুই মনে করা যায় না।

সকল সূক্তেই সমান সমস্যা। সুতরাং ব্যাখ্যা উপলক্ষে আমাদিগকে অবান্তর অনেক কথাই আলোচনা করিতে হইতেছে। পুরাবৃত্তের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া অর্থ নিষ্পন্ন করিতে গেলে, এই সূক্তের ঋক্-কয়েকটীতে আর এক প্রকার অর্থ অধ্যাহার করা যাইতে পারে। তাহাতে মনুষ্য প্রকৃতিবিশিষ্ট দেবতা বা ঋষিবিশেষ বলিয়া তিনি পরিগণিত হয়েন। আবার জ্বলন্ত অগ্নি বলিয়া মনে করিলেও, সে পক্ষেও এক প্রকার অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারি। পুনশ্চ, অগ্নি-সম্বোধনে যে জ্ঞানদেবতার অর্চনা চলিয়াছে—এখানে তাহাও বোধগম্য হয়। আমাদিগের ব্যাখ্যার অনুসরণে সকল বিষয়েরই আভাস পাওয়া যাইবে।

—•—

সপ্তসপ্ততিতম সূক্তানুক্রমণিকা।

কথেতি পঞ্চর্চং চতুর্থং সূক্তম্। ত্রৈষ্টুভং গোতমস্যার্ষমাগ্নেয়ম্। অনুক্রান্তং চ। কথেতি। প্রাতরনুবাকাশ্বিনশস্ত্রয়োঃ পূর্ব্বসূক্তেন সহোক্তঃ সূক্তবিনিয়োগঃ॥

* * *

প্রথমমণ্ডলস্য ত্রয়োদশানুবাকঃ। সপ্তসপ্ততিতমং সূক্তম্। ঋষিঃ দেবতা চ পূর্ব্ববৎ। প্রাতরনুবাকস্যাগ্নেয়ক্রতৌ বিনিয়োগঃ।

* * *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। সপ্তসপ্ততিতমং সূক্তম্। প্রথমা ঋক্।)

কথা দাশেমাগ্নয়ে কাস্মৈ দেবজুষ্টোচ্যতে

ভামিনে গীঃ।

যো মর্ত্ত্যেষ্বমৃত ঋতাবা হোতা যজিষ্ঠ

ইৎ কৃণোতি দেবান্॥ ১॥

* * *

অথ পদ-পাঠঃ।

কথা। দাশেম। অগ্নয়ে। কা। অস্মৈ। দেবঽজুষ্টা। উচ্যতে।

ভামিনে। গীঃ।

যঃ। মর্ত্ত্যেষু। অমৃতঃ। ঋতঽবা। হোতা। যজিষ্ঠঃ।

ইৎ। কৃণোতি। দেবান্॥ ১॥

সপ্তসপ্ততিতম সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'কথা' ইত্যাদি পাঁচটী ঋক্‌বিশিষ্ট চতুর্থ সূক্ত (ত্রয়োদশ অনুবাকের)। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ; গোতম ঋষি; অগ্নি দেবতা। এই বিষয়ে অনুক্রান্ত আছে—'কথেতি'। প্রাতরনুবাক আশ্বিনশস্ত্রে পূর্ব্বসূক্তের সহিত ইহার বিনিয়োগ।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অস্মৈ' (পূর্ব্বোক্তায় হিতসাধকায়) 'অগ্নয়ে' (জ্ঞানদেবায়—তস্য পূজায়াং ইত্যর্থঃ) 'কা' (কীদৃশী) 'কথা' (স্তুতিঃ) 'দাশেম' (সমর্পয়াম); 'ভামিনে' (স্বতঃপ্রকাশসম্পন্নায় দেবায়) 'দেবজুষ্টা' (দেবপ্রীতিহেতুভূতা, দেবত্বপ্রবর্দ্ধকা) 'গীঃ' (স্তুতিঃ) 'উচ্যতে' (সাধকেন উচ্চার্য্যতে, অনুস্মর্য্যতে ইতি ভাবঃ); মন্ত্রাংশঃ আত্মজিজ্ঞাসামূলক; সাধবঃ দেবভাবপ্রদস্য মন্ত্রস্য অনুসরণং কৃত্বা জ্ঞানাধিকারিণঃ সন্তি; বয়ং কেন প্রকারেণ তন্মন্ত্রং লভামহে—তদনুসরণং বা করবাম—ইতি প্রশ্ন। 'যঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'মর্ত্ত্যেষু' (মরণধর্ম্মাক্রান্তেষু, অস্মাসু ইতি ভাবঃ) 'অমৃতঃ' (মরণরহিতঃ, নিত্যঃ—ভবতি ইতি যাবৎ); সঃ 'ঋতাবা' (সৎকর্ম্মসাধকঃ) 'হোতা' (দেবানাং দেবভাবানাং বা আহ্বাতা) 'যজিষ্ঠঃ' (অতিশয়েন যষ্টা, শ্রেষ্ঠপূজকঃ সন্) 'ইৎ' (খলু, নিশ্চিতং) অস্মান্ 'দেবান্' (দেবভাবসম্পন্নান্, 'কৃণোতি' (করোতি)। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানপ্রভাবেনৈব দেবত্বং অধিগম্যতে; অতঃ বয়ং জ্ঞানার্জ্জনায় সঙ্কল্পবদ্ধাঃ ভবাম॥ (১ম—৭৭সূ—১ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পূর্ব্বকথিতরূপ হিতসাধক জ্ঞানদেবতার পূজায় কি প্রকার স্তুতি অর্পণ করিব? স্বতঃপ্রকাশসম্পন্ন দেবতার নিমিত্ত দেবতার প্রীতিহেতুভূত (দেবত্ব-প্রবর্দ্ধক) স্তুতি সাধক কর্তৃক উচ্চারিত হয়; (মন্ত্রাংশ আত্ম-জিজ্ঞাসামূলক; সাধুগণ দেবভাবপ্রদ মন্ত্রের অনুসরণ করিয়া জ্ঞানাধিকারী হয়েন; আমরা কি প্রকারে সেই মন্ত্র লাভ করিব, অথবা তাহার অনুসরণ করিব—ইহাই প্রশ্ন)। যে জ্ঞানদেবতা মরণধর্ম্মাক্রান্ত আমাদিগের মধ্যে মরণরহিত নিত্য হয়েন, সেই দেবতা সৎকর্ম্মসাধক দেবভাবসমূহের আহ্বানকারী এবং শ্রেষ্ঠ পূজক হইয়া আমাদিগকে নিশ্চিত দেবভাবসম্পন্ন করেন। (ভাব এই যে,—জ্ঞান প্রভাবেই দেবত্ব অধিগত হয়; অতএব আমরা জ্ঞানার্জ্জনে সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছি।)॥ (১ম—৭৭সূ—১ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

অস্মা অগ্নয়ে কথা দাশেম। কথং হবীংষি দদাম। অগ্নেঃঅনুরূপং যজ্ঞং কর্ত্তুমশক্তা বয়মিত্যর্থঃ। অথবাস্মৈ ভামিনে তেজস্বিনেঽগ্নয়ে দেবজুষ্টা সর্ব্বৈর্দ্দেবৈঃ সেবিতব্যা বাক্

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অস্মা অগ্নয়ে কথা দাশেম' (এই অগ্নিকে) কি করিয়া হবিঃসমূহ প্রদান করি? অগ্নির অনুরূপ যজ্ঞ করিতে আমরা অশক্ত—ইহাই ভাবার্থ। অথবা 'অস্মৈ ভামিনে' এই তেজস্বী 'অগ্নয়ে' অগ্নির নিমিত্ত 'দেবজুষ্টা' সকল দেবগণ কর্তৃক সেবিতব্যা 'গীঃ' বাক্ বা স্তুতি 'কা'

স্তুতিরপি কা কীদৃশ্যুচ্যতে। তাদৃশীং স্তুতিমপি কর্ত্তুং ন শক্যা ইত্যর্থঃ। অমৃতো মরণরহিত ঋতাবা ঋতবান্ সত্যবান্ যজ্ঞবান্ হোতা দেবানামাহ্বাতা হোমনিষ্পাদকো বা যজিষ্ঠোঽতিশয়েন যষ্টা। এবম্ভূতো যোঽগ্নির্মর্ত্ত্যেষু মরণধর্ম্মস্বস্মাসু বর্ত্তমানঃ সন্দেবানিৎ কৃণোতি। হবির্ভির্যুক্তান্ করোত্যেব তাদৃশায়াগ্নয়ে কথা দাশেমেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ॥

কথা। থা হেতৌ চ ছন্দসীতি থা প্রত্যয়ঃ তামিনে। তা দীপ্তৌ। অর্ত্তিস্তুষ্বিত্যাদিনামন্ প্রত্যয়ঃ। ততো মত্বর্থীয় ইনিঃ। ঋতাবা। ছন্দসী বনিপাবিতি মত্বর্থীয়ো বনিপ্। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি দীর্ঘত্বম্॥ (১ম—৭৭সূ—১ঋ)॥

•
•   •

প্রথম (৮৪৩) ঋকের বিশদার্থ।

ব্যাখ্যা উপলক্ষে মন্ত্রটীকে আমরা চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম চরণটীর দুই অংশ—পরস্পর সম্বন্ধযুত, অথচ ভিন্ন ভাবাপন্ন। দ্বিতীয় চরণটীও যথাপূর্ব্ব এইরূপ দুই অংশে পরস্পর সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ। সাধারণ প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রথম চরণেই দুইটী প্রশ্নের ভাব আছে। কিন্তু আমাদিগের সিদ্ধান্ত অন্য প্রকার। আমরা মনে করি, প্রথম চরণে, "অস্মৈ অগ্নয়ে কা কথা দাশেম" পদ-কয়েকটীতে একটি মাত্র প্রশ্নের ভাব আছে। অপরাপর অংশ উহারই বিশ্লেষণ বা দ্যোতনা মাত্র।

মন্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশদ্বয়ে, ব্যাখ্যাকারগণ সাধারণতঃ দুইটি প্রশ্নের সম্বন্ধ খ্যাপন করেন; এবং তাহা হইতে কেহ বা ঋত্বিগ্-যজমানের কথোপকথন-প্রসঙ্গ আনয়ন করিয়া থাকেন। আমরা কিন্তু ঐ প্রথম অংশে আত্ম-জিজ্ঞাসার ভাব পরিগ্রহণ করি। আমাদের ব্যাখ্যায়

কীদৃশী 'উচ্যতে' উচ্চারিত হইবে? তাদৃশী স্তুতিকেও উচ্চারণ করিতে অশক্ত—ইহাই ভাবার্থ। 'অমৃতং' মরণরহিত 'ঋতাবা' ঋতবান্ সত্যবান্ অথবা যজ্ঞবান্ 'হোতা' দেবগণের আহ্বানকারী অথবা হোমনিষ্পাদক, 'যজিষ্ঠঃ' অতিশয়রূপে যষ্টা, এবম্ভূত 'যঃ' যে অগ্নি 'মর্ত্ত্যেষু' মরণ-ধর্ম্মবিশিষ্ট আমাদিগের মধ্যে বর্ত্তমান হইয়া 'দেবান্' দেবগণকে 'ইৎ কৃণোতি' হবিঃসমূহের দ্বারা যুক্ত করেন; তাদৃশ অগ্নিকে স্তুতি প্রদান করি—এইরূপ পূর্ব্বের সহিত অন্বয়।

কথা। 'থা হেতৌ চ ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে থা-প্রত্যয়। তামিনে। তা ধাতু দীপ্তি-অর্থ প্রকাশ করে। 'অর্ত্তিস্তুষু' ইত্যাদি সূত্রে আমন্ প্রত্যয়। তাহাতে মত্বর্থীয় ইনিঃ-প্রত্যয়। ঋতাবা। 'ছন্দসী বণিপৌ' ইত্যাদি সূত্রে মত্বর্থীয় বনিপ্। 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' ইত্যাদি সূত্রে দীর্ঘত্ব। (১ম—৭৭সূ—১ঋ)।

* * *

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ—"ত্বামিনে দেবজুষ্টা গীঃ উচ্যতে" পদ-কয়েকটী প্রথম অংশেরই বিশ্লেষণ মাত্র।

'অগ্নির প্রীতিপ্রদ কোন স্তুতি আমাদিগের কর্ত্তৃক উচ্চারিত হইবে? এইরূপ প্রশ্নই মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের দ্যোতক বলিয়া সাধারণতঃ সিদ্ধান্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা বলি, ঐ অংশ নিত্যসত্যতত্ত্ব-মূলক। একই প্রশ্ন দুই বার উত্থাপিত হইয়াছে বলিয়া আমরা স্বীকার করি না। ঐ অংশের ভাব এই যে,—'সাধুগণ যেরূপ ভাবে সেই দেবতার প্রীতিসাধক স্তুতি উচ্চারণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ যেরূপ ভাবে জ্ঞানের অনুসারী হইয়া সাধুগণ জ্ঞানার্জ্জনে সমর্থ হন; সেইরূপ ভাবের স্তুতি উচ্চারণে অর্থাৎ সেইরূপ ভাবে জ্ঞানের অনুসরণে, আমরা কেমন করিয়া সমর্থ হইব?'—মন্ত্রের প্রথম চরণের দুইটী অংশে আমরা মনে করি, এই ভাবই প্রকাশ করিতেছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের প্রথম অংশ—"যঃ মর্ত্তেষু অমৃতঃ"। উহার ভাব এই যে,—যিনি অর্থাৎ যে জ্ঞানদেবতা মরণধর্ম্মশীল মনুষ্যগণের মধ্যে মরণরহিত অর্থাৎ নিত্য হয়েন। ঐ চরণের শেষ অংশ "হোতা যজিষ্ঠঃ দেবান্ ইৎ কৃণোতি" পদ-কয়টী সেই দেবতার কর্ম্ম বা মহিমা প্রকাশ করিতেছে। সেই দেবতাই আমাদিগকে দেবভাবসম্পন্ন বা দেবত্ব-বিমণ্ডিত করেন—ইহাই ভাবার্থ। মানুষ জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিলে, তাহারই সাহায্যে দেবভাবকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই নিত্যসত্য তত্ত্বই ঐ অংশে বলা হইয়াছে। মন্ত্রের আর এক উক্তি,—'অগ্নি হোতা যষ্টা হইয়া দেবগণকে পূজা করিয়া থাকেন।' এতদনুসারে অগ্নি-নামে মনুষ্য-বিশেষের প্রতি দৃষ্টি আসে। কিন্তু পূর্ব্বাপর বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, মন্ত্র জ্ঞানের মাহাত্ম্যই প্রকাশ করিতেছে

আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের সহিত প্রচলিত অর্থের কি পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়, তাহা বুঝাইবার জন্য, মন্ত্রের একটী বাঙ্গালা ও একটী ইংরাজী ব্যাখ্যা (দুই প্রকার অনুবাদ) প্রকাশ করিতেছি। যথা,—

(২) "যিনি মৃত্যুরহিত, সৎ, দেবগণের আহ্বানকারী, যজ্ঞনির্ব্বাহক, এবং যিনি আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠান করিয়া দেবগণের উদ্দেশে হবিঃ প্রদান করেন, আমরা সেই মহান্ অগ্নির উপযুক্ত হব্য কিরূপে দান করিব? দেবমণ্ডলীর উপযুক্ত স্তোত্রই বা কিরূপে উচ্চারণ করিব?"

(1) "How shall we sacrifice to Agni? What words, agreeable to the god, shall be addressed to him luminous one, who being immortal and righteous, the Hotri. the best sacrificer, conveys the gods to the mortals!"

ব্যাখ্যাদিতে অগ্নির এবং অন্যান্য দেবগণের স্তুতিশিক্ষা সম্বন্ধে প্রশ্ন আছে। কিন্তু আমাদিগের ব্যাখ্যায়, বুঝা যাইবে যে, যে জ্ঞান দেবত্বের প্রদাতা, সেই জ্ঞানকে লাভ করিবার প্রশ্নে, মন্ত্রে আত্ম-জিজ্ঞাসার ভাব প্রকাশমান্ রহিয়াছে। (১ম—৭৭সূ—১ঋ)॥

—•—

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। সপ্তসপ্ততিতমং সূক্তম্। দ্বিতীয়া ঋক্।)

যো অধ্বরেষু শন্তম ঋতাবা হোতা

তমূ নমোভিরা কৃণুধ্বং।

অগ্নির্যদ্বের্মর্ত্তায় দেবান্ সচা বোধাতি

মনসা যজাতি॥ ২॥

• • •

অথ পদ-পাঠঃ।

যঃ। অধ্বরেষু। শংহতমঃ। ঋতহবা। হোতা। তম্। উং, ইতি।

নমঃহভিঃ। আ। কৃণুধ্বম্।

অগ্নিঃ। যৎ। বেঃ। মর্ত্তায়। দেবান্। সঃ। চ। বোধাতি।

মনসা। যজাতি॥ ২॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'অধ্বরেষু' (যাগাদিসৎকর্ম্মসু, সদনুষ্ঠানেষু) 'শন্তমঃ' (অতিশয়েন সুখপ্রদাতা) 'ঋতাবা' (সত্যদর্শী, সত্যানুসারী) তথা 'হোতা' (দেবানাং দেবভাবানাং বা আহ্বাতা) ভবতি ইতি শেষঃ; হে মম মনোবৃত্তয়! যূয়ং 'তং' (তং দেবং এব, জ্ঞানং ইতি ভাবঃ) 'নমোক্তিঃ' (স্তোত্রৈঃ' অনুসরণৈঃ ইত্যর্থঃ) 'আ কৃণুধ্বং' (অভিমুখীকুরুত); অয়ং মন্ত্রাংশঃ আত্মোদ্বোধনমূলকঃ, জ্ঞানস্য কার্য্যকারিতাং অনুধ্যায় উপাসকঃ জ্ঞানানুসরণায় উদ্বুদ্ধঃ ভবতি। 'যৎ' (যদা) 'অগ্নিঃ' (অয়ং জ্ঞানদেবঃ) 'মর্ত্তায়' (মনুষ্যায়, জনহিত-সাধনায়) 'দেবান্' (দেবভাবান্' দীপ্তিদানাদিগুণান্) 'বেঃ' (প্রাপয়তি ইতি ভাবঃ), তদানীং 'সঃ' (জ্ঞানদেবঃ, জ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'মনসা' (অন্তরেণ, নমসা, অর্চ্চনাপ্রবৃত্তেরুন্মেষেণ ইতি ভাবঃ) ভগবন্তং বোধাতি' (জ্ঞাপয়তি) 'চ' (তথা) 'যজাতি' (সম্পূজয়তি)। অয়ং মন্ত্রাংশঃ জ্ঞানসামীপ্যলাভস্য সুফলত্বজ্ঞাপকঃ। ভাবার্থঃ—জ্ঞানোন্মেষেণ সহ নরঃ ভগবদারাধনায়াং আকৃষ্টঃ ভবতি। (১ম—৭৭সূ—২ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে জ্ঞানদেবতা সদনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে অতিশয় সুখপ্রদাতা সত্যানুসারী এবং দেবভাবসমূহের আহ্বানকারী হয়েন; হে আমার মনোবৃত্তি-সমূহ! তোমারা সেই দেবতাকে অর্থাৎ জ্ঞানকে অনুসরণের দ্বারা অভিমুখী কর; (এই মন্ত্রাংশ আত্মোদ্বোধনমূলক; জ্ঞানের কার্য্যকারিতা অনুধ্যান করিয়া উপাসক জ্ঞানানুসরণে উদ্বুদ্ধ হইতেছেন)। যখন এই জ্ঞানদেবতা মনুষ্যগণকে দেবভাবসমূহ (দীপ্তিদানাদিগুণনিবহ) প্রাপ্ত করেন, তখনই সেই জ্ঞানদেবতা অর্চ্চনা-প্রবৃত্তির উন্মেষের দ্বারা ভগবানকে জানাইয়া দেন এবং সম্পূজিত করেন; (এই মন্ত্রাংশ জ্ঞান-সামীপ্যলাভের সুফলত্বজ্ঞাপক; ভাবার্থ,—জ্ঞানোন্মেষের সহিত মানুষ ভগবদারাধনায় আকৃষ্ট হয়।) (১ম—৭৭সূ—২ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

যোঽগ্নিরধ্বরেষু যাগেষু শন্তমোঽতিশয়েন সুখকারী ঋতাবা সত্যবান্। যথার্থদর্শীত্যর্থঃ। হোতা দেবানামাহ্বাতা ভবতি। হে ঋত্বিগ্‌যজমানাঃ! যূয়ং তমু তমেবাগ্নিং নমোক্তিঃ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'যঃ' যে অগ্নি 'অধ্বরেষু' যাগসমূহে 'শন্তমঃ' অতিশয়রূপে সুখকারী 'ঋতাবা' সত্যবান্ অর্থাৎ যথার্থদর্শী 'হোতা' দেবগণের আহ্বানকারী হয়েন; হে ঋত্বিগ্‌-যজমানগণ! আপনারা

স্তোত্রৈরাকৃণুধ্বম্। অভিমুখীকুরুত। যত্তদায়মগ্নির্মর্ত্তায় মনুষ্যায় যজমানার্থং দেবান্বেঃ। বেতি গচ্ছতি। তদানীং সোঽগ্নির্যষ্টব্যান্সর্ব্বান্দেবান্বোধাতি চ। জানাতি চ জ্ঞাত্বা চ মনসা নমসা তান্যজাতি। হবির্ভিঃ পূজয়তি। অতস্তমেবাগ্নিমাকৃণুধ্বমিতি যোজ্যং॥

বেঃ। বী গত্যাদিষু। ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট ইতি বর্ত্তমানে লঙ্। তিঙাং তিঙো ভবন্তীতি প্রথমপুরুষৈকবচনস্য মধ্যমপুরুষৈকবচনাদেশঃ। বোধাতি। বুধ অবগমনে। লেট্যাডাগমঃ। শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। চবাযোগে প্রথমেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। মনসা। সকারনকারয়োঃ স্থানবিপর্য্যয়ঃ॥ (১ম—৭৭সূ—২ঋ)।

* * *

দ্বিতীয় (৮৪৪) ঋকের বিশদার্থ।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই মন্ত্রে ঋত্বিগ্-যজমানের কথোপকথনের ভাব প্রকাশমান। যজমানগণ যেন ঋত্বিক্‌কে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'হে মহোদয়! আপনি স্তোত্রমন্ত্রের দ্বারা অগ্নিকে আমাদিগের নিকটে আনয়ন করুন; আমাদিগের হইয়া তিনি দেবগণের সমীপে গমন করেন ও তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করেন।' ফলতঃ, অগ্নি নামক কোনও ঋষিকে দেবগণের নিকট প্রেরণ-পূর্ব্বক দেবগণের সন্তুষ্টি-সাধনই সাধারণতঃ এই মন্ত্রার্থে সিদ্ধান্তিত হইয়া থাকে। তদুপলক্ষে দেবাসুরের যুদ্ধে অগ্নি-ঋষির দৌত্য এবং দেবগণের সহিত অসুরগণের সন্ধিস্থাপন প্রভৃতি উপাখ্যানের অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়। এ পক্ষে জ্বলন্ত অনলকে আর অগ্নি অভিধায়ে অভিহিত করা হয় না।

'তম্' সেই অগ্নিকে 'নমোভিঃ' স্তোত্রসমূহের দ্বারা 'আকৃণুধ্বং' অভিমুখী করিয়া 'যৎ' যখন এই 'অগ্নিঃ' অগ্নি 'মর্ত্তায়' মনুষ্যগণের অর্থাৎ যজমানগণের নিমিত্ত 'দেবান্ বেঃ' দেবগণের নিকট গমন করেন, তদানীং 'সঃ' সেই অগ্নি যষ্টব্য সকল দেবগণকে 'বোধাতি চ' জানেন এবং জানিয়া 'মনসা' নমস্কারের দ্বারা তাঁহাদিগকে 'যজাতি' যজনা করেন, অর্থাৎ হবিঃসমূহের দ্বারা পূজা করেন; অতএব সেই অগ্নিকে অভিমুখী করুন—ইহাই সংযুক্ত হইবে।

বেঃ। বী ধাতু গত্যাদি বুঝায়। ছন্দসী 'লুঙ্লঙ্লিটঃ' ইত্যাদি সূত্রে বর্ত্তমানে লঙ্। 'তিঙাং তিঙো ভবন্তি' ইত্যাদি সূত্রে প্রথম পুরুষের একবচন স্থানে মধ্যমপুরুষের একবচন আদেশ। বোধাতি। বুধ ধাতু অবগমনার্থক। লেটে অট্ আগম। শপের পিত্বহেতু অনুদাত্তত্বে ধাতুস্বর অবশিষ্ট আছে। চবা যোগে 'প্রথমা' ইত্যাদি সূত্রে নিঘাতের প্রতিষেধ। মনসা। সকার ও নকারের স্থানবিপর্য্যয়। (১ম—৭৭সূ—২ঋ)

* * *

মন্ত্রের একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে অগ্নিকে মনুষ্য-প্রকৃতিবিশিষ্ট ভিন্ন অন্য কিছুই মনে হইবে না। যথা,—

"Bring hither by adoration the Hotri who is most beneficial in sacrifices and righteous. When Agni repairs to the gods on behalf of the mortal, may he be attentive in his mind, and may he perform the sacrifice."

কিন্তু আমাদিগের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অন্য ভাব প্রকাশ করিতেছে। ব্যাখ্যা উপলক্ষে মন্ত্রটীকে আমরা চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছি। আমাদিগের মতে, এই মন্ত্রের সম্বোধ্য—মনোবৃত্তিসমূহ। 'আমাদিগের মনোবৃত্তিসমূহ সৎজ্ঞানের অনুসারী হউক'—ইহাই এ মন্ত্রের সঙ্কল্প। জ্ঞানই সদনুষ্ঠানসমূহে আমাদিগকে ব্রতী করিয়া সুখদাতা হয়েন, জ্ঞানের সাহায্যেই আমরা সত্যের অনুসারী ও দেবভাবসমূহের আহ্বানকারী হইয়া থাকি। মন্ত্রের অন্তর্গত "যঃ অধ্বরেষু শন্তমঃ ঋতাবা হোতা" পদ-কয়েকটীর ভাব এই যে,—তোমরা সেই দেবতাকে অর্থাৎ জ্ঞানকে স্তোত্রের অর্থাৎ অনুসরণের দ্বারা অভিমুখী কর। মন্ত্রের প্রথম চরণের ঐ দুই অংশের মর্ম্ম তাই আমরা এইরূপ মনে করি যে,—এখানে উপাসক জ্ঞানের অনুসরণে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছেন,—তদ্দ্বারাই সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সুখলাভ সম্ভবপর এবং দেবভাব অধিগত হয়।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে "যৎ অগ্নিঃ মর্ত্তায় দেবান্ বেঃ" পদ-কয়েকটীতে জ্ঞানই যে জনহিতসাধক এবং দেবভাবপ্রদাতা, তাহা প্রখ্যাত হইয়াছে। তদনন্তর "সঃ মনসা বোধাতি যজাতি" পদ-কয়েকটীতে সেই জ্ঞানই যে, অর্চ্চনা-প্রবৃত্তির উন্মেষণ দ্বারা ভগবান্‌কে জ্ঞাপন করেন এবং পূজিত করেন, তাহাই প্রখ্যাত দেখি। এই অংশের 'বোধাতি' ও 'যজাতি' ক্রিয়াপদ-দ্বয়ের কর্ম্মপদ-রূপে আমরা 'ভগবন্তং' পদ অধ্যাহার করি। 'মনসা' ভাষ্যকার 'নমসা' রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'অন্তরেণ' পদ গ্রহণপূর্ব্বক 'অর্চ্চনা-প্রবৃত্তির উন্মেষণের দ্বারা' এইরূপ ভাবার্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। ভগবানের উপাসনা-সম্বন্ধে হৃদয়ে যে প্রবৃত্তির উন্মেষণ হয়,—জ্ঞানই তাহার মূলীভূত। এই তত্ত্বই এখানে বিবৃত দেখা যায়। (১ম—৭৭সূ—২ঋ)।

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। সপ্তসপ্ততিতমং সূক্তম্। তৃতীয়া ঋক্।)

স হি ক্রতুঃ স মর্য্যঃ স সাধুর্মিত্রো ন

ভূদদ্ভুতস্য রথীঃ।

তং মেধেষু প্রথমং দেবয়ন্তীর্বিশ উপ

ব্রুবতে দস্মমারীঃ॥ ৩॥

* . *

অথ পদ-পাঠঃ।

সঃ। হি। ক্রতুঃ। সঃ। মর্য্যঃ। সঃ। সাধুঃ। মিত্রঃ। ন।

ভূৎ। অদ্ভুতস্য। রথীঃ।

তম্। মেধেষু। প্রথমম্। দেবয়ন্তীঃ। বিশঃ। উপ।

ব্রুবতে। দস্মম্। আরীঃ॥ ৩॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সঃ' (জ্ঞানদেবঃ, জ্ঞানং ইতি ভাবঃ) 'হি' (নিশ্চিতং) 'ক্রতুঃ' (সৎকর্ম্মসাধকঃ) ভবতি ইতি শেষঃ; 'সঃ' (দেব এব) 'মর্য্যঃ' (মারকঃ, অপকর্ম্মণঃ নাশক ইত্যর্থঃ) ভবতি ইতি শেষঃ; 'সঃ' (দেবঃ এব) 'সাধুঃ' (সাধয়িতা, শুভফলপ্রদাতা ইত্যর্থঃ) ভবতি ইতি শেষঃ; তথা স দেবঃ 'মিত্রঃ ন' (সুহৃদ্বৎ) 'অদ্ভুতস্য' (অভূতস্য অলব্ধস্য ধনস্য,—মোক্ষস্য ইত্যর্থঃ) 'রথীঃ' (প্রাপয়িতা) 'ভূৎ' (ভবতি); জ্ঞানং হি সৎকর্ম্মপ্রাপকং পরমধন-প্রদায়কং চ ইতি ভাবঃ; 'দেবয়ন্তী' (দেবান্ দেবতাবান্ বা আত্মনঃ ইচ্ছন্তঃ, দেবতাক-

প্রাপ্তেরভিলাষিণঃ) তথা 'দস্মং' (দর্শনীয়ং দ্যোতমানং জ্ঞানং) 'আরীঃ' (ভজন্ত্যঃ, অনুসারিণ্যঃ ইত্যর্থঃ) 'বিশঃ' (প্রজাঃ, উপাসকাঃ ইত্যর্থঃ) 'মেধেষু' (যজ্ঞেষু, আত্মনঃ কর্ম্মসু) 'তং' (দেবং, জ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'প্রথমং' (প্রধানং, ত্বং প্রধানং ইতি বাক্যং) 'উপ ব্রুবতে' (কথয়ন্তি, ঘোষয়ন্তি ইত্যর্থঃ); সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে সাধবঃ জ্ঞানপ্রাধান্যং স্বীকুর্ব্বন্তি মানয়ন্তি বা ইতি ভাবঃ। (১ম—৭৭সূ—৩ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সেই জ্ঞানদেবতা নিশ্চয়ই সৎকর্ম্মের সাধক হয়েন; সেই দেবতাই অপকর্ম্মের নাশক হয়েন; সেই দেবতাই শুভফল প্রদাতা হয়েন; আর, সেই দেবতাই মিত্রের ন্যায় অলব্ধ ধনের অর্থাৎ মোক্ষের প্রাপয়িতা হয়েন; (ভাব এই যে,—জ্ঞানই সৎকর্ম্মপ্রাপক ও পরমধন-প্রদায়ক); দেবত্বপ্রাপ্তির অভিলাষী এবং দ্যোতমান জ্ঞানের অনুসারী প্রজা অর্থাৎ উপাসকগণ আপনাদিগের কর্ম্মসমূহের মধ্যে সেই দেবতাকে অর্থাৎ জ্ঞানকে প্রধান বলিয়া ঘোষণা করেন; (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে সাধুগণ জ্ঞানপ্রাধান্য মান্য করেন।) (১ম—৭৭সূ—৩ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

স হ্যগ্নি ক্রতুঃ কর্ম্মণাং কর্ত্তা। স এব মর্য্যো মারয়িতা বিশ্বস্যোপসংহর্ত্তা সাধুঃ সাধয়িতোৎপাদয়িতাপি স এবাদ্ভুতস্যাভূতস্যালব্ধস্য ধনস্য রথী রংহয়িতা প্রাপয়িতা ভুৎ। ভবতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। মিত্রো ন। যথা সখা ধনানি প্রাপয়তি তদ্বৎ। এবম্ভূতো যোঽগ্নিস্তমেব মেধেষু যজ্ঞেষু দেবয়ন্তীর্দ্দেবয়ন্ত্যো দেবানাত্মন ইচ্ছন্ত্যো বিশঃ প্রজাঃ প্রথমমুপব্রুবতে। স্তুতিভিরুপেত্য প্রধানভূত ইতি কথয়ন্তি। কিদৃশ্যো বিশঃ। দস্মং দর্শনীয়ং তমগ্নি মারীগচ্ছন্ত্যঃ। ভজন্ত্য ইত্যর্থঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'সঃ হি' সেই অগ্নি 'ক্রতুঃ' কর্ম্মসমূহের কর্ত্তা; 'সঃ' তিনি 'মর্য্যঃ' মারয়িতা বিশ্বের উপসংহর্ত্তা, 'সঃ' তিনি 'সাধুঃ' সাধয়িতা উৎপাদয়িতাও; 'অদ্ভুতস্য' অভূত অলব্ধ ধনের 'রথীঃ' রংহয়িতা—প্রাপয়িতা 'ভুৎ' হয়েন; তদ্বিষয় দৃষ্টান্ত,—'মিত্রঃ ন' সখা যেমন ধনসমূহকে প্রাপ্ত করেন তদ্বৎ; এবম্ভূত যে অগ্নি 'তৎ' তাঁহাকেই 'মেধেষু' যজ্ঞসমূহে 'দেবয়ন্তীঃ' (দেবয়ন্ত্যঃ) দেবগণকে আপনাতে (প্রাপ্তির) ইচ্ছাকারী 'বিশঃ' প্রজাসমূহ 'প্রথমং উপব্রুবতে' স্তুতি-সমূহের দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া প্রধানভূত ইত্যাদি কহিয়া থাকেন; 'বিশঃ' বা প্রজাসমূহ কি প্রকার? 'দস্মং' দর্শনীয় সেই অগ্নিতে 'আরীঃ' গমনকারী বা ভজনাকারী।

মর্য্যঃ। মৃঙ্‌ প্রাণত্যাগে। অস্মাদন্তর্ভাবিতণ্যর্থাচ্ছন্দসি নিষ্টর্ক্যেত্যাদৌ নিপাতনাদ্যৎ। কৃত্যল্যুটো বহুলমিতি বহুলবচনাৎ কর্ত্তরি দ্রষ্টব্যঃ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বম্। দেবয়ন্তীঃ। বা ছন্দসীতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্বম্। আরীঃ। ঋগতৌ। অনিঘসিভ্যামিণ্‌ ইতি বহুলগ্রহণা-দস্মাদপীণ্‌-প্রত্যয়ঃ। কৃদিকারাদক্তিন ইতি ঙীষ্‌। বা ছন্দসীতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্বম্। ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বম্। (১ম—৭৭সূ—৩ঋ)॥

* * *

তৃতীয় (৮৪৫) ঋকের বিশদার্থ।

ভাষ্যে এই ঋকের অন্তর্গত পদসমূহে যে প্রকার অর্থ গৃহীত হইয়াছে, আমরা প্রায়ই তাহার অনুসরণ করিয়াছি। কিন্তু সেই অনুসরণ উপলক্ষেই আমাদিগের ব্যাখ্যার মর্ম্মার্থ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। যে দেবতার সম্বন্ধে এই ঋকটী প্রযুক্ত হয়, তাঁহাকে 'ক্রতুঃ' বলা হইয়াছে। 'ক্রতু' শব্দে 'যজ্ঞ' বা 'সৎকর্ম্ম' অর্থ পূর্ব্বাপর পরিগৃহীত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু এখানে ঐ পদের প্রতিবাক্যে ভাষ্যকার 'কর্ম্মণাং কর্ত্তা' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। তাহারই ভাব—'সৎকর্ম্মের সাধক'। এইরূপ 'মর্য্যঃ' পদের 'মারয়িতা' এবং 'সাধুঃ' পদের 'সাধয়িতা' প্রতিবাক্য হইতেই আমরা যথাক্রমে 'অপকর্ম্মের নাশক' এবং 'শুভফলের প্রদাতা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'অদ্ভুতস্য রথীঃ' পদদ্বয়ে, ভাষ্যে 'অদ্ভুত অলব্ধ ধনের প্রাপয়িতা' অর্থ প্রগৃহীত। আমরাও তাহারই অনুসরণ করিয়াছি। উহার ভাব পাইয়াছি,—জ্ঞানের দ্বারাই পরম ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম চরণে, কতকটা ভাষ্যের অনুসরণেই, আমরা জ্ঞান-মাহাত্ম্যের আভাষ প্রাপ্ত হইয়াছি।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের ভাষ্যাদিতে যে ভাব প্রকাশমান, তাহাতে

মর্য্যঃ। মৃঙ্‌ ধাতু প্রাণত্যাগ অর্থ-জ্ঞাপক। তাহাতে অন্তর্ভাবিত ণ্যর্থ-হেতু 'ছন্দসি নিষ্টর্ক্য' ইত্যাদি সূত্রে নিপাতন-হেতু যৎ। 'কৃত্য ল্যুট বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে বহুল-বচন-হেতু কর্ত্তায় দ্রষ্টব্য। 'যতোঽনাবঃ' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। দেবয়ন্তীঃ। 'বা ছন্দসি' সূত্রে পূর্ব্বসবর্ণের দীর্ঘত্ব। আরীঃ। ঋ-ধাতু গত্যর্থক। 'অনিঘসিভ্যামিণ্' ইত্যাদি সূত্রে বহুল-গ্রহণ-হেতু ইহাতেও ইণ্‌-প্রত্যয়। 'কৃদিকারাদক্তিন' ইত্যাদি সূত্রে ঙীষ্‌। 'বা ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বসবর্ণের দীর্ঘত্ব দ্বারা আদ্যুদাত্তত্ব। (১ম—৭৭সূ—৩ঋ)।

* * *

জ্বলন্ত অগ্নিকে উপলক্ষ করিয়াই ঐ অংশ উচ্চারিত হইয়াছে বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু মন্ত্রের প্রথম অংশ-সম্পর্কে প্রচলিত ব্যাখ্যাদি দৃষ্টে ঐ দেবতাকে জ্বলন্ত অগ্নি বলিয়া ধারণা করা যায় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের ব্যাখ্যায়, প্রথম ও দ্বিতীয়—দুইটী চরণের অর্থেই মনুষ্য-প্রকৃতি-সম্পন্ন অগ্নিই যে এই ঋকে পূজিত হইয়াছেন—তাহাই প্রতিপন্ন হয়। ভাষ্যের ভাব বঙ্গানুবাদেই উপলব্ধ হইবে। অন্যান্য ব্যাখ্যায় মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত, তাহার তিনটি আদর্শ প্রদান করিতেছি। যথা,—

(১) "অগ্নি যজ্ঞের কর্তা; অগ্নি বিশ্বের উপসংহর্তা এবং উৎপাদয়িতা; অগ্নি সখার ন্যায় অলব্ধ ধন প্রদান করেন। দেবাভিলাষী প্রজাগণ সেই দর্শনীয় অগ্নির নিকট গমন করিয়া অগ্নিকেই যজ্ঞের প্রথম দেব বলিয়া স্তুতি করে।"

(2) "For he is mental power, a man and perfect; he is the bringer friend-like, of the wondrous.

The pious Aryan tribes at sacrifices address them first to him who doeth marvels."

(3) "For he is wisdom, he is manly, he is straight-forward; like Mitra he has become the charioteer of the mysterious. Therefere the Aryan clans, longing for the gods, address him, the wonder-ful one, as the first at the sacrifices."

ত্রিবিধ ব্যাখ্যায় তিন প্রকারের ভাব পরিগৃহীত হইতে দেখি। বঙ্গানুবাদ ভাষ্যেরই অনুসারী। ইংরাজী অনুবাদ দুইটীর প্রথমটীতে 'মর্য্যঃ' পদ উপলক্ষে তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়াই অভিহিত করা হইয়াছে। 'মিত্রঃ' পদ উপলক্ষে প্রথমোক্ত ইংরাজী অনুবাদ ভাষ্যেরই অনুসারী। কিন্তু দ্বিতীয় অনুবাদে ঐ পদে 'মিত্র' দেবতার সম্বন্ধ-পরিকল্পনা দেখি। মন্ত্রের অন্তর্গত 'আরীঃ' পদ উপলক্ষে দুই ইংরাজ অনুবাদকই আর্য্য-জাতির সম্বন্ধ কল্পনা করিয়াছেন। মন্ত্রে 'অদ্ভুতস্য রথীঃ' পদদ্বয় আছে। কিন্তু দুই ইংরাজী অনুবাদেই 'আশ্চর্য্যের বা গূঢ়রহস্যের বাহক বা শকটবান' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। সাধারণতঃ প্রতি পদের প্রতিবাক্য আপন আপন দৃষ্টি অনুসারে সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন! পদগত অর্থের সহিত অনুবাদের অনুসরণ করিলেই সে মর্ম্ম বোধগম্য হয়।

আমরা কোন্ পদে কি ভাব পরিগ্রহ করিয়াছি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই তাহা বোধগম্য হইবে। যাঁহারা সৎকর্ম্মের অনুসরণ করেন, যাঁহারা জ্ঞানের অনুসারী হয়েন, জ্ঞানের সাহায্যে তাঁহারা পরমধন লাভ করিয়া থাকেন। আমরা মনে করি, এই মন্ত্রে সেই ভাব সেই উপদেশ-তত্ত্ব বিবৃত রহিয়াছে। (১ম—৭৭সূ—৩ঋ)।

—— • ——

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। সপ্তসপ্ততিতমং সূক্তম্। চতুর্থী ঋক্।)

স নো নৃণাং নৃতমো রিশাদাঃ

অগ্নির্গিরোঽবসা বেতু ধীতিং।

তনা চ যে মঘবানঃ শবিষ্ঠা বাজপ্রসূতা

ইষয়ন্ত মন্ম ॥ ৪ ॥

• • •

অথ পদ-পাঠঃ।

স। নঃ। নৃণাম্। নৃঽতমঃ। রিশাদাঃ।

অগ্নিঃ। গিরঃ। অবসা। বেতু। ধীতিম্।

তনা। চ। যে। মঘঽবানঃ। শবিষ্ঠাঃ। বাজঽপ্রসূতাঃ।

ইষয়ন্ত। মন্ম ॥ ৪ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নৃণাং' (নেতৃণাং মধ্যে) 'নৃতমঃ' (নেতা, শ্রেষ্ঠঃ ইত্যর্থঃ) 'রিশাদাঃ' (শত্রূণাং নাশয়িতা, যদ্বা—হিংসতাং নিরসিতা) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'গিরঃ' (স্তুতীঃ) তথা 'ধীতিং' (বুদ্ধিং—সৎকর্ম্মসাধনায় ইতি যাবৎ, যদ্বা—কর্ম্ম) 'অবসা' (অস্মাকং রক্ষণেন সহ) 'বেতু' (কাময়তাং, গৃহ্ণাতু ইত্যর্থঃ); অস্মাকং স্তোত্রং কর্ম্ম চ জ্ঞানানুসারিণং ভবতু—ইতি ভাবঃ। 'যে' (উপাসকাঃ) 'মন্ম' (মননরূপং স্তোত্রং, যদ্বা—জ্ঞানানুমতং কর্ম্ম) 'ইষয়ন্ত' (অভিলষন্তি, অনুসরন্তি), তে 'মঘবানঃ' (ঐশ্বর্য্যসম্পন্নাঃ) 'শবিষ্ঠাঃ, (অতিশয়েন বলিনঃ) 'চ' (এবং) 'বাজপ্রসূতাঃ' (সৎকর্ম্মকারকাঃ, লোকহিতসাধকাঃ ইত্যর্থঃ) সন্তি ইতি শেষঃ; জ্ঞানানুসারী জনঃ চতুর্ব্বর্গং ফলং লভতে ইতি ভাবঃ। (১ম—৭৭সূ—৪ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

নেতৃগণের মধ্যে নেতা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, শত্রুগণের নাশকারী অথবা হিংসার নিরসনকারী, সেই প্রসিদ্ধ জ্ঞানদেবতা, আমাদিগের স্তুতিসমূহকে এবং সৎকর্ম্মসাধনের বুদ্ধিকে অথবা কর্ম্মকে, আমাদিগের রক্ষণের সহিত কামনা করুন; (ভাব এই যে,—আমাদিগের স্তোত্র ও কর্ম্ম জ্ঞানানুসারী হউক)। যে উপাসকগণ মনন-রূপ স্তোত্রকে অথবা জ্ঞানানুমত কর্ম্মকে অনুসরণ করেন, তাঁহারা ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন অতিশয়-বলশালী এবং সৎকর্ম্ম-কারক অর্থাৎ লোকহিতসাধক হয়েন; (ভাব এই যে—জ্ঞানানুসারী চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিয়া থাকেন।) ॥ (১ম—৭৭সূ—৪ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

নৃণাং যজ্ঞস্য নেতৃণাং মধ্যে নৃতমোঽতিশয়েন নেতা রিশাদা রিশানাং শত্রূণামত্তা ভক্ষয়িতা। যদ্বা রিশতাং হিংসতামসিতা নিরসিতা। এবংবিধঃ সোঽগ্নির্নোঽস্মাকং গিরঃ স্তুতীরবসা হবির্লক্ষণেনান্নেন ধীতিং কর্ম্ম চ বেতু। কাময়তাং। অপিচ যে যজমানাস্তনা। ধননামৈতৎ। বিস্তৃতেন ধনেন মঘবানো ধনবন্তঃ শবিষ্ঠা অতিশয়েন বলিনশ্চ সন্তো

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'নৃণাং' যজ্ঞের নেতৃগণের মধ্যে 'নৃতমঃ' অতিশয়রূপে নেতা 'রিশাদাঃ' রিশগণের অর্থাৎ শত্রুগণের অত্তা অর্থাৎ ভক্ষয়িতা অথবা রিশগণের বা হিংসকগণের অসিতা অর্থাৎ নিরসিতা এবম্বিধ সেই অগ্নি 'নঃ' আমাদিগের 'গিরঃ' স্তুতিসমূহকে 'চ' এবং 'অবসা' হবির্লক্ষণ অন্নের দ্বারা যুক্ত 'ধীতিং' কর্ম্মকে কামনা করুন; অপিচ 'যে' যে যজমানগণ 'তনা' (ইহা ধননাম-বাচক) বিস্তৃত ধনসমূহের দ্বারা 'মঘবান্' ধনবান্ 'শবিষ্ঠাঃ' অতিশয়রূপে

বাজপ্রসূতাঃ প্রসূতং প্রেরিতং বাজো হবির্লক্ষণমন্নং যৈস্তাদৃশা ভূত্বা মন্মাগ্নের্মননরূপং স্তোত্র-মিষয়ন্ত। এষয়ন্তি। ঋত্বিগ্‌ভিঃ কারয়িতুমিচ্ছন্তি। তেষামপি স্তুতিমগ্নিঃ কাময়তামিতি ভাবঃ॥

নৃণাং। নৃচেত্যুভয়থাভাবাদ্দীর্ঘাভাবঃ। নামন্যতরস্যামিতি নাম উদাত্তত্বম্। তনা। তনু বিস্তারে। পচাদ্যচ্। তৃতীয়ৈকবচনস্য সুপাং সুলুগিত্যাকারঃ। বৃষাদেরাকৃতিগণত্বাদাদ্যু দাত্তত্বম। শবিষ্ঠাঃ। শব ইতি বলনাম। অস্মায়ামেধেতি মত্বর্থীয়ো বিনিঃ তত আতিশায়নিক ইষ্ঠন্। বিন্মতোর্লু গিতি বিনো লুর্ক্। টেরিতি টিলোপঃ। ইষ্ঠনো নিত্যাদাদ্যুদাত্তত্বম্। ইষয়ন্ত। ইষ ইচ্ছায়াম্। অম্মাণ্যন্তাচ্ছান্দসৌ লঙ্। সংজ্ঞাপূর্ব্বকস্য বিধেরনিত্যত্বাণ্ণৌ লঘূপধ-গুণাভাবঃ। অড়ুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ণিচ এব স্বরঃ শিষ্যতে। (১ম—৭৭সূ—৪ঋ)॥

• • •

চতুর্থ (৮৪৬) ঋকের বিশদার্থ।

ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই মন্ত্রের দুইটী চরণে দুই প্রকার ভাব পরিগৃহীত হইয়া থাকে। প্রথম চরণে অগ্নির নিকট প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হয়,—'অগ্নি আমাদিগের স্তুতি ও যজ্ঞ কামনা করুন। দ্বিতীয় চরণের ভাবার্থে অংশ-বিশেষ অধ্যাহার করিয়া ব্যাখ্যা করা হয়,—যাঁহারা যজ্ঞবান ধনবান, তাঁহারা অগ্নির মনোমত স্তুতি অনুসন্ধান করেন; অগ্নি তাঁহাদিগের সে স্তুতি কামনা করুন।'

আমাদিগের ব্যাখ্যায় আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাব গ্রহণ করিয়াছি।

বলবান হই।। 'বাজপ্রসূতা' প্রসূত অর্থাৎ প্রেরিত বাজ অর্থাৎ হবির্লক্ষণ অন্ন যাহাদিগের দ্বারা তাদৃশ হইয়া 'মন্ম' অগ্নির মনন-রূপ স্তোত্রকে 'ইষয়ন্ত' (এষয়ন্তি) ঋত্বিগ্‌গণের দ্বারা করিতে ইচ্ছা করেন; তাঁহাদিগেরও স্তুতিকে অগ্নিকে কামনা করেন—ইহাই ভাব।

নৃণাম্। 'নৃ চ' ইত্যাদি সূত্রে 'উভয়থা' ভাব-হেতু দীর্ঘের অভাব। 'নামন্যতরস্যাং' ইত্যাদি সূত্রে নামের উদাত্তত্ব। তনা। তনু-ধাতু বিস্তারার্থক। পচাদি-হেতু অচ্। তৃতীয়ার একবচনের স্থলে 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে আকার। বৃষাদির আকৃতিগণ-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। শবিষ্ঠাঃ। শব-শব্দ বল-নামবাচক। 'অস্মায়ামেধ' ইত্যাদি সূত্রে মত্বর্থীয় বিনি-প্রত্যয়। তাহাতে আতিশায়নিক ইষ্ঠন্-প্রত্যয়। 'বিন্মতোর্লুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিনের লোপ। 'টেঃ' ইত্যাদি সূত্রে টিলোপ। ইষ্ঠনের নিত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। ইষয়ন্ত। ইষ-ধাতু ইচ্ছার্থক। তাহাতে ণ্যন্ত-হেতু ছান্দসে লঙ্। সংজ্ঞা-পূর্ব্বক বিধির অনিত্যত্ব-হেতু ণৌ। লঘু উপধার গুণের অভাব। অড়ুপদেশ-হেতু লসার্ব্বধাতুক অনুদাত্তত্বে ণিচেরই স্বর অবশিষ্ট আছে। (১ম—৭৭সূ—৪ঋ)॥

• • •

প্রথম চরণের পদ-কয়েকটীতে ভাষ্যে যে অর্থ গৃহীত হইয়াছে, আমরা প্রায়ই তাহার অনুসরণ করিয়াছি। কিন্তু তাহাতে 'অগ্নি আমাদিগের স্তুতি গ্রহণ করুন'—এরূপ ভাব প্রকাশ না পাইয়া, 'আমাদিগের কর্ম্ম জ্ঞানানুসারী হউক এবং তদ্দ্বারা আমরা যেন রক্ষা প্রাপ্ত হই'—এইরূপ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, দ্বিতীয় চরণের অন্তর্গত 'যে' পদের সম্বন্ধ রক্ষা করিবার জন্য অন্য বাক্যাংশ অধ্যাহার করার আমরা প্রয়োজন দেখি না। আমরা মনে করি, ঐ 'যে' পদের সম্বন্ধ-সূচক অংশ ঐ দ্বিতীয় চরণেরই অন্তর্নিবিষ্ট আছে। যে উপাসকগণ জ্ঞানানুমত কর্ম্মের অনুসরণ করেন, তাঁহারা সকল প্রকার ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া থাকেন। ইহাই ঐ অংশের মর্ম্ম।

কি সূত্রে, কোন্ পদের কিরূপ অর্থ উপলক্ষে আমরা প্রোক্ত ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার প্রতিবাক্য প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। তাহার মধ্যে যে কয়েকটী পদ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার আছে, এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথম চরণের 'অবসা' পদ উপলক্ষে 'হবির্লক্ষণ অন্নসমূহের সহিত যুক্ত' অর্থ সাধারণতঃ গৃহীত হয়। আমরা ঐ পদে 'রক্ষণ' অর্থই সঙ্গত দেখি। জ্ঞান যে সর্ব্বপ্রকার রক্ষার সহিত আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকেন অর্থাৎ জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিলেই যে সকল প্রকার রক্ষা বা শ্রেয়ঃ অধিগত হয়, তাহা স্বতঃই বুঝিতে পারা যায়। 'ধীতিং' পদে 'কর্ম্ম' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। আমরা ঐ পদে 'বুদ্ধিযুত কর্ম্ম' বা 'সৎকর্ম্মসাধনের সামর্থ্য' ভাব পরিগ্রহণ করি। তার পর, দ্বিতীয় চরণের "যে" পদের সহিত "মন্ম ইষয়ন্ত" পদদ্বয়ের সংযোগ সিদ্ধান্ত করিয়া "মঘবানঃ শবিষ্ঠাঃ বাজপ্রসূতাঃ" পদত্রয়কে উহারই অংশ-বিশেষ বলিয়া খ্যাপন করিয়াছি। এ পক্ষে 'সন্তি' ক্রিয়াপদ মাত্র অধ্যাহারে ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। 'মন্ম' পদে 'জ্ঞানানুমত কর্ম্ম' অর্থ আসে। 'ইষয়ন্ত' পদে অনুসরণের ভাব প্রাপ্ত হই। এইরূপে, জ্ঞানানুসারী উপাসকগণ যে মঘবান্ শবিষ্ঠ ও বাজপ্রসূত হয়েন,—মন্ত্রাংশে তাহাই বোধগম্য হয়। (১ম—৭৭সূ—৪ঋ) ॥

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। সপ্তসপ্ততিতমং সূক্তম্। পঞ্চমী ঋক্।)

এবাগ্নির্গোতমেভির্ঋতাবা বিপ্রেভিরস্তোষ্ট

জাতবেদাঃ।

স এষু দ্যুম্নং পীপয়ৎ স বাজং স পুষ্টিং যাতি

জোষমা চিকিত্বান্ ॥ ৫ ॥

অথ পদ-পাঠঃ।

এব। অগ্নিঃ। গোতমেভিঃ। ঋতঽবা। বিপ্রেভিঃ। অস্তোষ্ট।

জাতঽবেদাঃ।

সঃ। এষু। দ্যুম্নম্। পীপয়ৎ। সঃ। বাজম্। সঃ। পুষ্টিম্। যাতি।

জোষম্। আ। চিকিত্বান্ ॥ ৫ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঋতাবা' (সত্যপ্রদঃ, সৎকর্ম্মকারয়িতা) 'জাতবেদাঃ' (সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'গোতমেভিঃ' (প্রজ্ঞাসম্পন্নৈঃ) 'বিপ্রেভিঃ' (মেধাবিভিঃ উপাসকৈঃ) 'এব' (উক্তপ্রকারেণ, তৈভিঃ কৃতেন সৎকর্ম্মণা সহ ইত্যর্থঃ) 'অস্তোষ্ট' (স্তুতঃ অনুসৃতঃ বা ভবতি); জ্ঞানিনঃ খলু এব জ্ঞানসহযুক্তেন কর্ম্মণা জ্ঞানদেবং পূজয়ন্তি—জ্ঞানানুসারিণঃ ভবন্তি বা ইতি ভাবঃ। 'সঃ' (দেবঃ) 'এষু' (এবম্প্রকারেষু উপাসকেষু) 'দ্যুম্নং' (জ্ঞান-

জ্যোতিঃ) 'পীপয়ৎ' (প্রাপয়তি) তথা 'সঃ' (দেবঃ) 'বাজং' (সৎকর্ম্ম, সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যং বা) প্রাপয়তি ইতি শেষঃ; তথা 'সঃ' (দেবঃ) 'পুষ্টিং' (পোষণং) প্রাপয়তি ইতি শেষঃ; অপিচ সঃ 'জোষং' (অস্মাভিঃ কৃতং সেবনং, অস্মাকং অনুসরণং ইত্যর্থঃ) 'চিকিত্বান' (জানন্, উপলব্ধা ইতি ভাবঃ) 'আ যাতি' (অস্মৎ সকাশং আয়াতি, অস্মান্ প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ); যদা বয়ং জ্ঞানানুসারিণঃ ভবামঃ, তদা সঃ জ্ঞানদেবঃ অস্মান্ জ্ঞানজ্যোতিঃ সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং পুষ্টিং চ দদাতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৭৭সূ—৫ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সত্যপ্রদ অর্থাৎ সৎকর্ম্মকারয়িতা সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানদেবতা, প্রজ্ঞাসম্পন্ন (মেধাবী) উপাসকগণের দ্বারা, উক্ত প্রকারে অর্থাৎ তাঁহাদিগের কৃত সৎকর্ম্মের সহিত স্তুত হয়েন; (ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ স্বতঃই জ্ঞান-সংযুত কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানদেবতার পূজা করেন অথবা জ্ঞানানুসারী হয়েন)। সেই দেবতা এবম্প্রকার উপাসকগণকে জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রাপ্ত করেন, এবং সেই দেবতা পুষ্টিকে প্রাপ্ত করেন; আর, তিনি আমাদিগের কৃত সেবা বা অনুসরণ জানিয়া (বুঝিয়া) আমাদিগের নিকটে আগমন করেন বা আমাদিগকে প্রাপ্ত হয়েন; (ভাব এই যে,—যখন আমরা জ্ঞানানুসারী হই, তখন সেই জ্ঞানদেবতা জ্ঞানজ্যোতিঃ, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য ও পুষ্টি প্রদান করিয়া থাকেন।)॥ (১ম—৭৭সূ—৫ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

ঋতাবা ঋতবান্ যজ্ঞবান্ জাতবেদা জাতধনো জাতপ্রজ্ঞো বায়মগ্নির্বিপ্রেভির্মেধাবিভি-র্গোতমেভির্গোতমৈর্ঋষিভিরেবমুক্তেন প্রকারেণাস্তোষ্ট। স্তুতোঽভূৎ। স্তুতশ্চ সোঽগ্নিরেষু গোতমেষু দ্যুম্নং দ্যোতমানং সোমং পীপয়ৎ। অপীবৎ। যদ্বা তানৃষীনপায়য়ৎ। তথা সোঽগ্নির্বাজং হবির্লক্ষণমন্নং পীপয়দীত্যেব। এবং সোমলক্ষণং চরুপুরোডাশাদিলক্ষণং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ঋতাবা' ঋতবান্ অর্থাৎ যজ্ঞবান্ 'জাতবেদাঃ' জাতধন বা জাতপ্রজ্ঞ এই 'অগ্নি' অগ্নি 'বিপ্রেভিঃ' মেধাবী গোতমগণ কর্তৃক অর্থাৎ গোতমবংশীয় ঋষিগণ কর্তৃক 'এব' উক্ত প্রকারে 'অস্তোষ্ট' স্তুত হইয়াছিলেন; স্তুত হইয়া 'সঃ' সেই অগ্নি 'এষু' গোতমগণের মধ্যে 'দ্যুম্নং' দ্যোতমান সোমকে 'পীপয়ৎ' পান করিয়াছিলেন, অথবা সেই ঋষিদিগকে পান করাইয়াছিলেন; 'সঃ' সেই অগ্নি 'বাজং' হবির্লক্ষণ অন্নকে পান করিয়াছিলেন; এইরূপে

হবিশ্চ স্বীকৃত্য সোঽগ্নির্জোষমস্মাভিঃ কৃতং সেবনমাচিকিত্বান্। আসমন্তাজ্জানন্ পুষ্টিং যাতি। পোষং প্রাপ্নোতি। যদ্বা। অস্মাকং ধনানি পোষং প্রাপয়তু॥

গোতমেভিঃ। বহুলং ছন্দসি ইতি ভিস ঐসভাবঃ। ঋষ্যন্ধকবৃষ্ণিকুরুভ্যশ্চেতি বিহিতস্যাণোঽত্রিভৃগুকুৎসবসিষ্ঠগোতমাঙ্গিরোভ্যশ্চ। পা০ ২।৪।৬৫। ইতি বহুষু লুক্। অস্তোষ্ট। স্তৌতেঃ কর্ম্মণি লুঙি চিণভাবশ্ছান্দসঃ। পীপয়ৎ। পা পানে। পাস্ত্বাল্লুঙি চ্লেশ্চঙাদি। জোষম্। জুষী প্রীতিসেবনয়োঃ। ভাবে ঘঞ্। ঞিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বম্॥ (১ম—৭৭সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য পঞ্চমে পঞ্চবিংশো বর্গঃ॥ ১।৫।২৫।

* . *

পঞ্চম (৮৪৭) ঋকের বিশদার্থ।

—:০:—

এই ঋকের অন্তর্গত 'গোতমেভিঃ' পদ উপলক্ষে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া আছে। তার পর মন্ত্রে একটি 'দ্যুম্নং' পদ আছে; তাহা হইতে সোমরসকে টানিয়া আনা হইয়াছে। এইরূপে এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাতে কাল-বিশেষের লোক-বিশেষের এবং মাদকদ্রব্য-বিশেষের সহিত এই ঋকের সম্বন্ধ সর্ব্বথা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। তাহাতে অগ্নি যে একজন ঋষি ছিলেন এবং গোতমবংশীয় ঋষিগণ যে তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন, তাহাই প্রখ্যাত দেখি। অপিচ, সেই গোতম-বংশীয় ঋষিগণের পূজায় প্রীত হইয়া অগ্নি তাঁহাদিগকে সোমরস খাইতে দিয়াছিলেন—ব্যাখ্যাত হয়। আমরা

সোমলক্ষণ ও চরুপুরোডাশাদিলক্ষণ হবিঃ স্বীকার করিয়া (গ্রহণ-পূর্ব্বক) সেই অগ্নি 'জোষং' আমাদিগের কর্তৃক কৃত (প্রদত্ত) সেবা-দ্রব্যকে 'আ চিকিত্বান্' সম্যগ্‌রূপে জানিয়া 'পুষ্টিং যাতি' পোষণকে প্রাপ্ত হউন অথবা আমাদিগের ধনসমূহ (পুষ্টি) প্রাপ্ত হউক।

গোতমেভিঃ। 'ঋষ্যন্ধকবৃষ্ণিকুরুভ্যশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে বিহিত অণঃ। 'অত্রিভৃগু-কুৎসবসিষ্ঠগোতমাঙ্গিরোভ্যশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ২।৪।৬৫) বহুবিষয়ে লোপ। অস্তোষ্ট। স্তুতিতে কর্ম্মণি বাচ্যে লুঙে ছান্দসে চিণ-ভাব। পীপয়ৎ। পা ধাতু পানার্থক। পাস্ত-হেতু লুঙে চ্লেশ্চঙ্ আদি। জোষম্। জুষী ধাতু প্রীতি ও সেবনার্থক। ভাবে ঘঞ্। ঞিত্-হেতু অদ্যুদাত্তত্ব। (১ম—৭৭সূ—৫ঋ)।

প্রথম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ের পঞ্চবিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৫।২৫॥

* . *

মন্ত্রের দুইটী প্রচলিত ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; তদ্দ্বারা প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহের ভাব বোধগম্য হইবে।

(১) "যজ্ঞনির্ব্বাহক সর্ব্বজ্ঞ অগ্নি মেধাবী গোতমঋষি কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্তরূপে স্তুত হইয়াছিলেন, অগ্নিও গোতম ঋষিকে উত্তম সোমরস ও সুস্বাদু অন্ন প্রদান করিয়াছিলেন; তিনি উপাসকদিগের স্তোত্রে বর্দ্ধিত হন।"

(২) "Thus Agni Jatavedas, true to Order, hath by the priestly Gotomas been lauded.

May he augment in them splendour and vigour: observant, as he lists, he gathers increase."

আমরা 'গোতমেভিঃ' পদে 'প্রজ্ঞাসম্পন্ন' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। পূর্ব্বেও 'গোতম' শব্দের ব্যবহার দেখিয়াছি। সে সকল স্থলে ঐ শব্দে যে জ্ঞানবান্‌কে বুঝায়, তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। ফলতঃ, ঐ পদ ঋষি-বিশেষের দ্যোতক নহে। ঋষি-বিশেষের দ্যোতক হইলেও, তাঁহারা কালচক্রে চিরবিদ্যমান্ আছেন—স্বীকার করার আবশ্যক দেখি। ফলতঃ, 'গোতমেভিঃ বিপ্রেভিঃ' পদদ্বয় জ্ঞানী উপাসকগণকে বুঝাইতেছে প্রতিপন্ন হয়। 'এব' পদের 'উক্তপ্রকারেণ' প্রতিবাক্য হইতেই 'সেই জ্ঞানিগণের কৃত সৎকর্ম্মসমূহের দ্বারা' ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞান তাঁহাদিগের দ্বারা স্তুত বা অনুসৃত হয়েন;—ইহার ভাব এই যে, মেধাবী উপাসকগণ জ্ঞানানুসারী হইয়া সৎকর্ম্ম করিয়া থাকেন। সেই নিত্যসত্য-তত্ত্বই মন্ত্রের প্রথম চরণে বিবৃত রহিয়াছে বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করি।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটীকে ব্যাখ্যা উপলক্ষে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। 'দ্যুম্নং' পদে কেন সোমরস মাদকদ্রব্যকে টানিয়া আনিব? ঐ পদে জ্ঞানজ্যোতিঃকে লক্ষ্য করিতেছে—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। 'পীপয়ৎ' পদে ভাষ্যানুগত 'পায়য়ৎ' প্রতিবাক্য হইতেই আমরা 'প্রাপয়তি'—'প্রাপ্ত করেন' ভাব পরিগ্রহণ করি। জ্ঞানদেবতাই যে আমাদিগকে জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রদান করেন, তাঁহারই সহায়তায় আমরা যে সৎকর্ম্মসাধনে সমর্থ হই, "সঃ এষু দ্যুম্নং পীপয়ৎ সঃ বাজং" প্রভৃতি বাক্যাংশে সেই ভাবেরই বিকাশ দেখি। পুনশ্চ সেই দেবতাই যে পুষ্টির বিধায়ক, 'সঃ পুষ্টিং' পদদ্বয় তাহাই জ্ঞাপন করে উপসংহারে "জোষং

চিকিত্বান্ আ যাতি" বাক্যাংশে সম্পূর্ণ ভিন্নভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ অংশের সহিত 'পুষ্টিং' পদ ব্যাখ্যাদিতে সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে; এবং তাহাতে 'আমাদিগের কৃত সেবার দ্বারা সেই দেবতা পুষ্টি প্রাপ্ত হউন'—এইরূপ ভাব গৃহীত হইতে দেখি। অগ্নিতে ঘৃত প্রভৃতি নিক্ষিপ্ত হইলে অগ্নি পুষ্টিপ্রাপ্ত অর্থাৎ প্রজ্বলিত হয়েন—এই ভাব উপলক্ষেই ঐ অংশ প্রবর্ত্তিত আছে সাধারণতঃ প্রখ্যাত হয়। পক্ষান্তরে আবার ঋষি বা দেবতা উপাসকগণের স্তুতির বা প্রশংসার দ্বারা পরিবর্দ্ধিত বা যশোযুক্ত হইয়া থাকেন—এরূপ ভাবও কেহ কেহ গ্রহণ করেন। কিন্তু আমরা বলি, এখানকার 'চিকিত্বান্' পদ দেবতা-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। আমাদিগের কৃত কর্ম্ম অবগত হইয়া, সেই দেবতা আমাদিগের প্রতি আগমন করেন অর্থাৎ আমাদিগকে প্রাপ্ত হয়েন,—ঐ অংশে এই অর্থ ই নির্দ্ধারিত হয়। তাহার ভাব এই যে,—'সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত জ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। জ্ঞানী যেমন সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রযত্নপর হয়েন, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতাও সেইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া থাকেন।' এই মন্ত্রাংশের ইহাই তাৎপর্য্য। মন্ত্র এই সত্যতত্ত্ব-পরিজ্ঞাপক। (১ম—৭৭সূ—৫ঋ)।

—•—

অষ্টসপ্ততিতম সূক্তানুক্রমণিকা।

অভি ত্বেতি পঞ্চর্চ্চং পঞ্চমং সূক্তং গোতমস্যার্ষমাগ্নেয়ং গায়ত্রং। তথা চানুক্রান্তম্। অভিত্বা গায়ত্রং ত্বিতি। বিনিয়োগো লৈঙ্গিকঃ।

* * *

অষ্টসপ্ততিতম সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'অভিত্বা' ইত্যাদি পাঁচটী ঋক্‌বিশিষ্ট পঞ্চম সূক্ত (ত্রয়োদশ অনুবাকের)। ঋষি—গোতম; দেবতা—অগ্নি; ছন্দঃ—গায়ত্রী; এ বিষয়ে এইরূপ অনুক্রান্ত আছে; যথা,—'অভিত্বা গায়ত্রং ত্বিতি।' এই সূক্তের বিনিয়োগ—লৈঙ্গিক।

* * *

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলম্। ত্রয়োদশোঽনুবাকঃ। অষ্টসপ্ততিতমং সূক্তম্। প্রথমোঽষ্টকঃ।
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ। চতুর্ব্বিংশো বর্গঃ।

অষ্টসপ্ততিতমং সূক্তম্।

এই সূক্তের পাঁচটী ঋকে, ভাষ্যাদিতে প্রকাশ, অগ্নি-দেবতার অর্চ্চনা আছে। কিন্তু আমাদিগের মতে এই সূক্তের মন্ত্রগুলি ভগবৎ-সম্বন্ধে বা যে কোনও দেবতা-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে।

এই সূক্তের অন্তর্গত 'গোতমাঃ' 'গোতমঃ' 'অঙ্গিরস্বৎ' 'রহূগণাঃ' প্রভৃতি পদ-কয়েকটী উপলক্ষে মন্ত্রার্থ নিষ্কাশনে বিষম সমস্যা আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। তদনুসারে এই সূক্তের ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—'গোতমবংশীয় ঋষিগণের অনুসরণে তাঁহাদের বংশধরগণ এক সময়ে এই সূক্তের মন্ত্রগুলি উচ্চারণ-পূর্ব্বক অগ্নিদেবতার স্তব করিয়াছিলেন।' এই সূক্তটীর শেষ মন্ত্রে তাঁহাদিগের আত্মপরিচয়-স্বরূপ যেন 'ভনিতা' রহিয়া গিয়াছে। শেষ মন্ত্রের 'রহূগণাঃ' পদ সেই ভনিতার ভাব দ্যোতনা করিতেছে। ঋষিগণ স্তবের সময় যেন বলিতেছেন,—"আমরা রহূগণ-বংশীয়, আমরা অগ্নিকে মাধুর্য্যযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করি ও দ্যুতিমান্ স্তোত্রের দ্বারা স্তুতি করি।" এইরূপে, 'অঙ্গিরস্বৎ' পদ উপলক্ষে, অগ্নি যে অঙ্গিরবংশীয়গণের ন্যায় দাতা ছিলেন, তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়া থাকে। ফলতঃ, রহূগণ-বংশীয় গোতম ঋষিগণের এবং অঙ্গিরবংশীয় ঋষিগণের সম্বন্ধের বিষয় এই সূক্তের ব্যাখ্যাদিতে প্রতিপন্ন হয়; এবং উপাস্য 'অগ্নি' যে ঋষি বা মনুষ্য-প্রকৃতিসম্পন্ন ছিলেন, তাহাই বুঝিতে পারা যায়।

বলা বাহুল্য, আমরা উক্তপ্রকার অর্থের সঙ্গতি দেখি না। কাল-বিশেষের ও ব্যক্তি-বিশেষের সহিত মন্ত্রার্থের সম্বন্ধ ব্যাখ্যাদিতে সূত্রিত হইলেও, তাহার মধ্যে যে এক নিগূঢ় তত্ত্ব-কথা পরিবর্ণিত আছে তাহাই লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমমণ্ডলস্য ত্রয়োদশোঽনুবাকঃ। অষ্টসপ্ততিতমং সূক্তম্। ঋষিঃ দেবতা চ। পূর্ব্ববৎ। প্রাতরনুবাকস্যাগ্নেয়ক্রতৌ বিনিয়োগঃ।

* * *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। অষ্টসপ্ততিতমং সূক্তম্। প্রথমা ঋক্।)

অভি ত্বা গোতমা গিরা জাতবেদো বিচর্ষণে।

দ্যুম্নৈরভি প্রণোনুমঃ ॥ ১ ॥

* * *

অথ পদ-পাঠঃ।

অভি। ত্বা। গোতমাঃ। গিরা। জাতঽবেদঃ। বিঽচর্ষণে।

দ্যুম্নৈঃ। অভি। প্র। নোনুমঃ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'জাতবেদঃ' (সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ) 'বিচর্ষণে' (সর্ব্বদ্রষ্টঃ, বহিরন্তরদর্শনকারিন্ হে ভগবান্) 'ত্বা, (ত্বাং) 'অভি' (আভিমুখ্যেন, অনুসরণেন) 'গোতমাঃ' (জ্ঞানিনঃ) স্তুবন্তি পূজয়ন্তি বা ইতি শেষঃ ; বয়ং 'অভি' (ত্বাং এব অভিলক্ষ্য) 'দ্যুম্নৈঃ' (ভবৎপ্রকাশকৈঃ স্তোত্রৈঃ) 'প্র' (প্রকৃষ্টরূপেণ, সর্ব্বতোভাবেন) 'নোনুম' (স্তুমঃ, পূজয়ামঃ, অনুসরামঃ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ ; জ্ঞানিনঃ যথা ভগবন্তং অনুসরন্তি, বয়ং তদ্বৎ ভবদনুসরণায় সঙ্কল্পবদ্ধাঃ ভবাম—ইতি ভাবার্থঃ ॥ (১ম—৭৮সূ—১ঋ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ সর্ব্বদ্রষ্টা অর্থাৎ বহিরন্তরদর্শনকারিন্ হে ভগবন্! আপনার অনুসরণের দ্বারা জ্ঞানিগণ স্তব করেন—পূজা করেন ; আমরা আপনাকে লক্ষ্য করিয়া আপনার প্রকাশক স্তোত্রসমূহের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পূজা করিতেছি। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক ; জ্ঞানিগণ যেমন

ভগবানকে অনুসরণ করেন, আমরা সেইরূপ তাঁহার অনুসরণের জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছি—ইহাই ভাবার্থ।)॥ (১ম—৭৮সূ—১ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্‌।

হে জাতবেদো জাতানাং বেদিতবিচর্ষণে বিশেষেণ সর্ব্বস্য দ্রষ্টঃ। এবম্ভূতাগ্নে ত্বা ত্বাং গোতমা অস্য সূক্তস্য দ্রষ্টা গোতম ঋষিঃ। ঋষেরেকত্বেঽপি পূজার্থং বহুবচনম্‌। গিরা স্তোত্রলক্ষণয়া বাচাভ্যাভিমুখ্যেনাস্তৌদিতি শেষঃ। তদ্বদ্বয়মপি ত্বাং দ্যুম্নৈস্ত্বদীয়গুণ-প্রকাশকৈর্মন্ত্রৈরভিপ্রাণোণুমঃ। আভিমুখ্যেন পুনঃপুনঃ স্তুমঃ॥

নোনুমঃ ণুস্তুতৌ। অস্মাদ্ভৃগুণ্লুগস্তাল্লট্‌। উপসর্গাদসমাসেঽপীতি ণত্বম্‌॥ (১ম-৭৮সূ-১ঋ)॥

* * *

প্রথম (৮৪৮) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের সমস্যামূলক পদ—'গোতমাঃ'। তাহা হইতে 'গোতম-বংশীয়গণ' অর্থ গ্রহণ-পূর্ব্বক মন্ত্রের ব্যাখ্যা করা হয়,—'হে জাতবেদঃ বিচর্ষণে অগ্নে! গোতম-বংশীয়গণ আপনাকে স্তুতি করিয়াছিলেন; দ্যুতিমান্‌ স্তোত্রের দ্বারা আমরা আপনাকে প্রণাম করিতেছি।' এই ভাবের ব্যাখ্যাই সাধারণতঃ প্রচলিত।

আমরা কিন্তু 'গোতমাঃ' পদে ভিন্নভাব গ্রহণ করি। মন্ত্রের সম্বোধনও, আমাদিগের মতে, ভগবান্‌ বা তাঁহার যে কোনও বিভূতি বা দেবতা। মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে,—'জ্ঞানিগণ যেরূপভাবে ভগবানের বা দেবতার পূজায় ব্রতী হয়েন, আমরাও সেইরূপভাবে আত্মনিয়োগের জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছি।'

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'জাতবেদঃ' উৎপন্নগণের বেত্তা 'বিচর্ষণে' বিশেষ প্রকারে সকলের দ্রষ্টা এবম্ভূত অগ্নে। 'ত্বা' আপনাকে 'গোতমাঃ' এই সূক্তের দ্রষ্টা গোতম ঋষি (ঋষির একত্বেও পূজার্থ বহুবচন) 'গিরা' স্তোত্রলক্ষণ যে বাক্য দ্বারা 'অভি' অভিমুখে স্তব (স্তোত্র উচ্চারণ) করিয়াছিলেন; সেইরূপ আমরাও আপনাকে 'দ্যুম্নৈঃ' আপনার গুণপ্রকাশশীল মন্ত্রসমূহের দ্বারা 'অভিপ্রণোনুম' আপনার অভিমুখে পুনঃপুনঃ উচ্চারণ বা স্তব করিতেছি।

গোনুম। ণু ধাতু স্তুতি অর্থক। তাহাতে যঙ্‌লুগান্ত হেতু লট্‌। 'উপসর্গাদসমাসেঽপি' ইত্যাদি সূত্রে ণত্ব। (১ম—৭৮সূ—১ঋ)।

* * *

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'জাতবেদঃ' পদে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অর্থ গৃহীত হইয়াছে দেখিতে পাই। যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন অগ্নিকে ঐ পদের দ্যোতক বলিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন। এখানে 'জাত বস্তুমাত্রেরই বেত্তা' এতদর্থে ঐ পদের প্রয়োগ দেখিতেছি। তাহা হইতেই 'সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ' ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা পূর্ব্বেও সেই ভাবই গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। 'বিচর্ষণি' শব্দের সম্বোধনে যে 'বিচর্ষণে' পদ এখানে পরিদৃষ্ট হইতেছে, ঐ পদে 'সর্ব্বদ্রষ্টা' অর্থই প্রতিপন্ন হয়; কিন্তু পূর্ব্বে ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ 'চর্ষণি' পদে 'মনুষ্যগণকে' লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন এবং তাহা হইতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 'কৃষক' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বাপরই 'চর্ষণি' শব্দে আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন জ্ঞানিগণকেই লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। * যাহা হউক, এই মন্ত্রে উপাসক আপনাকে ভগবানের সেবায় উদ্বুদ্ধ করিতেছেন বলিয়াই আমরা সিদ্ধান্ত করি। (১ম—৭৮সূ—১ঋ)॥

— • —

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। অষ্টসপ্ততিতমং সূক্তম্। দ্বিতীয়া ঋক্)।

তমু ত্বা গোতমো গিরা রায়স্কামো দুবস্যতি।

দ্যুম্নৈরভি প্রণোনুমঃ॥ ২॥

• • •

অথ পদ-পাঠঃ।

তম্। উং ইতি। ত্বা। গোতমঃ। গিরা। রায়ঃ২কাম। দুবস্যতি।

দ্যুম্নৈঃ। অভি। প্র। নোনুমঃ॥ ২॥

• • •

---

* 'বিচর্ষণে' পদের অর্থ উপলক্ষে ওল্ডেনবর্গ লিখিয়া গিয়াছেন—"Who dwellest among all tribes;" কিন্তু গ্রিফিথের অনুবাদে ঐ পদের প্রতিবাক্য দেখি—"keen and swift".

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'রায়স্কামঃ' (পরমধনাভিলাষী) 'গোতমঃ' (জ্ঞানী, সাধকঃ ইত্যর্থঃ) 'গিরা' (স্তুত্যা, মন্ত্রেণ) 'তমু' (শ্রেষ্ঠং তং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'দুবস্যতি' (পরিচরতি, পূজয়তি); বয়ং 'অভি' (ত্বাং অভিলক্ষ্য) 'দ্যুম্নৈঃ' (ভগবৎপ্রকাশকৈঃ স্তোত্রৈঃ) 'প্র' (প্রকৃষ্টরূপেণ, সর্ব্বতোভাবেন) 'নোনুমঃ' (স্তুমঃ, পূজয়ামঃ, ত্বাং অনুসরামঃ ইত্যর্থঃ)। পরমার্থপ্রাপ্তয়ে জ্ঞানী যথা ভগবন্তং আরাধয়তি বয়ং তদ্বৎ ভগবতঃ অনুসরণায় সঙ্কল্পবদ্ধাঃ ভবাম—ইতি ভাব॥ (১ম—৭৮সূ—২ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! পরমধনাভিলাষী জ্ঞানী (সাধক) মন্ত্রের দ্বারা শ্রেষ্ঠ আপনাকে পূজা করেন; আমরা আপনাকে লক্ষ্য করিয়া আপনার প্রকাশক মন্ত্রসমূহের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আপনার অনুসরণ করিতেছি। (ভাব এই যে,—পরমার্থ প্রাপ্তির জন্য জ্ঞানী যেমন ভগবানকে আরাধনা করেন, আমরা সেইরূপ ভগবানের অনুসরণে সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছি।)॥ (১ম—৭৮সূ—২ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

রায়স্কামো ধনকামো গোতমো যমগ্নিং গিরা স্তুত্যা দুবস্যতি। পরিচরতি। তমু তমেব ত্বাং দ্যুম্নৈর্দ্যোতমানৈঃ স্তোত্রৈরভিমুখ্যেন পুনঃ পুনঃ স্তুমঃ॥

রায়স্কামঃ। রায়ো ধনানি কাময়তঃ ইতি রায়স্কামঃ। কর্ম্মণ্যণ্। তৎপুরুষে কৃতি বহুলমিতি বহুবচনাদলুক্। উড়িদমিত্যাদিনা পূর্ব্বপদস্য বিভক্তেরুদাত্তত্বম্। দাসীভারাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্। অতঃ কৃকমিকং সকুম্ভেতি বিসর্জনীয়স্য সত্বম্। দুবস্যতি। দুবস উপতাপে পরিচরণে চ। কণ্ড্বাদিঃ। (১ম—৭৮সূ—২ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'রায়স্কামঃ' ধনকামী 'গোতমঃ' ঋষি এই অগ্নিকে 'গিরা' স্তুতির দ্বারা 'দুবস্যতি' পরিচরণ করেন—সেবা করেন। 'তমু' সেই 'ত্বা' আপনাকে 'দ্যুম্নৈঃ' দ্যোতমান স্তোত্রসমূহের দ্বারা 'অভিপ্রণোনুমঃ' অভিমুখে পুনঃপুনঃ স্তব করি।

রায়স্কামঃ। রায় অর্থাৎ ধনসমূহ কামনা করে—এই অর্থে রায়স্কাম পদ হয়। কর্ম্মণি বাচ্যে অণ্। 'তৎপুরুষে কৃতিবহুলং' ইত্যাদি সূত্রে বহুবচন-হেতু লোপ। 'উড়িদং' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বপদের বিভক্তির উদাত্তত্ব। দাসীভারাদিত্ব-হেতু পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। অতঃপর 'কৃকমিকং সকুম্ভ' ইত্যাদি সূত্রে বিসর্গের স্থানে স-কার। দুবস্যতি। দুবস ধাতু উপতাপ ও পরিচরণ অর্থ জ্ঞাপক। কণ্ড্বাদি মধ্যে পরিগণিত। (১ম—৭৮সূ—২ঋ)।

* * *

দ্বিতীয় (৮৪৯) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রটীও আত্মোদ্বোধন-মূলক। জ্ঞানী যেরূপ ভাবে ভগবানের অনুসরণ করেন, আমরা যেন সেই ভাবে তাঁহার অনুসরণ করিতে পারি,—ইহাই এই মন্ত্রের কামনা। সাধারণ প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'রায়স্কামঃ' পদে 'সাধারণ ধনের প্রার্থী' অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। 'গোতমঃ' পদে গোতম নামক ঋষির সম্বন্ধ সূত্রিত হয়। সেই ঋষি অর্থ-লাভের জন্য অগ্নির আরাধনা করিয়াছিলেন,—এইরূপ উপাখ্যানের সংযোগ এই মন্ত্রার্থে পরিকল্পিত হইয়া থাকে। তদনুসারে উপাসক যেন এই মন্ত্রে বলিতেছেন,—'হে অগ্নি! আপনাকে ধনলাভের জন্য গোতম ঋষি স্তব করিয়াছিলেন, আমরাও স্তব করিতেছি, আমাদিগকেও ধনদান করুন।' এই প্রকার অর্থে অগ্নিকে মনুষ্যপ্রকৃতিসম্পন্ন বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু আমাদিগের অর্থ অন্য ভাব প্রকাশ করিতেছে। আমাদিগের মত এই যে, এখানে প্রার্থী জ্ঞানীর অনুসরণে ভগবৎপূজায় উদ্বুদ্ধ হইতেছেন।

এই মন্ত্রের এবং ইহার পূর্ব্বমন্ত্রের পরবর্ত্তী মন্ত্র-ত্রিতয়ে "দ্যুম্নৈরভি প্রণোনুম" বাক্যাংশ দৃষ্ট হয়। উহার অন্তর্গত 'দ্যুম্নৈঃ' পদে 'গুণ-প্রকাশক স্তোত্রসমূহের দ্বারা' অর্থ পরিগৃহীত হইতে দেখি। পূর্ব্বে (পূর্ব্ব সূক্তের পঞ্চমী ঋকে) 'দ্যুম্নং' পদে 'সোমরস' এবং 'চরুপুরোডাশাদি' অর্থ দেখিয়াছিলাম। এখানে ঐ পদে 'স্তোত্রমন্ত্র অর্থ দেখিলাম। কিন্তু আমরা পূর্ব্বাপর ঐ পদে একই ভাব অন্তরে পোষণ করিয়া আছি। যাহা জ্যোতির্ম্ময়, যাহা বিশুদ্ধ, তাহাই 'দ্যুম্নং' পদের দ্যোতক বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করি। সে দৃষ্টিতে সৎকর্ম্ম মাত্রই ঐ শব্দে অভিহিত হইতে পারে। ভগবানের স্তুতিবাক্য অর্থাৎ দেবতার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট কর্ম্মকেও 'দ্যুম্নং' বলিতে পারি। ফলতঃ, যে স্তোত্রের সহিত দেবতা সংলিপ্ত আছেন, অর্থাৎ দেবভাবোৎপাদক কর্ম্মের সহিত যে মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তাহাই 'দ্যুম্নং' পদের দ্যোতক। তাই আমরা যেন দেবত্ব-প্রদ সৎকর্ম্মের সহিত ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইতে পারি—ইহাই ঐ বাক্যাংশের সঙ্কল্প। (১ম—৭৮সূ—২ঋ)॥

তৃতীয়া ঋক।

(প্রথমং মণ্ডলম্। অষ্টসপ্ততিতমং সূক্তম্। তৃতীয়া ঋক্।)

তমু ত্বা বাজসাতমমঙ্গিরস্বদ্ধবামহে।

দ্যুম্নৈরভি প্রণোনুমঃ ॥ ৩ ॥

* * *

অথ পদ-পাঠঃ।

তম্। ঊং ইতি। ত্বা। বাজঽসাতমম্। অঙ্গিরস্বৎ। হবামহে।

দ্যুম্নৈঃ। অভি। প্র। নোনুমঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্। 'বাজসাতমং' (সৎকর্ম্মণাং অতিশয়েন দাতারং, সৎকর্ম্মসাধকং ইত্যর্থঃ) 'তমু' (শ্রেষ্ঠং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অঙ্গিরস্বৎ' (পরমজ্ঞানসম্পন্নসাধকবৎ, সাধূনাং পদাঙ্কানুসরণায় ইতি ভাবঃ) 'হবামহে' (আহ্বয়ামঃ) ; তথা 'দ্যুম্নৈঃ' (ভবৎপ্রকাশকৈঃ মন্ত্রৈঃ) 'অভি' (ত্বাং অভিলক্ষ্য) 'প্র' (প্রকৃষ্টরূপেণ, সর্ব্বতোভাবেন) 'নোনুম' (স্তুমঃ, পূজয়ামঃ, (অনুসরামঃ)। 'সৎকর্ম্মণাং সাধনায় সাধবঃ যথা ভগবদনুসারিণঃ ভবন্তি, বয়ং তদ্বৎ ভবদনুসরণায় পূজায়ৈ বা সঙ্কল্পবদ্ধাঃ ভবামঃ—ইতি ভাবঃ। (১ম—৭৮সূ—৩ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! সৎকর্ম্মের অতিশয় দাতা (সৎকর্ম্মসাধক) সেই শ্রেষ্ঠ আপনাকে পরমজ্ঞানসম্পন্ন সাধকের ন্যায় অর্থাৎ সাধুগণের পদাঙ্কানুসরণে আহ্বান করিতেছি; এবং আপনার প্রকাশক মন্ত্রসমূহের দ্বারা আপনাকে লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বতোভাবে পূজা করিতেছি। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসমূহের সাধনের নিমিত্ত সাধুগণ যেমন ভগবানের অনুসারী হয়েন, আমরা সেইরূপ আপনার অনুসরণে বা পূজায় সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছি। (১ম—৭৮সূ—৩ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে অগ্নে! বাজসাতমং বাজানামতিশয়েন সনিতারং দাতারং তমেব ত্বা ত্বামঙ্গিরস্বৎ। অঙ্গিরস ইব হবামহে। আহ্বয়ামঃ। শিষ্টং গতম্॥

বাজসাতমম্। ষণু দানে জনসনখনক্রমগমো বিট্। বিড়্বনোরনুনাসিকস্যাদিত্যাত্বম্। অতিশয়েন বাজসা বাজসাতমঃ। তমপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বর এব শিষ্যতে। অঙ্গিরস্বৎ। তেন তুল্যমিতি বতিঃ। নভোঽঙ্গিরো মনুষাং বত্যুপসংখ্যানমিতি ভত্বে পদত্বাভাবাক্রুত্বাভাবঃ॥ (১ম—৭৮সূ—৩ঋ)।

* * *

তৃতীয় (৮৫০) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

এই মন্ত্রেও প্রার্থনাকারী ভগবানের পূজায় সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছেন।

ভগবানের বা দেবতার পূজা বা অনুসরণ বলিতে, আমরা মনে করি, তদ্ভাবে ভাবান্বিত হওয়া। তাহাই পূজার বা উপাসনার নিগূঢ় লক্ষ্য।

তুমি কি দেবতার অনুকম্পা লাভ করিতে চাও? তুমি কি আপনাকে দেবভাবে বিমণ্ডিত বা দেবভাব-সমন্বিত করিতে চাও? দেবতার উপাসনায় প্রবৃত্ত হও; তদ্দ্বারাই তুমি দেবত্বে উপনীত হইতে পারিবে। কিন্তু সেই উপাসনা কি প্রকার? তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য্যই বা কি? সে উপাসনা বা তাহার লক্ষ্য—সেই সেই গুণে আপনাকে গুণান্বিত করা।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'বাজসাতমং' পদে তিনি বাজসমূহের বা অন্ন-সমূহের প্রকৃষ্ট দাতা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। কিন্তু 'বাজ' পদে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নে! 'বাজসাতমং' বাজসমূহের অর্থাৎ অন্নসমূহের অতিশয়রূপে সনিতা বা দাতা, 'তমু' সেই 'ত্বা' আপনাকে 'অঙ্গিরস্বৎ' অঙ্গিরসের ন্যায় 'হবামহে' আহ্বান করিতেছি। অবশিষ্ট অংশ পূর্ব্বের ন্যায়।

বাজসাতমম্। ষণু ধাতু দানার্থক। 'জনসনখনক্রমগমো বিট্' ইত্যাদি সূত্রে বিট্। 'বিড়্বনোরনুনাসিকস্যাৎ' ইত্যাদি সূত্রে আত্ব। অতিশয়রূপে বাজস—এই অর্থে বাজসাতম পদ হয়। তমপের পিত্ব-হেতু অনুদাত্তত্বে কৃদুত্তরপদের প্রকৃতিস্বরই অবশিষ্ট আছে। অঙ্গিরস্বৎ। 'তেন তুল্যং' ইত্যাদি সূত্রে বৎ। 'নভোঙ্গিরো মনুষাং বত্যুপসংখ্যানং' ইত্যাদি সূত্রে ভত্ব। তাহাতে পদত্বের অভাব-হেতু রুত্বাদির অভাব। (১ম—৭৮সূ—৩ঋ)।

* * *

যজ্ঞাদি সৎকর্ম্ম অর্থেরই প্রাধান্য দেখি। প্রকৃষ্ট-রূপে যদি সৎকর্ম্মে মতি প্রবর্ত্তিত করেন, তাঁহাকেই ঐরূপ বিশেষণে অভিহিত করা যাইতে পারে। এ পক্ষে, জ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য আসে। সুতরাং জ্ঞানাগ্নির সম্বোধনেও মন্ত্রের প্রযুক্তি স্বীকার করা যায়। ভগবানের বা ভগবদ্বিভূতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই জ্ঞান পরিগণিত। সুতরাং সম্বোধন ভগবৎসম্বন্ধে বা জ্ঞানসম্বন্ধে উভয় প্রকারেই সিদ্ধ হইতে পারে। আমরা যেন ভগবানের অনুকম্পায় জ্ঞানের সহায়তায় ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারি,—ইহাই এই মন্ত্রের লক্ষ্য। তদুদ্দেশে আত্মনিয়োগই ইহার সঙ্কল্প। মন্ত্রে এই ভাবই আমরা গ্রহণ করি। (১ম—৫অ—৭৮সূ—৩ঋ)।

—— • ——

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। অষ্টসপ্ততিতমং সূক্তম্। চতুর্থী ঋক্।)

তমু ত্বা বৃত্রহন্তমং যো দস্যূঁরবধূনুষে।

দ্যুম্নৈরভি প্রণোনুমঃ ॥ ৪ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণম্।

তম্। উম্ ইতি। ত্বা। বৃত্রহন্‌ঽতমম্। যঃ। দস্যূন্। অবঽধূনুষে।

দ্যুম্নৈঃ। অভি। প্র। নোনুমঃ ॥ ৪ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'যঃ' (প্রসিদ্ধঃ, শ্রেষ্ঠঃ) ত্বং 'দস্যূন্' (রিপূন্—কামাদীন্) 'অবধূনুষে' (অবচালয়সি, দূরীকরোষি); 'বৃত্রহন্তমং' (অজ্ঞানতানাশকং) 'তমু' (শ্রেষ্ঠং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অভি' (অভিলক্ষ্য, অনুসৃত্য), 'দ্যুম্নৈঃ' (ভবৎপ্রকাশকৈঃ স্তোত্রৈঃ) 'প্র' (প্রকৃষ্টরূপেণ, সর্ব্বতোভাবেন) 'নোনুম' (স্তুমঃ, পূজয়ামঃ, অনুসরামঃ)। অজ্ঞানতা-নাশায় অজ্ঞানতানাশকং ভগবন্তং আরাধয়াম—ইতি ভাবঃ। (১ম—৫অ—৭৮সূ—৪ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ যে আপনি কামাদিরিপুসমূহকে দুরীভূত করেন; অজ্ঞানতানাশক শ্রেষ্ঠ সেই আপনাকে লক্ষ্য করিয়া আপনার প্রকাশক স্তোত্রসমূহের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পূজা (অনুসরণ) করিতেছি। (সঙ্কল্প এই যে—অজ্ঞানতানাশের নিমিত্ত অজ্ঞানতানাশক ভগবানকে যেন আমরা আরাধনা করি।) (১ম—৫অ—৮সূ—৩ঋ)।

•.•

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে অগ্নে। দস্যূন্ উপক্ষপয়িতৄন্ রাক্ষসাদীন্ যস্ত্বমবধূনুষে অবচালয়সি স্থানাৎ প্রচ্যাবয়সি বৃত্রহন্তমং বৃত্রাণাং পাপ্মানামতিশয়েন হন্তারং তমু ত্বা তমেব ত্বাং দ্যুম্নৈরিত্যাদি পূর্ব্ববৎ॥

বৃত্রহন্তমম্ অতিশয়েন বৃত্রহা বৃত্রহন্তমঃ। পদসংজ্ঞায়াং নলোপেনাদন্ত। পা০ ৮।২।১৭। ইতি তমপো নুট্। দস্যূন্। দীর্ঘাদটি সমানপাদে ইতি নকারস্য রুত্বম্। অত্রানুনাসিকঃ পূর্ব্বস্য তু বেত্যুকারঃ সানুনাসিকঃ। (১ম—৫অ—৭৮সূ—৪ঋ)॥

•.•

চতুর্থ (৮৫১) ঋকের বিশদার্থ।

—×‡•‡×—

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'দস্যূন্' এবং 'বৃত্রহন্তমং' পদদ্বয় উপলক্ষে মন্ত্রের অর্থ-বিপর্য্যয় লক্ষিত হয়। যাহারা যজ্ঞাদি নষ্ট করিত, তাহারাই দস্যু বা রাক্ষস নামে অভিহিত হইত। অথবা আর্য্যজাতির ভারতে আগমনের কল্পনা যাঁহাদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাঁহারা এ দেশের আদিম অধিবাসীদিগকে 'দস্যু' অভিধায়ে অভিহিত করিতেন।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নে। 'দস্যূন্' উপক্ষয়কারী রাক্ষসাদিকে 'যঃ' যে আপনি 'অবধূনুষে' অবচালিত করেন—স্থান হইতে প্রচালিত করেন, 'বৃত্রহন্তমং' বৃত্রগণের পাপাত্মগণের অতিশয়রূপে হননকারী 'তমু' সেই 'ত্বা' আপনাকে—স্তুতির দ্বারা স্তব করি ইত্যাদি পূর্ব্বের ন্যায়।

বৃত্রহন্তমম্। অতিশয়রূপে বৃত্রহা—এই অর্থে বৃত্রহন্তমঃ পদ হয়। পদ-সংজ্ঞাতে 'নলোপেনাদন্ত' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৮।২।১৭) তাহাতে নুট্। দস্যূন্। 'দীর্ঘাদটি সমান-পাদে' ইত্যাদি সূত্রে ন-কারের রুত্ব। এখানে 'অত্রানুনাসিক পূর্ব্বস্য তু বা' ইত্যাদি সূত্রে উহার উকার সানুনাসিক॥ (১ম—৫অ—৭৮সূ—৪ঋ)॥

•.•

এক পক্ষে সেই ভাব এখানে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে 'অবধূনুষে' ক্রিয়াপদ উপলক্ষে এখানে ঐ 'দস্যূন' পদে 'মেঘসমূহকে' বুঝাইতেছে বলিয়াও কেহ কেহ কল্পনা করিয়া থাকেন। তদনুসারে অগ্নি বা তাঁহার রূপান্তর বিদ্যুৎ কর্তৃক মেঘসমূহ অপসৃত হইয়া থাকে, এবম্বিধ ভাব গৃহীত হইতে দেখি।

তার পর দেখুন—ঐ 'বৃত্রহন্তমং' পদ। ঐ পদ এখানে আরাধ্য দেবতার বিশেষণরূপে অবস্থিত। কিন্তু ঐ পদের অন্তর্গত বৃত্র শব্দে ভাষ্যাদিতে কখনও বা 'বৃত্র' নামক অসুর অর্থ দেখিয়াছি, কখনও বা ঐ পদে 'আবরক মেঘ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। তদনুসারে 'বৃত্রহন্তমং' পদে মেঘ-হননকারী বিদ্যুৎ-রূপ অগ্নিকে অথবা বৃত্র-নামক অসুরের হনন-কারীকে (ইন্দ্রকে) লক্ষ্য আসে। তাহাতে এই ঋক্ ইন্দ্রের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। দেবরাজ ইন্দ্র যখন অনার্য্যজাতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, অনার্য্যগণ যখন দেবতাদিগের প্রতি উপদ্রব আরম্ভ করে, তখনকার ব্যাপ্যারের প্রতিই এই ঋকের লক্ষ্য রহিয়াছে—সে দৃষ্টিতে ইহাই সাধারণতঃ সিদ্ধান্তিত হয়।

কিন্তু আমরা তাহা মনে করি না। অপিচ, ভাষ্যে এই ঋক্ অগ্নি-দেবতার সম্বোধনেই প্রযুক্ত দেখি। অগ্নিকে 'বৃত্রহন্তা' বলিয়া পূর্ব্বেও উল্লেখ দেখিয়াছি। এখানেও তাহাই দেখিলাম।

তবেই বুঝুন, অগ্নিই বা কে ? আর বৃত্রহন্তাই বা কে ? অগ্নি—জ্ঞান, বৃত্র—অজ্ঞানতা। অজ্ঞানতা-নাশক জ্ঞানই বৃত্রহন্তা।

এইরূপে, 'দস্যূন্' পদে আমরা কামাদি-রিপুসমূহের প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে করি। 'বৃত্রহন্তমং' পদে অজ্ঞানতানাশক দেবতার প্রতি লক্ষ্য পড়ে। সেই অর্থে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি দেখিতেছি। ফলতঃ, এই মন্ত্রে জ্ঞানদেবতার অথবা ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়াই বুঝা যায়। কামাদি রিপুর প্রভাব দূর করিবার জন্য এবং অজ্ঞানতা-নাশের কামনায় এই ঋক্ উচ্চারিতব্য,—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় সেই দৃষ্টিতেই অর্থ নিষ্কাশিত হইয়াছে—দেখিতে পাইবেন। (১ম—৫অ—৮সূ—৪ঋ)।

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। অষ্টসপ্ততিতমং সূক্তম্। পঞ্চমী ঋক্।)

অবোচাম রহূগণা অগ্নয়ে মধুমদ্বচঃ।

দ্যুম্নৈরভি প্রণোনুমঃ ॥ ৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণম্।

অবোচাম। রহূগণাঃ। অগ্নয়ে। মধুঽমৎ। বচঃ।

দ্যুম্নৈঃ। অভি। প্র। নোনুমঃ ॥ ৫ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'রহূগণাঃ' (পরমত্যাগশীলাঃ সাধবঃ, যদ্বা—পরমত্যাগশীলানাং সাধুনাং অনুসারিণঃ সন্তঃ বয়ং) 'অগ্নয়ে' (জ্ঞানদেবায়, জ্ঞানপ্রাপ্তয়ে ইতি ভাবঃ) 'মধুমৎ বচঃ' (মাধুর্য্যোপেতং বচনং, অমৃতপ্রদং মন্ত্রং) 'অবোচাম' (অবোচন, উচ্চারয়ন্তি ইতি ভাবঃ, যদ্বা—উচ্চারয়ামঃ)। তেষাং অনুসরণেনৈব বয়ং 'অভি' (ত্বাং অভিলক্ষ্য) 'দ্যুম্নৈঃ' (ভবৎপ্রকাশকৈঃ স্তোত্রৈঃ) 'প্র' (প্রকৃষ্টরূপেণ, সর্ব্বতোভাবেন) 'নোনুম' (স্তুমঃ, পূজয়ামঃ, প্রণতিং বিজ্ঞাপয়ামঃ ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—ভগবতঃ অনুসরণং জ্ঞানপ্রাপ্তিমূলকং; অতঃ সাধবঃ সজ্জ্ঞানলাভায় ভগবন্তং আরাধয়ন্তি। তেষাং পদাঙ্কানুসরণায় বয়ং জ্ঞানার্থিনঃ ভবাম; হে ভগবন্! অস্মান্ জ্ঞানসম্পন্নান্ কুরু ইতি প্রার্থনা। (১ম—৫অ—৭৮সূ—৫ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! পরমত্যাগশীল সাধুগণ জ্ঞানপ্রাপ্তির নিমিত্ত আপনার সম্বন্ধীয় মধুময় বাক্যকে অর্থাৎ অমৃতপ্রদ মন্ত্রকে উচ্চারণ করেন; অথবা, পরমত্যাগশীল সাধুগণের অনুসরণকারী হইয়া আমরা যেন আপনার সম্বন্ধীয় মধুময় বাক্যকে অর্থাৎ অমৃতপ্রদ স্তোত্রকে উচ্চারণ করিতে পারি। তাঁহাদিগের অনুসরণেই আমরা আপনাকে লক্ষ্য করিয়া, আপনার প্রকাশক স্তোত্রসমূহের দ্বারা, সর্ব্বতোভাবে আপনাকে

প্রণতি জানাইতেছি। (ভাব এই যে,—ভগবানের অনুসরণ জ্ঞান-প্রাপ্তিমূলক, এই জন্যই সাধুগণ সজ্জ্ঞানলাভের নিমিত্ত ভগবানকে আরাধনা করেন; তাঁহাদিগের পদাঙ্কানুসরণে আমরা জ্ঞানার্থী হইতেছি; হে ভগবন্! আমাদিগকে আপনি জ্ঞানসম্পন্ন করুন—এই প্রার্থনা।)॥ (১ম—৫অ—৭৮সূ—৫ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যম্।

ঋষিঃ কৃতং স্তোত্রমনয়োপসংহরতি। রহূগণাঃ রহূগণস্য পুত্রা বয়ং গোতমা অগ্নয়ে অঙ্গনাদিগুণযুক্তায় দেবায় মধুমদ্বচো মাধুর্য্যোপেতং বচনমবোচাম। প্রাবাদিষ্ম। তদ্বচনরূপৈর্দ্যুম্নৈর্দ্যোতমানৈঃ স্তোত্রৈঃ পুনঃপুনরগ্নিং বয়মভিপ্রণোনুমঃ। আভিমুখ্যেন প্রকর্ষেণ স্তুমঃ॥ (১ম—৫অ—৭৮সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য পঞ্চমে ষড়্‌বিংশো বর্গঃ॥ ১।৫।২৬।

পঞ্চম (৮৫২) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের 'রহূগণাঃ' পদ উপলক্ষে, বড়ই সমস্যা রহিয়া গিয়াছে। 'আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে' (১২।১১।১) রহূগণের প্রসঙ্গ আছে। পুরাণেও বিভিন্ন স্থানে রহূগণের (রহূগণের) উল্লেখ দেখা যায়। তাহাতে তাঁহারা গোতম-বংশের একটী শাখা-মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকেন। ভাষ্যের এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মতে, এখানে এই ঋকে সেই রহূগণের প্রসঙ্গই উত্থাপিত হইয়াছে।

কিন্তু একদিকে 'অবোচাম' ক্রিয়াপদ, অন্যদিকে 'রহূগণাঃ' কর্ত্তৃপদ। কি প্রকারে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে? ভাষ্যকার তাই 'বয়ং' কর্ত্তৃপদ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ঋষি কৃত স্তোত্রকে এই ঋকের দ্বারা উপসংহার করিতেছেন। 'রহূগণাঃ' রহূগণের পুত্র আমরা গোতমগণ 'অগ্নয়ে' অঙ্গনাদিগুণযুক্ত দেবতার নিমিত্ত 'মধুবৎ বচঃ' মাধুর্য্যোপেত বচনকে 'অবোচাম' উচ্চারণ করিতেছি। সেই বচনরূপ 'দ্যুম্নৈঃ' দ্যোতমান স্তোত্রসমূহের দ্বারা পুনরায় অগ্নিকে আমরা 'অভিপ্রণোনুমঃ' আভিমুখ্যে প্রকর্ষের দ্বারা স্তব করিতেছি। (১ম—৫অ—৭৮সূ—৫ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ের ষড়্‌বিংশ বর্গ সমাপ্ত। ১।৫।২৬।

অধ্যাহার করিয়া 'রহূগণাঃ' পদকে তাহার বিশেষণ মধ্যে গণ্য করিয়া লইয়াছেন। তাহাতে ভাব দাঁড়াইয়াছে, প্রার্থনাকারী, যেন বলিতেছেন —'আমরা রহূগণাঃ অর্থাৎ রহূগণের বংশীয় গোতমগণ। অগ্নির উদ্দেশ্যে মধুর বাক্য উচ্চারণ করিতেছি।' এই উপলক্ষে এই মন্ত্রটীতে মন্ত্র-রচয়িতা ঋষিগণের নামের 'ভনিতা' রহিয়া গিয়াছে—সিদ্ধান্তিত হয়। আর, তদ্দারা এই মন্ত্রের সহিত কাল-বিশেষের ও ব্যক্তি-বিশেষের সম্বন্ধ রহিয়া যায়। কিন্তু আমরা তাহা স্বীকার করি না। কেন-না, এই প্রকার অর্থে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি থাকিতে পারে না। অপিচ, এতদন্তর্গত পদাবলীর বিশ্লেষণেও ঐরূপ ভাব প্রাপ্ত হই না।

এক্ষণে আমরা যে দৃষ্টিতে যে ভাবে এই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ, আমরা 'অবোচাম' ক্রিয়াপদে বিভক্তি-ব্যত্যয় পরিকল্পনা করি; আর, উহার প্রতিবাক্যে 'উচ্চারয়ন্তি' পদ পরিগ্রহণে সঙ্গতি দেখি। সেই উপলক্ষে 'রহূগণাঃ' পদে ধাত্বর্থের অনুসরণে * 'পরমত্যাগশীল সাধুগণ' অর্থ পরিগ্রহণ করি। তাহাতে মন্ত্রের ভাব দাঁড়ায়,— 'সাধুগণ যেমন জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য বা জ্ঞানদেবতার উদ্দেশে ভগবানের সম্বন্ধীয় অমৃতপ্রদ মন্ত্র উচ্চারণ করেন, আমরা যেন তাঁহাদিগের অনুসরণে ভগবদুদ্দেশে বেদমন্ত্রাদি উচ্চারণ করিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হই।'

পক্ষান্তরে, ভাষ্যের অনুসরণে 'বয়ং' পদ অধ্যাহার-পূর্ব্বক 'রহূগণাঃ' পদে 'পরমত্যাগশীল সাধুগণের অনুসরণকারী হইয়া আমরা' এইরূপ অর্থও গ্রহণ করিতে পারি। তাহাতে 'অবোচাম' ক্রিয়াপদে 'উচ্চারয়াম' প্রতিবাক্য গ্রহণ করা যায়। সে পক্ষে মন্ত্রের ভাবার্থ দাঁড়ায়,—'পরমত্যাগশীল সাধুগণের অনুসরণকারী হইয়া আমরা যেন ভগবৎ সম্বন্ধী মধুময় বাক্যকে অর্থাৎ অমৃতপ্রদ মন্ত্রকে উচ্চারণ করিতে পারি।' এ পক্ষে, শেষাংশের অর্থেও বেশ সঙ্গতি থাকিয়া যায়। সাধুগণের অনুসরণ এবং ভগবানের প্রকাশক স্তোত্রমন্ত্রের অনুধ্যান,—ইহাই মুক্তির প্রধান পথ। মন্ত্র সেই পথের কামনাই প্রকাশ করিতেছে। (১ম—৫অ—৭৮সূ—৫ঋ)।

---

* 'রহূগণাঃ' পদের ব্যুৎপত্তি-বিষয়ে আমরা ত্যাগার্থক রহ-ধাতুর প্রতি লক্ষ্য করিতে বলি। অন্যান্য পদের বিশ্লেষণ বাহুল্য মাত্র।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলম্। ত্রয়োদশোঽনুবাকঃ। একোনশীতিতমং সূক্তম্। প্রথমোঽষ্টকঃ।
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ। সপ্তবিংশঃ অষ্টাবিংশশ্চ বর্গো।

একোনশীতিতমং সূক্তম্।

এই সূক্তে বারটী ঋক্ আছে। তাহার তিনটী করিয়া ঋকে এক একটী 'তৃচ্' হইয়া সূক্তটী চারি অংশে বিভক্ত হইয়াছে। সেই বিভাগ চতুষ্টয়ের বিভিন্ন তৃচের—ছন্দের ও প্রয়োগের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু দেবতা একই অভিন্ন আছেন। তৃচ্-চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম তৃচ্‌টী অর্থাৎ প্রথম মন্ত্র তিনটী বিদ্যুৎ-রূপ অগ্নি সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া তাহাদিগে প্রখ্যাত দেখি। দ্বিতীয় তৃচের তিনটী মন্ত্রে অগ্নিকে 'বলের পুত্র' প্রভৃতি বিশেষণে পরিচিত করা হইয়াছে। তাহাতে কাষ্ঠদ্বয়ের সংঘর্ষণে উৎপন্ন অগ্নির প্রতি লক্ষ্য আসে; অথবা, বল-নামক কোনও অসুরের বা ঋষি-বিশেষের পুত্রের সম্বন্ধে মন্ত্রগুলি প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ তৃচে যে ভাবে অগ্নির সম্বোধন আছে, তাহাতে তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়াই মনে হয়। মধ্যের একটী ঋকে (দশম ঋকে) গোতম ঋষির সম্বোধন দৃষ্ট হয়। সে ঋকে যেন ঋষিকে সম্বোধন-পূর্ব্বক অগ্নির সেবায় উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে।

এই সূক্তের কয়েকটী মন্ত্র বড়ই জটিল-ভাবাপন্ন। সে সকল মন্ত্রে কাহাকে সম্বোধন করা হইয়াছে এবং তাঁহার সম্বন্ধে কি বলা হইয়াছে, সহসা তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না। প্রথম ঋক্‌টী সম্বন্ধেই কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন,—'ঐ ঋকে অগ্নির সূর্য্য-রূপ, বিদ্যুৎ-রূপ এবং গৃহকার্য্যের উপযোগী অনল-রূপ—এই ত্রিবিধ রূপের বিষয় প্রখ্যাত রহিয়াছে।' ঋগ্বেদের একজন ইংরাজ অনুবাদক (গ্রিফিথ্‌স্ সাহেব) এ বিষয়ে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। যথা,—

"Agni is here spoken of in his three forms, the golden-haired sun, the serpentine lightning, and the household fire for religious purposes and ordinary use. He is said to know the morning as being re-kindled for sacrifice at day-break, and is compared to an active matron on account of his employment of domestic purposes."

বলা বাহুল্য, সাহেবের এই উক্তি সায়ণ-ভাষ্যের অনুক্রমণিকা অংশের অনুসরণ মাত্র।

এই সূক্তের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তৃচের ঋকগুলি বিভিন্ন সংহিতায় দৃষ্ট হয়। সামবেদে ইহার চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ ঋক্ (২য়, ৯১১-৯১৩) এবং সপ্তম অষ্টম ও নবম ঋক্ (২য়, ৮৭৪-৭৬) আছে। চতুর্থ ঋক্টী সামবেদের প্রথম অধ্যায়েও (১ম—৯৯) দেখিতে পাই। দ্বিতীয় তৃচ বাজসনেয়ি-সংহিতায় (১ম—৩৫·৩৭), তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৪—৪·৫) এবং মৈত্রায়ণীয়-সংহিতায় (২—১৩·১৮) দৃষ্ট হয়। কোথায় কি ভাবে অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিলে, আমরা যে মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়াছি, তৎপক্ষে সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। অন্যান্য বিষয় আমাদিগের ব্যাখ্যা-মুখে প্রকাশ পাইবে।

একোনাশীতিতমসূক্তানুক্রমণিকা।

হিরণ্যকেশ ইতি দ্বাদশর্চ্চং ষষ্ঠং সূক্তম্। রহূগণপুত্রস্য গোতমস্যার্ষম্। অত্রানুক্রম্যতে। হিরণ্যকেশো দ্বাদশাদ্যৌ তৃচৌ ত্রৈষ্টুভৌষ্ণিহৌ পূর্ব্বোঽগ্নয়ে বা মধ্যমায়েতি। পূর্ব্বত্র গায়ত্রং দ্বিত্যাকুষ্যাদিদমপি গায়ত্রং সূক্তম্। এতাবাংস্তু বিশেষঃ আদ্যস্তৃচস্ত্রৈষ্টুভঃ। দ্বিতীয়স্তৌষ্ণিহঃ। প্রথমতৃচস্য মধ্যমস্থানো বৈদ্যুতোঽগ্নিঃ শুদ্ধাগ্নির্ব্বা দেবতা। শিষ্টা নবর্চ্চঃ কেবলাগ্নিদেবতাকাঃ। প্রাতরনুবাকাশ্বিনশস্ত্রে চাদ্যস্তৃচঃ। সূত্রিতং চ—হিরণ্যকেশ ইতি তিস্রো পঞ্চমস্য মহত ইতি সূক্তে। আ০ ৪।১৩। ইতি। আগ্নীধ্রীয়মর্ব্বোমন্ত্রলো হিরণ্যকেশ ইতি দ্বে ঋচৌ যাজ্যানুবাক্যে। সূত্রিতং চ। হিরণ্যকেশো রজসো বিসার ইতি দ্বে যং বা চিদদ্যাস্তা ধাযন্তে বিশ্বং ভুবনমধিশ্রিতম্। আ০ ২।১০। ইতি চেতি॥

একোনাশীতিতমসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'হিরণ্যকেশঃ' ইত্যাদি দ্বাদশটি ঋক্-বিশিষ্ট ষষ্ঠ সূক্ত (ত্রয়োদশ অনুবাকের)। রহূগণের পুত্র গোতম—ঋষি। তদ্বিষয়ে এইরূপ অনুক্রম আছে,—"হিরণ্যকেশো দ্বাদশাদ্যৌ তৃচৌ ত্রৈষ্টুভৌষ্ণিহৌ পূর্ব্বোঽগ্নয়ে বা মধ্যমায়" ইতি। 'পূর্ব্বত্র গায়ত্রং তু' ইত্যাদি উক্তি-হেতু ইহা আদৌ গায়ত্রী সূক্ত। বিশেষত্ব এই যে, ইহার আদি তিনটী ঋক্ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ-বিশিষ্ট; দ্বিতীয় তিনটী ঋক্ উষ্ণিক্ ছন্দঃ-বিশিষ্ট। প্রথম তৃচের দেবতা মধ্যমস্থানীয় বৈদ্যুতাগ্নি বা শুদ্ধাগ্নি, অবশিষ্ট নয়টী কেবল অগ্নিদেবতা-সম্বন্ধীয়। প্রাতরনুবাকের আশ্বিন ক্রতুতে ত্রৈষ্টুভ-ছন্দে আশ্বিনশস্ত্রে আদ্য তৃচ প্রযুক্তব্য। এ বিষয় সূত্রিত আছে,—"হিরণ্যকেশ ইতি তিস্রো পঞ্চমস্য মহত ইতি সূক্তে" (আ০ ৪।১৩) ইত্যাদি। আগ্নীধ্রীয়মর্ব্বোমন্ত্রলঃ-যাজ্যানুবাক্যে 'হিরণ্যকেশঃ' ইত্যাদি দুইটী ঋক্ বক্তব্য। তদ্বিষয়ে সূত্রিত আছে,—'হিরণ্যকেশো রজসো বিসার ইতি দ্বে' ইত্যাদি। (আ০ ২।১০)।

প্রথমমণ্ডলস্য ত্রয়োদশোঽনুবাকঃ। একোনশীতিতমং সূক্তম্। ছন্দঃ ত্রিষ্টুবৌষ্ণিহগায়ত্রম্।
ঋষিঃ দেবতা চ পূর্ব্ববৎ। প্রাতরনুবাকস্যাগ্নেয়ে ক্রতৌ বিনিয়োগঃ।

• • •

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। একোনশীতিতমং সূক্তম্। প্রথমা ঋক্)।

হিরণ্যকেশো রজসো বিসারেঽহির্ধুনির্বাত ইব ধ্রজীমান্।
শুচিভ্রাজা উষসো নবেদা যশস্বতীরপস্যুবো ন সত্যাঃ ॥ ১ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণম্।

হিরণ্যঽকেশঃ। রজসঃ। বিঽসারে। অহিঃ। ধুনিঃ। বাতঃঽইব। ধ্রজীমান্। শুচিঽভ্রাজাঃ। উষসঃ। নবেদাঃ। যশস্বতীঃ। অপস্যুবঃ। ন। সত্যাঃ ॥ ১ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হিরণ্যকেশঃ' (সুবর্ণবৎ রমণীয়ঃ হিতসাধকঃ বা জ্ঞানাগ্নিঃ, অজ্ঞানান্ধকারে উদ্ভাসিতা জ্ঞানরশ্মিঃ ইত্যর্থঃ) 'বাত ইব' (বায়ুবৎ) 'ধ্রজীমান্' (ত্বরিতগতিযুক্তঃ সন্) 'রজসঃ' (রজোভাবস্য, অস্মদ্বেতুভূতস্য কর্ম্মণঃ ইত্যর্থঃ) 'বিসারে' (বিসরণে, দূরীকরণে ইত্যর্থঃ) 'অহিঃ' (সর্পপ্রকৃতেঃ রিপুশত্রোঃ ইতি ভাবঃ) 'ধুনিঃ' (কম্পয়িতা, অভিভবিতা ইত্যর্থঃ)

ভবতি ইতি শেষঃ; যে জনাঃ 'শুচিভ্রাজাঃ' (শুদ্ধসত্ত্বেন জ্ঞানকিরণেন বা বিশুদ্ধিতাপ্রাপ্তাঃ, আত্মশুচিসম্পন্নাঃ) তে 'যশস্বতীঃ' (যশস্বন্তঃ, মঙ্গলযুতাঃ ইত্যর্থঃ সন্তঃ, যদ্বা—যশস্বত্যঃ) 'উষসঃ ন বেদাঃ' (উষালোকবৎ সর্ব্বেষাং দর্শয়িতারঃ, লোকানাং জ্ঞানপ্রদাতরঃ ইত্যর্থঃ, যদ্বা—জ্ঞানোন্মেষিকাঃ দেবাঃ ইব সর্ব্বেষাং সত্যজ্ঞাপয়িতাঃ) ভবন্তি ইতি শেষঃ; তথা 'অপস্যুবঃ' (সৎকর্ম্মণঃ আত্মনঃ সাধনং ইচ্ছন্তঃ সৎকর্ম্মান্বিতাঃ বা সাধবঃ। 'ন' (যথা) 'সত্যাঃ' (সত্যসম্বন্ধযুতাঃ, ব্রহ্মস্বারূপ্যপ্রাপ্তাঃ) ভবন্তি ইতি শেষঃ। জ্ঞানাধিকারী নরঃ জনহিতসাধকঃ সৎকর্ম্মান্বিতঃ সন্ ভগবন্তং প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৫অ—৭৯সূ—১ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সুবর্ণবৎ রমণীয় বা হিতসাধক জ্ঞানাগ্নি, অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকারে উদ্ভাসিত জ্ঞানরশ্মি, বায়ুবৎ ত্বরিতগতিযুক্ত হইয়া, রজোভাবের অর্থাৎ জন্মহেতুভূত কর্ম্মের দূরীকরণে, সর্পপ্রকৃতি রিপু-শত্রুর কম্পয়িতা অর্থাৎ অভিভবিতা হয়েন; যাঁহারা শুদ্ধসত্ত্বের বা জ্ঞানকিরণের দ্বারা বিশুদ্ধিতা-প্রাপ্ত অর্থাৎ আত্মশুচিসম্পন্ন, তাঁহারা যশোযুক্ত অর্থাৎ মঙ্গলপ্রাপ্ত হইয়া, উষালোকবং সকলের দর্শয়িতা অর্থাৎ লোকসমূহের জ্ঞানপ্রদাতা হয়েন (অথবা, জ্ঞানোন্মেষিকা দেবীগণের ন্যায় সকলের সত্যজ্ঞাপয়িতা হয়েন); এবং সৎকর্ম্মের সাধনকামী অর্থাৎ সৎকর্ম্মান্বিত সাধকগণের ন্যায় সত্যসম্বন্ধযুক্ত অর্থাৎ ব্রহ্মস্বারূপ্য প্রাপ্ত হয়েন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানের অধিকারী মানুষ, লোকহিতসাধক সৎকর্ম্মান্বিত হইয়া, ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন।)॥ (১ম—৫অ—৭০সূ—১ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হিরণ্যকেশো হিতরমণীয়াঃ কেশস্থানীয়া জ্বালা যস্য স তথোক্তঃ। সুবর্ণবদ্রোচমান-জ্বালো বা। অহিরাগত্য হন্তা মেঘানাং ধুনিস্তেষাং কম্পয়িতা বাত ইব বায়ুরিব ধ্রজীমান শীঘ্রগতিযুক্তঃ। এবম্ভূতো বৈদ্যুতোঽগ্নি রজস উদকস্য বিসারে বিসরণে মেঘান্নির্গমনে নিমিত্তভূতে সতি শুচিভ্রাজাঃ শোভনদীপ্তিঃ সন মেঘাজ্জলানি নির্গময়িতুং জানাতি।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'হিরণ্যকেশঃ' হিত-রমণীয় কেশস্থানীয় জ্বালা যাহার তিনি, অথবা সুবর্ণবৎ রোচমান জ্বালাবিশিষ্ট। 'অহিঃ' আসিয়া হননকারী মেঘসমূহের 'ধুনিঃ' কম্পয়িতা। 'বাত ইব' বায়ুর ন্যায় 'ধ্রজীমান্' শীঘ্রগতিযুক্ত। এবম্ভূত বৈদ্যুত অগ্নি 'রজসঃ' উদকের 'বিসারে' বিসরণে মেঘসমূহের নির্গমনে নিমিত্তভূত হইয়া 'শুচিভ্রাজাঃ' শোভনদীপ্তি

উষস উষোদেবতা নবেদ্যাঃ। ন বিদন্তি ইতি নবেদাঃ। মেঘাচ্ছদকস্য নিঃসারণমগ্নিরেব জানাতি উষসস্তু ন জানন্তীত্যর্থঃ। অজ্ঞানে দৃষ্টান্তঃ—যশস্বতীরন্নযুক্তা অন্নবত্যোঽপস্যু-বোঽপঃ কর্ম্ম আত্মন ইচ্ছন্ত্যঃ সত্যা অবিতথায়ং জ্ঞানং এবম্ভূতাঃ প্রজা ইব। অত্রোষসাম-জ্ঞানেনাগ্নিঃ প্রশস্যতে ন তু তানি নিন্দ্যন্তে। ন হি নিন্দা নিন্দ্যং নিন্দিতুং অপিতু স্তুত্যং স্তোতুমিতি ন্যায়াৎ॥

ধ্রজীমান্। ধ্রজ গতৌ। ইন্ সর্ব্বধাতুভ্য ইতি ভাবঃ ইন্প্রত্যয়ঃ। ততো মতুপ্। তস্যা-পিত্বাদনুদাত্তত্বে ইনো নিত্বাৎ প্রাতিপদিকস্যাদ্যুদাত্তত্বম্। নবেদাঃ। নঞ্‌পূর্ব্বাদ্বেত্তেঃ পচাদ্যচ্। ন ভ্রাণ্নপাদিত্যাদিনা নঞঃ প্রকৃতিভাবঃ। অপস্যুবঃ। অপসশব্দাৎ সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। ক্যাচ্ছন্দসীত্যু প্রত্যয়ঃ। তন্বাদীনাং ছন্দসি বহুলমুপসংখ্যানমিত্যুবঙ ॥ (১ম—৭৯সূ—১ঋ)॥

• • •

প্রথম (৮৫৩) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋঙ্মন্ত্রের মর্ম্মানুধাবন বড়ই কঠিন। মন্ত্রের যে সকল ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহার কোনটী পাঠ করিয়া মর্ম্মানুধাবন করা যায় না। তবে কোনও কোনও ব্যাখ্যা উপলক্ষে নৈসর্গিক ব্যাপারের বর্ণনার বিষয় মনে আসে বটে; কিন্তু তাহাতেও এক অংশের সহিত অন্য অংশের ভাব-সঙ্গতি দেখিতে পাই না। যাহা হউক, প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত

হইয়া, মেঘজালাসমূহ নির্গমন করিতে জানেন। 'উষসঃ' উষা দেবতা 'নবেদাঃ' (জানেন না,—এই অর্থে নবেদাঃ পদ হয়) জানেন না; মেঘ হইতে উদকের নিঃসারণ অগ্নিই জানেন, কিন্তু উষা জানেন না—ইহাই ভাবার্থ। তাঁহার অজ্ঞানতা-বিষয়ে দৃষ্টান্ত। 'যশস্বতীঃ' অন্নযুক্ত অন্নবতী 'অপস্যুবঃ' অপ অর্থাৎ কর্ম্মকে আপন ইচ্ছা করিয়া 'সত্যাঃ ন' অবিতথজ্ঞান। এবম্ভূত প্রজাসমূহের ন্যায়। এখানে উষাগণের অজ্ঞানের দ্বারা অগ্নি প্রশংসিত হইতেছেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে নিন্দা করিতেছেন না। 'ন হি নিন্দা নিন্দ্যং নিন্দিতং অপি তু স্তুত্যং স্তোতুং'—ইত্যাদি ন্যায়-হেতু।

ধ্রজীমান। ধ্রজ ধাতু গত্যর্থক। 'ইন্ সর্ব্বধাতুভ্যঃ' ইত্যাদি সূত্রে ভাবে ইন্-প্রত্যয়। তাহাতে মতুপ্। তাহার পিত্ব-হেতু অনুদাত্তত্ব। অতঃপর ইনের নিত্ব-হেতু প্রাতিপদিকের আদ্যুদাত্তত্ব। নবেদাঃ। নঞ্‌-পূর্ব্ব-হেতু বিদ্ ধাতুর পচাদি-হেতু অচ্। 'নভ্রাণ্নপাৎ' ইত্যাদি সূত্রে নঞের প্রকৃতি-ভাব। অপস্যুবঃ। অপস শব্দ হেতু 'সুপ আত্মনঃ ক্যচ্' ইত্যাদি সূত্রে ক্যচ্। 'ক্যাচ্ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে উ-প্রত্যয়। তন্বাদিতে 'ছন্দসি বহুলং উপসংখ্যানং' ইত্যাদি সূত্রে উবঙ্। (১ম—৫অ—৭৯সূ—১ঋ)।

• • •

আমাদিগের পরিগৃহীত ব্যাখ্যার আলোচনা করিলে মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য অনুভূত হইবে। তাহাতে, নিসর্গের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে এই ঋকে হৃদয়ের অবস্থা-বিশেষের প্রতিচ্ছবি প্রতিভাত দেখিবেন। আলোচ্য বিষয় বোধগম্য করাইবার জন্য আমরা এই ঋকের কয়েক প্রকারের প্রচলিত অনুবাদ বা ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

(১) "সুবর্ণকেশবিশিষ্ট অগ্নি (বিদ্যুৎরূপে) হননশীল মেঘকে কম্পিত করেন, ও বায়ুর ন্যায় শীঘ্রগামী। তিনি সুন্দর দীপ্তিযুক্ত হইয়া মেঘ হইতে বায়ুবর্ষণ করিতে জানেন। ঊষা সেটী জানে না, ঊষা অন্নসম্পন্ন সরল নিজকর্ম্মরত প্রজার ন্যায়।"

(২) "The golden-haired in the expanse of the atmosphere, the roaring snake, is hasting (through the air) like the wind; the brightly resplendent watcher of the dawn, he who is like the glorious, ever active and truthful (goddesses)."

(3) "He in mid air's expanse hath golden tresses; a raging serpent, like the rushing tempest:

Purely refulgent, knowing well the morning; like honourable dames, true, active workers."

এই সকল ব্যাখ্যা উপলক্ষে মন্ত্রের মধ্যে মেঘের বিদ্যুতের এবং বৃষ্টিপাতের বর্ণনার বিষয় বোধগম্য হয়। সে দৃষ্টিতে দর্শন করিলে, প্রথম তিনটী ঋক্ একই ভাবের দ্যোতনা করিতেছে বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু আমরা মনে করি, ইহার মধ্যে অন্য এক দিকের চিত্রও প্রস্ফুট রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। হৃদাকাশে মেঘের উদয়, বিদ্যুৎ চমক, অশনি-গর্জ্জন, পরিশেষে বারিবর্ষণ! এ দৃষ্টিতেও এ ঋকের সুষ্ঠু অর্থ নিষ্পন্ন করা যায়।

মন্ত্রের অন্তর্গত এক একটী পদ বহুভাবদ্যোতক। তাহা হইতে কোন্ অর্থ কিরূপভাবে সঙ্গত হয়, তাহারই আলোচনা করিতেছি। মন্ত্রের প্রথম পদ—'হিরণ্যকেশঃ'। মেঘের অন্ধকার-রূপ কেশজালের মধ্যে সুবর্ণালঙ্কারের ন্যায় বিদ্যুদ্বিকাশ,—এই অর্থ ই প্রধানতঃ ঐ পদে পরিগৃহীত হইতে দেখি। আমরা বলি, সে সেই অজ্ঞানান্ধকারে উদ্ভাসিত জ্ঞানরশ্মি।

হৃদয় যখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, তখনই কৃষ্ণকেশের সহিত তুলনা করা যায়। কৃষ্ণকেশস্তবকের মধ্যে সুবর্ণের অলঙ্কার খচিত হইলে সে যেমন শোভাময় হয়, অজ্ঞানতার অন্ধকারের মধ্যে জ্ঞানের জ্যোতিঃ সেইরূপ শোভা প্রকাশ করিয়া থাকে। 'বাত ইব' এবং 'ধ্রজীমান্' পদ সম্বন্ধে আমরা ভাষ্যানুসারী প্রতিবাক্যই গ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্রের দ্বিতীয় আলোচ্য পদ—'রক্ষসঃ'। ঐ পদে ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যাসমূহে 'উদকস্য' (উদকের) প্রতিবাক্য গ্রহণ করা হইয়াছে। কেহ বা বিস্তৃত আকাশকে 'রজসঃ' পদের দ্যোতক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা ঐ পদে 'রজোভাবের' অর্থ পরিগ্রহণ করি। ঐ পদের বিষয় পূর্ব্বেও আমরা আলোচনা করিয়াছি। তাহাতে বুঝিয়াছি,—'রজোভাব' অর্থেই ঐ পদ প্রযুক্ত। রজোভাবই জন্মহেতুভূত। এখানেও ঐ পদের প্রতিবাক্যে তাই "জন্মহেতুভূতস্য কর্ম্মণঃ" বাক্যাংশ গ্রহণ করি। তৃতীয় পদ— 'বিসারে'। ভাষ্যে উহার প্রতিবাক্যে 'বিসরণে' পদ দৃষ্ট হয়। আমরা 'দূরীকরণে' প্রতিবাক্যে সঙ্গতি দেখি। বিস্তৃত করে—পৃথক করে,—তাহা হইতেই 'দূরীভূত করে' ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্ত্রের চতুর্থ পদ— 'অহিঃ'। ঐ পদ 'সর্প' অর্থ-বোধক। ভাষ্যকার ঐ পদে 'মেঘ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ প্রায়ই তাঁহার অনুসারী। তবে ইংরাজী দুইটী অনুবাদে সর্পের সম্বন্ধ রক্ষিত হইয়াছে। আমরা এখানে ঐ 'অহিঃ' পদে 'সর্পপ্রকৃতি রিপু-শত্রুকে' বুঝাইতেছে বলিয়া মনে করি। পূর্ব্বেও আমরা ঐরূপ অর্থেই ঐ পদের ব্যবহারের সঙ্গতি দেখিয়াছি। তদনুসারে 'অহিঃ ধুনিঃ' পদদ্বয়ে 'সর্পপ্রকৃতি রিপুগণের অভিভবিতা' এইরূপ ভাব পরিগৃহীত হইয়াছে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, "হিরণ্যকেশঃ" হইতে "ধুনিঃ" পর্য্যন্ত বাক্যাংশের অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রথম চরণের ভাব দাঁড়াইতেছে এই যে,—'আমাদিগের অজ্ঞানতার মধ্যে জ্ঞানের জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইলে, তদ্দ্বারা রজোভাবের দূরীকরণ এবং ক্রূরপ্রকৃতি রিপুগণের বিমর্দ্দন সংসাধিত হয়।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশটী প্রথম অংশ অপেক্ষাও জটিলতা-সম্পন্ন। ইহার প্রথম পদ—'শুচিভ্রাজাঃ'। আমরা ঐ পদে 'শুচির দ্বারা—শুদ্ধ সত্ত্বের দ্বারা বা জ্ঞানকিরণের দ্বারা—বিশুদ্ধতা-প্রাপ্ত' অর্থ গ্রহণ করি।

ভাষ্যে ঐ পদে 'শোভন-দীপ্তিঃ' প্রতিবাক্য গৃহীত হইয়াছে। ভাষ্যে অগ্নি সম্পর্কে একবচনে ঐ পদের ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ হয়। আমরা ঐ পদটীকে বহুবচনের পদ বলিয়া মনে করি এবং ঐ পদ জ্ঞানকিরণ-প্রাপ্ত সাধকগণকে বুঝাইতেছে সিদ্ধান্তিত হয়। তার পর, 'যশস্বতীঃ' পদ। ঐ পদটীকে দুই প্রকারে গ্রহণ করা যায়, এবং সেই দুই প্রকারে উহার রূপের দুই রূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়। প্রথমতঃ, আমরা ঐ পদটীকে 'শুচিভ্রাজাঃ' পদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে লিঙ্গ-ব্যত্যয়ে উহার 'যশস্বন্তঃ' রূপ পরিগৃহীত হয়। কিন্তু ঐ পদকে 'উষসঃ' পদের সহিত যদি সম্বন্ধযুত বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে 'উষসঃ' স্থলে 'উষা' এবং 'যশস্বতীঃ' স্থলে 'যশস্বত্যঃ' পদ গ্রহণ করার আবশ্যক হয়। প্রথম পক্ষে, 'শুচিভ্রাজাঃ' অর্থাৎ জ্ঞানকিরণান্বিত সাধকগণ যশোযুক্ত বা মঙ্গলযুক্ত হয়েন—এই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বিতীয় প্রকারের ব্যাখ্যায় 'যশোযুক্তা' বা 'মঙ্গলপ্রদা' উষা এবম্বিধ অর্থ পাইতে পারি। ফলতঃ, দুইয়েরই সম্বন্ধে দ্বিবিধ পরিবর্ত্তনে ঐ পদ প্রযুক্ত হইতে পারে। 'ন বেদঃ' পদদ্বয়ে আমরা 'না-জানা' অর্থ গ্রহণ করি না। পরন্তু উহার অন্তর্গত ঐ 'ন' পদকে উপমার্থক বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করি। এতদনুসারে "শুচিভ্রাজাঃ যশস্বতীঃ উষসঃ ন বেদাঃ" বাক্যাংশে ভাব প্রাপ্ত হই যে,—জ্ঞানকিরণের দ্বারা বিশুদ্ধিতা প্রাপ্ত সাধুগণ, যশোযুক্ত হইয়া অথবা মঙ্গলযুত হইয়া, উষালোকের ন্যায়, জগতের দৃষ্টি-শক্তি বিকাশ করেন।' তাহার ভাব এই যে, পরীক্ষানলে দগ্ধ বা বিশুদ্ধীকৃত বিশুদ্ধাত্মা সাধুগণ—আপনারাও সুমঙ্গলের অধিকারী হয়েন, জগৎকেও মাঙ্গল্য-ভূষিত করেন। আমরা মনে করি, ঐ অংশের ইহাই মর্ম্মার্থ। 'বেদাঃ' পদে 'বিজ্ঞাপয়িতারঃ' প্রতিবাক্য সে পক্ষে বড়ই সঙ্গত হয়। এক পক্ষে, তাঁহাদিগের দ্বারা জগতের পাপী তাপীর ঐরূপ হিতসাধন হয়; অন্যপক্ষে, তাঁহারা আপনারাও ভগবানের সহিত সম্মিলিত হইয়া যান। জ্ঞানের প্রভাব এইরূপেই দ্যোতিত হয়। জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইলে, পরীক্ষার অনলে আত্মবিশুদ্ধিতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইলে, তদ্দ্বারা জগতের হিতসাধন হয়, আপনারও অমৃতত্বলাভ সুসাধ্য হইয়া আসে। "অপস্যুবঃ ন সত্যাঃ" বাক্যাংশে, 'অপস্যুব-

গণ অর্থাৎ সৎকর্ম্মকারিগণ যে 'সত্য' অর্থাৎ অবিচলিত গতি প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ সৎকর্ম্মান্বিত সাধকের পরাগতি প্রাপ্তি যে সুসত্বর হয়, তাহাই প্রখ্যাত দেখি। ফলতঃ, এ মন্ত্র জ্ঞানমাহাত্ম্য-জ্ঞাপক; জ্ঞানের দ্বারাই যে সুসিদ্ধি সম্ভবপর, এখানে তাহাই প্রখ্যাত আছে। (১ম—৭৩সূ—১ঋ)।

—•—

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। একোনশীতিতমং সূক্তম্। দ্বিতীয়া ঋক্।)

আ তে সুপর্ণা অমিনন্ত এবৈঃ কৃষ্ণো

নোনাব বৃষভো যদীদম্।

শিবাভির্ণ স্ময়মানাভিরাগাৎ পতন্তি

মিহস্তনয়ন্ত্যভ্রা ॥ ২ ॥

•.•

পদ-বিশ্লেষণম্।

আ। তে। সুঽপর্ণাঃ। অমিনন্ত। এবৈঃ। কৃষ্ণঃ।

নোনাব। বৃষভঃ। যদি। ইদম্।

শিবাভিঃ। ন। স্ময়মানাভিঃ। আ। অগাৎ। পতন্তি।

মিহঃ। স্তনয়ন্তি। অভ্রা ॥ ২ ॥

•.•

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'যদি' (যদা) 'তে' (তব সম্বন্ধিনঃ) 'সুপর্ণাঃ' (শোভনপতনরশ্ময়ঃ, শোভনজ্ঞানরশ্ময়ঃ ইতি ভাবঃ), 'এবৈঃ' (হৃদি আগমনৈঃ সহ, যদ্বা—বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'ইদং' (শত্রোরাক্রমণং, রিপোঃ প্রাধান্যং) 'অমিনন্ত' (হিংসন্তি, দূরীকুর্ব্বান্তি), তদা 'কৃষ্ণং' (পাপাকর্ষকঃ, পাপনাশকঃ) 'বৃষভঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ দেবঃ) 'নোনাব' (আহ্বয়তি, স্বতমেব আত্মসকাশং নয়তি গৃহ্লাতি বা—উপাসকান্ ইতি শেষঃ); ভগবৎকৃপয়া হৃদি যদা জ্ঞানোন্মেষং ভবতি, তদা নরঃ স্বতমেব দেবসামীপ্যং লভতে—ইতি ভাবঃ; তদা 'শিবাভিঃ ন স্ময়মানাভিঃ' (সুখকারিণীভিঃ যথা হসনবতীভিঃ জ্ঞানরশ্মিভিঃ তদ্বৎ—দেবত্বং সুখকরং হাস্যময়ং ভূত্বা ইত্যর্থঃ, আনন্দযুক্তেন জ্ঞানেন সহ ইত্যর্থঃ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'অগাৎ' (আগচ্ছতি, উপাসকে দেবত্বং ইতি শেষঃ, দেবত্বং উপাসকান্ প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ); তদা 'মিহঃ' (করুণাধারাঃ ভগবতঃ ইতি যাবৎ) 'পতন্তি' (নিম্নাভিমুখে প্রবহন্তি, জ্ঞানিনাং জ্ঞানরশ্ময়ঃ অপরেষাং আভিমুখ্যেন প্রধাবন্তি ইত্যর্থঃ); তথা চ 'অভ্রা' (আবরকানি, আজ্ঞানান্ধকারাণি) 'স্তনয়ন্তি' (ইতস্ততঃ ধনয়ন্তি, বিক্ষিপ্যন্তে ইত্যর্থঃ); ভগবৎকৃপায়াং জগতি যদি একোঽপি জ্ঞানাধিকারী ভবেৎ, তদা পরিপার্শ্বিকানাং বহূনাং শ্রেয়ঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ। (১ম—৫অ—৭৯সূ—২ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! যখন আপনার সম্বন্ধীয় শোভনজ্ঞানরশ্মিসমূহ হৃদয়ে আগমনের সহিত (অথবা বিবেকরূপী দেবগণের সহিত) সর্ব্বতোভাবে এই শত্রুর আক্রমণকে অর্থাৎ রিপুর প্রধান্যকে হিংসা করেন—দূরীভূত করেন, তখন পাপনাশক অভীষ্টবর্ষক দেবতা স্বতঃই আত্মসকাশে উপাসককে আহ্বান করেন—গ্রহণ করেন; (ভাব এই যে,—ভগবানের কৃপায় হৃদয়ে যখন জ্ঞানোন্মেষ হয়,—তখন মানুষ স্বতঃই দেবসামীপ্য লাভ করে); তখন, সুখকারিণী হাস্যময়ী জ্ঞানরশ্মির মত, সুখকর হাস্যময় হইয়া দেবত্ব সর্ব্বতোভাবে মনুষ্যে আগমন করে—অর্থাৎ উপাসকগণকে প্রাপ্ত হয়; (অর্থাৎ আনন্দসহযুত জ্ঞানের সহিত দেবত্ব মানুষে আগমন করে); তখন, ভগবানের করুণাধারা নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হয়, অর্থাৎ জ্ঞানিগণের জ্ঞানরশ্মিসকল অপরের অভিমুখে প্রধাবিত হয়; আর তখন, আবরক অজ্ঞানান্ধকার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। (ভাব এই যে,—ভগবানের কৃপায় জগতে একজন জ্ঞানের অধিকারী হইলে, প্রারিপার্শ্বিক বহুজনের শ্রেয়ঃ সাধিত হয়।)॥ (১ম—৫অ—৭৯সূ—২ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে অগ্নে তে তব সুপর্ণাঃ শোভনপতনরশ্ময়ঃ এবৈর্গন্তৃভির্মরুদ্ভিঃ সহামিনন্ত। আ সমন্তান্মেঘং হিংসন্তি। বর্ষণার্থং তাড়য়ন্তি। প্রহৃতশ্চ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণবর্ণো বৃষভো বর্ষিতা মেঘো নোনাব। ভৃশং শব্দমকরোৎ। যদি যদেদমীদৃশং কর্ম্ম তদানীং শিবাভিঃ সুখকারিণীভিঃ স্ময়মানাভিরীষদ্ধসনবতীভিঃ কান্তিভিরিব শুভ্রবর্ণাভিঃ ফেনযুক্তাভিরবাদ্ভির্বিদ্যুদ্ভির্বা সহাগাৎ। বৈদ্যুতাগ্নিপ্রেরিতঃ পর্জ্জন্য আগচ্ছতি। তদনন্তরমিহ আপঃ পতন্তি। দিবঃ সকাশাৎ প্রবৃষ্টা ভবন্তি। অভ্রা অভ্রাণ্যদ্ভিঃ পূর্ণা মেঘাঃ স্তনয়ন্তি। ইতস্ততঃ শব্দং কুর্ব্বন্তি॥

অমিনন্ত। মীঞ্ হিংসায়াং। ক্রৈয়াদিকঃ। ব্যত্যয়েনাত্মাদেশঃ। ঈর্ষা অকাদিত্বাৎ প্রকৃতিভাবঃ। অণোঽপ্রগৃহ্যস্য। পা০ ৮।৪।৫৭। ইতি বৈকল্পিকমবসানে বিধীয়মানমনুনাসিকত্বং ব্যত্যয়েনাত্র সংহিতায়ামপি দ্রষ্টব্যম। নোনাব। নৌতের্যঙ্লুগন্তাল্লিটামন্ত্র ইতি নিষেধাদাম্প্রত্যয়াভাবঃ। স্ময়মানাভিঃ। স্মিঙ্ ঈষদ্ধসনে। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বম্। শানচো লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। স্তনয়ন্তি। স্তন শব্দে। চুরাদিরদন্তঃ। পতন্তি স্তনয়ন্তীত্যনয়োঃ পাদাদিত্বাদ্বাক্যাদিত্বাচ্চ নিঘাতাভাবঃ॥ (১ম—৫অ—৭৯সূ—২ঋ)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নে 'তে' আপনার 'সুপর্ণাঃ' শোভনপতনশীল রশ্মিসমূহ 'এবৈঃ' গমনকারী মরুদ্গণের সহিত 'অমিনন্ত আ' সমন্তাৎ মেঘকে হিংসা করিয়াছিল—বর্ষণার্থ বিতাড়িত করিয়াছিল; এবং প্রহৃত অর্থাৎ বিতাড়িত 'কৃষ্ণঃ' কৃষ্ণবর্ণ 'বৃষভঃ' বর্ষণকারী মেঘ 'নোনাব' দারুণ শব্দ করিয়াছিল; 'যদি' যখন 'ইদং' ঈদৃশ কর্ম্ম, তখন 'শিবাভিঃ' সুখকারিণী 'স্ময়মানাভিঃ' হসনবতী কান্তিসমূহের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ফেনযুক্তের ন্যায় জলসমূহের অথবা বিদ্যুৎসমূহের সহিত 'অগাৎ' বৈদ্যুতাগ্নি-প্রেরিত পর্জ্জন্য আসিয়াছে; তদনন্তর 'মিহঃ' জলসমূহ 'পতন্তি' দ্যুলোক-সকাশ হইতে প্রবৃষ্ট হইয়াছিল অর্থাৎ পতিত হইতেছিল; 'অভ্রা' (অভ্রাণি) জলপূর্ণ মেঘসমূহ 'স্তনয়ন্তি' ইতস্ততঃ শব্দ করিয়াছিল।

অমিনন্ত। মীঞ্ ধাতু হিংসার্থক। ক্র্যাদিগণীয়। ব্যত্যয়ের দ্বারা অত্মাদেশ। ঈর্ষা অকাদি-হেতু প্রকৃতি-ভাব। 'অণোঽপ্রগৃহ্যস্য' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৮।৪।৫৭) বৈকল্পিকের অবসানে বিধীয়মান অনুনাসিকত্ব; তাহার ব্যত্যয়ের দ্বারা এখানে 'সংহিতায়াং' ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। নোনাব। 'নৌতি'তে যঙ্লুগন্ত-হেতু লিটে 'অমন্ত্রে' ইত্যাদি সূত্রে নিষেধ-হেতু আম্-প্রত্যয়ের অভাব। স্ময়মানাভিঃ। স্মিঙ্ ধাতু ঈষৎহসনার্থক। শপের পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্তত্ব। শানচে লসার্ব্বধাতুক-স্বরের দ্বারা ধাতু-স্বরই অবশিষ্ট আছে। স্তনয়ন্তি। স্তন ধাতু শব্দ অর্থ বুঝায়। চুরাদিতে অদন্ত। পতন্তি ও স্তনয়ন্তি এই দুই পদে পাদাদিত্ব ও বাক্যাদিত্ব-হেতু নিঘাতের অভাব। (১ম—৫অ—৭৯সূ—২ঋ)।

* . *

দ্বিতীয় (৮৫৪) ঋকের বিশদার্থ।

সূক্তের প্রথম ঋকের ন্যায় এই ঋক্‌টীতেও নৈসর্গিক ব্যাপারের বর্ণনা আছে,—প্রচলিত ব্যাখ্যাদির ইহাই সিদ্ধান্ত। বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যা বিভিন্ন দৃষ্টিতে বিভিন্ন প্রকারের সিদ্ধ হয়। সুতরাং কোন্ ব্যাখ্যা সঙ্গত এবং কোন ব্যাখ্যা অসঙ্গত, তাহার আলোচনা বাহুল্য মাত্র। অন্যে কোন্ পথে অগ্রসর হইয়াছেন এবং আমরাই বা কোন্ পথে অগ্রসর হইতেছি, এখানে তাহারই মাত্র একটু আভাস দেওয়া যাইতেছে। আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে; আপরাপর ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যার আভাস-স্বরূপ নিম্নে একটী ইংরাজী এবং একটী বাঙ্গালা অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

(১) "হে অগ্নি! তোমার সুন্দর পতনশীল রশ্মি মরুৎগণের সহিত মেঘকে তাড়িত করে; কৃষ্ণবর্ণ বর্ষণশীল (মেঘ) ও গর্জ্জন করিয়াছে। এবং সুখকর ও হাস্যযুক্ত (বৃষ্টিবিন্দুর) সহিত আগমন করিতেছে। বৃষ্টি পতিত হইতেছে, মেঘ গর্জ্জন করিতেছে।"

(২) "By thy goings the beautifully-winged (birds) were disparaged; the black bull has roared, when here (all this happened). He has come as if with the bounteous smiling (women). The mists fly, the clouds thunder."

যে ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন, সর্ব্বত্রেই রূপক অলঙ্কারের মধ্য দিয়া অর্থ নিষ্কাশিত হইয়াছে বুঝিতে পারিবেন। মন্ত্রে একটী পদ আছে—'সুপর্ণাঃ'। তাহা হইতে কেহ বা অর্থ করিয়াছেন,—শোভন-পক্ষ-বিশিষ্ট (পক্ষী); কেহ বা অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন,—সুন্দরপতনশীল রশ্মি। মন্ত্রে একটি 'এবৈঃ' পদ আছে। গত্যর্থক ঈ (ই) ধাতু হইতে ঐ পদের ব্যুৎপত্তি স্বীকার করিয়া, কেহ বা ঐ পদে কেবলমাত্র 'গমনের দ্বারা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ বা উহা হইতে ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত রূপী 'মরুদ্গণকে' কল্পনা করিয়া আনিয়াছেন। এইরূপ, কৃষ্ণ-পদে কেহ 'কৃষ্ণবর্ণ' এবং কেহ বা 'মেঘ' অর্থ আমনন করেন। মূলে

একটী 'বৃষভঃ' পদ আছে। তাহা হইতে 'ষাঁড়' অর্থ গৃহীত হয়। এখানে ঐ পদকে মেঘের দ্যোতক বলিয়া মনে করা হইয়াছে। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম চরণে যে অর্থ পরিকল্পিত হইয়া আসিয়াছে, পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যাদিতে এবং সায়ণ-ভাষ্যে তাহা বোধগম্য হইবে।

কিন্তু আমাদিগের ব্যাখ্যায় ঐ সকল পদের অর্থ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। 'সুপর্ণাঃ' পদের বিষয় পূর্ব্বেও আলোচনা করিয়াছি। ঐ পদে 'শোভনজ্ঞানরশ্মিসমূহ' অর্থ প্রাপ্ত হই। 'এবৈঃ' পদে আগমনের সহিত অর্থ আসে। অথবা 'বিবেকরূপী দেবগণের সহিত' অর্থ পাইতে পারি। 'কৃষ্ণঃ' পদে এখানে ব্যুৎপত্তিগত অর্থই সুপ্রযুক্ত হয়। যিনি পাপকে আকর্ষণ করেন, অর্থাৎ পাপনাশকারী, তিনিই 'কৃষ্ণঃ' পদের বাচ্য। 'বৃষভঃ' পদে অভীষ্টপ্রদ অর্থেরই বহুত্র সঙ্গতি দেখিয়া আসিয়াছি। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের প্রথম চরণে ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়,—ভগবানের সম্বন্ধীয় জ্ঞানই, রিপুদমন করিয়া, পাপনাশক হইয়া, মানুষকে ভগবানের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপলক্ষে বারি-বর্ষণ মেঘ-গর্জ্জন এবং বিদ্যুৎ-বিকাশ প্রভৃতির ভাব প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে দৃষ্ট হয়। কিন্তু, আমরা মনে করি, ঐ অংশে ভগবানের করুণা-প্রাপ্ত জনের অবস্থা-বিশেষের বর্ণনা রহিয়াছে। মানুষ যখন দেবতার সামীপ্য লাভ করে, তখন সকল প্রকার মঙ্গল আসিয়া তাহাকে সুখী করিয়া থাকে। অপিচ, ভগবদনুগ্রহ প্রাপ্ত সেই জনের প্রভাবে পারিপার্শ্বিক বহু জন শান্তিসুখে সুখী হইয়া থাকে। এই দ্বিতীয় চরণের প্রতি পদের মর্ম্মার্থ মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই পরিদৃষ্ট হইবে। তবে এই চরণের অন্তর্গত "শিবাভিঃ ন স্ময়মানাভিঃ" বাক্যাংশের ভাব একটু বিশেষ জটিলতা-সম্পন্ন। জ্ঞানের দ্বারা—সৎকর্ম্মের দ্বারা, মানুষ কি লাভ করে? দেবভাব বা দেবত্ব। জ্ঞান সুখকর, জ্ঞান হাস্যময় (আনন্দস্বরূপ); উহার সহিত সুখকর আনন্দস্বরূপ দেবত্ব উপাসকের অধিগত হয়। ইহাই ঐ অংশের তাৎপর্য্যার্থ। অন্যান্য অংশের বিশ্লেষণ বাহুল্য মাত্র। (১ম—৫অ—৭৯সূ—২ঋ)।

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। একোনাশীতিতমং সূক্তম্। তৃতীয়া ঋক্।)

যদীমৃতস্য পয়সা পিয়ানো নয়ন্নৃতস্য

পথিভী রজিষ্ঠৈঃ।

অর্য্যমা মিত্রো বরুণঃ পরিজ্মা ত্বচং

পৃঞ্চন্ত্যুপরস্য যোনৌ॥ ৩॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণম্।

যৎ। ঈম্। ঋতস্য। পয়সা। পিয়ানঃ। নয়ন্। ঋতস্য।

পথিঽভিঃ। রজিষ্ঠৈঃ।

অর্য্যমা। মিত্রঃ। বরুণঃ। পরিঽজ্মা। ত্বচম্।

পৃঞ্চন্তি। উপরস্য। যোনৌ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যদা) 'ঈং' (জ্ঞানাগ্নিঃ, জ্ঞানদেবঃ) 'ঋতস্য' (সত্যস্য, সৎকর্ম্মণঃ) 'পয়সা' (অমৃতবৎসারভূতেন রসেন) 'পিয়ানঃ' (আপ্যায়নং কুর্ব্বন—উপাসকান্ ইতি যাবৎ), জ্ঞানসাহায্যেন সাধকঃ যদা সত্যস্য অমৃতরসেন অভিসিঞ্চিতঃ ভবতি—ইত্যর্থঃ ; তদা সঃ 'ঋতস্য' (সত্যস্য সৎকর্ম্মণঃ বা সম্বন্ধিভিঃ) 'রজিষ্ঠৈঃ' (ঋজুতমৈঃ, সুগমৈঃ) 'পথিভিঃ' (মার্গৈঃ) 'নয়ন্' (প্রাপয়ন—দেবসান্নিধ্যং ইতি যাবৎ) বর্ত্ততে ইতি শেষঃ ; তদা সঃ

স্বত্তমেব সত্যস্য সৎকর্ম্মণঃ বা পন্থানং অনুসৃত্য দেবত্বং লভতে—ইত্যর্থঃ; তদা চ 'অর্য্যমা' (গতিকারকঃ মোক্ষপ্রাপকঃ বা দেবঃ) 'মিত্রঃ' (মিত্রস্বরূপঃ হিতসাধকঃ দেবঃ), তথা 'পরিজ্মা' (পৃথিব্যাপী সর্ব্বত্রগন্তা, যদ্বা—সর্ব্বেষাং হৃদি ক্রিয়াশীলাঃ বিবেকরূপিণঃ দেবাঃ) 'বরুণঃ' (অভীষ্টপূরকঃ দেবঃ) 'উপরস্য' (ঊর্দ্ধগতিমূলকস্য, শুদ্ধসত্ত্বস্য ইত্যর্থঃ) 'যোনৌ' (উৎপত্তিস্থানে, তৎস্থানস্য ইত্যর্থঃ) 'ত্বচং' (আবরণং, বাধাং ইত্যর্থঃ) 'পৃঞ্চন্তি' (বিচ্ছিন্নং কুর্ব্বন্তি, অপসারয়ন্তি); জ্ঞানেন সহ মনুষ্য যদা সত্যানুসারী ভবেৎ, তদা তস্য উচ্চগতিপ্রাপ্তেঃ সর্ব্বাঃ বাধাঃ দেবাঃ হি দূরীকুর্ব্বন্তি। (১ম—৫অ—৭৯সূ—৩ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যখন এই জ্ঞানাগ্নি (জ্ঞানদেব) সত্যের বা সৎকর্ম্মের অমৃতবৎ সারভূত রসের দ্বারা উপাসককে আপ্যায়িত করেন, অর্থাৎ জ্ঞান-সাহায্যে সাধক যখন সত্যের অমৃত-রসে আভাসান্বিত হয়েন; তখন তিনি সত্যের বা সৎকর্ম্মের সম্বন্ধীয় ঋজুতম সুগম পথসমূহের দ্বারা দেবসান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যমান্ রহেন, অর্থাৎ তখন স্বতঃই সত্যের বা সৎকর্ম্মের পথ অনুসরণ করিয়া তিনি দেবত্ব লাভ করেন; আর তখন, গতিকারক মোক্ষপ্রাপক অর্য্যমা দেব, মিত্রস্বরূপ হিতসাধক মিত্রদেব এবং পৃথিব্যাপী সর্ব্বগামী অভীষ্ট-পূরক বরুণদেব (অথবা—সকল হৃদয়ে ক্রিয়াশীল বিবেকরূপী দেবগণ এবং অভীষ্ট-পূরক বরুণদেব) ঊর্দ্ধগতিমূলক শুদ্ধসত্ত্বের উৎপত্তি-স্থানে আবরণকে বা বাধাকে বিচ্ছিন্ন করেন—অপসারণ করেন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানের দ্বারা মানুষ যখন সত্যের অনুসারী হয়েন, তখন তাঁহার উচ্চগতি-প্রাপ্তির সকল বাধা দেবতারাই দূর করিয়া দেন।)॥ (১ম—৫অ—৭৯সূ—৩ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

যদীং যদায়মগ্নিঃ ঋতস্যোদকস্য পয়সা পয়োবৎসারভূতেন রসেন পিয়ানো জগদাপ্যায়নং কুর্ব্বন্। আপ্যায়িতং চ জগদৃতস্যোদকস্য সম্বন্ধী রাজিষ্ঠৈর্ঋজুতমৈঃ পাথাভির্মার্গৈঃ স্নানপানাদিভির্নয়ন্ প্রাপয়ন বর্ত্ততে॥ তদানীমর্য্যমা মিত্রো বরুণশ্চ পরিজ্মা পরিতো

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'যদীং' যখন এই অগ্নি 'ঋতস্য' উদকের 'পয়সা' পয়োবৎ সারভূত রসের দ্বারা 'পিয়ানঃ' জগতের আপ্যায়ন করেন; এবং আপ্যায়িত জগৎকে 'ঋতস্য' উদকের সম্বন্ধীয় 'রাজিষ্ঠৈঃ' ঋজুতম 'পাথভিঃ' মার্গসমূহের দ্বারা (স্নানপানাদির দ্বারা) 'নয়ন' প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যমান্ থাকেন, তখন 'অর্য্যমা মিত্র বরুণঃ' অর্য্যমা মিত্র ও বরুণ 'পরিজ্মা' এবং সর্ব্বতোগন্তা

গন্তা মরুদ্গণশ্চোপরস্য মেঘস্য যোনৌ বৃষ্ট্যুৎপত্তিস্থানে ত্বচং পৃঞ্চন্তি। বৃষ্ট্যুদকস্যাচ্ছাদকং প্রদেশং স্বকীয়ৈরায়ুধৈঃ সংযোজয়ন্তি। উদ্ঘাটয়ন্তীতি যাবৎ॥

পিয়ানঃ। স্ফায়ীওপ্যায়ী বৃদ্ধৌ। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। ধাতোর্ব্যত্যয়েন পীভাবঃ। অনুদাত্তেত্বাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। রজিষ্ঠৈঃ। ঋজুশব্দাদিষ্ঠনি বিভাষর্জ্জোশ্ছন্দসি। পা০ ৬।৪।১৬২। ইত্যৃকারস্য রত্বম্। টেরিতি টিলোপঃ। পৃঞ্চন্তি। পৃচী সম্পর্কে। রৌধাদিকঃ। (১ম—৫অ—৭৯সূ—৩ঋ)॥

• • •

তৃতীয় (৮৫৫) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মেঘ-মণ্ডলে বিদ্যুতাগ্নির ক্রিয়ার বিষয় পরিবর্ণিত দেখি। মূলে 'ঋতস্য' পদ আছে। তাহা হইতে 'জলের' অর্থ গ্রহণ করা হয়। ঋকের 'পয়সা' পদ উপলক্ষে 'রসের দ্বারা' অর্থ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। 'উপরস্য যোনৌ' পদদ্বয়ে 'উপরের আকাশের জলের উৎপত্তিস্থানে' অর্থ আসে। 'ত্বচং পৃঞ্চতি' পদদ্বয়ে আবরক মেঘকে বিদারণের ভাব পরিগৃহীত হইয়া থাকে। এইরূপে মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার দুইটী নমুনা (একটী ইংরাজী এবং একটী বাঙ্গালা অনুবাদ) নিম্নে প্রদান করিতেছি। যথা,—

(১) "যৎকালে অগ্নি ভূমণ্ডলকে জলধারা পরিপূর্ণ করেন, এবং স্নান-পানাদির উপায় বুঝাইয়া দেন, তৎকালে অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ ও সর্ব্বদিক্ বিচরণকারী মরুদ্গণ মেঘের জলোৎপত্তি-স্থানের আচ্ছাদন অস্ত্র দ্বারা উন্মুক্ত করিয়া দেন।"

(2) "When he comes streaming with the milk of worship, conducting by directest paths of Order.

Aryaman, Mitra, Varuna, Parijman fill the hide full where lies the nether press-stone."

মরুদ্গণ 'উপরস্য যোনৌ' বৃষ্ট্যুদকের উৎপত্তিস্থানে 'ত্বচং পৃঞ্চন্তি' বৃষ্ট্যুদকের আচ্ছাদক প্রদেশকে আপনার আয়ুধসমূহের দ্বারা সংযোজন করেন অর্থাৎ উদ্ঘাটন করেন।

পিয়ানঃ। 'স্ফায়ী ওপ্যায়ী বৃদ্ধৌ' ইত্যাদিতে বৃদ্ধি। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে শপের লোপ। ধাতুর ব্যত্যয়ের দ্বারা পী-ভাব। অনুদাত্তত্বে দ্বাৎ। ল-সার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বর অবশিষ্ট আছে। রজিষ্ঠৈঃ। ঋজুশব্দ-হেতু ইষ্ঠন্। তাহাতে 'বিভাষর্জ্জোশ্ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৬।৪.১৬২) ঋকার স্থানে রত্ব। 'টেঃ' ইত্যাদি সূত্রে টির লোপ। পৃঞ্চন্তি। পৃচী ধাতু সম্পর্ক-অর্থ জ্ঞাপক। রুধাদিগণীয়। (১ম—৫অ—৭৯সূ—৩ঋ)।

উপরি-উদ্ধৃত দুই রূপ ব্যাখ্যায় চারি জন দেবতার সাহায্য-প্রাপ্তির বিষয় বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু বলা বাহুল্য, 'পরিজ্মা' পদ উপলক্ষে ভাষ্যে মরুদ্গণের সম্বন্ধ সূচিত হইয়াছে বলিয়াই চারি দেবতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়া থাকে। আমরা 'পরিজ্মা' পদে 'সর্ব্বত্রগমনশীল' অর্থ গ্রহণ করি। ঐ শব্দের (পরিজ্মন্) ব্যবহার পূর্ব্বেও দেখিয়াছি। সেখানে মরুদ্গণ অর্থ গ্রহণ করা হয় নাই। ব্যাপক বা সর্ব্বব্যাপী অর্থই সেখানে পরিগৃহীত হইয়াছে। * এখানে আমরা সেই ব্যাপক অর্থেরই বিশিষ্টতা লক্ষ্য করি। যদি ঐ পদে মরুদ্গণ অর্থ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে তাহার ভাবে সর্ব্বত্রগামী—সকল হৃদয়ে ক্রিয়াশীল—বিবেক-রূপী দেবতাগণের প্রতি লক্ষ্য করা যায়। মরুদ্গণ বলিতে সর্ব্বত্রই আমরা বিবেক-রূপী দেবতার পরিকল্পনা করিয়াছি এবং তাহাতেই সঙ্গতি দেখিয়াছি। আমাদিগের ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে আমরা দুই প্রকার অর্থেরই আভাস দিয়াছি। তবে উহার মধ্যে প্রথমোক্ত ভাবেরই প্রাধান্যের বিষয় স্বীকার করি।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিতেছি, এই মন্ত্রে জ্ঞানের প্রভাবের বিষয়ই পরিকীর্ত্তিত রহিয়াছে। জ্ঞান মানুষকে সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে; তাহার দ্বারা মানুষ দেবসান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়। মন্ত্রের শব্দগত অর্থে বুঝা যায়, উহাতে বলা হইয়াছে যে,—অর্য্যমা মিত্র বরুণ পরিজ্মা দেবগণ ত্বক্ ছেদন করেন। কিন্তু তাহার তাৎপর্য্যার্থ কি? তাৎপর্য্য কি এই নয় যে,—তখন, গতিকারক মোক্ষপ্রাপক দেবতা, মিত্র হইয়া, অভীষ্টবর্ষক হইয়া অথবা বিবেকরূপে সদুপদেশ প্রদাতা হইয়া, আগমন করেন; ফলে, ঊর্দ্ধগতি-প্রাপ্তির পথের সকল প্রকার বাধা অপসৃত হইয়া আসে। এবম্বিধ ভাব-পরম্পরাই এই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত আছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (১ম—৫অ—৭৯সূ—৩ঋ)।

---

* এই প্রথম মণ্ডলেরই ষষ্ঠ সূক্তের নবম ঋকে এবং ত্রিষষ্টিতম সূক্তের অষ্টম ঋকে 'পরিজ্মন্' শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। তাহার প্রথম স্থলে সর্ব্বব্যাপী অর্থ হইতেই সায়ণ মরুদ্গণ অর্থ পরিকল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু শেষোক্ত স্থলে মরুদ্গণের সম্বন্ধ সূচিত হয় নাই। ব্যাপক অর্থই অব্যাহত আছে। এখানে আমরা সেই অর্থেরই সঙ্গতি দেখি।

—— * ——

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

প্রাতরনুবাকস্যাগ্নেয়ে ক্রতৌ ঔষ্ণিহে ছন্দসি আশ্বিনশস্ত্রে চাগ্নে বাজস্যেত্যাদ্যাস্তিস্র ঋচঃ। সূত্রিতং চ—অগ্নে বাজস্যেতি তিস্র পুরুস্থা স্বামগ্নে। আ০ ৪।১৩। ইতি॥ তৃচে প্রথমাং সূক্তে চতুর্থীমৃচমাহ।

* * *

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। একোনাশীতিতমং সূক্তম্। চতুর্থী ঋক্।)

অগ্নে বাজস্য গোমত ঈশানঃ সহসো যহো।
অস্মে ধেহি জাতবেদো মহি শ্রবঃ॥ ৪॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণম্।

অগ্নে। বাজস্য। গোঽমতঃ। ঈশানঃ। সহসঃ। যহো ইতি।
অস্মে ইতি। ধেহি। জাতঽবেদঃ। মহি। শ্রবঃ॥ ৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সহসঃ যহো' (শক্তেরাশ্রয়, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যপ্রজনক) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) ত্বং 'গোমতঃ' (জ্ঞানসহযুতস্য) 'বাজস্য' (সৎকর্ম্মণঃ) 'ঈশানঃ' (ঈশ্বরঃ, পালকঃ) অসি ইতি শেষঃ ; অতঃ 'জাতবেদঃ' (হে সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ) 'অস্মে' (অস্মাসু) 'মহি' (মহৎ, প্রভূতং) 'শ্রবঃ' (মঙ্গলং) 'ধেহি' (স্থাপয়)। সৎকর্ম্মসমুদ্ভূতস্য সজ্জ্ঞানস্য প্রভাবং অত্র পরিলক্ষ্যতে ; তেন মহতী সিদ্ধিঃ ভবতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৫অ—৭৯সূ—৪ঋ)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

প্রাতরনুবাকের আগ্নেয় ক্রতুতে ঔষ্ণিহ ছন্দে এবং আশ্বিন শস্ত্রে 'অগ্নে বাজস্য' ইত্যাদি তিনটী ঋক্ প্রযুজ্য। এ বিষয়ে সূত্রিত আছে,—'অগ্নে বাজস্যেতি তিস্রঃ পুরুস্থা স্বামগ্নেঃ।' আ০ ৪।১৩। ইতি॥ তৃচের প্রথম সূক্তে চতুর্থী ঋক্ কথিত হইতেছে।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শক্তির আশ্রয় অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যের জনয়িতা হে জ্ঞানদেব! আপনি জ্ঞানসহযুত সৎকর্ম্মের পালক হয়েন; অতএব, হে সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ! আমাদিগের মধ্যে মহৎ বা প্রভূত মঙ্গল স্থাপন করুন। (সৎকর্ম্মসমুদ্ভূত জ্ঞানের প্রভাব এখানে পরিবর্ণিত আছে; তদ্দ্বারা মহতী সিদ্ধি অধিগত হয়—ইহাই ভাবার্থ।)॥ (১ম—৫অ—৭৯সূ—৪ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে সহসো যহো বলস্য পুত্রাগ্নে গোমতো বহুভির্গোভির্যুক্তস্য বাজস্যান্নস্যেশান ঈশ্বরস্ত্বমসি। অতোঽস্মে অস্মাসু হে জাতবেদো জাতধন জাতানাং বেদিতর্ব্বাগ্নে মহি প্রভূতং শ্রবোঽন্নং ধেহি স্থাপয়॥

সহসো যহো। পরাঙ্গবদ্ভাবাদামন্ত্রিতস্য চেতি ষষ্ঠ্যামন্ত্রিতসমুদায়ো নিহন্যতে। অস্মে। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যাঃ শে আদেশঃ। (১ম—৫অ—৭৯সূ—৪ঋ)।

* * *

চতুর্থ (৮৫৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রটী অগ্নির সম্বোধনে প্রযুক্ত। কিন্তু অগ্নি এখানে 'সহসঃ যহো' বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। তাহাতে কেহ বা কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণে উৎপন্ন অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়াছেন; কেহ বা 'বল' নামক কোনও ঋষির বা অসুরের পুত্রকে অগ্নি অভিধায়ে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঐ দুই পদের অর্থে পূর্ব্বাপর আমরা 'শক্তির আশ্রয়' বা 'সৎকর্ম্ম-সাধনসামর্থ্যের প্রজনক' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। এখানেও সেই অর্থেরই সঙ্গতি দেখি। মন্ত্রে একটি 'গোমতঃ' পদ আছে। তাহা

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'সহসঃ যহো' বলের পুত্র 'অগ্নে' অগ্নি। 'গোমতঃ' বহুসংখ্যক গাভীসকলবিশিষ্ট 'বাজস্য' অন্নের 'ঈশানঃ' ঈশ্বর আপনি হয়েন; 'অতঃ' অতএব 'অস্মে' আমাদিগের হে 'জাতবেদঃ' জাতধন অথবা জাতসকলের বেদিত হে অগ্নে। 'মহি' প্রভূত 'শ্রবঃ' অন্নকে 'ধেহি' স্থাপন করুন।

সহসঃ যহো। পরাঙ্গবদ্ভাব-হেতু 'আমন্ত্রিতস্য চ' ইত্যাদি সূত্রে ষষ্ঠীর দ্বারা আমন্ত্রিত সমুদায়ের নিঘাত হইয়াছে। অস্মে। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে সপ্তমীর স্থানে শে আদেশ। (১ম—৫অ—৭৯সূ—৪ঋ)।

* * *

হইতে 'গবাদি পশুসহযুত' অর্থ ব্যাখ্যাদিতে গৃহীত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ঐ পদে পূর্ব্বাপর আমরা 'জ্ঞানসহযুত' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'বাক্য বা স্তুতিমন্ত্রসহযুত' অর্থও ঐ পদের দ্যোতক হয়। 'বাজস্য' পদে ভাষ্যাদিতে 'অন্নের' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। অন্যত্র ঐ পদে 'ঘোটক' অর্থ গৃহীত হইতে দেখিয়াছি। কিন্তু আমরা পূর্ব্বাপর যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মকেই বাজ-শব্দের দ্যোতক বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া আসিতেছি। 'শ্রবঃ' পদে এখানে ভাষ্যাদিতে 'অন্নং' প্রতিবাক্য গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ঐ পদে 'মঙ্গল' অর্থই আমরা সমীচীন দেখি। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে বুঝা যায়, এই মন্ত্রে বলের পুত্র অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া গবাদি পশু সহ ধন বা অন্ন প্রার্থনা করা হয় নাই। 'বাজং' ও 'শ্রবঃ' দুই পদেই 'অন্নং' প্রতিবাক্য গ্রহণেরও সঙ্গতি দেখি না। ফলতঃ, এই মন্ত্রে সেই শক্তির আশ্রয় সৎকর্ম্মের প্রজনক জ্ঞানদেবতাকে সম্বোধন করিয়া, তিনি যে জ্ঞানসহযুত সৎকর্ম্মের পালক অথবা তিনি যে স্তুতিমন্ত্র-নিষেবিত ভগবদুপাসনা-রূপ সৎকর্ম্মের ঈশ্বর, তাহাই বলা হইয়াছে; এবং তাঁহার নিকট পরম মঙ্গল প্রার্থনা করা হইয়াছে। (১ম—৫অ—৭৯সূ—৪ঋ)।

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। একোনাশীতিতমং সূক্তম্। পঞ্চমী ঋক্)।

স ইধানো বসুষ্কবিরগ্নিরীলেন্যো গিরা।

রেবদস্মভ্যং পুর্বণীক দীদিহি॥ ৫ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণম্।

সঃ। ইধানঃ। বসুঃ। কবিঃ। অগ্নিঃ। ঈলেন্যঃ। গিরা।

রেবৎ। অস্মভ্যম্। পুরুঽঅনীক। দীদিহি॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ লোকহিতসাধকঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'ইধানঃ' (দীপনশীলঃ, দৃষ্টি-শক্তিপ্রদঃ) 'বসুঃ' (নিবাসয়িতা, মোক্ষপ্রদাতা) 'কবিঃ' (সর্ব্বদর্শী, মেধাবী) তথা 'গিরা' (স্তোত্রেণ, অনুশীলনেন ইতি ভাবঃ) 'ঈলেন্যঃ' (স্তোতব্যঃ, অনুসরণীয়ঃ ইত্যর্থঃ) ভবতি ইতি শেষঃ; 'পুর্ব্বণীক' (বহুমুখপ্রসারিত সর্ব্বত্রক্রিয়াশীল বা হে দেব) 'অস্মভ্যং' (উপাসকেভ্যঃ) 'রেবৎ' (পরমং ধনং, শুদ্ধসত্ত্বং ইতি ভাবঃ) 'দীদিহি' (দীপ্যস্ব, দেহি ইত্যর্থঃ)। জ্ঞানস্য প্রভাবং অনুধ্যাত্বা উপাসকঃ পরমধনং প্রার্থয়তে ইতি তাৎপর্য্যঃ। (১ম—৭৯সূ—৫ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রসিদ্ধ লোকহিতসাধক সেই জ্ঞানদেবতা—দীপনশীল অর্থাৎ দৃষ্টি-শক্তিপ্রদাতা, নিবাসয়িতা অর্থাৎ মোক্ষপ্রদাতা, সর্ব্বদর্শী এবং স্তোত্রের দ্বারা (অনুশীলনের দ্বারা) স্তোতব্য অর্থাৎ অনুসরণীয় হয়েন; বহুমুখ-প্রসারিত অর্থাৎ সর্ব্বত্র-ক্রিয়াশীল হে দেব! উপাসক আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন। (জ্ঞানের প্রভাব অনুধ্যান করিয়া উপাসক পরমধন প্রার্থনা করিতেছেন—ইহাই তাৎপর্য্য।)॥ (১ম—৫অ—৭৯সূ—৫ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

সোঽগ্নিরিধানো দীপনশীলো বসুর্নিবাসয়িতা সর্ব্বেষাং কবিঃ ক্রান্তদর্শনো মেধাবী বা গিরা স্তোত্ররূপয়া বাচেলেন্যঃ স্তোতব্যো ভবতি। হে পুরুণীক। অনীকং মুখম্। পুরুভির্বহুভীর্জ্বালাভিরনীকস্থানীয়াভিরর্চ্চিভির্যুক্তাগ্নে অস্মভ্যং রেবদ্ধনযুক্তমন্নং যথা ভবতি তথা দীদিহি। দীপ্যস্ব॥

ইধানঃ। ঞিইন্ধী দীপ্তৌ। তাচ্ছীলিকশ্চানশ্। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। ঈলেন্যঃ। ঈড় স্তুতৌ। ঔণাদিক এন্যপ্রত্যয়ঃ। রেবৎ। রয়ের্ম্মতৌ বহুলমিতি সম্প্রসারণম্। ছন্দসীর

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'সঃ' সেই অগ্নি 'ইধানঃ' দীপনশীল 'বসুঃ' সকলের নিবাসয়িতা 'কবিঃ' ক্রান্তদর্শন বা মেধাবী 'গিরা' স্তোত্ররূপ বাক্যের দ্বারা 'ঈলেন্যঃ' স্তোতব্য হয়েন; হে পুর্ব্বণীক। অনীক শব্দে মুখ বুঝায়। বহুমুখজ্বলনবিশিষ্ট হে অগ্নে। 'অস্মভ্যং' আমাদিগকে 'রেবৎ' ধনযুক্ত অন্ন যেরূপ হয় সেইরূপ 'দীদিহি' দান করুন।

ইধানঃ। ঞিইন্ধী ধাতু দীপ্তি অর্থ বুঝায়। তাচ্ছীলিক-বিধানে চানশ্। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে শপের লোপ। ঈলেন্যঃ। ঈল (ঈড়) ধাতু স্তত্যর্থক। ঔণাদিক এন্য-প্রত্যয়। রেবৎ। রয়িঃ পদে মৎ-প্রত্যয়। তাহাতে 'বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে সম্প্রসারণ।

ইতি মতুপো বত্বম্। রেশব্দাচ্চ মতুপ উদাত্তত্বং বক্তব্যম্। পা০ ৬।১।১৭৬।১। ইতি মতুপ উদাত্তত্বম্। দীদিহি। দীদেতিশ্ছান্দসো দীপ্তকর্ম্মা। (১ম—৫ম—৭৯সূ—৫ঋ)॥

* * *

পঞ্চম (৮৫৭) ঋকের বিশদার্থ।

———•———

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'ইধানঃ' 'বসুঃ' 'কবিঃ' প্রভৃতি পদের মর্ম্মানুধাবন করিলে জ্বলন্ত অগ্নির অতীত বস্তুর প্রতিই লক্ষ্য আসে। যিনি 'ইধানঃ' দীপনশীল অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি-প্রদাতা, তিনি ঐ জ্বলন্ত অনল হইতে পারেন বটে; কিন্তু জ্ঞানপক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সে অর্থের সঙ্গতি হয়। তিনি নিবাসয়িতা (বসুঃ) অর্থাৎ মোক্ষ-প্রদাতা। এখানে প্রথম প্রকার অর্থে, এক দৃষ্টিতে জ্বলন্ত অগ্নির প্রতি লক্ষ্য আসিতে পারে বটে; কিন্তু জ্ঞানই যে নিবাসস্থান বা মোক্ষ প্রদান করেন, তাহা স্বতঃই বোধগম্য হয়। তার পর, 'কবিঃ' পদের ক্রান্তদর্শী বা মেধাবী প্রভৃতি প্রতিবাক্যে কিন্তু আর জ্বলন্ত অগ্নিকে মনে করা যায় না। এইরূপ 'গিরা ঈলেন্যঃ' পদদ্বয়ে 'স্তুতিরূপ বাক্যের দ্বারা স্তোতব্য' অর্থ হইতে 'অনুসরণের দ্বারা অনুসরণীয়' ভাবই সঙ্গত বলিয়া বুঝি। অনুশীলন আর অনুসরণ—জ্ঞানার্জ্জনের প্রধান সোপান। উক্ত পদদ্বয়ে সেই তত্ত্বই প্রকাশমান্।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে দেবতার সম্বোধ্য বিশেষণ 'পুরুবণীক' পদ এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনীয় ধন-বাচক 'রেবৎ' পদ। ঐ দুই পদের সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনাজ্ঞাপক 'দীদিহি' ক্রিয়া-পদ বিশেষভাবে অনুসরণীয়। 'রেবৎ' পদে সেই ধনকে বুঝায়, যে ধন দীপ্যমান্ হয়। আমাতে সেই ধন দীপ্যমান করুন—বলিতে, শুদ্ধসত্ত্বরূপ সুনির্ম্মল পরমধন প্রদান করুন—এইরূপ প্রার্থনাই প্রকাশ পায়। ফলতঃ, এ মন্ত্রে জ্ঞানের অধিকারী হইয়া পরমার্থ-লাভের কামনাই প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (১ম—৫ম—৭৯সূ—৫ঋ)।

'ছন্দসীরঃ' ইত্যাদি সূত্রে মতুপের স্থানে বত্ব। রেশব্দ-হেতু মতুপের উদাত্তত্ব, এবং 'বক্তব্য' ইত্যাদি সূত্রে মতুপের উদাত্তত্ব (পা০ ৬।১।১৭৬।১। দীদিহি। 'দীদেতি'র স্থলে ছান্দসে ঐ পদ নিষ্পন্ন। উহাতে দীপ্তিকর্ম্ম অর্থ বুঝায়। (১ম—৫ম—৭৯সূ—৫ঋ)।

* * *

षষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। একোনশীতিতমং সূক্তম্। ষষ্ঠী ঋক্।)

ক্ষপো রাজন্নুত ত্মনাগ্নে বস্তোরুতোষসঃ।
স তিগ্মজম্ভ রক্ষসো দহ প্রতি॥ ৬॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণম্।

ক্ষপঃ। রাজন্। উত। ত্মনা। অগ্নে। বস্তোঃ। উত। উষসঃ।
সঃ। তিগ্মহজম্ভ। রক্ষসঃ। দহ। প্রতি॥ ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রাজন্' (স্বপ্রকাশশীল) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'ক্ষপঃ' (প্রেরয়—অস্মাসু পরমং ধনং ইতি যাবৎ); 'উত' (অপিচ) তৎ 'ত্মনা' (আত্মনা সহ) আগচ্ছতু ইতি ভাবঃ; 'উত' (অপিচ) 'বস্তোঃ' (সর্ব্বেষু অহস্সু) তথা 'উষসঃ' (সর্ব্বাসু রাত্রিষু) তৎ বিরাজিতং অস্তু ইতি শেষঃ; জ্ঞানেন সহ সদেব অস্মাসু শুদ্ধসত্ত্বরূপং পরমং ধনং প্রতিষ্ঠিতং ভবতু—ইতি প্রার্থনা; 'তিগ্মজম্ভ' (তীক্ষ্ণদ্যুতিসম্পন্ন হে দেব) 'সঃ' (লোকহিতসাধকঃ ত্বং) 'রক্ষসঃ' (শত্রূন্, রিপূন্) 'প্রতি দহ' (প্রত্যেকং নাশয়); জ্ঞানপ্রভাবেন রিপূণাং প্রাধান্যং সর্ব্বথা খর্ব্বং ভবতু—ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—৫অ—৭৯সূ—৬ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

স্বপ্রকাশশীল হে জ্ঞানদেব! আমাদিগের মধ্যে পরমধন প্রেরণ করুন; এবং আপনার সহিত তাহা আগমন করুক; এবং সকল দিবসে ও সকল রাত্রিতে আমাদিগের মধ্যে তাহা বিরাজমান্ থাকুক; (ভাব এই যে,—জ্ঞানের সহিত সদাকাল শুদ্ধসত্ত্বরূপ পরমধন আমাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হউক); তীক্ষ্ণদ্যুতিসম্পন্ন হে দেব! লোকহিতসাধক সেই প্রসিদ্ধ আপনি শত্রুগণকে (রিপুদিগকে) নাশ করুন; (প্রার্থনা এই যে,—জ্ঞানের প্রভাবে রিপুসমূহের প্রাধান্য সর্ব্বপ্রকারে খর্ব্ব হউক।)॥ (১ম—৫অ—৭৯সূ—৬ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে রাজন্ রাজনশীলাগ্নে ক্ষপঃ। ক্ষপয়। রাক্ষসাদীন্ স্বকীয়ৈঃ পুরুষৈর্বাধস্ব। উত অপিচ ত্মনা ন কেবলমন্যৈরেবাত্মনা চ তান্ বাধস্ব। কদেতি চেৎ উচ্যতে। বস্তোঃ সর্ব্বাণ্যহানি। উত অপি চোষসঃ। উষঃকালোপলক্ষিতা রাত্রীঃ। অত্যন্তসংযোগে দ্বিতীয়া। সর্ব্বেষ্বহস্সু সর্ব্বাসু রাত্রিষু চেত্যর্থঃ। হে তিগ্মজম্ভ তীক্ষ্ণমুখাগ্নে। রক্ষসো রাক্ষসান্ উক্তপ্রকারেণ ক্ষপয়িত্বা স এব ত্বং প্রতি দহ। প্রত্যেকং দহ। ন কিঞ্চিদপ্যবশিষ্যমিত্যুদাস্বেত্যর্থঃ॥

ক্ষপঃ। ক্ষপি ক্ষান্ত্যাম্। লোডর্থে ছান্দসো লঙ্। ছন্দস্যুভয়থেতি শপ আর্দ্ধধাতুকত্বাৎ ণেরনিটীতি ণিলোপঃ। উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ শপ উদাত্তত্বম্। ত্মনা। মন্ত্রেষ্বাঙ্যাদেরাত্মন ইত্যাকারলোপঃ। রক্ষসঃ। রক্ষ পালনে। রক্ষিতব্যমস্মাদিতি রক্ষঃ। ভীমাদিত্বাৎ। পা০। ৩।৪।৭৪। অপাদানেঽসিপ্রত্যয়ঃ। ক্ষরতের্ব্বাণ্যন্তাদাসপ্রত্যয়ে ণিলোপো বর্ণবিপর্য্যয়শ্চ। অস্য চ রক্ষঃশব্দস্যাসিপ্রত্যয়ান্তত্বাৎ প্রত্যয়স্বর এব শিষ্যতে॥ (১ম—৫অ—৭৯সূ—৬ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য পঞ্চমে সপ্তবিংশো বর্গঃ॥ ১।৫।২৭॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'রাজন্' রাজনশীল 'অগ্নে' অগ্নি'। 'ক্ষপঃ' (ক্ষপয়) রাক্ষসাদিকে আপনার লোকগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত করুন; 'উত' আর 'ত্মনা' কেবল অন্যের দ্বারা নহে—আপনার দ্বারাও তাহাদিগকে বিতাড়িত করুন। কখন, তাহা কথিত হইতেছে; 'বস্তোঃ' সকল দিন 'উত' আর 'উষসঃ' উষাকাল উপলক্ষিতা রাত্রিসকলে (অত্যন্ত-সংযোগে দ্বিতীয়া) অর্থাৎ সকল দিবসে ও সকল রাত্রিতে। হে 'তিগ্মজম্ভ' তীক্ষ্ণমুখ অগ্নে। 'রক্ষসঃ' রাক্ষসগণকে উক্ত প্রকারে বিতাড়িত করিয়া 'সঃ' সেই আপনি 'প্রতি দহ' প্রত্যেককে দগ্ধ করুন; দগ্ধব্য কাহাকেও ত্যাগ করিবেন না—ইহাই ভাবার্থ।

ক্ষপঃ। ক্ষপ্ ধাতু ক্ষান্ত্যর্থক। লোটের অর্থে ছান্দসে লঙ্। 'ছন্দস্যুভয়থা' ইত্যাদি সূত্রে শপের আর্দ্ধধাতুকত্ব-হেতু ণেরনিটি ইত্যাদি সূত্রে ণিলোপ। উদাত্তনিবৃত্তি-স্বরের দ্বারা শপের উদাত্তত্ব। ত্মনা। 'মন্ত্রেষ্বাঙ্যাদেরাত্মনঃ' ইত্যাদি সূত্রে আকারের লোপ। রক্ষসঃ। রক্ষ ধাতু পালনার্থক। ইহাদিগ হইতে রক্ষিতব্য—এই অর্থে রক্ষঃ পদ হয়। ভীমাদিত্ব-হেতু (পা০ ৩।৩।৭৪) অপাদানে অসি প্রত্যয়। অথবা 'ক্ষরতি'র ণ্যন্ত-হেতু আস-প্রত্যয়ে ণিলোপ এবং বর্ণ-বিপর্য্যয়। এই রক্ষ শব্দের অসি-প্রত্যয়ান্ত হেতু প্রত্যয়-স্বরই অবশিষ্ট আছে। (১ম—৫অ—৭৯সূ—৬ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ের সপ্তবিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৫।২৭॥

* * *

ষষ্ঠ (৮৫৮) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋঙ্মন্ত্রের অন্তর্গত 'ক্ষপঃ' ক্রিয়াপদ উপলক্ষে ভাষ্যকার 'রাক্ষসাদীন্' পদ অধ্যাহার করিয়াছিলেন। তদনুসারে 'ক্ষপঃ' পদে 'বাধস্ব' প্রতিবাক্যে 'বাধা দেও—বিতাড়িত কর' এইরূপ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এই অংশের 'ত্মনা' পদের অর্থ-সঙ্গতি রক্ষা করিবার জন্য ভাষ্যকারকে আরও দুইটী পদ ('স্বকীয়ৈঃ পুরুষৈঃ' পদদ্বয়) অধ্যাহার করিতে হইয়াছে। এতদনুসারে ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহে এই মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—'হে দীপ্যমান অগ্নে! আপনি আপনার লোকজনের দ্বারা রাক্ষসাদিকে বিতাড়িত করুন, এবং স্বয়ংও তাহাদিগকে বিতাড়িত করুন।' এই উপলক্ষে 'বস্তোঃ' ও 'উষসঃ' পদদ্বয়ে যথাক্রমে 'সকল দিবসে' 'সকল রাত্রিতে' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে।

মন্ত্রান্তর্গত পদ-সমূহের প্রতিবাক্যাদি গ্রহণ-বিষয়ে আমরা প্রায়ই ভাষ্যের অনুসরণ করিয়াছি; কিন্তু মূল প্রার্থনা সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব অন্তরে পোষণ করিতেছি।

প্রথম—'ক্ষপঃ' ক্রিয়াপদ। আমরা বলি, প্রেরণার্থক 'ক্ষপ্' ধাতু হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন। সুতরাং উহার প্রতিবাক্য 'প্রেরয়' বা 'প্রেরণ কর' হওয়াই সঙ্গত। পূর্ব্ব-মন্ত্রে 'রেবৎ' রূপ পরমধন প্রাপ্তির প্রার্থনা আছে। আমরা বলি, এখানে বলা হইতেছে,—'সেই ধন আমাদিগকে প্রেরণ করুন (প্রদান করুন)।' তদনুসারেই 'উত ত্মনা' পদদ্বয়ে ভাব প্রাপ্ত হই এই যে,—'আপনার সহিত অর্থাৎ জ্ঞানের সহিত সেই ধন (পরমধন—শুদ্ধসত্ত্ব) আমাদিগের অধিগত হউক।' তার পর, 'বস্তোঃ' ও 'উষসঃ' পদদ্বয়ের ভাষ্যানুসারী অর্থেরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারি—'আমরা যেন দিবারাত্রি সকল সময়ই সেই ধনের অধিকারী থাকি।' এ পক্ষে মন্ত্রের প্রথম অংশের প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'আমি যেন সর্ব্বদা জ্ঞানসংযুত শ্রেষ্ঠ ধনের অধিকারী হই।'

পক্ষান্তরে অন্য এক ভাবও ঐ মন্ত্রাংশে লক্ষ্য করা যায়। 'উষসঃ' পদে সকলেই 'রাত্রি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন বটে, আরও মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় সেই অর্থের প্রাধান্য পরিকল্পনা করিয়াছি সত্য; কিন্তু 'বস্তোঃ'

ও 'উষসঃ' পদদ্বয়কে আর এক ভাবে গ্রহণ করিলেও মন্ত্রার্থে সঙ্গতি রক্ষা করা যাইতে পারে। তাহাতে 'বস্তোঃ' পদে সপ্তমী বিভক্তিতে 'সর্ব্বকালে' অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক 'উষসঃ' পদে 'জ্ঞানোন্মেষিকা বৃত্তিসমূহ' অর্থ গ্রহণ করা যায়। সে পক্ষে ঐ মন্ত্রাংশের অন্বয় করিতে পারি,—

'উত' (অপিচ) 'বস্তোঃ' (সর্ব্বেষু অহসসু, সর্ব্বদা ইত্যর্থঃ) 'উষসঃ' (জ্ঞানোন্মেষিকাঃ বৃত্তয়ঃ) অস্মাসু প্রতিষ্ঠিতাঃ ভবন্তু ইতি শেষঃ।

অর্থাৎ

আর, সকল দিবসে সর্ব্বদা জ্ঞানোন্মেষিকা বৃত্তিসমূহ আমাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হউক।

যাহা হউক, যেরূপ অর্থ ই গ্রহণ করা যাউক, আমাদিগের পরিগৃহীত পূর্ব্বরূপ ব্যাখ্যায় এবং এই ব্যাখ্যায় উভয়ত্রই ভাবপক্ষে অভিন্নত্ব পরিলক্ষিত হইবে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে, 'রক্ষসঃ' পদ আছে। ঐ পদে রাক্ষসগণকে, কোনও কোনও ব্যাখ্যায় যাদুকারগণকে, লক্ষ্য করা হয়। * 'তিগ্মজম্ভ' পদে 'জ্বালামুখ' অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক, 'হে জ্বালামুখ অগ্নি! আপনি সেই রাক্ষসগণকে দগ্ধ করুন'—এইরূপ অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা 'রক্ষসঃ' পদে 'রাক্ষস যাদুকর' অর্থ গ্রহণ করি না। যাহা হইতে রক্ষা আবশ্যক—সেই ব্যুৎপত্তি-মূলে, ঐ পদে কামাদি রিপুগণের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। আমরা তাই এখানে যথাপূর্ব্ব 'রক্ষসঃ' পদে 'রিপুশত্রুগণকে' অর্থ গ্রহণ করি। তদনুসারে ঐ মন্ত্রাংশের ভাব হয় এই যে,—'হে জ্ঞান! তুমি আমার রিপুগণকে পর্য্যুদস্ত বা সংযত কর।' জ্ঞানের সাহায্যেই কামাদি রিপু বশীভূত হয়। সেই সাহায্য-লাভের কামনাই এখানে প্রকাশমান্ দেখি। (১ম—৫অ—৭৯সূ—৬ঋ)।

---

* নিম্নে এই মন্ত্রের একটি ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে 'রাজন্' পদটী সম্বোধন-পদ-রূপে গৃহীত না হইয়া অসমাপিকা ক্রিয়া মধ্যে গণ্য হইয়াছে, এবং 'তিগ্মজম্ভ' পদে 'তীক্ষ্ণদন্তবিশিষ্ট' অর্থ পরিকল্পিত রহিয়াছে। অনুবাদটী পাঠ করিলে, তাহাতে ভাবের পার্থক্য উপলব্ধ হইবে। যথা,—

"Reigning by night by thv own power, O Agni, and at the break of dawn, O god with sharp teeth, burn against the sorcerers."

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

প্রাতরনুবাকস্তাগ্নেয়ে ক্রতৌ গায়ত্রে ছন্দস্য বা নো অগ্ন ইত্যাস্তাঃ ষড়্চঃ। সূত্রিতং চ। অবা নো অগ্ন ইতি ষড়গ্নিমীলেহগ্নিং দূতম্। আ০ ৪।১৩। ইতি॥ আশ্বিনশস্ত্রে চৈতাঃ শংসনীয়াঃ প্রাতরনুবাকাতিদেশাৎ। ষট্সু প্রথমাং সূক্তে সপ্তমীমৃচমাহ।

* * *

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। একোনশীতিতমং সূক্তম্। সপ্তমী ঋক্)।

অবা নো অগ্ন ঊতিভির্গায়ত্রস্য প্রভর্মণি।

বিশ্বাসু ধীষু বন্দ্য ॥ ৭ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণম্।

অব। নঃ। অগ্নে। ঊতিঽভিঃ। গায়ত্রস্য। প্রঽভর্মণি।

বিশ্বাসু। ধীষু। বন্দ্য ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্বাসু' (সর্ব্বেষু) 'ধীষু' (কর্ম্মসু, জ্ঞানিষু) 'বন্দ্য' (স্তুত্য, যদ্বা—জ্ঞানিনাং অনুসরণীয় ইত্যর্থঃ) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'গায়ত্রস্য' (গায়ত্রীছন্দস্কস্য—মন্ত্রস্য ইতি যাবৎ) 'প্রভর্মণি' (সম্পাদনে প্রযুক্তে বা নিমিত্তেভূতে সতি) 'ঊতিভিঃ (রক্ষণৈঃ, পালনৈঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'অব' (রক্ষ, পালয়)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—হে দেব! অস্মদুচ্চারিতেন মন্ত্রেণ সহ মিলিতঃ সন অস্মান্ পরিরক্ষ। (১ম—৫ম—৭৯ সূ—৭ঋ)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

প্রাতরনুবাকের আগ্নেয় ক্রতুতে গায়ত্রীছন্দোবিশিষ্ট 'অবা নো অগ্নে' ইত্যাদি ছয়টী ঋক্ প্রযুক্ত হয়। তদ্বিষয়ে সূত্রিত আছে,—'অবা নো অগ্ন ইতি ষড়গ্নিমীলেহগ্নিং দূতং' (আ০ ৪।১৩) ইত্যাদি। আশ্বিনশস্ত্রেও এই সকল ঋক্ শংসনীয়; 'প্রাতরনুবাকাৎ' ইত্যাদি আদেশ-হেতু। 'ষট্সু প্রথমাং সূক্তে' সপ্তমী ঋক্ কথিত হইতেছে।

বঙ্গানুবাদ।

সকল কর্ম্মসমূহের মধ্যে স্তুত হইয়া (অথবা জ্ঞানিগণের অনুসরণীয়) হে জ্ঞানদেব! গায়ত্রীছন্দোযুক্ত মন্ত্রের সম্পাদনে বা প্রযুক্তিতে নিমিত্তভূত হইয়া, আপনার রক্ষণের বা পালনের দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগের উচ্চারিত মন্ত্রের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে পরিরক্ষা করুন।)॥ (১ম—৫অ—৭৯সূ—৭ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

বিশ্বাসু ধীষু সর্ব্বেষু কর্ম্মসু বন্দ্য হে অগ্নে গায়ত্রস্য গায়ত্রসাম্নো গায়ত্রীছন্দস্কস্য সূক্তস্য বা প্রভর্ম্মণি প্রভরণে সম্পাদনে নিমিত্তভূতে সতি নোঽস্মানূতিভিস্ত্বদীয়ৈঃ পালনৈরব। রক্ষ॥

অব। হ্যচোঽতস্তিঙ ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘত্বম্। (১ম-৫অ—৭৯সূ—৭ঋ)॥

* * *

সপ্তম (৮৫৯) ঋকের বিশদার্থ।

আমরা যেন জ্ঞানের সহিত সম্মিলিত হইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে পারি; আমরা যেন অজ্ঞানের ন্যায় অযথা-ভাবে মন্ত্রের প্রয়োগ না করি; আমাদিগের কর্ম্ম যেন জ্ঞানসমন্বিত হয়; আমরা যেন অজ্ঞানোচিত কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত না হই। এই মন্ত্রের প্রার্থনায় এইরূপ ভাবেরই দ্যোতনা আছে বলিয়া বুঝিতে পারি। ভাষ্যেরও মর্ম্মানুধাবন করিলে, এই ভাবই অধ্যাহৃত হয়। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে ভাবের একটু বিপর্য্যয় দেখিতে পাই। তাহাতে প্রকাশ, জ্বলন্ত অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রে যেন বলা হইতেছে,—'হে অগ্নি! তুমি সকল যজ্ঞে স্তুতিপ্রিয়

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'বিশ্বাসু ধীষু' সকল কর্ম্মসমূহে 'বন্দ্য' স্তুত হইয়া 'অগ্নে' হে অগ্নি। 'গায়ত্রস্য' গায়ত্র সামে অথবা গায়ত্রীছন্দোযুক্ত সূক্তের 'প্রভর্ম্মণি' প্রভরণে সম্পাদনে নিমিত্তভূত হইয়া 'নঃ' আমাদিগকে 'ঊতিভিঃ' আপনার পালনের দ্বারা 'অব' রক্ষা করুন।

অব। 'হ্যচোঽতস্তিঙঃ' ইত্যাদি সূত্রে সংহিতায় দীর্ঘত্ব। (১ম—৫অ—৭৯সূ—৭ঋ)।

* * *

অতএব আমরা তোমায় গায়ত্রীছন্দে স্তুতি করিতেছি, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর।' যাহা হউক, আমরা জ্ঞান-পক্ষেই এই মন্ত্রের অর্থ-সঙ্গতি লক্ষ্য করি। (১ম—৫অ—৭৯সূ—৭ঋ)॥

—— ০ ——

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। একোনশীতিতমং সূক্তম্। অষ্টমী ঋক্।)

আ নো অগ্নে রয়িং ভর সত্রাসাহং বরেণ্যম্।

বিশ্বাসু পৃৎসু দুষ্টরম্॥ ৮॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণম্।

আ। নঃ। অগ্নে। রয়িম্। ভর। সত্রাঽসহম্। বরেণ্যম্।

বিশ্বাসু। পৃৎঽসু। দুস্তরম্॥ ৮॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'সত্রাসাহং' (দারিদ্র্যনাশকং, সৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তকং) 'বরেণ্যং' (বরণীয়ং, শ্রেষ্ঠং) 'বিশ্বাসু পৃৎসু' (সর্ব্বেষু সংগ্রামেষু—রিপূণাং প্রলোভনরূপেষু প্রাধান্যভূতেষু বা ইতি যাবৎ) 'দুস্তরং' (রিপুভিঃ তরিতুং অশক্যং, অনতিক্রম্যং, অজেয়ং ইত্যর্থঃ) 'রয়িং' (ধনং—পরমার্থরূপং) 'আ ভর' (সমন্তাৎ প্রযচ্ছ)। জ্ঞানদেবস্য কৃপয়া অস্মাসু পরমার্থসমাবেশং ভবতু—ইতি ভাবঃ। (১ম—৫অ—৭৯সূ—৮ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আমাদিগকে দারিদ্র্যনাশক (সৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তক) বরণীয়, রিপুগণের, প্রলোভন-রূপ বা প্রাধান্যভূত সকল সংগ্রামে

অনতিক্রম্য অর্থাৎ অজেয় পরমার্থ-রূপ ধন সমন্তাৎ প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানদেবতার কৃপায় আমাদিগের মধ্যে পরমার্থের সমাবেশ হউক।)॥ (১ম—৫অ—৭৯সূ—৮ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে অগ্নে। রয়িং ধনং নোঽস্মভ্যমাভর। প্রযচ্ছ। কীদৃশম্? সত্রাসাহম্। সত্রাসাহ যুগপদেব দারিদ্র্যস্য নাশকম্। বরেণ্যং সর্বৈর্ব্বরণীয়ম্। বিশ্বাসু পৃৎসু সর্ব্বেষু সংগ্রামেষু দুষ্টরম্। শত্রুভিস্তরীতুমশক্যম্॥

সত্রাসাহম্। ছন্দসি সহ ইতি ণ্বিঃ। বরেণ্যম্। বৃঞ এণ্যঃ। পৃৎসু পদাদিষু মাংস্পৃৎস্নূনামুপসংখ্যানমিতি পৃতনাশব্দস্য পৃদ্ভাবঃ। সাবেকাচ ইতি বিভক্তে রুদাত্তত্বম্ ॥ ৮।

* * *

অষ্টম (৮৬০) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের মধ্যে দুই একটী পদ বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। 'সত্রাসাহং' পদে যাগাদি সৎকর্ম্মের প্রবর্ত্তনার ভাব আসে। জ্ঞানের অধিকারী হইলে, মানুষ সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। সে ভাবও এখানে গ্রহণ করা যায়। ঐ পদের ভাষ্যানুসারী অর্থ—দারিদ্র্য-নাশক। তাহাতেও বেশ সঙ্গতি দেখি। তার পর, 'বিশ্বাসু পৃৎসু' পদ-দ্বয়ের ভাব অনুধাবনীয়। যে অর্থ এখন প্রচলিত আছে, তাহার ভাবে ঐ পদে পারিপার্শ্বিক যজ্ঞবিঘ্নকারী দস্যুগণকে বা মনুষ্য-শত্রুগণকেই বুঝাইয়া

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'অগ্নে' অগ্নি। 'রয়িং' ধনকে 'নঃ' আমাদিগকে 'আ ভর' প্রদান করুন। কীদৃশ (ধন)? 'সত্রাসাহং' (সত্রাসহ) যুগপৎ দারিদ্র্যনাশক, 'বরেণ্যং' সকলের কর্তৃক বরণীয়, 'বিশ্বাসু পৃৎসু' সকল সংগ্রামে 'দুষ্টরং' শত্রুগণ অতিক্রম করিতে অশক্য (অনতিক্রম্য—দুস্তর)।

সত্রাসাহম্। 'ছন্দসি সহ' ইত্যাদি সূত্রে ণ্বিঃ। বরেণ্যং। বৃঞ্ ধাতুতে এণ্যঃ-প্রত্যয়। 'পৃৎসু'। পদাদিসমূহের মধ্যে মাংস্পৃৎস্নূ ইত্যাদি আছে। 'উপসংখ্যানং' ইত্যাদি সূত্রে পৃতনা-শব্দের পৃদ্ভাব। 'সাবেকাচঃ' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। ৮॥

* * *

থাকে। কিন্তু আমরা মনে করি, হৃদয়ের মধ্যে কাম-ক্রোধাদি রিপুগণের যে সংগ্রাম অহরহ চলিয়াছে, এখানে সেই সংগ্রামের প্রতি লক্ষ্য দেখা যায়। এখন বুঝুন, সেই 'রয়িং' বা ধন কি প্রকার? উত্তর—'বিশ্বাসু পৃৎসু দুস্তরং'। অর্থাৎ, বিশ্বের সকল সংগ্রামে অজেয়—সকল শত্রু কর্তৃক অনতিক্রমণীয়। ভাব এই যে,—সেই ধনের অধিকারী হইতে পারিলে, কোনও শত্রুই হিংসা করিতে পারে না। অপিচ, তদ্দ্বারা সকল প্রকার দুঃখই দুরীভূত হয়। 'রয়িং' পদে যে পরমার্থ-রূপ ধনের প্রতি লক্ষ্য আসে, তাহা আমরা পুনঃপুনঃ বুঝাইয়া আসিয়াছি। জ্ঞানের সাহায্যে যে সে ধনপ্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই এখানে প্রখ্যাত দেখি। কিন্তু সাধারণতঃ এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে,—'আপনি আমাদিগকে সেই ধন প্রদান করুন; যেন আমরা রাক্ষসাদির সহিত যুদ্ধে জয়ী হই, এবং যেন আমাদিগের দারিদ্র্য-দুঃখ নাশ প্রাপ্ত হয়।' বলা বাহুল্য, এ সম্বোধনেও জ্বলন্ত অনলের অতীত সামগ্রীর প্রতিই লক্ষ্য আসে। (১ম—৫অ—৭৯সূ—৮ঋ)।

—•—

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

আয়ুষ্কামেষ্ট্যাং প্রথমস্যাজ্যভাগস্যানুবাক্যা। আ নো অগ্ন ইতি। সূত্রিতং চ। আয়ুষ্কামেষ্ট্যাং জীবাতুমন্তা বা নো অগ্নে সুচেতুনা। আ০ ২।১০। ইতি মহাপিতৃযজ্ঞেহপ্যেবৈব প্রথমাজ্যভাগস্যানুবাক্যা। সূত্রিতং চ। জীবাতুমন্তৌ সব্যোত্তর্যুপস্থা। আ০ ২।১৯। ইতি ॥ তামেতাং সূক্তে নবমীমৃচমাহ।

•.•

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

আয়ুষ্কাম ইষ্টিতে (যাগে) প্রথম আজ্যভাগের অনুবাক্যা—'আ নো অগ্নে' ইত্যাদি ঋক্। তদ্বিষয়ে সূত্রিত আছে,—'আয়ুষ্কামেষ্ট্যাং জীবাতুমন্তা বা নো অগ্নে সুচেতুনা।' আ০ ২।১০। ইতি। মহাপিতৃযজ্ঞের প্রথম আজ্যভাগের অনুবাক্যা-রূপেও এই ঋক্ প্রযুক্ত হয়। তদ্বিষয়ে সূত্রিত আছে,—'জীবাতুমন্তৌ সব্যোত্তর্যুপস্থা।' আ০ ২।১৯। ইতি। সেই সূক্তের এই নবমী ঋক্ কথিত হইতেছে।

•.•

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। একোনশীতিতমং সুক্তম্। নবমী ঋক্।)

আ নো অগ্নে সুচেতুনা রয়িং বিশ্বায়ুপোষণম্।

মার্ডীকং ধেহি জীবসে॥ ৯॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণম্।

আ। নঃ। অগ্নে। সুঽচেতুনা। রয়িম্। বিশ্বায়ুঽপোষণম্।

মার্ডীকম্। ধেহি। জীবসে॥ ৯॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'নঃ' (অস্মাকং) 'জীবসে' (জীবনায় রক্ষণায় বা) 'সুচেতুনা' (শোভনজ্ঞানেন যুক্তং, চৈতন্যসংশ্লিষ্টং চৈতন্যময়স্য সম্বন্ধবিশিষ্টং ইতি ভাবঃ) 'বিশ্বায়ু-পোষণং' (সর্ব্বপ্রাণিপ্রতিপালকং, জগদ্ব্রহ্ম ইতি ভাবযুতং) 'মার্ডীকং' (সুখহেতুভূতং) 'রয়িং' (ধনং—পরমার্থরূপং) 'আ ধেহি' (সমন্তাৎ স্থাপয়, অস্মভ্যং প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ)। ভবদনুকম্পয়া চৈতন্যসম্বন্ধযুতং 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইতি জ্ঞানরূপং পরমসুখকরং ধনং অস্মাসু প্রতিষ্ঠিতং ভবতু—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৫অ—৭৯সূ—৯ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আমাদিগের জীবনের বা রক্ষণের জন্য শোভনজ্ঞানযুত অর্থাৎ চৈতন্যময়ের সম্বন্ধবিশিষ্ট, সর্ব্বপ্রাণীর প্রতিপালক (জগৎ ব্রহ্ম—এতদ্ভাবজ্ঞাপক), পরমসুখকর, পরমার্থ-রূপ ধন আমাদিগের মধ্যে স্থাপন করুন—আমাদিগকে প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—আপনার অনুকম্পায় চৈতন্যসম্বন্ধযুত সর্ব্বত্রব্রহ্মজ্ঞানরূপ পরমসুখকর ধন আমাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হউক—এই প্রার্থনা)॥ (১ম—৫অ—৭৯সূ—৯ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে অগ্নে! নোঽস্মাকং জীবসে জীবনায় সুচেতুনা শোভনেন জ্ঞানেন যুক্তং রয়িং মনমাধেহি। আস্থাপয়। কীদৃশং। মার্ডীকম্। মৃড়ীকং সুখং তদ্ধেতুভূতম্। বিশ্বায়ু-পোষসং সর্ব্বাস্মিন্নায়ুংষি দেহাদেঃ পোষকম্। যাবজ্জীবমস্মদুপভোগপর্য্যাপ্তমিত্যর্থঃ।

সুচেতুনা। চিতী সংজ্ঞানে। ঔণাদিক উপ্রত্যয়ঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্। বিশ্বায়ুপোষসম্। বিশ্বমায়ুরস্মিন্ শরীরাদৌ তদ্বিশ্বায়ুঃ। বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়ামিতি পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বম্। তৎপুষ্যাতীতি বিশ্বায়ুপোষাঃ। গতিকারকয়োরপি পূর্ব্বপদ-প্রকৃতিস্বরত্বং চেত্যসুন্ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চ। সকারলোপঃ ছান্দসঃ। দীর্ঘায়ুত্বায় বর্চ্চস ইতি যথা॥ (১ম—৫অ—৭৯সূ—৯ঋ)॥

* * *

নবম (৮৬১) ঋকের বিশদার্থ।

চৈতন্যময়ের সম্বন্ধযুত হইয়া, জগৎ ব্রহ্মময় জ্ঞান করিয়া, জনসেবায় আত্মনিয়োগ-পূর্ব্বক, অশেষ সুখের হেতুভূত পরমার্থ-রূপ ধনকে যেন আমরা প্রাপ্ত হই। এ মন্ত্রে এইরূপ প্রার্থনার ভাব প্রকাশমান্ রহিয়াছে, দেখিতে পাই। আমাদিগের জ্ঞান-প্রভাবে আমরা যেন সেইরূপ ধনকে (রয়িং) লাভ করিতে পারি,—এইরূপ আকাঙ্ক্ষাই এখানে পরিব্যক্ত দেখি। জানি-না,—জ্বলন্ত অগ্নির অতীত সামগ্রীকে 'অগ্নে' সম্বোধনে সম্বোধন না করিলে, ঐ প্রকার প্রার্থনা জ্ঞাপন করা যায় কি না!

মন্ত্রের অন্তর্গত এক একটী পদ বহুভাবদ্যোতক। 'জীবসে' পদে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'অগ্নে' অগ্নি! 'নঃ' আমাদিগের 'জীবসে' জীবনের জন্য 'সুচেতুনা' শোভন জ্ঞানের সহিত যুক্ত 'রয়িং' ধনকে 'আ ধেহি' সমন্তাৎ স্থাপন করুন। কীদৃশ (ধন)? 'মার্ডীকং' (মৃড় শব্দে সুখ বুঝায়, তাহারই হেতুভূত) অর্থাৎ সুখহেতুভূত 'বিশ্বায়ুপোষসং' সকল আয়ুতে দেহাদির পোষক অর্থাৎ যতদিন জীবিত থাকিব ততদিন উপভোগের পর্য্যাপ্ত সামর্থ্যপ্রদ।

সুচেতুনা। চিতী ধাতু সংজ্ঞানার্থক। ঔণাদিক উ-প্রত্যয়। কৃদুত্তর-পদে প্রকৃতি-স্বরত্ব। বিশ্বায়ুপোষসং। বিশ্বের আয়ু উহার শরীরাদিতে—এই অর্থে বিশ্বায়ুঃ পদ হয়। বহুব্রীহি সমাসে 'সংজ্ঞায়াং' ইত্যাদি সূত্রে, বিশ্বং—এই পূর্ব্বপদের অন্তোদাত্তত্ব। তাহাতে পুষ্ট হয়—এই অর্থে বিশ্বায়ুপোষাঃ পদ হয়। 'গতিকারকয়োরপি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চ' ইত্যাদি সূত্রে অসুন্-প্রত্যয় এবং পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। ছান্দসে সকারের লোপ। দীর্ঘায়ুত্ব-হেতু 'বর্চ্চসঃ' ইত্যাদি যথা। (১ম—৫অ—৭৯সূ—৯ঋ)।

* * *

সাধারণতঃ আয়ুঃ-বৃদ্ধির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এখানে নবীন জীবনের অভিনব রক্ষণের আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাই। মন্ত্রে 'সুচেতুনা' পদ আছে। তাহা হইতে 'সুন্দরজ্ঞানযুক্ত' অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা বলি, 'চেতুনা' পদের সহিত তু-পদের সংযোগে এখানে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অর্থাৎ চৈতন্যময়ের সম্বন্ধ সূচিত হয়। 'বিশ্বায়ু-পোষসং' পদে আপনার আয়ু-পুষ্টির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া প্রায় সকলেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এখানে 'পোষসং' পদের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করিতে বলি। বিশ্বের আয়ুর পোষণ-রূপ যে ধন, এখানে সেই অর্থেরই প্রাধান্য দেখি। সকল প্রাণীর প্রতি-পালক, 'জগদ্ব্রহ্ম' এতদ্ভাবে অনুপ্রাণিত করে এমন যে ধন,—'বিশ্বায়ু-পোষসং' পদে, আমরা বলি, তাহারই প্রতি লক্ষ্য আসে। দুঃখনাশক সুখসাধক যে ধন, তাহাই 'মার্ডীকং' পদের লক্ষ্য। এইরূপে বুঝিতে পারি, এই মন্ত্রে প্রার্থনাকারী সেই ধনের প্রার্থনা করিতেছেন,—যে ধন তাঁহাকে চৈতন্যময়ের সান্নিধ্য প্রদান করিতে পারে—যে ধন তাঁহাকে জগদ্ব্রহ্ম-ভাবে ভাবিত করিতে পারে—যে ধন তাঁহাকে বিশ্বহিতে ব্রতী ও পরমসুখে সুখী করিতে পারে। (১ম—৫অ—৭৯সূ—৯ঋ)।

—— • ——

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। একোনাশীতিতমং সূক্তম্। দশমী ঋক্।)

প্র পূতাস্তিগ্মশোচিষে বাচো গোতমাগ্নয়ে।

ভরস্ব সুম্নয়ুর্গিরঃ ॥ ১০ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণম্।

প্র। পূতাঃ। তিগ্মঽশোচিষে। বাচঃ। গোতম। অগ্নয়ে।

ভরস্ব। সুম্নঽয়ুঃ। গিরঃ ॥ ১০ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গোতম' (ইন্দ্রিয়ৈঃ আক্রান্ত ক্লান্ত বা হে মম মনঃ, যদ্বা—জ্ঞানপিপাসু হে মম মনঃ) 'সুম্নয়ুঃ (ধনাভিলাষী, পরিত্রাণকামী ত্বং, যদি ত্বং পরিত্রাণকামী ভবসি ইত্যর্থঃ) 'তিগ্মশোচিষে' (তীক্ষ্ণজ্যোতিঃসম্পন্নায়, সর্ব্বস্য দর্শয়িত্রে) 'অগ্নয়ে' (জ্ঞানদেবায়, জ্ঞানলাভায় ইতি ভাবঃ) 'পূতাঃ' (বিশুদ্ধাঃ) 'বাচঃ' (ভগবন্মাহাত্ম্যপ্রকাশিকাঃ) 'গিরঃ' (স্তুতীঃ) 'প্র ভরস্ব' (প্রকৃষ্টরূপেণ সম্পাদয়, অনুধ্যায় ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ; ভগবদারাধনা জ্ঞানলাভায় সঙ্কল্পঃ অত্র বিদ্যতে। (১ম—৫অ—৭৯সূ—১০ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা আক্রান্ত বা ক্লান্ত হে আমার মন! (অথবা, জ্ঞান-পিপাসু হে আমার মন!) ধনাভিলাষী বা পরিত্রাণকামী তুমি অর্থাৎ যদি তুমি পরিত্রাণের কামনা কর; তীক্ষ্ণজ্যোতিঃসম্পন্ন, সকলের দর্শয়িতা, জ্ঞানদেবতার নিমিত্ত অর্থাৎ জ্ঞানলাভের জন্য বিশুদ্ধ ভগবন্মাহাত্ম্য-প্রকাশক স্তুতিসমূহকে (মন্ত্রকে) প্রকৃষ্টরূপে সম্পাদন কর—অনুধ্যান কর। (এই মন্ত্র আত্মোদ্বোধনমূলক; ভগবানের আরাধনার দ্বারা জ্ঞানলাভের নিমিত্ত সঙ্কল্প এখানে প্রকাশ পাইয়াছে।)॥ (১ম—৫অ—৭৯সূ—১০ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে গোতম সূক্তদ্রষ্টঃ সুম্নয়ুঃ সুম্নং ধনমাত্মন ইচ্ছংস্ত্বং তিগ্মশোচিষে তীক্ষ্ণজ্বালায়াগ্নয়ে পূতাঃ শুদ্ধা বাচোঽগ্নেগুণান্ সম্যগভিদধতীর্গিরঃ স্তুতীঃ প্রভরস্ব। প্রকর্ষেণ সম্পাদয়॥

তিগ্মশোচিষে। তিজ নিশানে। যুজিরুজিতিজাং কুশ্চ চেতি মক্। তিগ্মানি শোচীংষি যস্য। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্। সুম্নয়ুঃ। সুম্নশব্দাৎ ক্যচি ন ছন্দস্য পুত্রস্যেতীত্বদীর্ঘয়োঃ প্রতিষেধঃ। ক্যাচ্ছন্দসীত্যুপ্রত্যয়ঃ॥ (১ম—৫অ—৭৯সূ—১০ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'গোতম' সূক্তদ্রষ্টা! 'সুম্নয়ুঃ' সুম্নকে অর্থাৎ ধনকে যে আপনি ইচ্ছা করেন, সেই আপনি, 'তিগ্মশোচিষে' তীক্ষ্ণজ্বালাযুক্ত 'অগ্নয়ে' অগ্নির উদ্দেশে 'পূতাঃ' শুদ্ধ 'বাচঃ' অগ্নির গুণসমূহ সম্যক্ ধারণ করে—এরূপ 'গিরঃ স্তুতিসমূহ 'প্রভরস্ব' প্রকর্ষের দ্বারা সম্পাদন করুন।

তিগ্মশোচিষে। তিজ ধাতু নিশান অর্থক। 'যুজিরুজিতিজাং কুশ্চ চ' ইত্যাদি সূত্রে মক্। তিগ্ম অর্থাৎ তীক্ষ্ণ হইয়াছে শোচি অর্থাৎ দীপ্তিসমূহ যাহার—এই বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। সুম্নয়ুঃ। সুম্ন শব্দ-হেতু ক্যচ্। তাহাতে 'ন ছন্দস্য পুত্রস্য ইত্যাদি সূত্রে ঈত্বের দীর্ঘের প্রতিষেধ। 'ক্যাচ্ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে উ-প্রত্যয়। (১ম—৭৯সূ—১০ঋ)।

* * *

দশম (৮৬২) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'গোতম' পদ মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে বিশেষ সমস্যা আনয়ন করিয়াছে। সকলেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঐ পদে গোতম নামক ঋষিকে সম্বোধন করিয়া বিশুদ্ধ মন্ত্রের উচ্চারণ দ্বারা তাঁহাকে অগ্নির স্তুতি করিতে বলা হইতেছে। এ পক্ষে যজ্ঞকারী গৃহস্থ এই মন্ত্র মুখে মুখে রচনা করিয়া উচ্চারণ করিয়াছিলেন,—এইরূপ ভাব অধ্যাহৃত হইয়া থাকে। প্রচলিত একটী ইংরাজী ও একটী বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে, মন্ত্রার্থ কি ভাবে প্রচলিত আছে, তাহা উপলব্ধ হইবে। যথা,—

(১) "হে ধনাভিলাষী গোতম। তীক্ষ্ণ জ্বালাযুক্ত অগ্নিকে বিশুদ্ধ স্তুতি সম্পাদন কর।"

(2) O Gotama, bring forward purified words, bring songs to the sharp-flaming Agni, desirous of his favour."

আর এক প্রকার ইংরাজী অনুবাদে দেখিতে পাই, 'পূতাঃ' পদের 'বিশুদ্ধ' অর্থ পরিত্যক্ত। 'যত্নের সহিত রচিত সঙ্গীত'—এই অর্থে তিনি ঐ "পূতাঃ বাচঃ গিরঃ" পদ-কয়েকটীর প্রয়োগ সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন। সে ইংরাজী অনুবাদটীও আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

(1) "O Gotama, desiring bliss present thy songs composed with care,
To Agni of the pointed flames."

এখন আমরা যে দৃষ্টিতে অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি, তাহার একটু আলোচনা করিতেছি। ঐ 'গোতম' পদটী এখানে মনঃ-সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করি। 'গো' এবং 'তম' এই দুই শব্দের সংযোগে ঐ 'গোতম' পদ সিদ্ধ হইয়াছে—মনে করা যায়। 'গো' শব্দে 'ইন্দ্রিয়' এবং 'তম' শব্দে 'আক্রান্ত' বা 'ক্লান্ত' অর্থ দেখিতে পাই। তদনুসারে ঐ পদে ইন্দ্রিয়গণ কর্তৃক আক্রান্ত বা ক্লান্ত যে মন, তাহারই প্রতি লক্ষ্য আসে। উপাসক যেন বুঝিয়াছেন, তাঁহার চিত্ত ইন্দ্রিয়গণ

কর্তৃক আক্রান্ত বিপথগামী হইয়াছে। তাই যেন তিনি তাহাকে ঐ 'গোতম' সম্বোধনে সম্বোধন করিতেছেন। পক্ষান্তরে 'গো' শব্দে 'জ্ঞান-কিরণ' এবং 'তম' শব্দে 'পিপাসা' ভাব গ্রহণ করা যায়। তদনুসারে জ্ঞানের জন্য পিপাসু যে জন, তাহারই সম্বোধনে ঐ পদের প্রযুক্তি স্বীকার করিতে পারি। পূর্বে আমরা 'গোতম' শব্দে জ্ঞানসম্পন্ন (জ্ঞানী) অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। সে দৃষ্টিতে এখানকার অর্থ পরিগ্রহণ করিতে গেলে, অন্বয়ের অন্য রূপ পরিবর্তন আবশ্যক হয়। তাহাতে জ্ঞানাধার জ্ঞানীকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞানলাভের জন্য প্রচেষ্টা প্রকাশ পাইতে পারে। কিন্তু সেই প্রকারে অর্থ নিষ্কর্ষ করা অপেক্ষা পরিগৃহীত পন্থাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে আসে। যাহা হউক, এইরূপে মন্ত্রের অন্তর্গত অন্যান্য পদের বিষয় আলোচনা করিলে বুঝা যায়, ভগবানের উপাসনার দ্বারা এখানে জ্ঞানলাভের সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে। (১ম—৫অ—৭৯সূ—১০ঋ)।

একাদশী ঋক্।

(প্রথম মণ্ডলম্। একোনাশীতিতমং সূক্তম্। একাদশী ঋক্)।

যো নো অগ্নেঽভিদাসত্যন্তি দূরে পদীষ্ট সঃ।

অস্মাকমিদ্‌বৃধে ভব ॥ ১১ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণম্।

যঃ। নঃ। অগ্নে। অভিঽদাসতি। অন্তি। দূরে। পদীষ্ট। সঃ।

অস্মাকম্। ইৎ। বৃধে। ভব ॥ ১১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'যঃ' (শত্রুঃ) 'অন্তি' (অন্তিকে, সমীপে, হৃদমধ্যে ইতি ভাবঃ) তথা 'দূরে' (বিপ্রকৃষ্টপ্রদেশে, বহির্দ্দেশে ইত্যর্থঃ—অবস্থিতা ইতি যাবৎ) 'নঃ' (অস্মান্) 'অভিদাসতি' (উপক্ষপয়তি), 'সঃ' (শত্রুঃ) 'পদীষ্ট' (নশ্যতু); ত্বং চ 'ইৎ' (এব) 'অস্মাকং' (এবাং উপাসকানাং) 'বৃধে' (বর্দ্ধনায়, শ্রেয়ঃসাধকঃ ইত্যর্থঃ) 'ভব' (এধি)। জ্ঞানপ্রভাবেন অস্মাকং অন্তঃশত্রুঃ বহিঃশত্রুশ্চ উভৌ এব বিনশ্যতাং ইতি ভাবঃ। (১ম—৫অ—৭৯সূ—১১ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! যে শত্রু নিকটে অর্থাৎ হৃদয়ের মধ্যে এবং দূরে অর্থাৎ বহির্দ্দেশে অবস্থিতি করিয়া আমাদিগকে উপক্ষয় করিতেছে, সে শত্রু নাশপ্রাপ্ত হউক; এবং আপনি এই উপাসক আমাদিগের শ্রেয়ঃসাধক হউন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানপ্রভাবে আমাদিগের অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু উভয়ই যুগপৎ বিনাশপ্রাপ্ত হউক।)॥ (১ম—৫অ—৭৯সূ—১১ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে অগ্নে! নোঽস্মান্ অন্ত্যন্তিকে সমীপে দূরে বিপ্রকৃষ্টদেশেঽবস্থিতঃ সন্ যঃ শত্রুরভিদাসতি। উপক্ষপয়তি। স শত্রুঃ পদীষ্ট। পততু নশ্যতু। ত্বং চাস্মাকমিৎ অস্মাকমেব বৃধে বর্দ্ধনায় ভব॥

অভিদাসতি। দসু উপক্ষয়ে। অস্মাণ্যন্তাল্লটি ছন্দস্যুভয়থেতি শপ্। আর্দ্ধধাতুকত্বাৎ ণেরনিটীতি ণিলোপঃ। অন্তিকাদিলোপো বহুলমিতিবক্তব্যমিত্যন্তিকশব্দস্য ককারলোপঃ। বৃধে। বৃধু বৃদ্ধৌ। সম্পদাদিলক্ষণো ভাবে ক্বিপ্। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বম্॥ ১১॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'অগ্নে' অগ্নি! 'নঃ' আমাদিগের 'অন্তি' অন্তিকে সমীপে 'দূরে' বিপ্রকৃষ্ট দেশে অবস্থিত হইয়া 'যঃ' যে শত্রু 'অভিদাসতি' উপক্ষয় করিতেছে, 'সঃ' শত্রু 'পদীষ্ট' পতিত হউক—নাশ প্রাপ্ত হউক; এবং আপনি 'অস্মাকমিৎ' আমাদিগেরই 'বৃধে' বর্দ্ধনের নিমিত্ত হউন।

অভিদাসতি। দসু ধাতু উপক্ষয়ার্থক। তাহাতে ণ্যন্ত-হেতু লটে 'ছন্দস্যুভয়থা' ইত্যাদি সূত্রে শপ্। আর্দ্ধধাতুকত্ব-হেতু 'ণেরনিটি' ইত্যাদি সূত্রে ণি-লোপ। অন্তিকাদির লোপ। 'বহুলমিতি বক্তব্যং' ইত্যাদি সূত্রে অন্তিক-শব্দের ককার-লোপ। বৃধে। বৃধ ধাতু বৃদ্ধি অর্থক। সম্পদাদিলক্ষণে ভাবে ক্বিপ্। 'সাবেকাচঃ' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। (১ম—৫অ—৭৯সূ—১১ঋ)॥

* * *

একাদশ (৮৫৮) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'অন্তি' এবং 'দূরে' পদদ্বয়ের মর্ম্ম অনুধাবন করিলেই তাৎপর্য্য বোধগম্য হইবে। সাধারণতঃ এই মন্ত্রের অর্থ এইরূপ প্রখ্যাত আছে,—'নিকটে যে সকল শত্রু আছে অর্থাৎ যে সকল শত্রু আক্রমণ করিয়া বসিয়াছে এবং যে সকল শত্রু দূরে রহিয়াছে অর্থাৎ পরে যাহাদিগের আক্রমণের আশঙ্কা আছে,—এবম্বিধ দুই দল শত্রু অগ্নি কর্তৃক নাশপ্রাপ্ত হউক।' কিন্তু আমাদিগের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে,—এখানে অন্তঃশত্রুর ও বহিঃশত্রুর নাশ-কামনা প্রকটিত; এখানে কামক্রোধাদি রিপুগণের সর্ব্ববিধ প্রভাবের খর্ব্বতার আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে। রিপুগণ আমাদিগের অন্তরস্থ থাকিয়া অনিষ্ট-সাধন করে এবং তাহাদিগের কর্ম্মের দ্বারা বহির্দ্দেশ হইতেও আমরা অনিষ্ট প্রাপ্ত হই। তাহারা হৃদয়ের মধ্যে কোনও উপদ্রব করিতে না পারে অর্থাৎ দুশ্চিন্তায় মন কলুষিত না হয়, এবং তাহাদিগের কার্য্যের দ্বারা অর্থাৎ কামক্রোধাদির প্রাবল্য নিবন্ধন বহির্দ্দেশ হইতে কোনও উৎপাত আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ না করে,—ইহাই এখানকার তাৎপর্য্যার্থ। এবম্বিধ কামনাই এই মন্ত্রের প্রার্থনার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করি। প্রার্থনা,—'জ্ঞান-প্রভাবে আমাদিগের সর্ব্ববিধ শ্রেয়ঃ সাধিত হউক, জ্ঞানের আবির্ভাবে শত্রুগণ পর্য্যুদস্ত হউক।' মন্ত্রার্থে যদি নিকটস্থিত ও দূরস্থিত মনুষ্যাদি শত্রুর আক্রমণের বিষয়ই পরিকল্পনা করা হয়, কিন্তু তাহারও মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই না কি—বুঝিতে পারি না কি—হৃদয়ে অসদ্বৃত্তির স্ফুরণই সে দ্বিবিধ আক্রমণের মলীভূত। আক্রান্ত ও আক্রমণকারী—উভয়ের সম্বন্ধেই এতদুক্তি প্রযুক্ত হয়। আমরা রিপুর বশবর্ত্তী না হইলে কোনরূপ শত্রুই আমাদিগকে আক্রমণ করে না। পরন্তু রিপুর বশবর্ত্তী হইয়াই শত্রুরাও আক্রমণ করিতে আসে। ফলতঃ, সর্ব্বপ্রকারেই অন্তরস্থ বৃত্তিই লক্ষ্যস্থল বলিয়া বুঝা যায়। (১ম—৫অ—৭৯সূ—১১ঋ)॥

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। একোনশীতিতমং সূক্তম্। দ্বাদশী ঋক্।)

সহস্রাক্ষো বিচর্ষণিরগ্নী রক্ষাংসি সেধতি।

হোতা গৃণীত উক্থ্যঃ ॥ ১২ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণম্।

সহস্রঽঅক্ষঃ। বিঽচর্ষণিঃ। অগ্নিঃ। রক্ষাংসি। সেধতি।

হোতা। গৃণীতে। উক্থ্যঃ ॥ ১২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সহস্রাক্ষঃ' (সর্ব্বতো দৃষ্টিসম্পন্নঃ) 'বিচর্ষণিঃ' (সর্ব্বস্য দ্রষ্টা, যদ্বা—সর্ব্বস্য দর্শয়িতা) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'রক্ষাংসি' (রিপূন্, শত্রূন্) 'সেধতি' (নিবারয়তি, দময়তি ইত্যর্থঃ); সঃ দেবঃ 'উক্থ্যঃ' (স্তূয়মানঃ সন্, অস্মাভিঃ অনুসৃত্য সন্ ইত্যর্থঃ) 'হোতা' (দেবানাং দেবভাবানাং বা আহ্বাতা ভবতি ইতি শেষঃ) তথা 'গৃণীতে' (স্তৌতি, ভগবন্তং আরাধয়তি ইতি ভাবঃ)। জ্ঞানং হি সর্ব্বতঃ তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্নং দেবত্বপ্রাপকং তথা ভগবদারাধকং ভবতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৫অ—৭৯সূ—১২ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বপ্রকার দৃষ্টিসম্পন্ন, সর্ব্বদ্রষ্টা অথবা সকলের দর্শয়িতা, জ্ঞানদেবতা রিপুগণকে (শত্রুদিগকে) নিবারণ করেন অর্থাৎ দমন করেন; এই দেবতা, স্তূয়মান হইয়া অর্থাৎ আমাদিগের কর্তৃক অনুসৃত হইয়া, দেবগণের অর্থাৎ দেবভাবসমূহের আহ্বানকারী হয়েন এবং ভগবানকে আরাধিত করেন; (ভাব এই যে,—জ্ঞানই সর্ব্বতঃ তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন দেবত্বপ্রাপক এবং ভগবানের আরাধনাকারী হয়েন।)॥ (১ম—৫অ—৭৯সূ—১২ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্।

সহস্রাক্ষোঽসংখ্যাতজ্বালঃ। বিচর্ষণির্বিশেষেণ সর্বস্য দ্রষ্টায়মগ্নী রক্ষাংসি সেধতি। প্রতিষেধতি। যজ্ঞান্নির্গময়তি। স চাগ্নিরুক্থ্যঃ উক্থৈঃ শস্ত্রৈরস্মাভিঃ স্তূয়মানঃ সন্ হোতা দেবানামাহ্বাতা ভূত্বা গৃণীতে। তান্ স্তৌতি।

সহস্রাক্ষঃ। বহুব্রীহৌ সক্থ্যক্ষ্ণোরিতি ষচ্ সমাসান্তঃ। সতি শিষ্টত্বাত্তস্যৈব স্বরঃ শিষ্যতে। সেধতি। ষিধু গত্যাম্। অত্র কেবলোঽপি সোপসর্গার্থো দ্রষ্টব্যঃ। গৃণীতে গৄ শব্দে। প্বাদীনাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বম্॥ (১ম—৫অ—৭৯সূ—১২ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য পঞ্চমেঽষ্টাবিংশো বর্গঃ॥ ১।৫।২৮॥

* * *

দ্বাদশ (৮৬৪) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থাদিতে অগ্নি-সম্বন্ধে আর এক নূতন ধারণা আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাতে, অগ্নির পূজা হইতেছে—কি অগ্নিই পূজা করিতেছেন, তদ্বিষয়ে সংশয় আসে। ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্ন দৃষ্টিতে অর্থ-নিষ্কাশন করিয়া গিয়াছেন। আমরা নিম্নে দুই প্রকার ব্যাখ্যা (প্রচলিত একটী ইংরাজী ও একটী বাঙ্গালা অনুবাদ) উদ্ধৃত করিতেছি তাহাতে কোন্ পদে কি ভাব গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা বোধগম্য হইবে।

(১) "অসংখ্য জ্বালাবিশিষ্ট, বিশ্বতশ্চক্ষু অগ্নি দস্যুদিগকে দূরে তাড়াইয়া দেন; এবং আমাদিগের স্তোত্রমন্ত্রে প্রসন্ন হইয়া দেবগণকে স্তুতি করেন।"

(২) "The thousand-eyed Agni, who dwells among all tribes, scares away the Rakshas. The praise-worthy Hotri (Agni) is praised."

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'সহস্রাক্ষঃ' অসংখ্য-জ্বালাবিশিষ্ট 'বিচর্ষণি' বিশেষ প্রকারে সকলের দ্রষ্টা এই 'অগ্নি' অগ্নি 'রক্ষাংসি' রাক্ষসগণকে 'সেধতি' প্রতিষেধ করেন—যজ্ঞ হইতে নিঃসারিত করেন; সেই অগ্নি ('উক্থৈঃ) আমাদিগের স্তোত্রসমূহের দ্বারা স্তূয়মান হইয়া 'হোতা' দেবগণের আহ্বানকারী হইয়া 'গৃণীতে' তাঁহাদিগকে স্তব করেন।

সহস্রাক্ষঃ। বহুব্রীহিতে 'সক্থ্যক্ষ্ণোঃ' ইত্যাদি সূত্রে ষচ্। সমাসান্ত হওয়ায় শিষ্টত্ব-হেতু তাহার স্বর অবশিষ্ট আছে। সেধতি। ষিধু ধাতু গতি অর্থ বুঝায়। এখানে কেবলমাত্র উপসর্গার্থ দ্রষ্টব্য। গৃণীতে। গৄ ধাতু শব্দ অর্থ বুঝায়। 'প্বাদীনাং হ্রস্বঃ' ইত্যাদি সূত্রে হ্রস্বত্ব॥ (১ম—৫অ—৭৯সূ—১১ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ের অষ্টাবিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৫।২৮॥

* * *

প্রথম প্রকারের ব্যাখ্যায় (বাঙ্গালা অনুবাদে) 'অগ্নি দেবগণকে পূজা করেন'—এইরূপ অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ব্যাখ্যায় (ইংরাজী অনুবাদে) অগ্নি সম্পূজিত হয়েন—এবম্বিধ ভাব পরিব্যক্ত। তিনি রাক্ষসদিগকে বিতাড়িত করেন অথবা দস্যুগণ তাঁহা কর্ত্তৃক বিতাড়িত হয়,—এ পক্ষে দ্বিবিধ ব্যাখ্যাতেই ঐকমত্য দেখা যায়। কিন্তু ঐ প্রকার ব্যাখ্যায় অগ্নি বলিতে কোন্ বস্তুর প্রতি লক্ষ্য আসে, তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। তিনি কি মনুষ্য? অথবা—অন্য কিছু?

যাহা হউক, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় একটু আলোচনা করা যাইতেছে। আমরা বলি, 'অগ্নিঃ' পদে 'জ্ঞানকে' বা 'জ্ঞানদেবতাকে' বুঝাইয়া থাকে। 'রক্ষাংসি' পদে আমাদিগের 'অন্তরস্থিত রিপুগণকে' বুঝাইতেছে। জ্ঞান যে রিপুগণের প্রভাব খর্ব্ব করেন, "অগ্নিঃ রক্ষাংসি সেধতি" বাক্যাংশে এই ভাব প্রাপ্ত হই। জ্ঞান যে সর্ব্বত্র দৃষ্টিসম্পন্ন, 'সহস্রাক্ষঃ' পদ সেই ভাব জ্ঞাপন করে। জ্ঞানের দ্বারা মনুষ্য যে সর্ব্ববিষয়ে দৃষ্টিশক্তি লাভ করে, সকলই দেখিতে পায়, 'বিচর্ষণিঃ' পদে তাঁহার সেই মহিমা পরিব্যক্ত দেখি। তিনি 'স্তূয়মান' হইয়া অর্থাৎ আমাদিগের কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া দেবগণের আহ্বাতা (হোতা) হয়েন। অর্থাৎ, আমরা যদি জ্ঞানের অনুসারী হই, তাহা হইলে জ্ঞানই সকল দেবভাবকে আমাদিগের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া আনেন—স্থাপন করেন। এ পক্ষে, 'গৃণীতে' পদে অন্য অর্থ প্রাপ্ত হই। জ্ঞানের সাহায্যেই আমরা যে ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হই অথবা হৃদয়ে দেবভাবের সমাবেশে উদ্বুদ্ধ হই, 'গৃণীতে' পদে তাহাই ব্যক্ত করে। এ পক্ষে 'গৃণীতে' পদের কর্ত্তা জ্বলন্ত অগ্নি বা অগ্নি-নামক কোনও ঋষি নহেন; জ্ঞানদেবতা বা জ্ঞানই যে ঐ ক্রিয়াপদের কর্ত্তা, তাহা স্বতঃই বোধগম্য হয়। জ্ঞানই দেবগণকে বা ভগবানকে পূজা করেন—এবম্বিধ অর্থেই সঙ্গতি দেখা যায় না কি? ফলতঃ, জ্ঞানের অনুসারী হইলে, জ্ঞানার্জ্জনে সমর্থ হইলে, দেবত্ব অধিগত হয়,—ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। (১ম—৫অ—৭৯সূ—১২ঋ)।

—•—

ও

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

———§•§•———

প্রথমং মণ্ডলম্। ত্রয়োদশোঽনুবাকঃ। অশীতিতমং সূক্তম্। প্রথমোঽষ্টকঃ।
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ। একোনত্রিংশাদারভ্যঃ একত্রিংশৎপর্য্যন্তস্ত্রয়ঃ বর্গাঃ।

• • •

অশীতিতমং সূক্তম্।

——•——

নূতন সূক্তে নূতন ছন্দে নূতন দেবতার অর্চ্চনা আরম্ভ হইয়াছে। এই সূক্তের ষোলটী ঋক্ ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশে প্রযুক্ত। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি সেই গোতমই আছেন। এই সূক্তের ছন্দ—পঙ্‌ক্তি।

সাধারণ প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই সূক্তে ইন্দ্রের ও বৃত্রের যুদ্ধ-ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে, বৃত্র-নামক কোনও অসুরকে সংহার করিয়া ইন্দ্র স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—এবম্বিধ ভাবের দ্যোতনা দেখা যায়। পক্ষান্তরে, আবরক মেঘ বিদারণ-পূর্ব্বক পৃথ্বীতলে বৃষ্টিবর্ষণ হইয়াছিল—ব্যাখ্যাদিতে এবম্বিধ ভাবেরও বিকাশ দেখিতে পাই। তবে উক্ত দুই প্রকারের ব্যাখ্যার কোনও ব্যাখ্যাতেই সকল ঋক্‌গুলির পূর্ব্বাপর অর্থসঙ্গতি রক্ষা করিতে পারা যায় না। পরন্তু সকল প্রকার ব্যাখ্যাতেই রূপকের প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হয়।

সূক্তের অন্তর্গত ঋক্‌গুলির অর্থ কি ভাবে প্রচলিত আছে, তাহার একটু আভাস দিতেছি। তাহাতেই পূর্ব্বাপর মন্ত্রার্থের অসঙ্গতির বিষয় উপলব্ধ হইবে। প্রথম ঋকের প্রচলিত অর্থে প্রকাশ,—ইন্দ্র যখন সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য পানে বিভোর হইয়াছিলেন, ব্রহ্মা বা বন্ধ-নামক ঋত্বিক, তখন তাঁহার জয়ধ্বনিতে দিক্ নিনাদিত করিয়াছিলেন; এবং তাহাতে ইন্দ্রের প্রভাবের বিষয় সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইয়াছিল। এইরূপ দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রচলিত অর্থে দেখি, শ্যেনপক্ষী কর্তৃক আনীত সোমরস পান করিয়া ইন্দ্র হর্ষান্বিত হন। এই উপলক্ষে একটী উপাখ্যানের সম্বন্ধও মন্ত্রার্থে সূচিত হইয়া থাকে। সেই উপাখ্যান;—'গন্ধর্ব্বগণ সোমের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কুচরিত্র এবং রমণীর প্রতি আসক্ত থাকায়, দেবতারা বাগ্দেবীকে উলঙ্গ রমণী-রূপে তাঁহাদিগের নিকট প্রেরণ করেন এবং তাঁহাদিগকে ভুলাইয়া সোমরসের উদ্ধার-সাধন করেন।' এ সকল উপাখ্যান যে ভিত্তিহীন বা রূপক মাত্র, তাহা বলাই বাহুল্য।

মন্ত্রার্থে অসামঞ্জস্য কিরূপ লক্ষিত হয়, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ পঞ্চম ও ষষ্ঠ ঋকের ব্যাখ্যাদির প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করি। পঞ্চম ঋকে প্রকাশ,—ইন্দ্র বৃত্রের হনুপ্রদেশে প্রহার করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ ঋকের ব্যাখ্যায় প্রকাশ,—ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্র কপোল-প্রদেশে আহত হইয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা বৃত্রকে মনুষ্য অথবা কোনরূপ প্রাণী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বৃত্র প্রহৃত হইয়া বৃষ্টির জল বর্ষণ করিলেন, স্তোতৃগণকে অন্নের উপায় যোগাইতে প্রবৃত্ত হইলেন,—এরূপ উক্তিতে কি ভাব মনে আসে, বুঝিয়া দেখুন। একবার মনে হয়—বৃত্র অসুর (মনুষ্য-প্রকৃতি বিশিষ্ট); পরক্ষণেই মনে হয়—বৃত্র মেঘ। যাহা হউক, আমরা যে দৃষ্টিতে মন্ত্রের ব্যাখ্যা নিষ্কাশন করিতেছি, অতঃপর তাহার যৌক্তিকতার বিষয় সুধীগণ অনুধাবন করিয়া দেখিবেন ;

—•—

অশীতিতমসূক্তানুক্রমণিকা।

ইত্থেতি ষোড়শর্চং সপ্তমং সূক্তং গৌতমস্যার্ষমৈন্দ্রং পঙ্ক্তিছন্দস্কম। অনুক্রান্তং চ—ইত্থা ষোড়শেন্দ্রং পাঙ্ক্তং হি। হিশব্দপ্রয়োগাত্তুহ্যাদিপরিভাষয়েদমুত্তরে চ দ্বে পঙ্ক্তিছন্দস্কে। পৃষ্ঠ্যষড়হস্য পঞ্চমেঽহনি মরুত্বতীয়ে ইদং সূক্তম্। সূত্রিতং চ—অবিতাসীত্থাহীন্দ্র পিব তুভ্যমিতিমরুত্বতীয়ম। আ০ ৭।১২ ইতি॥ চতুর্বিংশেঽহন্যচ্ছাবাকস্যাদ্যতৃচে। বৈকল্পিকোঽনুরূপঃ। গোত্রকাণামিতি খণ্ডে সূত্রিতম—ইত্থাহি সোম ইন্মদ উভে যদিন্দ্র রোদসী ইতি। মহাব্রতে নিষ্কেবল্যস্য দক্ষিণপক্ষে ইত্থা হীত্যেকা। তথৈব পঞ্চমারণ্যকে সূত্রিতম্—ইত্থা হি সোম ইন্মদ ইতি পঙ্ক্তিরিতি॥

• • •

অশীতিতম সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'ইত্থা' ইত্যাদি ষোড়শ ঋক্‌বিশিষ্ট সপ্তম সূক্ত (ত্রয়োদশ অনুবাকের)। ঋষি—গোতম। দেবতা—ইন্দ্র। ছন্দ—পঙ্ক্তি। এ বিষয়ে অনুক্রান্ত আছে,—'ইত্থা ষোড়শৈন্দ্রং পাঙ্ক্তং হি।' হি-শব্দ প্রয়োগ-হেতু উহ্যাদি পরিভাষার দ্বারা ইহার পরের দুইটী সূক্তও পঙ্ক্তি-ছন্দোবিশিষ্ট। পৃষ্ঠ্যষড়হের পঞ্চম দিবসে মরুত্বতীয় যাগে এই সূক্ত প্রযুক্ত হয়। তদ্বিষয়ে সূত্রিত আছে,—'অবিতাসীত্থাহীন্দ্র পিব তুভ্যমিতি মরুত্বতীয়ম্' (আ০ ৭।১২)। চতুর্বিংশ দিবসে অচ্ছাবাক্-যাগে আদ্য তিনটী ঋক্ বৈকল্পিক অনুরূপ ব্যবহৃত হয়। 'গোত্রকাণাং' ইত্যাদি খণ্ডে সূত্রিত আছে ;—'ইত্থা হি সোম ইন্মদ উভে যদিন্দ্র রোদসী ইতি।' মহাব্রতে নিষ্কেবল্যের দক্ষিণ পক্ষে 'ইত্থা হি' ইত্যাদি একটী ঋক্ প্রযুক্ত হয়। তাহাই পঞ্চমারণ্যকে সূত্রিত আছে ; যথা—'ইত্থা হি সোম ইন্মদ ইতি পঙ্ক্তিরিতি।'

• • •

প্রথমমণ্ডলস্য ত্রয়োদশোঽনুবাকঃ। ইন্দ্রদেবতা। ঋষি গোতমঃ। পঙ্‌ক্তিছন্দঃ।
মরুত্বতীয়যাগে তথা মহাব্রতে নিষ্কেবল্যে বিনিয়োগঃ।

• • •

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। অশীতিতমং সূক্তম্। প্রথমা ঋক্।)

ইত্থা হি সোম ইন্মদে ব্রহ্মা চকার বর্দ্ধনম্।
শবিষ্ঠ বজ্রিন্নোজসা পৃথিব্যা নিঃ শশা
অহিমর্চ্চন্ননু স্বরাজ্যম্॥ ১ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণম্।

ইত্থা। হি। সোমে। ইৎ। মদে। ব্রহ্মা। চকার। বর্দ্ধনম্।
শবিষ্ঠ। বজ্রিন্। ওজসা। পৃথিব্যাঃ। নিঃ। শশাঃ।
অহিম্। অর্চ্চন্। অনু। স্বঽরাজ্যম্ ॥ ১ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইত্থা' (বিধিক্রমেণ, যথাশাস্ত্রং ইত্যর্থঃ) 'মদে' (আনন্দপ্রদে) 'সোমে, (শুদ্ধসত্ত্বে, সৎকর্ম্মসম্পাদনে বা) 'ইৎ' (যদা) উপাসকঃ পরিমগ্নঃ ভবতি ইতি শেষঃ, তদা 'ব্রহ্মা' (বিধাতা) 'হি' (নিশ্চিতং) 'বর্দ্ধনং' (শ্রীবৃদ্ধিসাধনং শ্রেয়োবিধানং বা—উপাসকস্য ইতি যাবৎ) 'চকার' (করোতি); সৎকর্ম্মপরায়ণস্য উপাসকস্য শ্রেয়ঃ ভগবান্ এব বিদধাতি —ইতি ভাবঃ; 'শবিষ্ঠ' (অতিশয়েন বলবন্, অমিতবলশালিন) 'বজ্রিন্ (বজ্রধারণ, শত্রুবিনাশিন্ হে ভগবান্) 'ওজসা' (স্বকীয়েন বলেন, অস্মান্ প্রতি অনুকম্পাপ্রকাশেন ইত্যর্থঃ) 'পৃথিব্যাঃ' (ইহলোকাৎ) 'অহিং (সর্পপ্রকৃতিবিশিষ্টং ক্রূরস্বভাবং বা রিপুং, সর্পস্বভাবং পাপং ইতি ভাবঃ) 'নিঃ শশাঃ' (নিতরাং শাসয়, নিঃশেষেণ বিতাড়য়);

'অনু' (অনুক্রমেণ, এবম্প্রকারেণ) 'স্বরাজ্যং' (আত্মনঃ রাজত্বং, ভগবৎপ্রাধান্যং) 'অর্চ্চন্' (পূজয়ন, প্রকটয়ন, পূজিতং অস্তু, ইহজগতি প্রতিষ্ঠিতং ভবতু ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—জগতঃ জনাঃ সৎকর্ম্মণঃ অনুষ্ঠানে শুদ্ধসত্ত্বস্য অনুধ্যানরতাঃ ভবতু; তর্হি ভগবান্ সংসারাৎ পাপং দূরীকরোতু, উত সংসারঃ স্বর্গে পরিণতঃ ভবতু। (১ম—৫অ—৮০সূ—১ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিধিক্রমে অর্থাৎ যথাশাস্ত্র, আনন্দপ্রদ শুদ্ধসত্ত্বে বা সৎকর্ম্মসম্পাদনে, যখন উপাসক পরিমগ্ন রহেন, তখন বিধাতা নিশ্চিতই উপাসকের শ্রীবৃদ্ধিসাধন শ্রেয়ঃবিধান করিয়া থাকেন; (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্ম-পরায়ণ উপাসকের শ্রেয়ঃ ভগবানই বিধান করেন); অমিতবলশালী শত্রুবিনাশী হে ভগবন্! আপনার বলের দ্বারা (আমাদিগের প্রতি অনুকম্পা-প্রকাশের দ্বারা) ইহলোক হইতে সর্পপ্রকৃতি ক্রূরস্বভাব রিপুকে (সর্প-স্বভাব পাপকে) নিরন্তর শাসন করুন—নিঃশেষে বিতাড়িত করুন; এবম্প্রকারে আপনার রাজত্ব অর্থাৎ ভগবৎপ্রাধান্য পূজিত হউক—ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত হউক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—জগতের জনগণ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে শুদ্ধসত্ত্বের অনুধ্যানে রত হউক; তাহার ফলে ভগবান সংসার হইতে পাপকে দূর করুন; আর, সংসার স্বর্গে পরিণত হউক।)॥ (১ম—৫অ—৮০সূ—১ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে শবিষ্ঠ অতিশয়েন বলবন্ বজ্রিন্ বজ্রবন্নিন্দ্র। ইত্থাহি। ইত্থমেব। অনেন শাস্ত্রোক্তপ্রকারেণৈব মদে মদকরে হর্ষকরে সোমে ত্বয়া পীতে সতি ব্রহ্মা ব্রাহ্মণঃ স্তোতা বর্দ্ধনং তব বৃদ্ধিকরং স্তোত্রং চকার। অনেন সূক্তেন কৃতবান্। ইদিত্যেতৎ পাদপূরণম্। অতস্ত্বমোজসা বলেন পৃথিব্যাঃ সকাশাদহিং মাগত্য হন্তারং বৃত্রং নিঃশশাঃ। নিঃশেষেণ অশাঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'শবিষ্ঠ' অতিশয়-রূপে বলবন্ 'বজ্রিন্' বজ্রবিশিষ্ট ইন্দ্র। 'ইত্থা হি' (ইত্থমেব) এই শাস্ত্রোক্ত প্রকারেই 'মদে' মদকর হর্ষকর 'সোমে' সোম আপনা কর্ত্তৃক পীত হইলে, 'ব্রহ্মা' ব্রাহ্মণ স্তোতা 'বর্দ্ধনং' আপনার বৃদ্ধিকর স্তোত্রকে 'চকার' এই সূক্তের দ্বারা করিয়াছিলেন। ইৎ এই পদ পাদপূরণে। অতঃপর আপনি 'ওজসা' বলের দ্বারা 'পৃথিব্যাঃ' পৃথিবীর [illegible] হইতে 'অহি' অহিকে প্রাপ্ত হইয়া, হন্তা বৃত্রকে 'নিঃ শশাঃ' (নিঃশেষেণ অশাঃ)

মা বাধস্বেতি শাসনং কৃত্বা পৃথিব্যাঃ সকাশান্নির্গময় ইত্যর্থঃ। কিং কুর্ব্বন্। স্বরাজ্যং স্বস্য রাজ্যং রাজত্বমনুলক্ষ্যার্চ্চন্ পূজয়ন্। স্বস্য স্বামিত্বং প্রকটয়ন্নিত্যর্থঃ।

শশাঃ। শাসু অনুশিষ্টৌ। লঙি লুঙি প্রাপ্তে বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। স্বরাজ্যম্। রাজ্ঞো ভাবঃ কর্ম্ম বা রাজ্যম্। পত্যন্তপুরোহিতাদিভ্যো যক্ ইতি যক্। তত্র হি রাজ স ইতি পঠ্যতে। স্বস্য রাজ্যং স্বরাজ্যম্। অকর্ম্মধারয়ে রাজ্যম্। পা০ ৬.২।১৩০। ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বম্॥ (১ম—৫অ—৮০সূ—১ঋ)।

* * *

প্রথম (৮৬৫) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের মুখ্য বাক্য—'অর্চ্চন্ননু স্বরাজং।" কেবল এই ঋক্‌টী বলিয়া নহে; সূক্তের ষোড়শ ঋকেই এই ধ্রুবা দেখিতে পাই।

"অর্চ্চন্ননু স্বরাজ্যং" বাক্যাংশে বিবিধ ভাব গ্রহণ করিতে পারি। প্রার্থনা-পক্ষে ভগবদুদ্দেশ্যেও ঐ বাক্য প্রযুক্ত হইতে পারে। তাহাতে প্রার্থনার ভাব দাঁড়ায়,—'হে ভগবন্! এ সংসারে আপনার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক—এ সংসার যেন স্বর্গে পরিণত হয়।' ভাবান্তরে, বলিতে পারি, ঐ বাক্যাংশে, উপাসক আত্মপ্রতিষ্ঠায়—হৃদয়ে ভগবানের রাজ্যবিস্তারে সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছেন। পক্ষান্তরে, স্বরাজ প্রতিষ্ঠার যাহা মূলমন্ত্র—শ্রেষ্ঠ উপাদান, ঋচ্-ষোড়শে তাহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে।

কি প্রকার অন্বয়ে এই মন্ত্রে কিরূপ ভাব গ্রহণ করা যায়, তাহা বুঝাইবার জন্য মন্ত্রার্থের বিশ্লেষণে চেষ্টা পাইতেছি। কি অর্থই বা প্রচলিত আছে, আর কোন্ অর্থেই বা সঙ্গতি দেখি, সমালোচনায় তাহা প্রকাশ পাইবে। ভাষ্যে যে ভাব পরিগৃহীত হইয়াছে, বঙ্গানুবাদে

অর্থাৎ আপনার গতি অবাধ করুন; অথাৎ, তাহাকে শাসন করিয়া পৃথিবীর সকাশ হইতে নির্গত করুন। কি করিয়া? "স্বরাজ্যং' আপনার রাজ্যকে (রাজত্বকে) 'অনু' অনুলক্ষ্য 'অর্চ্চন্' পূজিত করিয়া অর্থাৎ আপনার স্বামিত্ব প্রকটিত করিয়া।

শশাঃ। শাসু ধাতু অনুশিষ্ট অর্থবোধক। লঙে লোপপ্রাপ্তে 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে শপঃ স্থানে শ্লুঃ। স্বরাজ্যম্। রাজার ভাব অথবা কর্ম্ম—এই অর্থে রাজ্য পদ হয়। 'পত্যন্তপুরোহিতাদিভ্যো যক্' ইত্যাদি সূত্রে যক্। তাহাতে তিনি রাজা এইরূপ পঠিত হয়। আপনার রাজ্য—এই অর্থে স্বরাজ্য। 'অকর্ম্মধারয়ে রাজ্যং' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৬.২.১৩০) উত্তরপদের আদ্যুদাত্তত্ব। (১ম—৫অ—৮০সূ—১ঋ)।

* * *

তাহার আভাস দিয়াছি। তাহারই অনুসরণে ভাষান্তরে নিম্নলিখিত-রূপ ব্যাখ্যাদি প্রচলিত রহিয়াছে। যথা,—

(১) "হে শক্তিমান্ বজ্রপাণি ইন্দ্র! তুমি যৎকালে সোমরস পান করিয়াছিলে, তখন ব্রহ্মা তোমার বৃদ্ধির নিমিত্ত স্তোত্রমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তুমি স্বশক্তিতে এই পৃথিবী হইতে অহিকে দূরীকৃত করিয়া আপনার আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলে।

(২) "হে বলশালী ও বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! তুমি এই হর্ষকর সোমরস পান করিলে স্তোতা তোমার বৃদ্ধিকর (স্তুতি) করিয়াছিল; তুমি বল দ্বারা পৃথিবীর নিকট হইতে অহিকে তাড়িত করিয়াছিলে এবং স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করিয়াছিলে।"

(3) "Thus in the Soma, in wild joy, the Brahman hath exalted thee:

Thou, mightiest, thunder-armed, hast driven by force the Dragon from the earth, lauding thine own imperial sway."

সকল ব্যাখ্যাতেই সোমরস-রূপ মাদক দ্রব্য পানে ইন্দ্রের বিভোরতার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। আর, ব্রহ্মা—দেবতা অথবা ঋত্বিক্—তাঁহার মাহাত্ম্য বাড়াইয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। তার পর, ইন্দ্র আপনার শক্তির দ্বারা পৃথিবী হইতে অহিকে বৃত্রাসুরকে বা মেঘকে বিতাড়িত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। উপার-উদ্ধৃত ইংরাজী অনুবাদে সেই 'অহিং' 'আবার অপরূপ এক ড্রাগণ (Dragon) মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আছে—দেখিতে পাইবেন। 'মদে' পদের প্রতিবাক্যে 'ওয়াইল্ড জয়' (Wild joy) পদ ব্যবহার করিয়াও তিনি সোম-শব্দে মত্ত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই বুঝা যায়। কিন্তু আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের ভাব সম্পূর্ণ অন্য প্রকার। তাহা বুঝিবার পক্ষে মন্ত্রান্তর্গত প্রতি পদের মর্ম্ম অনুধাবনীয়।

'ইত্থা' পদে আমরা ভাষ্যের অনুসরণ করিয়াছি। 'সোমে' পদে আমাদিগের অর্থ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাব প্রকাশ করিতেছে। 'সোম' শব্দের তাৎপর্য্য আমরা বহুত্র প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি। ঐ শব্দে 'শুদ্ধসত্ত্বকে' বুঝায়। শুদ্ধসত্ত্বের অঙ্গীভূত সৎকর্ম্ম অর্থও এখানে গ্রহণ করিতে পারি। 'ব্রহ্মা' পদে এখানে 'ঋত্বিক' অর্থ গ্রহণ না করিয়া 'বিধাতা'

প্রতিবাক্যেই সঙ্গতি দেখি। 'ইৎ' পদ পাদপূরক নহে; আমরা বলি, এখানে 'যদা' অর্থ-জ্ঞাপক। 'বর্দ্ধনং' পদে উপাসকের শ্রীবৃদ্ধিসাধনকে লক্ষ্য করে। এইরূপে, ইন্দ্রকে মদ্যপানে বিভোর হইতে দেখিয়া ব্রহ্মা তাঁহার পরিবৃদ্ধিকর স্তোত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন বা জয়-ঘোষণা করিয়াছিলেন—এই প্রকার অর্থের স্থলে, আমাদিগের অর্থ দাঁড়াইতেছে, —'উপাসক আনন্দপ্রদ শুদ্ধসত্ত্বে পরিমগ্ন হইলে বা সৎকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইলে, বিধাতাই তাঁহার শ্রেয়ঃসাধন করিয়া থাকেন।' আমরা মনে করি, মন্ত্রের প্রথম চরণ এবম্বিধ নিত্যসত্য-তত্ত্বই প্রকাশ করিতেছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটীকে ব্যাখ্যা-উপলক্ষে আমরা দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছি। উহার প্রথম অংশে 'শবিষ্ঠ' ও 'বজ্রিন্' পদদ্বয়ে অমিত-বলশালী শত্রুবিনাশক দেবতার প্রতি লক্ষ্য আসে। তদ্‌গুণান্বিত দেবতাকে অথবা ভগবানকে সম্বোধন করিয়া এখানে পৃথিবী হইতে অহিকে দূর করিবার জন্য প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। 'অহিং' পদে আমরা 'সর্পপ্রকৃতিবিশিষ্ট ক্রূর রিপু-শত্রুকে' বা 'সর্পস্বভাব পাপকে' মনে করি। ঐ প্রকার অর্থেই ঐ পদের প্রয়োগ অন্যত্রও দেখিয়া আসিয়াছি। ভগবান্ যখন পৃথিবী হইতে পাপকে বিদূরিত করেন, তখনই পৃথিবীতে ভগবানের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা 'অনু' পদে 'অনুক্রমেণ এবম্প্রকারেণ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। 'স্বরাজ্যং' পদে ভগবানের রাজত্ব বা স্বর্গ ভাব আসে। 'ওজসা' পদে 'আপনার শক্তির দ্বারা' অথবা 'আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশে' ইত্যাদি-রূপ অর্থ গ্রহণ করা যায়। এ পক্ষে 'অর্চ্চন্' পদটীতে সমাপিকা ক্রিয়ার ভাব গ্রহণ করাই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। অন্যথা, ঐ পদের 'পূজয়ন' বা 'প্রকটয়ন' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিলেও যে অসঙ্গতি থাকে, তাহা নহে। তাহাতে মন্ত্রাংশের ভাব হয়,—'হে ভগবন্! এই প্রকারে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা (প্রকটন) করিয়া সর্পস্বভাব পাপকে ইহলোক হইতে দূরীভূত করুন।' এইরূপে সমগ্র মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব দাঁড়ায়,—'হে ভগবন্! আমাদিগকে সৎকর্ম্মে রত করিয়া, পাপসংশ্রব হইতে দূরে রাখিয়া, এ সংসারে স্বরাজ্যের বা স্বর্গের প্রতিষ্ঠা করুন।' (১ম—৫অ—৮০সূ—১ঋ)।

—•—

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। অশীতিতমং সূক্তম্। দ্বিতীয়া ঋক্।)

স ত্বামদদ্বৃষা মদঃ সোমঃ শ্যেনাভৃতঃ সুতঃ।

যেনা বৃত্রং নিরদ্ভ্যো জঘন্থ

বজ্রিন্নোজসার্চ্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥ ২ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণম্।

স। ত্বা। অমদৎ। বৃষা। মদঃ। সোমঃ। শ্যেনঽআভৃতঃ। সুতঃ।

যেন। বৃত্রম্। নিঃ। অৎঽভ্যঃ। জঘন্থ।

বজ্রিন্। ওজসা। অর্চ্চন্। অনু। স্বঽরাজ্যম্ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মনঃ! যদ্বা—হে মম আত্মন! 'বৃষা' (অভীষ্টপূরকঃ দুঃখনাশকঃ বা) 'মদঃ (আনন্দপ্রদঃ) 'শ্যেনাভৃতঃ' (ভগবতি ক্ষিপ্রগতিশীলেন সাধকেন আনীতঃ, সাধুসংসর্গাৎ প্রাপ্তঃ ইত্যর্থঃ) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ, পবিত্রঃ) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ, স্বরাজ্যসংস্থাপকঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবঃ, যদ্বা—সৎকর্ম্ম) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অমদৎ' (মদয়তু, আনন্দং দদাতু ইতি ভাবঃ); অস্মাকং শুদ্ধসত্ত্বেন বয়ং আনন্দং লভামহে—ইতি সঙ্কল্পঃ; 'বজ্রিন্' (রক্ষাবন্, পাপনিয়মনায় দৃঢ়ায়ুধসম্পন্ন হে ভগবন্) 'যেন' (কারণেন, অস্মাকং হৃত্তাঃ শুদ্ধসত্ত্বসম্প্রযুক্তায়াঃ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'ওজসা' (স্বকীয়েন বলেন, যদ্বা—অস্মান্ প্রতি অনুকম্পাপ্রকাশেন) 'অদ্ভ্যঃ' (অস্মাকং শুদ্ধসত্ত্বপ্রকাশাৎ হৃদয়াৎ বা) 'বৃত্রং' (অজ্ঞানতারূপং অসুরং) 'নিঃ জঘন্থ' (নিঃশেষেণ বিনাশয়সি, নিতরাং বিতাড়য়সি ইত্যর্থঃ); এবম্প্রকারেণ 'স্বরাজ্যং' (আত্মপ্রাধান্য, ভগবন্মহিমানং) 'অর্চ্চন্' (পূজয়ন্ প্রকটয়ন্ বা, প্রতিষ্ঠিতং

ভবতু ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাকং অজ্ঞানতাং বিদূরয়, রিপূন্ বিনাশয়; তেন স্বরাজ্যং প্রতিষ্ঠিতং ভবতু। (১ম—৫অ—৮০সূ—২ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মন! অথবা—হে আমার আত্মা! অভীষ্টপূরক (দুঃখনাশক), আনন্দপ্রদ, ভগবানে ক্ষিপ্রগতিশীল সাধকগণ কর্তৃক আনীত অর্থাৎ সাধুসংসর্গ হইতে প্রাপ্ত, পবিত্র সেই স্বরাজ্যসংস্থাপক শুদ্ধসত্ত্বভাব অথবা সৎকর্ম্ম, তোমাকে আনন্দ দান করুক; (আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আমরা যেন আনন্দ লাভ করি—ইহাই সঙ্কল্প); হে বজ্রবন্ (অর্থাৎ পাপনিরসনে দৃঢ়ায়ুধসম্পন্ন হে ভগবন্)! যে কারণে অর্থাৎ আমাদিগের সেই শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্নতা-নিবন্ধন, আপনি স্বকীয় বলের দ্বারা অথবা আমাদিগের প্রতি অনুকম্পা-প্রকাশে, আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্ব-সকাশ হইতে অথবা হৃদয় হইতে, অজ্ঞানতা-রূপ অসুরকে নিঃশেষে বিনাশ করেন—নিয়ত বিতাড়িত করেন; এবম্প্রকারে ইহজগতে স্বরাজ্য (ভগবৎ-প্রাধান্য অর্থাৎ ভগবানের মহিমা) প্রতিষ্ঠিত হউক। (প্রার্থনার ভাব এই,—হে ভগবন্! আমাদিগের অজ্ঞানতাকে দূর করুন, রিপুসমূহকে বিনাশ করুন; তদ্দ্বারা স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক।)॥ (১ম—৫অ—৮০সূ—২ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে ইন্দ্র ত্বা ত্বাং স সোমোঽমদৎ। অমদয়ৎ। হর্ষং প্রাপয়ৎ। কীদৃশঃ সোমঃ। বৃষা। সেচনস্বভাবঃ। মদঃ। মদকরো হর্ষকারী। শ্যেনাভৃতঃ। শ্যেনরূপমাপন্নয়া পক্ষ্যাকারয়া গায়ত্র্যা দিবঃ সকাশাদাহৃতঃ। সুতঃ অভিষুতঃ। হে বজ্রিন্ বজ্রবন্নিন্দ্র। যেন পীতেন সোমেনৌজসা বলকরেণাদ্ভ্যোঽন্তরিক্ষসকাশাদবৃত্রং নির্জ্জঘন্থ। হতবানসি। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! 'ত্বা' আপনাকে 'স সোমঃ' সেই সোম 'অমদৎ' (অমদয়ৎ) হর্ষপ্রাপ্ত করিয়াছিল। কীদৃশ সোম? 'বৃষা' সেচনস্বভাব। 'মদঃ' মদকর হর্ষকারী। 'শ্যেনাভৃতঃ' শ্যেনরূপপ্রাপ্ত পক্ষীর আকারবিশিষ্ট গায়ত্রীর দ্বারা দ্যুলোক-সকাশ হইতে আনীত। 'সুতঃ' অভিষুত। হে 'বজ্রিন্' বজ্রবন্ ইন্দ্র! 'যেন' পীত 'ওজসা' বলকর সোমের দ্বারা 'অদ্ভ্যঃ' অন্তরিক্ষ সকাশ হইতে 'বৃত্রং' বৃত্রকে 'নিঃ জঘন্থ' হনন করিয়াছিলেন। অন্য অংশ পূর্ব্ববৎ।

অমদৎ। মদী হর্ষে। অস্মাচ্চিচি মদী হর্ষগ্লেপনয়োরিতি পটাদিষু পাঠাৎ মিত্বে সতি মিতাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বম্। লঙি ছন্দস্যুভয়থেতি শপ আর্দ্ধধাতুকত্বাণ্ণেরনিটীতি ণিলোপঃ। অন্ত্যাঃ। আপ ইত্যন্তরিক্ষনাম। অপো ভি। পা০ ৭।৪।৪৮। ইতি পকারস্য তত্বম্। জঘন্থ। ক্র্যাদিনিয়মপ্রাপ্তস্যেটঃ উপদেশেহত্বত ইতি প্রতিষেধঃ। অভ্যাসাচ্চেতি হকারস্য ঘত্বম্। লিতীতিপ্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বম্। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ॥ (১ম—৮০সূ—২ঋ)॥

দ্বিতীয় (৮৬৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের দুইটী চরণে দুই প্রকার সম্বোধন আমরা পরিকল্পনা করি। সে পক্ষে মন্ত্রের প্রথম অংশ আত্মোদ্বোধনমূলক এবং শেষাংশ প্রার্থনা-জ্ঞাপক। এই মন্ত্রের উপলক্ষে বিবিধ উপাখ্যানের এবং বিবিধ অসম্ভাবের প্রকাশ দেখি। এতদন্তর্গত 'সোমঃ' পদ মাদক-দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে। তাহার বিশেষণ 'মদঃ' পদ 'মত্ততাকর' অর্থ প্রকাশ করিতেছে। 'সুতঃ' পদে 'অভিষুত' অর্থাৎ চোঁয়ান হইয়াছিল—অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। 'শ্যেনাভৃতঃ' পদের প্রচলিত অর্থের বিষয় সূক্তের সূচনাতেই ব্যক্ত করিয়াছি। তদনুসারে এই ঋকের প্রথম অংশের অর্থ দাঁড়াইয়া আছে,—'হে ইন্দ্র! তরল সেচনশীল (বৃষা) মাদকতা-বৃদ্ধিকর (মদঃ) গন্ধর্ব্বগণের নিকট হইতে উলঙ্গ রমণী কর্ত্তৃক আনীত বা শ্যেন-পক্ষী কর্ত্তৃক অপহৃত (শ্যেনাভৃতঃ) অভিষুত বা অভিষব ক্রিয়ার দ্বারা ক্ষরিত (সুতঃ) সেই (সঃ) সোমরস মাদকদ্রব্য (সোমঃ) তোমাকে মত্ততা-সম্পন্ন করিয়াছিল।' কি অশ্লীল বিসদৃশ

অমদৎ। মদী ধাতু হর্ষ অর্থ প্রকাশক। তাহার নিজন্তে মদী ধাতুতে হর্ষ ও গ্লেপন অর্থ বুঝায়; ঘটাদি মধ্যে পাঠ-হেতু। মিত্ব হওয়ায় 'মিতাং হ্রস্বঃ' ইত্যাদি সূত্রে হ্রস্বত্ব। লঙে 'ছন্দস্যুভয়থা' ইত্যাদি সূত্রে শপ্। তাহাতে আর্দ্ধধাতুকত্ব-হেতু 'ণেরনিটি' ইত্যাদি সূত্রে ণি-লোপ। অন্ত্যাঃ। আপ এই পদ অন্তরিক্ষ নাম মধ্যে আছে। 'অপো ভিঃ' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৭.৪.৪৮) প-কারের তত্ব। জঘন্থ। ক্র্যাদি নিয়ম-প্রাপ্তি-হেতু স্যেটঃ। 'উপদেশেহত্বতঃ' ইত্যাদি সূত্রে প্রতিষেধ। 'অভ্যাসাচ্চ' ইত্যাদি সূত্রে হ-কারের ঘত্ব। 'লিতি' ইত্যাদিতে প্রত্যয়-হেতু পূর্ব্বের উদাত্তত্ব। যদ্বৃত্তযোগ-হেতু অনিঘাত। (১ম—৮০সূ—২ঋ)।

ভাবই 'শ্যেনাভৃতঃ' পদের সহিত সংশ্লিষ্ট উপাখ্যানে প্রকাশ পাইয়াছে। ব্যভিচারপরায়ণ গন্ধর্ব্বগণের নিকট উলঙ্গ রমণীকে পাঠাইয়া, তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া, তাহাদিগের নিকট হইতে মদ্য অপহরণ-পূর্ব্বক সেই মদ্য ইন্দ্রকে পান করাইয়া তাঁহার মত্ততা-সম্পাদন,—এই কি বেদ! এই কি বেদের ব্যাখ্যা! কোথায় এই ব্যাখ্যা! আর, কোথায় আমাদিগের ব্যাখ্যা দেখুন! আমাদিগের ব্যাখ্যায় ঐ অংশের অর্থে প্রকাশ,—'হে আমার মন! অথবা হে আমার আত্মা! সেই আনন্দপ্রদ শুদ্ধসত্ত্ব তোমাকে আনন্দ প্রদান করুক।' সে সোম কেমন? না—অভীষ্ট-পূরক। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব বিকাশ-প্রাপ্ত হইলে যে সকল দুঃখের নাশ হয়, সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, 'বৃষা' পদ সেই ভাব প্রকাশ করিতেছে। 'মদঃ' পদের ভাব পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি। 'শ্যেনাভৃতঃ' পদে ভগবানের প্রতি ক্ষিপ্রগতিশীল 'সাধকগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত' এইরূপ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'শ্যেন' শব্দে, পক্ষীবিশেষ উপলক্ষে, ধাত্বর্থের অনুসরণে, কি ভাব অধ্যাহৃত হয়, তদ্বিষয় আমরা পূর্ব্বেই (১ম—৩২সূ—১৪ঋ এবং ১ম—৩৩সূ—২ঋ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য) আলোচনা করিয়াছি। সাধুগণের সংসর্গে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চয়ে প্রবৃত্তি আসে। তাই 'সোমঃ' পদের 'শ্যেনাভৃতঃ' বিশেষণ দেখিতে পাই। 'সুতঃ' পদ পবিত্রতার পরিজ্ঞাপক। যাহা পরীক্ষার দ্বারা বিবিধ সংঘর্ষের মধ্যে পবিত্রীকৃত হইয়া আসে, তাহাই 'সুতঃ'। এইরূপেই ঋকের প্রচলিত অর্থের ভাব আমাদিগের ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ-রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

অতঃপর, মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের প্রচলিত অর্থের সহিত আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিভিন্নতার বিষয় বিচার করিয়া দেখুন! প্রথম ঋকের ন্যায় এই ঋকে 'অহিং' পদ নাই, একটী 'বৃত্রং' পদ আছে। 'পৃথিব্যাঃ' পদ নাই; একটী 'অন্ত্যাঃ' আছে। 'নিঃ শশাঃ' পদ নাই; 'নিজঘন্থ' পদ আছে। এতদ্দ্বারা 'অহিং' ও 'বৃত্রং' পদকে, 'পৃথিব্যাঃ' ও 'অন্ত্যাঃ' পদকে এবং 'নিঃ শশাঃ' ও 'নিঃ জঘন্থ' পদকে সমপর্য্যায়-ভুক্ত বলিয়াই মনে হয়। বোধ হয়, সেই দৃষ্টিতেই ঐ মন্ত্রাংশের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত দেখি, তাহার দুই প্রকার ব্যাখ্যা (একটী ইংরাজী ও একটী বাঙ্গালা

অনুবাদ) নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তদ্দ্বারা কোন্ পদ কি গতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা বোধগম্য হইবে। সেই দুই অনুবাদ; যথা,—

(১) "হে বজ্রপাণি। তুমি স্বশক্তিতে আকাশে বৃত্রকে বিনাশ করিয়াছিলে এবং আপনার আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলে।"

(2) "That in thy strength, O Thunderer, thou hast struck down Vritra from the floods, lauding thine own imperial sway."

এখন, কি প্রকার দৃষ্টিতে আমরা মন্ত্রের কিরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহারই পরিচয় দিতেছি। 'বজ্রিন্' এই সম্বোধন-পদে পাপনাশে যিনি দৃঢ়াস্ত্রধারী, সেই ভগবানের প্রতি বা সেই দেবতার প্রতি লক্ষ্য আসে। 'যেন' পদে 'যে কারণের দ্বারা' অর্থ হইতে 'আমাদিগের সেই শুদ্ধসত্ত্ব-নিবন্ধন' ভাব প্রাপ্ত হই। আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবেই অর্থাৎ আমরা সৎকর্ম্মের অনুসারী হইলেই ভগবান্ যে আমাদিগের রক্ষার জন্য আপন শক্তি প্রকাশ করেন, 'ওজসা' পদে সেই ভাব পরিব্যক্ত দেখি। আমরা শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন হইলে, আমরা সৎকর্ম্মপরায়ণ হইতে পারিলে, তিনি আপনার শক্তি বিকাশ করিয়া, আমাদিগের প্রতি অনুকম্পা-প্রদর্শন পূর্ব্বক, আমাদিগের হৃদয় হইতে অথবা আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্বের নিকট হইতে (অদ্ভ্যঃ) অজ্ঞানতা-রূপ অসুরকে (বৃত্রং) বিতাড়িত করেন (নিঃ জঘন্থ)। তাহার ফল কি হয়? "অনু স্বরাজ্যং অর্চ্চন্" এই মন্ত্রাংশ সেই ফলের বিষয় দ্যোতনা করিতেছে। মন যদি শুদ্ধসত্ত্বে পরিপূর্ণ হয়, মানুষ যদি সৎকর্ম্মের সাধনায় ব্যাপৃত থাকে, তাহা হইলে, তাহারই ফলে, ভগবান্ অজ্ঞানতা দূর করিয়া, পাপকে নাশ করিয়া, এ সংসারে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন। ইহাই এই মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ। ইহাই স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার মূল মন্ত্র।

মন্ত্রের ঐ যে মূল প্রার্থনা—"অর্চ্চন্নমু স্বরাজ্যং", তাহার দ্বিবিধ ভাবের বিষয় প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যাতেই বিশ্লেষিত হইয়াছে। 'অর্চ্চন্' পদকে অসমাপিকা-ক্রিয়া-মধ্যেও গণ্য করা যায়; আবার ঐ পদে সমাপিকা-ক্রিয়ার ভাবও গ্রহণ করিতে পারি। সংসারে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া শুদ্ধসত্ত্বের প্রবাহ-দ্বার উন্মুক্ত করুন, অথবা আমাদিগকে সৎ-

কর্ম্মান্বিত শুদ্ধসত্ত্ব-সম্পন্ন করিয়া সংসারে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করুন;—এই দ্বিবিধ অর্থই ঐ অংশে গ্রহণ করিতে পারি; আর, সেই দ্বিবিধ অর্থেই একই ভাব ব্যক্ত করে। (১ম—৫অ—৮০সূ—২ঋ)।

—•—

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। অশীতিতমং সূক্তম্। তৃতীয়া ঋক্।)

প্রেহ্যভীহি ধৃষ্ণুহি ন তে বজ্রো নিযংসতে।

ইন্দ্র নৃম্ণং হি তে শবো হনো বৃত্রং জয়া

অপোঽর্চ্চন্ননু স্বরাজ্যম্॥ ৩॥

•.•

পদ-বিশ্লেষণম্।

প্র। ইহি। অভি। ইহি। ধৃষ্ণুহি। ন। তে। বজ্রঃ। নি। যংসতে।

ইন্দ্র। নৃম্ণম্। হি। তে। শবঃ। হনঃ। বৃত্রম্। জয়াঃ।

অপঃ। অর্চ্চন্। অনু। স্বঽরাজ্যম্॥ ৩॥

•.•

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মনঃ। যদ্বা—হে মম আত্মন্। 'প্রেহি' (প্রকর্ষেণ গচ্ছ, প্রকৃষ্টেন কর্ম্মণা সহ ভগবদভিমুখী ভব ইত্যর্থঃ) তথা 'অভীহি' (আভিমুখ্যেন ত্বং প্রাপ্নুহি, ভগবৎসামীপ্যং লভস্ব ইত্যর্থঃ); তথা 'ধৃষ্ণুহি' (রিপূন্ শত্রূন বা অভিভব, রিপূনাং প্রভাবঃ খর্ব্বয়তু—ভগবৎপ্রভাবেন ইতি যাবৎ); 'তে' (তুভ্যং, তদর্থং, তব রক্ষণায়) 'বজ্রঃ' (শত্রুনাশকঃ আয়ুধঃ—ভগবৎসকাশাৎ আগত্য ইতি যাবৎ) 'ন নিযংসতে' (শত্রুভিঃ ন নিয়ম্যতে, শত্রু-

নাশায় অপ্রতিহতগতিঃ ভবতু ইত্যর্থঃ) ; অস্মাকং ভগবদনুরাগিতয়া উচ্চগতিপ্রাপ্তিঃ ভবতু, তস্মিন্ পথি সর্ব্বাঃ বাধাঃ চ অপসৃতাঃ সন্তু—ইতি ভাবঃ। 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'তে' (তব) 'শবঃ' (বলং, শবোপমেষু অস্মাসু বিকসিতা তব শক্তিঃ ইতি তাৎপর্য্যঃ) 'নৃম্ণং' (অস্মাকং অভিভাবকং, যদ্বা—প্রতিষ্ঠান্বিতা) ভবতু ইতি শেষঃ; 'হি' (তস্মাৎ, তেন ইত্যর্থঃ) 'বৃত্রং' (অজ্ঞানতারূপং শত্রুং) 'হনঃ' (জহি) তথা 'অপঃ' (অস্মাকং শুদ্ধসত্ত্বানি, যদ্বা—আত্মনঃ করুণাধারান্ ইতি ভাবঃ) 'জয়াঃ' (লভস্ব, যদ্বা—প্রেরয় বর্ষয় বা ইহজগতি ইতি শেষঃ); 'অনু' (অনুক্রমেণ, এবম্প্রকারেণ) 'স্বরাজ্যং' (আত্মনঃ রাজত্বং, ভগবন্মাহাত্ম্যং) 'অর্চ্চন্' (পূজয়ন, প্রকটয়ন্, জগতি প্রতিষ্ঠিতং ভবতু ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাসু তব শক্তেরুন্মেষণং ভবতু; তেন রিপবঃ সংযমন্তু তথা শুদ্ধসত্ত্বেন সহ স্বরাজ্যং প্রতিষ্ঠিতং ভবতু। (১ম—৫অ—৮০সূ—৩ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মন (অথবা হে আমার আত্মা)! তুমি প্রকর্ষের দ্বারা গমন কর, অর্থাৎ প্রকৃষ্ট কর্ম্মের সহিত ভগবদভিমুখী হও; এবং আভিমুখ্যে তাঁহাকে প্রাপ্ত হও, অর্থাৎ ভগবৎসামীপ্য লাভ কর; আর, রিপুগণকে বা শত্রুগণকে অভিভব কর, অর্থাৎ ভগবানের প্রভাবে রিপুগণের প্রভাব খর্ব্ব হউক; তোমার রক্ষণের জন্য ভগবানের নিকট হইতে আসিয়া, শত্রুনাশক আয়ুধ যেন শত্রুগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত না হয়, অর্থাৎ শত্রুনাশে অপ্রতিহতগতি হউক; (ভাব এই যে,—ভগবানের প্রতি অনুরাগিতার দ্বারা আমাদিগের উচ্চগতি প্রাপ্তি হউক, এবং সে পথের সর্ব্বপ্রকার বাধা অপসৃত হউক)। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার বল আমাদিগের অভিভাবক হউক, অর্থাৎ শবোপম আমাদিগের মধ্যে বিকসিত হইয়া আপনার শক্তি প্রতিষ্ঠান্বিত হউক; তাহার দ্বারা অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুকে হনন করুন এবং আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্বকে আপনি গ্রহণ করুন, অথবা আপনার করুণাধারাসমূহকে ইহজগতে প্রেরণ করুন,—বর্ষণ করুন; আর, এবম্প্রকারে স্বরাজ্য (আপনার রাজত্ব অর্থাৎ ভগবন্মহিমা) জগতে প্রতিষ্ঠিত হউক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগের মধ্যে আপনার শক্তির উন্মেষণ হউক, তদ্দ্বারা রিপুগণ সংযত হউক, এবং শুদ্ধসত্ত্বের সহিত স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক। (১ম—৫অ—৮০সূ—৩ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে ইন্দ্র। প্রেহি প্রকর্ষেণ গচ্ছ। অভীহি। হন্তব্যান্ শত্রূনাভিমুখ্যেন প্রাপ্নুহি। প্রাপ্য চ ধৃষ্ণুহি। তান্ শত্রূনভিভব। তে তব বজ্রো ন নিযংসতে। শত্রুভির্ন নিয়ম্যতে। অপ্রতিহতগতিরিত্যর্থঃ। তথা তে শবস্ত্বদীয়ং বলং নৃম্ণং নৃণাং পুরুষাণাং নামকমভিভাবকম্। হি যস্মাদেবং তস্মাদ্বৃত্রমসুরং মেঘং বা হনঃ জহি। ততোঽনন্তরং তেন নিরুদ্ধা অপ উদকানি জয়াঃ। বৃত্রং হত্বা তেনাবৃতমুদকং লভস্বেত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানম্॥

যংসতে। যমেঃ কর্ম্মণি লেটি সিব্বহুলমিতি সিপ্। লেটোঽডাটাবিত্যডাগমঃ। হনঃ। লোডর্থে ছান্দসো লঙ্। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুগভাবঃ। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। পূর্ব্বপদস্যাসমানবাক্যস্থত্বান্নিঘাতাভাবঃ। জয়াঃ। জয়তের্লেট্যাডাগমঃ। পূর্ব্ববৎ স্বরঃ॥ (১ম—৫অ—৮০সূ—৩ঋ)।

* * *

তৃতীয়া (৮৬৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋঙ্মন্ত্রের প্রচলিত অর্থের সহিত আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের কি পার্থক্য ঘটিয়াছে, তাহা বুঝিবার পক্ষে সায়ণ-ভাষ্যের সহিত আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার তুলনায় আলোচনাই প্রশস্ত। অন্যান্য ব্যাখ্যা প্রায়শঃ ভাষ্যেরই অনুসারী।

ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যাদিতে দেখিতে পাই, মন্ত্রের প্রথম চরণটীকে এবং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'ইন্দ্র' ইন্দ্র! 'প্রেহি' প্রকর্ষের দ্বারা গমন করুন; 'অভীহি' হন্তব্য শত্রুগণকে আভিমুখ্যে প্রাপ্ত হউন; এবং প্রাপ্ত হইয়া 'ধৃষ্ণুহি' সেই শত্রুগণকে অভিভব করুন। 'তে' আপনার 'বজ্রঃ' বজ্র 'ন নিযংসতে' শত্রুগণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, অর্থাৎ অপ্রতিহতগতি থাকে; এবং 'তে শবঃ' আপনার বল 'নৃম্ণং' নরগণের পুরুষগণের নামক অভিভাবক। 'হি' যেহেতু এইরূপ, সেই হেতু 'বৃত্রং' অসুরকে বা মেঘকে 'হনঃ' হনন করুন। অনন্তর তাহা কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ 'অপঃ' উদকসমূহ 'জয়াঃ' জয় করুন; বৃত্রকে হনন করিয়া তাহার দ্বারা আবৃত উদককে লাভ করুন—এই অর্থ। অন্যাংশের অর্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

যংসতে। নিজন্ত যম ধাতু কর্ম্মণি-বাচ্যে লেটে 'সিব্বহুলং লেটি' ইত্যাদি সূত্রে সিপ্। 'লেটোঽডাটৌ' ইত্যাদি সূত্রে অট্ আগম। হনঃ। লোটের অর্থে ছান্দসে লঙ্। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে শপের লোপের অভাব। শপের পিত্ব-হেতু অনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরই অবশিষ্ট আছে। পূর্ব্বপদের অসমান-বাক্যস্থ-হেতু নিঘাতের অভাব জয়াঃ। 'জয়তে'র স্থলে লেটে অট্ আগম। পূর্ব্ববৎ স্বর। (১ম—৫অ—৮০সূ—৩ঋ)।

* * *

দ্বিতীয় চরণটীকে উভয়কেই ইন্দ্র-সম্বোধনে প্রযুক্ত বলিয়া নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। আমরা কিন্তু প্রথম চরণটীকে মনঃ-সম্বোধনে বা আত্ম-সম্বোধনে বিনিযুক্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। 'প্রেহি', 'অভীহি' এবং 'ধৃষ্ণুহি' ক্রিয়াপদ-ত্রয়কে শত্রুর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া ভাষ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু আমরা উহার প্রথম দুইটী ক্রিয়াপদকে ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুত বলিয়া মনে করি, এবং শেষোক্ত 'ধৃষ্ণুহি' ক্রিয়াপদটী শত্রুসম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। তদনুসারে "তে বজ্রো ন নিযংসতে" বাক্যাংশের মর্ম্ম সম্পূর্ণরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে ঐ অংশের মর্ম্ম—'হে ইন্দ্র! আপনার বজ্র যেন শত্রুগণ কর্ত্তৃক অপ্রতিহত থাকে।' আমাদিগের ব্যাখ্যারও তাৎপর্য্য ঐরূপই বটে। তবে মন্ত্রটী মনঃসম্বোধনে বা আত্মসম্বোধনে প্রযুক্ত হওয়ায়, আমরা 'তে' পদের প্রতিবাক্যে 'তুভ্যং' বা 'তব রক্ষণায়' ভাব গ্রহণ করিয়াছি। আমাদিগের অর্থাৎ উপাসকের হিতসাধন-সম্বন্ধেই তাঁহার করিয়াছি। আমাদিগের অর্থাৎ উপাসকের হিতসাধন-সম্বন্ধেই তাঁহার আয়ুধকে অপ্রতিহতগতি রাখিবার প্রার্থনা সঙ্গত নহে কি? ফলতঃ, 'আমাদিগের রক্ষণের জন্য ভগবানের আয়ুধ শত্রুনাশে অপ্রতিহতগতি হউক',—ইহাই আমাদিগের ব্যাখ্যার মর্ম্ম।

তার পর, মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে ভগবান ইন্দ্রদেবের সম্বোধনে প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে,—'হে দেব! আপনার শক্তি এই শবোপম আমাদিগের মধ্যে বিকাশ প্রাপ্ত হউক; আমাদিগের অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুকে আপনি হনন করুন,—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাব প্রবাহিত হউক এবং তাহার ফলে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক।' এই অংশের 'শবঃ' পদে যে 'বল' অর্থ গৃহীত হয়, তাহার মর্ম্ম—মৃতদেহে শক্তিসঞ্চার। 'অপঃ' পদে—শুদ্ধসত্ত্বের প্রবাহ এবং 'বৃত্রং' পদে 'অজ্ঞানতা-রূপ শত্রু' অর্থ প্রাপ্ত হই। এইরূপে, 'হে ইন্দ্র! আপনার শক্তির দ্বারা বৃত্রাসুরকে বা মেঘকে অপসারণ পূর্ব্বক জল-নিঃসারণ করুন'—এবম্প্রকার অর্থ হইতে, আমাদিগের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'অজ্ঞানতা দূর করিয়া, হে ভগবন্, আমাদিগের মধ্যে সত্ত্বভাবের প্রবাহ প্রবাহিত করুন; আর, তাহারই ফলে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক।' (১ম—৫অ—৮০সূ—৩ঋ)।

—•—

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অশীতিতমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

নিরিন্দ্র ভূম্যা অধি বৃত্রং জঘন্থ নির্দ্দিবঃ।

সৃজা মরুত্বতীরব জীবধন্যা ইমা

অপোঽর্চ্চন্ননু স্বরাজ্যং ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

নিঃ। ইন্দ্র। ভূম্যা। অধি। বৃত্রং। জঘন্থ। নিঃ। দিবঃ।

সৃজ। মরুত্বতীঃ। অব। জীবঽধন্যাঃ। ইমাঃ।

অপঃ। অর্চ্চন্। অনু। স্বঽরাজ্যং ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'দিবঃ' (দ্যুলোকাৎ, স্বর্গলোকাৎ) 'নিঃ' (নিঃসারিতং, বিতাড়িতং) 'বৃত্রং' (অজ্ঞানতারূপং অসুরং, পাপং ইতি ভাবঃ) 'ভূম্যাঃ' (ইহলোকাৎ) 'অধি' (দূরে) 'নিঃ জঘন্থ' (নিঃশেষেণ বিনাশয়, অপসারয় ইত্যর্থঃ); তথা 'ইমাঃ' (অশেষহিতসাধিকাঃ, স্বরাজ্যপ্রতিষ্ঠাপিকাঃ) 'মরুত্বতীঃ' (মরুদ্ভিঃ সংযুক্তাঃ, বিবেকসমন্বিতাঃ) 'জীবধন্যাঃ' (লোকানাং শ্রেয়ঃসাধিকাঃ) 'অপঃ' (শুদ্ধসত্ত্বস্য প্রবাহাঃ ভবদীয়স্য করুণাধারাঃ বা) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'অব সৃজ' (অধঃপাতয়, অতিক্ষুদ্রান্ অস্মান্ প্রতি প্রেরয়); 'অনু' (অনুক্রমেণ, এবম্প্রকারেণ) 'স্বরাজ্যং' (আত্মনঃ রাজত্বং, ভগবৎপ্রাধান্যং) 'অর্চ্চন্' (পূজয়ন্, প্রকটয়ন্, ইহজগতি প্রতিষ্ঠিতং ভবতু ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাকং অজ্ঞানতাং বিদূরয়, হৃদি শুদ্ধসত্ত্বস্য প্রবাহঃ প্রবাহিতঃ ভবতু; ততঃ সংসারঃ স্বর্গে পরিণতঃ অস্তু। (১ম—৮০সূ—৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! স্বর্গলোক হইতে নিঃসারিত (বিতাড়িত) অজ্ঞানতা-রূপ অসুরকে (পাপকে) ইহলোক হইতে দূরে অপসারণ করুন; আর, অশেষহিতসাধক, বিবেক-সমন্বিত, লোকসমূহের শ্রেয়ঃ-সাধক, শুদ্ধসত্ত্বের প্রবাহকে অথবা করুণা-ধারাকে সর্ব্বতোভাবে নিম্নে পাতিত করুন, অর্থাৎ অতিক্ষুদ্র আমাদিগের প্রতি প্রেরণ করুন; এবম্প্রকারে স্বরাজ্য (আপনার রাজত্ব—ভগবৎপ্রাধান্য) ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত হউক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! অজ্ঞানতাকে দূর করুন; আমাদিগের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের প্রবাহ প্রবাহিত হউক; তাহাতে সংসার স্বর্গে পরিণত হউক।)॥ (১ম—৮০সূ—৪ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ত্বম্। অধি ভূলোকস্যোপরি বৃত্রং নির্জ্জঘন্থ। নিঃশেষেণ হতবানসি। তথা দিবো দ্যুলোকান্নির্জ্জঘন্থ। হত্বা চেমা অপো বৃষ্ট্যুদকান্যবসৃজ। অধঃ পাতয়। কদৃশীরপঃ। মরুত্বতীঃ। মরুদ্ভিঃ সংযুক্তাঃ। জীবধন্যাঃ। জীবাঃ প্রাণিনো ধন্যাস্তৃপ্তা যাভিস্তাঃ। অন্যৎ সমানং॥ (১ম—৮০সূ—৪ঋ)॥

চতুর্থ (৮৬৮) ঋকের বিশদার্থ।

কি প্রকারে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, এই মন্ত্রে তাহারই আর এক দিক প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে কিন্তু ভাব-প্রবাহ স্বতন্ত্র পথে প্রবাহিত দেখি। তদনুসারে, এই মন্ত্রে ইন্দ্রকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলা হইতেছে,—"হে ইন্দ্র! তুমি ভূলোক ও দ্যুলোকে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'ইন্দ্র' ইন্দ্র! 'ত্বম্' 'অধি' ভূলোকের উপরে 'বৃত্রং' বৃত্রকে 'নিঃ অবধঃ' [illegible] করিয়াছিলেন; এবং 'দিবঃ' দ্যুলোক হইতে 'নিঃ অবধঃ' [illegible] [illegible] হনন করিয়া [illegible] এই সকল 'অপঃ' [illegible] [illegible] করুন। [illegible] 'মরুত্বতীঃ' [illegible] 'জীবধন্যাঃ' [illegible] প্রাণিগণ যে [illegible] তৃপ্ত [illegible]। অন্য অংশ [illegible]। (১ম—৮০সূ—৪ঋ)।

বৃত্রকে [illegible] করিয়াছিলে ; এখন মরুদ্গণ কর্তৃক মিলিত ও প্রাণি-গণের তৃপ্তিপ্রদ সেই অবরুদ্ধ জল ক্ষেত্রে পাতিত করিয়া আপনার মহিমা প্রকাশ করে।" মন্ত্রের যে সকল ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, বলা বাহুল্য, ইহা তাহারই একটী আদর্শ। ইহাতে কি ভাব গ্রহণ করা যাইতে পারে, সুধীগণ বুঝিয়া দেখিবেন।

আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ সম্পূর্ণ অন্য ভাবের দ্যোতক। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় মন্ত্রটী তিন অংশে বিভক্ত হইয়াছে। যে সকল পদে যে প্রকার অর্থ আমরা পূর্ব্বাপর গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, এখানেও সেই সকল পদে সেই সেই প্রকার অর্থেরই সঙ্গতি দেখি। 'দিবঃ' পদে 'স্বর্গলোক হইতে' ভাব প্রাপ্ত হই। 'নিঃ' পদটীকে 'নিঃসারিতং' বা 'বিতাড়িতং' প্রতিবাক্যে 'বৃত্রং' পদের বিশেষণ-রূপে পরিকল্পনা করি। 'ভূম্যাঃ' পদে 'ইহলোক হইতে' অর্থ আসে। 'অধি' পদে 'দূরে' প্রতিবাক্যে সঙ্গতি দেখি। 'নিঃ জঘন্থ' পদে 'নিঃশেষে বিনাশ করুন—অপসারণ করুন'—এবম্বিধ ভাব প্রাপ্ত হই। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম অংশে, সমগ্র প্রথম চরণে, প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পায়,—'হে ভগবন্! সেই অজ্ঞানতা-রূপ অসুরকে আপনি দূরে অপসারণ করুন।' সে অসুর কেমন? না—'দিবঃ নিঃ' অর্থাৎ স্বর্গ হইতে বিতাড়িত। অজ্ঞানতা-রূপ অসুরের স্থান যে স্বর্গে নাই, তাহা স্বতঃই বোধগম্য হয়। পৃথিবী হইতে দূরে তাহাকে অপসারণ করুন অর্থাৎ অজ্ঞানতা যেন আমাদিগকে আক্রমণ করিতে না পারে,—প্রার্থনায় আমরা এই ভাবই প্রকাশমান্ দেখি।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে, "ইমাঃ মরুত্বতীঃ জীবধন্যাঃ অপঃ আ অবসৃজ" পদ-কয়েকটীতে শুদ্ধসত্ত্বের প্রবাহ-রূপ করুণাধারা আমাদিগের মধ্যে প্রবাহিত হউক—এবম্বিধ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। 'ইমাঃ' পদে 'অশেষ-হিতসাধক' অথবা [illegible]রাজ্য-সংস্থাপক' অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। [illegible]' পদে 'মরুদ্দেবগণ কর্তৃক সংযুক্ত' অর্থাৎ 'বিবেকসমন্বিত' [illegible] গ্রহণ করি। 'জীবধন্যাঃ' পদে 'জীবগণকে ধন্য করে' অর্থাৎ '[illegible] শ্রেয়ঃসাধক' ভাব প্রাপ্ত হই। 'অপঃ' পদে 'শুদ্ধসত্ত্বের প্রবাহ—ভগবানের করুণাধারা' অর্থ দ্যোতিত করে। 'অবসৃজ' পদে

বিচলিতস্য ইত্যর্থঃ) 'বৃত্রস্য' (অজ্ঞানতারূপস্য শত্রোঃ, পাপস্য ইত্যর্থঃ) 'সানুং' (শীর্ষদেশং, প্রাধান্যং ইত্যর্থঃ) 'অভিক্রম্য' (সর্ব্বতঃ আক্রমণং কৃত্বা) 'বজ্রেণ' (স্বকীয়েন আয়ুধেন, সত্ত্বপ্রভাবেন) 'অব জিঘ্নতে' (নাশয়তি, ছিনত্তি ইত্যর্থঃ); 'অনু' (অনুক্রমেণ, এবম্প্রকারেণ) 'স্বরাজ্যং' (আত্মনঃ রাজত্বং, ভগবৎপ্রাধান্যং) 'অর্চ্চন্' (পূজয়ন্, প্রকটয়ন্, পূজিতং অস্তু, ইহজগতি প্রতিষ্ঠিতং ভবতু ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—যদা বয়ং ভগবদনুসারিণঃ ভবামঃ, তদা ভগবৎকৃপয়া অজ্ঞানতা দূরীভবতি, হৃদি চ সত্ত্বভাবঃ সঞ্জায়তে; তেনৈব স্বরাজ্যং প্রতিষ্ঠিতং ভবতি।—(১ম—৮০সূ—৫ঋ)।

অথবা,

'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) যদি কচিদপি 'হীলিতঃ' (অনাদৃতঃ—উপাসকস্য অজ্ঞানতানিবন্ধনেন ইতি যাবৎ) ভবতি ইতি শেষঃ, তথাপি) সঃ 'দোধতঃ' (সত্ত্বসংস্রবাৎ স্বতঃকম্পমানস্য) 'বৃত্রস্য' (অজ্ঞানতারূপস্য শত্রোঃ, পাপস্য ইত্যর্থঃ) 'সানুং' (শীর্ষদেশং, প্রাধান্যং) 'অভিক্রম্য' (সর্ব্বতঃ অক্রমণং কৃত্বা) 'সর্ত্তবৈ' (নিঃসরণায়, অজ্ঞানতাং দূরীকরণায় ইত্যর্থঃ) 'অপঃ' (শুদ্ধসত্ত্বানি, শুদ্ধসত্ত্বস্য প্রবাহানি) 'চোদয়ন্' (উপাসকস্য সকাশে প্রেরয়ন্) 'বজ্রেণ' (স্বকীয়েন তেন আয়ুধেন, তস্য সত্ত্বস্য প্রভাবেন) 'অব জিঘ্নতে' (তং শত্রুং অজ্ঞানতাং বা সর্ব্বথা নাশয়তি); 'অনু' (এবম্প্রকারেণৈব) 'স্বরাজ্যং' ('আত্মনঃ রাজত্বং, ভগবৎপ্রাধান্যং) 'অর্চ্চন' (পূজয়ন, প্রকটয়ন, ইহজগতি প্রতিষ্ঠিতং ভবতু ভবতি বা)। ভগবদর্চ্চনাপরায়ণাঃ জনাঃ যদি কচিৎ বিভ্রমগ্রস্তঃ পথভ্রষ্টঃ ভবন্তি, তদা কৃপাপ্রকাশেন ভগবানেব তং সৎপথি নয়তি ইতি ভাবঃ। (১ম—৮০সূ—৫ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান্ ইন্দ্রদেব সাধকগণ কর্তৃক সর্ব্বথা পূজিত হইলে, শুদ্ধসত্ত্বকে নিঃসরণের নিমিত্ত, সাধকগণের সমীপে সত্ত্বৃত্তিসকলকে প্রেরণ-পূর্ব্বক, কম্পমান্ অর্থাৎ সত্ত্বসংস্রবে বিচলিত অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুর (পাপের) শীর্ষদেশকে অর্থাৎ প্রাধান্যকে সর্ব্বতোভাবে আক্রমণ করিয়া, আপনার আয়ুধের দ্বারা ([illegible]ভাবে) নাশ করেন—বিচ্ছিন্ন করেন; এবম্প্রকারে স্বরাজ্য (আপনার রাজত্ব—ভগবৎ-প্রাধান্য) ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত হউক। (ভাব এই যে,—যখন আমরা ভগবদনুসারী হই, তখন ভগবানের কৃপায় অজ্ঞানতা দূরীভূত হয় এবং হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্জাত হইয়া থাকে; এই প্রকারেই স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।)॥ (১ম—৮০সূ—৫ঋ)।

অথবা,

ভগবান্ ইন্দ্রদেব যদি কখনও উপাসকের অজ্ঞানতা-নিবন্ধন অনাদৃত হয়েন; তথাপি তিনি, সত্ত্বসংশ্রবে স্বতঃকম্পমান্ অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুর (পাপের) প্রাধান্যকে সর্ব্বতোভাবে আক্রমণ করিয়া, তাহাকে দূরীকরণের নিমিত্ত, শুদ্ধসত্ত্বের প্রবাহ-সমূহকে উপাসকের সমীপে প্রেরণ-পূর্ব্বক, আপনার সেই আয়ুধের দ্বারা অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবের দ্বারা, সেই অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুকে সর্ব্বথা নাশ করেন; এবম্প্রকারেই স্বরাজ্য (ভগবৎ-প্রাধান্য) ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত হয়। (ভাব এই যে,—ভগবৎ-পরায়ণ জনগণ যদি কখনও বিভ্রমগ্রস্ত পথভ্রষ্ট হয়েন, তাহা হইলে ভগবানই করুণা-প্রকাশে তাঁহাকে সৎপথে আনয়ন করেন)॥ (১ম—৮০সূ—৫ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হীলিতঃ ক্রুদ্ধ ইন্দ্রোঽভিক্রম্যাভিমুখ্যেন গত্বা দোধতো ভৃশং কম্পমানস্য বৃত্রস্য সানুং সমুচ্ছ্রিতং হনুপ্রদেশং বজ্রেণাবজিঘ্নতে। প্রহরতি। কিং কুর্বন্। অপো বৃষ্ট্যুদকানি সর্মায় সরণায় নির্গমনায়। চোদয়ন্। প্রেরয়ন্॥

দোধতঃ। ধুঞ্ কম্পনে। অস্মাদ্ যঙ্লুগন্তাচ্ছতর্যভ্যস্তাদ্যুপচ্ছাদনঃ। অভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। হীলিতঃ। হেড় হোড় অনাদরে। হেলতেরিতোঽন্তং ক্রুধ্যতিকর্মসু পঠিতং। অস্মান্নিষ্ঠায়াং বর্ণব্যাপত্ত্যোকারঃ। জিঘ্নতে। হন্তেল্ টি বাত্যয়েনাত্মনেপদং বহুবচনং চ। বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। ইদিত্যভ্যস্ততো বহুলং ছন্দসীত্যাগমত্বং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'হীলিতঃ' ক্রুদ্ধ 'ইন্দ্রঃ' ইন্দ্র 'অভিক্রম্য' আভিমুখ্যে গমনপূর্ব্বক 'দোধতঃ' [illegible] কম্পমান 'বৃত্রস্য' বৃত্রের 'সানুং' সমুচ্ছ্রিত হনুপ্রদেশকে 'বজ্রেণ' বজ্রের দ্বারা 'অবজিঘ্নতে' প্রহার করেন। কি করিয়া? 'অপঃ' বৃষ্টির উদকসমূহকে 'সর্মায়' [illegible] নির্গমনের নিমিত্ত 'চোদয়ন্' প্রেরণ করিয়া।

দোধতঃ। ধুঞ্ ধাতু কম্পনার্থক। [illegible] 'অভ্যস্তানামাদিঃ' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্ত। হীলিতঃ। হেড়, ও হোড় [illegible] অর্থ প্রকাশ করে। 'হেলতঃ' এই পদ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

পদহনেত্যাদিমোপধালোপঃ। দর্ধার। স্থ গতৌ। অভিভবিত্যাদিনা ভাবে যম্ প্রত্যয়ঃ। বিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। (১অ—৮০সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য পঞ্চমে একোনত্রিংশো বর্গঃ॥ ১।৫।২৯॥

পঞ্চম (৮৬১) ঋকের বিশদার্থ।

—০:§:০—

ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই মন্ত্রে মানুষের সহিত মানুষের সংঘর্ষের বিষয়ই প্রধানতঃ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সেই সংঘর্ষের ফলে কি করিয়া বৃষ্টিপাত হইল, তাহা কল্পনা করা যায় না। মন্ত্রের একটী ইংরাজী ও একটী বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। বুঝিয়া দেখুন,—তাহা হইতে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে?

(১) "ক্রুদ্ধ ইন্দ্র অভিমুখ হইয়া কম্পমান বৃত্রের উন্নত হনুপ্রদেশে প্রহার করিলেন, বৃষ্টির জল বহিতে দিলেন, এবং স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করিলেন।"

(2) "The wrathful Indra, with his bolt of thunder rushing on the foe,

Smote fierce on trembling Vritra's back, and loosed the waters free to run, lauding his own imperial sway."

এই প্রকার অর্থই সাধারণতঃ প্রচলিত। এখন, আমাদিগের অর্থ কোন্ পথে প্রধাবিত হইয়াছে, তাহার একটু পরিচয় দিতেছি। এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা সমস্যা-মূলক পদ—'হীলিতঃ'। প্রথমতঃ, আমরা মনে করি, 'হি' এবং 'ঈলিতঃ' পদদ্বয়ের সংযোগে ঐ পদ সিদ্ধ হইয়াছে; 'ঈড়' (ঈল) ধাতু স্তুত্যর্থক। তাহা হইতে 'ঈলিতঃ' পদে 'পূজিতঃ' অর্থ [illegible]। 'হি' শব্দ নিশ্চয়ার্থক অথবা সর্ব্বথা-ভাব-জ্ঞাপক। একার্থে 'হীলিতঃ' পদে '[illegible]' অর্থই প্রাপ্ত হইতে পারি। ভগবান্ ইন্দ্রদেব

[illegible] [illegible]। দর্ধার। স্থ ধাতু গত্যর্থক। 'অভিভবে' ইত্যাদি সূত্রের [illegible] [illegible]। [illegible] আদ্যুদাত্তত্ব। (১অ—৮০সূ—৫ঋ)।

[illegible] একোনত্রিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৫।২৯

যখন সাধকগণ কর্তৃক সম্পূজিত হন, তখন শুদ্ধসত্ত্বের নিঃসারণের জন্য, সাধকগণের নিকট ভগবান্ সদ্বৃত্তিসমূহ প্রেরণ করেন। "ইন্দ্রঃ হীলিতঃ অপঃ সর্ত্তায় চোদয়ন্"—বাক্যাংশে প্রোক্ত ভাব প্রাপ্ত হই। তাহার ফলে অর্থাৎ উপাসকের মধ্যে সত্ত্বভাবের সংশ্রব হইলে, অজ্ঞানতা-রূপ শত্রু বা অসুর যে প্রকম্পিত হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। 'দোধতঃ বৃত্রস্য' পদদ্বয়ে সেই ভাব প্রাপ্ত হই। অজ্ঞানতা-রূপ শত্রু প্রকম্পিত হইলে, তাহার প্রাধান্যকে সর্ব্বতঃ আক্রমণ-পূর্ব্বক আপনার বজ্রের দ্বারা ভগবান্ ছেদন করেন বা নাশ করেন। "বৃত্রস্য সানুং অভিক্রম্য বজ্রেণ অব জিঘ্নতে" বাক্যাংশে এই ভাব প্রাপ্ত হই। সাধক উপাসক যখন এই অবস্থায় উপনীত হয়েন, যখন তাঁহার অনুরাগিতার ফলে তাঁহাতে সদ্বৃত্তির এবং তদুপলক্ষিত শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার করিয়া দিয়া ভগবান্ তাঁহার অন্তরস্থিত অজ্ঞানতা-সহচর রিপুশত্রুগণকে সমূলে উৎপাটন করেন; তখনই স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার ইহাই মূল-মন্ত্র। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় প্রথম প্রকার অন্বয়ে এই ভাবেরই বিকাশ দেখিবেন।

পক্ষান্তরে, 'হীলিতঃ' পদে যদি ভাষ্যানুসারী অর্থই গ্রহণ করা যায়, অর্থাৎ যদি অনাদরার্থক 'হেড়্-হোড়্' ধাতুই ঐ পদের মূলীভূত হয়; তাহাতেও একরূপ অর্থসঙ্গতি দেখা যায়। সে পক্ষে আমাদিগের দৃষ্টিতে যে ভাব নিষ্কাশিত হইতে পারে, 'অথবা'-অভিধায়ে দ্বিতীয় প্রকার অন্বয়ে মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতে তাহাই প্রকটিত হইয়াছে। সে পক্ষে দেখুন—"হীলিতঃ" পদে 'উপাসকের অজ্ঞানতা-নিবন্ধন অনাদৃত' ভাব প্রাপ্ত হই। ভগবানের প্রতি চিত্ত অনুরক্ত আছে; কিন্তু অজ্ঞানতা তাহাকে অন্য পথে প্রচালিত করিতেছে। সে অবস্থায় ভগবানই সহায় হয়েন—কৃপা করেন—উপায় করিয়া দেন। তদনুসারে মন্ত্রের শিক্ষা হয় এই যে,—'হে জীব! তুমি ভগবানের আরাধনায় [illegible] হও। তাহাতে যদি কখনও ভ্রান্তিবশে অজ্ঞানতার কুহকে পড়িয়া বিপথগামী হও, ভগবানই তোমাকে রক্ষা করিবেন—তিনিই তোমায় [illegible] পথ দেখাইয়া দিবেন। আর, তাহাতেই স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।' [illegible]

[illegible]ভবং প্রাপ্নোতি। এবং তর্হি শানচ আর্দ্ধধাতুকত্বাদেব লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বাভাবে চিত্ত্বস্বর এব শিষ্যতে। (১ম—৮০সূ—৬ঋ)॥

ষষ্ঠ (৮৭০) ঋকের বিশদার্থ।

—§ঃ০ ঃ০ঃ§—

এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে বৃত্রের স্বরূপ-সম্বন্ধে সংশয় আসে। মূলে একটী 'সানৌ' পদ আছে। তাহা হইতে 'বৃত্রের গণ্ডে বা কপোলদেশে' অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। বৃত্র যে অসুর, মনুষ্য-প্রকৃতিবিশিষ্ট, সে অর্থে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। মূলে 'শতপর্ব্বণা' পদ আছে; তাহা হইতে 'শতধারাযুক্ত বজ্রের দ্বারা' (বজ্রেণ) অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম চরণের অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—"ইন্দ্র অসংখ্য ধারাযুক্ত বজ্রের দ্বারা বৃত্রের কপোলদেশে আঘাত করিলেন।" তারপর, দ্বিতীয় চরণের "মন্দানঃ ইন্দ্রো অন্ধসঃ সখিভ্যো গাতুমিচ্ছতি" অংশের অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে,—'উপাসকগণের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র তাহাদিগের অন্ন-প্রাপ্তির উপায় ইচ্ছা করেন; অর্থাৎ করিয়া দেন।' তার পর, "অর্চ্চন্ন স্বরাজ্যং" অংশে যথা-পূর্ব্ব তিনি আপনার মহিমা প্রকটন করেন—এইরূপ ভাবই প্রকটিত দেখি।

আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থে কোন্ পদে কিরূপ প্রতিবাক্য গৃহীত হইয়াছে, প্রথমে তাহা অনুধাবন করা আবশ্যক। তাহাতে অন্যার্থ যে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব প্রকাশ করিতেছে, তাহা বেশ উপলব্ধ হইবে। প্রথম—'মন্দানঃ' পদ। দেবতা বা ভগবান্ উপাসকগণ কর্তৃক সম্পূজিত হইয়াই আনন্দিত হন; সেই অর্থেই ঐ 'মন্দানঃ' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। দ্বিতীয়—'শতপর্ব্বণা' পদ। ঐ পদে বহুমুখী প্রভাবের অর্থাৎ পা[illegible] বিবিধ প্রাধান্য-নাশকত্বের ভাব প্রাপ্ত হই। [illegible]দের বজ্র বা আয়ুধ—সে কেমন? না—পাপের বিবিধ প্রক[illegible]

[illegible] আর্দ্ধধাতুকত্ব-হেতুই লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বের অভাবে চিৎস্বরই [illegible]। (১ম—৮০সূ—৬ঋ)।

প্রাধান্য নাশ করে। "শতপর্ব্বণা বজ্রেণ" পদদ্বয়ে এই ভাবই ব্যক্ত করে। তৃতীয়—'সানৌ' পদ। 'সানু' শব্দে পূর্ব্বাপরই আমরা 'শীর্ষদেশ, উচ্চস্থান' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। ঐ শব্দ প্রাধান্য অর্থ-জ্ঞাপক। তদনুসারে 'পাপের প্রাধান্যভূত স্থানে' প্রতিবাক্য ঐ পদ-উপলক্ষে গ্রহণ করিতে পারি। 'অধি' পদ ঐ 'সানৌ' পদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হওয়ায়, 'পাপের প্রাধান্যকে অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ সেই স্থানে আত্ম-প্রাধান্য বিস্তার-পূর্ব্বক' ভাব প্রাপ্ত হই। এতদনুসারে, ঐ মন্ত্রাংশে, "মন্দানঃ" হইতে "নি জিঘ্নতে" পর্য্যন্ত বাক্যাংশে, "ভাব প্রাপ্ত হই,—'উপাসকগণ কর্তৃক সম্পূজিত হইলে ভগবান্ আপনিই বিবিধ প্রকারে পাপের প্রাধান্য নাশ করিয়া থাকেন।'

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পাপের প্রাধান্য খর্ব্ব করিয়া, উপাসকের জন্য ভগবান্ পরমার্থ-প্রাপ্তির পথ সুগম করিয়া দেন—সে পথ-প্রাপ্তির উপায় তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন। মূলে একটী 'অন্ধসঃ' পদ আছে। ঐ পদে সাধারণতঃ 'অন্ন' অর্থ গৃহীত হয়। তাহাতে ভাব আসে,—সখাগণকে ইন্দ্রদেব অন্ন দান করেন। এ পক্ষে কি দেবতা কি উপাসক দুই-ই সম-পর্য্যায়ে মনুষ্য-মধ্যে গণ্য হয়েন। কিন্তু আমরা সে ভাব গ্রহণ করি না। আমরা পূর্ব্বেও ঐ পদের প্রয়োগ দেখিয়াছি। সেখানে শুদ্ধসত্ত্ব বা পরমার্থ প্রভৃতি ভাব ঐ পদে প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানেও সেই ভাবেই সঙ্গতি দেখি। ফলতঃ, উপাসক কর্তৃক আরাধিত অর্থাৎ অনুসৃত হইলে, ভগবান্ পাপনাশ করিয়া উপাসকের পক্ষে পরমার্থ-প্রাপ্তির উপায়-বিধান করিয়া দেন। এইরূপে ভগবৎ-করুণা-প্রাপ্তিই স্বরাজ-লাভ। পক্ষান্তরে স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার ইহাই মূল মন্ত্র বলিয়া মনে করি।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মনে হয়, [illegible] যে,—'মানুষ! তোমরা ভগবানের [illegible] অর্চ্চনাপর হও; তদ্দ্বারা পাপনাশে [illegible] প্রাপ্ত হইবে।' ভগবানের [illegible] এইরূপেই [illegible] হইয়া [illegible] হওয়া যায়। [illegible]

ষষ্ঠী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । অশীতিতমং সূক্তং । ষষ্ঠী ঋক্ ।)

অধি সানৌ নি জিঘ্নতে বজ্রেণ শতপর্ব্বণা ।

মন্দান ইন্দ্রো অন্ধসঃ সখিভ্যো

গাতুমিচ্ছত্যর্চ্চন্ননু স্বরাজ্যং ॥ ৬ ॥

পদ-বিশ্লেষণং ।

অধি । সানৌ । নি । জিঘ্নতে । বজ্রেণ । শতঽপর্ব্বণা ।

মন্দানঃ । ইন্দ্রঃ । অন্ধসঃ । সখিঽভ্যঃ ।

গাতুং । ইচ্ছতি । অর্চ্চন্ । অনু । স্বরাজ্যং ॥ ৬ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

[illegible]

বঙ্গানুবাদ।

উপাসকগণ কর্তৃক স্তূয়মান এবং সম্পূজিত হইয়া, ভগবান্ ইন্দ্রদেব, পাপের প্রাধান্যভূত স্থানে আত্মপ্রাধান্য বিস্তারপূর্ব্বক, বহুমুখী অর্থাৎ পাপের বিবিধ প্রধান্যনাশক বজ্রের দ্বারা পাপকে হনন করেন; এবং উপাসকের জন্য পরমার্থ প্রাপ্তির উপায় অভিলাষ করেন—জ্ঞাপন করেন; এবম্প্রকারে স্বরাজ্য (আপনার রাজত্ব—ভগবৎপ্রাধান্য) ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত হউক। (ভাব এই যে,—ভগবান যখন সম্পূজিত হয়েন, উপাসকের রক্ষণের জন্য তখন তিনি শত্রুদিগকে নাশ করেন এবং উপাসককে পরম ধন দান করেন; তদ্দ্বারাই ইহসংসারে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।)॥ (১ম—৮০সূ—৬ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইন্দ্রঃ শতপর্ব্বণা শতসংখ্যাকপর্ব্বধারাভির্যুক্তেন বজ্রেণ সানাবধি নিজিঘ্নতে। অধিঃ সপ্তম্যর্থানুবাদী। সমুচ্ছ্রিতে বৃত্রস্য কপোলাদৌ স্থানে নিতরাং হিনস্তি। স চেন্দ্রো মন্দানো মন্দমানঃ স্তূয়মানঃ সন্ সখিভ্যঃ সমানখ্যানেভ্যঃ স্তোতৃভ্যোঽন্ধসোঽন্নস্য গাতুং মার্গমুপায়মিচ্ছতি। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ॥

মন্দানঃ। মদি স্তুতৌ। কর্ম্মণি শানচি যক্। ছন্দস্যুভয়থেতি শানচ আর্দ্ধধাতুকত্বাদতোলোপয়লোপৌ। অনুদাত্তে তঃপরত্বাৎ শামচো লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে সতি যক এবোদাত্তত্বং। অনুদাত্তে শানচি তস্য যক্সো লোপে সতুদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ শানচ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ইন্দ্রঃ' ইন্দ্র 'শতপর্ব্বণা' শতসংখ্যক পর্ব্ব বা ধারাসমূহের দ্বারা যুক্ত 'বজ্রেণ' বজ্রের দ্বারা 'সানাবধি নি জিঘ্নতে' ('অধি' পদ সপ্তম্যর্থানুবাদী) সমুচ্ছ্রিত বৃত্রের কপোলাদি [illegible] সর্ব্বদা হিংসা প্রাপ্ত হইতেছে; এবং সেই ইন্দ্র [illegible] স্তূয়মান হইয়া [illegible] সমানখ্যানবিশিষ্ট স্তোতৃগণকে 'অন্ধসঃ' অন্নের 'গাতুং' মার্গের [illegible] করেন। অন্যাংশ পূর্ব্ববৎ।

মন্দানঃ। মদি ধাতু স্তুত্যর্থে। 'ছন্দস্যুভয়থা' ইত্যাদি [illegible] আর্দ্ধধাতুকত্ব-হেতু "অতোলোপয়লোপৌ" [illegible] পরত্ব-হেতু শানচে লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্ব [illegible] তাহার যকের লোপ হওয়ায় [illegible]

সপ্তম (৮৭১) ঋকের বিশদার্থ ।

——-§ঃ ● ঃ§——

এই মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদ বিশেষ জটিল ভাবাপন্ন। মূলে একটী 'অদ্রিবঃ' পদ আছে। সেই পদটীকে 'ইন্দ্র' এই সম্বোধন-পদের বিশেষণ-রূপে গণ্য করা হয়। কিন্তু সে পক্ষে 'অদ্রিঃ' পদে 'মেঘ' অর্থ গ্রহণ-পূর্ব্বক, অদ্রিবঃ' পদে 'বাহন-রূপ মেঘবিশিষ্ট' প্রতিবাক্য পরিকল্পিত হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে ইন্দ্র 'মেঘবাহন' নামে পরিচিত হয়েন। আমরা কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে অর্থের সঙ্গতি দেখি না। আমাদিগের মতে, তিনি যে পাপনাশের নিমিত্ত পাষাণের ন্যায় কঠোর হইয়া আছেন, 'অদ্রিবঃ' পদ তাঁহার সেই মহিমা ব্যক্ত করিতেছে। এইরূপ 'বজ্রিন্' পদেও, তিনি যে পাপনাশের নিমিত্ত বজ্রধারী, তাহাই বুঝিতে পারা যায়। 'অনুত্তং' পদে তিনি যে 'অজেয়', শত্রুগণ যে তাঁহার নিকট স্বতঃই পর্য্যুদস্ত হয়, তাহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। 'তুভ্যং' পদে ভাষ্যানুমত 'তব' প্রতিবাক্যেই সঙ্গতি দেখা যায়।

এইরূপে বুঝিতে পারি, "অদ্রিবঃ" হইতে "হ" পর্য্যন্ত পদ-কয়েকটীর প্রচলিত অর্থ,—"হে মেঘবাহন বজ্রপাণি ইন্দ্র! তোমার শত্রুরা তোমার পরাক্রমের নিন্দা করিতে পারে না"; তাহার পরিবর্ত্তে এ অংশের অর্থ হয়,—'পাপনাশে অতিদৃঢ়, পাপনাশে বজ্রধারী, হে, ভগবন্! আপনার যে শক্তি অপরিসীম।' সেই শক্তির দ্বারা শত্রুনাশের জন্য তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছে।

"ত্বং মায়িনং মৃগং তং" পদ-কয়েকটীতে সেই শত্রুর স্বরূপ প্রকটিত। এখানে 'মৃগং' পদ বিশেষ সমস্যামূলক। ঐ পদে 'কপটবেশধারী' অর্থ আসে। 'তং' পদে পাপকে বা অজ্ঞানতা-রূপ অসুরকে লক্ষ্য আসে। [illegible] কপট [illegible] রূপ বা অজ্ঞানতা—এই অর্থে ঐ পদ-কয়েকটীর [illegible] মায়াবী মারীচ মৃগ-রূপ ধারণ-পূর্ব্বক সীতাদেবীকে [illegible] [illegible] চিরবিদ্যমান্ সেই মায়ামৃগের [illegible] কি না। পাপ প্রলোভন-বিস্তারে [illegible] মানুষ সে বিপদে পরিবেষ্টি[illegible] [illegible] সেই অপরাধে তোমরা [illegible]

ভগবৎকৃপায় পাপের মায়া জাল ছিন্ন করিতে সমর্থ হইলে, মানুষ পরিত্রাণ পায়,—এ সংসারে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এবম্বিধ ভাবই এই মন্ত্রার্থে প্রকটিত আছে—বুঝা যায়।

আমাদিগের ব্যাখ্যায় ঐ প্রকার অর্থই সঙ্গত বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয় বটে; কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাব সম্পূর্ণ অন্যরূপ। মন্ত্রের একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে দেখুন—মন্ত্রার্থ আর এক মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই ইংরাজী অনুবাদ; যথা,—

(1) "Indra, unconquered might to thine, Thunderer, Caster of the stone;

For thou with thy surpassing power smotest to death the guileful beast, lauding thine own imperial sway."

ভাষ্য এবং প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রভৃতিতে 'অদ্রিবঃ' পদে এক অর্থ দেখিয়াছি; এখানে এই ইংরাজী অনুবাদে আর এক অর্থ দেখিলাম। 'মৃগং' পদে কেহ বা 'মৃগরূপধারী বৃত্র' অর্থ লিখিয়া গিয়াছেন; কেহ বা 'মায়ারূপধারী বৃত্র' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে ইংরাজী অনুবাদে 'বিভ্রমকারী পশু' অর্থ দেখিতে পাইলাম। মৃগের বর্ণ-বৈচিত্র্য চিত্তকে স্বতঃই আকৃষ্ট করে। বর্ণ-বৈচিত্র্য বা বর্ণ-বিবর্ত্তন-হেতু কোথাও কোথাও নভোমণ্ডল 'মৃগ' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। রাক্ষস বা যাদুকর আপনার রূপ পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ। সেইজন্য 'মৃগ' পদে রাক্ষস বা যাদুকরের প্রতিও সময় সময় লক্ষ্য আসে। ঐ সকল দৃষ্টি অনুসারে, কেহ বা ঐ পদে নিয়ত-পরিবর্ত্তনশীল মেঘকে লক্ষ্য করিয়াছেন; কেহ বা মায়াবী রাক্ষসকে বা বৃত্রাসুরকে ঐ পদের লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। আমরা কিন্তু মনে করি, রূপ-পরিবর্ত্তনে—বর্ণ-বিবর্ত্তনেই—পাপই সর্ব্বাপেক্ষা পারদর্শী। যাহা সত্য, তাহা নিত্য—অপরিবর্ত্তিত। কিন্তু যাহা মিথ্যা, যাহা মায়া, যাহা অজ্ঞানতা, নামান্তরে যাহা পাপ, তাহা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং মোহ-জনক। তাই 'মায়িনং মৃগং' অভিধানে, আমরা মনে করি, পাপ-রূপ অজ্ঞানতা-রূপ মায়া-মৃগকেই এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সে মৃগ সাধারণ অরণ্য-বিচরণশীল মৃগ নহে; [illegible]

প্রতিষ্ঠিতং ভবতু)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ -হে ভগবন্! কঠোরেণ বজ্রেণ পাপং ছিন্ধি; তেন ইহজগতি স্বরাজ্যং প্রতিষ্ঠিতং ভবতু। (১ম - ৮০সূ ৭ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

পাপনাশের নিমিত্ত পাষাণসদৃশ কঠোর, পাপনাশে বজ্রধারী, হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! শত্রুগণ কর্তৃক অজেয় আপনার যে প্রসিদ্ধ বীর্য্য আছে, তাহার দ্বারা সেই মায়াবী এবং কপটাচারী পাপীকে (অথবা অজ্ঞানতা-রূপ অসুরকে) আপনার প্রাধান্য-বিস্তারের দ্বারা আপনি বিনাশ করুন; এই প্রকারে স্বরাজ্য (আপনার রাজত্ব—ভগবৎ প্রাধান্য) ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত হউক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কঠোর বজ্রের দ্বারা পাপকে ছেদন করুন, তদ্দ্বারা ইহজগতে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক।)॥ (১ম—৮০সূ—৭ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

অদ্রিরিতি মেঘনাম। হে অদ্রিবো বাহনরূপমেঘযুক্ত বজ্রিন্ বজ্রবন্নিন্দ্র তুভ্যমিৎ। ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী। তবৈব বীর্য্যং সামর্থ্যমস্তৃতং শত্রুভিরতিরস্কৃতং। যদ্ধ যস্মাৎ যেন বীর্য্যেণ খলু মায়িনং মায়াবিনং ত্যং তং প্রসিদ্ধং বঞ্চয়িতারং। লোকোপদ্রবকারিণমিত্যর্থঃ। মৃগং মৃগরূপমাপন্নং তং বৃত্রং ত্বমপি মায়য়ৈবাবধীঃ। হতবানসি॥

অস্তৃতং। নঞ্‌স্তনিষত্তেতি নিপাতনাদন্তোদাত্তত্বাভাবঃ। অবধীঃ। হন্তের্লুঙি চেতি বধাদেশঃ। ন চাদন্তঃ। তস্যাতো লোপে সতি স্থানিবদ্ভাবাৎ সিচি বৃদ্ধ্যভাবঃ॥ (১ম—৮০সূ—৭ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অদ্রিঃ পদ মেঘ-নামবাচক। হে 'অদ্রিবঃ' বাহনরূপ মেঘযুক্ত 'বজ্রিন্' বজ্রবান্ [illegible] ইন্দ্র! 'তুভ্যমিৎ' (ষষ্ঠীর অর্থে চতুর্থী) তোমারই 'বীর্য্যং' সামর্থ্য [illegible] কর্তৃক অতিরস্কৃত। 'যদ্ধ' যাঁহা হইতে যে বীর্য্যের দ্বারা [illegible] মায়াবী [illegible] সেই প্রসিদ্ধ বঞ্চয়িতাকে অর্থাৎ লোকোপদ্রবকারীকে [illegible] বৃত্রকে 'ত্বং' আপনিও 'মায়য়া' মায়ার দ্বারাতেই 'অবধীঃ' [illegible]।

অস্তৃতং। 'নঞ্‌স্তনিষত্ত' ইত্যাদি সূত্রে নিপাতনে [illegible] 'হন্তি' র (হন ধাতু) লুঙে বধ আদেশ। [illegible] স্থানিবদ্ভাব-হেতু সিচের বৃদ্ধির অভাব। (১ম—৮০সূ—৭ঋ)।

অজ্ঞানতা এবং তাহার সহচর-রূপ অসদ্বৃত্তিসমূহই এখানে মৃগ-পদের দ্যোতক। এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি, সেই অশেষরূপধারী মোহ-বিভ্রম-প্রজনক অজ্ঞানতা ও তৎসহচর অসদ্বৃত্তিগণের বিনাশই এখানকার প্রার্থনা। ভগবানই যে তাহাদিগের বিনাশকর্ত্তা, তিনিই যে তাহাদিগকে দূরীভূত করেন, এবম্বিধ ভাবই এই অংশে প্রখ্যাত রহিয়াছে। এতদনুসারে, আমাদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে,— 'ভগবানের কৃপাই সকল প্রকার পাপনাশের মূলীভূত; তদ্দ্বারাই শত্রুর কবল হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়; সেই পরিত্রাণ-লাভেরই নামান্তর—স্বরাজ-লাভ।' (১ম—৮০সূ—৭ঋ)।

—•—

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অশীতিতমং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

বি তে বজ্রাসো অস্থিরন্নবতিং নাব্যা৩ অনু।

মহত্ত ইন্দ্র বীর্য্যং বাহ্বোস্তে বলং

হিতমর্চ্চন্নু স্বরাজ্যং ॥ ৮ ॥

•••

পদ-বিশ্লেষণং।

বি। তে। বজ্রাসঃ। অস্থিরন্। নবতিং। নাব্যাঃ। অনু।

মহৎ। তে। ইন্দ্র। বীর্য্যং। বাহ্বোঃ। তে। বলং।

হিতং। অর্চন্। অনু। স্বঽরাজ্যং ॥ ৮ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'নপতিং' (নবনবকং, অভিনবং সৎকর্ম্ম, যদ্বা—সৎকর্ম্মণঃ অশেষং প্রতিবন্ধকং) 'অনু' (অনুলক্ষ্য, অনুসৃত্য) 'তে' (তব) 'নাব্যাঃ' (তরণশীলাঃ, পাপনাশকাঃ পুণ্যপ্রদাঃ চ) 'বজ্রাসঃ' (বজ্রাঃ, স্বরাজ্যসংস্থাপকাঃ অস্ত্রাঃ) 'অস্থিরন্' (সর্ব্বতঃ ব্যাপ্য বর্ত্তমানং পাপং, তস্য প্রভাবং ইত্যর্থঃ) 'বি' (বিনাশয়ন্তি); 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'তে' (তব) 'বীর্য্যং' (সামর্থ্যং, বীরত্বং) 'মহৎ' (প্রভূতং, অশেষং ইত্যর্থঃ); তথা 'তে' (তব) 'বাহ্বোঃ' (হস্তয়োঃ, উপাসকায় পরমধনবিতরণার্থং প্রসারিতস্য হস্তদ্বয়স্য ইতি ভাবঃ) 'হিতং' (লোকানাং হিতসাধকং) 'বলং' (প্রভাবং) অস্মাসু অবিচলিতং অস্তু; 'অনু' (অনুক্রমেণ, এবম্প্রকারেণ) 'স্বরাজ্যং' (আত্মনঃ রাজত্বং, ভগবৎপ্রাধান্যং) 'অর্চ্চন' (পূজয়ন্, প্রকটয়ন্, ইহজগতি প্রতিষ্ঠিতং ভবতু ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—হে ভগবন্! ত্বদীয়ং বীর্য্যং বলঞ্চ, অস্মভ্যং দেহি; ইহসংসারে তেনৈব স্বরাজ্যং প্রতিষ্ঠিতং ভবতু ভবতি বা। (১ম—৮০সূ—৮ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! অভিনব সৎকর্ম্মকে অথবা সৎকর্ম্মের অশেষ প্রতিবন্ধককে অনুসরণ করিয়া, পাপনাশক পুণ্যপ্রদ আপনার বজ্রসমূহ (স্বরাজ্যসংস্থাপক অস্ত্রসকল) সকল স্থান ব্যাপিয়া বর্ত্তমান পাপকে অথবা পাপের প্রভাবকে বিনাশ করে। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার সামর্থ্য প্রভূত—অশেষ; এবং আপনার বাহুদ্বয়ের (অর্থাৎ উপাসককে পরমার্থ বিতরণের জন্য প্রসারিত [illegible]দ্বয়ের) লোকহিতসাধক প্রভাব আমাদিগের মধ্যে অবিচলিত থাকুক; এবম্প্রকারে স্বরাজ্য (আপনার রাজত্ব—ভগবৎপ্রাধান্য) ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত হউক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনার বীর্য্য ও বল আমাদিগকে প্রদান করুন; তদ্দ্বারা স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক।)॥ (১ম—৮০সূ—৮ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র তে তব 'বজ্রাসো বজ্রাঃ [illegible] নাব্যা [illegible] নবতিং নবতিসংখ্যাকা বৃত্রেণ নিরুদ্ধা নদীরনুপ লক্ষ্য [illegible]। [illegible]

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'ইন্দ্র' ইন্দ্র! 'তে' আপনার 'বজ্রাসঃ' [illegible] আপনার [illegible] আয়ুধসমূহ। 'নাব্যাঃ' নাব্যাভাষ্য 'নবতিং' [illegible]

ব্যাপ্য বর্ত্তমানং বৃত্রং হন্তুং তব বজ্র একোঽপ্যনেক ইবাসীদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ ইন্দ্র তে তব বীর্য্যং মহৎ প্রভৃতং। অন্যৈরজেয়মিত্যর্থঃ। তথা তে বাহ্বোস্ত্বদীয়য়োর্হস্তয়োর্ব্বলং হিতং নিহিতং। ত্বদীয়ৌ বাহু অত্যতিশয়েন বলিনাবিত্যর্থঃ। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ॥

অস্থিরন্। তিষ্ঠতের্লুঙি সমব প্রবিভ্যঃ স্থ ইত্যাত্মনেপদং। মন্ত্রে ঘসেতি চ্লের্লুক্। স্থাঘ্বোরিচ্চেতীত্বং। ব্যত্যয়েন ঝস্য রন্নাদেশঃ। নাব্যাঃ। নৌবয়োধর্ম্মেত্যাদিনা যৎ। যতোঽনাব ইতি পর্য্যুদাসাত্তিৎস্বরিতং ইতি স্বরিতত্বং। বাহ্বোঃ। উদাত্তযণ ইতি বিভক্ত্যুদাত্তত্বম্॥ (১ম—৮০সূ—৮ঋ)॥

• • •

অষ্টম (৮৭২) ঋকের বিশদার্থ।

—০:§:০—

'নবতিং' ও 'নাব্যাঃ' পদদ্বয় উপলক্ষে এই মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশন বড়ই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'নবতিং' পদের সাধারণ-প্রচলিত অর্থ 'নবতিসংখ্যক'—'নব্বই।' 'নাব্যাঃ' পদে উত্তরণের ভাব হইতে নদী-সমূহকে বুঝাইয়া থাকে। নৌকা ব্যতিরেকে যাহা পার হওয়া যায় না তাহাই নাব্য (নৌ+য—উত্তরণার্থ)। এইরূপে এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থে নব্বইটী নদীর সম্বন্ধ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। তদনুসারে মন্ত্রার্থের সহিত একটী উপাখ্যানের সমাবেশ দেখিতে পাই। বৃত্রাসুর নব্বইটী নদীর প্রবাহ-মুখ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। বৃত্রাসুরের সমরে বৃত্রকে সংহার-পূর্ব্বক ইন্দ্র সেই নব্বইটী নদী-প্রবাহের অবরোধ উন্মোচন

সকলকে 'অনু' উপলক্ষ্য 'ব্যস্থিরন্' বিবিধ-রূপে অবস্থিত সর্ব্বত্র ব্যাপ্য বর্ত্তমান্ বৃত্রকে হনন করিতে আপনার বজ্র এক হইয়াও অনেক হইয়া থাকে—ইহাই অর্থ। আর ইন্দ্র! 'তে' আপনার 'বীর্য্যং' বীরত্ব 'মহৎ' প্রভূত অর্থাৎ অন্য কর্ত্তৃক অজেয়; আর 'তে বাহ্বোঃ' আপনার বাহুদ্বয়ের 'বলং হিতং' বল নিহিত; আপনার বাহুদ্বয়ও অতিশয় বলবান্ ইহাই অর্থ। [illegible] পূর্ব্ববৎ।

অস্থিরন্। 'তিষ্ঠতে' (স্থা-ধাতু) লুঙে যুক্ত 'সমব প্রবিভ্যঃ স্থ' ইত্যাদি সূত্রে আত্মনে-পদ। 'মন্ত্রে ঘস' ইত্যাদি সূত্রে চ্লির লোপ। 'স্থাঘ্বোরিচ্চ' ইত্যাদি সূত্রে ইত্ব। ব্যত্যয়ের [illegible] স্থানে রন্ আদেশ। নাব্যাঃ। 'নৌবয়োধর্ম্ম' ইত্যাদির দ্বারা যৎ। 'যতোঽনাব' ইত্যাদি সূত্রে [illegible] ইত্যাদি সূত্রে স্বরিতত্ব। বাহ্বোঃ। 'উদাত্ত [illegible] (১ম—৮০সূ—৮ঋ)।

করিয়া দেন। এবম্বিধ দৃষ্টির অনুসরণে, এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার দুইটী আদর্শ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। যথা,—

(১) "হে ইন্দ্র! তোমার বজ্রসমূহ নবতিসংখ্যক নদীর উপর বিস্তৃত হইয়াছিল। হে ইন্দ্র! তোমার বীর্য্য প্রভূত; ও তোমার বাহু প্রভূত বলশালী; তুমি স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত কর।"

(2) "Far ever ninety spacious floods thy thunderbolts were cast abroad :

Great, Indra, is thy hero might, and strength is seated in thine arms, lauding thine own imperial sway."

এখন, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় একটু আলোচনা করা যাইতেছে। পূর্ব্বে 'নব নবতিং' পদ যে অর্থে আমরা গ্রহণ করিয়াছি (১ম—৫৪সূ—৬ঋ এবং ১ম—৫৭সূ—৯ঋ প্রভৃতিতে), এখানে 'নবতিং' পদেও সেই ভাবের অধ্যাস দেখি। তদনুসারে 'অভিনব সৎকর্ম্ম' অর্থ ঐ পদে প্রাপ্ত হই। যদি ভাষ্যের অনুসরণে আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ করি, তাহাতেও 'নদীসমূহের প্রতিবন্ধক' প্রভৃতি ভাব হইতে 'সৎকর্ম্মের অশেষ প্রতিবন্ধক' ভাব পরিগ্রহণ করা যায়। 'অনু' পদে 'অনুলক্ষ্য অনুসৃত্য' অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক 'নবতিং' পদের সম্বন্ধ এই প্রকারে সিদ্ধ হয়,—'অভিনব সৎকর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া, অথবা সৎকর্ম্মের অশেষ প্রতিবন্ধককে লক্ষ্য করিয়া।' এই দুই প্রকার অর্থে, এই দ্বিবিধ ভাব পরিগ্রহণেই, উহার সহিত 'বজ্রাসঃ' পদের সম্বন্ধ সূচিত হইতে পারে। ভগবানের 'বজ্রাসঃ' অর্থাৎ বজ্রসকল ঐ দুই রূপ অবস্থাতেই পাপকে দমন করিতে প্রধাবিত হয়। পাপ যখন সৎকর্ম্মসাধনে বাধা প্রদান করে, অথবা মানুষ যখন অভিনব সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তখনই—সেই দুই অবস্থাতেই, ভগবানের বজ্র বা শাসন পাপকে [illegible] করিয়া থাকে। এই পক্ষেই 'বাব্যাঃ' পদের সার্থক প্রয়োগ লক্ষ্য করি। [illegible] 'বাব্যাঃ' পদে বিশেষণ বলিয়া [illegible] পদকে আমরা 'বজ্রাসঃ' পদের বিশেষণ [illegible] যে উত্তরণ অর্থমূলক [illegible] তাহারই অনুসরণে ঐ পদের প্র[illegible]

ও পুণ্যপ্রদ অর্থ গ্রহণ করা যায়। ভগবানের সে বজ্রসকল (বজ্রাসঃ) কেমন? না—'নাব্যাঃ' অর্থাৎ পাপনাশকারী ও পুণ্যপ্রদ। 'অপ্সুবন্' পদে, ভাষ্যানুসারী অর্থ হইতেই ভাব পরিগ্রহণ করিতে পারি,—'সর্ব্বত্র বর্ত্তমান পাপকে বা পাপের প্রভাবকে।' অজ্ঞানতা বা পাপ সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছে। 'নাব্যাঃ বজ্রাসঃ' তাহাকেই নাশ করে। এই অংশের 'বি' পদে 'বিনাশয়তি' প্রতিবাক্য গ্রহণ করি। সে পক্ষে মন্ত্রের প্রথম চরণে ভগবন্মহিমা-প্রকাশক এই ভাব প্রাপ্ত হই যে,—'হে ভগবন্! যেখানে সৎকর্ম্ম—যেখানে সদনুষ্ঠান, সেখানেই আপনি আপনার পাপনাশক বজ্র প্রয়োগ করিয়া পাপকে সংহার বা বিদূরিত করেন।'

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের প্রার্থনার ভাব লক্ষ্য করুন। ঐ চরণকে আমরা তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। তাহার প্রথম অংশে ভগবানের অসীম প্রভাবের বা শক্তির বিষয় প্রখ্যাত হইয়াছে। তাঁহার সেই যে প্রভাব বা শক্তি, দুই হস্তে তাহা উপাসকগণকে বিতরণের জন্য তিনি প্রস্তুত রহিয়াছেন। লোকহিতসাধক তাঁহার সেই শক্তি আমাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হউক,—দ্বিতীয় অংশে সেইরূপ প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। এ পক্ষে 'বাহ্বোঃ' পদের এবং 'হিতং বলং' পদদ্বয়ের মর্ম্মানুধাবন আবশ্যক। 'বাহ্বোঃ' পদে 'দুই হস্তের' অর্থাৎ উপাসকগণকে বিতরণের জন্য প্রসারিত হস্তদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য আসে। তাহা হইতেই তিনি কি বিতরণ করিবার জন্য হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া আছেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ভগবান্ বিতরণ করিতেছেন—পরমার্থ। উপাসকের জন্য—ভক্তের জন্য, তাঁহার বাহু তদুদ্দেশ্যেই প্রসারিত রহিয়াছে। তার পর বুঝুন, 'হিতং বলং'। আমরা বলি, লোকের হিতসাধক তাঁহার যে প্রভাব বা শক্তি, তাহাই 'হিতং বলং' পদদ্বয়ে [illegible]। ভগবানের সেই প্রভাব বা সেই শক্তি আমরা যেন লাভ [illegible] [illegible] যেন [illegible] অর্থাৎ ভগবন্মহিমা এ জগতে প্রতিষ্ঠিত [illegible] [illegible]। ভগবৎ-প্রাপ্তিই স্বরাজ [illegible] [illegible]। [১অ—৮সূ—৮ঋ]।

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অশীতিতমং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

সহস্রং সাকমর্চ্চত পরিষ্টোভত বিংশতিঃ।

শতৈনমন্বনোনবুরিন্দ্রায়

ব্রহ্মোদ্যতমর্চ্চন্ননু স্বরাজ্যং ॥ ৯ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সহস্রং। সাকং। অর্চ্চত। পরি। স্তোভত। বিংশতিঃ।

শতা। এনং। অনু। অনোনবুঃ। ইন্দ্রায়।

ব্রহ্ম। উৎযতং। অর্চ্চন্। অনু। স্বঽরাজ্যং ॥ ৯ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'সহস্রং' (অশেষং উপচারং ত্যাগস্বীকারং বা) 'সাকং' (সহ) 'অর্চ্চত' (ভগবন্তং পূজয়ত—যূয়ং ইতি শেষঃ); তথা 'বিংশতিঃ' (বিংশসংখ্যাকেন পূজকরূপেণ, যথা—চতুর্দ্দশেন্দ্রিয়ং ষড়রিপুং চ—সংযম্য ইতি যাবৎ) 'পরি' (সর্ব্বতো-ভাবেন) 'স্তোভত' (তং ভগবন্তং পূজয়ত—যূয়ং ইতি শেষঃ); 'এনং' (তং ভগবন্তং) 'অনু' (অনুসৃত্য) 'শতা' (শতপ্রকারেণ) 'অনোনবুঃ' (তং নমস্কুরুত—যূয়ং ইতি শেষঃ); 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়—হবির্দ্দানাদিনা ইতি যাবৎ) [illegible] (পরব্রহ্ম, পরমাত্মা) 'উদ্যতং' (উদ্বুদ্ধং, হৃদি জাগরিতং ইত্যর্থঃ) ভবতি ইতি শেষঃ; 'অনু' ([illegible], এবম্প্রকারেণৈব) 'স্বরাজ্যং' (আত্মনঃ রাজত্বং, [illegible]) 'অর্চ্চন্' ([illegible] প্রকটয়ন্, ইহজগতি প্রতিষ্ঠিতং ভবতু ইত্যর্থঃ)। [illegible] অর্চ্চনাপরায়ণাঃ ভবামঃ, তর্হ্যেব অস্মাসু [illegible] জাগরিতং [illegible] প্রতিষ্ঠিতং ভবতি—ইতি ভাবঃ। (প্র—১৮০স—৯ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! অশেষপ্রকার উপচারের বা ত্যাগ-স্বীকারের সহিত, তোমরা ভগবানকে পূজা কর; বিংশতিসংখ্যক পূজক-রূপে, অথবা চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়কে এবং ষড়্‌রিপুকে সংযম করিয়া, সর্ব্বতোভাবে তোমরা সেই ভগবানকে পূজা কর; সেই ভগবানকে অনুসরণ করিয়া, শতপ্রকারে তোমরা তাঁহাকে নমস্কার কর; ভগবান ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে হবির্দ্দানাদির দ্বারা পরব্রহ্ম উদ্বুদ্ধ অর্থাৎ হৃদয়ে জাগরিত হয়েন; এবম্প্রকারেই স্বরাজ্য (আপনার রাজত্ব—ভগবৎপ্রাধান্য) জগতে প্রতিষ্ঠিত হউক। (ভাব এই যে,—আমরা যখন সর্ব্বতোভাবে ভগবানের অর্চ্চনা-পরায়ণ হই, তখনই আমাদিগের মধ্যে পরব্রহ্ম জাগরিত হয়েন এবং ইহ-জগতে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।)॥ (১ম—৮০সূ—৯ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

সহস্রং সহস্রসংখ্যাকা মনুষ্যা সাকমর্চ্চত। এনমিন্দ্রং যুগপদেবাপূজয়ন্। তথা বিংশতিঃ ষোড়শর্ত্বিজো যজমানঃ পত্নী চ সদস্যঃ শমিতা চেতি বিংশতিসংখ্যাকাঃ। তেষাং যা বিংশতি সংখ্যা সা পরিষ্টোভত। পরিতঃ সর্ব্বতোঽস্তৌৎ। তথা চ শতা শতসংখ্যাকা ঋষয় এনমিন্দ্রমম্বনোনবুঃ পুনঃপুনরস্তুবন্। অস্মা এবেন্দ্রায় ব্রহ্মা হবির্লক্ষণ-মন্নমুদ্যতং। দাতুমূর্দ্ধং ধৃতং। অত এবম্বিধ ইন্দ্রো বৃত্রমহন্নিত্যর্থঃ। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ॥

পরিষ্টোভত। স্তোভতিঃ স্তুতিকর্ম্মা। উপসর্গাৎ সুনোতীতি ষত্বং। অনোনবুঃ। ণু স্তুতৌ। অস্মাদ্যঙ্লুগন্তাল্লঙি সিজভ্যস্তবিদিভ্যশ্চেতি ঝের্জুসাদেশঃ। উদ্যতং। যম

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'সহস্রং' সহস্রসংখ্যক মনুষ্যগণ 'সাকমর্চ্চত' এই ইন্দ্রকেই যুগপৎ পূজা করিয়াছিলেন; আর 'বিংশতিঃ' ষোড়শ ঋত্বিক্, যজমান ও তাঁহার পত্নী এবং সদস্য ও শমিতা—এই যে বিংশতি সংখ্যা 'পরিষ্টোভত' পরিতঃ অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে স্তুতি করিয়াছিলেন; এবং আরও 'শতা' শতসংখ্যক ঋষিগণ 'এনং' এই ইন্দ্রকে 'অম্বনোনবুঃ' পুনঃপুনঃ স্তব করিয়াছিলেন; সেই ইন্দ্রের নিমিত্ত 'ব্রহ্ম' হবির্লক্ষণ অন্নকে 'উদ্যতং' প্রদানের জন্য ঊর্দ্ধে ধৃত হইয়াছে। [illegible] ইন্দ্র বৃত্রকে হনন করিয়াছিলেন—ইত্যর্থ। অন্য অংশ পূর্ব্ববৎ।

পরিষ্টোভত। স্তোভতি পদে স্তুতিকর্ম্ম বুঝায়। 'উপসর্গাৎ সুনোতি' ইত্যাদি সূত্রে [illegible]। অনোনবুঃ। ণু ধাতু [illegible] অর্থ প্রকাশ করে। তাহাতে যঙ্লুগন্ত-হেতু লঙে [illegible] ইত্যাদি সূত্রে [illegible]। উদ্যতং। যম ধাতু উপরমার্থক। উৎ-

উপরমে। উৎপূর্ব্বাদস্মাৎ কর্ম্মণি নিষ্ঠা। অনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনানুনাসিকলোপঃ। গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—৮০সূ—৯ঋ)॥

নবম (৮৭৩) ঋকের বিশদার্থ।

——§:॰:§——

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'সহস্রং' 'বিংশতি' ও 'শতা' এই তিনটী পদ মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে বিষম সমস্যা আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। ঐ পদ তিনটীতে যথাক্রমে সহস্র জন মনুষ্য, বিংশতি জন পূজক (ষোড়শ ঋত্বিক্, যজমান ও যজমান-পত্নী এবং সদস্য ও শমিতা—এই কুড়ি জন পূজক) এবং এক শত জন ঋষি অর্থ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এতদনুসারে এই মন্ত্রের যে সকল ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহার দুইটী আদর্শ (একটী বাঙ্গালা ও একটী ইংরাজী) নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। যথা,—

(১) "সহস্র মনুষ্য যুগপৎ ইন্দ্রকে অর্চ্চনা করিয়াছিল; বিংশতি সংখ্যক মনুষ্য তাঁহার স্তুতি করিয়াছিল; শতসংখ্যক (ঋষি) পুনঃপুনঃ ইন্দ্রের স্তব করিয়াছিল; ইন্দ্রের নিমিত্ত হব্য অন্ন ঊর্দ্ধে ধৃত হইয়াছিল; ইন্দ্র স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করিয়াছিলেন।"

(২) "Laud him a thousand all at once, shout twenty forth the hymn of praise.

Hundreds have sung aloud to him, to Indra hath the prayer been raised, lauding his own imperial sway."

প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহে প্রায় সকলেই মন্ত্রান্তর্গত ক্রিয়া-পদ-কয়েকটীকে অতীত-কালের পদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অপিচ, মন্ত্রটী সাধারণ-ভাবে ইন্দ্রের মাহাত্ম্য-প্রখ্যাপক বলিয়াই নির্দ্দেশিত হইয়াছে। পরন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহে ইন্দ্র-নামধেয় কোন নৃপতির প্রাধান্য-বিস্তারের প্রসঙ্গও উত্থাপিত হইতে পারে। প্রত্নতাত্ত্বিক যাঁহারা, ইন্দ্রদেবের পরিচালনাধীনে আর্য্যগণের [illegible]-কল্পনা [illegible]

পূর্ব-হেতু ইহাতে কর্ম্মণি [illegible] নিষ্ঠা। [illegible]
লোপ। 'গতিরনন্তরঃ' ইত্যাদি সূত্রে গতির [illegible]

পোষণ করিয়া থাকেন, এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাদি-উপলক্ষে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন,—'ইন্দ্র কর্তৃক ভারতে অনার্য্যগণ পর্য্যুদস্ত হইলে, সহস্র কণ্ঠে তাঁহার জয়ধ্বনি উঠিয়াছিল, ঋষিগণ তাঁহার বন্দনা করিয়াছিলেন।' তদনুসারে, ভারতে ইন্দ্রদেবের প্রাধান্য-বিস্তারই—স্বরাজ্য-প্রতিষ্ঠা।

যাহা হউক, আমাদিগের পরিগৃহীত ব্যাখ্যার যৌক্তিকতার বিষয় একটু আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথমতঃ, 'অর্চ্চত' ক্রিয়া-পদটীকে আমরা লোটের মধ্যম পুরুষের বহুবচনের পদ বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। ঐ পদকে কেন আমরা 'লঙের' (অতীত কালের) পদ বলিয়া গ্রহণ করিব? উহার প্রতিবাক্যে 'অপূজয়ন্' পদ গ্রহণ না করিয়া, আমরা তাই 'পূজয়ত' পদ গ্রহণ করিয়াছি। এতদনুসারে, মন্ত্রের প্রথম অংশ "সহস্রং সাকং অর্চ্চত" বাক্যাংশ, সম্বোধন-মূলক। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, সে সম্বোধ্য 'যূয়ং' পদ কাহাকে লক্ষ্য করিতেছে। আমরা বলি, ঐ মন্ত্রাংশ আত্মোদ্বোধন-মূলক; এখানে আপনার মনোবৃত্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়াই উপাসক তাহাদিগকে ভগবদর্চ্চনায় বিনিযুক্ত করিতেছেন। সে পক্ষে 'সহস্রং সাকং' পদদ্বয়ের ভাব সম্পূর্ণ বিভিন্ন-রূপ বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। অশেষ প্রকার উপচারের সহিত অথবা অশেষ প্রকার ত্যাগ-স্বীকারের সহিত ভগবানের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হওয়ার জন্যই এখানে মনোবৃত্তিসমূহকে উপাসক উদ্বুদ্ধ করিতেছেন; বলিতেছেন,—'হে আমার মনোবৃত্তিসমূহ! তোমরা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগশীল হইয়া ভগবানের পূজায় প্রবৃত্ত হও।' আমরা বলি, মন্ত্রাংশ এই অর্থই বিজ্ঞাপিত করিতেছে। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ—"পরিষ্টোভত বিংশতিঃ।" এখানেও দেখুন, এখানকার ক্রিয়া-পদ 'অর্চ্চত' ক্রিয়া-পদের ন্যায়ই নির্দ্দিষ্ট। অতএব বিংশতিসংখ্যক পুরুষ তাঁহার পূজা করিয়া-ছিল,—এরূপ অর্থের পরিবর্তে, আমরা নির্দ্দেশ করি, এখানেও সেই মনোবৃত্তি-সম্বোধনে ভগবৎপূজায় তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে। [illegible] দুই বিধ ভাব পরিগ্রহণ করিতে পারি। প্রথমতঃ, [illegible] মনোবৃত্তিসমূহকে [illegible] কার্য্য এবং [illegible] অর্থাৎ, আমাদিগের চিত্তবৃত্তিসমূহ [illegible] প্রাপ্ত হয়, সে পক্ষে

উদ্বোধনা প্রকাশ পাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ঐ 'বিংশতিঃ' পদে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় এবং ষড়রিপু অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। * চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়কে এবং ষড়রিপুকে—এই বিংশতিসংখ্যক (ভগবৎ-প্রাপ্তির) অন্তরায়কে সংযমন করিয়া, সর্ব্বতোভাবে ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হও,—"বিংশতিঃ পরি স্তোভত" বাক্যাংশে এই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আমরা "শতৈনমন্বনোনবুঃ" বাক্যাংশকে মন্ত্রার্থ-নির্দ্ধারণে মন্ত্রের তৃতীয় অংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। এই অংশের 'শতা' পদকে তৃতীয়া-বিভক্ত্যন্ত মনে করি। উহার ভাব—শত প্রকারে—বিবিধ উপায়ে। 'এনং' পদে সেই ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আসে। 'অনু' পদে তাঁহাকে অনুসরণে ভাব প্রাপ্ত হই। 'অনোনুবুঃ' পদ লোট অর্থে ব্যবহৃত বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়। তদনুসারে উহার প্রতিবাক্যে 'নমস্কুরুত' পদ গ্রহণ করিয়াছি। এই প্রকারে এই অংশের ভাব প্রাপ্ত হই, উপাসক আপনার মনোবৃত্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—'হে আমার মনোবৃত্তি-সমূহ! তোমরা সেই ভগবানের অনুসরণ-পূর্ব্বক বিবিধ প্রকারে তাঁহার প্রতি প্রণতি জ্ঞাপন কর।'

অবশিষ্ট—মন্ত্রের দুইটী অংশ—ছয়টী পদ। উহার প্রথম তিনটী পদে, "ইন্দ্রায় ব্রহ্ম উদ্যতং" বাক্যাংশে, ভগবন্মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইয়াছে। ইন্দ্রের উদ্দেশে—দেবতার উদ্দেশে, হবির্দ্দান করিলে, আত্মোৎসর্গে সমর্থ হইলে, ব্রহ্ম (পরমাত্মা) যে হৃদয়ে জাগরিত হয়েন, আনন্দময়ের আনন্দ-লীলা যে হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রকটিত হয়,—এই তত্ত্বই এখানে পরিবর্ণিত দেখি। 'উদ্যতং' পদে উদ্বুদ্ধ হওয়ার—জাগরিত হওয়ার—ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। উপরমার্থক যম-ধাতু ঐ পদের ব্যুৎপত্তি-মূল মনে করিলে, আনন্দময়ের ক্রীড়ার প্রসঙ্গ মনে পড়ে। তিনি যে তপঃ সাধকের মানস-মন্দিরে ক্রীড়াশীল হয়েন, সেই ভাবই এখানে প্রকটিত

* চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় বলিতে তিন প্রকার ইন্দ্রিয় অর্থ উপলব্ধ হয়। চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় ত্রিবিধ বিভাগে বিভক্ত; প্রথম—জ্ঞানেন্দ্রিয়, দ্বিতীয়—অন্তরেন্দ্রিয়, তৃতীয়—কর্ম্মেন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটী,—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। অন্তরেন্দ্রিয় চারিটী—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটী—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। ষড়রিপু,—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য।

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান্ ইন্দ্রদেব অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুর প্রভাবকে নাশ করেন এবং আপনার সামর্থ্যের বা প্রভাবের দ্বারা শত্রুর অর্থাৎ পাপের প্রভাবকে নাশ করেন; ভগবান্ ইন্দ্রদেবের সেই প্রসিদ্ধ শত্রুবলনাশ-সমর্থ শ্রেষ্ঠ শক্তি, অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুকে হনন করে এবং তাহাকে ইহলোক হইতে দূর করে; হে ভগবন্! এবম্প্রকারেই স্বরাজ্য (আপনার রাজত্ব—ভগবৎপ্রাধান্য) ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত হউক। (ভাব এই যে,—দেবতার বা দেবভাবের শক্তি অশেষ; তদ্দ্বারা পাপ নাশ প্রাপ্ত হয় এবং স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।)॥ (১ম—৮০সূ—১০ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইন্দ্রো বৃত্রস্যাসুরস্য তবিষীং বলং স্বকীয়েন বলেন নিরহন্। হতবান্। সহসা সহনেনাভিভবসাধনেনায়ুধেন সহোঽভিভবসাধনং বৃত্রায়ুধং নিরহন্। হতবান্। অস্যেন্দ্রস্য তৎ পৌংস্যং বলং মহৎ অতিপ্রৌঢ়ং। যস্মাদয়ং বৃত্রং জঘন্বান্ হতবান্। হত্বা চ তন্নিরুদ্ধা অপোঽসৃজৎ। তস্মাদ্বৃত্রান্নিরগময়ৎ। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ।

পৌংস্যং। পুংস অভিবর্দ্ধনে। চুরাদিঃ। অচো যদিতি যৎ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। জঘন্বান্। হন্তের্লিটঃ ক্বসুঃ। বিভাষা গমহনবিদেতীটো বিকল্পাদিডভাবঃ। অভ্যাসাচ্চেত্যভ্যাসাদুত্তরস্য হন্তের্হকারস্য ঘত্বং॥ (১ম ৮০সূ ১০ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য পঞ্চমে ত্রিংশো বর্গঃ॥ ১।৫।৩০॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ইন্দ্রঃ' ইন্দ্র 'বৃত্রস্য' অসুরের 'তবিষীং' বলকে আপনার বলের দ্বারা 'নিরহন্' হনন করিয়াছিলেন। 'সহসা' সহনের অর্থাৎ অভিভব-সাধন যুদ্ধের দ্বারা 'সহঃ' অভিভব-সাধক বৃত্রায়ুধকে 'নিরহন' অর্থাৎ নাশ করিয়াছিলেন; 'অস্য' সেই ইন্দ্রের 'তৎ পৌংস্যং' বল 'মহৎ' অতিপ্রৌঢ়; যাহা হইতে সেই 'বৃত্রং' বৃত্রকে 'জঘন্বান্' হনন করিয়াছিলেন; এবং হনন করিয়া তাহা কর্তৃক নিরুদ্ধ জল-সমূহকে 'অসৃজৎ' সেই বৃত্র হইতে নির্গমিত করাইয়াছিলেন। অংশ পূর্ব্ববৎ॥

পৌংস্যং। পুংস ধাতু অভিবর্দ্ধন অর্থ প্রকাশ করে। চুরাদিগণীয়; 'অচো যৎ' ইত্যাদি সূত্রে যৎ। 'যতোঽনাবঃ' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। জঘন্বান্। 'হন্তের' (হন্ ধাতুর) স্থলে লিটে ক্বসুঃ প্রত্যয়। 'বিভাষা গমহনবিদ' ইত্যাদি সূত্রে ইটের বিকল্প হেতু ইটের অভাব। 'অভ্যাসাচ্চ' ইত্যাদি সূত্রে অভ্যাসের উত্তরে, হন্তির (হন্ ধাতু) হকারের স্থানে ঘত্ব। (১ম—৮০সূ—১০ঋ)॥

ইতি প্রথম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ে ত্রিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৫।৩০॥

দশম (৮৭৪) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থের সহিত আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের প্রায়ই সাদৃশ্য আছে। পার্থক্য কেবল 'বৃত্রং' প্রভৃতি পদের তাৎপর্য্য-বিষয়ে। ইন্দ্রদেব আপনার বলের দ্বারা বৃত্রের বলকে নাশ করিয়াছিলেন, আপনার অস্ত্রের দ্বারা তিনি বৃত্রের অস্ত্রকে নষ্ট করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রভাবে বৃত্র নাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এবম্বিধ ভাবই এই মন্ত্রার্থে প্রচলিত আছে। অপিচ, 'অবসৃজৎ' পদ উপলক্ষে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, বৃত্রের নাশের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির জল নিপাতিত হইয়াছিল। ব্যাখ্যাদি দেখিয়া প্রথমে বৃত্রকে মনুষ্য-প্রকৃতি-বিশিষ্ট অসুর বলিয়া ধারণা জন্মে। পরিশেষে তাহা হইতে জল-নিঃসারণের বিষয় মনে করিয়া বৃত্র-শব্দে মেঘ অর্থ মনে আসে। ফলতঃ, কোথাও অসুর বা মনুষ্য-রূপে, কোথাও বা মেঘ রূপে, বৃত্র-শব্দ ব্যাখ্যাদিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; এবং তৎসম্বন্ধে নানা উপাখ্যান আসিয়া মন্ত্রার্থে সংযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা পূর্ব্বাপর ইন্দ্র ও বৃত্র শব্দে যে ভাব গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, এখানেও তাহারই যৌক্তিকতা দেখি। দেবত্বের প্রভাবে—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সমাবেশে—অজ্ঞানতা দূরে যায়, পাপ নাশপ্রাপ্ত হয়। এখানে সেই তত্ত্বই প্রখ্যাত দেখি। যেখানে হৃদয়ে দেবভাব জাগরূক দেখিবে, সেখানেই অজ্ঞানতা ও তজ্জনিত অসদ্ভাব নাশ প্রাপ্ত হইবে। যাহা শ্রেষ্ঠ দেবভাব, তাহা যে অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুকে নাশ করে, হৃদয় হইতে অজ্ঞানতাকে দূরীভূত করে, সেই তত্ত্বই এখানে পরিব্যক্ত দেখি। 'অবসৃজৎ' পদে ইহলোক হইতে দূর করার ভাব আসিয়া থাকে। ঐ পদে যদি নির্গমন অর্থও গ্রহণ করা যায়, সে পক্ষেও শুদ্ধ-সত্ত্বের নির্গমন ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। অজ্ঞানতা-দূরেই দেবত্ব বা শুদ্ধসত্ত্ব-প্রাপ্তি। স্বরাজ্য [illegible] প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলতঃ, দেবভাব যখন প্রবল হইয়া পশু-ভাবকে বা পাপকে বিদূরিত করিতে সমর্থ হয়, তখনই স্বরাজ্য আমাদিগের অধিগত হইয়া থাকে। [illegible] স্বরাজ্য। (১ম—৮০সূ—১০ঋ)॥

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অশীতিতমং সূক্তং। একাদশী ঋক্।)

ইমে চিত্তব মন্যবে বেপেতে ভিয়সা মহী।

যদিন্দ্র বজ্রিন্নোজসা বৃত্রং মরুত্বাঁ

অবধীরর্চ্চন্ননু স্বরাজ্যং ॥ ১১ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ইমে ইতি। চিৎ। তব। মন্যবে। বেপেতে ইতি। ভিয়সা। মহী ইতি।

যৎ। ইন্দ্র। বজ্রিন্। ওজসা। বৃত্রং। মরুত্বান্।

অবধীঃ। অর্চ্চন্। অনু। স্বঽরাজ্যং ॥ ১১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বজ্রিন্' (বজ্রবন্, পাপনাশায় দৃঢ়ায়ুধধারিন্) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'যৎ' (যদা) 'মরুত্বান্' (বিবেকরূপিণা দেবেন সহ) ত্বং 'ওজসা' (স্বকীয়েন প্রভাবেন, সত্ত্বপ্রাণাদি-বিস্তারেণ ইত্যর্থঃ) 'বৃত্রং' (অজ্ঞানতারূপং অসুরং পাপং চ) 'অবধীঃ' (হংসি), তদানীং 'তব মন্যবে' (ভবদীয়স্য কোপাৎ) 'ভিয়সা' (ভীত্যা) 'মহী' (মহত্যৌ) 'ইমে চিৎ' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ অপি, দ্যুলোকস্য ভূলোকস্য চ পাপপ্রাণাস্বং অজ্ঞানতা বা) 'বেপেতে' (কম্পেতে, বিচালয়তে); 'অনু' (অনুক্রমেণ, এবম্প্রকারেণৈব) 'স্বরাজ্যং' (আত্মনঃ স্বরাজ্যং, ভগবৎপ্রাধান্যং) 'অর্চ্চন্' (পূজয়ন্, প্রকটয়ন্, ইত্যর্থঃ প্রতিষ্ঠিতং ভবতু ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—বিবেকোন্মেষেণ তথা দেবভাববিকাশেন যদা অস্মাকং অজ্ঞানতা নাশপ্রাপ্তা ভবতি, তদা সর্ব্বত্রৈব পাপস্য আতঙ্কঃ বিচালয়তে। (১অ—৮০সূ—১১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

বজ্রবন্ অর্থাৎ পাপনাশে দৃঢ়ায়ুধধারী হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যখন বিবেকরূপী দেবগণের সহিত আপনি স্বকীয় প্রভাবের দ্বারা অর্থাৎ সত্ত্ব-প্রাধান্য বিস্তারের দ্বারা অজ্ঞানতা-রূপ অসুরকে বা পাপকে হনন করেন, তখন আপনার কোপ হইতে ভয় পাইয়া মহৎ এই দ্যাবাপৃথিবীও অর্থাৎ দ্যুলোকের ও ভূলোকের পাপপ্রাধান্য বা অজ্ঞানতা কম্পিত বিচালিত হয়; এবম্প্রকারেই স্বরাজ্য (আপনার রাজত্ব—ভগবৎপ্রাধান্য) ইহ-জগতে প্রতিষ্ঠিত হউক। (ভাব এই যে,—বিবেকোন্মেষে দেবভাব-বিকাশে যখন আমাদিগের অজ্ঞানতা নাশপ্রাপ্ত হয়, তখন সর্ব্বত্রই পাপের আসন বিচলিত হইয়া থাকে।)॥ (১ম—৮০সূ—১১ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

মহী মহত্যাবিমে দ্যাবাপৃথিব্যাবপি হে ইন্দ্র তব মন্যবে ত্বদীয় কোপাৎ ভিয়সা ভীত্যা বেপেতে। কম্পেতে। হে বজ্রিন্ বজ্রবন্নিন্দ্র! মরুত্বান্মরুদ্ভির্যুক্তস্ত্বমোজসা বলেন যদ্যদা বৃত্রমবধীঃ। তদানীং দ্যাবাপৃথিব্যাবপি ভয়েনাকম্পিষাতামিত্যর্থঃ॥

বেপেতে। টুবেপৃ কম্পনে। ভিয়সা। ঞিভী ভয়ে। ঔণাদিকঃ কসিপ্রত্যয়ঃ॥ ১১॥

একাদশ (৮৭৫) ঋকের বিশদার্থ।

—§:•:§—

এই মন্ত্রের মধ্যে বিশেষ কোনও জটিল পদ দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু কয়েকটী পদের তাৎপর্য্য বিষয়ে প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার মতানৈক্য দৃষ্ট হইবে। মূলে 'মরুত্বান্' পদ আছে। তাহা হইতে ঝড়ঝঞ্ঝাবাতের প্রতি লক্ষ্য দেখিতে পাই। কিন্তু সে পক্ষে ইন্দ্রের স্বরূপ কিছুই বুঝা যায় না। ঝড়ঝঞ্ঝাবাতের সহিত মিলিত হইয়া, সে কে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'মহী' মহৎ 'ইমে চিৎ' এই দ্যাবাপৃথিবীও হে 'ইন্দ্র'! 'তব মন্যবে' আপনার কোপ হইতে 'ভিয়সা' ভীত হইয়া 'বেপেতে' কম্পিত হয়; হে 'বজ্রিন্' বজ্রবন্ ইন্দ্র! 'মরুত্বান্' মরুদ্গণযুক্ত আপনি 'ওজসা' বলের দ্বারা 'যৎ' যখন 'বৃত্রং' বৃত্রকে 'অবধীঃ' বধ করিয়াছিলেন; তদানীং দ্যাবাপৃথিবীকেও ভয়ের দ্বারা কম্পিত করিয়াছিলেন—ইহাই অর্থ। বেপেতে। টুবেপৃ ধাতু কম্পনার্থক। ভিয়সা। ঞিভী ধাতু ভয়ার্থক। ঔণাদিক কসি প্রত্যয়। (১ম—৮০সূ—১১ঋ)।

তিনি—দ্যাবাপৃথিবী কম্পিত করেন? এ পক্ষে 'ইন্দ্র' পদের রূপক ভাঙ্গিয়া এক কল্পিত বস্তুর সম্বন্ধ-সংস্রব সূচনা করার আবশ্যক হয়। তার পর 'ইমে' পদে যে দ্যাবাপৃথিবী অর্থ পরিগৃহীত হয়, তাহারই বা মর্ম্ম কি? মেঘ এবং ঝড়ঝঞ্ঝাবাত উপস্থিত হইলে, পৃথিবীতে ও আকাশে যে বিপর্য্যয় ঘটে, এখানে তৎপ্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে বলিয়াই সাধারণতঃ সিদ্ধান্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু সে পক্ষেও রূপক স্বীকার ভিন্ন মন্ত্রার্থ নিষ্কাশন হয় না। তাহাতে বৃত্রাসুর মেঘ-মধ্যে গণ্য হয়; এবং অসুরকে হনন করা বলিতে মেঘ হইতে বারি-বর্ষণ করা অর্থ আসে।

যাহা হউক, আমরা কিন্তু সে অর্থে সঙ্গতি দেখি না। বৃত্রাসুর নিহত হইলে, মেঘ হইতে বারি-বর্ষণ ঘটিলে, কি প্রকারে স্বরাজ্য—ইন্দ্রের প্রাধান্য বিস্তৃত হয়, তাহা বুঝিয়া পাওয়া যায় না। তার পর, কোথাও বৃত্র নামক অসুরকে বা অনার্য্য রাজাকে জয় করিয়া আর্য্য দেবরাজ ইন্দ্র আপন আধিপত্য বিস্তার করেন—অর্থ পরিগৃহীত হইতে দেখি; আবার কোথাও বা মেঘ-বিদারণে বৃষ্টি পাতন অর্থ গ্রহণ করিতে দেখা যায়। ইহারই বা তাৎপর্য্য কি? কিন্তু আমরা যে দৃষ্টিতে অর্থ নিষ্কাশন করিতেছি, তৎপক্ষে প্রায়ই সঙ্গতি দেখিতে পাওয়া যাইবে। সে পক্ষে 'মরুত্বান্' পদে 'বিবেকরূপী দেবগণের সহিত যুক্ত' অর্থই সঙ্গত হয়। 'ওজসা' পদে ভগবানের যে প্রভাব বা শক্তি বুঝায়, তাহা সত্ত্ব-প্রাধান্য ভিন্ন অন্য আর কি হইতে পারে? সত্ত্বপ্রাধান্য হইলে, হৃদয়ে দেবভাব বিকাশ পাইলে, বৃত্র বা অজ্ঞানতা-রূপ অসুর স্বতঃই নাশ প্রাপ্ত হয়। সেই ভাবই "মরুত্বান্ ওজসা বৃত্রং অবধীঃ" বাক্যাংশে প্রকটিত আছে। সে অবস্থায়, অর্থাৎ যখন অজ্ঞানতা দূর হয়—পাপের প্রাধান্য দূরে যায়, তখন এ সংসারে যেখানে যেখানে যে সকল কর্ম্মে পাপের প্রাধান্য আছে, তাহা বিচালিত হইয়া পড়ে। "তব বজ্রবে" হইতে "বেপেতে" পর্য্যন্ত বাক্যাংশে সেই ভাব প্রকটিত দেখি। যখন সংসারে এই অবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়, অর্থাৎ পাপ যখন কম্পমান্ হইয়া সংসার হইতে লুকাইবার চেষ্টা পায়, সেই সময়ই সংসারে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। মন্ত্র তাহাই দ্যোতনা করিতেছে। (১ম—৮০সূ—১১ঋ)।

— • —

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অশীতিতমং সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্।)

ন বেপসা ন তন্যতেন্দ্রং বৃত্রো বি বীভয়ৎ।

অভ্যেনং বজ্র আয়সঃ

সহস্রভৃষ্টিরায়তার্চন্ননু স্বরাজ্যং ॥ ১২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ন। বেপসা। ন। তন্যতা। ইন্দ্রং। বৃত্রঃ। বি। বীভয়ৎ।

অভি। এনং। বজ্রঃ। আয়সঃ।

সহস্রভৃষ্টিঃ। আয়ত। অর্চন্। অনু। স্বরাজ্যং ॥ ১২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃত্রঃ' (অজ্ঞানতারূপঃ অসুরঃ, পাপং ইত্যর্থঃ) 'বেপসা' (স্বকীয়েন কোপেন প্রভাবেন বা) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং, প্রকৃষ্টং দৈববলং ইত্যর্থঃ) 'ন বীভয়ৎ' (ভয়প্রদর্শনসমর্থঃ ন ভবতি, বিচালয়িতুং ন শক্নোতি ইত্যর্থঃ) তথা 'তন্যতা' (স্বকীয়েন ঘোষেণ গর্জনেন, ইহজগতি আত্মবিস্তারেণৈব ইতি ভাবঃ) 'ন বি' (ন বীভয়ৎ, ভয়প্রদর্শনসমর্থঃ ন ভবতি, দেবশক্তিং বিচালয়িতুং ন শক্নোতি ইতি ভাবঃ); পরন্তু 'এনং' ([illegible] অজ্ঞানতারূপং অসুরং—হননায় ইতি যাবৎ) 'অভি' (তস্য আভিমুখ্যেন) [illegible] ([illegible], অভিবর্তমানঃ) 'সহস্রভৃষ্টিঃ' (বহুভিঃ ধারাভিঃ যুক্তঃ, অশেষপ্রকারেণ [illegible]) 'বজ্রঃ' (ভগবতঃ প্রেরিতঃ পাপনাশকঃ অস্ত্রঃ এব) 'আয়ত' ([illegible] ইত্যর্থঃ)। 'অনু' ([illegible], এবম্প্রকারেণৈব) 'স্বরাজ্যং'

(আত্মনঃ রাজত্বং, ভগবৎপ্রাধান্যং) 'অর্চ্চন' (পূজয়ন্, প্রকটয়ন্, ইহজগতি প্রতিষ্ঠিতং ভবতু ইত্যর্থঃ)। যদা দেবভাবস্য সংঘর্ষেণ পাপস্য প্রভাবং খর্ব্বয়তি, তদৈব ইহজগতি স্বরাজ্যং প্রতিষ্ঠিতং ভবতি—ইতি ভাবঃ। (১ম—৮০সূ—১২ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

অজ্ঞানতা-রূপ অসুর (পাপ) আপনার প্রভাবের দ্বারা ভগবান্ ইন্দ্র-দেবকে (প্রকৃষ্ট দৈববলকে) ভয়প্রদর্শনে সমর্থ হয় না, অর্থাৎ বিচালিত করিতে পারে না; এবং তাহার গর্জ্জনেও (ইহজগতে তাহার আত্ম-বিস্তারের দ্বারাও) দেবশক্তিকে বিচালিত করিতে সমর্থ হয় না; পরন্তু, এই বৃত্রকে (অর্থাৎ অজ্ঞানতা-রূপ অসুরকে) হননের নিমিত্ত, তাহার অভিমুখে লৌহময় (অতিকঠোর) বহুধারাযুক্ত (অর্থাৎ অশেষ প্রকারে পাপের প্রভাব-নাশে সমর্থ) বজ্রই (অর্থাৎ ভগবানের প্রেরিত পাপনাশক অস্ত্র,) প্রধাবিত হয়; এই প্রকারেই স্বরাজ্য (আপনার রাজত্ব—ভগবৎ-প্রাধান্য) ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত হউক। (ভাব এই যে,—যখন দেবভাবের সংঘর্ষের দ্বারা পাপের প্রভাব খর্ব্ব হয়, তখনই ইহজগতে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।)॥ (১ম—৮০সূ—১২)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

বৃত্র ইন্দ্রং বেপসা স্বকীয়েন বেপনেন কম্পনেন ন বিবীভয়ৎ। ভীতং নাকরোৎ। তথা তন্যতা স্বকীয়েন ঘোরেণ গর্জ্জনশব্দেন ন বিবীভয়ৎ। অপি চ। ইন্দ্রেণ বিসৃষ্ট আয়সোঽ-য়োময়ঃ সহস্রভৃষ্টিরনেকাভির্ধারাভির্যুক্তো বজ্র এনং বৃত্রং অভ্যায়ত। হননায়াভিমুখ্যেনা-গচ্ছৎ। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ।

তন্যতা স্তন শব্দে। যতস্ত্রীত্যাদিনা তন্যোতেৰ্বিধীয়মানো যতুচ. বহুলবচনাদস্মাদপি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'বৃত্র' বৃত্র 'ইন্দ্রং' ইন্দ্রকে 'বেপসা' আপনার বেপনের বা কম্পনের দ্বারা 'ন বিবীভয়ৎ' ভীত করিতে পারিয়াছিল না; এবং 'তন্যতা' আপনার ঘোর গর্জ্জন-শব্দের দ্বারাও 'ন' ভীত করিতে পারিয়াছিল না; অপিচ, ইন্দ্র কর্তৃক বিসৃষ্ট 'আয়সঃ' অয়োময় (লৌহময়) 'সহস্রভৃষ্টিঃ' অনেক ধারাসমূহ দ্বারা যুক্ত 'বজ্রঃ' বজ্র 'এনং' এই বৃত্রকে 'অভ্যায়ত' [illegible] অভিমুখে আসিয়াছিল। অন্য অংশ পূর্ববৎ।

তন্যতা। স্তন ধাতু শব্দার্থক। '[illegible]' ইত্যাদি দ্বারা তন্যোতে বিধীয়মান [illegible]

স্তবতি। অত এব সলোপশ্চ। সুপাং সুলুগিতি তৃতীয়ায়া ডাদেশঃ। উদাত্ত-নিবৃত্তিস্বরেণ তস্যোদাত্তত্বং। বীভয়ৎ। ঞিভী ভয়ে। হেতুভয়াভাবাদ্বিভেতের্হেতুভয়ে। পা০ ৬।১।৫৬ ইত্যাত্বাভাবঃ। ণ্যন্তাদ্লুঙি চেঙ্শ্চঙাদি। • আয়ত। অয় পয় গতৌ। ভীবাদিরাত্মনেপদী। (১ম-৮০সূ—১২ঋ)॥

দ্বাদশ (৮৭৬) ঋকের বিশদার্থ।

—০:§:§:০—

বৃত্রাসুরের ক্রোধে এবং গর্জ্জনে ইন্দ্র ভয়প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু তাঁহারই বজ্র বৃত্রকে হনন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এইরূপে ইন্দ্রের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মন্ত্রের যে সকল অর্থ প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা সাধারণতঃ এই ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ মন্ত্রের একটী বাঙ্গলা ও একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

(১) "বৃত্র স্বীয় কম্পন বা গর্জ্জনের দ্বারা ইন্দ্রকে ভীত করে নাই; ইন্দ্রের লৌহময়, ও সহস্রধারাযুক্ত বজ্র বৃত্রকে আক্রমণ করিল; (ইন্দ্র) স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করিলেন।"

(2) "But Vritra scared not Indra with his shaking or his thunder-roar.

On him that iron thunderbolt feel fiercely with its thousand points, lauding his own imperial sway."

স্তবন। বহুল-বচন-হেতু এইরূপও হয়। অতঃপর স-লোপ। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে তৃতীয়ায় ডা আদেশ। উদাত্ত-নিবৃত্তি-স্বরের দ্বারা তাহার উদাত্তত্ব। বীভয়ৎ। ঞিভি ধাতু ভয়ার্থক। হেতুভয়াভাবনিবন্ধন 'বিভেতের্হেতুভয়ে' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৬।১।৫৬) আত্বের অভাব। ণ্যন্ত-হেতু লুঙে চেঙ্শ্চঙাদি। আয়ত। অয় ও পয় ধাতু গত্যর্থক। ভ্বাদিগণীয় আত্মনেপদী। (১ম—৮০সূ—১২ঋ)।

• বোম্বাই প্রদেশের মুদ্রিত পুস্তকে 'বীভয়ৎ' পদের ব্যুৎপত্তি-সম্বন্ধে সায়ণ-ভাষ্যে নিম্নরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। যথা,—"বীভয়ৎ ঞিভী ভয়ে হেতুমতি ণিচ অত্র বেপন-জন্যভয়াৎ ভয়ং ন হেতোঃ বৃত্রাদিতিহেতুভয়া ভাবাদ্বিভেতের্হেতুভয়ইত্যাত্বাভাবেই ণ্যন্তাল্লুঙিতে চুঙাদি।"

পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋকে বৃত্র মেঘ-রূপে পরিকল্পিত হইয়াছিল। কিন্তু এখানকার ব্যাখ্যায় বৃত্র মনুষ্যপ্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়া দাঁড়াইল। ব্যাখ্যার এইরূপ অসামঞ্জস্য-নিবন্ধন আমাদিগকে অন্যপথ অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

অজ্ঞানতার প্রভাব—অসদ্বৃত্তিসমূহের শক্তি, প্রকৃষ্ট দেবভাবকে কখনও পর্য্যুদস্ত করিতে পারে না। অসদ্বৃত্তির প্রভাব যতই ইহজগতে বিস্তৃতি-লাভ করুক না কেন, কিন্তু দেবত্বকে—শুদ্ধসত্বকে কদাচ সে পরিম্লান করিতে সমর্থ হয় না। অজ্ঞানতা বা পাপ যতই প্রবল হউক না কেন, দেবত্বের নিকট বা শুদ্ধসত্বের নিকট তাহার প্রাবল্য কখনও তিষ্ঠিতে পারে না। পরন্তু দেবভাব বা সত্বভাব আপনার প্রাধান্য-বিস্তারের দ্বারা অজ্ঞানতাকে বা পাপকে ধ্বংস করিয়া ফেলে। আমরা মনে করি, এই ভাবই এখানে পরিব্যক্ত।

এ পক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখুন, সেই যে বজ্র—যাহা অজ্ঞানতা-রূপ অসুরের প্রতি প্রযুক্ত হয়, তাহা যে বহুমুখী এবং অতি-কঠোর, কিরূপে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। বলা হইয়াছে,—সে বজ্র—'সহস্রভৃষ্টিঃ' ও 'আয়সঃ'। পাপ নানা দিক্ দিয়া নানা ভাবে মানুষকে আক্রমণ করিতে আসে। সহস্র পথে তাহার আগমন। সুতরাং তাহার নিবৃত্তি-পক্ষে সহস্র পথের সহস্র প্রতিবন্ধক দূর করা আবশ্যক। তাই দেবতার অস্ত্র—'সহস্রভৃষ্টিঃ'। যে দিক্ দিয়া যে ভাবেই পাপের প্রভাব আত্ম-বিস্তারের চেষ্টা করুক না কেন, সকল দিকেই ভগবানের আয়ুধ—দেবতার বজ্র—তাহাকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। তার পর, দেখুন—সে আয়ুধ বড় সহজ নহে। তাহা 'আয়সঃ' অর্থাৎ অতি-কঠোর।

মন্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে যথাক্রমে দুই ভাবের ভোতনা দেখি। সংসারে যখন প্রথম অবস্থা প্রকটিত হয় অর্থাৎ পাপ যখন দেবত্বকে অভিভূত করিতে পারে না, অথচ দেবত্বের প্রভাবে যখন পাপকে পর্য্যুদস্ত হইতে হয়; তখনই এ সংসারে স্বরাজ্য অর্থাৎ ভগবৎ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার এই এক প্রকৃষ্ট লক্ষণ। (১ম—৮০সূ—১২ঋ)।

যদা ত্বং খর্ব্বয়সি, তদা দ্যুলোকাৎ শুদ্ধসত্ত্বস্য প্রবাহঃ ইহজগতি প্রবহতি, তেন স্বরাজ্যং চ প্রতিষ্ঠিতং ভবতি—ইতি ভাবঃ ॥ (১ম—৮০সূ—১৩ঋ) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনি যখন আপনার বজ্রের দ্বারা পাপনাশক আয়ুধের দ্বারা অজ্ঞানতা-রূপ অসুরকে (পাপকে) এবং তাহার আয়ুধকে (মোহ-প্রলোভনাদিকে) সম্যগ্‌রূপে ভগ্ন করেন, তখন হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! সর্পপ্রকৃতিবিশিষ্ট সেই ক্রূর শত্রু পাপকে হননের জন্য ইচ্ছুক আপনার শক্তি (শবোপর আমাদিগের মধ্যে সঞ্চারিত আপনার বল) দ্যুলোক হইতে ইহলোকে ব্যাপ্ত হয়; এবম্প্রকারেই স্বরাজ্য (আপনার রাজত্ব—ভগবৎপ্রাধান্য) ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত হউক। (ভাব এই যে,—পাপের প্রভাবকে এবং মোহপ্রলোভনাদি তাহার আয়ুধকে যখন আপনি খর্ব্ব করেন, তখন দ্যুলোক হইতে শুদ্ধসত্ত্বের প্রবাহ ইহজগতে প্রবাহিত হয় এবং তাহাতে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।) ॥ (১ম—৮০সূ—১৩ঋ) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র যত্তদা বৃত্রং তব হননার্থং তেন সৃষ্টামশনিং চ ত্বং বজ্রেণ সমস্যাপয়ং। সমাক্‌ প্রাহার্ষীঃ। তদানীমহিমাগত্য হন্তারং বৃত্রং জিঘাংসতো হন্তমিচ্ছতস্তে তব শবো বলং দিবি ববধে। বহুমনুষ্যাক্তং ব্যাপ্তমাসীৎ। শিষ্টং পূর্ব্ববৎ।

জিঘাংসতঃ। হন্তেরিচ্ছায়াং সন্‌ অজ্‌ঝনগমাং সনীত্যুপধাদীর্ঘত্বং। ববধে বধ বন্ধনে। কর্ম্মণি লিটি ব্যত্যয়েন হলাদিশেষাভাবঃ ॥ (১ম—৮০সূ—১৩ঋ) ॥

• • •

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'ইন্দ্র' ইন্দ্র! 'যৎ' যখন 'বৃত্রং' বৃত্রকে 'তব' আপনার হননার্থক তৎকর্তৃক সৃষ্ট 'অশনিং' বজ্রকে 'বজ্রেণ' বজ্রের দ্বারা 'সমস্যাপয়ঃ' সম্যক্‌রূপে প্রহার করিয়াছিলেন, তদানীং 'অহিং' অহির নিকট আসিয়া হন্তা বৃত্রকে 'জিঘাংসতঃ' হনন করিতে ইচ্ছুক 'তে' আপনার 'শবঃ' বল 'দিবি' 'ববধে' দ্যুলোকে বহু অনুষ্যাক্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ।

জিঘাংসতঃ। হননেচ্ছু ইচ্ছার্থে সন্‌ প্রত্যয়। 'অজ্‌ঝনগমাং সনি' ইত্যাদি সূত্রে উপধার দীর্ঘত্ব। ববধে। বধ্‌ধাতু বন্ধনার্থক, কর্ম্মণিবাচ্যে লিটের ব্যত্যয়ের দ্বারা হলাদি শেষের অভাব। (১ম—৮০সূ—[illegible]ঋ)

ত্রয়োদশ (৮৭৭) ঋকের বিশদার্থ।

——§: • :§——

এই মন্ত্রে একটী 'বৃত্রং' এবং একটী 'অহিং' পদ আছে। তদুপলক্ষে ব্যাখ্যাদিতে একটু সংশয়ের ভাব দেখিতে পাই। মনে হয়—তবে বৃত্র আর অহি কি স্বতন্ত্র? তার পর, মন্ত্রের মধ্যে একটী ভ্রমসম্ভাবমূলক পদ আছে—'দিবি'। সপ্তম্যন্ত ঐ পদে 'আকাশে' অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। এই প্রকারে এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার দুইটী আদর্শ নিয়ে প্রকাশ করিতেছি। যথা,—

(১) "হে ইন্দ্র! যখন তুমি বৃত্রকে প্রহার করিয়াছিলে ও তাহার বজ্রকে প্রহার করিয়াছিলে, তখন তুমি অহির বধে কৃতলক্ষ হইলে তোমার বল আকাশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল; তুমি স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করিয়াছিলে।"

(2) "When with the thunder thou didst make thy dart and Vritra meet in war,

Thy might, O Indra, fain to slay the Dragon, was set firm in heaven, lauding thine own imperial sway."

উদ্ধৃত দ্বিবিধ অনুবাদেই, বিশেষতঃ ইংরাজী অনুবাদের 'ড্রাগন' প্রতিবাক্যে, অহি যেন বৃত্র হইতে স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্যত্র আবার 'অহি' এবং 'বৃত্র' অভিন্ন হইয়া আছে। আমাদিগের ব্যাখ্যায় আমরা উভয়কেই—নামান্তরে রূপান্তরে প্রকটিত উভয়কেই—অভিন্ন বলিয়া মনে করি। অতঃপর, তাহাদিগের অস্ত্রই বা কি, এবং তাহাদিগকে প্রহার করাই বা কি, এবং যে শক্তি দ্বারা তাহারা পর্য্যুদস্ত হয়—তাহাই বা কি, তাহা একটু বিশ্লেষণ করা যাইতেছে। প্রায়শঃ ভাষ্যের অনুসরণেই আমরা মর্ম্মার্থ নিষ্কাশন করিয়াছি।

অস্ত্রবাচক দুইটী পদ মন্ত্রের মধ্যে দৃষ্ট হয়। তাহার একটী—'বজ্রেণ'; অপরটী—'অশনিং'। অস্ত্রবাচক ঐ দুই পদ দুই জনের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। 'বজ্রেণ' পদে 'ইন্দ্রের অস্ত্রের দ্বারা' অর্থ আসে। 'অশনিং' পদে 'বৃত্রের অস্ত্রকে' লক্ষ্য করে। এখন বুঝিয়া দেখুন—দেবতার যে অস্ত্র, তাহাই বা কি প্রকার? এবং অসুরের যে অস্ত্র, তাহাই বা কি প্রকার? দেবতার অস্ত্র—পাপনাশক আয়ুধ—শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাব। আর,

অসুরের বা পাপের অস্ত্র—মোহপ্রলোভনাদি রিপুর প্রাধান্য। যেখানে সত্ত্বভাবের প্রাধান্য, সেখানে মোহপ্রলোভনাদি পাপ-প্রভাব লোপপ্রাপ্ত হয়। তাই বলা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! যখন আপনি আপনার বজ্রের দ্বারা বৃত্রের অশনিকে প্রহার করেন অর্থাৎ ভগ্ন করেন।'

ইন্দ্রের বজ্রে যখন বৃত্রের অশনি ভগ্ন হয়, তখন কি হয়? মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে "ইন্দ্র অহিং জিঘাংসতঃ দিবি শবঃ ববধে" বাক্যাংশে তাহাই প্রখ্যাত হইয়াছে। এই অংশের 'শবঃ' পদের মর্ম্ম অনুধাবনীয়। ঐ পদে 'বল' অর্থ দ্যোতনা করে। কিন্তু সে বল—কি প্রকার? আমরা বলি, ঐ পদে এই শবোপম আমাদিগের মধ্যে সঞ্চারিত যে ভগবচ্ছক্তি, তাহারই প্রতি লক্ষ্য আসে। 'শবঃ' পদের অন্যত্র প্রয়োগেও এই মর্ম্মই পাইয়াছি। সর্পপ্রকৃতিবিশিষ্ট ক্রূর যে শত্রু অর্থাৎ আমাদিগের অন্তরস্থিত কামক্রোধাদি রিপুগণের উচ্ছৃঙ্খলার ফলে সঞ্চিত যে পাপ, তাহা নাশ প্রাপ্ত হয় কি প্রকারে? হৃদয়ে ভগবৎপ্রদত্ত শক্তির সঞ্চারই তাহার মূলীভূত নহে কি? ভগবানের যে শক্তি—দেবভাবের যে প্রভাব—আমাদিগের মধ্যে জাগিয়া উঠে, তদ্দ্বারাই ক্রূর রিপুগণের বিনাশ-সাধন হয়। এ অংশে এই ভাবেরই অধ্যাস দেখি। এই অংশের 'দিবি' পদে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিলে, পঞ্চমীর স্থলে সপ্তমী হইয়াছে মনে করিলে, ভাবার্থে সমীচীনতা উপলব্ধ হয়। অথবা, ঐ পদে দ্বিতীয়া বিভক্তি স্বীকার করিলেও ভাব-সঙ্গতি দেখিতে পাই। দ্যুলোক হইতে আসিয়া স্বর্গের শ্রেষ্ঠ শক্তি ইহলোকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে—এই এক ভাব এই অংশে প্রাপ্ত হইতে পারি; আর এক ভাব—ইহজগতে আমাদিগের প্রাপ্ত (ভগবান্ হইতে) শক্তি দ্যুলোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে। সংসারে যখন এই ভাবের বিকাশ হয়; পাপের প্রভাব যখন পুণ্যের প্রতিষ্ঠার খর্ব হইয়া পড়ে, আর যখন আমাদিগের হৃদয়ের মধ্যে ভগবানের শক্তির উদ্বুদ্ধ হয়, এবং তদ্দ্বারা পাপ-ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; তখনই ইহজগতে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহারই নাম স্বরাজ্য—ইহাই সংসারে স্বরাজ্যপ্রতিষ্ঠা। ([illegible])।

চতুর্দ্দশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অশীতিতমং সূক্তং। চতুর্দ্দশী ঋক্।)

অভিষ্টনে তে অদ্রিবো যৎ স্থা জগচ্চরেজতে।

ত্বষ্টা চিত্তব মন্যব ইন্দ্র বেবিজ্যতে

ভিয়ার্চ্চন্ননু স্বরাজ্যং ॥ ১৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অভিঽস্তনে। তে। অদ্রিঽবঃ। যৎ। স্থাঃ। জগৎ। চ। রেজতে।

ত্বষ্টা। চিৎ। তব। মন্যবে। ইন্দ্র। বেবিজ্যতে।

ভিয়া। অর্চ্চন্। অনু। স্বঽরাজ্যং ॥ ১৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অদ্রিবঃ' (পাপনাশায় পাষাণবৎ কঠোর হে দেব) 'তে' (তব) 'অভিষ্টনে' (সিংহনাদে প্রভাববিস্তারে সতি) 'স্থাঃ' (স্থাবরং) 'জগৎ' (জঙ্গমং) 'যৎ' (যদস্তি, সর্ব্বং এব 'রেজতে' (কম্পতে) ; 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) ত্বমেব 'ত্বষ্টা' (পরিত্রাণকারী দেবঃ ভবসি ইতি শেষঃ ; 'চিৎ' (তথা) 'তব' (ভবদীয়স্য) 'মন্যবে' (কোপায়—পাপদূরীকরণ বিভীষিকয়া ইতি যাবৎ) 'ভিয়া' (ভীত্যা) 'বেবিজ্যতে' (ভৃশং কম্পতে—সর্ব্বং জগৎ ই যাবৎ), 'অনু' (অনুক্রমেণ, এবম্প্রকারেণৈব) 'স্বরাজ্যং' (আত্মনঃ রাজত্বং, ভগব প্রাধান্যং) 'অর্চ্চন্' (পূজয়ন্, প্রকটয়ন্, ইহজগতি প্রতিষ্ঠিতং ভবতু ইত্যর্থঃ)। লোকান্ পরিত্রাণায় ভগবতঃ পাপনাশকঃ যঃ প্রভাবঃ সর্ব্বান্ প্রকম্পয়তি, তেনৈব ইহজগতি স্বরাজ প্রতিষ্ঠিতং ভবতি ইতি ভাবঃ)। (১ম—৮০সূ—১৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

পাপনাশের নিমিত্ত পাষাণবৎ কঠোর হে দেব! আপনার সিংহনাদে অর্থাৎ প্রভাব বিস্তার হইলে, স্থাবর জঙ্গম সকলই কম্পিত হয়। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি পরিত্রাণকারী দেবতা হয়েন, এবং আপনার কোপের জন্য—পাপ-দূরীকরণের নিমিত্ত বিভীষিকার দ্বারা—ভীত হইয়া, সকল জগৎ দারুণ কম্পিত হয়; এবম্প্রকারে স্বরাজ্য (আপনার রাজত্ব—ভগবৎপ্রাধান্য) ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত হউক। (ভাব এই যে,—লোকগণের পরিত্রাণের জন্য ভগবানের পাপনাশক যে প্রভাব সকলকে প্রকম্পিত করে, তদ্দ্বারাই ইহজগতে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।)॥ (১ম—৮০সূ—১৪ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অদ্রিবো বজ্রবন্নিন্দ্র তে তবাভিষ্টনে সিংহনাদে সতি স্থাঃ স্থাবরং জগজ্জঙ্গমং চ যদস্তি তদুভয়ং রেজতে কম্পতে। ত্বষ্টাচিৎ বজ্রনির্মাতা ত্বষ্টা চ তব মন্যবে ত্বদীয়ায় কোপায় ভিয়া ভীত্যা বেবিজ্যতে ভৃশং কম্পতে। অন্যৎ সমানং।

স্থাঃ। তিষ্ঠতেঃ কিপ্ চেতি কিপ্। বেবিজ্যতে। ওবিজী ভয়চলনয়োঃ। অস্মাৎ ক্রিয়াসমভিহারে যঙ্। সন্যঙোরিতি দ্বির্ভাবঃ। অনুপদেশাসার্বধাতুকাস্বরাভাবে যঙ্ এব স্বরঃ শিষ্যতে। ইন্দ্রেত্যস্য পাদাদৌ বর্ত্তমানস্যামন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবদিত্যবিদ্যমানবত্বে সত্যস্য পাদাদিত্বাদপাদাদাবিতি পর্য্যুদাসান্নিঘাতাভাবঃ॥ (১ম—৮০সূ—১৪ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'অদ্রিবঃ' বজ্রবন্ ইন্দ্র! 'তে' আপনার 'অভিষ্টনে' সিংহনাদ উপস্থিত হইলে 'স্থাঃ' স্থাবর 'জগৎ' এবং জঙ্গম 'যৎ' যাহা আছে, সেই উভয়কেই 'রেজতে' কম্পিত হয়। 'ত্বষ্টা চিৎ' এবং বজ্রনির্মাতা ত্বষ্টা 'তব মন্যবে' আপনার কোপের নিমিত্ত 'ভিয়া' ভীত হইয়া 'বেবিজ্যতে' দারুণ কম্পিত হয়। অন্য অংশ পূর্ববৎ।

স্থাঃ। 'তিষ্ঠতি'র স্থলে 'কিপ্ চ' ইত্যাদি সূত্রে [illegible]। বেবিজ্যতে। ওবিজী ধাতু ভয় ও চলনার্থক। তাহাতে ক্রিয়াসমভিহারে যঙ্। 'সন্যঙোঃ' ইত্যাদি সূত্রে দ্বির্ভাব। অনুপদেশ-হেতু [illegible] যঙ্। যঙেরই স্বর অবশিষ্ট আছে। ইন্দ্র এই পদ [illegible] পাদাদিতে বর্ত্তমান, তাহার 'আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবৎ' ইত্যাদি সূত্রে বিদ্যমান-বৎ হওয়ায়, [illegible] 'অপাদৌ' ইত্যাদি সূত্রে পর্য্যুদাস-হেতু নিঘাতের অভাব। (১ম—৮০সূ—১৪ঋ)।

চতুর্দ্দশ (৮৭৮) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের প্রথম চরণের অর্থ-সম্বন্ধে ভাষ্যের সহিত প্রায়ই আমাদিগের মত-পার্থক্য ঘটে নাই। তবে ভাষ্যকারের পরিগৃহীত ভাবার্থের সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যায় সামান্য ভাব-পার্থক্য ঘটিয়াছে। এক একটী পদের বিশ্লেষণ করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে। প্রথম—'অদ্রিবঃ' পদ। ঐ পদের অর্থ ভাষ্যকার পূর্ব্বে (এই সূক্তেরই সপ্তম ঋকে) একরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন; আবার এখানে আর একরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। সেখানে (সপ্তম ঋকে) 'অদ্রিবঃ' পদের ভাষ্যানুসারী অর্থ ছিল—'মেঘবাহন'; এখানে 'অদ্রিবঃ' পদে তিনি অর্থ লিখিয়াছেন—'বজ্রবন্'। আমরা উভয়ত্র একই অর্থের—একই ভাবের সঙ্গতি দেখি। পাপ-নাশের জন্য যিনি পাষাণের ন্যায় দৃঢ় অস্ত্রধারী, তিনিই 'অদ্রিবঃ' পদে অভিহিত হইয়া থাকেন। দ্বিতীয়—'অভিষ্টনে' পদ। ঐ পদে 'সিংহনাদে' অর্থ হইতেই 'প্রভাব-বিস্তারে' ভাব প্রাপ্ত হই। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম চরণে—'বজ্রবন্ হে ইন্দ্র! তোমার সিংহনাদে স্থাবর-জঙ্গম কম্পিত হয়'—এই যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার পরিবর্ত্তে আমরা অর্থ প্রাপ্ত হই,—'পাপনাশে দৃঢ় অস্ত্রধর হে ভগবন্! আপনার প্রভাব বিস্তৃত হইলে স্থাবর জঙ্গম সকলই কাঁপিয়া উঠে।' অর্থাৎ, যেখানে যেখানে পাপের প্রাধান্য বিস্তৃত ছিল, ভগবৎ-প্রভাবে সে সকল স্থলেই তাহ বিচলিত হইয়া পড়ে।

একণে মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটীর বিষয় অনুধাবনীয়। ঐ চরণে প্রচলিত অর্থ এই যে,—'ইন্দ্রের প্রতাপে বজ্রনির্ম্মাতা ত্বষ্টাকেও প্রকম্পি হইতে হয়।' আমরা কিন্তু মনে করি, এই অংশে সম্পূর্ণ অন্য ভা প্রকটিত রহিয়াছে। ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটীকে আম তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। অপিচ, 'ত্বষ্টা' পদে 'পরিত্রাণকা দেবতা' অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ বিষয় পূর্ব্বেও আমরা আলোচ করিয়াছি। এখানে, 'ইন্দ্র ত্বষ্টা' এই দুই পদে, ইন্দ্রদেবকে ত্বষ্টা পরিত্রাণকারী বলা হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। তাঁহার 'মন্য [illegible] ভাব এই যে, পাপ অর্থাৎ [illegible]

দূরীকরণের জন্য দেবশক্তির যে প্রবল আক্রমণ, তাহাতে সংসার প্রকম্পিত হয়—পাপ পর্য্যুদস্ত হয়। দেবতা যখন পরিত্রাণকারী হইয়া পাপনাশে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েন, তখনই সংসারে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই ভাবই এই মন্ত্রে পরিস্ফুট দেখিতে পাই। (১ম—৮০সূ—১৪ঋ) ॥

—— • ——

পঞ্চদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অশীতিতমং সূক্তং। পঞ্চদশী ঋক্।)

নহি নু যাদধীমসীন্দ্রং কো বীর্য্যাপরঃ।

তস্মিন্নৃম্ণমুত ক্রতুং দেবা ওজাংসিং

সন্দধুরর্চ্চন্ননু স্বরাজ্যং ॥ ১৫ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

নহি। নু। যাৎ। অধিইমসি। ইন্দ্রং। কঃ। বীর্য্যা। পরঃ।

তস্মিন্। নৃম্ণং। উত। ক্রতুং। দেবাঃ। ওজাংসি।

সং। দধুঃ। অর্চ্চন্। অনু। স্বরাজ্যং। ১৫।

• • •

সর্ব্বানুসারিণী-ব্যাখ্যা

'যাৎ' (সর্ব্বত্র ব্যাপ্য বর্ত্তমানং, সর্ব্বব্যাপিনং) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'নু' (ক্ষিপ্রং, সহসা) 'নহি অধীমসি' (বয়ং ন অবগচ্ছামঃ); 'বীর্য্যা' (বীর্য্যেণ শক্ত্যা বা) 'কঃ' (কঃ অন্যঃ) 'পরঃ' (পরতঃ, [illegible] অবস্থিতং তং) জানাতি ইতি শেষঃ; 'দেবাঃ' ([illegible] দেবভাবাঃ) 'তস্মিন্' (ভগবতি) 'নৃম্ণং' (শ্রেষ্ঠং ধনং) 'উত' (অপি) 'ক্রতুং' ([illegible]) 'ওজাংসি' (সর্ব্বাণি বলানি চ)

'সন্দধুঃ' (সংস্থাপয়ন্তি); দেবত্বং এব ভগবৎপ্রাপকং ইত্যর্থঃ; 'অনু' (অনুক্রমেণ, এবম্প্রকারেণৈব) 'স্বরাজ্যং' (আত্মনঃ রাজত্বং, ভগবৎপ্রাধান্যং) 'অর্চ্চন্' (পূজয়ন্, প্রকটয়ন্, ইহজগতি প্রতিষ্ঠিতং ভবতু ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—কোঽপি সহসা ভগবন্তং ন প্রাপ্নোতি; পরন্তু দেবভাবস্য প্রভাবেণৈব উপাসকাঃ ভগবদনুগ্রহং লভন্তে; তেন স্বরাজ্যং প্রতিষ্ঠিতং ভবতি ॥ (১ম—৮০সূ—১৫ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বত্রব্যাপ্য বর্ত্তমান অথবা সর্ব্বগামী ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে সহসা আমরা প্রাপ্ত হই না; আপনার শক্তির দ্বারাই বা কোন্ জন অনবগাহ্য স্থানে অবস্থিত তাঁহাকে জানিতে পারেন? দীপ্তিদানাদিগুণনিবহ (দেবভাবসমূহ) তাঁহাতে (সেই ভগবানে) শ্রেষ্ঠধনকে এবং সৎকর্ম্মকে আর সকল শক্তিকে সংস্থাপন করেন; অর্থাৎ দেবত্বই ভগবৎপ্রাপক; এবম্প্রকারেই স্বরাজ্য (আপনার রাজত্ব—ভগবৎ-প্রাধান্য) ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত হউক। (ভাব এই যে,—কেহই সহসা ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়েন না; পরন্তু দেবভাবের প্রভাবের দ্বারাই উপাসকগণ ভগবদনুগ্রহ লাভ করেন; তদ্দ্বারাই স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।)॥ (১ম—৮০সূ—১৫ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

যাং যান্তং সর্ব্বত্র ব্যাপ্য বর্ত্তমানমিন্দ্রং নহি যশীমসি। বয়ং ন হ্যবগচ্ছামঃ। যতো বয়মল্পাঃ। পর ইত্যেতৎ সকারান্তমব্যয়ং বৈদূর্য্যমাচষ্টে। পরো দিবা পর এনেতি যথা। পরঃ পরস্তাদতিদূরে মনুষ্যৈরনবগাহ্যে স্থানে বীর্য্যা বীর্য্যেণ সামর্থ্যেন বর্ত্তমানমিন্দ্রং কো মনুষ্যো জানীয়াৎ। ন কোঽপীত্যর্থঃ। কস্মাদিতি চেৎ। অত্রাহ। তস্মিন্নিতি। যস্মাত্তস্মিন্নিন্দ্রে দেবা নৃম্ণং ধনং। উত অপিচ ক্রতুং বীর্য্যা কর্ম্মীণাংসি বলানি চ সন্দধুঃ। স্থাপয়ন্ত্যুঃ। তস্মাদিত্যর্থঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'যাং' গমনশীল সর্ব্বত্র ব্যাপ্য বর্ত্তমান 'ইন্দ্রং' ইন্দ্রকে 'নহি যশীমসি' আমরা অবগত হইতে পারি না। যে হেতু আমরা অল্প। ('পরঃ' এই পদ সকারান্ত অব্যয়, বৈদূর্য্য অর্থজ্ঞাপক; 'পরঃ দিবা পর এন' ইত্যাদিতে যথা।) পর পরস্তাৎ অতি দূরে মনুষ্যগণের দ্বারা অনবগাহ্য স্থানে 'বীর্য্যা' বীর্য্যের সামর্থ্যের দ্বারা বর্ত্তমান ইন্দ্রকে 'কঃ' কোন্ মনুষ্য অবগত আছেন? কেহই নহেন—ইহাই ভাবার্থ। [illegible] হইতে, তাহাই কথিত হইতেছে। 'তস্মিন্' ইত্যাদি। যাঁহা হইতে সেই ইন্দ্রে 'দেবাঃ' দেবগণ 'নৃম্ণং' ধনকে 'উত' আর 'ক্রতুং' বীর্য্য- [illegible] বলানি এবং [illegible] স্থাপন করিয়াছিলেন; তাহা হইতে ইহাই অর্থ।

যাৎ। যা প্রাপণে। অস্মান্টঃ শতৃ। সুপাং সুলুগিতি দ্বিতীয়ায়া লোপঃ। অধীমদি। ইণ্ গতৌ। বীর্য্যা। সুপাং সুলুগিতি তৃতীয়ায়া আকারঃ॥ (১ম—৮০সূ—১৫ঋ)॥

পঞ্চদশী (৮৭৯) ঋকের বিশদার্থ।

ব্যাখ্যা উপলক্ষে মন্ত্রটীকে আমরা চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছি। তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ প্রথম চরণটী আত্মজিজ্ঞাসামূলক। ভগবান্ সর্ব্বগ—সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত; অথচ সহসা আমরা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারি না। তিনি অনবগাহ্য স্থানে অবস্থিত; সুতরাং আত্মশক্তির দ্বারা কেহই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না। অর্থাৎ, তিনি যদি স্বয়ং আপনার প্রাপ্তির উপায় বিজ্ঞাপিত করেন, তবেই আমরা তাঁহাকে পাইতে পারি। মন্ত্রের প্রথম চরণে এই ভাবই প্রকটিত দেখি। এই চরণের অর্থ সম্বন্ধে ভাষ্যের সহিত ভাব-পক্ষে প্রায়ই আমাদিগের ঐকমত্য লক্ষিত হইবে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটীর ব্যাখ্যা-বিষয়ে আমাদিগের ব্যাখ্যা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাব প্রকাশ করিতেছে। ঐ অংশে একটী 'দেবাঃ' পদ আছে। তাহা হইতে দেবগণ অর্থাৎ 'মনুষ্যপ্রকৃতিবিশিষ্ট দেহধারী দেবতারা' অর্থ আসিয়া থাকে। 'সন্দধুঃ' পদে 'স্থাপন করিয়াছিলেন' অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। এতদনুসারে ঐ মন্ত্রাংশে, "তস্মিন্" হইতে "সন্দধুঃ" পর্য্যন্ত পদ-কয়েকটীতে, অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—"সেই ইন্দ্রে দেবগণ ধন বীর্য্য বল স্থাপন করিয়াছিলেন।" কিন্তু আমরা বলি, এখানকার ভাব অন্যরূপ। দেবতা—অশরীরী। দীপ্তিদানাদিগুণবিশিষ্ট (দেবভাবসমূহ) এখানে 'দেবাঃ' অভিধায়ে অভিহিত হইয়াছে। 'তস্মিন্' —কিনা 'সেই ভগবানে', কোন্ সামগ্রী স্থাপিত হইয়াছিল, আর কাহারাই বা তাহা স্থাপন করিয়াছিলেন? একটু অভিনিবেশ-সহকারে অনুধ্যান করিলেই তাহা বোধগম্য হইতে পারে। ভগবানে স্থাপিত হইয়াছিল— 'নৃম্ণং' 'ক্রতুং' এবং 'ওজাংসি'। অর্থাৎ—শ্রেষ্ঠ ধন, সৎকর্ম্ম, আর শক্তি

যাৎ। [illegible] প্রাপণার্থ। [illegible] শতৃ। 'সুপাং সুলুক' ইত্যাদি [illegible] দ্বিতীয়ায় লোপ। অধীমসি। [illegible]। 'ইদন্তো মসি' ইত্যাদি সূত্রে [illegible] আকার। বীর্য্যা। 'সুপাং সুলুক' ইত্যাদি [illegible] আকার। (১ম—৮০সূ—১৫ঋ)

সামর্থ্য। মানুষের যাহা শ্রেষ্ঠধন, মানুষের যাহা সৎকর্ম্ম, মানুষের যাহা শক্তি-সামর্থ্য, তাহা কিরূপে কাহার দ্বারা ভগবানে স্থাপিত হইতে পারে? 'দেবাঃ' অর্থাৎ দেবভাবনিবহই ঐ সকলকে ভগবানে সমর্পণ করিতে সমর্থ হয়। যখন সেই অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, যখন আমাদিগের দেবভাবসমূহ আমাদিগের সকল কর্ম্মকে, ভগবানে গিয়া সম্মিলিত করিয়া দেন, সকল কর্ম্মফল যখন আমাদিগের দেবত্ব-প্রভাবে ভগবানে সমর্পিত হয়, তখনই ইহসংসারে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। আমাদিগের মধ্যে দেবভাবের বিকাশ, আর তৎসাহায্যে আমাদিগের সকল সৎকর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ,—তাহাই স্বরাজ্য। মন্ত্রে এই তত্ত্বই প্রখ্যাত দেখি। (১ম—৮০সূ—১৫ঋ)।

—•—

ষোড়শী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অশীতিতমং সূক্তং। ষোড়শী ঋক্।)

যামথর্ব্বা মনুষ্পিতা দধ্যঙ্ ধিয়মত্নত।

তস্মিন্ ব্রহ্মাণি পূর্ব্বথেন্দ্র উক্থা

সমগ্মতার্চ্চন্ননু স্বরাজ্যং ॥ ১৬ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যাং। অথর্ব্বা। মনুঃ। পিতা। দধ্যঙ্। ধিয়ং। অত্নত।

তস্মিন্। ব্রহ্মাণি। পূর্ব্বথা। ইন্দ্রে। উক্থা।

সং। অগ্মত। অর্চ্চন্। অনু। স্বরাজ্যং ॥ ১৬ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অথর্ব্বা' (অকর্ম্মণ্যঃ, যদ্বা—আত্মমঙ্গলকামী) 'মনুঃ' (মনুষ্যঃ) অহং ইতি শেষঃ ; যদি চেৎ অকর্ম্মণ্যঃ অহং, তথাপি আত্মহিতাভিলাষী অস্মি—ইতি ভাবঃ ; 'দধ্যঙ্' (পরম-দানশীলঃ, নিষ্কামকর্ম্মকারী ইতি ভাবঃ) 'পিতা' (অস্মাকং পিতৃপুরুষঃ) 'যাং ধিয়ং' (যৎ কর্ম্ম, যৎ জ্ঞানসহযুতং বিবেকানুস্যূতং সদনুষ্ঠানং ইতি যাবৎ) 'অত্নত' (অতনুত, অকরোৎ, সম্পাদিতবান্) ; 'তস্মিন্' (কর্ম্মণি) 'ব্রহ্মাণি' (যানি স্তুতিরূপাণি মন্ত্রজাতানি—সন্তি ইতি যাবৎ) 'পূর্ব্বথা' (পূর্ব্বোক্তেন তেন) 'উকথা' (স্তোত্রেণ সহ—অস্মাকং কর্ম্মাণি ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রে' (ভগবতি ইন্দ্রদেবে) 'সমগ্মত' (সম্যগ্ গচ্ছন্তু—তং ভগবন্তং প্রাপ্নুবন্তু ইত্যর্থঃ) ; 'অনু' (অনুক্রমেণ, এবম্প্রকারেণৈব) 'স্বরাজ্যং' (আত্মনঃ রাজত্বং, ভগবৎপ্রাধান্যং) 'অর্চ্চন্' (পূজয়ন, প্রকটয়ন্, ইহজগতি প্রতিষ্ঠিতং ভবতু ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—পিতৃপুরুষাণাং সদাচারানুসরণেন স্বধর্ম্মে মতিমন্তঃ সন্তঃ যদি বয়ং সৎকর্ম্মণঃ অনুষ্ঠানং কুর্ম্মঃ তদৈব ইহজগতি স্বরাজ্যং প্রতিষ্ঠিতং ভবতি ॥ (১ম—৮০সূ—১৬ঋ) ॥

• • • •

বঙ্গানুবাদ।

অকর্ম্মণ্য অথবা আত্মমঙ্গলকামী মনুষ্য আমি ; (ভাব এই যে,—যদিও আমি অকর্ম্মণ্য, তথাপি আত্মহিতাভিলাষী হইয়াছি) ; পরমদানশীল নিষ্কাম-কর্ম্মকারী আমাদিগের পিতৃপুরুষ যে কর্ম্ম অর্থাৎ জ্ঞানসহযুত বিবেকানুস্যূত যে সদনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন ; সেই কর্ম্মে যে স্তুতিরূপ মন্ত্রসকল আছে, সেই স্তোত্রের সহিত আমাদিগের কর্ম্মসকল ভগবান্ ইন্দ্রদেবে সম্যগ্-রূপে গমন করুক—সেই ভগবানকে প্রাপ্ত হউক ; এবম্প্রকারেই স্বরাজ্য (আপনার রাজত্ব—ভগবৎপ্রধান্য) ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত হউক। (ভাব এই যে,—পিতৃপুরুষের সদাচারানুসরণে স্বধর্ম্মে মতিমান থাকিয়া আমরা যদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করি, তাহা হইলেই ইহসংসারে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।) ॥ (১ম—৮০সূ—১৬ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

অথর্ব্বৈতৎ সংজ্ঞক ঋষিঃ। পিতা সর্ব্বাসাং প্রজানাং পিতৃভূতো মনুশ্চ। দধ্যঙ্ অথর্ব্বণঃ পুত্র এতৎসংজ্ঞক ঋষিশ্চ। যাং ধিয়মত্নত। সৎকর্ম্মাতনুত অকুর্ব্বন্। তস্মিন্ কর্ম্মণি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অথর্ব্বা' এতৎসংজ্ঞক ঋষি, 'পিতা' সকল প্রজাগণের পিতৃভূত 'মনুঃ' মনু, এবং 'দধ্যঙ্' অথর্ব্বের পুত্র এতৎসংজ্ঞক ঋষি, যে 'ধিয়' [illegible] ([illegible]) করিয়াছিলেন, [illegible]

যানি ব্রহ্মাণি হবিঃ লক্ষণান্নান্যুক্থা শস্ত্ররূপাণি স্তোত্রাণি চ যানি সন্তি তানি সর্ব্বাণি তস্মিন্নিন্দ্রে সমগ্মত। সমগচ্ছন্ত। তত্র দৃষ্টান্তঃ। পূর্ব্বথা পূর্ব্বেষামন্যেষাং বশিষ্ঠাদীনাং যজ্ঞেষু যথা হবীংষি স্তোত্রাণি চ ইন্দ্রেণ সংগচ্ছন্তে তদ্বৎ। যঃ ইন্দ্রঃ স্বরাজ্যং স্বস্য রাজত্বমর্চ্চন্। অনুপূজয়ন্ বৃত্রবধাদিরূপেণ কর্ম্মণা স্বকীয়মধিপতিত্বং। প্রকটয়ন্নিত্যর্থঃ॥

অম্নত। তমু বিস্তারে। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। অনিদিতামিত্যাশ্ছন্দসীত্যুপধা-লোপঃ। পূর্ব্বথা। প্রত্নপূর্ব্ববিশ্বেমাৎথাল্ ছন্দসীতীবার্থে পূর্ব্বশব্দাৎ থাল্প্রত্যয়ঃ লিৎস্বরেণ প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। উক্থা। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শের্লোপঃ। সমগ্মত। সমোগম্যৃচ্ছীত্যাত্মনেপদং। লুঙি মন্ত্রে ঘসেতি চ্লের্লুক্। গমহনেত্যাদিনোপধায়া লোপঃ॥ (১ম—৮০সূ—১৬ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য পঞ্চমে একত্রিংশো বর্গঃ॥ ১।৫।৩১॥

• • •

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন্।

পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরঃ॥

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক-শ্রীবীরবুক্কভূপাল-সাম্রাজ্যধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থ-প্রকাশে ঋক্সংহিতা-ভাষ্যে প্রথমোঽষ্টকে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥

• • •

কর্ম্মসমূহে যে 'ব্রহ্মাণি' হবিঃ রূপ অন্নসমূহ 'উক্থা' এবং শস্ত্ররূপ স্তোত্রসমূহ যাহা আছে সেই সকলকে সেই 'ইন্দ্রে' ইন্দ্রদেবে 'সমগ্মত' সম্যগ্-রূপে গমন করে। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত; 'পূর্ব্বথা' পূর্ব্বকালের বশিষ্ঠাদি অপর ঋষিগণের যজ্ঞসমূহে যে প্রকারে হবিসমূহ ও স্তোত্রসকল ইন্দ্রের দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছিল, তদ্বৎ। যে ইন্দ্র 'স্বরাজ্যং' আপনার রাজত্বকে 'অমর্চ্চন' যথাক্রমে পূজা করিয়া—বৃত্রবধাদি-রূপ কর্ম্মের দ্বারা আপনার অধিপতিত্ব প্রকটন করিয়া—ইহাই অর্থ।

অম্নত। তমু ধাতু বিস্তারার্থক। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বিকরণের লোপ। 'অনিদিতাং'... 'ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে উপধার লোপ। পূর্ব্বথা। 'প্রত্নপূর্ব্ববিশ্বেমাৎথাল্' ইত্যাদি সূত্রে থাল্। 'ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে ইব অর্থে পূর্ব্বশব্দ-হেতু থাল্-প্রত্যয়। লিৎস্বরের দ্বারা প্রত্যয়-হেতু পূর্ব্বের উদাত্তত্ব। উক্থা। 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে আত্মনেপদ। লুঙে 'মন্ত্রে ঘস' ইত্যাদি সূত্রে চ্লির লোপ। 'গমহন' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা উপধার লোপ। (১ম—৮০সূ—১৬ঋ)।

প্রথম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ের একত্রিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৫।৩১॥

ষোড়শী (৮৮০) ঋকের বিশদার্থ।

——ঃঃ • ঃঃ——

এই অশীতিতম সূক্তের মধ্যে এই মন্ত্রটী সর্ব্বাপেক্ষা সমস্যাপূর্ণ। এই মন্ত্রের প্রত্যেক পদ আলোচনার বিষয়ীভূত। দৃষ্টির বিভিন্নতা-হেতু এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন প্রকার ভাব অধ্যাহৃত হইয়া থাকে। মন্ত্রে 'অথর্ব্বা' 'মনুঃ' 'পিতা' ও 'দধ্যঙ্' এই যে চারিটী পদ আছে, উহাদিগের সম্বন্ধেই প্রধানতঃ বিতর্ক উপস্থিত হইতে পারে। ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকারগণ, ঐ চারিটী পদে তিন জন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে 'অথর্ব্বা' পদে ঐ নাম-বিশিষ্ট ঋষি বুঝাইয়া থাকে। 'দধ্যঙ্' পদে তাঁহার পুত্রকে নির্দ্দেশ করে। 'পিতা' পদটীকে 'মনুঃ' পদের বিশেষণ-রূপে পরিকল্পনা করা হয়। 'মনুঃ' পদে লোকপিতা মানবের আদিভূত মনু মহর্ষির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে দেখি। এই প্রকারে তিন জন ঋষির নাম এই মন্ত্রের মধ্যে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে বলিয়াই সিদ্ধান্তিত হইয়া থাকে। ঐ চারিটী পদ ভিন্ন, মন্ত্রের প্রথম চরণে আর তিনটী পদ আছে। তাহার একটী—'যাং', এবং অপরটী—'ধিয়ং'। ঐ দুই পদে 'যে কর্ম্মকে' অথবা 'যে যজ্ঞকে' অর্থ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। তৃতীয়টী—'অত্নত' ক্রিয়াপদ। ঐ পদে তাঁহারা 'বিস্তার করিয়াছিলেন—সম্পন্ন করিয়াছিলেন' এইরূপ অর্থ গৃহীত হয়। এইরূপে এই মন্ত্রাংশের অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—'অথর্ব্বা ঋষি, তাঁহার পুত্র দধ্যঙ্ ঋষি এবং মনুষ্যের পিতা মনু যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন।'

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পদ সমূহ-বিষয়ে আমাদিগের অর্থ সম্পূর্ণ অন্য ভাব দ্যোতক। 'অথর্ব্বা' পদে সাধারণতঃ অশক্ত অকর্ম্মণ্য লোককে বুঝাইয়া থাকে। এখানে ঐ পদে আমরা সেই ভাবই গ্রহণ করি। অপিচ, ধাত্বর্থ অনুসারে ঐ পদে মঙ্গলকামনাকারী অর্থও প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'অথ' শব্দে মঙ্গল বুঝায়; 'ঋ' শব্দে 'গমন করা' অর্থ আসে; তাহাতে বন্ (বনিপ্)—'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া অর্থ হয়,—'যে জন মঙ্গলে বা মঙ্গলপথে গমন করেন, অর্থাৎ শ্রেয়ঃ অভিলাষকারী।' আমরা এখানে 'অথর্ব্বা' পদে ঐ দ্বিবিধ অর্থেই সঙ্গতি দেখি। 'মনুঃ' পদ 'মনুষ্য' অর্থ জ্ঞাপক।

সামবেদে (১অ—৫দ—১০সা) এই অর্থেই 'কণ্বঃ মনুঃ' পদদ্বয়ের প্রয়োগ উপলব্ধি করিয়াছি। এখানেও 'অথর্ব্বা মনুঃ' পদদ্বয়ে সেই ভাবই গ্রহণ করিতে পারি। প্রার্থনাকারী এখানে—সূক্ত-শেষে অষ্টক-শেষে—আপনার অকর্ম্মণ্যতার বিষয় ভগবানকে জ্ঞাপন করিতেছেন; কহিতেছেন,—'হে ভগবন! আমি অক্ষম অকর্ম্মণ্য সামান্য মনুষ্য মাত্র; আমার মঙ্গলের কামনায় আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।' আমরা মনে করি, মন্ত্রের অন্তর্গত 'অথর্ব্বা মনুঃ' পদদ্বয়ে এই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। তার পর 'দধ্যঙ্' পদটীকে আমরা 'পিতা' পদের বিশেষণ-মধ্যে গণ্য করি। ধাত্বর্থ অনুসারে ঐ পদে 'পরমদানশীল নিষ্কামকর্ম্ম-কারী' অর্থ গ্রহণ করা যায়। দধীচি ঋষির পরিকল্পনা এবং দেবতার হিতসাধনে তাঁহার আত্মদান—এই পদের গূঢ় অর্থ প্রকাশ করে। 'পিতা' পদে পিতৃপুরুষের প্রতি লক্ষ্য আসে। তাহা হইতে পিতৃধর্ম্মের—স্বধর্ম্মের ভাব প্রাপ্ত হই। এইরূপে "দধ্যঙ্ পিতা যাং ধিয়ং অত্নত" বাক্যাংশে ভাব প্রাপ্ত হই,—'নিষ্কামকর্ম্মকারী আমাদিগের পিতৃপুরুষ জ্ঞানসহযুত বিবেকানুসৃত যে সৎকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।' এ পক্ষে, 'ধিয়ং' ও 'অত্নত' পদদ্বয়ের মর্ম্মানুধাবন একান্ত আবশ্যক। 'ধিয়ং' পদে কর্ম্মকে বুঝায়। কিন্তু সে কোন্ কর্ম্ম—যাহা ধিয়-নামে অভিহিত হইতে পারে? যে কর্ম্ম বিবেকানুসৃত জ্ঞানসংযুত, তাহাই 'ধিয়ং' পদের বাচ্য। 'যাং' পদে সেই প্রসিদ্ধ কর্ম্মকে বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিতেছে। তার পর 'অত্নত' পদ। ঐ পদে ভাষ্যানুসারে তৃতীয় পুরুষের বহুবচনের বিভক্তি আছে। কিন্তু আমরা ঐ পদকে 'অতনুত' পদের রূপান্তর বলিয়া মনে করি। তাই ঐ পদের ভাষ্যানুমত 'অকুর্ব্বন' প্রতিবাক্যের পরিবর্ত্তে 'অকরোৎ সম্পাদিতবান্' প্রতিবাক্য আমরা গ্রহণ করিয়াছি। এইরূপে, এই মন্ত্রের প্রথম চরণের যে অর্থ ছিল,—"অথর্ব্বা (নামক ঋষি) ও সকল প্রজার পিতৃস্থানীয় মনু ও (অথর্ব্বের পুত্র) দধ্যঙ্ ঋষি যে যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন"; তাহার পরিবর্ত্তে, আমাদিগের অর্থ দাঁড়াইল,—"অকর্ম্মণ্য আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আমি; নিষ্কামকর্ম্মকারী আমাদিগের পিতৃপুরুষ জ্ঞানসংযুত যে কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।"

মন্ত্রের পরবর্ত্তী অংশে (দ্বিতীয় চরণে) প্রথম চরণেরই—পূর্ব্বোক্ত অংশেরই পরিসমাপ্তি দেখি। যে কর্ম্মের বিষয় প্রথম চরণে উক্ত হইয়াছে, সেই কর্ম্মে কেমন ভাবে ভগবানের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে; "অস্মিন্" হইতে "সমগ্মত" বাক্যাংশে, তাহারই দ্যোতনা আছে।

তস্মিন্' পদে 'কর্ম্মমধ্যে' অর্থ আসে। 'ব্রহ্মাণি' পদে 'স্তুতি-রূপ মন্ত্র-সমূহ' বুঝায়। 'পূর্ব্বথা' পদে বশিষ্ঠাদি পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিগণকে বুঝায় বলিয়া ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে। এইরূপে ঐ মন্ত্রাংশের অর্থ প্রচলিত দেখি;—'বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ পূর্ব্বকালে যেভাবে ইন্দ্রের পূজা করিয়াছিলেন।'

কিন্তু আমরা বলি, এই বাক্যাংশেও অন্য ভাব প্রকাশ করিতেছে। 'পূর্ব্বথা' পদে 'পূর্ব্বোক্তেন প্রকারেণ' প্রতিবাক্য সঙ্গত হয়। পূর্ব্বে যে কর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে, 'মন্ত্রসহযুক্ত অর্থাৎ ভগবানের উপাসনা-মূলক সেই কর্ম্মের দ্বারা' এতদর্থেই ঐ 'পূর্ব্বথা' পদ প্রযুক্ত দেখি। 'উক্থা' পদে 'স্তোত্রেণ সহ' প্রতিবাক্যে 'স্তোত্রের সহিত সম্মিলিত কর্ম্মসমূহকে বুঝাইয়া' থাকে। 'সমগ্মত' ক্রিয়াপদে 'সম্যগ্-রূপে গমন করুক' অর্থাৎ ভগবানকে প্রাপ্ত হউক, ভাব আসিয়া থাকে। এই প্রকারে বুঝিতে পারি, এই অংশে বলা হইয়াছে,—'ভগবানের উপাসনা-মূলক কর্ম্ম সর্ব্বথা ভগবানকে প্রাপ্ত হয়।'

উপসংহার সেই "অনুর্চ্চন স্বরাজ্যং" বাক্যাংশ। ঐ বাক্যাংশ সম্বন্ধে পূর্ব্বেও যে ভাব প্রকাশ করিয়াছি, এখানেও সেই ভাবই প্রকাশমান। কর্ম্ম যখন ভগবানকে প্রাপ্ত হয়, মনুষ্য যখন ভগবদুদ্দেশে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তখনই স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। ফলতঃ, মন্ত্রের এই যে অর্থ প্রচলিত আছে,—'বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ পুরাকালে যে ভাবে ইন্দ্রের পূজা করিয়াছিলেন, অথর্ব্বা প্রভৃতি ঋষির যজ্ঞ বা পূজা সেই ভাবেই ইন্দ্রকে পূজা করিয়াছিলেন, আর তাহাতেই ইন্দ্রের রাজত্ব বা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল;' তাহার পরিবর্ত্তে, এখন এই অর্থ নিষ্কাশিত হইল যে,—'পিতৃপুরুষগণের পদাঙ্কানুসরণে অর্থাৎ স্বগর্ভে মতিমান্ হইয়া সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, তদ্দ্বারাই সংসারে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।' (১অ—৮০সূ—১৬ম)।

পঞ্চম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

—§ঃ০⊂০ঃ§—

এই ঋগ্বেদ-সংহিতার এক একটী অধ্যায়ে বহু ভাবের দ্যোতনা পরিলক্ষিত হয়। এই অধ্যায়ের—কেবল এই অধ্যায়েরই বা বলি কেন, সকল অধ্যায়েরই—সকল সূক্তের সকল ঋকের মধ্যেই নানারূপ ভাববৈচিত্র্য প্রকাশ পাইয়াছে। সে পক্ষে ঋঙ্মন্ত্রসমূহকে স্বচ্ছ সুনির্ম্মল দর্পণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। একই দর্পণে বিভিন্ন জনের প্রতিকৃতি যেমন বিভিন্নরূপে প্রকটিত হয়; বেদ-মন্ত্রেও সেইরূপ বিভিন্ন প্রকার আত্মপ্রকৃতির অধ্যাস দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি যদ্রূপ ভঙ্গিসহকারে বেদমন্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন, তাঁহার দৃষ্টিতে সেইরূপ প্রতিকৃতিই প্রতিভাত হইবে। একবিধ দৃষ্টিতে বেদমন্ত্রের মধ্যে অসভ্য আদিম মনুষ্য সমাজের অস্ফুট ভাষা প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে; অন্যবিধ দৃষ্টিতে আবার সেই মন্ত্রের মধ্যে প্রজ্ঞানের প্রকৃষ্ট আলোক উদ্ভাসিত রহিয়াছে। কেহ দেখিতেছেন, এক অতীত ইতিহাসের পরস্পর-সম্বন্ধ-বিরহিত বিচ্ছিন্ন অংশসমূহ সংহিতার মধ্যে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; অন্য দৃষ্টিতে আবার উহারই মধ্যে নিত্যসত্য-তত্ত্ব বিরাজমান দেখিতেছি।

দৃষ্টান্ত কত দেখাইব? আলোচ্য অধ্যায়ের প্রতি মন্ত্রেরই বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যা-ব্যাপদেশে সে আভাস প্রদান করা গিয়াছে। যে মন্ত্রের প্রচলিত অর্থে অতি অসভ্য বর্ব্বর সমাজের চিত্র চিত্রিত আছে বলিয়া মনে হয়, সেই মন্ত্রেরই অনুধ্যানে পরমার্থ-তত্ত্বের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই অধ্যায়ের প্রথম সূক্তের (প্রথম মণ্ডলের দ্বিষষ্টিতম সূক্তের) তৃতীয় ঋক্‌টীকে দৃষ্টান্ত-স্থলে উপস্থিত করিতেছি।* ঐ ঋকে প্রতিপন্ন হয়, সেই অসভ্য সমাজে

---

* ঐ ঋকে একটী 'সরমা' পদ আছে। এই 'সরমা' এবং এতদুপলক্ষিত 'পণি' সম্বন্ধে নানারূপ উপাখ্যানের পরিকল্পনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং বিবিধ পুরাবৃত্তের সম্বন্ধ সূত্রিত হইয়া থাকে। প্রচলিত বিবিধ মতের আলোচনায় 'ঋগ্বেদীয় ভারতবর্ষ' গ্রন্থে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে;—

"It was only the covetous and daring Aryan merchants, the Vaniks or Panis, as they are called in the Rig-Veda, who ventured on a sea-voyage for the purpose of trading in neighbouring countries. ... There is a story of cattle-lifting mentioned in Sukta 108 of the Tenth Mandala of the Rig-Veda, in which the Panis were concerned. Sarama (literally, the mother of dogs) was sent by Indra to track them, which she succeeded in doing; but she failed to induce the Panis to come back or return the stolen cows. Whatever astronomical, cosmological or meteorological interpretations may be put on the conversation held between Sarama and the Panis, one fact stands out above others, and that is their stealing of cows from the settled Aryans, which involved a good deal of search, and caused not a little worry and anxiety to the owners thereof."—Rig-Vedic India by Dr. A. C. Das.

চিত্র উহাতে প্রকটিত রহিয়াছে—যে সমাজে গোচরের প্রাদুর্ভাব ছিল, আর কুক্কুরীর সাহায্য লইয়া সে চোরের অনুসন্ধান করার আবশ্যক হইত। একদৃষ্টিতে মন্ত্রার্থে ঐরূপ ভাব অধ্যাহৃত হইয়া আসিয়াছে। অপর দৃষ্টিতে উষা-কালীন সূর্য্যোদয়ের বর্ণনা ঐ ঋঙ্মন্ত্রের মধ্যে কেহ বা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছেন। পক্ষান্তরে ফিনিসীয় বণিকগণের ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য-ব্যাপারের সম্বন্ধ ঐ মন্ত্রার্থের সহিত কেহ কেহ সূত্রিত করিয়া গিয়াছেন। আবার আমরা দেখিতে পাইতেছি, ঐ মন্ত্রে অজ্ঞানান্ধকার-দূরীকরণের এক প্রকৃষ্ট পন্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের ঋক্‌পঞ্চক আলোচনা করিলে কতই বিভিন্ন বিপরীত ভাবের অধ্যাস হয়! আমাদিগের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণাদির আলোচনায় তাহা উপলব্ধি করুন। ঐ সূক্তের পঞ্চমী ঋকে উপমার মধ্যে বাষ্পীয় যানের প্রচলন-বিষয় সিদ্ধান্তিত হয়। ঐ সূক্তে এবং উহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কয়েকটী সূক্তে অগ্নিদেবতার বিষয়ে কতই বিভিন্ন বিপরীত ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়! প্রতি মন্ত্রের বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যার অনুসরণ ভিন্ন তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবার নহে। যে ভাবে অগ্নিদেবতার স্বরূপ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে কখনও বা জ্বলন্ত অনল-রূপে তিনি পরিচিত হইয়াছেন; কখনও বা মনুষ্য-পর্য্যায়ের অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছেন। পরন্তু জ্ঞানদেবতা (জ্ঞানই) যে অগ্নি-সম্বোধনে সম্বোধিত হইয়াছেন, পক্ষান্তরে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। এক প্রকার দৃষ্টিতে একটী মন্ত্রে (১ম—৭১সূ—৯ঋকের অর্থে) আর্য্য ঋষিগণের অজ্ঞতার পরিচয়-স্বরূপ সূর্য্যের গতি কথা পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে; পক্ষান্তরে ঐ মন্ত্রেই আবার জ্ঞানীর জন্য মোক্ষপথের বিধান-বিষয় পরিকীর্ত্তিত আছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

এই পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভ ও উপসংহার বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। দ্বিষষ্টিতম সূক্তের প্রথম ঋকের বিশ্লেষণ উপলক্ষে আমরা বুঝাইয়া আসিয়াছি, ঐ ঋকের দুইটী চরণে দ্বিবিধ সঙ্কল্প আছে। সে সঙ্কল্প—মন্ত্রের অনুধ্যান এবং দেবোদ্দেশে মন্ত্রের বিনিয়োগ। তাহা কি প্রকারে সম্পন্ন হইতে পারে, মন্ত্রার্থের বিশ্লেষণে বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছি। দেবতার অনুধ্যানে, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে, হৃদয়ে দেবভাবের সমাবেশে, আমরা যেন সঙ্কল্প-বদ্ধ হই—আত্মনিয়োগ করি,—অধ্যায়ের ইহাই প্রারম্ভ। উপসংহার যেন তাহারই শুভ-ফল নির্দ্দেশ করিতেছে। উপসংহারে অশীতিতম সূক্তে স্বরাজ্য-লাভের উপায়-পরম্পরা পরিবর্ণিত আছে। প্রারম্ভে - সঙ্কল্প; মধ্যে—কর্ম্মপরম্পরা; উপসংহারে— স্বরাজ্যলাভ। এই দৃষ্টিতে দর্শন করিলে, স্বরাজ্যের স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধ হয়; কি প্রকারে স্বরাজ্য অধিগত হইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এইরূপে এই পঞ্চম অধ্যায়কে আমরা স্বরাজ-লাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি।

ইতি শ্রীমৎ-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা কৃতা
ঋগ্বেদ-সংহিতায়াঃ প্রথমাষ্টকান্তর্গতস্য পঞ্চমাধ্যায়স্য বঙ্গানুবাদ-বিশদার্থ-গবেষণা-
মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥ ওঁ ॥

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

———§:• ❀ •:§———

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

—— •§⌒§• ——

মন্ত্র-সূচী।

[দক্ষিণপার্শ্বস্থ অঙ্কের দ্বারা প্রথমে সূক্ত-সংখ্যা, তারপর ঋক্-সংখ্যা এবং পরিশেষে পৃষ্ঠা-সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ যে প্রথম মন্ত্রটীর ('অকারি ত ইন্দ্র' ইত্যাদি মন্ত্রের) শেষে ৬৩.৯।৩২৩৬ অঙ্কপাত আছে, তদ্দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, ঐ মন্ত্রটী ৬৩ সূক্তের নবমী ঋক্ এবং উহার ব্যাখ্যাদি এই গ্রন্থের ৩২৩৬ পৃষ্ঠায় আরম্ভ হইয়াছে।]

সংহিতার মন্ত্র।	সূ-ঋ—পৃষ্ঠা।
কা ত উপেতির্ম্মনসো বরায় ভুবদগ্নে শন্তমা কা মনীষা।	
কো বা যজ্ঞৈঃ পরিদক্ষং ত আপ কেন বা তে মনসা দাশেম॥	৭৬-১—৬০[illegible]
কয়া তে অগ্নে অঙ্গিরঃ ...	
কাপো রাজন্নু ত স্মনাগ্নে বস্তোরুতোষসঃ। স তিগ্মজম্ভ রক্ষসো দহ প্রতি॥	৭৯-৬—৬০৮১

গ।

গৃণানো অঙ্গিরোভির্দস্ম বি বরুষসা সূর্য্যেণ গোভিরন্ধঃ।	
বি ভূম্যা অপ্রথয় ইন্দ্র সানু দিবো রজ উপরমস্তভায়ঃ॥	৬২-৫—৩১৪৪
গর্ভো যো অপাং গর্ভো বনানাং গর্ভশ্চ স্থাতাং গর্ভশ্চরথাং।	
অদ্রৌ চিদস্মা অন্তর্দুরোণে বিশাং ন বিশ্বো অমৃতঃ স্বাধীঃ॥	৭০-২—৩৯৬৩
গোষু প্রশস্তিং বনেষু ধিষে ভরন্ত বিশ্বে বলিং স্বর্ণঃ।	
বি ত্বা নরঃ পুরুত্রা সপর্য্যন্ পিতুর্ন জিব্রেবি বেদো ভরন্ত॥	৭০-৫—৩৪৭৯

ঘ।

ঘৃষুং পাবকং বনিনং বিচর্ষণিং রুদ্রস্য সূনুং হবসা গৃণীমসি।	
রজস্তুরং তবসং মারুতং গণমৃজীষিণং বৃষণং সশ্চত শ্রিয়ে॥	৬৪-১২—৩৫৩[illegible]

চ।

চর্কৃত্যং মরুতঃ পৃৎসু দুষ্টরং দ্যুমন্তং শুষ্মং মঘবৎসু ধত্তন।	
ধনস্পৃতমুক্থ্যং বিশ্বচর্ষণিং তোকং পুষ্যেম তনয়ং শতং হিমাঃ॥	৬৪-১৪—৩৩১০
চিত্রৈরঞ্জিভির্বপুষে ব্যঞ্জতে বক্ষঃসু রুক্মাঁ অধি যেতিরে শুভে।	
অংসেষ্বেষাং নিমিমৃক্ষুরৃষ্টয়ঃ সাকং জজ্ঞিরে স্বধয়া দিবো নরঃ॥	৬৪-৪—৩২৬৬

জ।

জামিঃ সিন্ধূনাং ভ্রাতেব স্বস্রামিভ্যান্ন রাজা বনান্যত্তি।	
যদ্বাতজূতো বনা ব্যস্থাদগ্নির্হ দাতি রোমা পৃথিব্যাঃ॥	৬৫-৪—৩৩৫০
জুষস্ব সপ্রথস্তমং বচো দেবপ্সরস্তমং। হব্যা জুহ্বান আসনি॥	৭৫-১—৫০৮২

ত।

তদু প্রযক্ষতমমস্য কর্ম্ম দস্মস্য চারুতমমস্তি দংসঃ।	
উপহ্বরে যদুপরা অপিন্বন্মধ্বর্ণসো নদ্য [illegible] শ্চতস্রঃ॥	৬২-৬—৩১৪৯
তস্মা নরো দম আ নিত্যামিদ্ধমগ্নে সচন্ত ক্ষিতিষু ধ্রুবাসু।	
অধি দ্যুম্নং নি দধুর্ভূর্য্যস্মিন্ ভবা বিশ্বায়ুর্ধরুণো রয়ীণাং॥	৭৩-৪—৫০১৯
ত্বিষিং সুহব্যানগ্নিরঃ [illegible] [illegible] জাহাঃ সুবৃক্তিং॥	৭৪-৫—[illegible]

দ।

ন।

প।

• ব।

র।

শ।

স।

সংহিতার মন্ত্র।	সূ-ঋ—পৃষ্ঠা।
সমান্দিবং পরি ভূমা বিরূপে পুনর্ভুবা যুবতী স্বেভিরেবৈঃ। কৃষ্ণেভিরক্তোষারুশদ্ভির্বপুর্ভিরা চরতো অন্যান্যা॥	৬২-৮—৩১[illegible]
সনায়তে গোতম ইন্দ্র নব্যমতক্ষদ্ব্রহ্ম হরিযোজনায়। সুনীথায় নঃ শবসান নোধাঃ প্রাতর্মক্ষু ধিয়াবসুর্জগম্যাৎ॥	৬২-১৩—৩১[illegible]
সনায়ুবো নমসা নব্যো অর্কৈর্বসূয়বো মতয়ো দস্ম দদ্রুঃ। পতিং ন পত্নীরুশতীরুশন্তং স্পৃশন্তি ত্বা শবসাবন্মনীষাঃ॥	৬২-১১—৩১৭৯
সনেমি সখ্যং স্বপস্যমানঃ সূনুর্দাধার শবসা সুদংসাঃ। আমাসু চিদ্দধিষে পক্বমন্তঃ পয়ঃ কৃষ্ণাসু রুশদ্রোহিণীষু॥	৬২-৯—৩১৬৬
স নো নৃণাং নৃতমো রিশাদা অগ্নির্গিরোঽবসা বেতু ধীতিং। তনা চ যে মঘবানঃ শবিষ্ঠা বাজপ্রসূতা ইষয়ন্ত মন্ম॥	৭৭-৪—৬০৩৬
স সুষ্টুভা স স্তুভা সপ্ত বিপ্রৈঃ স্বরেণাদ্রিং স্বর্যো৩ নবগ্বৈঃ। সরণ্যুভিঃ ফলিগমিন্দ্র শক্র বলং রবেণ দরয়ো দশগ্বৈঃ॥	৬২-৪—৩১৩৮
সাধুর্ন গৃধ্নুরস্তেব শূরো যাতেব। ভীমস্ত্বেষঃ সমৎসু॥	৭০-৬—৩৪৮৪
সিংহা ইব নানদতি প্রচেতসঃ পিশা ইব সুপিশো বিশ্ববেদসঃ। ক্ষপো জিন্বন্তঃ পৃষতীভির্ঋষ্টিভিঃ সমিৎ সবাধঃ শবসাহিমন্যবঃ॥	৬৪-৮—৩২৮৪
সেনেব সৃষ্টামং দধাত্যস্তুর্ন দিদ্যুত্ত্বেষপ্রতীকা। যমো হ জাতো যমো জনিত্বং জারঃ কনীনাং পতির্জনীনাং॥	৬৬-৪—৩৩৬৮
সহস্রং সাকমর্চত পরিষ্টোভত বিংশতিঃ। শতৈনমন্বনোনবুরিন্দ্রায় ব্রহ্মোদ্যতমর্চন্ননু স্বরাজ্যং॥	৮০-৯—৬১০৮
সহস্রাক্ষো বিচর্ষণিরগ্নী রক্ষাংসি সেধতি। হোতা গৃণীত উক্থ্যঃ॥	৭৯-১২—৬০৯৮
স হি ক্রতুঃ স মর্যঃ স সাধুর্মিত্রো ন ভূদদ্ভুতস্য রথীঃ। তং মেধেষু প্রথমং দেবয়ন্তীর্বিশ উপ ব্রুবতে দস্মমারীঃ॥	৭৭-৩—৬০৩২
স হি ক্ষপাবাঁ অগ্নী রয়ীণাং দাশদ্যো অস্মা অরং সূক্তৈঃ। এতা চিকিত্বো ভূমা নি পাহি দেবানাং জন্ম মর্তাংশ্চ বিদ্বান্॥	৭০-৩—৩৪৬৮
স্ব আ যস্তুভ্যং দম আ বিভাতি নমো বা দাশাদুশতো অনু দ্যূন্। বর্ধো অগ্নে বয়ো অস্য দ্বিবর্হা যাসদ্রায়া সরথং যং জুনাসি॥	৭১-৬—৪০১৮
স্বাধ্যো দিব আ সপ্ত যহ্বী রায়ো দুরো ব্যৃতজ্ঞা অজানন্। বিদদ্গব্যং সরমা দৃঢ়মূর্বং যেনা নু কং মানুষী ভোজতে বিট্॥	৭২-৮—৪[illegible]

—

হ।

সংহিতার মন্ত্র।	সূ-ঋ—পৃষ্ঠা।
হস্তে দধানো নৃম্ণা বিশ্বান্যমে দেবান্ধাদ্গুহা নিষীদন্। বিদন্তীমত্র নরো ধিয়ন্ধা হৃদা যত্তষ্টান্মন্ত্রাঁ অশংসন্॥	[illegible]
হিরণ্যকেশো রজসো বিসারেঽহির্ধুনির্বাত ইব ধ্রজীমান্। শুচিভ্রাজা উষসো নবেদা যশস্বতীরপস্যুবো ন সত্যাঃ॥	[illegible]
হিরণ্যয়েভিঃ পবিভিঃ পয়োবৃধ উজ্জিঘ্নন্ত আপথ্যো ন পর্বতান্। মখা অয়াসঃ স্বসৃতো ধ্রুবচ্যুতো দুধ্রকৃতো মরুতো ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ॥	[illegible]
হোতা নিষত্তো মনোরপত্যে স চিন্ন্বাসাং পতী রয়ীণাং। ইচ্ছন্ত রেতো মিথস্তনূষু সং জানত স্বৈর্দক্ষৈরমূরাঃ॥	[illegible]